Translation : Sadhu Benedict Moth

Copyright © Sadhu Benedict Moth 2018-2023

প্রচ্ছদে যিশুকে ঘিরে মণ্ডলীর পিতৃগণ প্রদর্শিত

AsramScriptorium বাইবেল - উপাসনা - খ্রিষ্টমণ্ডলীর পিতৃগণ

AsramSoftware - Donations

Maheshwarapasha - Khulna - Bangladesh

First digital edition : February 10, 2018

Version 3.0.3 (June 14, 2023)

AsramScriptorium সময় সময় বইগুলিকে সংশোধন ক'রে উচ্চতর Version নম্বর সহ পুনরায় আপলোড করে। সময় সময় শেষ সংস্করণ চেক করুন।

আপনি যদি বাঁমে বা ডানে বইয়ের সূচীপত্র (Bookmarks) না দেখতে পান, তাহলে এখানে ক্লিক করুন।

খ্রিষ্টমণ্ডলীর পিতৃগণের সঙ্গে

সুসমাচার-ধ্যান

(রবিবার এবং পর্ব ও মহাপর্ব)

সাধু বেনেডিক্ট মঠ

সূচীপত্র

উপাসনা-বর্ষের তালিকা

সঙ্কেতাবলি

আগমনকাল

রবিবার : ১ ২ ৩ ৪

জন্মোৎসবকাল

প্রভুর জন্মোৎসব পবিত্র পরিবার ১লা জানুয়ারী

২য় রবিবার প্রভুর আত্মপ্রকাশ প্রভুর বাপ্তিস্ম

তপস্যাকাল

রবিবার : ১ ২ ৩ ৪ ৫ তালপত্র রবিবার

পাস্কাকাল

পাস্কা রবিবার ২ ৩ ৪ ৫ ৬

প্রভুর স্বর্গারোহণ ৭ম রবিবার পঞ্চাশত্তমী রবিবার

সাধারণকাল

রবিবার : ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১ ৩২ ৩৩ ৩৪

পরমপবিত্র ত্রিত্ব খ্রিস্টের পরমপবিত্র দেহরক্ত পরমারাধ্য যিশুহৃদয়

বিবিধ পর্ব ও মহাপর্ব

প্রেরিতদূত পলের অন্তরে খ্রিস্টবিশ্বাসের জাগরণ (২৫শে জানুয়ারী)

মন্দিরে প্রভুকে উপস্থাপন (২রা ফেব্রুয়ারী)

সাধ্বী স্কলাস্তিকা (১০ই ফেব্রুয়ারী)

প্রেরিতদূত পিতরের ধর্মাসন (২২শে ফেব্রুয়ারী)

সাধু যোসেফ (১৯শে মার্চ)

সাধু বেনেডিক্টের উত্তরণ (২১শে মার্চ)

প্রভুর আগমন সংবাদ (২৫শে মার্চ)

সাধু মার্ক (২৫শে এপ্রিল)

সাধু ফিলিপ ও যাকোব (৩রা মে)

সাধু মাথিয়াস (১৪ই মে)

শুভ সাক্ষাৎ (৩১শে মে)

বাপ্তিস্মদাতা যোহনের জন্মতিথি (২৪শে জুন)

সাধু পিতর ও পল (২৯শে জুন)

সাধু থোমাস (৩রা জুলাই)

সাধু বেনেডিক্ট (১১ই জুলাই)

সাধ্বী মারীয়া মাগ্দালেনা (২২শে জুলাই)

সাধু যাকোব (২৫শে জুলাই)

প্রভু যিশুর দিব্য রূপান্তর (৬ই আগষ্ট)

সাধু লরেন্স (১০ই আগষ্ট)

ধন্যা মারীয়ার স্বর্গোন্নয়ন (১৫ই আগষ্ট)

সাধু বার্থলমেয় (২৪শে আগষ্ট)

মহাপ্রাণ সাধু গ্রেগরি (৩রা সেপ্টেম্বর)

ধন্যা মারীয়ার জন্মতিথি (৮ই সেপ্টেম্বর)

পবিত্র ক্রুশ উত্তোলন (১৪ই সেপ্টেম্বর)

সাধু মথি (২১শে সেপ্টেম্বর)

মহাদূত মিখায়েল (২৯শে সেপ্টেম্বর)

সাধু লুক (১৮ই অক্টোবর)

সাধু শিমোন ও যুদা (২৮শে অক্টোবর)

নিখিল সাধুসাধ্বী (১লা নভেম্বর)

লাতেরান মহাগির্জার উৎসর্গ-দিবস (৯ই নভেম্বর)

সাধু আন্দ্রিয় (৩০শে নভেম্বর)

ধন্যা মারীয়ার অমলোদ্ভব (৮ই ডিসেম্বর)

সাধু স্তেফান (২৬শে ডিসেম্বর)

সাধু যোহন (২৭শে ডিসেম্বর)
নিরপরাধী পবিত্র শিশুগণ (২৮শে ডিসেম্বর)

সাধারণ ব্যবস্থা

গির্জা উৎসর্গীকরণ ধন্যা কুমারী মারীয়া
সাক্ষ্যমর পালক মণ্ডলীর আচার্য
মঠাশ্রমী সন্ন্যাসী চিরকুমারী সাধুসাধ্বী

উপাসনা-বর্ষের তালিকা

২০১৮ খ বর্ষ

২০১৯ গ বর্ষ

২০২০ ক বর্ষ

২০২১ খ বর্ষ

২০২২ গ বর্ষ

২০২৩ ক বর্ষ

২০২৪ খ বর্ষ

২০২৫ গ বর্ষ

২০২৬ ক বর্ষ

২০২৭ খ বর্ষ

২০২৮ গ বর্ষ

২০২৯ ক বর্ষ

২০৩০ খ বর্ষ

২০৩১ গ বর্ষ

২০৩২ ক বর্ষ

২০৩৩ খ বর্ষ

২০৩৪ গ বর্ষ

২০৩৫ ক বর্ষ

২০৩৬ খ বর্ষ

২০৩৭ গ বর্ষ

২০৩৮ ক বর্ষ

২০৩৯ খ বর্ষ

২০৪০ গ বর্ষ

সঙ্কেতাবলি

পুরাতন নিয়ম

আদি (আদিপুস্তক)
যাত্রা (যাত্রাপুস্তক)
লেবীয় (লেবীয় পুস্তক)
গণনা (গণনাপুস্তক)
দ্বিঃবিঃ (দ্বিতীয় বিবরণ)
১ শামু (শামুয়েল ১ম পুস্তক)
সাম (সামসঙ্গীত-মালা)
প্রবচন (প্রবচনমালা)
উপ (উপদেশক)
পরমগীত (পরম গীত)
প্রজ্ঞা (প্রজ্ঞা পুস্তক)
সিরা (বেন-সিরা)
ইশা (ইশাইয়া)
যেরে (যেরেমিয়া)
এজে (এজেকিয়েল)
দা (দানিয়েল)
হো (হোশেয়া)

নূতন নিয়ম

মথি (মথি-রচিত সুসমাচার)
মার্ক (মার্ক-রচিত সুসমাচার)
লুক (লুক-রচিত সুসমাচার)
যোহন (যোহন-রচিত সুসমাচার)
প্রেরিত (প্রেরিতদের কার্যবিবরণী)
রো (রোমীয়দের কাছে পলের পত্র)
১ করি (করিন্থীয়দের কাছে পলের ১ম পত্র)

২ করি (করিন্থীয়দের কাছে পলের ২য় পত্র)

গা (গালাতীয়দের কাছে পলের পত্র)

এফে (এফেসীয়দের কাছে পলের পত্র)

ফিলি (ফিলিপ্পীয়দের কাছে পলের পত্র)

কল (কলসীয়দের কাছে পলের পত্র)

১ থে (থেসালোনিকীয়দের কাছে পলের ১ম পত্র)

২ থে (থেসালোনিকীয়দের কাছে পলের ২য় পত্র)

১ তি (তিমথির কাছে পলের ১ম পত্র)

২ তি (তিমথির কাছে পলের ২য় পত্র)

হিব্রু (হিব্রুদের কাছে পত্র)

১ পি (পিতরের ১ম পত্র)

২ পি (পিতরের ২য় পত্র)

১ যোহন (যোহনের ১ম পত্র)

প্রকাশ (ঐশপ্রকাশ পুস্তক)

আগমনকাল

১ম রবিবার

ক বর্ষ - মথি ২৪:৩৭-৪৪

সেসময় যিশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, ‘নোয়ার সেই দিনগুলিতে যেমন ঘটেছিল, মানবপুত্রের আগমনেও সেইমত ঘটবে; কারণ জলপ্লাবনের আগের দিনগুলিতে, জাহাজে নোয়ার প্রবেশ দিন পর্যন্ত লোকদের যেমন খাওয়া-দাওয়া ও বিয়ে করা-বিয়ে দেওয়া চলছিল, ও তারা কিছুরই আঁচ পেল না যতক্ষণ না বন্যা এসে সকলকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল, মানবপুত্রের আগমনে সেইমত ঘটবে। তখন দু’জন লোক মাঠে থাকবে: একজনকে নিয়ে যাওয়া হবে আর একজনকে ফেলে রাখা হবে; দু’জন স্ত্রীলোক জাঁতা ঘোরাবে: একজনকে নিয়ে যাওয়া হবে আর একজনকে ফেলে রাখা হবে।

অতএব জেগে থাক, কেননা তোমাদের প্রভু কোন্ দিন আসবেন, তা তোমরা জান না। কিন্তু এবিষয়ে নিশ্চিত হও যে, চোর রাতের কোন্ প্রহরে আসবে, গৃহকর্তা যদি তা জানত, তবে জেগে থাকত, নিজের ঘরে সিঁধ কাটতে দিত না। এজন্য তোমরাও প্রস্তুত থাক, কেননা যে ক্ষণ তোমরা কল্পনা করবে না, সেই ক্ষণে মানবপুত্র আসবেন।'

❖ মথি-রচিত সুসমাচারে মঠাধ্যক্ষ সাধু পাস্কাসিউসের ব্যাখ্যা (২য় পুস্তক ২৪)

জেগে থাক, যাতে প্রস্তুত হতে পার

জেগে থাক, কেননা তোমরা সেই দিন বা সেই ক্ষণ জান না (মথি ২৫:১৩)। শাস্ত্রের অন্যত্রও যেমনটি বারবার ঘটে, তেমনি এখানেও মনে হয়, খ্রিষ্ট সেকালের মানুষকেই মাত্র উদ্দেশ করে একথা বলছেন, অথচ তিনি সকলকেই উদ্দেশ করে একথা বলছেন। একথা সকলকেই সমানভাবে লক্ষ করে, কেননা প্রতিটি মানুষের পক্ষে মৃত্যু-ক্ষণ হল তার নিজের জীবনেরও শেষ দিন, গোটা জগতেরও শেষ ক্ষণ। প্রতিটি মানুষ যেভাবে সেই দিনটিতে বিচারিত হবে, সেইভাবে এজগৎ ছেড়ে চলে যাবে, এ অনিবার্য।

সুতরাং সৎপথে চলা ও অবিরত জেগে থাকা, মানুষের পক্ষে তেমন সতর্কতা প্রয়োজন, যাতে প্রভুর আগমনের দিন তাকে অপ্রস্তুত না পায়। সেই দিন তাকেই অপ্রস্তুত পাবে, জীবনের শেষ দিনে যে অপ্রস্তুত ছিল।

আমি মনে করি, প্রেরিতদূতেরা জানতেন, শেষ বিচারের জন্য প্রভু তাঁদের জীবনকালে আসবেন না; অথচ প্রভু যেন তাঁদের অপ্রস্তুত না পান, তাঁরা প্রবঞ্চিত না হবার জন্য নিঃসন্দেহেই সতর্ক থাকতেন, জেগে থাকতেন ও সেই সব কিছু পালন করতেন যা সকলের জন্য আদিষ্ট।

আমাদের সবসময় খ্রিষ্টের দ্বিবিধ আগমনের কথা স্মরণ করতে হয়: সেই প্রথম আগমনের কথা, যখন তিনি আবির্ভূত হবেন আর আমাদের সমস্ত কাজকর্মের কৈফিয়ত দিতে হবে; প্রতিদিনের সেই দ্বিতীয় আগমনেরও কথা, যখন তিনি আমাদের বিবেক অবিরত লক্ষ করতে আসেন ও আমাদের কাছে আসেন যেন তাঁর আগমনে আমাদের প্রস্তুত পান।

যতক্ষণ আমি তত পাপের বিষয়ে সচেতন, ততক্ষণ বিচারের দিনের কথা জানা আমার কী প্রয়োজন? তিনি প্রথমে আমার আত্মায় না এলে, আমার প্রাণে ফিরে না এলে, আমার অন্তরে তিনিই জীবন যাপন না করলে, তিনি আমার সঙ্গে কথা না বললে, তবে প্রভু আসবেন কিনা বা কখন আসবেন এসব জানাও কীবা প্রয়োজন? খ্রিষ্ট আমার মধ্যে আর আমি তাঁর মধ্যে জীবন যাপন করতে থাকলে, তবেই তাঁর আগমন আমার পক্ষে মঙ্গলকর, এমনকি আমার পক্ষে তাঁর দ্বিতীয় আগমনের ক্ষণও প্রায় উপস্থিত, যে ক্ষণে এই জগতে যা কিছু মূল্যবান তা আমার চোখে মিলিয়ে যায় আর আমি একপ্রকারে বলতে পারি, *আমার কাছে জগৎ, ও জগতের কাছে আমি ক্রুশবিদ্ধ* (গা ৬:১৪)।

খ্রিষ্টের এই বাণীও ভাব: *আমার নামে অনেকেই আসবে* (মথি ২৪:৫)। এই প্রবঞ্চকই হল সেই খ্রিষ্টবৈরী ও তার অনুগামীদের নামান্তর, যারা খ্রিষ্টের কাজকর্ম, সত্যবাণী ও প্রজ্ঞা ধারণ না করে তাঁর নাম ধারণ করে। শাস্ত্রের এমন স্থান নেই যেখানে প্রভু নিজের বেলায় বলেছেন, আমিই খ্রিষ্ট। তিনি যে প্রকৃতই খ্রিষ্ট, তাঁর পক্ষে উপদেশ ও অলৌকিক কাজের মাধ্যমেই তা প্রমাণ করা যথেষ্ট ছিল, কেননা তাঁর মধ্যে পিতার কাজ, তাঁর দেওয়া শিক্ষা ও তাঁর প্রতাপ 'আমিই খ্রিষ্ট' একথা এমন উদাত্ত কণ্ঠে বলছিল যে, হাজার কণ্ঠ চিৎকার করলেও তত জোরে পারত না।

তিনি কথায় তা ঘোষণা করেছেন কিনা, আমি তা জানি না, তবু তিনি যে খ্রিষ্ট, পিতার কাজ সাধন করায় ও ভালবাসা শেখানোতেই তা প্রমাণ করলেন; এসব কিছুর অভাবের ফলে খ্রিষ্টবৈরীরা মুখে তা-ই ঘোষণা করত যা আসলে তারা ছিল না।

খ বর্ষ - মার্ক ১৩:৩৩-৩৭

> সেসময় যিশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, 'সাবধান থাক, জেগে থাক, কেননা সে সময় কবে হবে, তা জান না। এমনটি হবে, বিদেশ যাত্রা করতে যাচ্ছেন ঠিক যেন এমন লোকের মত, যিনি নিজের দাসদের হাতে সবকিছুর ভার দিয়ে গেছেন, প্রত্যেককে তার নিজ নিজ কাজ দিয়েছেন, ও দারোয়ানকে জেগে থাকতে আদেশ করেছেন। তাই তোমরা জেগে থাক, কেননা গৃহকর্তা যে কবে এসে পড়বেন—সন্ধ্যাকালে বা রাতদুপুরে বা মোরগ ডাকবার সময়ে কিংবা সকালবেলায়—তোমরা তা জান না; তিনি হঠাৎ এসে যেন তোমাদের ঘুমন্ত

অবস্থায় না পান। আর আমি তোমাদের যা বলছি, তা সকলকেই বলছি: জেগে থাক।’

❖ বিশপ সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি (উপদেশ ১৮, ১-২)

ঈশ্বর দণ্ড দিতে নয়, ত্রাণ করতেই প্রীত

আমাদের পরমেশ্বর আসছেন, নীরব থাকবেন না (সাম ৫০:৩)। ঈশ্বরপুত্র আমাদের ঈশ্বর সেই খ্রিষ্ট প্রভু তাঁর প্রথম আগমনে আবৃত আকারেই নিজেকে উপস্থিত করলেন, কিন্তু তাঁর দ্বিতীয় আগমন প্রকাশ্যই হবে। তিনি যখন আবৃত আকারে এলেন, তখন শুধু তাঁর সেবকদের দ্বারাই তাঁকে চেনা হল; তিনি যখন প্রকাশমান আকারে আসবেন, তখন ধার্মিক দুর্জন সকলেই তাঁকে দেখতে পাবে।

তিনি যখন তাঁর মানবতার আবরণে এলেন, তখন বিচারিত হবার জন্য এলেন; তিনি যখন প্রকাশ্যে আসবেন, তখন বিচার সম্পাদন করার জন্যই আসবেন। তিনি যখন বিচারিত হলেন, তখন নীরব থাকলেন, আর তাঁর এ নীরবতা সম্বন্ধে নবী বলেছিলেন, *তিনি মেষের মত জবাইখানায় চালিত হলেন, ও লোমকাটিয়ের সামনে মেষশাবক যেমন নীরব থাকে, তিনি তেমনি মুখ খুললেন না* (ইশা ৫৩:৭)।

কিন্তু *আমাদের পরমেশ্বর আসছেন, নীরব থাকবেন না*। বিচারিত হওয়ার সময়ে তিনি নীরব থাকলেন, কিন্তু যখন তিনিই বিচার করবেন, তখন সেইভাবে নীরব থাকবেন না। যদি কেউ থাকে যে তাঁকে শোনে, তবে এখনও তিনি নীরব নন; কিন্তু যখন তারাও তাঁর কণ্ঠ চিনতে পারবে যারা এখন তাঁকে অবজ্ঞা করে, তখন, যেমন লেখা আছে, *তিনি নীরব থাকবেন না*। বর্তমানে ঈশ্বরের আজ্ঞাগুলি ঘোষণা করার সময়ে কেউ কেউ তা নিয়ে হাসে। ঈশ্বরের প্রতিশ্রুত জিনিস এখনও দৃষ্টিগোচর নয়, তাঁর ভয়প্রদর্শনের বাণীগুলির বাস্তবায়নও এখনও স্পর্শযোগ্য নয় বিধায় মানুষ তাঁর আজ্ঞাগুলি তাচ্ছিল্যের বস্তু মনে করে। যা এ সংসারের মঙ্গল বলে, এখনকার মত দুর্জনেরাও তা ভোগ করে; আর যা অমঙ্গল বলে, ধার্মিকেরাও তা ভোগ করে।

যারা বর্তমান বাস্তবতায় বিশ্বাসী ও ভাবী বাস্তবতায় অবিশ্বাসী, তারা লক্ষ করে এ সংসারের ভাল-মন্দ ধার্মিক-দুর্জন নির্বিশেষে সকলেরই ভাগ্য। ধন-ঐশ্বর্যই তাদের

কামনার বস্তু হলে, তারা দেখে, খারাপ লোক ভাল লোক সকলেই তা পাচ্ছে; এ সংসারের দরিদ্রতা ও হীনতাই তাদের ঘৃণার বস্তু হলে, তারা দেখে, ভাল লোক শুধু নয়, খারাপ লোকও তাতে ভুগছে; ফলে তারা মনে মনে বলে, ঈশ্বর মানবীয় ব্যাপারের দিকে তাকান না, তা নিয়ন্ত্রণও করেন না; তিনি বরং ভাগ্যের হাতেই এ সংসারের গভীর তলদেশে আমাদের সম্পূর্ণ রূপে ছেড়ে দিলেন ও আমাদের বিষয়ে তাঁর চিন্তাটুকুও নেই; আর তাঁর বিচারের কোন লক্ষণ না পাওয়ায় তারা তাঁর আজ্ঞাগুলি অবজ্ঞা করে চলে।

তবু এখনও এক একজনের চিন্তা করা দরকার যে, ঈশ্বর যখন ইচ্ছা করেন, তখন তিনি বিলম্ব না করে দেখেন ও শাস্তি দেন, আবার যখন ইচ্ছা করেন, তখন ধৈর্য রাখেন। কোন কারণে? কারণ বর্তমানকালে তিনি যদি আপন বিচার কখনও প্রকাশ না করতেন, তাহলে লোকে ভাবত, ঈশ্বর নেই; আর তিনি যদি আপন বিচার সবসময়ই প্রকাশিত করতেন, তাহলে শেষ বিচারের জন্য আর কিছুই বাকি থাকত না। অনেক কিছু স্থগিত রয়েছে দণ্ডের জন্য, অন্য কিছুর জন্য সঙ্গে সঙ্গেই শাস্তি উপস্থিত, যাদের কাছে দণ্ড-বিরতি মঞ্জুর করা হয়, তারা যেন ভয় পেয়ে মনপরিবর্তন করে। কেননা ঈশ্বর দণ্ড দিতে প্রীত নন, তিনি বরং ত্রাণ করতে ইচ্ছা করেন, আর তিনি এজন্যই দুর্জনদের প্রতি ধৈর্যশীল, যাতে দুর্জন থেকে তাদের ধার্মিক করে তুলতে পারেন।

প্রেরিতদূত বলেন, *ঈশ্বরের ক্রোধ স্বর্গ থেকে যত অভক্তির উপরে প্রকাশিত হচ্ছে* (রো ১:১৮), এবং *ঈশ্বর প্রত্যেক মানুষকে তার কর্ম অনুযায়ী প্রতিফল দেবেন* (রো ২:৬)। কিন্তু যে মানুষ ঈশ্বরের কথা চিন্তা করে না, তাকে ভর্ৎসনা ক'রে তিনি সতর্কবাণী দিয়ে বলেন, *তুমি কি তাঁর মহা মঙ্গলময়তা, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা তুচ্ছ মনে কর?* (রো ২:৪)। যেহেতু তিনি তোমার প্রতি মঙ্গলময়, সহিষ্ণু ও ধৈর্যশীল, যেহেতু তিনি তোমার অপেক্ষায় থাকেন ও জগৎ থেকে তোমাকে উচ্ছেদ করেন না, সেজন্যই তুমি কি তাঁকে অবজ্ঞা কর, তাঁর ঐশ বিচার শূন্যই মনে কর আর অস্বীকার কর যে *ঈশ্বরের মঙ্গলময়তা তোমাকে মনপরিবর্তনের দিকেই নিয়ে যেতে চায়? কিন্তু তোমার জেদ ও মনপরিবর্তন-বিহীন হৃদয়কে প্রশ্রয় দিয়ে তুমি ক্রোধের দিনের জন্য, ঈশ্বরের ন্যায়বিচার-প্রকাশেরই সেই দিনের জন্য নিজের উপরে ক্রোধ জমিয়ে তুলছ: তিনি তো প্রত্যেক মানুষকে তার কর্ম অনুযায়ী প্রতিফল দেবেন* (রো ২:৪-৬)।

গ বর্ষ - লুক ২১:২৫-২৮, ৩৪-৩৬

সেসময় যিশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, ‘সূর্যে, চাঁদে ও আকাশের তারায় নানা চিহ্ন দেখা দেবে, এবং পৃথিবী জুড়ে জাতিগুলো দুঃখক্লিষ্ট হবে, সমুদ্র ও তরঙ্গের গর্জনে উদ্বিগ্ন হবে। লোকে ভয়ে, ও বিশ্বজগতে যা যা ঘটবে তার আশঙ্কায় ম্রিয়মাণ হয়ে যাবে; কেননা নভোমণ্ডলের পরাক্রমগুলো আলোড়িত হবে। আর তখন তারা দেখতে পাবে, মানবপুত্র সপরাক্রমে ও মহাগৌরবে মেঘের মধ্যে আসছেন। কিন্তু এই সকল ঘটনা শুরু হলে তোমরা সোজা হয়ে দাঁড়াও, মাথা উচ্চ কর, কেননা তোমাদের মুক্তি কাছে এসে গেছে।’

কিন্তু নিজেদের সম্বন্ধে সাবধান থাক, যেন তোমাদের হৃদয় ভোজনে অমিতাচারে ও মাতলামিতে এবং জীবনের চিন্তা-ভাবনায় স্থুল হয়ে না পড়ে; আবার যেন সেই দিনটা হঠাৎ ফাঁদের মত তোমাদের উপরে না এসে পড়ে; কেননা সেই দিনটা সারা পৃথিবীর সকল মানুষের উপরে নেমে আসবে। তোমরা জেগে থাক, সবসময় মিনতি জানাও, যেন যা শীঘ্রই ঘটবার কথা তা এড়াবার, ও মানবপুত্রের সামনে দাঁড়াবার শক্তি পেতে পার।’

❖ মঠাধ্যক্ষ সাধু বার্নার্ডের উপদেশাবলি (প্রভুর আগমন, উপদেশ ৪:১, ৩, ৪)

আগমনকালের দান

ভ্রাতৃগণ, যথাযোগ্য ভাবেই, আত্মার উজ্জ্বল ভক্তিতেই প্রভুর আগমনকাল উদ্‌যাপন কর; যে মহাদান তোমাদের দেওয়া হচ্ছে, তার জন্য উৎফুল্ল অন্তর নিয়ে; যে মহাপ্রেম তোমাদের দেখানো হচ্ছে, তার জন্য গভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গেই একাল উদ্‌যাপন কর।

তবু তোমরা প্রভুর সেই প্রথম আগমনেরই কথা শুধু ধ্যান করো না, যখন তিনি হারানো যত কিছু খোঁজ করতে ও ত্রাণ করতে জগতে প্রবেশ করলেন, বরং তাঁর সেই দ্বিতীয় আগমনেরও কথা ধ্যান কর, যখন তিনি নিজের সঙ্গে চিরকালের মত আমাদের মিলিত করতে আগমন করবেন।

তোমাদের ধ্যানের বিষয় হোক খ্রিস্টের দ্বিবিধ আগমন; তাঁর প্রথম আগমনে তিনি যে কী দান করলেন ও দ্বিতীয় আগমনের জন্য যে কী প্রতিশ্রুত হয়েছেন, তা নিয়েই চিন্তামগ্ন থাক।

কেননা, ভ্রাতৃগণ, *সেই ক্ষণ এসে গেছে যখন বিচার ঈশ্বরের গৃহ থেকেই শুরু হয়* (১ পি ৪:১৭)। কিন্তু যারা তাঁর এই বিচার মানে না, তাদের কী দশা হবে? যে কেউ এ বর্তমান বিচার এড়ায়, যে বিচারে এ সংসারের অধিপতি বহিষ্কৃত হয়, সে সেই ভাবী বিচারককে অপেক্ষা করুক, এমনকি ভয়ই করুক, কেননা তখন তাঁর দ্বারা তার অধিপতির সঙ্গে সেও বহিষ্কৃত হবে। আমরা কিন্তু যদি এখন থেকে ন্যায়বিচারে নিজেদের বিচারিত হতে দিই, তবে নিশ্চিত আছি, ও *পরিত্রাতারূপে প্রভু যিশুখ্রিস্টেরই প্রতীক্ষায় রয়েছি। যে শক্তিগুণে তিনি সমস্ত কিছুই নিজের অধীনে আনতে পারেন, তিনি সেই শক্তি দিয়েই আমাদের হীনাবস্থার এই দেহটি রূপান্তরিত ক'রে তাঁর আপন গৌরবময় দেহের সমরূপ করবেন* (ফিলি ৩:২০-২১)। *তখন ধার্মিকেরা নিজেদের পিতার রাজ্যে সূর্যের মত দীপ্তিমান হয়ে উঠবে* (মথি ১৩:৪৩)।

আপন আগমনে *পরিত্রাতা আমাদের হীনাবস্থার এই দেহটি রূপান্তরিত ক'রে তাঁর আপন গৌরবময় দেহের সমরূপ করবেন*, কিন্তু তাই করবেন যদি আগে থেকে তিনি আমাদের হৃদয়কে বিনম্রতায় তাঁর আপন হৃদয়ের অনুরূপে নবীভূত ও রূপান্তরিত পান—শুধু এই শর্তে। এজন্য তিনি বলেন, *আমার কাছে শিখে নাও, কারণ আমি কোমল ও নম্রহৃদয়* (মথি ১১:১৯)। এ বাক্যে বিনম্রতার দ্বিগুণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ কর: জ্ঞানের ও ইচ্ছার বিনম্রতা।

দ্বিতীয়টা এখানে হৃদয়ের বিনম্রতা বলে উপস্থাপিত। প্রথমটা অনুসারে আমরা আমাদের শূন্যতা চিনি, যেইভাবে আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা ও দুর্বলতা থেকে তা অনুমান করতে পারি। দ্বিতীয়টা অনুসারে আমরা এ সংসারের অসার মায়া প্রত্যাখ্যান করি। আমরা হৃদয়ের বিনম্রতা তাঁরই কাছে শিখি, *যিনি নিজেকে রিক্ত করে দাসের স্বরূপ ধারণ করলেন* (ফিলি ২:৭), অর্থাৎ তাঁরই কাছে যিনি পালিয়ে গেছিলেন যখন লোকে তাঁকে রাজা করবার জন্য খুঁজছিল; কিন্তু যখন লোকে অপমানে পরিবৃত ও ক্রুশের লজ্জায় ও যন্ত্রণায় দণ্ডিত করার জন্য তাঁকে খোঁজ করেছিল, তখন স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করেছিলেন।

২য় রবিবার

ক বর্ষ - মথি ৩:১-১২

নির্ধারিত সময়ে বাপ্তিস্মদাতা যোহন আবির্ভূত হলেন; তিনি যুদেয়ার মরুপ্রান্তরে প্রচার করতেন; তিনি বলতেন: ‘মনপরিবর্তন কর, কেননা স্বর্গরাজ্য কাছে এসে গেছে।’ ইনিই সেই ব্যক্তি যাঁর বিষয়ে নবী ইশাইয়া বলেছিলেন,

এমন একজনের কণ্ঠস্বর
যে মরুপ্রান্তরে চিৎকার করে বলে,
প্রভুর জন্য পথ প্রস্তুত কর,
তাঁর রাস্তা সমতল কর।

এই যোহন উটের লোমের এক কাপড় পরতেন, তাঁর কোমরে চামড়ার বন্ধনী, ও তাঁর খাদ্য পঙ্গপাল ও বনের মধু ছিল। তখন যেরুশালেম, সমস্ত যুদেয়া ও যর্দনের নিকটবর্তী সমস্ত অঞ্চলের লোক তাঁর কাছে যেতে লাগল, ও নিজেদের পাপ স্বীকার করে যর্দন নদীতে তাঁর হাতে বাপ্তিস্ম নিতে লাগল।
কিন্তু অনেক ফরিশী ও সাদ্দুকী বাপ্তিস্মের জন্য আসছে দেখে তিনি তাদের বললেন, ‘হে সাপের বংশ, আসন্ন ক্রোধ থেকে পালাতে তোমাদের কে চেতনা দিল? অতএব এমন এক ফল দেখাও, যা তোমাদের মনপরিবর্তনের যোগ্য ফল। আর এমনটি ভাববে না যে তোমরা মনে মনে বলতে পার, আব্রাহাম আমাদের পিতা; কেননা আমি তোমাদের বলছি, ঈশ্বর এ সমস্ত পাথর থেকে আব্রাহামের জন্য সন্তানদের উদ্ভব ঘটাতে পারেন। আর এখনই তো গাছগুলোর শিকড়ে কুড়ালটা লাগানো রয়েছে; অতএব, যে কোন গাছে উত্তম ফল ধরে না, তা কেটে আগুনে ফেলে দেওয়া হবে।
আমি মনপরিবর্তনের উদ্দেশে জলে তোমাদের বাপ্তিস্ম দিই বটে, কিন্তু আমার পরে যিনি আসছেন, তিনি আমার চেয়ে শক্তিশালী; আমি তাঁর জুতো খুলবার যোগ্য নই; তিনি পবিত্র আত্মা ও আগুনেই তোমাদের বাপ্তিস্ম দেবেন। তাঁর কুলো তাঁর হাতে রয়েছে, আর তিনি নিজের খামার পরিষ্কার করবেন, ও নিজের গম গোলায় সংগ্রহ করবেন, কিন্তু তুষ অনির্বাণ আগুনে পুড়িয়ে দেবেন।’

❖ বিশপ সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি (উপদেশ ১০৯:১)

মনপরিবর্তন কর, কেননা স্বর্গরাজ্য কাছে এসে গেছে

আমরা সুসমাচারের কথা শুনেছি; হ্যাঁ, শুনেছি যে, প্রভু তাদের ভর্ৎসনা করেন, যারা আকাশের চেহারা বুঝতে পারে, কিন্তু কাছে এসে যাওয়া স্বর্গরাজ্যে বিশ্বাস করার সময়টিকে চিনতে পারে না। তিনি একথা ইহুদীদের বলছিলেন, তাঁর বাণী কিন্তু আমাদেরও কাছে আসে। আমাদের প্রভু যিশুখ্রিষ্ট এভাবেই আপন প্রচারকর্ম শুরু করেছিলেন: *মনপরিবর্তন কর, কেননা স্বর্গরাজ্য কাছে এসে গেছে* (মথি ৪:১৭)। তাঁর অগ্রদূত সেই বাপ্তিস্মদাতা যোহনও একই কথা বলে শুরু করেছিলেন, *মনপরিবর্তন কর, কেননা স্বর্গরাজ্য কাছে এসে গেছে।* আজও প্রভু তাদের ভর্ৎসনা করেন, স্বর্গরাজ্য কাছে আসতে আসতে যারা মন ফেরাতে চায় না। তিনি বলেন, *স্বর্গরাজ্য এমনভাবে আসে না, যা মনোযোগ আকর্ষণ করবে* (লুক ১৭:২১); এর পর তিনি বলে চলেন, *স্বর্গরাজ্য তোমাদের মাঝেই উপস্থিত।*

সুতরাং প্রত্যেকে চিন্তা-ভাবনা করেই প্রভুর সাবধান বাণী গ্রহণ করুক, যাতে সে ত্রাণকর্তার দয়া সক্রিয় হওয়ার ক্ষণ না হারায়, সেই যে দয়া ততদিন দান করা হয় যতদিন মানবজাতিকে সময় দেওয়া হয়। মানুষ যেন মন ফেরায়, কেউই যেন বিনাশে পতিত না হয়, এজন্যই মানুষকে সময় দেওয়া হয়। ঈশ্বর তো জানেন কবে জগতের সমাপ্তি ঘটবে: এখন বিশ্বাসের সময়। জগতের সমাপ্তি তোমাদের কাউকে জীবিত পাবে কিনা, আমি তা জানি না; হয় তো পাবে না। তবু যেহেতু আমরা মরণশীল, সেজন্য সেই ক্ষণ প্রত্যেকেরই সন্নিকট। আমরা তো বহু বিপদের মধ্যে পথ চলি। কাঁচের তৈরী হলে আমরা পতন তত ভয় করতাম না; একটা কাঁচের পাত্রের চেয়ে ভঙ্গুর কিছু আছে কি? তবু তা অক্ষুণ্ণই থাকে ও শতাব্দীর পর শতাব্দী থেকে যায়; আর যদিও ভয় করা যায়, কাঁচের পাত্র পড়তে পারে, তার জন্য বার্ধক্যকাল বা জ্বর ভয় করা যায় না।

আমরা কাঁচের চেয়েও ভঙ্গুর ও দুর্বল; মানবজীবনে যত অপ্রত্যাশিত বিপদ পরপর ঘটে, আমাদের ভঙ্গুরতা প্রতিদিন সেই সবকিছুর জন্য আমাদের উদ্বিগ্ন করে; আর যদিও এসব কিছু আমাদের স্পর্শ না করে, তবু সময় তো যায়: মানুষ একটা আঘাত এড়াতে পারে বটে, কিন্তু সে কি মৃত্যু এড়াতে পারে? বাইরে থেকে আগত যত বিপদ সে এড়াতে

পারে, কিন্তু দেহে নিহিত যে অসুখ, সে কি তা এড়াতে পারে? তাছাড়া, একবার সামান্য জীবাণু তোমাকে হুমকি দেয়, একবার পুরো অসুস্থতা হঠাৎ তোমার উপর এসে পড়ে; শেষে একজন এসব কিছু থেকে যতই না নিজেকে বাঁচায় না কেন, যখন বার্ধক্যকাল উপস্থিত হয়, তখন কোন বিরতি আর থাকেই না।

খ বর্ষ - মার্ক ১:১-৮

ঈশ্বরপুত্র যিশুখ্রিষ্টের সুসমাচারের আরম্ভ। নবী ইশাইয়ার পুস্তকে যেমনটি লেখা আছে,

দেখ, আমি আমার দূত তোমার সামনে প্রেরণ করছি;
সে তোমার জন্য পথ প্রস্তুত করবে;
এমন একজনের কণ্ঠস্বর
যে মরুপ্রান্তরে চিৎকার করে বলে,
প্রভুর জন্য পথ প্রস্তুত কর,
তাঁর রাস্তা সমতল কর,

সেই অনুসারে বাপ্তিস্মদাতা সেই যোহন মরুপ্রান্তরে আবির্ভূত হলেন; তিনি পাপক্ষমার উদ্দেশে মনপরিবর্তনের বাপ্তিস্ম প্রচার করতেন। সমস্ত যুদেয়া অঞ্চল ও যেরুশালেম-বাসী সকলে তাঁর কাছে যেতে লাগল, ও নিজেদের পাপ স্বীকার করে যর্দনে তাঁর হাতে বাপ্তিস্ম নিতে লাগল। এই যোহন উটের লোমের এক কাপড় পরতেন, তাঁর কোমরে চামড়ার বন্ধনী ছিল, ও তিনি পঙ্গপাল ও বনের মধু খেতেন। তিনি প্রচার করে বলতেন, ‘আমার পরে এমন একজন আসছেন, যিনি আমার চেয়ে শক্তিশালী; আমি নিচু হয়ে তাঁর জুতোর বাঁধন খুলবার যোগ্য নই। আমি তোমাদের জলে বাপ্তিস্ম দিলাম, তিনি কিন্তু পবিত্র আত্মায়ই তোমাদের বাপ্তিস্ম দেবেন।’

❖ লুক-রচিত সুসমাচারে পুরোহিত অরিগেনেসের উপদেশাবলি (উপদেশ ২২:১-৪)

প্রভুর পথ সোজা করে তোল

এসো, আমরা তন্ন তন্ন করে দেখি খ্রিস্টের আগমন সম্বন্ধে কী সংবাদ দেওয়া হয়। প্রথমত যোহনের বিষয়ে লেখা আছে, *এমন একজনের কণ্ঠস্বর যে মরুপ্রান্তরে চিৎকার করে বলে: প্রভুর জন্য পথ প্রস্তুত কর, তাঁর জন্য রাস্তা সমতল কর* (লুক ৩:৪)। পরবর্তীতে যা লেখা আছে, তা স্পষ্টভাবে প্রভু ও ত্রাণকর্তাকেই নির্দেশ করে। যিনি *সমস্ত উপত্যকা ভরাট করেছেন*, তিনি তো যোহন নন, বরং আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তা। প্রত্যেকে লক্ষ করুক, বিশ্বাস পাবার আগে সে কী ছিল: অনুভব করবে, সে গভীর একটা উপত্যকাই ছিল, সে নিচমুখী এমন উপত্যকাই ছিল যা তলদেশের তলায় নিমজ্জিত। কিন্তু যখন প্রভু যিশু এলেন ও তাঁর প্রতিনিধি রূপে পবিত্র আত্মাকে প্রেরণ করলেন, তখন *সমস্ত উপত্যকা ভরাট করা হল*। উপত্যকাটা পবিত্র আত্মার শুভকর্ম ও ফলগুলি দিয়েই ভরাট করা হল। ভালবাসা তো চায় না, তোমার মধ্যে একটা উপত্যকা থাকবে, কেননা তোমার যদি শান্তি, সহিষ্ণুতা ও মঙ্গলানুভবতা থাকে, তাহলে যে আর উপত্যকা হবে না, তা শুধু নয়, তুমি বরং ঈশ্বরের 'পর্বত' হতে শুরু করবে।

আমরা লক্ষ করি, একদিকে এ সমস্ত বাণী প্রতিদিন বিধর্মীদের বেলায় পূর্ণতা লাভ করে: *সমস্ত উপত্যকা ভরাট করা হয়;* অন্যদিকে মাহাত্ম্য থেকে যাদের নামানো হল, সেই ইস্রায়েলের বেলায় এবাণী পূর্ণতা লাভ করে, *সমস্ত পর্বত ও উপপর্বত নিচু করা হবে*। এই জাতি একসময় একটা পর্বত ও উপপর্বত ছিল, কিন্তু তাকে নামানো ও টুকরো টুকরো করা হল। কিন্তু *তাদের প্রায়-পতনের ফলে বিজাতীয়দের কাছে পরিত্রাণ এসেছে, যেন তাদের অন্তরে ঈর্ষার ভাব জেগে ওঠে* (রো ১১:১১)।

অপরদিকে তুমি যদি বল, সেই নামানো পর্বত ও উপপর্বত হল সেই বিরোধী শক্তি যা মানুষের সামনে রুখে দাঁড়াত, তখন ভুল করবে না। কেননা যার কথা বলি, সেই উপত্যকা যাতে ভরাট করা হয়, পর্বত ও উপপর্বত তথা বিরোধী শক্তিকে নামানো দরকার হবে।

এসো, এবার দেখি খ্রিস্টের আগমন সংক্রান্ত সেই পরবর্তী ভাববাণী পূর্ণতা লাভ করেছে কিনা। লেখা আছে, *বাঁকা পথ সোজা করা হবে*। আমরা প্রত্যেকেই বাঁকা ছিলাম

—আশা রাখি কেবল সেসময়ই বাঁকা ছিলাম, এখন আর নয়!—কিন্তু আমাদের আত্মায় খ্রিষ্টের আগমনের ফলে যা কিছু বাঁকা ছিল সোজা হয়ে গেছে। বস্তুত খ্রিষ্ট তোমার আত্মায়ও যদি না এসে থাকেন, তাহলে তিনি যে একসময় মাংসে এলেন, তাতে তোমার কী লাভ? তবে এসো, প্রার্থনা করি যেন প্রতিদিন তাঁর আগমন আমাদের অন্তরে পূর্ণতা লাভ করে, ফলে আমরা যেন বলতে পারি, *আমি এখনও জীবিত আছি, কিন্তু সে তো আর আমি নয়, আমার অন্তরে স্বয়ং খ্রিষ্টই জীবনযাপন করেন* (গা ২:২০)।

আমার প্রভু যিশু এসেছেন ও তোমার সমস্ত অসমতল স্থান সমতল করেছেন, তোমার সমস্ত বিশৃঙ্খলা সোজা পথে পরিণত করেছেন তোমার মধ্যে এমন বাধাশূন্য পথ গড়ার জন্য যা দিয়ে পিতা ঈশ্বর মধুর ও শুচিতম পথ ধরে তোমার কাছে আসতে পারেন ও খ্রিষ্ট প্রভু তোমার মধ্যে তাঁর আপন তাঁবু বেঁধে বলতে পারেন: *আমার পিতা ও আমি আসব আর তার কাছে বাস করব* (যোহন ১৪:২৩)।

গ বর্ষ - লুক ৩:১-৬

তিবেরিউস কায়েসারের রাজত্বকালের পঞ্চদশ বর্ষে যখন পন্তিউস পিলাত যুদেয়ার প্রদেশপাল, হেরোদ গালিলেয়ার সামন্তরাজ, তাঁর ভাই ফিলিপ ইতুরিয়া ও ত্রাখোনিতিস প্রদেশের সামন্তরাজ, এবং লিসানিয়াস আবিলেনের সামন্তরাজ ছিলেন, তখন, আন্না ও কাইয়াফার মহাযাজকত্ব-কালে, ঈশ্বরের আহ্বান মরুপ্রান্তরে জাখারিয়ার সন্তান যোহনের কাছে উপস্থিত হল।
তিনি যর্দনের সমস্ত অঞ্চলে এসে পাপক্ষমার উদ্দেশে মনপরিবর্তনের বাপ্তিস্ম প্রচার করতে লাগলেন, যেমনটি নবী ইশাইয়ার বাণীগ্রন্থে লেখা আছে: এমন একজনের কণ্ঠস্বর যে মরুপ্রান্তরে চিৎকার করে বলে, প্রভুর জন্য পথ প্রস্তুত কর, তাঁর রাস্তা সমতল কর। উঁচু করা হোক সকল উপত্যকা, নিচু করা হোক সকল পর্বত, সকল উপপর্বত। অসমতল ভূমি হোক সমতল, শৈলশিরা হয়ে উঠুক সমভূমি; এবং সমস্ত মানবকুল প্রভুর পরিত্রাণ দেখতে পাবে।’

❖ তুরিনের বিশপ সাধু মাক্সিমের উপদেশাবলি (উপদেশ ৮৮:১-৩)

আজও যোহনের কণ্ঠস্বর আমাদের কাছে চিৎকার করে কথা বলে

ঐশশাস্ত্র সবসময়ই কথা বলে ও চিৎকার করে, যেইভাবে যোহনের বেলায় লেখা আছে, *আমি এমন একজনের কণ্ঠস্বর, যে মরুপ্রান্তরে চিৎকার করে।* যোহন যে সময় ফরিশীদের কাছে প্রভু ও তাঁর পরিত্রাণের সংবাদ দিতেন, তখনই মাত্র যে তিনি চিৎকার করেছেন এমন নয়; আজও তিনি আমাদের মাঝে চিৎকার করেন, আর তাঁর কণ্ঠস্বর বজ্রনাদের মত আমাদের পাপময় মরুপ্রান্তর কম্পিত করে। তিনি পুণ্য সাক্ষ্যমরণে নিদ্রা গেলেন, কিন্তু তাঁর কণ্ঠস্বর এখনও জীবন্ত। সেই কণ্ঠস্বর আজও আমাদের বলে, *প্রভুর জন্য পথ প্রস্তুত কর, তাঁর জন্য রাস্তা সমতল কর।* অতএব শাস্ত্র সবসময়ই চিৎকার করে ও কথা বলে।

যোহন আজ আমাদের কানে সেই একই চিৎকার ধ্বনিত করেন, এবং প্রভুর জন্য পথ প্রস্তুত করতে আদেশ করেন।

এ পথ ভূমিতে পাতা নয়, পথটা বরং নিখুঁত বিশ্বাসেই অবস্থিত। প্রভু পৃথিবীর পথগুলির মধ্যে নয়, আত্মার অন্তঃস্থলেই নিজের জন্য একটা পথ খুলতে চান।

যিনি আমাদের বলেন প্রভুর জন্য পথ প্রস্তুত করতে, এসো, আমরা লক্ষ করি সেই যোহন নিজেই ত্রাণকর্তার জন্য কী ধরনের পথ খুলে দিলেন। তিনি আগমনকারী খ্রিষ্টকে উদ্দেশ্য করেই তাঁর সমস্ত গমনপথ প্রস্তুত ও নিরূপণ করলেন, তথা, দীর্ঘ উপবাস, বিনম্রতা, দরিদ্রতা, কৌমার্য। এসব গুণ বর্ণনা করে সুসমাচার-রচয়িতা বলেন, *যোহন উটের লোমের কাপড় পরতেন, তাঁর কোমরে চামড়ার এক বন্ধনী ছিল, ও তিনি পঙ্গপাল ও বনের মধু খেতেন* (মার্ক ১:৬)।

শক্ত লোমের কাপড় পরিধান করার চেয়ে মহত্তর বিনম্রতা নবীর কী থাকতে পারে? কোমর বেঁধে যত সেবাকর্ম পালন করার জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখার চেয়ে অধিক ভক্তিময় বিশ্বস্ততা কী থাকতে পারে? পঙ্গপাল ও বনের মধু নিয়ে খুশি হয়ে জীবনের যত আরাম তুচ্ছ করার চেয়ে আদর্শবান সংযম কী থাকতে পারে?

আমি মনে করি, এসব কিছু যা নবীর বেলায় সাধারণ ব্যাপার ছিল, তা প্রকৃতপক্ষে ভাববাণীই ছিল। খ্রিস্টের অগ্রদূত উটের লোম দিয়ে তৈরী একটা পোশাক ব্যবহার করতেন, কেননা তিনি একপ্রকারে ইঙ্গিত দিতে চাইতেন, স্বয়ং খ্রিষ্ট এসে মানবদেহ পরিধান করবেন, সেই যে মানবদেহ আমাদের পাপের শক্ত সুতো দিয়ে বোনা। আর সেই চামড়ার কটিবন্ধনী কি আমাদের এ ভঙ্গুর মাংসের প্রতীক নয়, যে মাংস খ্রিষ্টের আগমনের আগে রিপুর প্রভুত্বের অধীন ছিল, কিন্তু পরে সদ্‌গুণাবলির বল্গায় নিয়ন্ত্রণাধীন হল?

৩য় রবিবার

ক বর্ষ - মথি ১১:২-১১

সেসময় যোহন কারাগারে থেকে খ্রিষ্টের কর্মের কথা শুনে নিজের শিষ্যদের মধ্য দিয়ে তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা করে পাঠালেন, ‘যিনি আসছেন, আপনিই কি সেই ব্যক্তি? না আমরা অন্যের অপেক্ষায় থাকব?’ উত্তরে যিশু তাদের বললেন, ‘তোমরা যা কিছু শুনতে ও দেখতে পাচ্ছ, তা যোহনকে গিয়ে জানাও: অন্ধ আবার দেখতে পায় ও খোঁড়া হেঁটে বেড়ায়, সংক্রামক চর্মরোগে আক্রান্ত মানুষ শুচীকৃত হয় ও বধির শুনতে পায়, এবং মৃত পুনরুত্থিত হয় ও দীনদরিদ্রদের কাছে শুভসংবাদ প্রচার করা হয়; আর সুখী সেই জন, আমার কারণে যার পতন হবে না।’ তারা চলে যাচ্ছে, সেসময় যিশু লোকদের কাছে যোহন বিষয়ে কথা বলতে লাগলেন: ‘তোমরা প্রান্তরে কী দেখতে গিয়েছিলে? বাতাসে দোলা একটা নলগাছ? তবে কি দেখতে গিয়েছিলে? মোলায়েম পোশাক-পরা কোন ব্যক্তিকে? দেখ, যারা মোলায়েম পোশাক পরে, তারা তো রাজপ্রাসাদেই থাকে। তবে কী দেখতে গিয়েছিলে? একজন নবীকে? হ্যাঁ, আমি তোমাদের বলছি, নবীর চেয়েও শ্রেষ্ঠই এক মানুষকে দেখতে গিয়েছিলে। ইনিই সেই ব্যক্তি, যাঁর বিষয়ে লেখা আছে:

দেখ, আমি আমার দূত তোমার সামনে প্রেরণ করছি;
তোমার সামনে সে তোমার পথ প্রস্তুত করবে।

আমি তোমাদের সত্যি বলছি, নারী-গর্ভজাতদের মধ্যে বাপ্তিস্মদাতা যোহনের চেয়ে মহান কেউই কখনও আবির্ভূত হয়নি; তবু স্বর্গরাজ্যে যে ক্ষুদ্রতম, সে তাঁর চেয়ে মহান।’

যাঁর আসবার কথা আছে, আপনিই কি সেই ব্যক্তি? নাকি, আমরা আর একজনের অপেক্ষায় থাকব?

যোহন দু'জন শিষ্যকে ডেকে প্রভুর কাছে একথা জিজ্ঞাসা করতে পাঠালেন, *যিনি আসছেন, আপনিই কি সেই ব্যক্তি? না আমরা অন্যের অপেক্ষায় থাকব?* (মথি ১১:৩)। এ সাধারণ কথা সাধারণ ও আক্ষরিক অর্থ বহন করে না, নইলে সুসমাচারে যা ইতিমধ্যে বলা হয়েছে তার সঙ্গে পরস্পর-বিরুদ্ধ অর্থ দাঁড়াত। যিনি আগে পিতা ঈশ্বরের ঐশপ্রকাশ গুণে যিশুকে চিনেছিলেন, সেই যোহন কেমন করে এখন বোঝাতে পারেন, তিনি তাঁকে চেনেন না? তিনি যাঁকে চিনতেন না, যদি আগেই তাঁকে চিনতেন, তাহলে এখন কেমন করে তাঁর পরিচয় নাই জেনে পারেন? তিনি বলেছিলেন, *আমি তাঁকে চিনতাম না, কিন্তু যিনি মানুষকে বাপ্তিস্ম দিতে আমাকে পাঠিয়েছিলেন, তিনি আমাকে বলেছিলেন, তুমি যাঁর উপরে পবিত্র আত্মাকে নেমে আসতে ও অধিষ্ঠান করতে দেখবে, তিনিই তো পবিত্র আত্মায় মানুষকে বাপ্তিস্ম দেন* (যোহন ১:৩৩)। যোহন সেই বাণী বিশ্বাস করলেন, যাঁর পরিচয় তাঁকে প্রকাশ করা হয়েছিল তিনি তাঁকে চিনলেন, তাঁকে বাপ্তিস্ম দেওয়ার পর তাঁকে আরাধনা করলেন ও তাঁরই বর্তমান আগমনের ভাববাণী দিলেন যিনি ইতিমধ্যে উপস্থিত। এজন্য তিনি বললেন, *আমি দেখেছি ও সাক্ষ্য দিয়েছি, ইনি ঈশ্বরের পুত্র* (যোহন ১:৩৪)। তাহলে কী করে তেমন মহানবী এতই প্রবঞ্চিত হবেন যে, তিনি তাঁকে ঈশ্বরের পুত্র বলে বিশ্বাস করবেন না যাঁর বিষয়ে আগে বলেছিলেন, *ওই দেখ, ইনি জগতের পাপ হরণ করেন* (যোহন ১:২৯)। সুতরাং আক্ষরিক অর্থ যখন পরস্পর-বিরুদ্ধ মনে হয়, তখন এসো, তার আধ্যাত্মিক অর্থের অনুসন্ধান করি।

আমরা আগেও বলেছি, যোহন ছিলেন খ্রিষ্টের অগ্রগামী বিধানের প্রতীক, যে বিধানকে যথার্থই বিধান বলা হত, কারণ তা ছিল বিশ্বাসহীন হৃদয়ের মধ্যে কারারুদ্ধ, সনাতন আলোয় বঞ্চিত ও কেমন যেন অমঙ্গল ও নির্বুদ্ধিতায় উর্বর গর্ভের মধ্যে গণ্ডিবদ্ধ। সুসমাচারের সাক্ষ্যদানের জামিন ছাড়া বিধান ঐশপরিকল্পনার বিষয়ে আপন সাক্ষ্যদানের পূর্ণতা সম্পূর্ণরূপে এনে দিতে পারেনি। যেহেতু খ্রিষ্টই বিধানের পূর্ণতা,

সেজন্য যোহন খ্রিস্টের কাছে আপন শিষ্যদের পাঠালেন, তারা যেন তাঁর কাছ থেকে অতিরিক্ত জ্ঞান পেতে পারে।

বিশ্বাসের সূত্রপাত প্রাক্তন সন্ধিতেই বটে, কিন্তু তার পূর্ণতা নবসন্ধিতেই সাধিত, ফলে সুসমাচার বাদ দিয়ে কেউই সম্পূর্ণ রূপে বিশ্বাস করতে পারে না, একথা জানতেন বিধায় প্রভু, যখন সেই লোকেরা তাঁর পরিচয় সম্বন্ধে প্রশ্ন রাখল, তখন কথায় নয়, কাজেই তিনি নিজের বিষয় প্রমাণ করলেন: *তোমরা যা কিছু শুনতে ও দেখতে পাচ্ছ, তা যোহনকে গিয়ে জানাও: অন্ধ আবার দেখতে পায় ও খোঁড়া হেঁটে বেড়ায়, চর্মরোগী শুচীকৃত হয় ও বধির শুনতে পায়, এবং মৃত পুনরুত্থিত হয় ও দীনদরিদ্রদের কাছে শুভসংবাদ প্রচার করা হয়* (মথি ১১:৪-৫)। তবু প্রভুর সাক্ষ্যদানের এ উদাহরণগুলি এখনও যথেষ্ট নয়: বিশ্বাসের পূর্ণতা হল প্রভুর ক্রুশ, তাঁর মৃত্যু ও তাঁর সমাধি। এজন্য তিনি বলে চললেন, *সুখী সেই জন, আমার কারণে যার পতন হবে না* (মথি ১১:৬)। ক্রুশ মনোনীতদের পক্ষেও পতনের কারণ হতে পারত, অথচ ঐশব্যক্তিত্বের বেলায় ক্রুশের চেয়ে যথার্থ সাক্ষ্যদান আর থাকতে পারে না, সম্পূর্ণ ও স্বেচ্ছাকৃত আত্মোৎসর্গের মত মানবীয় ব্যাপার অতিক্রম করবে আর তেমন কিছুই নেই: এই একমাত্র কাজের মধ্য দিয়ে তিনি পূর্ণমাত্রায় প্রমাণ দেন, তিনিই প্রভু।

এজন্য যোহন একথায় তাঁকে অঙুলি দিয়ে নির্দেশ করেন, *ওই দেখ, ঈশ্বরের মেষশাবক, জগতের পাপ যিনি হরণ করেন* (যোহন ১:২৯)। এমন কথা যা সেই দু'জন শিষ্যের প্রতি শুধু নয়, আমাদের সকলের প্রতিও উদ্দেশ করা হয়, যাতে বাস্তব ঘটনাগুলির সাক্ষ্যদানের উপর নির্ভর করে বিশ্বাস করি।

তবে তোমরা কী দেখতে গিয়েছিলে? একজন নবীকে? হ্যাঁ, আমি তোমাদের বলছি, নবীর চেয়েও শ্রেষ্ঠই এক মানুষকে দেখতে গিয়েছিলে (মথি ১১:৯)। যিনি দেহগত জন্মে তাঁর অগ্রদূত হয়ে ও বিশ্বাস-স্বীকৃতিতে তাঁর প্রচারক হয়ে শুধু নয়, বরং গৌরবময় সাক্ষ্যমরণেও তাঁর অগ্রদূত হয়ে তাঁর পথ প্রস্তুত করেছিলেন, প্রভু তাঁকেই অনুকরণযোগ্য আদর্শরূপে তুলে ধরেন। তিনি অবশ্যই নবীদের চেয়ে মহান, যিনি নবী-ধারার সমাপ্তিস্বরূপ। তিনি নবীর চেয়ে মহান, কেননা তিনি যাঁর কথা প্রচার করলেন, যাঁকে

স্বচক্ষে দেখলেন ও নিজেই বাপ্তিস্ম দিলেন, অনেকেই সেই প্রভুকে দেখতে আকাঙ্ক্ষা করল।

খ বর্ষ - যোহন ১:৬-৮, ১৯-২৮

ঈশ্বর-প্রেরিত একজন মানুষ আবির্ভূত হলেন; তাঁর নাম যোহন;
তিনি এলেন সাক্ষ্য দিতে, আলোরই বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে, যেন তাঁর দ্বারা সকলে বিশ্বাস করতে পারে।
তিনি তো সেই আলো ছিলেন না, আলোর বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেই তিনি ছিলেন।
এ হল যোহনের সাক্ষ্য, যখন যেরুশালেম থেকে ইহুদীরা তাঁর কাছে কয়েকজন যাজক ও লেবীয়কে পাঠিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কে?' তিনি তখন স্বীকার করলেন, অস্বীকার করলেন না; বরং স্বীকার করলেন যে, 'আমি খ্রিষ্ট নই।' তাই তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তবে কী? আপনি কি এলিয়?' তিনি বললেন, 'না, আমি নই।' 'আপনি কি সেই নবী?' তিনি উত্তর দিলেন, 'না।' তাই তাঁরা তাঁকে বললেন, 'আপনি কে? যাঁরা আমাদের পাঠিয়েছেন, তাঁদের কাছে আমাদের একটা উত্তর দিতে হবে। নিজের বিষয়ে আপনি কী বলেন?' তিনি বললেন, 'নবী ইশাইয়া যেমন বলেছিলেন,

আমি এমন একজনের কণ্ঠস্বর
যে মরুপ্রান্তরে চিৎকার করে বলে,
প্রভুর জন্য পথ সরল কর।'

যাঁদের পাঠানো হয়েছিল, তাঁরা ফরিশী ছিলেন। তাঁরা আরও প্রশ্ন করে তাঁকে বললেন, 'আপনি যদি খ্রিষ্ট নন, এলিয় বা সেই নবীও নন, তবে কেন বাপ্তিস্ম দেন?' উত্তরে যোহন তাঁদের বললেন, 'আমি জলে বাপ্তিস্ম দিই, কিন্তু আপনাদের মধ্যে এমন একজন আছেন যাঁকে আপনারা জানেন না, যিনি আমার পরেই আসছেন। আমি তাঁর জুতোর বাঁধন খুলবার যোগ্য নই।' এই সমস্ত ঘটেছিল যর্দন নদীর ওপারে, বেথানিয়াতে; সেইখানে যোহন বাপ্তিস্ম দিচ্ছিলেন।

❖ দৈৎসের মঠাধ্যক্ষ রুপার্ট-লিখিত ‘পবিত্র আত্মার কাজ’ (৩য় পুস্তক)

তোমাদের মাঝে এমন একজন আছেন,
তোমরা যাঁকে জান না

যোহনের বাপ্তিস্ম দাসেরই বাপ্তিস্ম, খ্রিষ্টের বাপ্তিস্ম প্রভুরই বাপ্তিস্ম। প্রথমটা মনপরিবর্তনের উদ্দেশে, দ্বিতীয়টা পাপক্ষমার উদ্দেশে।

খ্রিষ্ট যোহনের বাপ্তিস্মে প্রকাশিত হলেন, কিন্তু তাঁর আপন বাপ্তিস্মে তথা যন্ত্রণাভোগেই গৌরবান্বিত হলেন। বস্তুত যোহন নিজ বাপ্তিস্মের বিষয়ে বলেন, *আমি তাঁকে জানতাম না, কিন্তু ইস্রায়েলের কাছে তিনি যেন প্রকাশিত হন, এজন্যই আমি এসে জলে বাপ্তিস্ম দিই* (যোহন ১:৩১)।

কিন্তু যোহন দ্বারা বাপ্তিস্ম নেওয়ার আগেও খ্রিষ্ট বলেন, *এমন বাপ্তিস্ম আছে, যে-বাপ্তিস্ম আমাকে বাপ্তিস্ম নিতে হবে, আর তা সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত আমার কী সঙ্কোচ* (লুক ১২:৫০)। যোহনের বাপ্তিস্ম জনগণকে খ্রিষ্টের বাপ্তিস্মের জন্য প্রস্তুত করছিল; আর খ্রিষ্টের বাপ্তিস্ম জনগণের জন্য ঈশ্বরের রাজ্য খুলে দিল।

যোহন যাদের আপন বাপ্তিস্মে দীক্ষিত করতেন, তাদের সনির্বন্ধ আবেদন জানাতেন তারা যেন সেই গুরুকে বিশ্বাস করে, তাঁর পরে যাঁর আসার কথা ছিল; তাদের মধ্যে যারা খ্রিষ্টের যন্ত্রণাভোগের আগে মরল, তাঁর মৃত্যুতে তারা অবশ্যই তাদের যত গুরুতর পাপ থেকে পরিশুদ্ধ হয়ে তাঁর সঙ্গে স্বর্গধামে প্রবেশ করল ও তাঁর সঙ্গে ঈশ্বরের রাজ্য দেখতে পেল।

কিন্তু যারা মনে মনে ঐশপরিকল্পনা অবজ্ঞা ক'রে যোহনের বাপ্তিস্মে দীক্ষিত না হয়ে খ্রিষ্ট যন্ত্রণাভোগে দীক্ষিত হবার আগে ইহলোক ত্যাগ করেছিল, তাদের পক্ষে পরিচ্ছেদন-ব্যবস্থায় কোন উপকার হয়নি, খ্রিষ্টের যন্ত্রণাভোগেও কোন উপকার হয়নি ও পাতাল থেকেও তাদের বের করা হয়নি, কেননা তারা সেই লোকদেরই নয় যাদের বিষয়ে খ্রিষ্ট বলেছিলেন, *তাদেরই খাতিরে আমি নিজেকে পবিত্রীকৃত করছি* (যোহন ১৭:১৯)।

তবু একথা জানা উচিত, যোহন দ্বারা দীক্ষিত সেই সকল মানুষ যারা যিশুর গৌরবপ্রকাশের পরেই শুভসংবাদ প্রচারিত হওয়ার সময়ে জীবনযাপন করল, তারা

খ্রিষ্টকে গ্রহণ না করলে ও তাঁর দ্বারা বাপ্তিস্ম নেওয়া প্রয়োজন মনে না করলে তাদের পক্ষে যোহনের বাপ্তিস্মে কোন উপকার হয়নি।

এসব কিছু জেনে প্রেরিতদূত পল *কয়েকটি শিষ্যকে পেয়ে তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, বিশ্বাসী হওয়ার সময়ে তোমরা কি পবিত্র আত্মাকে পেয়েছিলে?* আবার তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, *তোমরা কোন্ বাপ্তিস্ম পেয়েছিলে?* তিনি বলতে চাচ্ছিলেন, পবিত্র আত্মা যে আছেন, তোমরা একথা শুনেছ কিনা। 'যোহনের বাপ্তিস্ম' তাদের এ উত্তরে পল বললেন, *যোহন মনপরিবর্তনেরই বাপ্তিস্মে বাপ্তিস্ম দিতেন; কিন্তু লোকদের বলতেন, যিনি তাঁর পরে আসবেন, তাঁতেই, অর্থাৎ যিশুতেই তাদের বিশ্বাস করতে হবে। একথা শুনে তারা প্রভু যিশু-নামের উদ্দেশে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করল। আর পল তাদের উপর হাত রাখলেই পবিত্র আত্মা তাদের উপর নেমে এলেন* (প্রেরিত ১৯:২-৬)।

পবিত্র আত্মা যে আছেন, যে-বাপ্তিস্ম একথা পর্যন্তও উল্লেখ করত না, প্রভুর বাপ্তিস্মের তুলনায় দাসের সেই বাপ্তিস্ম কত কমই না গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কেননা প্রভুর বাপ্তিস্ম পবিত্র আত্মাকে বাদ না দিয়ে পিতা ও পুত্রের নামে দেওয়া হয়, এবং এ বাপ্তিস্মে পাপক্ষমার জন্য পবিত্র আত্মাকে দান করা হয়।

গ বর্ষ - লুক ৩:১০-১৮

> সেসময় লোকেরা যোহনকে জিজ্ঞাসা করত, 'তাহলে আমাদের কী করতে হবে?' তখন তিনি উত্তরে তাদের বলতেন, 'যার দু'টো জামা আছে, সে, যার নেই, তার সঙ্গে সহভাগিতা করুক; আর যার খাবার আছে, সেও তেমনি করুক।' বাপ্তিস্ম গ্রহণ করার জন্য কর-আদায়কারীরাও এল; তাঁকে বলল, 'গুরু, আমাদের কী করতে হবে?' তিনি তাদের বললেন, 'যে কর ধার্য আছে, তার বেশি আদায় করো না।' সৈন্যরাও তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, 'আর আমরা? আমাদের কী করতে হবে?' তিনি তাদের বললেন, 'বলপ্রয়োগে কিছু দাবি করো না, অন্যায়ভাবে কিছু আদায়ও করো না, কিন্তু তোমাদের মাইনে নিয়ে সন্তুষ্ট থাক।'
>
> আর যেহেতু জনগণ প্রতীক্ষায় ছিল, ও যোহনের বিষয়ে সকলে মনে মনে ভাবছিল তিনিই সেই খ্রিষ্ট কিনা, সেজন্য যোহন সকলকে উদ্দেশ করে বললেন, 'আমি তোমাদের জলে বাপ্তিস্ম দিই বটে, কিন্তু এমন একজন আসছেন, যিনি

আমার চেয়ে শক্তিশালী; আমি তাঁর জুতোর বাঁধন খুলবার যোগ্য নই; তিনি পবিত্র আত্মা ও আগুনেই তোমাদের বাপ্তিস্ম দেবেন। তাঁর কুলো তাঁর হাতে রয়েছে: তিনি নিজের খামার পরিষ্কার করবেন, ও গম নিজের গোলায় সংগ্রহ করবেন, কিন্তু তুষ অনির্বাণ আগুনে পুড়িয়ে দেবেন।' এবং আরও অনেক উপদেশ দিয়ে তিনি জনগণের কাছে শুভসংবাদ প্রচার করতেন।

❖ লুক-রচিত সুসমাচারে পুরোহিত অরিগেনেসের উপদেশাবলি (উপদেশ ২৬:৩-৫)

এমন এক মজবুত বাড়ি হতে হবে

যা কোন ঝড় উল্টিয়ে ফেলতে পারে না

যিশুর বাপ্তিস্ম এমন যা *পবিত্র আত্মা ও আগুনেই* সাধিত বাপ্তিস্ম। তুমি পুণ্যবান হলে পবিত্র আত্মায় দীক্ষিত হবে; পাপী হলে আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে; একই বাপ্তিস্ম অযোগ্য পাপীদের জন্য দন্ড ও আগুন হবে, কিন্তু যারা পূর্ণ বিশ্বাসে প্রভুর দিকে মন ফেরায়, সেই পুণ্যবানেরা পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ ও পরিত্রাণ লাভ করবে।

এখন, *যিনি তোমাদের পবিত্র আত্মা ও আগুনেই বাপ্তিস্ম দেবেন, তাঁর হাতে কুলা আছে: তিনি নিজ খামার পরিষ্কার করবেন, ও গম নিজের গোলায় সংগ্রহ করবেন, কিন্তু তুষ অনির্বাণ আগুনে পুড়িয়ে দেবেন* (লুক ৩:১৬-১৭)। আমি আবিষ্কার করতে চাই, কোন্ উদ্দেশ্যে প্রভুর হাতে কুলা রয়েছে ও যখন গম ভারী হওয়ায় সবসময় একই স্থানে পড়ে, তখন কোন্ বাতাসে হালকা তুষগুলো এদিক ওদিক তাড়িত হয়; বস্তুত বাতাস বিনা গম তুষগুলো থেকে বাছাই করা যায় না। আমি মনে করি, বাতাস বলতে সেই সমস্ত প্রলোভন বুঝতে হবে, যেগুলো বিশ্বাসীদের এলোমেলো সংখ্যার মধ্যে প্রমাণিত করে কে কে তুষ ও কে কে গম; কেননা তোমার আত্মা যখন কোন প্রলোভন দ্বারা নিজেকে প্রভাবান্বিত হতে দিয়েছে, তখন এর কারণ এ নয় যে প্রলোভনটা তোমাকে তুষে পরিণত করেছে, বরং তুমি তুষ ছিলে বিধায়, অর্থাৎ তুমি হালকা ও অবিশ্বাসী ছিলে বিধায় প্রলোভন তোমার গোপন প্রকৃতি প্রকাশ করেছে। অপর পক্ষে তুমি যখন সাহসের সঙ্গে প্রলোভন আক্রমণ কর, তখন প্রলোভন যে তোমাকে বিশ্বস্ত ও সহিষ্ণু করে এমন নয়, বরং প্রলোভন স্পষ্ট করে তোলে সেই সহিষ্ণুতা ও দৃঢ়তার গুণ যা তোমার অন্তরে ছিল, কিন্তু গুপ্ত অবস্থায়। প্রভু বলছেন, তুমি কি মনে কর, তোমার কাছে কথা বলায়

তোমার ধর্মময়তা প্রকাশ করা ছাড়া আমার অন্য উদ্দেশ্য ছিল? অন্যত্র তিনি বলে চলেন, *অন্তরে তোমার যা ছিল, তা প্রকাশ করতেই আমি তোমাকে নমিত করেছি, তোমাকে পরীক্ষিত করেছি* (দ্বিঃবিঃ ৮:২ দ্রঃ)।

একই অর্থে, ঝড় বালির উপরে গড়া বাড়ি সোজা রাখে না; তুমি যদি চাও, বাড়ি টিকে থাকবে, শৈলের উপরেই তা গেঁথে তোল। একবার অবাধে বইতে লাগলে ঝড় শৈলের উপরে গড়া বাড়ি উল্টিয়ে ফেলতে পারবে না; কিন্তু বালিতে যা যা টলমল, ঝড় সেই বাড়ির ভিত যে কত দুর্বল, তা প্রকাশ করবে।

একারণে এসো, ঝড় ও দমকা বাতাস অবাধে বইবার আগে ও বন্যা আসার আগে, সবকিছু নিস্তব্ধ থাকতেই, বাড়ির ভিতের দিকে সযত্নে মন দিই, আমাদের বাড়িটাকে ঈশ্বরের আজ্ঞাবলির বহুবিধ ও শক্ত শৈল দিয়ে গেঁথে তুলি; তবেই যখন হিংস্রতম নির্যাতন দেখা দেবে, যখন দুর্ঘটনার ঝড় খ্রিষ্টিয়ানদের বিরুদ্ধে অবাধে বইতে লাগবে, তখন আমরা দেখাতে পারব, আমাদের বাড়ি সেই শৈলের উপরেই স্থাপিত যা স্বয়ং খ্রিষ্টযিশু। কিন্তু যে কেউ তাঁকে অস্বীকার করবে—তেমন সর্বনাশ আমাদের কাছ থেকে দূরেই থাকুক!—সে জেনে নিক, লোকে যে মুহূর্তে তাকে খ্রিষ্টকে অস্বীকার করতে দেখবে তখনই যে সে তাঁকে অস্বীকার করবে এমন নয়, সে বরং বিশ্বাসঘাতকতার প্রাচীন মূলকান্ড ও শিকড় আগে থেকেই অন্তরে বহন করে আসছিল: সেই মুহূর্তে তা-ই প্রকাশ পেল ও তা-ই দিনের আলোয় ভেসে উঠল যা আগেও তার অন্তরে ছিল।

সুতরাং এসো, প্রভুর কাছে যাচনা করি, আমরা যেন এমন মজবুত বাড়ি হতে পারি যা কোন ঝড় উল্টিয়ে ফেলতে পারবে না, এমন বাড়ি যা সেই শৈলের উপরেই স্থাপিত যে শৈল হল আমাদের প্রভু যিশুখ্রিষ্ট, *যাঁরই গৌরব ও পরাক্রম যুগে যুগান্তরে। আমেন* (১ পি ৪:১১)।

৪র্থ রবিবার

ক বর্ষ - মথি ১:১৮-২৪

যিশুখ্রিষ্টের জন্ম এভাবে হয়: তাঁর মা মারীয়া যোসেফের প্রতি বাগ্‌দত্তা হলে তাঁরা একসঙ্গে থাকার আগে দেখা গেল, তিনি গর্ভবতী—পবিত্র আত্মার প্রভাবে। তাঁর স্বামী যোসেফ যেহেতু ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন, আবার তাঁকে প্রকাশ্যে নিন্দার পাত্র করতে অনিচ্ছুক ছিলেন বিধায় তাঁকে গোপনেই ত্যাগ করার সঙ্কল্প নিলেন। তিনি এ সমস্ত ভাবছেন, এমন সময় দেখ, প্রভুর দূত স্বপ্নে তাঁকে দেখা দিয়ে বললেন, 'দাউদসন্তান যোসেফ, তোমার স্ত্রী মারীয়াকে গ্রহণ করে নিতে ভয় করো না, কেননা তার গর্ভে যা জন্মেছে, তা পবিত্র আত্মার প্রভাবেই হয়েছে; সে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে আর তুমি তাঁর নাম যিশু রাখবে, কারণ তিনিই নিজ জনগণকে তাদের পাপ থেকে ত্রাণ করবেন।' এই সমস্ত ঘটল যেন নবীর মধ্য দিয়ে উচ্চারিত প্রভুর এই বচন পূর্ণ হয়:

দেখ, কুমারীটি গর্ভবতী হয়ে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে,
আর লোকে তাঁকে ইম্মানুয়েল বলে ডাকবে,

নামটির অর্থ হল, আমাদের-সঙ্গে-ঈশ্বর। যোসেফ ঘুম থেকে জেগে উঠে, প্রভুর দূত তাঁকে যেমন আদেশ করেছিলেন, সেইমত করলেন: তিনি নিজ স্ত্রীকে গ্রহণ করে নিলেন। ইনি পুত্রকে প্রসব করার আগে যোসেফ তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন না; তিনি তাঁর নাম যিশু রাখলেন।

❖ পুরোহিত মাননীয় সাধু বীডের উপদেশাবলি (জন্মোৎসবের পূর্বদিন, উপদেশ ৫)

গভীর ও মহা রহস্য

সুসমাচার-রচয়িতা মথি স্বল্প কথায় অথচ পূর্ণ সত্যের সঙ্গেই বর্ণনা করেন আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তা সেই যিশুখ্রিষ্টের জন্ম-কাহিনী, যিনি সর্বযুগের আগে ঈশ্বরের সনাতন পুত্র হয়ে আব্রাহাম থেকে মারীয়ার স্বামী যোসেফ পর্যন্ত পিতৃগণের বংশধারা থেকে উদ্ভূত হয়ে মানবকালের মধ্যে মানবপুত্র রূপে আবির্ভূত হলেন। আর সবদিক দিয়ে এ সমুচিত

ছিল যে, যিনি মানুষের প্রতি ভালবাসার খাতিরে মানুষ হতে অভিপ্রেত ছিলেন, সেই ঈশ্বর কুমারী-গর্ভে ছাড়া জন্ম নেবেন না, কেননা একটি কুমারী ঈশ্বরের পুত্রকে ছাড়া অন্যকে জীবন দান করবেন, তা হতে পারত না।

দেখ, কুমারীটি গর্ভবতী হয়ে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে, তাঁর নাম রাখবে ইম্মানুয়েল (ইশা ৭:১৪), যার অর্থ আমাদের-সঙ্গে-ঈশ্বর।

'আমাদের-সঙ্গে-ঈশ্বর' এই যে নামে নবী ত্রাণকর্তাকে অভিহিত করেন, সেই নাম ঈশ্বরপুত্রের অনন্য ব্যক্তিত্বে খ্রিষ্টের দু'টো স্বরূপ নির্দেশ করে। কালের আগে পিতা থেকে জাত হয়ে তিনি কালের পূর্ণতায় জননীর গর্ভে হলেন ইম্মানুয়েল, অর্থাৎ আমাদের-সঙ্গে-ঈশ্বর; যখন *বাণী হলেন মাংস ও আমাদের মাঝে বাস করলেন* (যোহন ১:১৪), তখন তিনি আপন স্বরূপের ঐক্যে আমাদের ভঙ্গুর স্বরূপ ধারণ করতে প্রসন্ন হলেন, অর্থাৎ তিনি যা ছিলেন তা হওয়া বন্ধ না করে, নিজের স্বরূপে বঞ্চিত না হওয়ার জন্য আমাদের স্বরূপ ধারণ ক'রে, আমরা যা আছি, তিনি অপরূপভাবে তা-ই হতে লাগলেন।

মারীয়া তাঁর প্রথমজাত পুত্রকে অর্থাৎ তাঁর আপন গর্ভের পুত্রকে জন্ম দিলেন; যিনি সমস্ত সৃষ্টবস্তুর আগে ঈশ্বর থেকে ঈশ্বর হয়ে জন্ম নিয়েছিলেন ও আপন সৃষ্ট মানবতায় সমস্ত সৃষ্টজীবদের ঊর্ধ্বে ছিলেন, মারীয়া তাঁকেই জন্ম দিলেন; *এবং তাঁর নাম যিশু রাখলেন* (মথি ১:২৫)।

সুতরাং যিশু নাম হল কুমারীর পুত্রের নাম, সেই যে নাম দূতের সংবাদে উল্লিখিত হয়েছিল যাতে প্রকাশ পেতে পারত যে তিনি পাপ থেকে আপন জনগণকে পরিত্রাণ করবেন। যিনি পাপ থেকে ত্রাণ করেন, তিনি আত্মায় ও দেহে যত পাপসূচিত বিশৃঙ্খলা থেকেও ত্রাণ করবেন।

খ্রিষ্ট শব্দটা যাজকীয় বা রাজকীয় মর্যাদা নির্দেশ করে। বিধানে 'খ্রিস্মা' শব্দ থেকে যাজকদের ও রাজাদের 'খ্রিষ্ট' বলা হত, আর খ্রিস্মা শব্দার্থ পবিত্র তেলে অভিষেক: তাঁরা তাঁরই পূর্বচিহ্ন ছিলেন, জগতে সত্যকার রাজা ও মহাযাজক রূপে আবির্ভূত হয়ে *যিনি তাঁর সমকক্ষদের চেয়ে আনন্দ-তেলে অভিষিক্ত হলেন* (সাম ৪৫:৮)।

এ তৈলাভিষেক থেকে, অর্থাৎ খ্রিস্মা থেকে খ্রিষ্ট শব্দ উদ্ভূত; আর যারা তাঁর অভিষেকের অংশীদার, অর্থাৎ তাঁর আত্মিক অনুগ্রহের অংশীদার, তাদের খ্রিষ্টিয়ান বলে।

পরিত্রাতা হওয়ায় আমাদের প্রভু সেই যিশুখ্রিষ্ট প্রসন্ন হয়ে পাপ থেকে আমাদের ত্রাণ করুন; মহাযাজক হওয়ায় তিনি পিতা ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের পুনর্মিলিত করুন; রাজা হওয়ায় তিনি আমাদের তাঁর পিতার শাশ্বত রাজ্য দান করুন, তিনি যে পিতা ও পবিত্র আত্মার সঙ্গে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে। আমেন।

খ বর্ষ - লুক ১:২৬-৩৮

ষষ্ঠ মাসে গাব্রিয়েল দূত ঈশ্বর দ্বারা গালিলেয়ার নাজারেথ নামে শহরে এমন একজন যুবতী কুমারীর কাছে প্রেরিত হলেন যিনি দাউদকুলের যোসেফ নামে একজন পুরুষের বাগ্‌দত্তা বধূ ছিলেন—কুমারীটির নাম মারীয়া। প্রবেশ করে দূত তাঁর দিকে এগিয়ে এসে বললেন, 'আনন্দিতা হও, হে অনুগৃহীতা! প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন।' এই কথায় তিনি অধিক বিচলিতা হলেন, ও ভাবতে লাগলেন তেমন অভিবাদনের অর্থ কী! কিন্তু দূত তাঁকে বললেন, 'ভয় করো না, মারীয়া; তুমি তো ঈশ্বরের কাছে অনুগ্রহই পেয়েছ। দেখ, গর্ভধারণ করে তুমি একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে, ও তাঁর নাম যিশু রাখবে। তিনি মহান হবেন, ও পরাৎপরের পুত্র বলে অভিহিত হবেন; এবং প্রভু ঈশ্বর তাঁর পিতৃপুরুষ দাউদের সিংহাসন তাঁকে দান করবেন; তিনি যাকোবকুলের উপর চিরকাল রাজত্ব করবেন, ও তাঁর রাজ্য হবে অন্তহীন।' মারীয়া দূতকে বললেন, 'এ কেমন করে হতে পারবে, যখন আমি কোন পুরুষকে জানি না?' উত্তরে দূত তাঁকে বললেন, 'পবিত্র আত্মা তোমার উপরে নেমে আসবেন, এবং পরাৎপরের পরাক্রম তোমার উপর নিজের ছায়া বিস্তার করবে; আর এজন্য যাঁর জন্ম হবে, তিনি পবিত্র হবেন ও ঈশ্বরের পুত্র বলে অভিহিত হবেন। আর দেখ, তোমার আত্মীয়া এলিশাবেথ, সেও বৃদ্ধ বয়সে একটি পুত্রকে গর্ভে ধারণ করেছে; লোকে যাকে বন্ধ্যা বলে ডাকত, তার ছ'মাস চলছে; কারণ ঈশ্বরের পক্ষে অসাধ্য কিছুই নেই।' মারীয়া বললেন, 'এই যে! আমি প্রভুর দাসী; আপনি যেমন বলেছেন, আমার প্রতি সেইমত হোক।' তখন দূত তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিলেন।

❖ পুরোহিত মাননীয় সাধু বীডের উপদেশাবলি (আগমনকাল, উপদেশ ৩)

গর্ভধারণ ক'রে তুমি একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে

প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, আজকের পবিত্র সুসমাচার পাঠ আমাদের কাছে আমাদের মুক্তির সূত্রপাত স্মরণ করিয়ে দেয়, যখন ঈশ্বর, আমরা যেন পুরাতন মানুষের ক্ষয়শীলতা থেকে মুক্ত হয়ে ও নবমানুষ হয়ে উঠে ঈশ্বরের সন্তানদের মধ্যে পরিগণিত হতে পারি, কুমারীর কাছে মানবস্বরূপে আপন পুত্রের নবজন্মের সংবাদ দিতে স্বর্গ থেকে দূত প্রেরণ করলেন। সুতরাং, প্রতিশ্রুত পরিত্রাণের দানগুলো পাবার যোগ্য হবার জন্য, এসো, এ সূত্রপাতের কথা মনোযোগের সঙ্গে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করি।

গাব্রিয়েল দূত ঈশ্বর দ্বারা গালিলেয়ার নাজারেথ নামে শহরে এমন একজন যুবতী কুমারীর কাছে প্রেরিত হলেন যিনি দাউদকুলের যোসেফ নামে একজন পুরুষের বাগ্‌দত্তা বধূ ছিলেন—কুমারীটির নাম ছিল মারীয়া (লুক ১:২৬-২৭)। দাউদ-বংশ বিষয়ে যা বলা হয়, তা যোসেফকে শুধু নয়, মারীয়াকেও লক্ষ করে, কেননা বিধান অনুসারে পুরুষ আপন বংশ বা গোষ্ঠীর মধ্য থেকেই বধূ বেছে নেবার কথা, যেমনটি প্রেরিতদূতও তিমথির কাছে পত্র লিখে সপ্রমাণ করে বলেন, *মনে রেখ যে দাউদের বংশধর যিশুখ্রিষ্ট মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন—আমার [প্রচারিত] সুসমাচার অনুসারে* (২ তি ২:৮)। অতএব প্রভু সত্যিই দাউদ-বংশের মানুষ, কেননা তাঁর কুমারী জননী বাস্তবেই দাউদ-বংশ থেকে উদ্গত।

তাঁর ঘরে ঢুকে দূত বললেন, *ভয় করো না, মারীয়া; তুমি তো ঈশ্বরের কাছে অনুগ্রহই পেয়েছ। দেখ, গর্ভধারণ করে তুমি একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে, ও তাঁর নাম যিশু রাখবে। তিনি মহান হবেন, ও পরাৎপরের পুত্র বলে অভিহিত হবেন; এবং প্রভু ঈশ্বর তাঁর পিতৃপুরুষ দাউদের সিংহাসন তাঁকে দান করবেন* (লুক ১:৩০-৩২)। দাউদের সিংহাসন বলতে সেই ইস্রায়েল জাতির রাজ্য বোঝায়, যা একসময় দাউদ ঈশ্বরের আদেশে ও সহায়তায় বিশ্বস্ততা ও আত্মনিয়োগের সঙ্গে শাসন করেছিলেন। প্রভু আমাদের মুক্তিসাধককে তখনই তাঁর পিতৃপুরুষ দাউদের সিংহাসন দিলেন, যখন তিনি দাউদ-বংশের মধ্য থেকে তাঁর মাংসধারণ নিরূপণ করেছিলেন, দাউদ যে জনগণকে লৌকিক কর্তৃত্বে শাসন করেছিলেন, তিনি যেন আত্মিক অনুগ্রহেই সেই জনগণকে শাশ্বত

রাজ্যে চালিত করেন, প্রেরিতদূত যেমনটি বলেন, *তিনি অন্ধকারের কর্তৃত্ব থেকে আমাদের নিস্তার করে তাঁর সেই প্রিয়তম পুত্রের রাজ্যে স্থানান্তর করেছেন* (কল ১:১৩)। আর *তিনি যাকোবকুলের উপর চিরকাল রাজত্ব করবেন* (লুক ১:৩৩)। যাকোবকুল বলতে সেই গোটা মণ্ডলী বোঝায়, যা খ্রিস্টের প্রতি বিশ্বাস ও যোগদানের গুণে কুলপতিদের অধিকারের অংশীদার—কুলপতিদের বংশধরদের বেলায়ও অংশীদার ও তাদেরই বেলায়ও অংশীদার, যারা অন্য দেশগুলি থেকে আগত বলে বাপ্তিস্মের মধ্য দিয়ে খ্রিস্টে নবজন্ম লাভ করেছে। এ কুলে তিনি সর্বদাই রাজত্ব করবেন, *আর তাঁর রাজ্য হবে অন্তহীন* (লুক ১:৩৩)। তিনি তেমন মণ্ডলীতে বর্তমানকালে রাজত্ব করেন, কেননা পুণ্যজনদের অন্তরে বাস ক'রে বিশ্বাস ও তাঁর ভালবাসা গুণে তাদের হৃদয় সুস্থির করেন, এবং নিত্য সহায়তা গুণে শাশ্বত পুরস্কারের দানগুলি পাবার যোগ্যতায় তাদের চালিত করেন। তিনি আবার ভাবী জীবনেও সেখানে রাজত্ব করেন, যথা, এ মর্ত-প্রবাসের সমাপ্তিতে তিনি সেই স্বর্গীয় মাতৃভূমিতে তাদের চালিত করেন যেখানে তাঁর নিত্য উপস্থিতি দর্শনে আবদ্ধ হয়ে তারা তাঁর প্রশংসাগানেই রত থাকা ব্যতীত অন্য কিছু না ক'রেও খুশি।

গ বর্ষ - লুক ১:৩৯-৪৫

> সেসময়ে মারীয়া সঙ্গে সঙ্গে রওনা হয়ে পার্বত্য অঞ্চলে যুদার একটা শহরের দিকে যত শীঘ্রই যাত্রা করলেন।
> জাখারিয়ার বাড়িতে প্রবেশ করে এলিশাবেথকে অভিবাদন জানালেন। তখন এমনটি ঘটল যে, এলিশাবেথ মারীয়ার অভিবাদন শোনামাত্র তাঁর গর্ভে শিশুটি লাফিয়ে উঠল; এলিশাবেথ পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হলেন ও উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন, 'নারীকুলে তুমি ধন্যা, এবং ধন্য তোমার গর্ভফল। আমি কে যে আমার প্রভুর মা আমার কাছে আসবে? দেখ, তোমার অভিবাদন আমার কানে ধ্বনিত হওয়ামাত্র শিশুটি আমার গর্ভে আনন্দে লাফিয়ে উঠল; আহা, সুখী সেই জন যে বিশ্বাস করেছে! কারণ প্রভু দ্বারা তাকে যা বলা হয়েছে, তা সিদ্ধিলাভ করবে।'

❖ মঠাধ্যক্ষ ধন্য গেরিকের উপদেশাবলি (আগমনকাল, উপদেশ ২)

এই দেখ, রাজা আসছেন!

এই দেখ! রাজা আসছেন; এসো, আমাদের ত্রাণকর্তাকে বরণ করতে ছুটে যাই! শলোমন ঠিকই বলেন, *পিপাসিত লোকের পক্ষে যেমন ঠাণ্ডা জল, তেমনি দূরদেশ থেকে পাওয়া শুভসংবাদ* (প্রবচন ২৫:২৫)। সেটাই শুভসংবাদ, যেটা ত্রাণকর্তার আগমন, জগতের পুনর্মিলন ও ভাবী জীবনের দানগুলির সংবাদ দেয়। ঈশ্বরের জন্য পিপাসিত আত্মার জন্য তেমন সংবাদ হল আরামদায়ী জল, ত্রাণদায়ী প্রজ্ঞার পানীয়: আর সত্যিই, যে কেউ কাউকে ত্রাণকর্তার আগমন বা অন্য রহস্যের সংবাদ দেয়, সে তার জন্য *জল তুলে আনে পরিত্রাতার উৎসধারা থেকে* (ইশা ১২:৩) আর সেই জল তাকে পান করতে দেয়। আর যে আত্মা ইশাইয়া বা অন্য কোন নবীর কাছ থেকে সংবাদ পেয়েছে, মনে হয় সে যেন এলিশাবেথের কথা দিয়ে উত্তর দেয়: আমার এমন সৌভাগ্য হল কী করে যে আমার প্রভু আমার কাছে আসবেন? দেখ, তোমার অভিবাদনের সুর আমার কানে আসা মাত্র, আপন ত্রাণকর্তাকে বরণ করতে ছুটে যাওয়ার ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষায় আমার প্রাণ উল্লাসে মেতে উঠল।

অতএব আমাদের প্রাণ উজ্জ্বল আনন্দে জেগে উঠুক, আপন ত্রাণকর্তাকে বরণ করতে ছুটে যাক: তিনি দূর থেকে আগমন করতেই সে তাঁকে আরাধনা করুক, আনন্দচিৎকারে তাঁকে প্রণাম করুক: এসো, প্রভু, *আমাকে ত্রাণ কর আর আমি ত্রাণ পাব* (যেরে ১৭:১৪); এসো, *তোমার শ্রীমুখ উজ্জ্বল করে তোল, আর আমরা পাব পরিত্রাণ* (সাম ৮০:৪)। *আমরা তোমাতে আশা রাখি: সঙ্কটকালে হও তুমি আমাদের পরিত্রাণ* (ইশা ৩৩:২)। এইভাবে নবীরা ও পুণ্যজনেরা আকাঙ্ক্ষায় ও ভালবাসায় আসন্ন খ্রিষ্টকে বরণ করতে বহুদিন আগে ছুটে যেতেন; তাঁদের গভীর বাসনা, আত্মায় যাঁর পূর্বদর্শন পাচ্ছিলেন, সম্ভব হলে তাঁরা স্বচক্ষেই তাঁকে দেখবেন। মনে হয় শাস্ত্র আমাদের কাছে এমন আনন্দ প্রত্যাশা করে, যার ফলে আমাদের প্রাণও নিজের ঊর্ধ্বেই নিজেকে উন্নীত ক'রে আসন্ন খ্রিষ্টকে কোন প্রকারে বরণ করতে আকাঙ্ক্ষা করবে, বাসনায় নিজেকে প্রসারিত করবে, ও কোন বিলম্ব না মেনে অঙ্গীকৃত ঘটনা আগেই দেখতে আপ্রাণ চেষ্টা করবে। আমি মনে করি, তাঁকে বরণ করার জন্য শাস্ত্রের বহু বাণীর আবেদন তাঁর দ্বিতীয়

আগমন শুধু নয়, তাঁর প্রথম আগমনও নির্দেশ করে। কী করে? তাঁর দ্বিতীয় আগমনে যেমন আমরা উল্লাসের সঙ্গে, এমনকি আমাদের এ দেহেরই পদক্ষেপেও তাঁকে বরণ করতে যাব, তেমনি তাঁর প্রথম আগমনে হৃদয়েরই ভালবাসা ও উল্লাসের সঙ্গে আমাদের তাঁকে বরণ করতে যেতে হবে।

আর সত্যিই, প্রথম ও চরম আগমনের মধ্যে এই যে বর্তমানকাল রয়েছে, এই যে বর্তমানকাল আমাদের প্রথম আগমনের অনুরূপ করে ও চরমটার জন্য আমাদের প্রস্তুত করে, এই বর্তমানকালে প্রতিটি আত্মায় প্রভুর তেমন আগমন ততখানি বাস্তব, যোগ্যতা ও ভালবাসা যতখানি গভীর। তিনি এখন আমাদের অন্তরে আগমন করেন যেন তাঁর প্রথম আগমন আমাদের পক্ষে বৃথা না হয় ও তাঁর দ্বিতীয় আগমনে তাঁকে যেন আমাদের বিরুদ্ধে ক্রোধান্বিত হয়ে না ফিরতে হয়। আমাদের কাছে বারবার আগমন ক'রে তিনি আমাদের গর্বিত মনের পরিবর্তন ঘটিয়ে তা তাঁর আপন বিনম্রতার অনুরূপ করতে চান, সেই যে বিনম্রতা বিষয়ে তিনি প্রথমবার আগমন করায়ই আমাদের কাছে স্পষ্টভাবে প্রমাণ দিয়েছিলেন; আর তাই করেন, যাতে পরবর্তীতে তিনি *আমাদের দীন দেহকে রূপান্তরিত করতে পারেন ও তাঁর সেই গৌরবময় দেহেরই অনুরূপ করে তুলতে পারেন* (ফিলি ৩:২১)—যে দেহ তিনি তাঁর পুনরাগমনেই আমাদের কাছে প্রকাশ করবেন।

ভ্রাতৃগণ, আমরা কিন্তু তেমন অপরূপ অভিজ্ঞতায় এখনও সান্ত্বনা পাইনি: আমরা যেন ধৈর্যের সঙ্গে প্রভুর আগমনের প্রতীক্ষায় থাকতে পারি, ইতিমধ্যে আমাদের সান্ত্বনা দিক এমন দৃঢ় বিশ্বাস ও নির্মল বিবেক যা পলের সঙ্গে সানন্দে ও বিশ্বস্তভাবে বলতে পারে: *যাঁর উপর বিশ্বাস রেখেছি, তাঁকে জানি, আর এতে আমি নিশ্চিত যে, তাঁর হাতে যা গচ্ছিত রেখেছি, তিনি সেই দিন পর্যন্ত তা রক্ষা করতে সমর্থ* (২ তি ১:১২), অর্থাৎ *আমাদের মহান ঈশ্বর ও পরিত্রাতা সেই যিশুখ্রিস্টেরই গৌরবপ্রকাশের দিনে* (তীত ২:১৩), যাঁর গৌরব হোক চিরকাল ধরে। আমেন।

জন্মোৎসবকাল

প্রভুর জন্মোৎসব

(২৫শে ডিসেম্বর)

পূর্বদিন - ক, খ, গ বর্ষ - মথি ১:১-২৫

যিশুখ্রিষ্টের বংশাবলি-পুস্তক, যিনি দাউদসন্তান, আব্রাহামসন্তান।
আব্রাহাম ইসহাকের পিতা, ইসহাক যাকোবের পিতা, যাকোব যুদা ও তাঁর ভাইদের পিতা, যুদা পেরেস ও জেরাহ্‌র পিতা, যাঁদের মাতা তামার, পেরেস হেস্রোনের পিতা, হেস্রোন আরামের পিতা, আরাম আম্মিনাদাবের পিতা, আম্মিনাদাব নাহ্‌শোনের পিতা, নাহ্‌শোন সাল্‌মোনের পিতা, সাল্‌মোন বোয়াজের পিতা, যাঁর মাতা রাহাব, বোয়াজ ওবেদের পিতা, যাঁর মাতা রুথ, ওবেদ যেসের পিতা, যেসে দাউদ রাজার পিতা।

দাউদ শলোমনের পিতা, যাঁর মাতা উরিয়ার আগেকার স্ত্রী, শলোমন রেহোবোয়ামের পিতা, রেহোবোয়াম আবিয়ার পিতা, আবিয়া আসার পিতা, আসা যোশাফাতের পিতা, যোশাফাৎ যোরামের পিতা, যোরাম উজ্জিয়ার পিতা, উজ্জিয়া যোথামের পিতা, যোথাম আহাজের পিতা, আহাজ হেজেকিয়ার পিতা, হেজেকিয়া মানাশের পিতা, মানাশে আমোনের পিতা, আমোন যোশিয়ার পিতা, যোশিয়া যেকোনিয়া ও তাঁর ভাইদের পিতা। সেসময়ে বাবিলনে নির্বাসন ঘটে।

বাবিলনে নির্বাসনের পরে: যেকোনিয়া শেয়াল্তিয়েলের পিতা, শেয়াল্তিয়েল জেরুব্বাবেলের পিতা, জেরুব্বাবেল আবিয়ুদের পিতা, আবিয়ুদ এলিয়াকিমের পিতা, এলিয়াকিম আজোরের পিতা, আজোর সাদোকের পিতা, সাদোক আখিমের পিতা, আখিম এলিয়ুদের পিতা, এলিয়ুদ এলেয়াজারের পিতা, এলেয়াজার মাথানের পিতা, মাথান যাকোবের পিতা, যাকোব মারীয়ার স্বামী যোসেফের পিতা। এই মারীয়া থেকেই খ্রিষ্ট বলে অভিহিত যিশুর জন্ম হয়।

সুতরাং আব্রাহাম থেকে দাউদ পর্যন্ত সবসমেত চৌদ্দ পুরুষ, দাউদ থেকে বাবিলনে নির্বাসন পর্যন্ত চৌদ্দ পুরুষ, এবং বাবিলনে নির্বাসন থেকে খ্রিষ্ট পর্যন্ত চৌদ্দ পুরুষ।

যিশুখ্রিষ্টের জন্ম এভাবে হয়: তাঁর মা মারীয়া যোসেফের প্রতি বাগ্‌দত্তা হলে তাঁরা একসঙ্গে থাকার আগে দেখা গেল, তিনি গর্ভবতী—পবিত্র আত্মার প্রভাবে। তাঁর স্বামী যোসেফ যেহেতু ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন, আবার তাঁকে প্রকাশ্যে নিন্দার পাত্র করতে অনিচ্ছুক ছিলেন বিধায় তাঁকে গোপনেই ত্যাগ করার সঙ্কল্প নিলেন। তিনি এ সমস্ত ভাবছেন, এমন সময় দেখ, প্রভুর দূত স্বপ্নে তাঁকে দেখা দিয়ে বললেন, 'দাউদসন্তান যোসেফ, তোমার স্ত্রী মারীয়াকে গ্রহণ করে নিতে ভয় করো না, কেননা তার গর্ভে যা জন্মেছে, তা পবিত্র আত্মার প্রভাবেই হয়েছে; সে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে আর তুমি তাঁর নাম যিশু রাখবে, কারণ তিনিই নিজ জনগণকে তাদের পাপ থেকে ত্রাণ করবেন।' এই সমস্ত ঘটল যেন নবীর মধ্য দিয়ে উচ্চারিত প্রভুর এই বচন পূর্ণ হয়: দেখ, কুমারীটি গর্ভবতী হয়ে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে, আর লোকে তাঁকে ইম্মানুয়েল বলে ডাকবে, নামটির অর্থ হল, আমাদের-সঙ্গে-ঈশ্বর। যোসেফ ঘুম থেকে জেগে উঠে, প্রভুর দূত তাঁকে যেমন আদেশ করেছিলেন, সেইমত করলেন: তিনি নিজ স্ত্রীকে গ্রহণ করে নিলেন। ইনি পুত্রকে প্রসব করার আগে যোসেফ তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন না; তিনি তাঁর নাম যিশু রাখলেন।

❖ বিশপ সাধু পিতর খ্রিসোলগের উপদেশাবলি (উপদেশ ১৪৫)

এই দেখ, কুমারী গর্ভধারণ করবেন ও একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবেন, তাঁর নাম ইম্মানুয়েল রাখবেন

ভ্রাতৃগণ, ধন্য সুসমাচার-রচয়িতা খ্রিষ্টের জন্ম-রহস্য সম্বন্ধে যা বলেছেন, আমি আজ তোমাদের কাছে সেই বিষয়েই কথা বলব। তিনি বলেন, *যিশুখ্রিষ্টের জন্ম এভাবে হয়: তাঁর মা মারীয়া যোসেফের প্রতি বাগ্‌দত্তা হলে তাঁরা একসঙ্গে থাকার আগে দেখা গেল, তিনি গর্ভবতী—পবিত্র আত্মার প্রভাবে। তাঁর স্বামী যোসেফ যেহেতু ধর্মনিষ্ঠ মানুষ ছিলেন, আবার তাঁকে প্রকাশ্যে নিন্দার পাত্র করতে অনিচ্ছুক ছিলেন বিধায় তাঁকে গোপনেই ত্যাগ করার সঙ্কল্প নিলেন* (মথি ১:১৮-১৯)। যোসেফ যখন বধূর গর্ভধারণ সম্বন্ধে কথা বলতে চাইলেন না, তখন তাঁকে কি ধর্মনিষ্ঠ বলা যায়? সদ্‌গুণের বেলায় একটা থেকে অন্যটাকে ছিন্ন করলে সেগুলি আর সদ্‌গুণ নয়: মমতা বিনা নিরপেক্ষতা থাকলে, তবে মানুষ নির্মম হয়, এবং দয়া বিনা ধর্মনিষ্ঠা হিংস্রতাই হয়। তাই যোসেফ সত্যিই ধর্মনিষ্ঠ হলেন, যেহেতু মমতাপূর্ণও হলেন, আবার তিনি মমতাপূর্ণ, যেহেতু ধর্মনিষ্ঠ। তিনি মমতাপূর্ণ হতে চাইলেন, ফলে নির্মম হলেন না; প্রসন্নতার সঙ্গেই বিচার করলেন বিধায় ধর্মনিষ্ঠা পালন করলেন; নিজেকে বিচারক করতে চাননি বিধায় বিচার থেকে বিরত থাকলেন। সেই ধর্মনিষ্ঠের প্রাণ ঘটনার নবীনতার আঘাতে জ্বলছিল: তিনি নিজের চোখের সামনে গর্ভবতী অথচ কুমারী কনেকে দেখছিলেন, এমন কনে যিনি পরমদানে শুধু নয় লজ্জাবোধেও পূর্ণা, গর্ভফলের জন্য উদ্বিগ্না তবু আপন শুচিতা সম্বন্ধে নিশ্চিত, মাতৃত্বে আর সেইসাথে কুমারীত্ব-সম্মানেও ভূষিতা।

তেমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে স্বামী আর কীবা করতে পারতেন? তাঁকে অবিশ্বস্ততার অভিযোগে অভিযুক্ত করবেন? কিন্তু তিনি নিজেই যে তাঁর নিরপরাধিতার সাক্ষী! তাঁর দোষ ঘোষণা করবেন? কিন্তু তিনি নিজেই যে তাঁর শুচিতার রক্ষক! ব্যভিচারের ভিত্তিতে তাঁকে ত্যাগ করবেন? কিন্তু তিনি নিজেই যে তাঁর কুমারী মর্যাদার সমর্থক! এসব কিছুর সম্মুখীন হয়ে তিনি কী করবেন? ঘটনাটির বিষয়ে কথা বলা যখন তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়, নিজের মধ্যে তা গোপন রাখাও যখন সম্ভব নয়, তখন তিনি

ভাবেন, তাঁকে ত্যাগ করব। তাঁকে ত্যাগ করার ব্যাপারে কোন মানুষের সঙ্গে আলোচনা করা সম্ভব নয় বিধায় তিনি কেবল ঈশ্বরের সঙ্গেই কথোপকথন করেন।

দাউদসন্তান যোসেফ, তোমার স্ত্রী মারীয়াকে গ্রহণ করে নিতে ভয় করো না, কেননা তার গর্ভে যা জন্মেছে, তা পবিত্র আত্মার প্রভাবেই হয়েছে; সে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে আর তুমি তাঁর নাম যিশু রাখবে, কারণ তিনিই নিজ জনগণকে তাদের পাপ থেকে ত্রাণ করবেন (মথি ১:২০-২১)। ভ্রাতৃগণ, একথা লক্ষ কর, যোসেফে দাউদের গোটা পুরুষ, কুল ও গোষ্ঠী প্রদর্শিত।

দাউদসন্তান যোসেফ—সাতাশ পুরুষ পর জন্মগ্রহণ ক'রে কোন্ কারণেই বা তাঁকে দাউদসন্তান বলে, একারণ ছাড়া যে যোসেফে একটি গোষ্ঠীর রহস্য উদ্ঘাটিত হয়, একটি প্রতিশ্রুতি পূর্ণতা লাভ করে, কুমারী-গর্ভে একটি ঐশশিশুর দিব্য গর্ভধারণ সিদ্ধি লাভ করে? দাউদের কাছে পিতা ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি একথায় ব্যক্ত করা হয়েছিল: *প্রভু দাউদের কাছে শপথ করলেন, ফিরিয়ে নেবেন না তাঁর সত্য কথা: তোমার ঔরসের এক ফল আমি তোমার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করব* (সাম ১৩২:১১)। হ্যাঁ, সত্যিই তোমার ঔরসের ফল, তোমার গর্ভের ফল, কেননা সেই ঐশ অতিথি দেহের গণ্ডি দ্বারা নিজেকে সঙ্কুচিত হতে না দিয়েই স্বর্গ থেকে মাংস-আবাসে নেমে এলেন ও কুমারী-গর্ভ না খুলেই সেই দেহ থেকে বের হলেন; এভাবে পূর্ণতা লাভ করে সেই বাণী যা আমরা পরম গীতে পড়ি: *বোন আমার, কনে আমার, তুমি রুদ্ধ বাগান, তুমি রুদ্ধ জলাশয়, সীলমোহর-যুক্ত উৎস* (পরমগীত ৪:১২)।

তাঁর গর্ভে যা জন্মেছে, তা পবিত্র আত্মার প্রভাবেই হয়েছে (মথি ১:২০)। একটি কুমারী গর্ভবতী হলেন, কিন্তু পবিত্র আত্মারই প্রভাবে; একটি কুমারী প্রসব করলেন, কিন্তু সেই একজনকে, যাঁর বিষয়ে ইশাইয়া পূর্বঘোষণা করেছিলেন, *এই দেখ, কুমারীটি গর্ভবতী হয়ে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে; সে তাঁর নাম ইম্মানুয়েল রাখবে* (ইশা ৭:১৪; মথি ১:২৩); নামটির অর্থ, আমাদের-সঙ্গে-ঈশ্বর।

মধ্যরাত্রি - ক, খ, গ বর্ষ - লুক ২:১-১৪

সেসময় আউগুস্তুস কায়েসারের একটা রাজাজ্ঞা জারি হল, যা অনুসারে সারা পৃথিবী জুড়ে লোকগণনা করা হবে। এই প্রথম লোকগণনা করা হয়েছিল যখন কুইরিনুস ছিলেন সিরিয়ার প্রদেশপাল। নাম লেখাবার জন্য সকলে নিজ নিজ শহরে গেল; তাই যোসেফও দাউদের কুল ও গোত্রের মানুষ হওয়ায় নিজের বাগ্‌দত্তা স্ত্রী মারীয়ার সঙ্গে নাম লেখাবার জন্য গালিলেয়ার নাজারেথ শহর থেকে যুদেয়ার সেই দাউদ-নগরীতে গেলেন যার নাম বেথলেহেম। মারীয়া তখন গর্ভবতী। তখন এমনটি ঘটল যে, তাঁরা সেখানে থাকতেই মারীয়ার প্রসবকাল পূর্ণ হল, আর তিনি নিজের প্রথমজাত পুত্রকে প্রসব করলেন। কাপড়ে জড়িয়ে তিনি তাঁকে একটা জাবপাত্রে শুইয়ে রাখলেন, কারণ সেই বাড়ির অতিথিশালায় তাঁদের জন্য স্থান ছিল না।

একই অঞ্চলে একদল রাখাল ছিল, যারা রাতের প্রহরে প্রহরে নিজ নিজ পাল পাহারা দিচ্ছিল। প্রভুর এক দূত তাদের কাছে এসে দাঁড়ালেন, এবং প্রভুর গৌরব তাদের চারপাশে ঘিরে রাখল। তারা ভীষণ ভয় পেল, কিন্তু সেই দূত তাদের বললেন, 'ভয় করো না, কেননা দেখ, আমি তোমাদের এমন মহা আনন্দের শুভসংবাদ জানাচ্ছি, যে আনন্দ সমস্ত জনগণেরই হবে: আজ দাউদ-নগরীতে তোমাদের জন্য এক ত্রাণকর্তা জন্মেছেন—তিনি খ্রিষ্ট প্রভু। তোমাদের জন্য চিহ্ন এ, তোমরা কাপড়ে জড়ানো ও জাবপাত্রে শোয়ানো একটি শিশুকে পাবে।' আর হঠাৎ ওই দূতের সঙ্গে স্বর্গীয় এক বিশাল দূতবাহিনী আবির্ভূত হয়ে এই বলে ঈশ্বরের প্রশংসা করতে লাগল, 'ঊর্ধ্বলোকে ঈশ্বরের গৌরব, মর্তলোকে তাঁর প্রসন্নতার পাত্র মানুষের জন্য শান্তি!'

❖ রিভোর মঠাধ্যক্ষ সাধু এলরেডের উপদেশাবলি (প্রভুর জন্মোৎসব, উপদেশ ২)

আজ আমাদের জন্য এক ত্রাণকর্তা জন্মেছেন

আজ দাউদ-নগরীতে আমাদের জন্য এক ত্রাণকর্তা জন্মেছেন—তিনি খ্রিষ্ট প্রভু (লুক ২:১১)। নগরীটি হল বেথলেহেম, আর সেখানেই আমাদের ছুটে যেতে হবে, যেইভাবে সংবাদ শুনেই রাখালেরা ছুটে গেছিল। *আর তোমাদের জন্য চিহ্ন এ, তোমরা কাপড়ে জড়ানো ও জাবপাত্রে শোয়ানো একটি শিশুকে পাবে* (লুক ২:১২)।

এজন্যই আমি তোমাদের বলেছি, তাঁকে ভালবাসতে হবে: স্বর্গদূতদের প্রভুকে ভয় কর, কিন্তু নরম শিশুকে ভালইবাস; প্রতাপের প্রভুকে ভয় কর, কিন্তু কাপড়ে জড়ানো তাঁকে ভালইবাস; স্বর্গের রাজাকে ভয় কর, কিন্তু জাবপাত্রে শোয়ানো তাঁকে ভালইবাস। রাখালেরা কোন্ চিহ্ন পেয়েছিল? *তোমরা কাপড়ে জড়ানো ও জাবপাত্রে শোয়ানো একটি শিশুকে পাবে।* তিনি ত্রাণকর্তা, তিনি প্রভু: কাপড়ে জড়ানো ও জাবপাত্রে শোয়ানো থাকা কি আশ্চর্যের ব্যাপার? অন্য শিশুদেরও কি কাপড়ে জড়ানো হয় না? এ কী ধরনের চিহ্ন? বুঝতে পারলে তবেই চিহ্নটা মহান। আর আমরা তো বুঝতে পারবই, কিন্তু এ ভালবাসার সংবাদ শুনেই যদি না থেমে বরং স্বর্গদূতদের সঙ্গে প্রকাশিত আলোকে হৃদয়ে গ্রহণও করি। সংবাদ দেওয়া মাত্রই হল সেই আলোর উদ্ভাস, যাতে আমরা শিখতে পারি যে যারা হৃদয়ে স্বর্গের আলো গ্রহণ করে, তারাই মাত্র সত্যিই শোনে।

এ রহস্য বিষয়ে অনেক কিছু বলতে পারতাম; কিন্তু সময় হয়েই গেছে, সুতরাং সংক্ষেপে আরও অল্প কথা বলব। বেথলেহেম অর্থাৎ রুটির গৃহ হল সেই পবিত্র মণ্ডলী যেখানে সত্যকার রুটি সেই খ্রিষ্টের দেহ বিতরণ করা হয়। বেথলেহেমের জাবপাত্র হল গির্জার ভোজনপাট; এইখানে খ্রিষ্টের সৃষ্টজীব পরিপুষ্ট হয়। এ ভোজনপাট সম্পর্কে লেখা আছে, *আমার সম্মুখে তুমি সাজাও ভোজনপাট* (সাম ২৩:৫)। এ জাবপাত্রে কাপড়ে জড়ানো যিশু রয়েছেন। কাপড় হল সাক্রামেন্তের পরদা। এখানে, রুটি ও আঙুররসের আকারে, খ্রিষ্টের প্রকৃত দেহ ও রক্ত আছে। আমরা বিশ্বাস করি, এ সাক্রামেন্তে প্রকৃত খ্রিষ্ট উপস্থিত, কিন্তু কাপড়ে জড়ানো অর্থাৎ অদৃষ্টিগোচরে। প্রতিদিন বেদিপ্রান্তে গিয়ে আমরা তাঁর দেহ খাই ও তাঁর রক্ত পান করি, এতই মহা ও প্রকাশ্য চিহ্নের মত খ্রিষ্টের জন্মের আর কোন চিহ্ন নেই: প্রতিদিন আমরা তাঁকেই আত্মোৎসর্গ করতে দেখি, যিনি আমাদের জন্য কুমারী মারীয়ার গর্ভে একবারই মাত্র জন্ম নিলেন। তবে ভ্রাতৃগণ, এসো, প্রভুর এ গোশালায় শীঘ্রই এগিয়ে যাই; আগে কিন্তু, যতখানি সম্ভব হয়, তাঁর অনুগ্রহ দ্বারা নিজেদের প্রস্তুত করি, যাতে প্রতিদিন ও *সমস্ত জীবন ধরে শুদ্ধ হৃদয়ে, সত্যনিষ্ঠায় ও অকপট বিশ্বাসে* (২ করি ৬:৬) আমরা স্বর্গদূতদের সঙ্গে গান করতে পারি, *ঊর্ধ্বলোকে ঈশ্বরের গৌরব, ইহলোকে সদিচ্ছার মানুষের জন্য শান্তি* (লুক

২:১৪)। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা, যাঁরই সম্মান ও গৌরব হোক চিরকাল ধরে। আমেন।

ভোর - ক, খ, গ বর্ষ - লুক ২:১৫-২০

দূতেরা তাদের কাছ থেকে স্বর্গে চলে গেলেই রাখালেরা একে অন্যকে বলল, 'চল, আমরা বেথলেহেম পর্যন্ত যাই, এবং এই যে ঘটনার কথা প্রভু আমাদের জানালেন, তা গিয়ে দেখি।' তাই তারা ইতস্তত না করেই গিয়ে মারীয়া ও যোসেফ ও জাবপাত্রে শোয়ানো শিশুটিকে খুঁজে পেল। দে'খে, বালকটির বিষয়ে তাদের যা বলা হয়েছিল তা তারা প্রকাশ করল; এবং রাখালেরা যাদের কাছে কথাটা বলত, তারা সকলে তা শুনে আশ্চর্য হত।

কিন্তু মারীয়া এই সকল ঘটনা গেঁথে রেখে হৃদয়গভীরে তার অর্থ বিবেচনা করতেন। আর রাখালদের যেভাবে বলা হয়েছিল, তারা সেভাবে সবই দেখতে ও শুনতে পেল বিধায় ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন ও তাঁর প্রশংসাবাদ করতে করতে ফিরে গেল।

❖ আঙ্কিরার বিশপ থেওদতসের উপদেশাবলি (প্রভুর জন্মোৎসব, উপদেশ ৩, ১, ১৫৭-১৫৯)

নিখিল বিশ্বের প্রভু দাসরূপে আগমন করলেন

নিখিল বিশ্বের প্রভু দরিদ্রতায় পরিবৃত দাসরূপেই আগমন করলেন, যাতে তাঁর শিকার ভয়ে অভিভূত হয়ে তাঁর কাছ থেকে দূরে না পালায়। জন্মের জন্য অরক্ষিত একটা মাঠ বেছে নিয়ে তিনি দরিদ্র একটি কুমারীর কোলে সর্বাধিক দরিদ্রতায় জন্ম নেন, যাতে নীরবেই তিনি পরিত্রাণদানের জন্য মানুষ-শিকারে যেতে পারেন। তিনি যদি সমারোহের মধ্যে জন্ম নিতেন ও মহা ঐশ্বর্যে নিজেকে আবিষ্ট করতেন, তাহলে অবিশ্বাসীরা বলত, ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যই পৃথিবীর রূপান্তর ঘটিয়েছে। তিনি যদি সেকালের সবচেয়ে প্রভাবশালী নগরী সেই রোমকেই বেছে নিতেন, তাহলে তারা মনে করত, রোমের প্রভাবই জগতের পরিবর্তন এনেছে। তিনি যদি কোন সম্রাটের সন্তান হতেন, তাহলে তারা সাধিত যত শুভকাজ রাজ-অধিকারের উপরেই আরোপ করত। তিনি যদি

কোন বিধানকর্তার সন্তান হতেন, তাহলে তারা মঙ্গলকর যত কিছু তাঁর নিয়ম-ব্যবস্থার উপরেই আরোপ করত। তিনি বরং কী করেন? যা কিছু দীন ও মূল্যহীন, যা কিছু সাধারণের কাছে অর্থহীন ও অজ্ঞাত, তিনি তাই বেছে নেন, যাতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, কেবল ঈশ্বরত্বই জগৎকে রূপান্তরিত করল। ঠিক একারণে তিনি দরিদ্র একটি মাতাকে ও আরও দরিদ্রতর একটি মাতৃভূমি বেছে নেন, এমনকি তিনি নিজে নিজেকে দরিদ্রতম করেন।

একথাই গোশালা তোমাকে বলে: তাঁকে শোয়ানোর জন্য একটা খাট না থাকায়, প্রভুকে একটা জাবপাত্রে রাখা হয়, এবং অতি প্রয়োজনীয় জিনিস-সামগ্রীর অভাব আগেকার ভাববাণীগুলির সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ হয়ে ওঠে। তাঁকে একটা জাবপাত্রে রাখা হল, যাতে প্রতীয়মান হয় তিনি বাছবিচার না করে সকলেরই কাছে অর্পিত খাদ্য হবার জন্যই আগমন করতে যাচ্ছিলেন। দরিদ্রতা বেছে নিয়ে ও জাবপাত্রে শুয়ে ঈশ্বরের পুত্র সেই বাণী ধনী-নির্ধন, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলকেই নিজের কাছে আকর্ষণ করেন।

সুতরাং তুমি দেখতে পাও সবকিছুর সেই অভাব কেমন করে সেই পূর্ব ভাববাণীগুলিকে পূরণ করল, এবং দরিদ্রতা সকলের কাছে তাঁকে গম্য করল, যিনি আমাদের জন্য নিজেকে দরিদ্র করলেন। খ্রিষ্টের মহা মহা ঐশ্বর্যের সামনে কেউই অভিভূত হয়ে পড়েনি, তাঁর রাজ-অধিকারের প্রতাপের সামনে কেউই থামেনি: তিনি অন্য সকলের মত মানুষ বলে দেখা দিলেন, ও দরিদ্র হয়ে সকলের পরিত্রাণের জন্য নিজেকে অর্পণ করলেন।

তাঁর ধারণ-করা-মানবতার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের পুত্র একটা জাবপাত্রেই দেখা দেন, যাতে বিচারশক্তিসম্পন্ন হোক বা বিচারশক্তিহীন হোক সৃষ্টজীব সকলেরই পক্ষে পরিত্রাণদায়ী খাদ্যের অংশী হওয়া সম্ভব হতে পারে। আর আমি মনে করি, নবীও তখন একথা ইঙ্গিত করছিলেন, যখন এ জাবপাত্র রহস্য তুলে ধরেছিলেন: *বলদ তার মনিবকে জানে, গাধাও তার প্রভুর জাবপাত্র জানে, কিন্তু ইস্রায়েল জানে না; না, আমার জনগণ বোঝে না* (ইশা ১:৩)।

ধনী তিনি আমাদের জন্য দরিদ্র হলেন, এভাবে আপন ঈশ্বরত্বের শক্তিতে পরিত্রাণ সকলের পক্ষে সহজলভ্য করলেন। একথা ইঙ্গিত করে পল বললেন, *ধনবান হয়েও তোমাদের জন্য তিনি নিজেকে দরিদ্র করেছিলেন, যেন তাঁর সেই দরিদ্রতায়ই তোমরা ধনবান হয়ে উঠতে পার* (২ করি ৮:৯)।

যিনি ধনবান করছিলেন, তিনি কেইবা ছিলেন? আর কাকেই বা তিনি ধনবান করছিলেন? আর কেমন করে তিনি নিজেকে দরিদ্র করলেন? তোমরাই আমাকে বল, আমার দরিদ্রতার খাতিরে কেইবা ধনবান হয়েও নিজেকে দরিদ্র করলেন? যিনি মানুষ বলে দেখা দিলেন, তিনি কি? তিনি তো যে কখনও ধনবান হননি! দরিদ্র একটা বংশে জন্ম নিয়ে তিনি তো সবসময়ের মতই দরিদ্র হয়ে থাকলেন। সুতরাং কেমন করে তিনি ধনবান ছিলেন? আর যিনি আমাদের জন্য নিজেকে দরিদ্র করলেন, তিনি কাকে ধনবান করছিলেন? তিনি বলেন, ঈশ্বর সৃষ্টজীবকে ধনবান করেন। অতএব, সৃষ্ট মানুষের দরিদ্রতা ধারণ ক'রে যিনি তার মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ ক'রে নিজেকে দরিদ্র করলেন, তিনি স্বয়ং ঈশ্বর: আপন ঈশ্বরত্বে ধনবান হয়ে তিনি আমাদের মানবতা ধারণ করায় নিজেকে দরিদ্র করলেন।

দিন - ক, খ, গ বর্ষ - যোহন ১:১-১৮

আদিতে ছিলেন বাণী: বাণী ছিলেন ঈশ্বরমুখী, বাণী ছিলেন ঈশ্বর।
আদিতে তিনি ছিলেন ঈশ্বরমুখী।
সবই তাঁর দ্বারা হয়েছিল, আর যা কিছু হয়েছে,
তার কোন কিছুই তাঁকে ব্যতীত হয়নি।
তাঁর মধ্যে ছিল জীবন, আর সেই জীবন ছিল মানুষের আলো;
অন্ধকারে সেই আলোর উদ্ভাস, অথচ অন্ধকার তা ধারণ করেনি!
ঈশ্বর-প্রেরিত একজন মানুষ আবির্ভূত হলেন; তাঁর নাম যোহন;
তিনি এলেন সাক্ষ্য দিতে, আলোরই বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে, যেন তাঁর দ্বারা সকলে বিশ্বাস করতে পারে। তিনি তো সেই আলো ছিলেন না, আলোর বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেই তিনি ছিলেন।

বাণীই ছিলেন সেই সত্যকার আলো, যা জগতে এসে প্রত্যেক মানুষকে আলোকিত করে। তিনি জগতের মধ্যে ছিলেন, আর জগৎ তাঁরই দ্বারা হয়েছিল, অথচ জগৎ তাঁকে চিনল না। তিনি নিজের অধিকারের মধ্যে এলেন, অথচ তাঁর আপনজনেরা তাঁকে গ্রহণ করল না।

কিন্তু যারা তাঁকে গ্রহণ করল, সেই সকলকে, তাঁর নামে বিশ্বাসী যারা, তাদের তিনি ঈশ্বরসন্তান হওয়ার অধিকার দিলেন: তারা রক্ত থেকে নয়, মাংসের বাসনা থেকেও নয়, পুরুষের বাসনা থেকেও নয়, ঈশ্বর থেকেই জনিত।

এবং বাণী হলেন মাংস, ও আমাদের মাঝে তাঁবু খাটালেন। আর আমরা তাঁর গৌরব প্রত্যক্ষ করলাম: এমন গৌরব যা পিতার সেই একমাত্র জনিতজনেরই সমুচিত গৌরব, যিনি অনুগ্রহ ও সত্যে পরিপূর্ণ। তাঁর বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়ে যোহন উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন, 'ইনিই সেই ব্যক্তি যাঁর সম্বন্ধে বলেছিলাম: যিনি আমার পরে আসছেন, তিনি আমার অগ্রগণ্য, কারণ ইনি আমার আগেও ছিলেন।'

সত্যিই আমরা সকলে তাঁর ঐশ্বর্য থেকে লাভবান হয়েছি: লাভ করেছি অনুগ্রহের পরে আরও অনুগ্রহ। মোশি দ্বারা বিধান দেওয়া হয়েছিল বটে, কিন্তু যিশুখ্রিষ্ট দ্বারা অনুগ্রহ ও সত্যই আবির্ভূত হয়েছে। ঈশ্বরকে কেউ কখনও দেখেনি; সেই একমাত্র জনিত পুত্র যিনি পিতার বুকে বিরাজমান, তিনিই তাঁর প্রকৃত বর্ণনা দিয়েছেন।

❖ মহাপ্রাণ সাধু বাসিলের উপদেশাবলি (উপদেশ ২:৬)

বাণী হলেন মাংস, ও আমাদের মাঝে তাঁবু খাটালেন

মর্তে ঈশ্বর, মানুষের মাঝেই ঈশ্বর: এমন ঈশ্বর নন, যিনি ধূমায়মান পর্বতে অগ্নি-ঝলক ও তূর্যধ্বনির মধ্যে, কিংবা যারা তাঁকে শুনছিল তাদের অন্তরে আতঙ্ক ছড়িয়ে ঘন মেঘে বিদ্যুৎ-ঝলক ও বজ্রনাদের মধ্যে বিধান দেন; বরং এমন মাংসধারী ঈশ্বর, যিনি শান্ত ও মাধুর্যপূর্ণ কণ্ঠে সেই সৃষ্টজীবদের কাছে কথা বলেন যারা তাঁর একই স্বরূপের অধিকারী; এমন মাংসধারী ঈশ্বর, যিনি, আমাদের সেই আপন মাংসে যা তিনি আপন করলেন, নিজের কাছে গোটা মানবজাতিকে ফিরিয়ে আনবার জন্য দূরে থেকে বা নবীদের মাধ্যমে নয়, বরং সেই মানবতারই মধ্য দিয়ে কাজ করেন, যে মানবতাকে নিজের ব্যক্তিত্ব পরিবৃত করার জন্য তিনি আপন বলেই ধারণ করলেন। কেমন করে

জ্যোতি কেবল একজনেরই মধ্য দিয়ে সকলের কাছে পৌঁছল? কেমন করে ঈশ্বরত্ব মাংসে অবস্থান করে? যেমন আগুন লোহাতে, তেমনি: রূপান্তর অনুসারে নয়, অংশভাগিতাই অনুসারে। বস্তুত আগুন লোহাতে যায় না, বরং নিজের স্থানে থেকে লোহাকে নিজের গুণের অংশভাগী করে; এ অংশভাগিতার ফলে তার ঘাটতি পড়ে এমন নয়, বরং যা কিছু নিজের অংশভাগী করে, নিজেকে নিয়ে সেইসব কিছু প্রসারিত করে। তেমনি বাণী-ঈশ্বর নিজে থেকে নিজেকে কখনও বিচ্ছিন্ন না করে *আমাদের মাঝে তাঁবু খাটালেন;* কোন পরিবর্তনের অধীন না হয়ে তিনি *মাংস হলেন:* পৃথিবী তাঁকে আপন বুকে গ্রহণ করলেও তাঁর আবাস সেই স্বর্গ তাঁর উপস্থিতিতে বঞ্চিত হয়নি।

রহস্যের মর্মকথায় প্রবেশ করতে চেষ্টা কর: ঈশ্বর একারণেই মাংস ধারণ করলেন, যাতে তিনি মাংসে নিহিত মৃত্যুকে ধ্বংস করতে পারেন। যেমন বিষের ঔষধ একবার খেলে বিষের ফল শেষ করে দেয়, যেমন ঘরের অন্ধকার সূর্যের আলোয় ঘুচে যায়, তেমনি মানবস্বরূপের উপর যা প্রভুত্ব করত, সেই মৃত্যু ঈশ্বরের উপস্থিতিতে ধ্বংসিত হল। আর যেমন রাত্রি যতক্ষণ থাকে ও অন্ধকার রাজত্ব করে ততক্ষণই বরফ জলে জমাই থাকে, কিন্তু সূর্যের তাপে সঙ্গে সঙ্গেই গলে যায়, তেমনি খ্রিস্টের আগমন পর্যন্ত যে মৃত্যু রাজত্ব করে এসেছিল, ত্রাণকর্তা ঈশ্বরের অনুগ্রহের আবির্ভাবে ও ধর্মময়তার সূর্যের উদয়েই সঙ্গে সঙ্গে সেই মৃত্যু, জীবনের সহবর্তমান হতে অক্ষম হওয়ায়, *বিজয় দ্বারা কবলিত হল* (১ করি ১৫:৫৪)। আহা, মানুষের প্রতি ঈশ্বরের মঙ্গলময়তা ও ভালবাসা কতই না মহান!

এসো, রাখালদের সঙ্গে তাঁর গৌরবকীর্তন করি, স্বর্গদূতদের সঙ্গে উল্লাস করি, *কেননা আজ আমাদের জন্য এক ত্রাণকর্তা জন্মেছেন—তিনি খ্রিস্ট প্রভু* (লুক ২:১১)। আমাদের কাছেও প্রভু ঈশ্বররূপে আবির্ভূত হননি—তাতে আমাদের ভঙ্গুরতা আতঙ্কিতই হত—, তিনি বরং দাসরূপেই আবির্ভূত হলেন, যারা দাসত্বে ছিল, তিনি যেন তাদের মুক্তি দিতে পারেন। আনন্দ করবে না, উল্লাস করবে না, উপহার বহন করবে না, কেইবা তেমন উদাসীন, তেমন অকৃতজ্ঞ? আজ সকল সৃষ্টজীবদের জন্যই উৎসবের দিন। কিছুই উপহার দেবে না, তেমন কেউ যেন না থাকে, কৃতঘ্নতা দেখাবে, তেমন কেউ যেন না থাকে। এসো, আমরাও জয়ধ্বনি তুলে আনন্দে মেতে উঠি।

যিশু, মারীয়া ও যোসেফের পবিত্র পরিবার

(জন্মোৎসবের পরবর্তী রবিবার)

ক বর্ষ - মথি ২:১৩-১৫, ১৯-২৩

পন্ডিতেরা চলে গেলে পর প্রভুর দূত হঠাৎ স্বপ্নে যোসেফকে দেখা দিয়ে বললেন, 'ওঠ, শিশুটিকে ও তাঁর মাকে সঙ্গে নিয়ে মিশরে পালিয়ে যাও; আর আমি তোমাকে না বলা পর্যন্ত তুমি সেখানে থাক; কেননা হেরোদ শিশুটিকে হত্যা করার জন্য খোঁজ করতে যাচ্ছে।' তাই যোসেফ উঠে সেই রাতে শিশুটিকে ও তাঁর মাকে সঙ্গে নিয়ে মিশরে চলে গেলেন, এবং হেরোদের মৃত্যু পর্যন্ত সেখানে থাকলেন, যেন নবীর মধ্য দিয়ে উচ্চারিত প্রভুর এই বচন পূর্ণ হয়: আমি মিশর থেকে আমার পুত্রকে ডেকে আনলাম।

হেরোদের মৃত্যু হলে পর প্রভুর দূত মিশরে হঠাৎ যোসেফকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন, 'ওঠ, শিশুটিকে ও তাঁর মাকে সঙ্গে নিয়ে ইস্রায়েল দেশে ফিরে যাও, কারণ যারা শিশুটির প্রাণনাশে সচেষ্ট ছিল, তারা মারা গেছে।' আর তিনি উঠে শিশুটিকে ও তাঁর মাকে সঙ্গে নিয়ে ইস্রায়েল দেশে ফিরে গেলেন। কিন্তু যখন শুনতে পেলেন যে, আর্খেলাওস নিজ পিতা হেরোদের স্থানে যুদেয়ায় রাজত্ব করছেন, তখন সেখানে যেতে ভয় করলেন; পরে স্বপ্নে আদেশ পেয়ে তিনি গালিলেয়া প্রদেশে চলে গেলেন; সেখানে নাজারেথ নামে এক শহরে বাস করতে গেলেন, যেন নবীর মধ্য দিয়ে উচ্চারিত এই বচন পূর্ণ হয়, তিনি নাজারীয় বলে অভিহিত হবেন।

❖ বিশপ বিশপ সাধু জন খ্রিসোস্তমের উপদেশ (উপদেশ, খ্রিষ্টের জন্মোৎসব)

শিশু যিশুর পাশে মারীয়া ও যোসেফ আছেন

যিশু প্রাচীন দুঃখের কান্না বন্ধ করার জন্যই মিশরে প্রবেশ করলেন; আঘাতের স্থানে তিনি এনে দিলেন আনন্দ, মৃত্যুর অন্ধকারের স্থানে পরিত্রাণের আলো বিতরণ করলেন।

নদীর জল নরম শিশুদের রক্তে কলুষিত হয়েছিল। তিনিই মিশরে প্রবেশ করলেন, যিনি একদিন জল রক্তলাল করবেন; জীবন্ত জলকে তিনি পরিত্রাণ জন্মাবার শক্তি দান

করলেন; এবং আত্মার প্রভাবে সেই জলের যত কলুষ ও ময়লা নিঃশেষ করে দিলেন। মিশরীয়েরা দুঃখে আক্রান্ত ও রাগে উন্মাদ হয়ে ঈশ্বরের প্রতি বাধ্য হতে অস্বীকার করেছিল; সুতরাং মিশরে প্রবেশ ক'রে ও যারা গ্রহণ করতে সম্মত ছিল, ঈশ্বরজ্ঞানের আলোয় সেই আত্মাদের প্লাবিত ক'রে তিনি জলকে সাক্ষ্যমরদের ফসলকে উর্বর করতে অধিকার দিলেন, এমন ফসল যা গমের ফসলের চেয়েও প্রচুর।

তবে আমি কী বলব? আমি একটি ছুতোরকে ও একটা জাবপাত্র দেখতে পাচ্ছি, একটি শিশুকে, কাপড় ও কাঁথাও দেখতে পাচ্ছি, কুমারী-জাতই একটি শিশুকে দেখতে পাচ্ছি যিনি সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিসেরও অভাবী—এসব কিছু দরিদ্রতার বন্ধনে, মহত্তম দীনতায়! তুমি কি কখনও চরম দরিদ্রতার মধ্যে ঐশ্বর্য দেখতে পেয়েছ? কি করে ধনবান তিনি আমাদের জন্য নিজেকে ধনহীন করলেন? কেন তিনি একটা খাট বা একটা বিছানাও খুঁজে পাননি, বরং তাঁকে মূল্যহীন একটা জাবপাত্রে শোয়ানো হল?

আহা, দরিদ্রতার ছদ্মবেশে নিহিত অপরিসীম ঐশ্বর্য! তিনি একটা জাবপাত্রে শোয়ানো অথচ সমগ্র জগৎকে আলোড়িত করেন, কাপড়ে জড়ানো অথচ পাপের শেকল ছিন্ন করেন, এখনও মুখে কথা ফোটেনি অথচ পন্ডিতদের এমন শিক্ষা দেন যে তাঁরা তাঁকে বিশ্বাস করতে উদ্দীপিত। এর চেয়ে আর কী বলা যায়? দেখ, শিশুটি কাপড়ে জড়ানো ও জাবপাত্রে শোয়ানো, কিন্তু পাশে আছেন মারীয়া যিনি একইসময় কুমারী ও জননী; পাশে যোসেফও আছেন যিনি পিতা বলে পরিচিত।

মারীয়া এই যোসেফের কেবল বাগ্‌দত্তাই বধূ ছিলেন, কিন্তু পবিত্র আত্মা তাঁকে জননী করেছিলেন; ফলে যোসেফ আশ্চর্যান্বিত হয়ে জানতেন না শিশুকে কী নাম দেবেন। তিনি এচিন্তায় চিন্তামগ্ন রয়েছেন, এমন সময় একটি স্বর্গদূতের কণ্ঠ দিয়ে স্বর্গ থেকে তাঁকে সংবাদ দেওয়া হল, *যোসেফ, ভয় পেয়ো না, কেননা তাঁর গর্ভে যা জন্মেছে, তা পবিত্র আত্মার প্রভাবেই হয়েছে* (মথি ১:২০ দ্রঃ)। বস্তুতপক্ষে পবিত্র আত্মা কুমারীর উপর আপন ছায়া পেতে দিয়েছিলেন।

তাছাড়া কেন তিনি একটি কুমারী থেকে জন্ম নেন আর সেই কুমারী আপন কুমারীত্ব অক্ষুণ্ন রাখেন? একদিন শয়তান কুমারী হবাকে প্রবঞ্চিত করেছিল বিধায়ই গাব্রিয়েল দূত কুমারী মারীয়াকে শুভসংবাদ দিতে গেলেন। কিন্তু সেই হবা প্রবঞ্চিতা হওয়ায় এমন বাণী

প্রসব করেছিলেন যা মৃত্যুকেই অনুপ্রবেশ করিয়েছিল; অপর পক্ষে, শুভসংবাদ গ্রহণ করায় মারীয়া মাংসে সেই বাণী প্রসব করলেন যিনি আমাদের জন্য অনন্ত জীবন পুনরায় কিনে নেন।

খ বর্ষ - লুক ২:২২-৪০

যখন মোশির বিধান অনুসারে তাঁদের শুচীকরণ-কাল পূর্ণ হল, তখন তাঁরা যিশুকে যেরুশালেমে নিয়ে গেলেন যেন প্রভুর সামনে তাঁকে হাজির করেন,—যেমনটি প্রভুর বিধানে লেখা আছে, প্রথমজাত প্রত্যেক পুত্রসন্তানকে প্রভুর উদ্দেশে পবিত্রীকৃত করা হবে;—আর যেন প্রভুর বিধানের নির্দেশমত একজোড়া ঘুঘু কিংবা দু'টো পায়রার ছানা বলিরূপে উৎসর্গ করেন। সেসময়ে যেরুশালেমে শিমেয়োন নামে একজন ছিলেন, যিনি ধার্মিক ও ভক্তপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন; তিনি ইস্রায়েলের সান্ত্বনার প্রতীক্ষায় থাকতেন, ও পবিত্র আত্মা তাঁর উপরে ছিলেন। পবিত্র আত্মা তাঁকে একথা জানিয়েছিলেন যে, প্রভুর সেই খ্রিষ্টকে না দেখা পর্যন্ত তিনি মৃত্যু দেখবেন না। সেই আত্মার আবেশে তিনি মন্দিরে এলেন, এবং যিশুর পিতামাতা যখন বিধানের নিয়ম-বিধি সম্পাদন করার জন্য শিশুটিকে ভিতরে নিয়ে আসছিলেন, তখন তিনি তাঁকে কোলে নিলেন, ও ঈশ্বরের স্তুতিবাদ করে বলে উঠলেন:

'হে মহাপ্রভু, তোমার কথামত
এখন তোমার এই দাসকে শান্তিতে বিদায় দাও;
কারণ আমার চোখ দেখেছে তোমার সেই পরিত্রাণ
যা তুমি প্রস্তুত করেছ সকল জাতির সামনে:
ঐশপ্রকাশে বিজাতীয়দের উদ্বুদ্ধ করার আলো ও তোমার আপন জনগণ
ইস্রায়েলের গৌরব।'

শিশুটি সম্বন্ধে এই সমস্ত কথা শুনে তাঁর পিতামাতা আশ্চর্য হলেন। শিমেয়োন তাঁদের আশীর্বাদ করলেন, এবং তাঁর মা মারীয়াকে বললেন, 'দেখ, ইনি ইস্রায়েলের মধ্যে অনেকের পতন ও উত্থানের জন্য নিরূপিত; ইনি হবেন অস্বীকৃত এমন এক চিহ্ন—হ্যাঁ, তোমার নিজের প্রাণও এক খড়্গের আঘাতে বিদীর্ণ হবে—যেন অনেক হৃদয়ের চিন্তা প্রকাশিত হয়।'

আন্না নামে এক নারী-নবীও ছিলেন: তিনি আসের গোষ্ঠীর ফানুয়েলের কন্যা। তাঁর অনেক বয়স হয়েছিল; কুমারী অবস্থার পর সাত বছর স্বামীর ঘর করে

তিনি বিধবা হয়েছিলেন; এখন তাঁর বয়স চুরাশি বছর হয়েছে। তিনি মন্দির থেকে কখনও দূরে না গিয়ে উপবাস ও প্রার্থনায় রত থেকে রাত-দিন উপাসনা করে চলতেন। সেই ক্ষণে এসে উপস্থিত হয়ে তিনিও ঈশ্বরের বন্দনা করতে লাগলেন, এবং যত লোক যেরুশালেমের মুক্তিকর্মের প্রতীক্ষায় ছিল, তাদের কাছে যিশুর কথা বলতে লাগলেন।
প্রভুর বিধান অনুসারে সবকিছু সমাধা করার পর তাঁরা গালিলেয়ায়, তাঁদের নিজেদের শহর নাজারেথে ফিরে গেলেন। বালকটি বেড়ে উঠলেন ও বলবান হতে লাগলেন, প্রজ্ঞায় পূর্ণ হয়ে। এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহ তাঁর উপর ছিল।

❖ আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের উপদেশাবলি (উপদেশ ১২)

দাসের স্বরূপ গ্রহণ করায়

খ্রিষ্ট ক্রীতদাসের মধ্যেই যেন পরিগণিত হলেন

আমরা ইতিমধ্যে সেই ইম্মানুয়েলকে জাবপাত্রে শোয়ানো, প্রতিটি শিশুর মত কাঁথায় জড়ানো, কিন্তু স্বর্গদূতদের গায়কদল দ্বারা ঈশ্বর বলে বন্দিত দেখেছি। রাখালদের কাছে তাঁর জন্মের সংবাদ তাঁদেরই দেওয়ার কথা। কেননা পিতা ঈশ্বর দিব্য প্রাণীদেরই কাছে খ্রিষ্টের কথা প্রথম প্রচার করার উচ্চতম অধিকার দিলেন। আজ আমরা দেখেছি, বিধানের প্রণেতা মোশির বিধানে নিজেকে অধীন করলেন; ঈশ্বর একটা মানুষের মত বিধানের অধীন! এজন্য প্রজ্ঞাপূর্ণ হয়ে পল বলেন, *আমরা যখন নাবালক ছিলাম, তখন জগতের আদিম শক্তির অধীনস্থ দাসের মত ছিলাম। কিন্তু যখন সময়ের পূর্ণতা এল, তখন ঈশ্বর তাঁর আপন পুত্রকে প্রেরণ করলেন, যিনি নারীগর্ভে জন্ম নিলেন, বিধানের অধীনে জন্ম নিলেন, যেন মূল্য দিয়ে তিনি বিধানের অধীনস্থ যত মানুষের মুক্তিকর্ম সাধন করতে পারেন* (গা ৪:৩-৫)। সুতরাং যারা বিধানের রক্ষক নয়, বরং যারা বিধানের অধীনে ছিল, খ্রিষ্ট মূল্য দিয়ে বিধানের অভিশাপ থেকে তাদেরই মুক্তি সাধন করলেন। কেমন করে তিনি মূল্য দিয়ে তাদের মুক্তি সাধন করলেন? বিধান মেনে নেওয়ায়ই তিনি মুক্তিকর্ম সাধন করলেন; অন্য কথায়, আদমের অবাধ্যতা-পাপের প্রতিকার দেবার উদ্দেশ্যে আমাদের জন্য সবদিক দিয়ে নিজেকে বাধ্য ও পিতা ঈশ্বরের অধীন দেখিয়ে —এই মূল্যেই তিনি মুক্তি সাধন করলেন। কেননা লেখা আছে যে, *যেমন সেই*

একজনের অবাধ্যতার মধ্য দিয়ে বহুজনকে পাপী বলে প্রতিপন্ন করা হল, তেমনি সেই আর একজনের বাধ্যতার মধ্য দিয়ে বহুজনকে ধর্মময় বলে প্রতিপন্ন করা হবে (রো ৫:১৯)।

তিনি আমাদের সঙ্গে বিধানের অধীনে মাথা পেতে দিলেন, ধর্মময়তার হিসাব মেটাবার জন্যই তাই করলেন।

আসলে এ প্রয়োজন ছিল, তিনি সমস্ত ধর্মময়তা পূরণ করবেন। তিনি দাসের দশা গ্রহণ করেছিলেন, তাঁর আপন মানবতা নিয়ে প্রজাদের সংখ্যায় প্রবেশ করেছিলেন: ফলে, ঈশ্বরের পুত্র হওয়ায় স্বরূপে স্বাধীন ও যত কর থেকে মুক্ত হয়েও তিনি অন্যদের মত করের সেই এক টাকা, এমনকি দ্বিগুণ পরিমাণেই টাকা দিয়েছিলেন। তিনি বিধান পালন করছেন, তা দেখে মনে বাধা পেয়ো না; আর মনে করো না যে, যিনি স্বাধীন তিনি তা পালন করতে বাধ্য, বরং ঐশপরিকল্পনার গভীর মর্মে প্রবেশ করতে চেষ্টা কর। অতএব যেদিনে বিধানের বিধি অনুসারে পরিচ্ছেদন করার প্রথা, সেই অষ্টম দিন এসে উপস্থিত হলে তাঁকে একটি নাম দেওয়া হল, নামটি ছিল যিশু, যার অর্থ জাতির পরিত্রাতা।

কেননা পিতা ঈশ্বর চেয়েছিলেন, মাংস অনুসারে নারীগর্ভে জাত তাঁর আপন পুত্রকে এ নামই দেওয়া হবে। আর ঠিক তখনই জাতির পরিত্রাণ সাধিত হল: একজনের নয়, বরং অনেকের, এমনকি সমগ্র পৃথিবীর সমগ্র জাতির মানুষের। তাঁর পরিচ্ছেদন ও নামকরণ একইসময় অনুষ্ঠিত হল; সুতরাং সেসময় খ্রিষ্ট হয়ে উঠলেন সর্বজাতিকে আলোকিত করার জন্য আলো ও ইস্রায়েলের গৌরব। আর যদিও ইস্রায়েলে কেউ কেউ বিশ্বাস করল না এবং নির্বোধ ও জেদি হয়ে থাকল, তথাপি খ্রিষ্টের কাজের গুণে একটি 'অবশিষ্টাংশ' পরিত্রাণকৃত ও গৌরবান্বিত হল। এ অবশিষ্টাংশের প্রথমফসল হল প্রভুর শিষ্যেরা, যাঁদের গৌরব বিশ্বজুড়ে উজ্জ্বল। খ্রিষ্টই ইস্রায়েলের গৌরব, কেননা মাংসের দিক থেকে তিনি ইস্রায়েল জাতি থেকে জাত, যদিও ঈশ্বররূপে তিনি সকলের ঊর্ধ্বে ও যুগযুগ ধরে ধন্য বলে সঙ্কীর্তিত।

এ উদ্দেশ্যে আমাদের পক্ষে সেই সব কিছুই উপকারী, যা সুসমাচারের অনুপ্রাণিত রচয়িতা আমাদের শেখান, যথা, আমাদের ভঙ্গুরতা ধারণ করতে ঘৃণাবোধ না ক'রে

মাংসধারী পুত্র কী কী করলেন, আমাদের কারণে ও আমাদের খাতিরে কী কী দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করলেন, যাতে আমরা তাঁকে মুক্তিসাধক, প্রভু, পরিত্রাতা ও ঈশ্বর বলে গৌরব দান করি, কেননা তাঁকেই, ও তাঁর সঙ্গে পিতা ঈশ্বরকে ও পবিত্র আত্মাকে গৌরব ও পরাক্রম আরোপণীয় যুগ যুগান্তরে। আমেন।

গ বর্ষ - লুক ২:৪১-৫২

যিশুর পিতামাতা প্রতি বছর পাস্কাপর্ব উপলক্ষে যেরুশালেমে যেতেন। তাঁর বারো বছর বয়স হলে তাঁরা প্রথা অনুসারে পর্বে যোগ দিতে গেলেন। পর্বকাল শেষে যখন ফিরে আসার জন্য রওনা হলেন, তখন বালক যিশু যেরুশালেমে রয়ে গেলেন, আর তাঁর পিতামাতা তা জানতেন না। তিনি সহযাত্রীদের সঙ্গে আছেন মনে করে তাঁরা এক দিনের পথ এগিয়ে গেলেন, পরে আত্মীয়স্বজন ও পরিচিত লোকদের মধ্যে তাঁকে খোঁজ করতে লাগলেন; তাঁকে না পেয়ে তাঁরা খুঁজতে খুঁজতে যেরুশালেমে ফিরে গেলেন।

তিন দিন পর তাঁরা মন্দিরেই তাঁর খোঁজ পেলেন: তিনি শাস্ত্রগুরুদের মধ্যে বসে তাঁদের কথা শুনছিলেন ও তাঁদের প্রশ্ন করছিলেন। আর যারা তাঁর কথা শুনছিল, তারা সকলে তাঁর বুদ্ধিতে ও তাঁর উত্তরগুলিতে খুবই স্তম্ভিত হচ্ছিল। তাঁকে দেখে তাঁরা বিস্ময়বিহ্বল হলেন: তাঁর মা তাঁকে বললেন, ‘বৎস, আমাদের প্রতি এ তোমার কেমন ব্যবহার? দেখ, তোমার পিতা ও আমি ব্যাকুল হয়েই তোমাকে খুঁজছিলাম।’ তিনি তাঁদের বললেন, ‘কেন আমাকে খুঁজছিলে? তোমরা কি জানতে না যে, আমাকে আমার পিতার গৃহেই থাকতে হবে?’ কিন্তু তিনি তাঁদের যে কথা বললেন, তা তাঁরা বুঝতে পারলেন না।

তিনি তাঁদের সঙ্গে রওনা হয়ে নাজারেথে চলে গেলেন, ও তাঁদের প্রতি বাধ্য হয়ে থাকলেন। তাঁর মা এই সকল ঘটনা হৃদয়গভীরে গেঁথে রাখতেন। এবং যিশু প্রজ্ঞায় ও বয়সে, এবং ঈশ্বর ও মানুষের সামনে অনুগ্রহে বেড়ে উঠতে লাগলেন।

❖ লুক-রচিত সুসমাচারে পুরোহিত অরিগেনেসের উপদেশাবলি (উপদেশ ১৮:২-৫)

এসো, ব্যাকুল হয়েই যিশুর অন্বেষণ করি

বারো বছর বয়সে যিশু যেরুশালেমে থেকে যান, তাঁর মাতাপিতা তা জানেন না। ব্যাকুল হয়েই তাঁরা তাঁকে খোঁজ করেন, কিন্তু তাঁকে খুঁজে পান না।

তাঁরা আত্মীয়স্বজন, বন্ধু ও চেনাশোনা লোকদের কাছে জিজ্ঞাসা করেন: তাদের মধ্যে তিনি ছিলেন না। তাঁর মাতাপিতা তাঁকে খোঁজ করেন: যিনি তাঁকে প্রতিপালন করেছিলেন ও তাঁর সঙ্গে মিশরে গিয়েছিলেন, সেই পিতা তাঁকে খোঁজ করেন। তথাপি তিনি, তাঁরা তাঁকে খোঁজ করামাত্র তাঁদের কাছে নিজেকে খুঁজে পেতে দেন না। তাঁরা আত্মীয়স্বজন ও রক্তসম্পর্কের লোকদের মধ্যেও তাঁকে খুঁজে পান না: আমার যিশু কোলাহলের মধ্যে নিজেকে খুঁজে পেতে দেন না। তবে শোন, তাঁকে এত খোঁজ করার পর তাঁরা কোথায় তাঁর খোঁজ পেলেন, যাতে মারীয়া ও যোসেফের সঙ্গে তুমিও তাঁকে খুঁজে পেতে পার। লেখা আছে, *খুঁজতে খুঁজতে তাঁরা মন্দিরেই তাঁর খোঁজ পেলেন* (লুক ২:৪৬)। মন্দিরে ছাড়া অন্য কোথাও নেই। আর শুধু তাই নয়, এমনকি *শাস্ত্রগুরুদের মধ্যে বসে তিনি তাঁদের কথা শুনছিলেন ও তাঁদের প্রশ্ন করছিলেন* (লুক ২:৪৬)। সুতরাং তুমিও যিশুকে মন্দিরে খোঁজ কর, তাঁকে গির্জায় খোঁজ কর, তাঁকে সেই শাস্ত্রগুরুদেরই মধ্যে খোঁজ কর যাঁরা মণ্ডলীতে উপস্থিত ও মণ্ডলী থেকে দূরবর্তী নন। তবেই তুমি তাঁকে খুঁজে পাবে।

অন্য দিকে, কেউ যদি নিজেকে গুরু বলে অথচ তার কাছে যিশু নেই, সে শুধু নামেই গুরু, এবং যিনি ঈশ্বরের বাণী ও প্রজ্ঞা, সেই যিশু তাকে নিজেকে খুঁজে পেতে দেন না। তাঁর পিতামাতা যখন তাঁকে পান, তিনি তখন শাস্ত্রগুরুদের মধ্যে বসে ছিলেন, আর তিনি বসে ছিলেন শুধু নয়, তাঁদের প্রশ্নও করছিলেন ও তাঁদের কথা শুনছিলেন। এখনও যিশু আমাদের সঙ্গে এখানে আছেন, তিনি আমাদের প্রশ্ন করেন ও আমাদের কথা শোনেন। *যারা তাঁর কথা শুনছিল, তারা সকলে খুবই স্তম্ভিত হচ্ছিল* (লুক ২:৪৭)। কেন? যদিও তাঁর প্রশ্নগুলো অসাধারণ ছিল, অবশ্যই সেই প্রশ্নের জন্য নয়, তারা বরং তাঁর উত্তরেরই জন্য আশ্চর্য হচ্ছিল। তিনি শাস্ত্রগুরুদের কাছে প্রশ্ন রাখছিলেন, আর যেহেতু তাঁরা তাঁর কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছিলেন না, সেজন্য তিনি নিজেই

উত্তর দিচ্ছিলেন। তাঁর উত্তর কিন্তু আলোচনার নৈপুণ্যের উপরে নয়, বরং পবিত্র শাস্ত্রে তাঁর যে জ্ঞান, তার উপরেই নির্ভর করে: অতএব তুমিও ঐশবিধানের হাত থেকেই শিক্ষা গ্রহণ কর। মোশি কথা বলতেন ও ঈশ্বর তাঁকে মুখোমুখি উত্তর দিতেন। তিনি যা জানতেন না, ঈশ্বরের উত্তর তাঁকে তাই শিখিয়ে দিত। যিশু কিন্তু প্রশ্ন রাখেন, আবার উত্তরও দেন; আর যখন তাঁর প্রশ্ন, যেমন আগে বলেছি, অসাধারণ, তখন তাঁর উত্তর আরও অসাধারণ। এসো, প্রার্থনা করি, যন্ত্রণা ও ব্যাকুলতার সঙ্গে তাঁকে খোঁজ করি, আমরাও যেন তাঁর প্রশ্নগুলি দ্বারা নিজেদের প্ররোচিত অনুভব করতে পারি আর তিনি নিজেই যেন সেই প্রশ্নগুলির উত্তর দেন।

তোমার পিতা ও আমি ব্যাকুল হয়েই তোমাকে খুঁজছিলাম (লুক ২:৪৮), এ বাক্য বৃথাই লেখা নয়; যিশুকে যে খোঁজ করে, প্রয়োজন আছে সে অবহেলা ক'রে, গুরুত্ব না দিয়ে ও অমনোযোগী হয়ে তাঁকে খোঁজ করবে না—যেইভাবে কেউ কেউ ক'রে শেষে এজন্যই তাঁকে খুঁজে পেতে পারে না। আমরা বরং বলি: ব্যাকুল হয়েই আমরা তোমাকে খোঁজ করি! আর তিনি আকাঙ্ক্ষা ও মনোযোগের সঙ্গে অনুসন্ধানী আমাদের প্রাণকে উত্তর দেবেন।

ঈশ্বরজননী ধন্যা মারীয়া

(১লা জানুয়ারী)

সুসমাচার পাঠ (ক, খ, গ বর্ষ) - লুক ২:১৬-২১

> সেসময় রাখালেরা ইতস্তত না করেই গিয়ে মারীয়া ও যোসেফ ও জাবপাত্রে শোয়ানো শিশুটিকে খুঁজে পেল। দে’খে, বালকটির বিষয়ে তাদের যা বলা হয়েছিল তা তারা প্রকাশ করল; এবং রাখালেরা যাদের কাছে কথাটা বলত, তারা সকলে তা শুনে আশ্চর্য হত। কিন্তু মারীয়া এই সকল ঘটনা গেঁথে রেখে হৃদয়গভীরে তার অর্থ বিবেচনা করতেন। আর রাখালদের যেভাবে বলা হয়েছিল, তারা সেভাবে সবই দেখতে ও শুনতে পেল বিধায় ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন ও তাঁর প্রশংসাবাদ করতে করতে ফিরে গেল।
>
> যখন বালকটির পরিচ্ছেদনের জন্য আট দিন পূর্ণ হল, তখন তাঁর নাম যিশু রাখা হল, ঠিক যেভাবে তাঁর গর্ভাগমনের আগে দূত দ্বারা রাখা হয়েছিল।

❖ বিশপ বিশপ সাধু জন খ্রিসোস্তমের উপদেশ (খ্রিষ্টের জন্মতিথি)

খ্রিষ্টের মাংসধারণে মারীয়ার ভূমিকা

আহা, কী অনির্বচনীয় কৃপা! যিনি সর্বকালের পূর্বেও বিদ্যমান ছিলেন, যিনি অতীন্দ্রিয়, নির্গুণ, অশরীরী, ঈশ্বরের সেই অদ্বিতীয় পুত্র আমার মরণশীল ও ক্ষয়শীল দেহকে পরিধান করলেন। উদ্দেশ্যটি কী? উদ্দেশ্যটি এ, দৃশ্যগত হওয়ায় তিনি যেন আমাদের শিক্ষা দিতে পারেন এবং অদৃশ্য বিষয়ের দিকে আমাদের চালিত করতে পারেন।

তিনি এমন কুমারী থেকে জন্ম নিলেন যিনি জানতেনই না কী ঘটছিল, তাঁর কর্মসাধনেও সহযোগিতা দেননি, নিজে থেকে কোন অবদানও রাখেননি। সেই কুমারী তাঁর রহস্যময় প্রভাবের কেবল একটি মাধ্যমই ছিলেন; গাব্রিয়েলকে যা প্রশ্ন করেছিলেন, তিনি সেইটুকুই মাত্র জানতেন, *এ কেমন করে হতে পারবে, যখন আমি কোন পুরুষকে জানি না* (লুক ১:৩৪)। গাব্রিয়েল তখন উত্তরে বলেছিলেন, *পবিত্র আত্মা তোমার উপরে*

নেমে আসবেন, এবং পরাৎপরের পরাক্রম তোমার উপর নিজের ছায়া বিস্তার করবে (লুক ১:৩৫)।

যিনি অল্পকাল পরে তাঁর গর্ভ থেকে বেরিয়ে এলেন, সেই প্রভু কোন্ প্রকারে তাঁর সহায় ছিলেন? কারিগর যেমন উপযুক্ত পদার্থ পেয়ে সুন্দর একটা পাত্র তৈরি করে, তেমনি খ্রিষ্ট আত্মায় ও দেহে পবিত্র একটি কুমারীকে পেয়ে নিজের জন্য একটি জীবন্ত মন্দির নির্মাণ করলেন। সেইখানে তিনি আপন সঙ্কল্প অনুসারে সেই মানবস্বরূপ গড়লেন যা পরিধান ক'রে আজ বেরিয়ে এলেন। সেই স্বরূপের জন্য তিনি লজ্জা বোধ করলেন না, কেননা তিনি নিজে যা গড়েছিলেন, তা পরিধান করা তাঁর পক্ষে লজ্জাকর ছিল না, এমনকি সৃষ্টজীবের কাছে এ মহাগৌরবেরই কারণ ছিল যে, তা হবে সৃষ্টিকর্তার পোশাক। যেমন প্রথম সৃষ্টির বেলায় মাটি তাঁর হাতে না আসা পর্যন্ত মানবজাতির উদ্ভব হতে পারেনি, তেমনি এবারও নির্মাতার পোশাক না হওয়া পর্যন্ত আমাদের ক্ষয়শীল স্বরূপের পক্ষে রূপান্তরিত হওয়া অসম্ভব ছিল।

আমি কী করেই এসব কিছু বলব? কীভাবেই তা বর্ণনা করব? এ আশ্চর্য কাজ আমাকে আশ্চর্যান্বিত করছে। সেই প্রাচীন হলেন শিশু; যিনি সর্বোচ্চ ও মহিমান্বিত হয়ে সিংহাসনে আসীন, তিনি জাবপাত্রে শোয়ানো। যিনি পাপের বন্ধন ছিন্নভিন্ন করলেন, তিনি কাঁথায় জড়ানো; কেননা ঠিক এ তো তাঁর ইচ্ছা! তিনি চান, অপমান সম্মানই হবে, অবমাননা গৌরবেই পরিবৃত হবে, সবচেয়ে নিন্দাজনক অবজ্ঞা তাঁর মঙ্গলময়তাকেই ব্যক্ত করবে। তিনি আমার দেহ ধারণ করেন আমি যেন তাঁর বাণী গ্রহণ করি; তিনি আমার মাংস ধারণ করেন, তাঁর আপন আত্মাকে আমাকে দান করেন যাতে এ বিনিময়ের মধ্য দিয়ে তিনি আমার জন্য জীবনের সম্পদের ব্যবস্থা করতে পারেন। আমাকে পবিত্র করার জন্যই তিনি আমার মাংস ধারণ করেন; আমাকে পরিত্রাণ করার জন্যই তিনি তাঁর আপন আত্মাকে আমাকে দান করেন।

জন্মোৎসবের পরবর্তী ২য় রবিবার

প্রভুর আত্মপ্রকাশ মহাপর্ব ৬ই জানুয়ারীতে পালিত হলে, তবে এ রবিবার ২ ও ৫ই জানুয়ারীর মধ্যে পড়ে। সুসমাচার ও পাঠ খ্রিষ্টের জন্মোৎসবের ব্যবস্থা অনুসারে।

প্রভুর আত্মপ্রকাশ

সুসমাচার পাঠ (ক, খ, গ বর্ষ) - মথি ২:১-১২

হেরোদ রাজার সময়ে যুদেয়ার বেথলেহেমে যিশুর জন্ম হওয়ার পর প্রাচ্য দেশ থেকে কয়েকজন পণ্ডিত যেরুশালেমে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘ইহুদীদের নবজাত রাজা কোথায়? আমরা পুবে তাঁর জ্যোতিষ্ক দেখেছি, ও তাঁর সামনে প্রণিপাত করতে এসেছি।’ একথা শুনে হেরোদ রাজা উদ্বিগ্ন হলেন, ও তাঁর সঙ্গে গোটা যেরুশালেমও উদ্বিগ্ন হল। সকল প্রধান যাজক ও জাতির শাস্ত্রীদের সমবেত করে তিনি তাঁদের কাছে জানতে চাইলেন, সেই খ্রিষ্টের কোথায় জন্মাবার কথা। তাঁরা তাঁকে বললেন: ‘যুদেয়ার বেথলেহেমে, কেননা নবী যে কথা লিখেছিলেন, তা এ: যুদা দেশের হে বেথলেহেম, যুদার জননেতাদের মধ্যে তুমি আদৌ হীনতম নও, কারণ তোমা থেকেই বের হবেন এক জননেতা, যিনি আমার জনগণ ইস্রায়েলকে প্রতিপালন করবেন।’

তখন হেরোদ সেই পণ্ডিতদের গোপনে ডেকে কোন্ সময়ে জ্যোতিষ্কটা দেখা দিয়েছিল, তাঁদের কাছ থেকে তা সঠিক ভাবে জেনে নিলেন, এবং এই বলে তাঁদের বেথলেহেমে পাঠিয়ে দিলেন, ‘আপনারা গিয়ে ভাল করেই সেই শিশুর খোঁজ নিন; খোঁজ পেলেই আমাকে সংবাদ দিন, যেন আমিও গিয়ে তাঁর সামনে প্রণিপাত করতে পারি।’

রাজার কথামত তাঁরা বিদায় নিলেন, আর দেখ, পুবে তাঁরা যে জ্যোতিষ্ক দেখেছিলেন, তা তাঁদের আগে আগে চলল, যতক্ষণ না সেই স্থানের উপর এসে থামল যেখানে শিশুটি ছিলেন। জ্যোতিষ্কটা দেখতে পেয়ে তাঁরা মহা আনন্দে অতিশয় আনন্দিত হলেন; এবং ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে শিশুটিকে তাঁর মা মারীয়ার সঙ্গে দেখতে পেলেন; তখন ভূমিষ্ঠ হয়ে তাঁর সামনে প্রণিপাত

করলেন; পরে নিজেদের রত্নপেটিকা খুলে তাঁকে উপহার দিলেন সোনা, ধূপধুনো ও গন্ধনির্যাস। পরে যেন হেরোদের কাছে ফিরে না যান, স্বপ্নে তেমন আদেশ পেয়ে তাঁরা অন্য পথ দিয়ে নিজেদের দেশে ফিরে গেলেন।

❖ মহাপ্রাণ সাধু বাসিলের উপদেশাবলি (উপদেশ ৬)

এসো, আমরাও অন্তরে সেই মহা আনন্দ গ্রহণ করি

শিশুটি যেখানে ছিলেন, তারাটি সেই স্থানের উপরে থামল। তারাটি দেখামাত্র পণ্ডিতগণ মহানন্দে অধিক আনন্দিত হলেন। এসো, আমরাও অন্তরে সেই মহা আনন্দ গ্রহণ করি। রাখালদের কাছে স্বর্গদূতেরা একই আনন্দের সংবাদ জানান। এসো, পণ্ডিতদের সঙ্গে আমরাও তাঁকে পূজা করি, রাখালদের সঙ্গে তাঁর গৌরবকীর্তন করি, স্বর্গদূতদের সঙ্গে আনন্দে মেতে উঠি, *কেননা আজ আমাদের জন্য এক ত্রাণকর্তা জন্মেছেন—তিনি খ্রিষ্ট প্রভু* (লুক ২:১১)। *পরমেশ্বর প্রভুই আমাদের আলো* (সাম ১১৮:২৭): ঈশ্বররূপে নয়, পাছে আমাদের দুর্বলতা আতঙ্কিত হয়; বরং দাসরূপে, যাতে যারা দাসত্বের অধীন ছিল, তিনি তাদের কাছে মুক্তি এনে দিতে পারেন। এমন কার অন্তর এত উদাসীন ও অকৃতজ্ঞ যে, উপহার দান ক'রে আপন উৎফুল্লতা ব্যক্ত করার আনন্দ অনুভব করবে না? আজ সমগ্র বিশ্বের জন্যই উৎসবের দিন: স্বর্গকে মর্তের কাছে দান করা হয়, একটি মহাদূতকে জাখারিয়া ও মারীয়ার কাছে প্রেরণ করা হয়, স্বর্গদূতদের এক দল গেয়ে ওঠেন, *ঊর্ধ্বলোকে ঈশ্বরের গৌরব, মর্তলোকে তাঁর প্রসন্নতার পাত্র মানুষের জন্য শান্তি* (লুক ২:১৪)।

তারকারাজি স্বর্গ থেকে মুখ বাড়ায়, পণ্ডিতগণ আপন দেশ ছেড়ে আসেন, গোটা পৃথিবী একটি গুহাতে সংগৃহীত। কিছুটা নিয়ে যাবে না, আমাদের মধ্যে তেমন কেউ যেন না থাকে; অকৃতজ্ঞ থাকবে, তেমন কেউ যেন না থাকে। এসো, জগতের পরিত্রাণ ও মানবজাতির জন্মতিথি উদ্‌যাপন করি।

আজ আদমের দণ্ড শোধ করা হয়েছে। আর কখনও একথা শুনতে হবে না, *তুমি ধুলা, আর ধুলাতেই আবার ফিরে যাবে* (আদি ৩:১৯), বরং যিনি স্বর্গ থেকে এসেছেন, তুমি তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়ে স্বর্গেই উন্নীত হবে। আর কখনও শোনা যাবে না, তুমি

যন্ত্রণার মধ্যেই প্রসব করবে (আদি ৩:১৯)। বস্তুত, তিনি ধন্য, যিনি ইম্মানুয়েলকে প্রসব করলেন; সেই বুকও ধন্য যা যিশুকে দুধ দিল! ঠিক একারণে *এক শিশু জন্ম নিয়েছেন আমাদের জন্য, এক পুত্রসন্তানকে দেওয়া হয়েছে আমাদের, তাঁর কাঁধে রয়েছে আধিপত্যের চিহ্ন* (ইশা ৯:৫)।

যারা স্বর্গ থেকে প্রভুকে সাদরে গ্রহণ করলেন, তুমি তাঁদের দলে যোগ দাও।

একথা ভাব: রাখালেরা প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল, যাজকেরা ভাববাণী দেওয়ার ক্ষমতা পেলেন, মারীয়া গাব্রিয়েলের সংবাদের ফলে ও এলিশাবেথ আপন গর্ভে যোহন নড়ে উঠলেন ব'লে নারী দু'জনে আনন্দে প্লাবিত হলেন; আন্না শুভসংবাদ প্রচার করেন ও শিমেয়োন শিশুকে কোলে গ্রহণ করেন। এঁরা সকলে সেই শিশুতে মহান ঈশ্বরকেই পূজা করছিলেন, যে শৈশবগঠন দেখছিলেন তা হেয় মনে না করে তাঁরা বরং তাঁর ঈশ্বরত্বের মাহাত্ম্যের প্রশংসাবাদ করছিলেন; কেননা ঐশশক্তি যেন স্ফটিকের মধ্য দিয়ে একটি কিরণেরই মত সেই মানবদেহে উজ্জ্বল হয়ে তাঁদের শুদ্ধ মনশচক্ষুর সামনে উদ্ভাসিত ছিল। আহা, তাঁদের সঙ্গে থেকে আমরাও যদি শুদ্ধ চোখে দর্পণের মধ্য দিয়েই যেন প্রতিবিম্বিত প্রভুর গৌরব দর্শন করতে পারি, আমরাও যদি আমাদের প্রভু যিশুখ্রিষ্টের অনুগ্রহ ও মঙ্গলময়তা গুণে গৌরব থেকে উচ্চতর গৌরবে রূপান্তরিত হতে পারি! তাঁরই গৌরব ও রাজ-অধিকার যুগে যুগান্তরে। আমেন।

প্রভুর বাপ্তিস্ম

ক বর্ষ - মথি ৩:১৩-১৭

সেসময় যিশু যোহনের হাতে বাপ্তিস্ম নেবার জন্য গালিলেয়া থেকে যর্দনের ধারে তাঁর কাছে এলেন। যোহন এই বলে তাঁকে নিরস্ত করতে চেষ্টা করলেন, ‘আমারই তো আপনার হাতে বাপ্তিস্ম নেওয়া দরকার, আর আপনি নাকি আমার কাছে আসছেন!’

কিন্তু যিশু উত্তরে তাঁকে বললেন, ‘এখনকার মত সম্মত হও, কেননা এভাবেই সমস্ত ধর্মময়তা সাধন করা আমাদের পক্ষে সমীচীন।’ তখন তিনি তাঁর কথায় সম্মত হলেন। বাপ্তিস্ম নেওয়ামাত্র যিশু জল থেকে উঠে এলেন, আর হঠাৎ স্বর্গ উন্মুক্ত হল, আর তিনি দেখলেন, ঈশ্বরের আত্মা কপোতের মত নেমে এসে তাঁর উপরে পড়ছেন। আর হঠাৎ স্বর্গ থেকে এক কণ্ঠস্বর বলে উঠল, ‘ইনিই আমার প্রিয়তম পুত্র, এঁতে আমি প্রসন্ন।’

❖ নেওকায়েসারিয়ার বিশপ সাধু গ্রেগরির বলে ধরে নেওয়া উপদেশ (উপদেশ ৪)

যিনি পিতার গৌরবের প্রভা,

তিনি আমাদের মাঝে এলেন

আপনার সামনে আমি নীরব হয়ে থাকতে পারি না; কেননা আমি একটা কণ্ঠস্বর, প্রকৃতপক্ষে আমি *এমন একজনের কণ্ঠস্বর যে মরুপ্রান্তরে চিৎকার করে বলে, প্রভুর জন্য পথ প্রস্তুত কর* (মথি ৩:৩)। *আমারই তো আপনার হাতে বাপ্তিস্ম নেওয়া দরকার, আর আপনি নাকি আমার কাছে আসছেন?* (মথি ৩:১৪)। জন্মগ্রহণ করে আমি আমার প্রসবিনী মাতার অনুর্বরতা উর্বর করেছি; তখনও আমার মুখে কথা ফোটেনি আর আমি আমার পিতার মুখ উন্মুক্ত করেছি যিনি বাক্‌শক্তিহীন হয়েছিলেন: বালক হতেই আমি আপনার কাছ থেকে অলৌকিক কাজ সাধন করার ক্ষমতা পেয়েছিলাম।

অপরদিকে আপনি সেই মারীয়া থেকে জন্ম নিয়ে, যাঁকে আপনি কুমারীই চেয়েছিলেন—আর এমনভাবেই চেয়েছিলেন যার রহস্য একমাত্র আপনিই জানেন—, আপনি তো

তাঁর কুমারীত্ব একবিন্দুও স্পর্শ করেননি, বরং তাঁকে রক্ষা করে মাতৃত্বের মর্যাদা দান করেছেন। কুমারীত্ব আপনার জন্মে বাধা দেয়নি, আপনার জন্মও কুমারীত্বকে ক্ষতি করেনি: সাধারণত পরস্পর-বিপক্ষীয় এই দু'টো জিনিস, এবার একটিমাত্র ঘটনায় মিলিত হল। প্রকৃতির স্রষ্টা হওয়ায় আপনার পক্ষে তেমন কাজ সম্ভব শুধু নয়, সহজও হল।

মানুষ বলে আমি ঐশ অনুগ্রহের অংশীদার মাত্র; অপরদিকে আপনি স্বয়ং ঈশ্বর, যদিও মানুষ-হওয়া-ঈশ্বর, কেননা আপনি দয়ালু ও মানবজাতিকে চরম ভালবাসায় ভালবাসেন। *আমারই তো আপনার হাতে বাপ্তিস্ম নেওয়া দরকার, আর আপনি নাকি আমার কাছে আসছেন?* আপনি যে আদিতে ছিলেন, ঈশ্বরমুখীই ছিলেন, আর আপনি নিজেই ছিলেন ঈশ্বর; আপনি যে পিতার গৌরবের প্রভা ও সিদ্ধতামণ্ডিত পিতার সিদ্ধ প্রতিমূর্তি; আপনি যে *সত্যকার আলো, যে আলো জগতে আসা প্রতিটি মানুষকে আলোকিত করে* (যোহন ১:৯); জগতের সত্তা হয়েও আপনি সেখানে এলেন যেখানে আগেও ছিলেন, এবং স্বরূপের পরিবর্তন না ঘটিয়েও মাংস হলেন; আপনি যে আপনার দাসদের চোখের সামনে দাসরূপেই আমাদের মাঝে বাস করতে এলেন; আপনি যে আপনার পবিত্র নাম দিয়ে স্বর্গ ও মর্তের মধ্যে সেতুবন্ধন হলেন: সেই আপনি কি আমার কাছে আসছেন? আপনি যে এত মহান, আমার মত মানুষের কাছে আসছেন? আপনি যে রাজা, অগ্রদূতের কাছে আসছেন? আপনি যে প্রভু, আপনি কি দাসের কাছে আসছেন? আর যদিও আপনি আমাদের হীন স্বরূপ ধারণ করতে ঘৃণাবোধ করেননি, তবু আমি তেমন স্বরূপের সীমা ভুলতে পারি না। আমি তো জানি সেই সীমাহীন ব্যবধান যা পৃথিবীকে তার স্রষ্টা থেকে পৃথক রাখে, জানি মাটি ও যিনি মাটি দিয়ে মানুষ গড়েছেন তাদের মধ্যে কী পার্থক্যই না রয়েছে। আমি তো জানি, ধর্মময়তার সূর্য বলে আপনি আপনার প্রভায় আপনার অনুগ্রহের প্রদীপ-মাত্র এ আমারই চেয়ে কতই না দীপ্তিমান। আপনার প্রতাপ দেহের শুভ্র মেঘের মধ্যে জড়ানো হলেও আমি তো আপনার সেই প্রতাপ মেনে নিই। আমার দাস-ভূমিকা বিষয়ে সচেতন হয়ে আমি আপনার মাহাত্ম্য ঘোষণা করি, আপনার প্রতাপের উচ্চতা মেনে নিই, ও আমার নীচতা ও মূল্যহীনতা স্বীকার করি। যখন *আমি আপনার জুতো খুলবার যোগ্য নই* (যোহন ১:২৭), তখন কি করে

আপনার নিষ্কলঙ্ক মাথা স্পর্শ করব? আপনি যখন আকাশমণ্ডলকে আবরণের মত পেতে দিয়েছেন ও পৃথিবীকে জলরাশির উপরে স্থাপন করেছেন, তখন আমি কেমন করে আপনার উপর আমার ডান হাত বাড়াব? দাসের এই হাতের মুঠ আমি কি করে আপনার ঐশ মাথার উপর খুলে দেব? আমি কেমন করে আপনাকে শোধন করব, আপনি যে নিষ্কলঙ্ক ও পাপশূন্য? কেমন করে আমি স্বয়ং আলোকে আলোকিত করব? যারা আপনাকে জানে না, আপনি যে তাদের প্রার্থনাও শোনেন, কোন্ প্রার্থনাই বা আমি সেই আপনার উপর উচ্চারণ করব?

খ বর্ষ - মার্ক ১:৭-১১

সেসময় যোহন প্রচার করে বলতেন, 'আমার পরে এমন একজন আসছেন, যিনি আমার চেয়ে শক্তিশালী; আমি নিচু হয়ে তাঁর জুতোর বাঁধন খুলবার যোগ্য নই। আমি তোমাদের জলে বাপ্তিস্ম দিলাম, তিনি কিন্তু পবিত্র আত্মায়ই তোমাদের বাপ্তিস্ম দেবেন।'

নির্ধারিত সময় যিশু গালিলেয়ার নাজারেথ থেকে এসে যোহনের হাতে যর্দনে বাপ্তিস্ম নিলেন। আর জলের মধ্য থেকে উঠে আসামাত্র তিনি দেখলেন, আকাশ দু'ভাগ হল ও আত্মা কপোতের মত তাঁর উপর নেমে আসছেন; এবং স্বর্গ থেকে এক কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল, 'তুমি আমার প্রিয়তম পুত্র, আমি তোমাতে প্রসন্ন।'

❖ সাধু এফ্রেমের 'স্তুতিগান-সংহিতা' (স্তুতিগান ১৪:৬-৮, ১৪, ৩২, ৩৬-৩৭, ৪৭-৫০)

প্রভুর আত্মপ্রকাশে

সমগ্র বিশ্ব জ্যোতিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল

যিনি যত বাপ্তিস্মের স্বয়ং প্রণেতা, তিনি বাপ্তিস্ম গ্রহণ করার জন্য এগিয়ে এলেন ও যর্দনের কাছে আত্মপ্রকাশ করলেন। যোহন তাঁকে দেখলেন ও হাত জোড় করে তাঁকে অনুরোধ করলেন: প্রভু, কেমন করে আপনি আমার হাতেই বাপ্তিস্ম নিতে চান? আপনিই

তো আপনার বাপ্তিস্মে সবকিছু পবিত্রিত করেন! আপনারই তো সত্যকার বাপ্তিস্ম দেওয়ার কথা, সেই যে বাপ্তিস্ম থেকে সম্পূর্ণ পবিত্রতা নির্গত।

প্রভু উত্তরে বলেন, আমিই তাই চাই; কাছে এসো, আমাকে বাপ্তিস্ম দাও, যাতে আমার ইচ্ছা পূর্ণ হয়। তুমি তো আমাকে নিরস্ত করতে পার না: আমি তোমার হাতে নিজেকে বাপ্তিস্ম দিতে দিই কারণ আমিই তো তাই চাই। তুমি কম্পিত, আর আমার ইচ্ছা রোধ করতে করতে ভাবছ না যে, যে বাপ্তিস্ম আমি তোমার কাছে চাই, তা আমারই অধিকার মাত্র; অতএব তুমি যে কাজে আহূত, সেই কাজ সাধন কর।

আমার বাপ্তিস্মে জল পবিত্রিত হবে, আমার কাছ থেকে সেই জল আত্মার অগ্নি লাভ করবে। আমি এখন বাপ্তিস্ম না নিলে জল অনন্ত জীবনে জন্মদান করার ক্ষমতা পাবে না।

এ একান্ত প্রয়োজন, আর প্রতিরোধ না করে তুমি আমাকে বাপ্তিস্ম দৃও যেইভাবে আমি তোমাকে আদেশ দিচ্ছি। আমি তোমাকে তোমার মাতার গর্ভে বাপ্তিস্ম দিয়েছি; তুমি আমাকে যর্দনে বাপ্তিস্ম দাও।

তখন যোহন বললেন, আমি নিতান্ত অপদার্থ দাস; আপনি যখন সকলকে স্বাধীনতা দান করেন, তখন আমাকে দয়া করুন। আমি আপনার জুতো খুলবার যোগ্য নই। কে আমাকে বলবে আপনার পুণ্য মাথার উপরে যোগ্য ভাবে হাত অর্পণ করতে?

প্রভু, আপনার কথায় বাধ্য হব; এগিয়ে আসুন সেই বাপ্তিস্মে, যার দিকে আপনার ভালবাসা আপনাকে আকর্ষণ করে। অতিশয় স্তম্ভিত হয়ে ধুলামাত্র মানুষ দেখছে, সে এখন এমন পর্যায়ে এসেছে যখন যিনি তাকে গড়েছেন, তাঁর উপর সে নিজেই হাত অর্পণ করবে।

গ বর্ষ - লুক ৩:১৫-১৬, ২১-২২

সেসময় যেহেতু জনগণ প্রতীক্ষায় ছিল, ও যোহনের বিষয়ে সকলে মনে মনে ভাবছিল তিনিই সেই খ্রিষ্ট কিনা, সেজন্য যোহন সকলকে উদ্দেশ করে বললেন, ‘আমি তোমাদের জলে বাপ্তিস্ম দিই বটে, কিন্তু এমন একজন আসছেন, যিনি আমার চেয়ে শক্তিশালী; আমি তাঁর জুতোর বাঁধন খুলবার যোগ্য নই; তিনি পবিত্র আত্মা ও আগুনেই তোমাদের বাপ্তিস্ম দেবেন।

তখন এমনটি ঘটল যে, যখন সমস্ত জনগণ বাপ্তিস্ম গ্রহণ করল এবং যিশু নিজেও বাপ্তিস্ম গ্রহণ ক'রে প্রার্থনা করছিলেন, তখন স্বর্গ উন্মুক্ত হল, এবং পবিত্র আত্মা দৈহিক আকারে, কপোতের মত, তাঁর উপরে নেমে এলেন; এবং স্বর্গ থেকে এক কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল, 'তুমি আমার পুত্র, আমি আজ তোমাকে জন্ম দিলাম।'

❖ তুরিনের বিশপ সাধু মাক্সিমের উপদেশাবলি (উপদেশ ১৩ক:১-৩)

যখন পরিত্রাতা জলে ডুব দিলেন,

তখন তিনি সমস্ত জল পবিত্রিত করলেন

তাঁর মঙ্গলদান অবিরত ধারায় আমাদের উপর বর্ষিত, তাঁর আনন্দ আমাদের অনুক্ষণ প্লাবিত করে, এসব কিছু আমাদের বুঝিয়ে দেয়, আমরা খ্রিষ্ট প্রভুর কাছে কতই না ঋণী। আমরা ত্রাণকর্তার জন্মের জন্য এখনও উল্লাস করছি, আর দেখ, ইতিমধ্যে তাঁর নবজন্ম আমাদের আনন্দিত করতে এসেছে; খ্রিষ্টের জন্মোৎসব এখনও শেষ হয়নি, আর ইতিমধ্যে তাঁর বাপ্তিস্ম পর্ব উপস্থিত; তিনি এইমাত্র মানুষের মাঝে জন্ম নিলেন, আর ইতিমধ্যে সাক্রামেন্তে নবজন্ম গ্রহণ করেন।

বস্তুত আজ তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েও যর্দনে তৈলাভিষেক গ্রহণ করেন। কুমারী থেকে আপন জন্ম ও বাপ্তিস্মে আপন নবজন্ম একটিমাত্র ঘটনায় যুক্ত করায় প্রভু তাঁর মঙ্গলদানের ধারা অবিচ্ছিন্নই দেখাতে চাইলেন; তিনি চাইলেন, তাঁর মাংসগত জন্ম ও তাঁর বাপ্তিস্মে সূচিত জন্ম সময়ের ধারাবাহিকতায় কোন বাধা না মেনেই আনন্দের সঙ্গে উদ্‌যাপিত হবে, যেন সেইসময় যেমন কুমারী জননীর গর্ভে তাঁর সেই উদ্ভব দর্শন করেছি, তেমনি আজ তাঁকে নির্মল জলে নিমগ্নই দর্শন করি আর এই দ্বিবিধ আশ্চর্য কাজের জন্য আনন্দ ভোগ করি: একটি জননী কুমারীত্ব অক্ষুণ্ন রেখে একটি সন্তান প্রসব করলেন, এবং জল খ্রিষ্টকে স্নাত ক'রে পবিত্রিত হয়ে ওঠে। কেননা, যেমন প্রসবের পরে মারীয়ার নিত্যকুমারীত্ব গৌরবান্বিত হয়েছে, তেমনি বাপ্তিস্মের পরে জলের পবিত্রীকরণ স্বীকার করা হয়েছে। এমনকি, একপ্রকারে জল মহত্তর একটি দান লাভে ধনবান হয়ে উঠল, কেননা মারীয়া কুমারীত্বের গৌরবের যোগ্যতা কেবল নিজেরই জন্য লাভ করলেন, জল আমাদেরও সেই পবিত্রীকরণের সহভাগী করেছে; মারীয়াকে পাপ

থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে, জল পাপ থেকে ধৌত করে; কুমারীত্ব বজায় রেখে মারীয়া একবারই মাত্র জননী হলেন, জল বহুবার নবজন্ম দান করেও আপন পবিত্রতা বজায় রাখে; খ্রিষ্টকে ছাড়া মারীয়া আর কোন সন্তানকে চেনেন না, খ্রিষ্ট দ্বারা জল বহু জাতির জননী।

সুতরাং আজ যেন পরিত্রাতার দ্বিতীয় এক জন্মদিন। তাঁর এই জন্মে আমরা একই চিহ্ন ও একই আশ্চর্য কাজ দেখতে পাই, রহস্যটি কিন্তু আরও গভীর। যিনি মারীয়ার গর্ভে তাঁর সঙ্গে ছিলেন, সেই পবিত্র আত্মা এখন জলে তাঁকে আলোয় ঘিরে রাখেন: তিনি তখন তাঁর জন্য মারীয়ার কুমারীত্বকে পবিত্রিত করেছিলেন, এখন তাঁর জন্য জলকে পবিত্রিত করেন।

যিনি সেইসময় আপন সর্বশক্তিশালী ছায়া পেতে দিয়েছিলেন, সেই পিতা এখন নিজ কণ্ঠস্বরেই তাঁর বিষয়ে সাক্ষ্যদান করেন; এমনকি যিনি তাঁর জন্মের সময়ে যেন ছায়ার মতই উপস্থিত ছিলেন, তিনি এখন স্পষ্টতর উপস্থিতিতে সত্যের বিষয়ে সাক্ষ্যদান করেন: বস্তুত ঈশ্বর বলেন, *ইনিই আমার প্রিয়তম পুত্র, এঁতে আমি প্রসন্ন; তোমরা তাঁর কথা শোন* (মথি ১৭:৫)।

সুতরাং আজ খ্রিষ্ট যর্দনে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেন। এ কেমন বাপ্তিস্ম? যিনি বাপ্তিস্ম নিচ্ছেন, তিনি যে সেই জলেরই চেয়ে শুদ্ধ, যে জলে ডুব দিচ্ছেন! এমন কিছু কবেই বা ঘটেছে যে, ধুতে ধুতে জল কলুষিত হয় না, বরং আশিসধারায় ধনবান হয়ে ওঠে? আবার বলছি, পরিত্রাতার বাপ্তিস্ম কেমন বাপ্তিস্ম? পবিত্রিত না ক'রে জল নিজেই পবিত্রিত হয়! সত্যি আশ্চর্যের বিষয়, জল খ্রিষ্টকে শোধন করে না, বরং তাঁর দ্বারা সে-ই শুদ্ধ হয়।

আপন বাপ্তিস্ম-রহস্য গুণে সেই সময় থেকে ত্রাণকর্তা সকল উৎসের জল পবিত্রিত করলেন, ফলে যে কেউ প্রভু-নামে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করতে চাইবে, তাকে এজগতের জল দ্বারা নয়, খ্রিষ্টেরই জল দ্বারা শোধন করা হবে।

তপস্যাকাল

১ম রবিবার

ক বর্ষ - মথি ৪:১-১১

তখন যিশু দিয়াবল দ্বারা পরীক্ষিত হবার জন্য আত্মা দ্বারা প্রান্তরে চালিত হলেন; চল্লিশদিন চল্লিশরাত অনাহারে থাকার পর তিনি ক্ষুধার্ত হয়ে পড়লেন। মানুষকে যে পরীক্ষা করে, সে তখন তাঁকে এসে বলল, ‘তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, তবে বল, যেন এই পাথরগুলো রুটি হয়ে যায়।’ কিন্তু তিনি উত্তরে বললেন, ‘লেখা আছে,

মানুষ কেবল রুটিতে বাঁচবে না,

কিন্তু ঈশ্বরের মুখ থেকে যে প্রতিটি উক্তি নির্গত হয়,

তাতেই বাঁচবে।’

তখন দিয়াবল তাঁকে পবিত্র নগরীতে নিয়ে গেল, ও মন্দিরের চূড়ার উপরে দাঁড় করিয়ে তাঁকে বলল, 'তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, তবে নিচে ঝাঁপ দিয়ে পড়, কেননা লেখা আছে,

তোমার জন্যই আপন দূতদের তিনি আজ্ঞা দিলেন;
আর তাঁরা তোমায় দু'হাতে তুলে বহন করবেন,
পাথরে তোমার পায়ে যেন কোন আঘাত না লাগে।'
যিশু তাকে বললেন, 'আরও লেখা আছে:
তোমার ঈশ্বর প্রভুকে তুমি পরীক্ষা করো না।'

আবার দিয়াবল তাঁকে অধিক উচ্চ এক পর্বতে নিয়ে গেল, ও জগতের সকল রাজ্য ও তাদের গৌরব দেখিয়ে তাঁকে বলল, 'তুমি যদি ভূমিষ্ঠ হয়ে আমার সামনে প্রণিপাত কর, তবে এই সমস্ত কিছু আমি তোমাকে দেব।' তখন যিশু তাকে বললেন, 'দূর হও, শয়তান; কেননা লেখা আছে,

তোমার ঈশ্বর প্রভুকেই প্রণাম করবে,
কেবল তাঁরই সেবা করবে।'

তখন দিয়াবল তাঁকে ছেড়ে চলে গেল, আর হঠাৎ দূতেরা কাছে এসে তাঁর সেবা করতে লাগলেন।

❖ নাজিয়াঞ্জুসের বিশপ সাধু গ্রেগরির উপদেশাবলি (উপদেশ ৪০:১০)

খ্রিষ্টবিশ্বাসী প্রলোভন জয় করতে সক্ষম

বাপ্তিস্মের পরে আলোর নির্যাতক সেই প্রলুব্ধকারী তোমাকে আক্রমণ করে থাকবে, আর অবশ্যই সে তোমাকে আক্রমণ করবে,—কেননা মাংসে নিহিত আমার ঈশ্বরের বাণীকে, অর্থাৎ মানবতায় আবৃত স্বয়ং আলোকেও সে পরীক্ষা করেছে—তুমি তো জান কীভাবে তাকে পরাজিত করতে হয়: সংগ্রাম ভয় করো না! তার সামনে প্রতিবন্ধ হিসাবে জল দাঁড় করাও, সেই আত্মাকেই দাঁড় করাও যাঁর মধ্যে সেই দুর্জনের সমস্ত অগ্নিময় তীর ধ্বংসিত হবে।

সে যখন তোমার দীনতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়—খ্রিষ্টের বেলায়ও তা করতে দ্বিধা করেনি যখন তাঁর ক্ষুধা স্মরণ করিয়ে দিল যাতে তিনি পাথরগুলিকে রুটিতে পরিণত করেন—তখন প্রভুর উত্তর স্মরণ কর। সে যা জানে না, তা তাকে শেখাও; প্রতিবন্ধ হিসাবে তুমি সেই জীবন-বাণী দাঁড় করাও যে বাণী স্বর্গ থেকে নেমে আসা রুটি ও জগৎকে জীবন দান করে। সে যখন অসার গর্ব দ্বারা তোমাকে প্রবঞ্চনা করতে চায়—খ্রিষ্টের বেলায়ও তাই করল যখন তাঁকে মন্দিরের সর্বোচ্চ মিনারে নিয়ে গিয়ে বলল, *ঝাঁপ দিয়ে পড়* (মথি ৪:৬), যাতে তোমার ঈশ্বরত্ব প্রমাণিত হয়—তখন তুমি গর্ব দ্বারা নিজেকে প্রভাবান্বিত হতে দিয়ো না। এতে তোমাকে পরাজিত করলে সে এ পর্যায়ে থামবে না; কেননা সে তৃপ্তির অতীত, সে সবকিছুই কামনা করে; মঙ্গলময়তার ছদ্মবেশেও সে প্রতারণা করে, ও যা ভাল তা মন্দে নিমজ্জিত করে: এই তো তার সংগ্রামের কায়দা!

সেই দস্যু শাস্ত্র খুবই ভাল জানে। এখানে সেই 'লেখা আছে' কথাটি রুটির সঙ্গে সম্পর্কিত, কিন্তু সেখানে দূতদের সঙ্গেই তো সম্পর্কিত; বস্তুত লেখা আছে, *তিনি তোমার জন্য আপন দূতদের আজ্ঞা দেবেন, তাঁরা যেন আপন হাতে তোমাকে তুলে বহন করেন* (লুক ৪:১০, ১১)। হে প্রবঞ্চনার ওস্তাদ, পরবর্তীতে যা লেখা আছে তুমি কেন তার উল্লেখ কর না? তুমি তার উল্লেখ না করলেও আমি তা ভালভাবেই বুঝি, কেননা লেখা ছিল: *হে চন্দ্রবোড়া ও কেউটে সাপ, আমি তোমার উপর পা দেব, আমি সাপ ও কাকড়া বিছে মাড়িয়ে যাব* (সাম ৯১:১৩ দ্রঃ)—বলা বাহুল্য, পরমত্রিত্বের রক্ষা ও শক্তি গুণেই তা করব।

তোমার চোখের সামনে এক নিমেষেই যত রাজ্যকে তার আপন রাজ্য বলে দেখিয়ে তোমার কাছে পূজা দাবি ক'রে সে যদি কৃপণতা দিয়ে তোমাকে আক্রমণ করে, তাহলে তুমি তাকে বাজে পদার্থের মতই ঘৃণা কর। ক্রুশচিহ্ন দ্বারা সংরক্ষিত হয়ে তুমি তাকে বল: আমিও ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি; তোমার মত আমি গর্বের জন্য স্বর্গীয় গৌরব থেকে বিচ্যুত হয়েছি, এমন নয়; আমি তো খ্রিষ্টেই পরিবৃত; বাপ্তিস্মে খ্রিষ্ট হয়ে উঠলেন আমার উত্তরাধিকার: তুমিই বরং আমাকে পূজা করবে! বিশ্বাস কর, তেমন কথায়

পরাজিত ও লজ্জায় অভিভূত হয়ে সে সেই সকল আলোপ্রাপ্তজন থেকে দূরে সরে যাবে যেইভাবে আলোর আদিকারণ সেই খ্রিষ্ট থেকে দূরে সরে গেছিল।

যারা বাপ্তিস্মের শক্তি মেনে নেয়, বাপ্তিস্ম তাদের এ সমস্ত মঙ্গলদান মঞ্জুর করে। যারা প্রশংসনীয় ক্ষুধায় ভুগছে, বাপ্তিস্ম তাদের সামনে তৃপ্তিকর ভোজনপাট সাজায়।

খ বর্ষ - মার্ক ১:১২-১৫

আত্মা যিশুকে প্রান্তরে টেনে নিলেন, এবং তিনি চল্লিশদিন সেই প্রান্তরে থেকে শয়তান দ্বারা পরীক্ষিত হলেন; তিনি বন্যজন্তুদের সঙ্গে ছিলেন, ও স্বর্গদূতেরা তাঁর সেবা করতেন।

যোহনকে ধরিয়ে দেওয়া হলে পর যিশু ঈশ্বরের সুসমাচার প্রচার করতে করতে গালিলেয়ায় গেলেন; তিনি বলছিলেন, ‘কাল পূর্ণ হল, ও ঈশ্বরের রাজ্য কাছে এসে গেছে: মনপরিবর্তন কর ও সুসমাচারে বিশ্বাস কর।’

❖ তারা মঠের অধ্যক্ষ ধন্য ইসহাকের উপদেশাবলি (উপদেশ ৩০)

পবিত্র আত্মা ও প্রান্তর

যিশু আত্মা দ্বারা প্রান্তরে চালিত হলেন (মথি ৪:১)। আমার প্রভু যিশুখ্রিষ্ট যা কিছু করেন, তা চালিত বা প্রেরিত বা আহূত বা আদিষ্ট হয়েই করেন; নিজে থেকে কিছুই করেন না। প্রেরিত হয়ে তিনি জগতে আসেন, চালিত হয়ে প্রান্তরে যান, আহূত হয়ে মৃত্যু থেকে ওঠেন, যেইভাবে লেখা আছে, *ওঠ, আমার গৌরব; ওঠ, সেতার ও বীণা* (সাম ৫৭:৯)।

তবু যন্ত্রণাভোগের দিকে তিনি নিজে থেকে স্বেচ্ছায়ই দ্রুতপদে এগিয়ে যান, যেইভাবে নবী বলেছিলেন: *ইচ্ছা করলেন বিধায়ই তিনি বলীকৃত হলেন* (ইশা ৫৩:৭ সত্তরী দ্রঃ)। এতেই তিনি মৃত্যু পর্যন্ত পিতার প্রতি নিজেকে বাধ্য করলেন। কেননা সদ্‌গুরু ও বাধ্যতার আদর্শ হওয়ায় সেই একমাত্র পথ যা সত্যের শরণে জীবনের কাছে চালিত করে, সেই যন্ত্রণাভোগ ছাড়া তিনি নিজে থেকে অন্য কিছুই করতে বা সহ্য করতে

চাইলেন না। *তিনি পবিত্র আত্মা দ্বারা প্রান্তরে চালিত হলেন,* বা অন্য রচয়িতার বর্ণনা অনুসারে, *আত্মা তাঁকে প্রান্তরে টেনে নিলেন* (মার্ক ১:১২)।

যারা ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা চালিত, তারা ঈশ্বরের সন্তান (রো ৮:১৪)। তিনি কিন্তু যেহেতু সূক্ষ্মতর ও যোগ্যতর ভাবেই পুত্র, সেজন্য অন্যান্যদের চেয়ে ভিন্ন ও শ্রেয়তর ভাবেই প্রান্তরে প্রেরিত বা চালিত হলেন।

যিশু পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হয়ে যর্দন থেকে সরে গেলেন, এবং সেই আত্মার আবেশে প্রান্তরে চালিত হলেন (লুক ৪:১)। অন্যান্যদের কাছে পবিত্র আত্মাকে নির্ধারিত মাত্রায় দান করা হয়, আর সেই মাত্রা অনুসারেই তারা সবকিছুতে পরিচালিত; তিনিই আত্মার পরিপূর্ণতা লাভ করলেন, যাঁর মধ্যে ঈশ্বরত্বের পূর্ণতা বাস করতে প্রীত হল। এজন্য ইনিই অধিকতর প্রভাব ও পরিপূর্ণতার সঙ্গে পিতার আজ্ঞাগুলি পালন করতে চালিত হলেন। *তিনি যর্দন থেকে সরে গেলেন, এবং প্রান্তরে চালিত হলেন।* সুতরাং যিনি এজগতে নেমে এলেন, তিনি যর্দন থেকে আসেন; তারপর এখান থেকে আবার ফিরে এসে এজগৎ ছেড়ে পিতার কাছে যান। ফলে যে কেউ যর্দনের দিকে আরোহণ করতে ইচ্ছা করে, সে নিচু জায়গায় আসুক, বিনম্রতায়ই আসুক, কেননা বিনম্রতাই আরোহণের একমাত্র শর্ত। বস্তুতপক্ষে, *যে কেউ নিজেকে নমিত করে, তাকে উন্নীত করা হবে* (লুক ১৪:১১; ১৮:১৪)।

এখানেই সে সেই পবিত্র আত্মাকে খুঁজে পাবে যিনি বিনম্র ও কোমলপ্রাণের উপর অধিষ্ঠান করেন, যিনি তার উপরেই অধিষ্ঠান করেন যে ভয় করে সেই ঈশ্বরেরই বাণী, যিনি গর্বিতদের প্রতিরোধ করেন কিন্তু বিনম্রদেরই অনুগ্রহ দান করেন, তারা যেন জগৎকে তুচ্ছ করে ও সংসার থেকে পলায়ন করে, শয়তানকে পরাজিত করে ও সেই বিপুল জনতা থেকে দূরে যায় যাদের মধ্যে কটুবাক্য সদাচরণকে কলুষিত করে; তারা যেন সেই প্রান্তর ও সেই নির্জন স্থান খোঁজ করে যেখানে ঈশ্বরের যত্ন করতে পারে, চড়ুই পাখির মত তাঁকে ডাকতে পারে, ও কপোতের মত তাঁকে নিয়ে ধ্যানমগ্ন থাকতে পারে; সেখানেই তিনি উত্তর দিয়ে তাদের হৃদয়কে উদ্দেশ করে নবীর কথামত বলবেন, *আমি তাকে প্রান্তরে চালিত করব ও তার হৃদয়ের কাছে কথা বলব* (হো ২:১৬)।

এভাবে নম্র ও কোমলপ্রাণ আমাদের সেই প্রভু যিশুখ্রিষ্ট, এমন বিনম্রতা ও কোমলতার নাগাল পেয়ে যার ফলে তাঁর নিম্নপদস্থেরই হাতে দীক্ষিত হবার জন্য নিজেকে নমিত করলেন, সঙ্গে সঙ্গেই মনোনীত হতে যোগ্য হয়ে উঠলেন, যেইভাবে পিতার কণ্ঠ প্রমাণ দিয়ে বলল, *ইনি আমার প্রিয় পুত্র*, বিনম্র ও বাধ্য বলেই *এঁতে আমি প্রসন্ন*; এজন্যই আমি ন্যায়সঙ্গতভাবে তাঁকে উন্নীত করি ও সকলের চেয়ে তাঁকে ভালবাসি; সুতরাং তোমরা এখন থেকেই তাঁর কথা শোন। তখন সেই বিনম্র ও কোমলপ্রাণের উপর, আপন ও ঘনিষ্ঠতম মন্দিরেই যেন, সেই পবিত্র আত্মা নেমে এলেন যাঁর দ্বারা তিনি প্রান্তরে চালিত হয়েছিলেন।

গ বর্ষ - লুক ৪:১-১৩

যিশু পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হয়ে যর্দন থেকে সরে গেলেন, এবং সেই আত্মার আবেশে প্রান্তরে চালিত হলেন; সেখানে চল্লিশদিন ধরে দিয়াবল দ্বারা পরীক্ষিত হলেন। সেই সমস্ত দিন ধরে তিনি কিছুই খেলেন না; পরে, সেই দিনগুলি অতিবাহিত হলে ক্ষুধার্ত হয়ে পড়লেন। তখন দিয়াবল তাঁকে বলল, 'তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, তবে এই পাথরগুলোকে বল, তা যেন রুটি হয়ে যায়।' উত্তরে যিশু তাকে বললেন, 'লেখা আছে, মানুষ কেবল রুটিতে বাঁচবে না।' তাঁকে একটা উচ্চ জায়গায় নিয়ে গিয়ে দিয়াবল মুহূর্তকালের মধ্যে জগতের সকল রাজ্য দেখিয়ে তাঁকে বলল, 'আমি তোমাকে এই সমস্ত অধিকার ও এই সবকিছুর গৌরব দেব, কারণ তা আমার হাতে সঁপে দেওয়া হয়েছে, আর আমার যাকে ইচ্ছা তাকে দান করি; তাই তুমি যদি আমার সামনে প্রণিপাত কর, তবে এই সব তোমারই হবে।' যিশু উত্তরে তাকে বললেন, 'লেখা আছে, তোমার ঈশ্বর প্রভুকেই প্রণাম করবে, কেবল তাঁরই সেবা করবে।' সে তাঁকে যেরুশালেমে নিয়ে গেল, ও মন্দিরের চূড়ার উপরে দাঁড় করিয়ে তাঁকে বলল, 'তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, তবে এখান থেকে নিচে ঝাঁপ দিয়ে পড়, কেননা লেখা আছে,

তোমার জন্যই আপন দূতদের তিনি আজ্ঞা দিলেন,
তাঁরা যেন তোমায় রক্ষা করেন;

আরও,

তাঁরা তোমায় দু'হাতে তুলে বহন করবেন,

পাথরে তোমার পায়ে যেন কোন আঘাত না লাগে।'

যিশু উত্তরে তাকে বললেন, 'লেখা আছে: তুমি তোমার ঈশ্বর প্রভুকে পরীক্ষা করো না।' সব ধরনের পরীক্ষা শেষ করে দিয়াবল উপযুক্ত সময় না আসা পর্যন্ত তাঁকে ছেড়ে চলে গেল।

❖ পুরোহিত অরিগেনেস-লিখিত 'পরম গীতে উপদেশাবলি' (উপদেশ ৩)

যিশু পরীক্ষিত হলেন মণ্ডলী যেন শিখতে পারে যে বহু যন্ত্রণা ও প্রলোভনের মধ্য দিয়েই মানুষ তাঁর কাছে যাবে

মরমানুষের জীবন বহু ছলনার ফাঁসে পূর্ণ। সেই জীবন এমন প্রবঞ্চনাপূর্ণ ফাঁদ যা প্রভুর বিরুদ্ধে হিংসা-হেতু নেম্রোথ নামক সেই বৃহৎ শিকারী মানবজাতির সামনে পেতে থাকে। কেননা শয়তান ছাড়া আর কোন্ প্রকৃত বৃহৎ প্রাণী ঈশ্বরের বিরুদ্ধেও বিপ্লব করে? এজন্যই তো প্রলোভনের ফাঁস ও ছলনার ফন্দিফিকিরকে শয়তানের ফাঁদ বলে। আর যেহেতু শত্রু সর্বত্রই এ ফাঁদগুলি পেতে দিয়েছিল ও তার মধ্যে প্রায় সকলকেই ফেলেছিল, এজন্য এ প্রয়োজন হল যে, সেগুলোকে ধ্বংস করতে এমন একজন আসবেন যিনি শয়তানের চেয়ে শক্তিশালী ও পরাক্রমী, তিনি যেন আপন অনুগামীদের জন্য পথ খুলে দিতে পারেন। প্রলোভনের উপর আপন বিজয় গুণে মণ্ডলীকে প্রস্তুত ক'রে নিজের কাছে আহ্বান করার জন্য ত্রাণকর্তাও মণ্ডলীর সঙ্গে বিবাহ-মিলনে পৌঁছবার আগে শয়তান দ্বারা পরীক্ষিত হলেন, এবং নিজ আদর্শের মাধ্যমে তাকে এ স্পষ্ট শিক্ষা দিলেন যে, নিষ্ক্রিয়তা ও আমোদ-প্রমোদ নয়, বরং বহু যন্ত্রণা ও প্রলোভনের মধ্য দিয়েই খ্রিষ্টের কাছে তাকে আসতে হবে। তাঁর আগে কেউই এ সমস্ত ফাঁদ অতিক্রম করতে পারেনি, যেইভাবে লেখা রয়েছে, *সকলেই পাপ করেছে* (রো ৩:২৩)। শাস্ত্র একথাও বলে, *পৃথিবীতে এমন ধার্মিক মানুষ নেই যে কেবল সৎকর্ম করে, পাপ কখনও করে না* (উপ ৭:২০); একথাও রয়েছে, *নিষ্পাপ বলতে কেউই নেই, যদিও তার জীবন একটিমাত্র দিনেরই জীবন* (সাম ৫১:৭; যোব ১৫:১৪ দ্রঃ)। সুতরাং আমাদের ত্রাণকর্তা ও

মুক্তিসাধক যিশুই সেই একমাত্র ব্যক্তি যিনি কোন পাপ করেননি, অথচ পিতা *আমাদের পক্ষে তাঁকে পাপস্বরূপ করলেন* (২ করি ৫:২১), এবং এর ফলে তিনি *পাপময় মাংসের সাদৃশ্যে পাপার্থে বলিরূপে আপন পুত্রকে প্রেরণ ক'রে মাংসে পাপকে দণ্ডিত করেছেন* (রো ৮:৩)।

তবে তিনি এ ফাঁদগুলির কাছে এলেন, তবু তিনিই মাত্র তাতে আবদ্ধ হয়ে পড়েননি; এমনকি সেগুলিকে ছিন্ন ও ধ্বংস করে তিনি আপন মণ্ডলীকে সাহস দিলেন যাতে সেও সেগুলিকে মাড়িয়ে দিয়ে ও অতিক্রম করে উদ্দীপিত অন্তরে বলতে পারে, *ব্যাধের ফাঁদ থেকে পাখির মতই পালিয়েছে আমাদের প্রাণ, ফাঁদ ভেঙেছে—পালিয়েছি আমরা* (সাম ১২৪:৭)।

কিন্তু কেইবা সেই ফাঁদ ভেঙে দিয়েছেন, সেই তিনি ছাড়া যাঁকে ফাঁদ আবদ্ধ করতে পারত না? কেননা তিনি মরেছেন বটে, কিন্তু স্বেচ্ছায়, আমাদের মত পাপের ফলে নয়। অতএব মৃতদের মধ্যে মুক্ত হওয়ায় তিনি মৃত্যুর উপরে যার অধিকার ছিল তাকে বিনাশ করে তাদেরও মুক্ত করে দিলেন যারা মৃত্যুর বন্দি ছিল। আর তিনি যে কেবল নিজেকেই পুনরুত্থিত করলেন তেমন নয়, বরং তাদেরও জাগিয়ে তুললেন ও নিজের সঙ্গে স্বর্গধামে আসন দিলেন। কেননা স্বর্গারোহণ করে তিনি আত্মাগুলিকে মুক্ত করে দিয়ে শুধু নয়, বরং দেহগুলিকেও পুনরুত্থিত করে সেই বন্দিদশাকে বন্দি করে সঙ্গে নিয়ে গেলেন—যেমনটি সুসমাচারের এ বাণীও সাক্ষ্যদান করে বলে, *অনেক নিদ্রাগত লোকের দেহ পুনরুত্থিত হল, তাঁরা অনেক লোককে দেখা দিলেন* ও জীবনময় ঈশ্বরের *পবিত্র নগরী* যেরুশালেমে *প্রবেশ করলেন* (মথি ২৭:৫২, ৫৩)।

২য় রবিবার

ক বর্ষ - মথি ১৭:১-৯

একদিন, পিতর, যাকোব ও তাঁর ভাই যোহনকে সঙ্গে করে যিশু নিজেদের মধ্যে একাকী হয়ে থাকবার জন্য একটা উঁচু পর্বতের উপরে তাঁদের নিয়ে গেলেন; এবং তাঁদের সাক্ষাতে রূপান্তরিত হলেন: তাঁর শ্রীমুখ সূর্যের মত দীপ্তিমান, ও তাঁর পোশাক আলোর মত নির্মল হয়ে উঠল।

আর হঠাৎ মোশি ও এলিয় তাঁদের দেখা দিলেন, তাঁরা তাঁর সঙ্গে কথা বলছিলেন। তখন পিতর যিশুকে বললেন, 'প্রভু, এখানে আমাদের থাকা উত্তম; আপনি ইচ্ছা করলে আমি এখানে তিনটে কুটির তৈরি করব, আপনার জন্য একটা, মোশির জন্য একটা ও এলিয়ের জন্য একটা।' তিনি কথা বলছেন, এমন সময়ে দেখ, একটি উজ্জ্বল মেঘ নিজ ছায়ায় তাঁদের ঘিরে রাখল, আর হঠাৎ সেই মেঘ থেকে এক কণ্ঠস্বর বলে উঠল: 'ইনি আমার প্রিয়তম পুত্র, এঁতে আমি প্রসন্ন; তাঁর কথা শোন।' একথা শুনে শিষ্যেরা উপুড় হয়ে পড়লেন ও ভীষণ ভয়ে অভিভূত হলেন। কিন্তু যিশু কাছে এসে তাঁদের এই বলে স্পর্শ করলেন, 'ওঠ, ভয় করো না।' তখন চোখ তুলে তাঁরা কেবল যিশুকেই ছাড়া আর কাউকে দেখতে পেলেন না। পর্বত থেকে নামবার সময়ে যিশু তাঁদের এই আদেশ দিয়ে বললেন, 'তোমরা এই দর্শনের কথা কাউকেই বলো না, যতদিন না মানবপুত্র মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেন।'

❖ মহাপ্রাণ সাধু লিওর উপদেশাবলি (উপদেশ ৫১:৩-৪, ৮)

বিধান মোশির মধ্য দিয়ে দেওয়া হল,

অনুগ্রহ ও সত্য যিশুখ্রিস্টের মধ্য দিয়ে এল

প্রভু মনোনীত সাক্ষীদের সামনে আপন গৌরব প্রকাশ করেন, ও সকল মানুষের মত তাঁরও যে সাধারণ দেহ আছে, তা তিনি এমন বিভায় উজ্জ্বল করে তোলেন যে তাঁর মুখও সূর্যের জ্যোতির মত ও তাঁর পোশাক তুষারের মত শুভ্র হয়ে ওঠে।

এ রূপান্তরের বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল, শিষ্যদের হৃদয় থেকে যেন ক্রুশের বাধা সরিয়ে দেওয়া হয়, এবং তাঁর নিহিত ঐশমর্যাদার শ্রেষ্ঠতা যাঁদের কাছে প্রকাশিত হচ্ছিল, তাঁর স্বেচ্ছাকৃত যন্ত্রণাভোগের অবমাননাও যেন তাঁদের বিশ্বাস বিচলিত না করে। তবু কম মঙ্গলময় নয় এমন সঙ্কল্প অনুসারে পবিত্র মণ্ডলীর আশা স্থিতমূল করা হচ্ছিল, যেন খ্রিষ্টের গোটা দেহ সচেতন হতে পারত, সে কী ধরনের রূপান্তরের পাত্র হতে যাচ্ছিল, এবং অঙ্গগুলিও যেন নিজেদের জন্য সেই মর্যাদারই সাহচর্য প্রতিশ্রুত হতে পারত যা ইতিমধ্যে মাথায় উদ্ভাসিত হয়েছিল।

আপন মহিমময় পুনরাগমন সম্বন্ধে কথা বলতে গিয়ে স্বয়ং প্রভু এবিষয়ে বলেছিলেন, *তখন ধার্মিকেরা তাদের পিতার রাজ্যে সূর্যের মত দীপ্তিমান হয়ে উঠবে* (মথি ১৩:৪৩); প্রেরিতদূত পলও একই বিষয়ে বলেন, *আমি মনে করি যে, আমাদের প্রতি যে গৌরব প্রকাশিত হবে, তার সঙ্গে এ বর্তমানকালের দুঃখকষ্ট তুলনার যোগ্য নয়* (রো ৮:১৮); তিনি আরও বলেন, *তোমাদের তো মৃত্যুই হয়েছে, আর তোমাদের জীবন তো এখন খ্রিষ্টের সঙ্গে ঈশ্বরেই নিহিত হয়ে আছে। কিন্তু খ্রিষ্ট যখন আবির্ভূত হবেন—তিনিই তো তোমাদের জীবন—তখন তোমরাও তাঁর সঙ্গে গৌরবে আবির্ভূত হবে* (কল ৩:৩-৪)।

তবু শিষ্যদের সুস্থির করার জন্য ও পূর্ণ জ্ঞানে তাঁদের আনবার উদ্দেশ্যে সেই অলৌকিক কাজে অন্য একটা শিক্ষা উপস্থাপিত হল। কেননা বিধান ও নবীদের প্রতিনিধি মোশি ও এলিয় প্রভুর সঙ্গে কথা বলতে আবির্ভূত হলেন, যেন সেই পাঁচজনের উপস্থিতিতে শাস্ত্রের এ বাণী পূর্ণতা লাভ করতে পারে: *দু'জন বা তিনজন সাক্ষীর মুখে সমস্ত কথা নিষ্পন্ন হোক* (মথি ১৮:১৬)।

এ বাণীর চেয়ে আরও অবিচল বা আরও স্থিতমূল কী থাকতে পারে, যখন তেমন বাণীর প্রচারে প্রাক্তন ও নব সন্ধির তুরি একসুর ধ্বনিত করছে ও সুসমাচারের শিক্ষাবাণীর সঙ্গে প্রাচীন যত সাক্ষ্যদানের বাদ্যযন্ত্রও অংশ নিচ্ছে?

কেননা উভয় সন্ধির পৃষ্ঠা পরস্পরের বিষয়ে সাক্ষ্য বহন করে; আর রহস্যগুলির পূর্বচিহ্নগুলি যাঁকে আবৃতভাবে প্রতিশ্রুত করেছিল, বর্তমান গৌরবের বিভা তাঁকে প্রকাশমান ও বিদ্যমান দেখায়; আসলে ধন্য যোহনও বলেছিলেন, *বিধান মোশির মধ্য দিয়ে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু অনুগ্রহ ও সত্য যিশুখ্রিষ্টের মধ্য দিয়েই এসেছে* (যোহন

১:১৭)। তাঁর মধ্যে নবীদের দৃষ্টান্তগুলোর প্রতিশ্রুতি ও বিধানের আদেশগুলোর মূল্যবোধ পূর্ণতা লাভ করল, অর্থাৎ কিনা তাঁর উপস্থিতির মাধ্যমে সমস্ত ভাববাণী সত্যাশ্রয়ী বলে প্রমাণিত হল, ও অনুগ্রহের মাধ্যমে আদেশগুলো পালনীয় হয়ে উঠল।

সুতরাং পবিত্রতম সুসমাচার প্রচারের ফলে সকলের বিশ্বাস সুস্থির হোক, আর কেউই যেন খ্রিষ্টের ক্রুশ নিয়ে লজ্জাবোধ না করে, সেই ক্রুশ দ্বারাই জগৎ মুক্তি লাভ করল।

তবে কেউই যেন ন্যায়ের জন্যও কষ্টভোগ করতে ভয় না করে, বা অঙ্গীকৃত পুরস্কার সম্বন্ধে সন্দেহ না করে, কেননা মানুষ পরিশ্রমের মধ্য দিয়েই বিশ্রামে, ও মৃত্যুর মধ্য দিয়েই জীবনে উত্তীর্ণ হয়; তিনি যখন আমাদের দশার সমস্ত অসুস্থতা বরণ করলেন, তখন আমরা যদি তাঁর সাক্ষ্যদানে ও ভালবাসায় তাঁর মধ্যে স্থিতমূল থাকি তবে তিনি যা জয় করলেন তা জয় করব, আর তিনি যা প্রতিশ্রুত হলেন তা গ্রহণ করব। অতএব আদেশগুলো পালনের জন্য ও প্রতিকূলতা সহনের জন্যও পিতার কণ্ঠস্বর সর্বদাই যেন আমাদের কানে ধ্বনিত হতে থাকে: *ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, এঁতে আমি প্রসন্ন: তোমরা তাঁর কথা শোন* (মথি ১৭:৫)।

খ বর্ষ - মার্ক ৯:২-৯

একদিন, কেবল পিতর, যাকোব ও যোহনকে সঙ্গে করে যিশু নিজেদের মধ্যে একাকী হয়ে থাকবার জন্য একটা উঁচু পর্বতের উপরে তাঁদের নিয়ে গেলেন; এবং তাঁদের সাক্ষাতে রূপান্তরিত হলেন: তাঁর পোশাক উজ্জ্বল ও অধিক নির্মল হয়ে উঠল, পৃথিবীতে কোন রজক তা এত নির্মল করতে পারে না। আর এলিয় ও মোশি তাঁদের দেখা দিলেন: তাঁরা যিশুর সঙ্গে কথা বলছিলেন। তখন পিতর যিশুকে বললেন, 'রাব্বি, এখানে আমাদের থাকা উত্তম; আসুন, তিনটে কুটির তৈরি করি, আপনার জন্য একটা, মোশির জন্য একটা ও এলিয়ের জন্য একটা।' কারণ কী বলতে হবে, তা তিনি ভেবে পাচ্ছিলেন না, যেহেতু তাঁরা ভয়ে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। তখন একটি মেঘ এসে নিজের ছায়ায় তাঁদের ঘিরে রাখল, আর সেই মেঘ থেকে এক কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল: 'ইনি আমার প্রিয়তম

পুত্র; তাঁর কথা শোন।’ পরে তাঁরা হঠাৎ চারদিকে তাকিয়ে তাঁদের সঙ্গে আর কাউকে দেখতে পেলেন না, কেবল যিশুকেই দেখলেন।
পর্বত থেকে নামবার সময়ে তিনি তাঁদের কড়া আদেশ দিলেন: তাঁরা যা দেখেছিলেন, তা যেন কাউকেই না বলেন, যতদিন না মানবপুত্র মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেন।

❖ আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের উপদেশাবলি (প্রভুর রূপান্তর, ৯ম উপদেশ)

তাঁরা সেই গৌরবের বিষয়ে কথা বলছিলেন,

যা যেরুশালেমে যিশুর পূর্ণ করার কথা

যিশু মনোনীত সেই তিনজন শিষ্যের সঙ্গে পর্বতে গিয়ে উঠলেন; তারপর এমন অসাধারণ ও দিব্য জ্যোতিতে রূপান্তরিত হলেন যে, তাঁর পোশাক আলোর মতই উজ্জ্বল বলে প্রতীয়মান হল। তখন মোশি ও এলিয় তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়ে তাঁর সঙ্গে সেই প্রস্থান বিষয়ে কথা বলতে লাগলেন যা যিশু যেরুশালেমে পূর্ণ করতে উদ্যত ছিলেন, অর্থাৎ সেই পরিত্রাণ রহস্য বিষয়ে, যা তাঁর দেহের মধ্য দিয়ে সাধিত হবার কথা,—আমি বলছি—সেই যন্ত্রণাভোগ বিষয়ে যা ক্রুশে সিদ্ধি লাভ করতে যাচ্ছিল। কেননা একথা সত্য যে, মোশির বিধান ও পুণ্যবান নবীদের সমস্ত বাণী খ্রিষ্ট রহস্যটি পূর্বঘোষণা করেছিল: বিধানের ফলকগুলো যেন দৃষ্টান্তে, আবৃতভাবেই তাঁর বর্ণনা দিয়েছিল; অন্য দিকে নবীরা বহুস্থানে বহুরূপেই তাঁর কথা প্রচার করেছিলেন—তাঁরা নাকি বলেছিলেন, উপযুক্ত সময়ে তিনি মানবরূপে আবির্ভূত হবেন ও সকলের জীবন ও পরিত্রাণের জন্য ক্রুশের উপরে মৃত্যুবরণ করতে সম্মত হবেন।

মোশি ও এলিয় উপস্থিত হয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলছিলেন: এতে প্রকাশিত হয়, সেই বিধান ও নবী-সকল ছিলেন আমাদের প্রভু যিশুখ্রিষ্টের উপগ্রহই যেন; ফলে তাঁরা যা পূর্বপ্রচার করেছিলেন এবং যা কিছু পরস্পর-একমত ছিল, সেই সবকিছুর মধ্য দিয়ে তিনি তাঁদের দ্বারা ঈশ্বর বলে প্রদর্শিত হচ্ছিলেন। কেননা নবীদের বাণী বিধান-বিরুদ্ধ নয়; আর আমি মনে করি ঠিক এবিষয়েই মোশি ও নবীদের প্রধান সেই এলিয় কথা বলছিলেন।

আবির্ভূত হয়ে তাঁরা নীরব ছিলেন না, বরং সেই গৌরব বিষয়ে কথা বলছিলেন যা যিশুর যেরুশালেমে পূর্ণ করার কথা, অর্থাৎ তাঁর সেই যন্ত্রণাভোগ ও ক্রুশ বিষয়ে কথা বলছিলেন যেগুলিতে তাঁরা পুনরুত্থানেরও একটা আভাস পাচ্ছিলেন। এমনকি, ঈশ্বরের রাজ্যের সময় ইতিমধ্যে এসে গেছে মনে ক'রে সাধু পিতর পর্বতে থাকায় আনন্দিত, আর এজন্য তিন তাঁবু গাড়তে চান—তিনি কিন্তু জানতেন না যে কী বলছিলেন। তবু জগতের পরিণাম এখনও আসেনি, ভাবী পুণ্যবানেরাও প্রত্যাশিত ও প্রতিশ্রুত বিষয়গুলো বর্তমান কালে পেতে পারেন না। সাধু পলও এবিষয়ে বলেন, *খ্রিস্ট আমাদের হীনাবস্থার এই দেহটি তাঁর আপন গৌরবময় দেহেরই সাদৃশ্যে রূপান্তরিত করবেন* (ফিলি ৩:২১)।

কিন্তু তাঁর কর্তব্য কাজ কেবল শুরু হয়েছিল ও তখনও সমাপ্ত হয়নি বিধায় যিনি ভালবাসার খাতিরে এজগতে এসেছিলেন সেই খ্রিষ্ট কেমন করে তার জন্য যন্ত্রণাভোগ করতে না চেয়ে পারতেন? কেননা তিনি সেই মানবস্বরূপটা বজায় রাখলেন যার মধ্য দিয়ে আপন মাংসে মৃত্যু বরণ করবেন ও পুনরুত্থান দ্বারা মৃত্যুকে ধ্বংস করবেন। অন্যদিকে, খ্রিষ্টের গৌরবের অপরূপ ও রহস্যময় দর্শন ছাড়া, শিষ্যদের শুধু নয় আমাদেরও বিশ্বাস স্থিতমূল করার জন্য উপযোগী ও প্রয়োজনীয় আর একটি ঘটনা বর্তমান, বস্তুত সেসময় পিতা ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর শোনা হল যিনি ঊর্ধ্ব থেকে বলছিলেন, *ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, এঁতে আমি প্রসন্ন: তোমরা তাঁর কথা শোন* (মথি ১৭:৫)।

গ বর্ষ - লুক ৯:২৮-৩৬

> একদিন, পিতর, যাকোব ও যোহনকে সঙ্গে করে যিশু প্রার্থনা করতে পর্বতে গিয়ে উঠলেন। তিনি প্রার্থনা করছেন, এমন সময়ে তাঁর মুখের চেহারার অন্য রূপ হল, ও তাঁর পোশাক অধিক নির্মল-উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আর দেখ, দু'জন পুরুষ তাঁর সঙ্গে কথা বলছিলেন—তাঁরা ছিলেন মোশি ও এলিয়। গৌরবে আবির্ভূত হয়ে তাঁরা তাঁর সেই প্রস্থানের বিষয়ে কথা বলছিলেন, যা তিনি যেরুশালেমে সমাধা করতে যাচ্ছিলেন। পিতর ও তাঁর সঙ্গীরা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু জেগে উঠে তাঁর গৌরব ও সেই দু'জনকে দেখলেন, যাঁরা তাঁর সঙ্গে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁরা তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছেন, সেসময়ে

পিতর যিশুকে বললেন, ‘গুরুদেব, এখানে আমাদের থাকা উত্তম; আসুন, তিনটে কুটির তৈরি করি, আপনার জন্য একটা, মোশির জন্য একটা ও এলিয়ের জন্য একটা।’ তিনি কী বলছিলেন, তা তো জানতেন না; তিনি একথা বলছেন, সেসময়ে একটি মেঘ এসে নিজ ছায়ায় তাঁদের ঘিরে রাখল, আর সেই মেঘের মধ্যে প্রবেশ করার সময়ে তাঁরা ভয় পেলেন। আর সেই মেঘ থেকে এক কণ্ঠস্বর বলে উঠল: ‘ইনি আমার পুত্র, সেই মনোনীতজন; তাঁর কথা শোন।’ এই কণ্ঠ ধ্বনিত হওয়ামাত্র দেখা গেল, যিশু একাই আছেন। তাঁরা নীরব রইলেন; এবং যা দেখেছিলেন, সেবিষয়ে তাঁরা তখন কাউকে কিছুই বললেন না।

❖ সামসঙ্গীত-মালায় বিশপ সাধু আম্ব্রোজের ব্যাখ্যা (সাম ৪৫:২)

কেবল তিনিই সত্যকার ও সনাতন আলো

স্বয়ং প্রভু যিশুই চেয়েছিলেন, বিধান গ্রহণের জন্য মোশি একাই পর্বতে গিয়ে উঠবেন, তবু যিশু বিনা তা ঘটল না। সুসমাচারেও আমরা পড়ি যে, তাঁর শিষ্যদের মধ্যে তিনি আপন পুনরুত্থানের গৌরব কেবল পিতর, যোহন ও যাকোবের কাছে প্রকাশ করলেন। এভাবে তিনি চাচ্ছিলেন, তাঁর রহস্য আবৃত থাকবে, এমনকি তিনি বারবার তাঁদের সতর্ক করছিলেন তাঁরা যা দেখেছিলেন সেই বিষয়ে যেন কারও সঙ্গে কথা না বলেন, পাছে দুর্বল কেউ, অস্থির স্বভাববশত পবিত্র বিষয়গুলির শক্তি উপলব্ধি করতে সক্ষম না হওয়ায় সরে পড়ে।

অন্যদিকে পিতর নিজেও প্রভু ও তাঁর সেবকদের জন্য তিনটে তাঁবু প্রস্তুত করার কথা উপস্থাপন করায় জানতেন না তিনি যে কী বলছিলেন; সেজন্য রূপান্তরিত প্রভুর গৌরবের বিভা সহ্য করতে না পারাতে মাটিতে উপুড় হয়ে পড়লেন; বজ্র-সন্তানেরা সেই যোহন ও যাকোবও মাটিতে উপুড় হয়ে পড়লেন, আর একটি মেঘ তাঁদের ঢেকে ফেলল; এমনকি, তাঁরা আর উঠতে পারেননি যতক্ষণ না যিশু এসে তাঁদের স্পর্শ করে উঠতে আদেশ দিলেন ও যত ভয় ছাড়বার জন্য সাহস দিলেন।

তাঁরা আবৃত ও রহস্যময় বিষয় জানবার জন্য মেঘে প্রবেশ করলেন, ও ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন; তিনি বললেন, *ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, এঁতে আমি প্রসন্ন: তাঁর কথা শোন* (মথি ১৭:৫)। ‘ইনিই আমার প্রিয় পুত্র’ বাক্যটির অর্থ কী? এর অর্থ হল,

“শিমোন, খ্রিস্টের মত তাঁর দাসেরাও যে ঈশ্বরপুত্র নামটি গ্রহণের যোগ্য, এমন কথা বিশ্বাস করে তুমি ভুল করো না। ইনিই আমার পুত্র; মোশি ‘পুত্র’ নামটির যোগ্য নয়, এলিয়ও নয়, যদিও একজন সমুদ্রকে দু’ভাগে বিভক্ত করেছিল ও আর একজন আকাশের দ্বার বন্ধ করে দিয়েছিল। তারা তো প্রভুর বাণীকে হাতিয়ার করেই প্রকৃতির শক্তিগুলি জয় করেছিল, তবু তারা ছিল মধ্যস্থ-মাত্র; বরং ইনিই জলরাশি জমাট করলেন, অনাবৃষ্টিতে আকাশের দ্বার বন্ধ করে দিলেন, আর যখন মনে করলেন তখন বর্ষা দানে তা আবার খুলে দিলেন।

যখন পুনরুত্থান বিষয়ে সাক্ষ্য দরকার, তখন দাসদের সেবা অনুমোদিত, কিন্তু যখন পুনরুত্থিত প্রভুর গৌরব প্রকাশ পায়, তখন দাসদের বিভা আবৃত হয়ে থাকে। কেননা উদীয়মান সূর্য তারকারাজিকে ঢেকে দেয়, সূর্য জগৎকে উজ্জ্বল করলে সেগুলোর আলো মিলিয়ে যায়। ফলত, সনাতন ন্যায়-সূর্যের নিচে ও তেমন দিব্য জ্যোতিতে কেমন করে মানবীয় তারকারাজি আবার দৃশ্য হতে পারত? যে আলোগুলো অলৌকিক ভাবে আমাদের চোখের সামনে উজ্জ্বল প্রভা ছড়িয়ে দিত, সেগুলো এবার কোথায় গেল? সনাতন আলোর তুলনায় সবই তো অন্ধকার। অন্য কেউই আপন সেবার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে প্রসন্ন করুক: কেবল তিনিই সেই সত্যকার ও সনাতন আলো যেটায় পিতা প্রীত। আর আমিও তাঁকে নিয়ে প্রীত, কেননা তিনি যা কিছু সাধন করেছেন তা ঠিক যেন আমারই কাজ, আর আমি যা কিছু সাধন করেছি তা যেন ন্যায়সঙ্গত ভাবে আমার পুত্রের কাজ বলে গণ্য হয়। শোন তিনি কী কথা বলেছিলেন, *আমি এবং পিতা, আমরা এক* (যোহন ১০:৩০)। তিনি তো বলেননি, আমি এবং মোশি এক; বলেননি, তিনি ও এলিয় একই গৌরবের অংশীদার।

তাহলে কী দরকার আছে যে তিনটে তাঁবু প্রস্তুত করা হবে? তাঁর তাঁবু পৃথিবীতে নয়, স্বর্গেই তো রয়েছে।” তা শুনে প্রেরিতদূতেরা ভয়ে অভিভূত হয়ে মাটিতে উপুড় হয়ে পড়েছিলেন। কাছে এসে প্রভু তাঁদের উঠতে বললেন, ও তাঁদের আদেশ দিলেন, তাঁরা যা কিছু দেখেছিলেন, সে কথা যেন কাউকে না বলেন।

৩য় রবিবার

ক বর্ষ - যোহন ৪:৫-৪২

একদিন, যেতে যেতে যিশু শিখার নামে সামারিয়ার একটা শহরে এলেন; যাকোব তাঁর সন্তান যোসেফকে যে জমিটা দিয়েছিলেন, সেই শহর তারই কাছাকাছি। যাকোবের কুয়োটা সেইখানে ছিল, আর যিশু যাত্রার জন্য ক্লান্ত হওয়ায় সেই কুয়োর ধারে বসে পড়লেন। তখন প্রায় বেলা বারোটা। সামারীয় একজন স্ত্রীলোক জল তুলতে এল; যিশু তাকে বললেন, 'আমাকে একটু জল খেতে দাও।' তাঁর শিষ্যেরা তখন খাবার কিনতে শহরে গিয়েছিলেন। সামারীয় স্ত্রীলোকটি তাঁকে বলল, 'ইহুদী হয়ে আপনি কেমন করে সামারীয় স্ত্রীলোক এই আমারই কাছে জল চাইতে পারেন?' বাস্তবিকই সামারীয়দের সঙ্গে ইহুদীরা কোন মেলামেশাই করে না। উত্তরে যিশু তাকে বললেন, 'তুমি যদি জানতে ঈশ্বরের দান আর কেইবা তোমাকে বলছেন, আমাকে একটু জল খেতে দাও, তাহলে তুমিই তাঁর কাছে চাইতে, আর তিনি তোমাকে জীবনময় জল দিতেন!' স্ত্রীলোকটি তাঁকে বলল, 'প্রভু, জল তোলার মত আপনার কিছু নেই, আর কুয়োটা গভীর; আপনি কোথা থেকে সেই জীবনময় জল পাবেন? যিনি এই কুয়োটা আমাদের দিয়ে গেছিলেন, এর জল নিজেও খেয়েছিলেন আর যাঁর সন্তানেরা ও পশুপালও খেয়েছিল, আপনি কি আমাদের পিতৃপুরুষ সেই যাকোবের চেয়েও মহান?' যিশু তাঁকে উত্তর দিয়ে বললেন, 'যে কেউ এই জল খায়, তার আবার তেষ্টা পাবে; কিন্তু আমি যে জল দেব, সেই জল যে খাবে, তার আর কখনও তেষ্টা পাবে না; আমি তাকে যে জল দেব, সেই জলই তার অন্তরে এমন এক জলের উৎস হয়ে উঠবে যা অনন্ত জীবনের উদ্দেশে প্রবাহী।' স্ত্রীলোকটি তাঁকে বলল, 'প্রভু, তেমন জল আমাকে দিন, আমার যেন আর তেষ্টা না পায়, এখানে জল তুলতেও যেন আর আসতে না হয়।' যিশু তাঁকে বললেন, 'যাও, তোমার স্বামীকে ডেকে নিয়ে এখানে ফিরে এসো।' স্ত্রীলোকটি উত্তরে তাঁকে বলল, 'আমার স্বামী নেই।' যিশু তাঁকে বললেন, 'ঠিকই বলেছ, আমার স্বামী নেই; কেননা তোমার পাঁচটা স্বামী হয়েছিল আর এখন যার সঙ্গে আছ, সে তোমার স্বামী নয়। হ্যাঁ, তুমি সত্যকথা বলেছ।' স্ত্রীলোকটি তাঁকে বলল, 'প্রভু, দেখতে পাচ্ছি, আপনি একজন নবী। আমাদের পিতৃপুরুষেরা এই পর্বতে

উপাসনা করতেন, আর আপনারা কিনা বলে থাকেন, উপাসনা করার স্থান যেরুশালেমেই আছে।' যিশু তাঁকে বললেন, 'নারী, আমাকে বিশ্বাস কর, সেই ক্ষণ আসছে, যখন তোমরা পিতার উপাসনা করবে এই পর্বতেও নয়, যেরুশালেমেও নয়। তোমরা যা জান না, তার উপাসনা করে থাক; আমরা যা জানি, তারই উপাসনা করি, কেননা পরিত্রাণ ইহুদীদের মধ্য থেকেই আসে। কিন্তু সেই ক্ষণ আসছে, এমনকি তা এখনই উপস্থিত, যখন প্রকৃত উপাসকেরা আত্মা ও সত্যের শরণেই পিতার উপাসনা করবে, কারণ পিতা তেমন উপাসকই দাবি করেন। ঈশ্বর আত্মাস্বরূপ, এবং যারা তাঁর উপাসনা করে, আত্মা ও সত্যের শরণেই তাদের উপাসনা করতে হয়।' স্ত্রীলোকটি বলল, 'আমি জানি যে, খ্রিষ্ট বলে অভিহিত মশীহ আসছেন; তিনি যখন আসবেন, তখন সমস্তই আমাদের জানাবেন।' যিশু তাকে বললেন, 'আমি-ই আছি, এই আমি যে তোমার সঙ্গে কথা বলছি।'

ঠিক এসময়ে তাঁর শিষ্যেরা ফিরে এলেন। তাঁকে একজন স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথা বলতে দেখে তাঁরা আশ্চর্য হলেন, তবু কেউ জিজ্ঞাসা করলেন না, 'আপনি কী চাচ্ছেন?' বা 'ওর সঙ্গে কেন কথা বলছেন?' স্ত্রীলোকটি কলসিটা ফেলে রেখে শহরের দিকে চলে গেল আর লোকদের বলল, 'এসো, একজন মানুষকে দেখে যাও, জীবনে আমি যা কিছু করেছি, যিনি তা সবই আমাকে বলে দিয়েছেন। হয় তো কি উনিই সেই খ্রিষ্ট?' তারা শহর থেকে বেরিয়ে তাঁর কাছে যাবার জন্য রওনা হল।

এদিকে শিষ্যেরা তাঁকে অনুরোধ করে বলছিলেন, 'রাব্বি, কিছুটা খেয়ে নিন।' কিন্তু তিনি তাঁদের বললেন, 'আমার এমন খাদ্য আছে, যার কথা তোমরা জান না।' তাই শিষ্যেরা এই বলে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলেন, 'হয় তো কেউ কি তাঁকে খাবার এনে দিয়েছে?' যিশু তাঁদের বললেন, 'যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করা ও তাঁর কাজ সম্পন্ন করাই আমার খাদ্য। তোমরা কি একথা বলে থাক না যে, আর চার মাস বাকি, তারপর ফসল হবে? দেখ, আমি তোমাদের একটা কথা বলি: চোখ তুলে মাঠের দিকে চেয়ে দেখ, ফসল কেমন সোনালী হয়ে কাটার অপেক্ষায় আছে; এর মধ্যে ফসলকাটিয়ে মজুরি পাচ্ছে, ও অনন্ত জীবনের উদ্দেশে ফসল সংগ্রহ করে যাচ্ছে, যেন ফসলকাটিয়ে ও বীজবুনিয়ে দু'জনে একসঙ্গেই আনন্দ পায়। কেননা এক্ষেত্রে প্রবাদটা যথার্থ হয়ে ওঠে, একজন বোনে, আর একজন কাটে। আমি তোমাদের এমন ফসল কাটতে প্রেরণ করলাম, যার জন্য তোমরা শ্রম করনি; অন্যেরা শ্রম করেছে, আর তোমরা তাদের শ্রমের ফল ভোগ করতে এসেছ।'

সেই শহরের অনেক সামারীয় যিশুর প্রতি বিশ্বাসী হয়ে উঠল স্ত্রীলোকটির এই সাক্ষ্যদানের জন্য, ‘জীবনে আমি যা কিছু করেছি, তিনি তা সবই আমাকে বলে দিয়েছেন।’ তাই সামারীয় লোকেরা তাঁর কাছে এসে তাঁকে তাদের সঙ্গে থাকতে অনুরোধ করল, আর তিনি সেখানে দু’ দিন থাকলেন। আরও অনেকে তাঁর বাণীগুণেই বিশ্বাসী হল; তারা স্ত্রীলোকটিকে বলছিল, ‘এখন তোমার সেই সমস্ত কথার জন্য আর বিশ্বাস করি না। আমরা নিজেরাই শুনেছি, আর আমরা জানি যে, তিনি সত্যিই জগতের ত্রাণকর্তা।’

❖ যোহন-রচিত সুসমাচারে বিশপ সাধু আগস্তিনের ব্যাখ্যা (১৫শ বিভাগ ১০-১২, ১৬-১৭)

সামারীয় এক নারী জল তুলতে এল

একজন স্ত্রীলোক এল (যোহন ৪:৭): এই স্ত্রীলোক মণ্ডলীর দৃষ্টান্ত, এমন মণ্ডলী যা তখনও ধর্মময়তাপ্রাপ্ত নয়, কিন্তু ধর্মময়তা পাবার পথে—এটি বক্তব্যের মূল সুর।

স্ত্রীলোক অচেতন হয়ে এসে যিশুকে পায়, আর তিনি তার সঙ্গে কথা বলতে লাগেন। এসো, ভেবে দেখি কোন বিষয়ে, ভেবে দেখি কেনই বা *সামারীয় একজন স্ত্রীলোক জল তুলতে এল।* সামারীয়েরা ইহুদী জাতির মানুষ ছিল না: তারা বিদেশী বা বিধর্মীই যেন। মণ্ডলীর দৃষ্টান্তস্বরূপ এ স্ত্রীলোক যে বিধর্মীদের মধ্য থেকেই আগত, একথা প্রকৃতপক্ষে যুক্তিসঙ্গত, কেননা মণ্ডলীরও এমন বিধর্মীদের মধ্য থেকে আসার কথা ছিল, যারা ইহুদীদের পক্ষে বিজাতি ও বিধর্মী।

সুতরাং এসো, সেই স্ত্রীলোকে আমাদের নিজেদের কথা শুনি, তার মধ্যে আমাদের নিজেদের পরিচয় জেনে নিই, আর তার মধ্য আমাদের নিজেদের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই। আসলে সেই স্ত্রীলোক বাস্তবতা নয়, দৃষ্টান্তই ছিল, কেননা সে নিজেও আগে দৃষ্টান্ত-ভূমিকা ধারণ করল আর পরবর্তীতেই বাস্তবতাস্বরূপ হয়ে উঠল। বস্তুতপক্ষে সে তাঁর উপরেই বিশ্বাস রাখল, যিনি তার মধ্যে আমাদের দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে চাচ্ছিলেন। তাই সেই *স্ত্রীলোক জল তুলতে এল।* সে এমনিই জল তুলতে এসেছিল, যেইভাবে নর-নারী সাধারণত করে থাকে।

যিশু তাকে বললেন, ‘আমাকে একটু জল খেতে দাও।’ তাঁর শিষ্যেরা তখন খাবার কিনতে শহরে গিয়েছিলেন। সামারীয় স্ত্রীলোকটি তাঁকে বলল, ‘ইহুদী হয়ে আপনি কেমন করে সামারীয় স্ত্রীলোক এই আমারই কাছে জল চাইতে পারেন?’ বাস্তবিকই সামারীয়দের সঙ্গে ইহুদীরা কোন মেলামেশাই করে না (যোহন ৪:৭-৯)।

লক্ষ করে দেখ নিজেদের মধ্যে তারা কতই না বিদেশীর মত ছিল: ইহুদীরা তাদের পাত্র-সামগ্রীও ব্যবহার করত না। আর যেহেতু সেই স্ত্রীলোক জল তোলার জন্য পাত্র সঙ্গে করে আনছিল, সেজন্য বিস্মিত হল, ইহুদীরা যা সাধারণত করত না, কেমন করে ইহুদী একজন তার কাছে জল চায়। কিন্তু যিনি জল চাচ্ছিলেন, তিনি স্ত্রীলোকের বিশ্বাসের জন্যই তৃষ্ণার্ত ছিলেন।

এবার শোন কেইবা জল চাচ্ছেন: *উত্তরে যিশু তাকে বললেন, ‘তুমি যদি জানতে ঈশ্বরের দান আর কেইবা তোমাকে বলছেন, আমাকে একটু জল খেতে দাও, তাহলে তুমিই তাঁর কাছে চাইতে, আর তিনি তোমাকে জীবনময় জল দিতেন!’* (যোহন ৪:১০)।

তিনি জল চাইলেন, আবার তৃষ্ণা মেটাবেন বলে প্রতিশ্রুত হলেন। গ্রহণ করতে উদ্যত ব্যক্তিই যেন তিনি অভাবী, আবার তৃপ্তি দিতে উদ্যত ব্যক্তিই যেন তিনি প্রাচুর্যময়। *তুমি যদি জানতে ঈশ্বরের দান:* পবিত্র আত্মাই ঈশ্বরের দান। যিশু কিন্তু স্ত্রীলোকের সঙ্গে এখনও আবৃত ভাবেই কথা বলছেন, আস্তে আস্তেই তার হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করছেন। হয় তো তিনি ইতিমধ্যে শিক্ষাও দিয়েছেন; কেননা অধিক মধুর ও মঙ্গলময় কীবা থাকতে পারে এ পরবর্তী কথার চেয়ে: *তুমি যদি জানতে ঈশ্বরের দান আর কেইবা তোমাকে বলছেন, আমাকে একটু জল খেতে দাও, তাহলে তুমিই তাঁর কাছে চাইতে, আর তিনি তোমাকে জীবনময় জল দিতেন!*

তাহলে তিনি আর কোন্ জল তাকে দিতে যাচ্ছেন সেই জল ছাড়া যে জলের বিষয়ে লেখা আছে, *তোমাতেই জীবনের উৎস?* (সাম ৩৬:১০)। কেননা *যারা তোমার গৃহের প্রাচুর্যে পরিতৃপ্ত* (সাম ৩৬:১০), তারা কেমন করে তৃষ্ণার্ত হতে পারে?

তিনি একধরনের প্রাচুর্য ও পবিত্র আত্মার তৃপ্তি দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছিলেন, অথচ স্ত্রীলোকটি তখনও বুঝে উঠতে পারছিল না; আর যখন বুঝতে পারছিল না, তখন উত্তরে কী বলতে পারত? *স্ত্রীলোকটি তাঁকে বলল, ‘প্রভু, তেমন জল আমাকে দিন,*

আমার যেন আর তেষ্টা না পায়, এখানে জল তুলতেও যেন আর আসতে না হয়।' (যোহন ৪:১৫)। অভাব তাকে পরিশ্রম করতে বাধ্য করত, আবার দুর্বলতা পরিশ্রম প্রত্যাখ্যান করত। আহা, সে যদি একথা শুনতে পেত: *তোমরা, পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত যারা, সকলে আমার কাছে এসো, আমি তোমাদের বিশ্রাম দেব* (মথি ১১:২৮)। যিশু ঠিক একথাই তাকে বলছিলেন, সে যেন আর পরিশ্রম না করে; সে কিন্তু তখনও বুঝতে পারছিল না।

খ বর্ষ - যোহন ২:১৩-২৫

ইহুদীদের পাস্কা সন্নিকট ছিল, তাই যিশু যেরুশালেমে গেলেন।
মন্দিরের মধ্যে তিনি দেখলেন, লোকে বলদ, মেষ ও পায়রা বিক্রি করছে, পোদ্দারেরাও সেখানে বসে আছে। দড়ি দিয়ে একগাছা চাবুক বানিয়ে তিনি তাদের সকলকে মন্দির থেকে বের করে দিলেন: বলদ ও মেষ তাড়ালেন, পোদ্দারদের টাকা-কড়ি ছড়িয়ে তাদের টেবিল উল্টিয়ে দিলেন, এবং যারা পায়রা বিক্রি করছিল তাদের বললেন, 'এখান থেকে ওই সমস্ত সরিয়ে নিয়ে যাও; আমার পিতার গৃহকে একটা ব্যবসার ঘর করো না।' তাঁর শিষ্যদের শাস্ত্রের এই বচন মনে পড়ল, 'তোমার গৃহের প্রতি আগ্রহের আগুন আমাকে গ্রাস করবে।' ইহুদীরা তখন তাঁকে উদ্দেশ করে বললেন, 'এই যা আপনি করছেন, তার জন্য আমাদের কী চিহ্ন দেখাতে পারেন?' যিশু এই বলে তাঁদের উত্তর দিলেন, 'এই পবিত্রধাম ভেঙে ফেলুন, আমি তিন দিনের মধ্যে তা পুনরুত্তোলন করব।' তখন ইহুদীরা বলে উঠলেন, 'এই পবিত্রধাম নির্মাণ করতে ছেচল্লিশ বছর লেগেছিল, আর আপনি নাকি তিন দিনের মধ্যে তা উত্তোলন করবেন?' তিনি কিন্তু তাঁর নিজের দেহ-পবিত্রধামের কথাই বলছিলেন। তাই যখন তিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করলেন, তখন তাঁর শিষ্যদের মনে পড়ল যে, তিনি এই কথা বলেছিলেন; এবং তাঁরা শাস্ত্রে ও যিশু যা বলেছিলেন, সেই কথায় বিশ্বাস করলেন।

❖ বিশপ সাধু আগস্তিন-লিখিত ‘সামসঙ্গীত-মালায় উপদেশাবলি’ (সাম ১৩০, ১-৩)

আমরাই সেই জীবন্ত প্রস্তর যা নিয়ে ঈশ্বরের মন্দির নির্মিত

আমরা অনেকবার তোমাদের সতর্ক করেছি, সামসঙ্গীতগুলো একজনমাত্র গায়কের কণ্ঠস্বর ব'লে নয়, বরং যারা খ্রিষ্টদেহে রয়েছে তাদের সকলেরই কণ্ঠস্বর ব'লে বিবেচনাযোগ্য। আর যেহেতু তাঁর দেহে সকলেই অন্তর্ভুক্ত, সেজন্য তিনি যেন একজনমাত্র মানুষ হয়েই কথা বলেন; কেননা খ্রিষ্ট অনেকের মধ্যে এক: আবার অনেক হয়েও অনেকে তাঁর মধ্যে এক, কারণ তিনি এক। তিনি আবার হলেন ঈশ্বরের মন্দির, যে মন্দিরের বিষয়ে প্রেরিতদূত বলেন, *পবিত্রই ঈশ্বরের মন্দির—আর তোমরাই তো সেই মন্দির* (১ করি ৩:১৭)। যারা খ্রিষ্টে বিশ্বাসী, তারা সকলে ভালবাসবার জন্যই বিশ্বাসী; কেননা খ্রিষ্টে বিশ্বাস করা বলতে তাঁকে ভালবাসা বোঝায়—সেই অপদূতদের মত নয়, যারা বিশ্বাস করছিল কিন্তু ভালবাসত না; ফলে বিশ্বাস করলেও তারা বলছিল, *ঈশ্বরপুত্র, আমাদের সঙ্গে আপনার আবার কী?* (মথি ৮:২৯)। আমরা কিন্তু এমনভাবে বিশ্বাস করি যে, তাঁকে ভালবেসেই বিশ্বাস করি; তাছাড়া আমরা তো বলি না, *ঈশ্বরপুত্র, আমাদের সঙ্গে আপনার আবার কী!* আমরা বরং একথা বলি, আমরা তোমার সম্পদ, তুমি আমাদের মুক্ত করেছ। যারা এভাবে বিশ্বাস করে, তারা সেই জীবন্ত প্রস্তরের মত যা নিয়ে ঈশ্বরের মন্দির নির্মিত; তারা সেই অক্ষয়শীল কাঠের মত যা নিয়ে সেই জাহাজ নির্মিত হয়েছিল, যে জাহাজ জলপ্লাবন দ্বারাও নিমজ্জিত হতে পারল না। মানুষই তো ঈশ্বরের প্রকৃত মন্দির যেখানে তিনি আমাদের প্রার্থনা শোনেন ও সাড়া দেন। ঈশ্বরের মন্দিরে যে প্রার্থনা করে, সে-ই মাত্র অনন্ত জীবনের উদ্দেশে সাড়া পায়; সেই তো ঈশ্বরের মন্দিরে প্রার্থনা করে, মণ্ডলীর শান্তিতে তথা খ্রিষ্টদেহের ঐক্যে যে প্রার্থনা করে—আর তেমন দেহ বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত বিশ্বাসীদের নিয়ে গঠিত। সুতরাং মন্দিরে যে প্রার্থনা করে, সে সাড়া পায়। কেননা মণ্ডলীর সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে যে প্রার্থনা করে, সে-ই আত্মা ও সত্যের শরণে প্রার্থনা করে,—সে তো আগেকার মন্দিরে নয়, যা ছিল কেবল একটা দৃষ্টান্ত। যারা তাদের নিজেদের স্বার্থ খুঁজছিল, অর্থাৎ কেনা-বেচার জন্যই মন্দিরে যাচ্ছিল, প্রভু তাদের সকলকে মন্দির থেকে বের করে দিলেন। সেই মন্দির যখন দৃষ্টান্তই ছিল, তখন স্পষ্ট দাঁড়ায় যে, প্রতীকাকারে মন্দিরের চেয়ে প্রকৃত মন্দির

সেই খ্রিষ্টদেহেও কেনা-বেচার মত লোক, অর্থাৎ খ্রিষ্টের নয়, নিজেরই স্বার্থের অন্বেষী লোক মিশে আছে।

আর যেহেতু মানুষ নিজ নিজ পাপে নিমজ্জিত, সেজন্য প্রভু একটা চাবুক বানিয়ে মন্দির থেকে সেই সকল মানুষকে বের করে দিলেন যারা নিজেদের ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত ছিল কিন্তু যিশুখ্রিষ্টকে নিয়ে নয়। সামসঙ্গীতে এ মন্দিরের কথা পরিলক্ষিত। আমি বলেছি, এই মন্দিরেই—বাহ্যিক সেই মন্দিরে নয়—আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি আর তিনি আত্মা ও সত্যের শরণে সাড়া দেন। সেই মন্দিরে এমন আভাস দেওয়া হয়েছিল যা পরবর্তীকালে ঘটবার কথা: আর আসলে সেই মন্দির বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তবে কি আমাদের প্রার্থনা-গৃহও ধ্বংসিত হয়েছে? কখনও না! যা এখনও আর নেই, তা প্রার্থনা-গৃহ বলা চলে না, যেমন লেখা হয়েছিল, *আমার গৃহকে বলা হবে সকল জাতির জন্যই প্রার্থনা-গৃহ* (ইশা ৫৬:৭ দ্রঃ)। তোমরা তো শুনেছ প্রভু যিশুখ্রিষ্ট কী বললেন, *লেখা রয়েছে: আমার গৃহকে বলা হবে সকল জাতির জন্যই প্রার্থনা-গৃহ; অথচ তোমরা তা দস্যুদের আস্তানা করেছ* (মার্ক ১১:১৭)। যারা ঈশ্বরের গৃহকে চোরের আস্তানায় পরিণত করতে চাইল, তারাই নাকি মন্দিরের ধ্বংসের কারণ হয়নি? একই প্রকারে, যারা কাথলিক মণ্ডলীতে ভাল মত জীবন যাপন করে না, তারা ঈশ্বরের গৃহকে চোরের আস্তানা করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে বটে, তবু মন্দিরটা ধ্বংস করে না; বরং এমন দিন আসবে যখন তাদের নিজেদের পাপের চাবুক দ্বারা তাদেরই বের করে দেওয়া হবে। অপরদিকে ঈশ্বরের এ মন্দির যা খ্রিষ্টেরই দেহ, এ ভক্তমণ্ডলীর একটামাত্র কণ্ঠস্বর আছে, আর সামসঙ্গীতে যেন একমাত্র মানুষ হয়েই গান করে। আমরা ইতিমধ্যে বহু সামসঙ্গীতেই তার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম: এসো, এখনও সেই কণ্ঠস্বর শুনি। আমরা ইচ্ছা করলে, তবে এ আমাদেরই কণ্ঠস্বর; ইচ্ছা করলে, আমরা কান দিয়ে গায়কের কণ্ঠ শুনি আর আমরা হৃদয় দিয়ে গান করি। কিন্তু ইচ্ছা না করলে, তবে আমরা হব সেই মন্দিরের ব্যবসায়ীর মত, অর্থাৎ এমন মানুষ যারা নিজেদেরই স্বার্থের খোঁজ করে: এভাবেও আমরা মণ্ডলীতে প্রবেশ করি বটে, কিন্তু ঈশ্বরের যা গ্রহণীয়, তা করতে নয়।

গ বর্ষ - লুক ১৩:১-৯

একদিন, কয়েকজন লোক এসে যিশুকে সেই গালিলেয়দের কথা জানাল যাদের রক্ত পিলাত তাদের বলির রক্তের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি এই বলে তাদের উত্তর দিলেন, ‘তোমরা কি মনে করছ, সেই গালিলেয়দের তেমন দুর্গতি হয়েছে বিধায় তারা অন্য সকল গালিলেয়দের চেয়ে বেশি পাপী ছিল? আমি তোমাদের বলছি, তা নয়; বরং মনপরিবর্তন না করলে তোমরা সকলেই সেভাবে বিনষ্ট হবে। অথবা, সেই আঠারোজন লোক, যাদের উপরে সিলোয়ামের মিনার পড়ে গিয়ে তাদের মৃত্যু ঘটিয়েছিল, তোমরা কি তাদের বিষয়ে মনে করছ যে, তারা যেরুশালেম-বাসী অন্য সকল লোকের চেয়ে বেশি অপরাধী ছিল? আমি তোমাদের বলছি, তা নয়; বরং মনপরিবর্তন না করলে তোমরা সকলেই সেভাবে বিনষ্ট হবে।’

তিনি এই উপমা-কাহিনী শোনালেন: ‘একজন লোকের আঙুরখেতে একটা ডুমুরগাছ পোঁতা ছিল; তিনি এসে সেই গাছে ফল খোঁজ করলেন, কিন্তু পেলেন না। তিনি আঙুরখেতের মালীকে বললেন, দেখ, তিন বছর ধরেই আমি ডুমুরগাছে ফল খোঁজ করছি, কিন্তু কিছুই পাচ্ছি না; গাছটা কেটে ফেল, এটা কেন মাটির রস এমনি খাবে? সে উত্তরে তাঁকে বলল, প্রভু, এই বছরের মতও ওটা থাকতে দিন, আমি ওটার চারদিকে মাটি খুঁড়ে সার দেব, আগামী বছর গাছে ফল ধরলে ভাল, না হলে ওটা কেটে ফেলবেন।’

❖ পোপ সাধু ষষ্ঠ পলের প্রৈরিতিক নির্দেশনামা ‘মন পরিবর্তন কর’ (১৭৯-১৮০)

মন পরিবর্তন কর ও সুসমাচারে বিশ্বাস কর

খ্রিষ্ট, যিনি যা শেখাতেন তা আপন জীবনে সর্বদাই বাস্তবায়িত করতেন, আপন প্রচারকর্ম শুরু করার আগে চল্লিশ দিন চল্লিশ রাত প্রার্থনা ও উপবাসে অতিবাহিত করে তিনি আপন প্রকাশ্য প্রেরণকর্ম এ আনন্দবার্তা নিয়েই আরম্ভ করে দিলেন: *ঈশ্বরের রাজ্য কাছে এসে গেছে,* আর সঙ্গে সঙ্গে এ আদেশও যোগ করে দিলেন, *মন পরিবর্তন কর ও সুসমাচারে বিশ্বাস কর* (মার্ক ১:১৫)। বলা যেতে পারে, এবাণী একপ্রকারে গোটা খ্রিষ্টীয় জীবনের সার। খ্রিষ্ট দ্বারা প্রচারিত রাজ্যে কেবল মন পরিবর্তন করা অর্থাৎ গোটা মানুষের তথা মানুষের সমস্ত উপলব্ধি, বিচারমান ও সিদ্ধান্তের আন্তরিক ও সম্পূর্ণ পরিবর্তন ও নবায়নের মধ্য দিয়েই প্রবেশ করা যেতে পারে; এমন পরিবর্তন ও নবায়ন

যা মানুষের অন্তরে ঈশ্বরের পবিত্রতা ও ভালবাসার আলোতেই ঘটে—সেই যে পবিত্রতা ও ভালবাসা পুত্রের মধ্যে আমাদের কাছে পূর্ণ মাত্রায়ই প্রকাশিত ও অর্পিত হয়েছে।

মনপরিবর্তনের জন্য পুত্রের আমন্ত্রণ আরও জরুরী হয়ে ওঠে, কারণ তিনি সে কথা শুধু প্রচার করেন না, বরং নিজের মধ্যেই তার একটা দৃষ্টান্ত অর্পণ করেন। বস্তুতপক্ষে খ্রিষ্টই অনুতপ্তদের সর্বোত্তম আদর্শ: তিনি তো নিজের নয়, পরের পাপকর্মের দণ্ড বহন করতে চাইলেন।

খ্রিষ্টের সামনে মানুষ নতুন আলোতে আলোকিত হয়, ফলে ঈশ্বরের পবিত্রতা ও পাপের গুরুত্বও মেনে নেয়; খ্রিষ্টের মুখ দিয়ে সেই বাণী প্রচারিত হয় যা মনপরিবর্তনের জন্য আমন্ত্রণ করে ও পাপক্ষমা মঞ্জুর করে—এ দানগুলি এমন যেগুলি মানুষ বাপ্তিস্ম সাক্রামেন্তে পূর্ণ মাত্রায় লাভ করে। কেননা তেমন সাক্রামেন্ত মানুষকে প্রভুর যন্ত্রণাভোগ, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের অনুরূপ করে তোলে, এবং বাপ্তিস্মপ্রাপ্ত ব্যক্তির গোটা জীবনকে এ রহস্যের মুদ্রাঙ্কনের অধীনেই প্রতিষ্ঠিত করে।

সুতরাং গুরুর অনুসরণ করে প্রত্যেক খ্রিষ্টভক্তের পক্ষে আত্মত্যাগ করা, আপন ক্রুশ তুলে নেওয়া, খ্রিষ্টের দুঃখযন্ত্রণার সহভাগী হওয়া প্রয়োজন; এভাবে তাঁর মৃত্যুর দৃষ্টান্তে রূপান্তরিত হয়ে সে পুনরুত্থানের গৌরবের যোগ্য হতে সক্ষম হয়ে ওঠে।

উপরন্তু, গুরুর অনুসরণ করে তার পক্ষে এও প্রয়োজন হবে, সে যেন নিজের জন্য আর জীবনযাপন না করে, বরং তাঁরই জন্য যিনি তাকে ভালবেসেছেন ও তার জন্য নিজেকে দান করেছেন, এবং *যে দুঃখযন্ত্রণার অংশ খ্রিষ্টের এখনও অপূর্ণাঙ্গ রয়েছে, তাঁর দেহের জন্য* (কল ১:২৪) তথা স্বয়ং মণ্ডলীর জন্য তার নিজের মাংসে তা পূরণ ক'রে সে যেন ভাইদের জন্যও জীবন যাপন করে। আর শুধু তা নয়, মণ্ডলী খ্রিষ্টের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হওয়ায় প্রত্যেক খ্রিষ্টভক্তের তপস্যা মণ্ডলীর গোটা সদস্যদের সঙ্গে স্বকীয় ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কেও চিহ্নিত: কেননা সে মণ্ডলীর ক্রোড়ে বাপ্তিস্মে মনপরিবর্তনের মৌলিক দান যে গ্রহণ করে, তা শুধু নয়, বরং তেমন দান পুনর্মিলন সাক্রামেন্তের মাধ্যমে খ্রিষ্টদেহের সেই সমস্ত অঙ্গগুলিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত ও পুনর্দৃঢ়ীকৃত হয়ে ওঠে যারা পাপে পতিত। 'যারা পুনর্মিলন সাক্রামেন্ত গ্রহণ করে, তারা ঈশ্বরের করুণা দ্বারা তাঁর প্রতি করা-অপমানের ক্ষমা গ্রহণ করে ও সেই মণ্ডলীর সঙ্গেও পুনর্মিলিত হয়, যে

মণ্ডলীকে তারা পাপের দরুন আঘাত করেছে ও যে মণ্ডলী ভালবাসা, আদর্শদান ও প্রার্থনার মধ্য দিয়ে তাদের নিজেদের মনপরিবর্তনে সহযোগিতা করে।' পরিশেষে, সাক্রামেন্ত গ্রহণের সময়ে প্রায়শ্চিত্তমূলক যে ক্ষুদ্র কাজ ব্যক্তিগত ভাবে দেওয়া হয়, মণ্ডলীতেই তা বিশেষ এক প্রকারে খ্রিষ্টের অসীম প্রায়শ্চিত্তের সহভাগিতা লাভ করে; এবং একইসময়, মণ্ডলীর সাধারণ ব্যবস্থা গুণে, অনুতপ্ত ব্যক্তি সাক্রামেন্তগত প্রায়শ্চিত্তের সঙ্গে তার ব্যক্তিগত যত কাজ, যত যন্ত্রণা ও যত দুঃখ-কষ্ট ঘনিষ্ঠভাবে যোগ করতে পারে।

এভাবে নিজ দেহে ও আত্মায় প্রভুর মৃত্যু বহন করার কর্তব্য বাপ্তিস্মপ্রাপ্ত ব্যক্তির গোটা জীবনকে প্রতিটি মুহূর্তে ও তার প্রতিটি বহিঃপ্রকাশে আলিঙ্গন করে।

৪র্থ রবিবার

ক বর্ষ - যোহন ৯:১-৪১

একদিন, পথে যেতে যেতে যিশু একজন লোককে দেখতে পেলেন যে জন্ম থেকে অন্ধ। তাঁর শিষ্যেরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'রাব্বি, কে পাপ করেছে, এই লোকটা, না তার পিতামাতা, যার ফলে এ অন্ধ হয়ে জন্মেছে?' যিশু উত্তর দিলেন, 'নিজেরও পাপের ফলে নয়, পিতামাতারও পাপের ফলে নয়, বরং এমনটি ঘটেছে যেন ঈশ্বরের কর্মকীর্তি তার মধ্যে প্রকাশ পায়। যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, দিনের আলো যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ আমাদের তাঁরই কাজ সাধন করতে হবে; রাত আসছে, তখন কেউ কাজ করতে পারবে না। যতদিন জগতে আছি, আমিই জগতের আলো।' একথা বলার পর তিনি মাটিতে থুথু ফেললেন, আর সেই থুথু দিয়ে কাদা তৈরি করে লোকটির চোখে তা মাখিয়ে দিলেন এবং তাকে বললেন, 'সিলোয়াম জলকুণ্ডে গিয়ে ধুয়ে ফেল'—সিলোয়াম কথাটার অর্থ 'প্রেরিত'। সে তখন চলে গিয়ে ধুয়ে ফেলল ও চোখে দেখতে দেখতে ফিরে এল। প্রতিবেশীরা ও যারা আগে তাকে ভিক্ষুক অবস্থায় দেখেছিল, তারা বলতে লাগল, 'এ কি সেই লোক নয়, যে বসে বসে ভিক্ষা করত?' কেউ কেউ বলল, 'সে-ই বটে।' আবার কেউ কেউ বলল, 'না, সে নয়, কিন্তু দেখতে তারই মত।' তখন লোকটি নিজে বলল, 'আমিই সে।' তাই তারা তাকে বলল, 'তবে কেমন করে তোমার চোখ খুলে গেল?' সে উত্তর দিল, 'যিশু নামে সেই মানুষ কাদা তৈরি করে আমার চোখে তা মাখিয়ে দিলেন এবং আমাকে বললেন, সিলোয়াম জলকুণ্ডে গিয়ে ধুয়ে ফেল; তাই আমি গেলাম, আর ধোয়ামাত্র চোখে দেখতে পেলাম।' তারা তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'লোকটা কোথায়?' সে বলল, 'জানি না।' যে লোকটি আগে অন্ধ ছিল, তাকে তারা ফরিশীদের কাছে নিয়ে গেল। যিশু যেদিন কাদা তৈরি করে তার চোখ খুলে দিয়েছিলেন, সেদিনটি সাব্বাৎ ছিল। তাই ফরিশীরা তাকে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, সে কেমন করে চোখে দেখতে পেয়েছে। সে তাঁদের বলল, 'তিনি আমার চোখের উপরে কাদা লাগিয়ে দিলেন, পরে ধুয়ে ফেললাম, আর এখন দেখতে পাচ্ছি।' তখন কয়েকজন ফরিশী বললেন, 'ওই লোকটা ঈশ্বর থেকে আসে না, কারণ সে সাব্বাৎ দিন মানে না।' কিন্তু অন্য কেউ বললেন, 'পাপী মানুষ কেমন করে তেমন চিহ্নকর্ম সাধন করতে

পারে?' তাই তাঁদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল। তখন তাঁরা অন্ধটিকে আবার বললেন, 'তার সম্বন্ধে তুমি কী বল? তোমার চোখ তো সে-ই খুলে দিয়েছে!' সে বলল, 'তিনি একজন নবী।'

সে যে অন্ধ ছিল আর এখন দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছে, তা ইহুদীরা বিশ্বাস করলেন না, যতক্ষণ না দৃষ্টিশক্তি-পাওয়া লোকটির পিতামাতাকে ডাকিয়ে এনে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ কি তোমাদের ছেলে, যার বিষয়ে তোমরা নাকি বলছ যে, অন্ধ হয়ে জন্মেছিল? তবে সে কেমন করে এখন চোখে দেখতে পাচ্ছে?' তার পিতামাতা উত্তরে তাঁদের বলল, 'এ যে আমাদের ছেলে আর অন্ধ হয়ে জন্মেছিল, আমরা তা জানি। কিন্তু কেমন করে যে এখন চোখে দেখতে পাচ্ছে, তা জানি না, আর কেইবা এর চোখ খুলে দিয়েছে, তাও জানি না। আপনারা একেই জিজ্ঞাসা করুন, এর তো বয়স হয়েছে। নিজের কথা নিজেই বলবে।' ইহুদীদের ভয় করত বিধায়ই তার পিতামাতা তেমন উত্তর দিয়েছিল, কারণ এর মধ্যে ইহুদীরা এতে সম্মত হয়েছিলেন যে, যদি কেউ তাঁকে খ্রিষ্ট বলে স্বীকার করে, সে সমাজগৃহ থেকে বিচ্যুত হবে। এজন্যই তার পিতামাতা বলেছিল, 'এর বয়স হয়েছে, একেই জিজ্ঞাসা করুন।'

সুতরাং ইহুদীরা, যে লোকটি আগে অন্ধ ছিল, তাকে দ্বিতীয়বার ডাকিয়ে এনে বললেন, 'ঈশ্বরকে গৌরব আরোপ কর! আমরা জানি যে, ওই লোকটা একজন পাপী।' সে উত্তর দিল, 'তিনি একজন পাপী কিনা, জানি না; একটা কথা আমি জানি, অন্ধ ছিলাম, আর এখন চোখে দেখতে পাচ্ছি।' তাঁরা তাকে বললেন, 'সে তোমাকে কী করেছিল? কেমন করে তোমার চোখ খুলে দিয়েছিল?' সে তাঁদের উত্তর দিল, 'আগেও তো আপনাদের বলেছি, আর আপনারা শোনেননি। আবার শুনতে চাচ্ছেন কেন? আপনারাও কি তাঁর শিষ্য হতে চান?' তাকে ভর্ৎসনা করে তাঁরা বললেন, 'তুমিই ওর শিষ্য, আমরা মোশিরই শিষ্য। আমরা জানি যে, ঈশ্বর মোশির সঙ্গেই কথা বলেছিলেন, কিন্তু ও যে কোথা থেকে এসেছে, আমরা তা জানি না।' লোকটি তাঁদের উত্তর দিল, 'এই তো আশ্চর্যের ব্যাপার: তিনি যে কোথা থেকে আসেন, তা আপনারা জানেন না; অথচ তিনিই আমার চোখ খুলে দিলেন। আমরা জানি যে, ঈশ্বর পাপীদের কথা শোনেন না, কিন্তু কেউ যদি ঈশ্বরভক্ত হয় ও তাঁর ইচ্ছা পালন করে, তবে তিনি তার কথা শোনেন। জগতের আদি থেকে এমন কথা কখনও শোনা যায়নি যে, জন্মান্ধ মানুষের চোখ কেউ খুলে দিয়েছে। তিনি যদি ঈশ্বর থেকে আগত না হতেন, তাহলে কিছুই করতে পারতেন না।' তাঁরা প্রতিবাদ করে তাকে বললেন, 'তুমি একেবারে পাপের মধ্যেই জন্মেছ আর আমাদের শিক্ষা দেবে?' আর তাকে বের করে দিলেন।

তাঁরা তাকে বের করে দিয়েছেন, কথাটা শুনে যিশু লোকটিকে খুঁজে পেয়ে তাকে বললেন, 'মানবপুত্রের প্রতি তোমার কি বিশ্বাস আছে?' উত্তরে সে বলল, 'প্রভু, তিনি কে, আমি যেন তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখতে পারি।' যিশু তাকে বললেন, 'তুমি তো তাঁকে দেখেছ; যিনি তোমার সঙ্গে কথা বলছেন, তিনিই।' সে বলল, 'প্রভু, আমি বিশ্বাস করি!' এবং তাঁর সামনে প্রণিপাত করল।
তখন যিশু বললেন, 'আমি এই জগতে এসেছি এক বিচারের জন্য—যারা দেখতে পায় না, তারা যেন দেখতে পায়, এবং যারা দেখতে পায়, তারা যেন অন্ধ হয়ে যায়।' যে কয়েকজন ফরিশী তাঁর সঙ্গে ছিলেন, তাঁরা এই সমস্ত কথা শুনে তাঁকে বললেন, 'আমরাও কি অন্ধ?' যিশু তাঁদের বললেন, 'যদি অন্ধ হতেন, তাহলে আপনাদের পাপ থাকত না, কিন্তু এখন যে আপনারা বলছেন, আমরা দেখতে পাচ্ছি, আপনাদের পাপ রয়ে গেছে।'

❖ বিশপ সাধু আম্ব্রোজের পত্রাবলি (পত্র ৮০:১-৫)

কাদায় গড়া আমাদের এই দেহ

বাপ্তিস্ম সাক্রামেন্তের মধ্য দিয়ে

অনন্ত জীবনের আলো লাভ করে

ভাই, তুমি এইমাত্র সুসমাচারের এমন বাণী শুনেছ, যেখানে বর্ণনা করা আছে, প্রভু যিশু পথ চলতে চলতে জন্ম থেকে অন্ধ একটি লোককে দেখলেন। যখন প্রভু তাকে দেখে এগিয়ে যাননি, তখন প্রভু যাকে এড়াতে চাইলেন না, আমাদেরও তাকে এড়াতে হবে না, বিশেষভাবে এজন্য যে, লোকটা জন্মান্ধ—এ এমন ব্যাপার যা এমনিই উল্লিখিত হয়নি।

কেননা দৃষ্টিশক্তির এমন অন্ধতা রয়েছে যা রোগের তীব্রতার ফলে প্রায়ই চোখ অন্ধকারাচ্ছন্ন করে, কিন্তু সময় যেতে যেতে আবার প্রায় ঠিক হয়ে যায়; আরও, এমন অন্ধতা রয়েছে যা বিশেষ শারীরিক অসুবিধার ফলেই ঘটে, এটাও সঠিক চিকিৎসা দ্বারা নিরাময় হয়। আমি এ সমস্ত কথা বলছি যাতে তুমি উপলব্ধি করতে পার যে জন্মান্ধ লোককে সারিয়ে তোলা দক্ষতার উপর নির্ভর করে না, বরং ঐশশক্তির উপরেই নির্ভর করে: কোন চিকিৎসা প্রয়োগ না করে প্রভু যিশু তাকে সুস্থ করে তুলেছেন; বস্তুতপক্ষে তিনি এমন মানুষকে সুস্থ করলেন কেউই যাদের নিরাময় করতে পারছিল না। প্রকৃতির

দুর্বলতায় উপযুক্ত উপায় দেওয়া স্রষ্টারই ব্যাপার, কেননা তিনিই প্রকৃতির প্রণেতা। এজন্য তিনি বলে চলেন, *যতদিন জগতে আছি, আমিই জগতের আলো* (যোহন ৯:৫)। অর্থাৎ যারা অন্ধ, তারা যদি আলো এই আমাকেই খোঁজ করে, তারা সকলে দেখতে পাবে। তোমরাও এগিয়ে এসো, তোমরাও আলোকিত হবে যাতে দেখতে পাও।

যিনি আদেশ দেওয়ামাত্র মানুষ পুনরুজ্জীবিত হত, আদেশ দেওয়ামাত্র মানুষ সেরে উঠত, যিনি মৃত মানুষকে 'বেরিয়ে এসো' বললেই লাজার সমাধি থেকে বেরিয়ে এলেন (যোহন ১১:৪৩); পক্ষাঘাতগ্রস্তকে 'ওঠ, তোমার মাদুর তুলে নিয়ে হেঁটে বেড়াও' বললেই (যোহন ৫:৮) লোকটা উঠে নিজে থেকেই মাদুরটা সেখানে তুলে নিয়ে গেল যেখানে আগে শক্ত অঙ্গগুলির জন্য লোকে তাকে নিয়ে যেত; এক কথায়, যিনি আদেশ দেওয়ামাত্রই সবকিছু সাধিত হত, জন্মান্ধের অলৌকিক কাজ দ্বারা তাঁর কী অভিপ্রায় ছিল? আবার বলছি, থুথু ফেলে কাদা তৈরি করে তা অন্ধের চোখে মাখিয়ে তিনি যখন তাকে বলেন, *সিলোয়াম জলকুণ্ডে গিয়ে ধুয়ে ফেল—সিলোয়াম কথাটার অর্থ 'প্রেরিত'; আর সে চলে গিয়ে ধুয়ে ফেলল ও চোখে দেখতে দেখতে ফিরে এল* (যোহন ৯:৭), তখন তাঁর কী অভিপ্রায়? এসব কিছুর উদ্দেশ্য কী? আমি যদি ভুল না করি, তবে বলব: উদ্দেশ্যটা মহান, কেননা যিশু যাকে স্পর্শ করেন, সে আগের চেয়ে ভাল দেখতে পায়।

তাঁর ঈশ্বরত্ব ও পবিত্রতা মেনে নাও! আলোস্বরূপ হয়ে তিনি স্পর্শ করেই সেই আলো সঞ্চার করলেন; বাপ্তিস্মের পূর্বাভাস দিয়ে যাজকরূপে তিনি আত্মিক অনুগ্রহের রহস্যের বাস্তব রূপ দিলেন। তিনি থুথু ফেললেন তুমি যেন বুঝতে পার যে খ্রিষ্টে সবকিছুই আলো, এও যেন বুঝতে পার যে, সেই সত্যিকারে দেখতে পায়, যে তারই দ্বারা পবিত্রিত হয় যা খ্রিষ্ট থেকে আগত; তাঁর বাণীই আমাদের পরিশুদ্ধ করে, যেভাবে তিনি নিজে বললেন, *এখন তোমরাই পরিশুদ্ধ সেই বাণী গুণে যা আমি তোমাদের কাছে প্রকাশ করেছি* (যোহন ১৫:৩)।

তিনি যে কাদা তৈরি করে তা অন্ধের চোখে মাখালেন, এর অর্থ হল যে, যিনি কাদা দিয়ে মানুষকে গড়েছিলেন, তিনি সেই একই কাদা দিয়ে তাকে সুস্থ করে তুললেন। আরও, আমাদের মাংসের কাদা বাপ্তিস্ম সাক্রামেন্তের মধ্য দিয়েই অনন্ত জীবনের আলো লাভ করে।

তুমিও সিলোয়ামের দিকে এগিয়ে যাও, অর্থাৎ এগিয়ে যাও তাঁরই দিকে যিনি পিতা দ্বারা প্রেরিত হলেন, যেমনটি তিনি বললেন, *আমি যে শিক্ষা দিচ্ছি, তা আমার নয়; যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁরই* (যোহন ৭:১৬)। খ্রিষ্টই তোমাকে ধৌত করুন, তুমি যেন দেখতে পাও। সময় এসেছে: বাপ্তিস্ম গ্রহণ করতে এসো; শীঘ্রই এসো, দৃষ্টি ফিরে পেয়ে তুমি যেন সেই অন্ধের মত বলতে পার: আগে আমি অন্ধ ছিলাম আর এখন দেখতে পাচ্ছি;—*রাত এগিয়ে এল, দিন কাছে এসে গেছে* (রো ১৩:১২)।

খ বর্ষ - যোহন ৩:১৪-২১

যিশু নিকোদেমকে বললেন: 'মোশি যেমন মরুপ্রান্তরে সেই সাপ উত্তোলন করেছিলেন, মানবপুত্রকেও তেমনি উত্তোলিত হতে হবে, যে কেউ বিশ্বাস করে, সে যেন তাঁর মধ্যে অনন্ত জীবন পেতে পারে। কেননা ঈশ্বর জগৎকে এতই ভালবেসেছেন যে, তাঁর একমাত্র জনিত পুত্রকে দান করেছেন, তাঁর প্রতি যে কেউ বিশ্বাস রাখে, তার যেন বিনাশ না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পেতে পারে। কেননা ঈশ্বর জগৎকে বিচার করার জন্য তাঁর পুত্রকে জগতে প্রেরণ করেননি, কিন্তু এজন্য, জগৎ যেন তাঁর দ্বারা পরিত্রাণ পেতে পারে। তাঁর প্রতি যে বিশ্বাসী, তার বিচার হয় না; কিন্তু যে অবিশ্বাসী, তার বিচার হয়েই গেছে, যেহেতু ঈশ্বরের একমাত্র জনিত পুত্রের নামে বিশ্বাস করেনি। আর এই তো সেই বিচার: জগতের মধ্যে আলো আসা সত্ত্বেও মানুষ সেই আলোর চেয়ে অন্ধকার ভালবেসেছে, কেননা তাদের কর্ম অসৎ ছিল। বাস্তবিক, যে অপকর্মের সাধক, সে আলোকে ঘৃণা করে, ও আলোর দিকে সে আসে-ই না, পাছে তার কর্ম ব্যক্ত হয়; কিন্তু যে সত্যের সাধক, সে আলোর দিকে এগিয়ে আসে, তার সমস্ত কর্ম যে ঈশ্বরে সাধিত তা যেন প্রকাশিত হয়।'

❖ বিশপ সাধু জন খ্রিসোস্তম-লিখিত ‘ঈশ্বরের দূরদৃষ্টি’ (১৭:১-৮)

ঈশ্বর আপন পুত্রকে রেহাই দেননি,

তাঁকে বরং আমাদের সকলের জন্য দান করলেন

আমরা যারা কতগুলো কারণ নিয়ে প্রভুকে সম্মান করি, তিনি যে ক্রুশদণ্ড ভোগ করলেন ও তেমন জঘন্য মৃত্যু বরণ করলেন, বিশেষভাবে এর জন্যই আমাদের কি তাঁর মহিমাগান, গৌরবকীর্তন ও বন্দনা করতে হবে না? পল কি আমাদের প্রতি তাঁর ভালবাসার প্রমাণ স্বরূপ তাঁর মৃত্যুর কথা অবিরতই স্মরণ করিয়ে দেন না? আর তিনি মানুষের জন্য কী ধরনের মৃত্যু বরণ করলেন? আমাদের খাতিরে ও আমাদের সান্ত্বনা দেবার জন্য খ্রিষ্ট যা করেছেন, একথা বাতিল করে তিনি সবসময় ক্রুশের কথায় আসেন: *ঈশ্বর আমাদের প্রতি তাঁর ভালবাসা প্রমাণ করছেন, কেননা আমরা যখন পাপী ছিলাম, তখনই খ্রিষ্ট আমাদের জন্য মরলেন* (রো ৫:৮)। একথার পর কিন্তু তিনি বিরাট আশায় আমাদের উন্নীত করেন, *আমরা যখন শত্রু ছিলাম, তখন যদি তাঁর পুত্রের মৃত্যু দ্বারা ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলিত হলাম, তবে পুনর্মিলিত হয়ে আমরা যে তাঁর জীবনের মধ্য দিয়ে পরিত্রাণ পাব, তা আরও কতই না সুনিশ্চিত* (রো ৫:১০)। তিনি নিজে এ নিয়ে গর্ব করেন, এমনকি তিনি আনন্দ করেন, উল্লাস করেন ও আনন্দের আতিশয্যে গালাতীয়দের কাছে লেখেন, *আমাদের প্রভু যিশুখ্রিষ্টের ক্রুশে ছাড়া আমি আর অন্য কিছুতেই যেন গর্ব না করি* (গা ৬:১৪)।

যিনি যন্ত্রণাভোগ করলেন, তিনিও যখন ক্রুশকে গৌরব গণ্য করেন, তখন পল যে এ নিয়ে উল্লাস করেন, আনন্দে মেতে ওঠেন ও গর্ব করেন, এতে আমরা কেন বিস্মিত হব? তিনি বললেন, *পিতা, সেই ক্ষণ এসেছে: তোমার পুত্রকে গৌরবান্বিত কর* (যোহন ১৭:১)। আর যে শিষ্য একথা লিখেছেন, তিনি বলছিলেন, *আত্মা তখনও ছিলেন না, যেহেতু যিশু তখনও গৌরবান্বিত হননি* (যোহন ৭:৩৯)—একথা ব’লে তিনি ক্রুশের গৌরব বোঝাতে চাচ্ছিলেন।

আর যখন তিনি খ্রিষ্টের ভালবাসার কথা স্পষ্ট করে ব্যক্ত করতে চাইলেন, তখন কী বললেন? তিনি কি কোন অলৌকিক কাজ বা আশ্চর্য চিহ্নের ইঙ্গিত করলেন? মোটেই না, তিনি বরং ক্রুশে ছাড়া অন্য কিছুই উল্লেখ করেন না: *ঈশ্বর জগৎকে এতই*

ভালবেসেছেন যে, তাঁর একমাত্র জনিত পুত্রকে দান করেছেন, তাঁর প্রতি যে কেউ বিশ্বাস রাখে, তার যেন বিনাশ না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পেতে পারে (যোহন ৩:১৬)।

আর পল বলেন, *যিনি নিজের পুত্রকে রেহাই দেননি, কিন্তু আমাদের সকলের জন্য তাঁকে সঁপে দিলেন, তিনি কি তাঁর সঙ্গে সমস্ত কিছুও আমাদের প্রদান করবেন না?* (রো ৮:৩২)।

বিনম্রতার দিকে আমাদের অনুপ্রাণিত করার জন্য তিনি এ বাণী স্মরণ করিয়ে দেন, *খ্রিষ্টযিশুতে যে মনোভাব ছিল, তা তোমাদের অন্তরেও যেন থাকে: অবস্থায় ঈশ্বর হয়েও তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর সমতুল্যতাকে আঁকড়ে ধরার বস্তু মনে করলেন না; বরং দাসের অবস্থা ধারণ করে ও মানুষের সাদৃশ্য আপন করে তিনি নিজেকে রিক্ত করলেন; আকারে প্রকারে মানুষ বলে প্রতিপন্ন হয়ে তিনি মৃত্যু পর্যন্ত, এমনকি ক্রুশমৃত্যু পর্যন্তই নিজেকে বাধ্য করায় নিজেকে অবনমিত করলেন* (ফিলি ২:৫)। আর যখন তিনি ভালবাসা-সংক্রান্ত পরামর্শ দেন, তখন একথা বলেন, *ভালবাসায় চল, যেইভাবে খ্রিষ্টও আমাদের ভালবেসেছেন ও আমাদেরই জন্য ঈশ্বরের কাছে নৈবেদ্য ও সুরভিত বলিরূপে নিজেকে সঁপে দিয়েছেন* (এফে ৫:২)।

আবার, যখন মণ্ডলীর ভিত্তিস্বরূপ সেই প্রেরিতদূতদের প্রধান অজ্ঞতাবশত তাঁকে আপত্তি করে বলেছিলেন, *দূরের কথা, প্রভু! অমনটি আপনার কখনও ঘটবে না*, তখন প্রভু নিজে যে ক্রুশকে কতই না বাসনা করছিলেন ও কোন্ ব্যগ্রতার প্রেরণায় অনুপ্রাণিত ছিলেন, তা দেখাবার জন্য তিনি পিতরকে কীভাবেই না উদ্দেশ ক'রে কথা বলেছিলেন, সেকথা শোন, *আমার পিছনে চলে যাও, শয়তান! তুমি আমার পথের বাধা* (মথি ১৬:২৩)। তেমন শক্ত ও কঠোর ভর্ৎসনা করে তিনি দেখাতে চাইলেন, কতই না মনের আগ্রহে ক্রুশের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। সুতরাং, যখন খ্রিষ্ট ক্রুশকে গৌরব বলেন ও পল ক্রুশ নিয়ে গর্ববোধ করেন, তখন এজীবনে ক্রুশ যে তত কীর্তিত, এতে বিস্মিত হব কেন?

গ বর্ষ - লুক ১৫:১-৩, ১১-২৪

কর-আদায়কারী ও পাপীরা সকলেই যিশুর বাণী শুনবার জন্য দলে দলে তাঁর কাছে আসছিল; এতে ফরিশীরা ও শাস্ত্রীরা গজগজ করে বলতে লাগলেন, 'লোকটা পাপীদের গ্রহণ করে নেয়, তাদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়াও করে!' তাই তিনি তাঁদের এই উপমা-কাহিনী শোনালেন: 'একজন লোকের দু'টি ছেলে ছিল। ছোটজন পিতাকে বলল, পিতা, আমার ভাগের সম্পত্তি আমাকে দিয়ে দাও। তাই তিনি তাদের মধ্যে ধন-সম্পত্তি ভাগ করে দিলেন। অল্প দিন পর ছোট ছেলেটি নিজের সবকিছু সংগ্রহ করে নিয়ে দূরদেশে চলে গেল, আর সেখানে উচ্ছৃঙ্খলের মত নিজ সম্পত্তি উড়িয়ে দিল।

সে সবকিছু ব্যয় করে ফেললে পর সেই দেশে করাল দুর্ভিক্ষ দেখা দিল, তাতে সে কষ্টে পড়তে লাগল। তাই সে গিয়ে সেই দেশের এক অধিবাসীর কাছে চাকরের কাজ নিল, আর সে তাকে শূকর চরাতে নিজের মাঠে পাঠিয়ে দিল। তার খুবই ইচ্ছে হত, শূকরে যে শুঁটি খায়, তা খেয়ে সে পেট ভরাবে, কিন্তু কেউই তা তাকে দিত না। তখন তার চেতনা হল, বলল, আমার পিতার কত মজুর প্রচুর খাবার পাচ্ছে, কিন্তু আমি এখানে ক্ষুধায় মরছি। আমি উঠে আমার পিতার কাছে যাব, তাঁকে বলব, পিতা, আমি স্বর্গের বিরুদ্ধে ও তোমার সামনে পাপ করেছি; আমি তোমার ছেলে নামের আর যোগ্য নই। তোমার একজন মজুরের মত আমার প্রতি ব্যবহার কর। তখন সে উঠে নিজের পিতার কাছে যাবার জন্য রওনা হল।

সে বহুদূরে থাকতেই তার পিতা তাকে দেখতে পেলেন, ও দয়ায় বিগলিত হয়ে ছুটে গিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরে তাকে চুম্বন করতে লাগলেন। তখন ছেলেটি তাঁকে বলল, পিতা, আমি স্বর্গের বিরুদ্ধে ও তোমার সামনে পাপ করেছি, আমি তোমার ছেলে নামের আর যোগ্য নই। কিন্তু পিতা নিজ দাসদের বললেন, শীঘ্র যাও, সবচেয়ে ভাল পোশাক এনে একে পরিয়ে দাও, এর আঙুলে আঙটি পরাও ও পায়ে জুতো দাও; এবং নধর বাছুরটা এনে কাট; আর এসো, ভোজ করে ফুর্তি করি, কারণ আমার এই ছেলে মৃতই ছিল, আর এখন বেঁচে উঠেছে; হারানোই ছিল, আর এখন তাকে পাওয়া গেছে। তাই তারা ফুর্তি করতে লাগল।

❖ বিশপ সাধু আগস্তিন-লিখিত 'সামসঙ্গীত-মালায় উপদেশাবলি' (সাম ১৩৮, ৩-৬)

আমি দূরে গিয়েছিলাম,
আর তুমি এখানেই ছিলে

দূর থেকেই তুমি বুঝতে পার আমার চিন্তা সকল, তুমি তো লক্ষ রাখ আমি কখন হাঁটি, কখন শুই। আমার সকল পথ তোমার কাছে পরিচিত (সাম ১৩৯:২-৩)। দূর থেকে কেন? মাতৃভূমি সেই ঊর্ধ্বলোকে আমি পৌঁছবার আগেও, আমি পথ চলতেই তুমি আমার চিন্তা জেনে থাক। তুমি একান্ত ব্যগ্রতার সঙ্গে ছোট ছেলের অপেক্ষায় আছ, কেননা সেও খ্রিষ্টদেহ হয়েছে—সেই যে মণ্ডলী সর্বজাতি থেকে তোমার কাছে আসছে। বস্তুত, ছোট ছেলে দূরে চলে গেছিল। এক পিতার দু'টো ছেলে ছিল: বড়জন কখনও দূরে যায়নি, সে মাঠে কাজ করত: সে হল সেই পবিত্রজনদের প্রতীক যাঁরা বিধানের সময়ে বিধানের বিধিনিয়ম পালন করতেন।

কিন্তু পরবর্তীকালে মানবজাতি প্রতিমা পূজার দিকে ফিরে দূর দেশে চলে গেছিল। কেননা তোমার স্রষ্টা থেকে তত দূরবর্তী কী থাকতে পারে, যত দূরবর্তী হয় স্রষ্টার সেই ছবি যা তুমি নিজে থেকে কল্পনা কর? তবে সেই ছোট ছেলে দূর দেশে গেছিল, সঙ্গে করে নিয়েছিল তার যত সম্পদ, আর সুসমাচারের বর্ণনা থেকে আমরা জানি, সে সেই সম্পদ অপব্যয় করে উড়িয়ে দিয়েছিল; ক্ষুধার জ্বালায় সে সেই দেশের একটা জমিদারের কাছে আশ্রয় নিয়েছিল, আর সে তাকে শূকর চরানোর দায়িত্ব দিয়েছিল; তার খুবই ইচ্ছে হত, সে শূকরদের শুঁটি খেয়েই পেট ভরাবে, কিন্তু পারত না।

তখন, তত পরিশ্রম, ক্লান্তি, দুর্দশা, নিঃস্বতার পরে পিতার কথা তার মনে পড়ল, সিদ্ধান্ত নিল, সে ফিরে যাবে; সে বলল: আমি উঠে আমার পিতার কাছে যাব (লুক ১৫:১৮)। এখন তুমি তার কণ্ঠস্বর চিনে নাও, সে বলছে: *তুমি তো জান আমি কখন বসি, কখন উঠি* (সাম ১৩৯:২)। আমি নিঃস্বতায় বসেছি, তোমার রুটির বাসনায় আবার উঠলাম। *দূর থেকেই তুমি বুঝতে পার আমার চিন্তা সকল:* এজন্যই প্রভু সুসমাচারে বলেন, *পিতা তার দিকে ছুটে গেলেন* (লুক ১৫:২০)। এ যুক্তিসঙ্গত, কেননা পিতা দূর থেকেই তার চিন্তা সকল বুঝতে পেরেছিলেন: *তুমি তো লক্ষ রাখ আমি কখন হাঁটি, কখন শুই।*

তাই তোমার কাছে আমার পথ পরিচিত; কোন্ পথ, সেই যে কুপথ ছাড়া যে পথ সে চলেছিল পিতা থেকে দূরে যাবার জন্য—সেই যে পথ সে মনে করছিল, যিনি তাঁকে শাস্তি দিতে পারতেন তাঁরই চোখের আড়ালে থাকবে! অথচ তাকে আবার কাছে পাবার উদ্দেশ্যে পিতা যদি দূরে তাকে শাস্তি না দিতেন, তাহলে ছেলেটা সেই নিঃস্বতায় নিঃশেষিত হতে পারত না, শূকরদেরও চরাতে পারত না। ফলে, ঈশ্বরের ন্যায্য শাস্তি অবিরতই তার পিছে পিছে থাকতে, বিপদের মুখে পলাতকের মত সে বলে: *তুমি তো লক্ষ রাখ আমি কখন হাঁটি, কখন শুই। আমার সকল পথ তোমার কাছে পরিচিত।* কেননা আমরা যেইখানে যাই বা যেইখানে পৌঁছই না কেন, ঈশ্বর আমাদের আন্তর অনুভূতিতেই আমাদের শাস্তি দেন। *আমার সকল পথ তোমার কাছে পরিচিত।* আমি পথে পা বাড়াবার আগে, আমি পথ চলবার আগেও তুমি আমার সকল পথ জান; আর শুধু তা নয়: তুমি এ হতে দিয়েছ যে, আমি কষ্ট করেই আমার সকল পথে চলব যাতে সেই কষ্ট এড়াবার জন্য তোমার কাছে ফিরে যাই।

সামসঙ্গীতের রচয়িতা বলেন, *আমার জিহ্বায় ছলনা নেই* (সাম ১৩৯:৪ সত্তরী)। কেন? দেখ, আমি স্বীকার করছি: আমি আমার নিজের পথ অনুসরণ করেছি, তোমার কাছে নিজেকে বিদেশী করেছি, তোমার কাছ থেকে দূরে চলে গেছি সেসব কিছু নিয়ে যা আমি মনে করছিলাম মঙ্গল, অথচ তুমি না থাকায় হল আমার অমঙ্গল। কেননা তোমাকে ছাড়া আমি যদি ভালই থাকতাম, হয় তো তোমার কাছে ফিরে যাবার ইচ্ছা হত না। এজন্য নিজের পাপ স্বীকার ক'রে সামগীতির রচয়িতা ধর্মময়তাপ্রাপ্ত খ্রিষ্টদেহের হয়ে নিজের জন্য নয় বরং তার অনুগ্রহ গুণে বললেন, *আমার জিহ্বায় ছলনা নেই।*

৫ম রবিবার

ক বর্ষ - যোহন ১১:১-৪৫

একজন লোক অসুস্থ ছিলেন, তিনি বেথানিয়ার লাজার; মারীয়া ও তাঁর বোন মার্থা সেই গ্রামেই বাস করতেন। ইনি সেই মারীয়া, যিনি প্রভুকে সুগন্ধি তেল মাখিয়ে দিয়েছিলেন ও নিজের চুল দিয়ে তাঁর পা মুছে দিয়েছিলেন; এঁরই ভাই লাজার অসুস্থ ছিলেন। তাই তাঁর বোনেরা তাঁকে বলে পাঠালেন, 'প্রভু, আপনি যাকে ভালবাসেন, সে অসুস্থ।' কিন্তু যিশু এই সংবাদ পেয়ে বললেন, 'এই অসুস্থতা মৃত্যুর উদ্দেশে নয়, কিন্তু ঈশ্বরের গৌরবার্থে, তা দ্বারা যেন ঈশ্বরপুত্র গৌরবান্বিত হন।' যিশু মার্থাকে ও তাঁর বোনকে এবং লাজারকে ভালবাসতেন।

তাই লাজার অসুস্থ হয়ে পড়েছেন শুনে তিনি যেখানে ছিলেন সেইখানে আরও দু' দিন থেকে গেলেন। তারপর শিষ্যদের বললেন, 'চল, আমরা যুদেয়ায় ফিরে যাই।' শিষ্যেরা তাঁকে বললেন, 'রাব্বি, এই সেদিন মাত্র যে ইহুদীরা আপনাকে পাথর ছুড়ে মারতে চেয়েছিল, আর আপনি নাকি আবার সেখানে যাচ্ছেন?' যিশু উত্তর দিলেন, 'দিনে কি বারো ঘণ্টা নেই? দিন থাকতেই যদি কেউ চলাফেরা করে, তবে সে হোঁচট খায় না, কারণ সে এই জগতের আলো দেখতে পায়। কিন্তু রাতের বেলায় যদি কেউ চলাফেরা করে, তবেই সে হোঁচট খায়, কারণ আলো তার মধ্যে নেই।' একথা বলার পর তিনি বলে চললেন, 'আমাদের বন্ধু লাজার ঘুমিয়ে পড়েছে, আমি কিন্তু তাকে জাগিয়ে তুলতে যাচ্ছি।' শিষ্যেরা তাঁকে বললেন, 'প্রভু, সে যখন ঘুমিয়ে পড়েছে, তখন সে সুস্থ হয়ে যাবে।' যিশু লাজারের মৃত্যুরই কথা বলছিলেন, কিন্তু তাঁরা মনে করছিলেন যে, তিনি সাধারণ ঘুমের কথা বলছেন। তাই যিশু তাঁদের স্পষ্টই বললেন, 'লাজার মারা গেছে, এবং সেখানে ছিলাম না বলে আমি তোমাদের জন্য খুশি, যেন তোমরা বিশ্বাস করতে পার। কিন্তু এখন চল, তার কাছে যাই।' তখন থোমাস—যমজ বলে যিনি পরিচিত—অন্যান্য শিষ্যদের বললেন, 'চল, আমরাও যাই, যেন তাঁর সঙ্গে মরতে পারি।'

যিশু এসে দেখলেন, চারদিন হল লাজারকে সমাধি দেওয়া হয়েছে। বেথানিয়া ছিল যেরুশালেমের কাছাকাছি—আনুমানিক তিন কিলোমিটার। ভাইয়ের জন্য মার্থা ও মারীয়াকে সান্ত্বনা দিতে ইহুদীদের অনেকে তাঁদের কাছে এসেছিল।

যখন মার্থা শুনতে পেলেন, যিশু আসছেন, তখন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চললেন; মারীয়া বাড়িতে বসে রইলেন। মার্থা যিশুকে বললেন, ‘প্রভু, আপনি যদি এখানে থাকতেন, তবে আমার ভাই মারা যেত না। তবু এখনও জানি যে, ঈশ্বরের কাছে আপনি যা কিছু যাচনা করবেন, ঈশ্বর তা আপনাকে মঞ্জুর করবেন।’ যিশু তাঁকে বললেন, ‘তোমার ভাই পুনরুত্থান করবে।’ মার্থা তাঁকে বললেন, ‘আমি জানি, শেষ দিনে পুনরুত্থানের সময়ে সে পুনরুত্থান করবে।’ যিশু তাঁকে বললেন, ‘আমিই পুনরুত্থান ও জীবন: আমার প্রতি যে বিশ্বাস রাখে, সে মারা গেলেও জীবিত থাকবে। আর জীবিত যে কেউ আমার প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে কখনও মরবে না। তুমি কি তা বিশ্বাস কর?’ মার্থা তাঁকে বললেন, ‘হ্যাঁ, প্রভু, আমি বিশ্বাস করি যে, আপনিই সেই খ্রিষ্ট, সেই ঈশ্বরপুত্র, সেই ব্যক্তি জগতে যিনি আসছেন।’

একথা বলার পর তাঁর বোন মারীয়াকে ডাকতে গেলেন; তাঁকে নিচু গলায় বললেন, ‘গুরু উপস্থিত, তোমাকে ডাকছেন।’ কথাটা শোনামাত্র মারীয়া শীঘ্রই উঠে তাঁর কাছে গেলেন। যিশু তখনও গ্রামের মধ্যে আসেননি, কিন্তু মার্থা যেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন, তিনি সেইখানে রয়ে গেছিলেন। বাড়ির মধ্যে যে ইহুদীরা মারীয়ার সঙ্গে ছিল ও তাঁকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল, তাঁকে হঠাৎ উঠে বাইরে যেতে দেখে তাঁর পিছু পিছু গেল; মনে করছিল, তিনি সমাধিস্থানে চোখের জল ফেলার জন্য সেখানে যাচ্ছেন। যিশু যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন, মারীয়া সেখানে এসে তাঁকে দেখতে পেয়ে তাঁর পায়ে পড়ে তাঁকে বললেন, ‘প্রভু, আপনি যদি এখানে থাকতেন, তবে আমার ভাই মারা যেত না।’ যিশু যখন দেখলেন, মারীয়া চোখের জল ফেলছেন, এবং তাঁর সঙ্গে যে ইহুদীরা এসেছিল তারাও চোখের জল ফেলছে, তখন আত্মায় উত্তেজিত হয়ে উঠলেন ও কম্পিত হলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তাকে কোথায় রেখেছ?’ তারা বলল, ‘আসুন, প্রভু! দেখে যান।’ যিশু কেঁদে উঠলেন; আর ইহুদীরা বলতে লাগল, ‘দেখ, ইনি তাঁকে কতই না ভালবাসতেন!’ কিন্তু তাদের কয়েকজন বলল, ‘ইনি যখন সেই অন্ধের চোখ খুলে দিলেন, তখন কি এমন কিছু করতে পারতেন না, যেন এঁর মৃত্যু না হয়?’ যিশু পুনরায় আত্মায় উত্তেজিত হয়ে সমাধির কাছে এসে পৌঁছলেন। সমাধিটা ছিল একটা গুহা, আর তার মুখে একখানা পাথর দেওয়া ছিল।

যিশু বললেন, ‘পাথরখানা সরাও।’ মৃত লোকটির বোন মার্থা তাঁকে বললেন, ‘প্রভু, আজ তো চারদিন হল, এতক্ষণে দুর্গন্ধ হয়ে থাকবেই।’ যিশু তাঁকে বললেন, ‘আমি কি তোমাকে বলিনি যে, তুমি বিশ্বাস করলে তবে ঈশ্বরের গৌরব দেখতে পাবে?’ তাই তারা পাথরখানা সরিয়ে দিল। তখন যিশু ঊর্ধ্বের

দিকে চোখ তুলে বললেন, 'পিতা, আমার প্রার্থনা শুনেছ বলে আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি তো জানতাম, তুমি সর্বদাই আমার কথা শোন, কিন্তু এখানে যারা দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাদেরই জন্য কথাটা বললাম, তারা যেন বিশ্বাস করে যে, তুমিই আমাকে প্রেরণ করেছ।' একথা বলার পর তিনি জোর গলায় চিৎকার করে বললেন, 'লাজার, বেরিয়ে এসো!' মৃত লোকটি বেরিয়ে এলেন—তাঁর হাত-পা তখনও কাপড়ের ফালি দিয়ে বাঁধা ও তাঁর মুখ একটা রুমালে জড়ানো। যিশু তাদের বললেন, 'ওঁর বাঁধন খুলে দিয়ে ওঁকে যেতে দাও।'

যে ইহুদীরা মারীয়ার কাছে এসেছিল, এবং যিশু যা সাধন করেছিলেন তা দেখতে পেয়েছিল, তাদের অনেকেই তাঁর প্রতি বিশ্বাসী হয়ে উঠল।

❖ বিশপ সাধু পিতর খ্রিসোলগের উপদেশাবলি (উপদেশ ৬৩)

লাজারের মৃত্যু প্রয়োজন ছিল,

যেন সমাহিত লাজারের সঙ্গে

শিষ্যদের বিশ্বাসও পুনরুত্থান করে

পাতাল থেকে ফিরে আসা সেই লাজার আমাদের দিকে এগিয়ে আসছেন, নিজের পুনরুত্থানের দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে আমাদের শেখাবার জন্য কীভাবে মৃত্যুকে জয় করা যায়। এ ঘটনা তন্ন তন্ন করে ব্যাখ্যা করার আগে, এসো, বাহ্যিক দিক থেকেই তাঁর পুনরুত্থান লক্ষ করি; স্বীকার করি, এটিই সবচেয়ে আশ্চর্যজনক অলৌকিক কাজ, ক্ষমতার সর্বোচ্চ প্রকাশ, মহত্তম অপরূপ চিহ্নকর্মগুলির মধ্যে অন্যতম।

যখন প্রভু সমাজগৃহের প্রধান সেই যাইরুসের কন্যাকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন, তখন পাতালের সীমা অতিক্রম না করেই কন্যাকে এমনি জীবন ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। নাইমের মাতার সেই একমাত্র সন্তানকেও পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন; সেসময় তিনি লাশ সমাধি দেওয়ার আগেই শবযান থামিয়েছিলেন, যাতে করে ক্ষয়প্রাপ্তির আরম্ভ না হয়: মৃত্যু যেন মৃত মানুষের উপর পুরা অধিকার দাবি না করতে পারে, সেজন্য তিনি, মৃত্যু মৃত মানুষকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করার আগেই, মৃত মানুষকে জীবন ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

পক্ষান্তরে তিনি লাজারের বেলায় যা সাধন করলেন সম্পূর্ণরূপে আলাদা, কেননা তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থান উপরোল্লিখিত দৃষ্টান্তের সঙ্গে কোন দিকেই সম্পর্কযুক্ত নয়।

লাজারে মৃত্যু পূর্ণ শক্তিতে ক্রিয়াশীল হয়েছিল; আর তাঁর পুনরুত্থান যে কীভাবে ঘটেছে, তা প্রভুর পুনরুত্থানের প্রায় পূর্বঘটনাই যেন; তবু পার্থক্য রয়েছে আর তা এরূপ: খ্রিষ্ট তিন দিন পরে প্রভুরূপেই পুনরুত্থান করলেন, পক্ষান্তরে লাজারকে চারদিন পরে দাসরূপেই পুনরুজ্জীবিত করা হয়। একথার প্রমাণ স্বরূপ, এসো, সুসমাচারের বর্ণনার অন্য দিক বিশ্লেষণ করি।

তাঁর বোনেরা তাঁকে বলে পাঠালেন: প্রভু, দেখ, তোমার বন্ধু অসুস্থ (যোহন ১১:৩)। তা বলে তাঁরা প্রেম জাগিয়ে দেন, ভালবাসার কথা উল্লেখ করেন, আসক্তি আহ্বান করেন, প্রয়োজনীয়তা দেখিয়ে বন্ধুত্ব উদ্দীপ্ত করতে চেষ্টা করেন। সেই খ্রিষ্ট কিন্তু, যাঁর কাছে অসুস্থতা দূর করার চেয়ে মৃত্যুকে জয় করাই গুরুতর ব্যাপার, ও বন্ধুকে সুস্থ করে তোলায় নয়, বরং মৃত্যু থেকে জীবনে ফিরিয়ে আনায়ই যাঁর ভালবাসা প্রকাশিত, সেই খ্রিষ্ট রোগের কোন প্রতিকার না দিয়ে বরং সঙ্গে সঙ্গে পুনরুত্থানের গৌরব তাঁর জন্য প্রস্তুত করেন।

এমনকি, *যখন শুনলেন, লাজার অসুস্থ, তখন তিনি যেখানে ছিলেন, সেখানে আরও দু'দিন থেকে গেলেন* (যোহন ১১:৬)। তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ, কেমন করে তিনি মৃত্যুকে কাজ করার সময় ও সমাধিকে ক্রিয়াশীল হবার সুযোগ দেন? মৃতদেহের দুর্গন্ধ ও পচনও রোধ না করে তিনি ক্ষয়শক্তির অধিকার অক্ষুণ্ন রাখেন; তিনি হতে দেন, পাতাল সেই দেহ জয় করুক, দখল করুক, নিজ আয়ত্তে রাখুক; এক কথায়, তিনি এমনটি ঘটান, যেন মানব আশা সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ হয় ও পার্থিব নিরাশা অবাধেই প্রকাশিত হয়, তিনি যা করতে উদ্যত হচ্ছেন, তা যেন মানবীয় নয়, ঐশ্বরিকই এক চিহ্নকর্ম হতে পারে।

তিনি সেই মৃত্যুর অপেক্ষায় যেখানে ছিলেন, সেখানে সেই পর্যন্ত বসে থাকেন, যে পর্যন্ত তিনি নিজেই লাজারের মৃত্যুর সংবাদ না দিতে পারেন ও সেইসঙ্গে ঘোষণা করতে পারেন, তিনি তাঁর কাছে যাবেন। তিনি বললেন, *লাজার মারা গেছে, আর আমি আনন্দিত* (যোহন ১১:১৪)। এ কি ভালবাসার প্রমাণ? খ্রিষ্ট কিন্তু *তোমাদের জন্যই* আনন্দিত ছিলেন; *তোমাদের জন্যই* কেন? কারণ লাজারের মৃত্যু ও পুনরুত্থান প্রভুরই মৃত্যু ও পুনরুত্থানের সঠিক পূর্বচ্ছবি ছিল; এবং যা কিছু প্রভুর বেলায় ঘটতে যাচ্ছিল,

তার পূর্বঘটনা লাজারেই প্রকাশ পাচ্ছিল। সুতরাং লাজারের মৃত্যু প্রয়োজনই ছিল, যাতে সমাহিত লাজারের সঙ্গে শিষ্যদের বিশ্বাসও পুনরুত্থান করে।

খ বর্ষ - যোহন ১২:২০-৩৩

পাস্কাপর্ব উপলক্ষে উপাসনা করার জন্য যারা এসেছিল, তাদের মধ্যে কয়েকজন গ্রীক ছিল। তারা ফিলিপের কাছে এল—তিনি গালিলেয়ার বেথ্‌সাইদার মানুষ ছিলেন—এবং তাঁর কাছে এই অনুরোধ রাখল, 'মহাশয়, আমরা যিশুকে দেখতে ইচ্ছা করি।' ফিলিপ গিয়ে আন্দ্রিয়কে বললেন, এবং আন্দ্রিয় ও ফিলিপ যিশুর কাছে এসে কথাটা জানালেন। যিশু তাঁদের উত্তর দিলেন, 'মানবপুত্রের গৌরবান্বিত হওয়ার ক্ষণ উপস্থিত হয়েছে। আমি তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি, গমের দানা যদি মাটিতে পড়ে মরে না যায়, তবে তা মাত্র একটাই হয়ে থাকে; কিন্তু যদি মরে যায়, তবে বহু ফল উৎপন্ন করে। নিজের প্রাণকে যে ভালবাসে, সে তা হারিয়ে ফেলে, আর এই জগতে নিজের প্রাণকে যে ঘৃণা করে, সে অনন্ত জীবনের উদ্দেশে তা রক্ষা করবে। কেউ যদি আমার সেবা করে, সে আমার অনুসরণ করুক, যেখানে আমি আছি, আমার সেবকও সেখানে থাকবে। কেউ যদি আমার সেবা করে, তবে আমার পিতা তাকে সম্মানিত করবেন।

এখন আমার প্রাণ কম্পিত; তবে কী বলব? পিতা, এই আসন্ন ক্ষণ থেকে আমাকে ত্রাণ কর? কিন্তু এর জন্যই আমি এই ক্ষণ পর্যন্ত এসেছি! পিতা, তোমার আপন নাম গৌরবান্বিত কর।' তখন স্বর্গ থেকে এক কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল, 'তা গৌরবান্বিত করেছি, আবার তা গৌরবান্বিত করব।' সেখানে উপস্থিত লোকেরা তা শুনতে পেয়ে বলল, 'এ একটা বজ্রধ্বনি।' অন্যেরা বলল, 'এক স্বর্গদূত তাঁর সঙ্গে কথা বললেন।' যিশু উত্তরে বললেন, 'এই কণ্ঠস্বর আমার জন্য নয়, তোমাদেরই জন্য ধ্বনিত হল। এখন এই জগতের বিচার উপস্থিত, এখন এই জগতের অধিপতিকে বের করে দেওয়া হচ্ছে। আর আমাকে যখন ভূলোক থেকে উত্তোলন করা হবে, তখন সকলকে নিজের কাছে আকর্ষণ করব।' তিনি যে কী ধরনের মৃত্যুতে মারা যাবেন, এই কথায় তার ইঙ্গিত দিলেন।

খ্রিষ্ট আমাদের মধ্যে গমের এক শিষের মত উৎপন্ন হলেন : মৃত্যু বরণ করে তিনি প্রচুর ফসলে ফলশালী

খ্রিষ্ট হলেন এ গমের প্রথমফসল—তিনি যে তখন একাই অভিশাপ থেকে রেহাই পেলেন, ঠিক যখন আমাদের জন্য অভিশাপস্বরূপ হতে চাইলেন। এমনকি, মৃতদের মধ্যে মুক্ত হয়ে জীবনে ফিরে আসায় তিনি ক্ষয়শক্তিও জয় করলেন। কেননা তিনি মৃত্যুকে নিঃশেষে পরাভূত করেই পুনরুত্থান করলেন; এমনকি, অক্ষয়শীলতায় নবায়িত মানবস্বরূপের প্রথমফসল স্বরূপ নিবেদিত দানরূপে তিনি পিতার কাছে আরোহণ করলেন। *আসলে খ্রিষ্ট মানুষের হাতে গড়া পবিত্রধামে প্রবেশ করেননি—এ তো প্রকৃত পবিত্রধামের প্রতিরূপমাত্র!—তিনি তো স্বর্গধামেই প্রবেশ করেছেন, যেন এখন আমাদের সপক্ষে ঈশ্বরের সম্মুখে দাঁড়াতে পারেন* (হিব্রু ৯:২৪)। তিনিই যে স্বর্গ থেকে নেমে আসা জীবন-রুটি, তিনি যে পিতা ঈশ্বরের কাছে সুরভিত বলিরূপে নিজেকে উৎসর্গ করায় মানুষকে তার অপরাধ থেকে মুক্ত করেন ও তার পাপ ক্ষমা করেন, তুমি এ সমস্ত কথা ভালই বুঝতে পারবে যদি মনশ্চক্ষুতে তাঁকে জনগণের জন্য সেই বলীকৃত বৃষ বা উৎসর্গীকৃত ছাগ রূপেই দর্শন করতে পার। কেননা খ্রিষ্ট জগতের পাপ মোচনের উদ্দেশ্যে আমাদের জন্য আপন প্রাণ উৎসর্গ করলেন। সুতরাং আমরা যেমন রুটিতে খ্রিষ্টকে জীবন ও জীবনদাতা রূপে, বৃষে তাঁকে পিতা ঈশ্বরের কাছে সুরভিত নৈবেদ্যরূপেই যেন পুনরুৎসর্গীকৃত বলিরূপে, ও ছাগের প্রতীকাকারে তাঁকে আমাদের জন্য পাপরূপে ও পাপার্থে বলিরূপে দর্শন করি, তেমনি তাঁকে গমের শিষ রূপেও দর্শন করতে পারি। একথা কেমন করে সত্য, তা কিছুক্ষণের মধ্যে বুঝিয়ে দেব।

মানবজাতিকে মাঠে গমের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে: মাটি থেকে উদ্ভূত হয়ে উপযুক্ত বৃদ্ধি লাভ করতে করতেই তা মৃত্যু দ্বারা কেড়ে নেওয়া হয়। তেমন কথা খ্রিষ্ট শিষ্যদের বলেছিলেন, *তোমরা কি একথা বল না যে, আর চার মাস বাকি, তারপর ফসল হবে? দেখ, আমি তোমাদের একটা কথা বলি: চোখ তুলে তোমরা মাঠের দিকে চেয়ে দেখ, ফসল কেমন সোনালী হয়ে কাটার অপেক্ষায় আছে; এর মধ্যে ফসলকাটিয়ে মজুরি পাচ্ছে, ও অনন্ত জীবনের উদ্দেশে ফসল সংগ্রহ করে যাচ্ছে* (যোহন ৪:৩৫-৩৬)।

সুতরাং যারা পৃথিবীতে জীবনযাপন করে, যুক্তিসঙ্গত ভাবে খেতের ফসলের সঙ্গে তাদের তুলনা করা যায়। কুমারী থেকে জন্ম গ্রহণ করে খ্রিষ্ট আমাদের মাঝে গমের এক শিষের মত উৎপন্ন হলেন। এমনকি তিনি নিজেই নিজেকে গমের দানা বলেন: *আমি তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি, গমের দানা যদি মাটিতে পড়ে মরে না যায়, তবে তা মাত্র একটাই হয়ে থাকে; কিন্তু যদি মরে যায়, তবে বহু ফল উৎপন্ন করে* (যোহন ১২:২৪)। এজন্য তিনি পিতার সামনে শপথ স্বরূপ হলেন, বা আমাদের জন্য উৎসর্গীকৃত ও বলীকৃত এমন কিছু যা পৃথিবীর প্রথমফসল সেই গমের শিষেরই সদৃশ। একটামাত্র শিষ ঠিকই, কিন্তু একক নয় বরং আমাদের সকলেরই সঙ্গে যুক্ত, যারা বহু শিষ নিয়ে গঠিত আঁটি রূপে একটামাত্র রাশি।

এ দৃষ্টান্ত আমাদের আত্মার মঙ্গল ও অগ্রগতির জন্য উপযুক্ত; রহস্যের প্রতীকও স্পষ্ট করে তোলে। কেননা খ্রিষ্টযিশু মাত্র একজন ঠিকই, কিন্তু যেহেতু আশ্চর্যময় আত্মিক ঐক্যে নিজের মধ্যে সকল বিশ্বাসীকে সংগ্রহ করেন, সেজন্য শিষের সুসংবদ্ধ আঁটি বলে পরিগণিত হতে পারেন, আর তিনি আসলে তাই। তা না হলে, কেন সাধু পল লিখবেন, *তিনি তাঁর নিজের সঙ্গে আমাদের পুনরুত্থিতও করেছেন ও স্বর্গধামে আমাদের আসন দিয়েছেন?* (এফে ২:৬)। তিনি আমাদের একজন হওয়ায় আমরা তাঁর সঙ্গে সহদেহী হয়েছি ও তাঁর মাংসের মধ্য দিয়ে তাঁর সঙ্গে একতা লাভ করেছি। এজন্য অন্য স্থানে তিনি নিজেই পিতা ঈশ্বরের কাছে একথা বলেন, *পিতা, তুমি যেমন আমাতে আছ আর আমি তোমাতে আছি, তেমনি তারাও যেন আমাদের মধ্যে এক হয়* (যোহন ১৭:২১)।

গ বর্ষ - যোহন ৮:১-১১

> সেসময় যিশু জৈতুন পর্বতে গেলেন। ভোরবেলায় তিনি আবার মন্দিরে এসে উপস্থিত হলেন, আর সমস্ত জনগণ তাঁর কাছে আসতে লাগল; তিনি সেখানে আসন নিয়ে তাঁদের উপদেশ দিতেন। শাস্ত্রীরা ও ফরিশীরা একজন স্ত্রীলোককে তাঁর কাছে নিয়ে এলেন, যাকে ব্যভিচারের ব্যাপারে ধরা হয়েছিল। তাকে মাঝখানে দাঁড় করিয়ে তাঁরা তাঁকে বললেন, ‘গুরু, এই স্ত্রীলোকটি ব্যভিচার

করার সময়ে ধরা পড়েছে; এবং বিধানে মোশি আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, এই ধরনের মেয়েদের পাথর ছুড়ে মারা হবে। তবে আপনি কী বলেন?' তাঁকে যাচাই করার জন্যই তো তাঁরা একথা বলেছিলেন, যেন তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনার মত কোন একটা সূত্র পেতে পারেন। কিন্তু যিশু নিচু হয়ে মাটিতে আঙুল দিয়ে লিখতে লাগলেন। আর যেহেতু তাঁরা কথাটা বারবার জিজ্ঞাসা করছিলেন, সেজন্য তিনি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তাঁদের বললেন, 'আপনাদের মধ্যে যিনি নিষ্পাপ, তিনি-ই প্রথমে একে পাথর ছুড়ে মারুন।' আবার নিচু হয়ে তিনি আঙুল দিয়ে মাটিতে লিখতে লাগলেন। তাঁর একথা শুনে তাঁরা বৃদ্ধ থেকে শুরু করে শেষজন পর্যন্ত একে একে চলে গেলেন। তখন মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটির সঙ্গে কেবল যিশু একা রইলেন। যিশু মাথা তুলে তাকে বললেন, 'নারী, ওঁরা কোথায়? কেউ কি তোমাকে দণ্ডিত করেনি?' সে বলল, 'না, প্রভু, কেউ করেনি।' আর যিশু বললেন, 'আমিও তোমাকে দণ্ডিত করব না। এবার যাও; এখন থেকে আর পাপ করো না।'

❖ বিশপ সাধু আম্ব্রোজের পত্রাবলি (পত্র ২৬:১১-২০)

ঈশ্বরের রহস্যগুলি ও খ্রিস্টের কৃপা দর্শন কর

শাস্ত্রীরা ও ফরিশীরা ষড়যন্ত্র করতে গিয়ে প্রভু যিশুর সামনে একটি ব্যভিচারিণী স্ত্রীলোককে উপস্থিত করেছিল: তিনি তাকে ক্ষমা করলে তবে মনে হত, তিনি বিধান তুচ্ছ করতেন; তাকে দণ্ডিত করলে, তবে আপন উদ্দেশ্যের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতেন, কেননা তিনি নাকি সকলের পাপ মোচন করতেই এসেছিলেন। এজন্য তারা তাকে তাঁর সামনে দাঁড় করিয়ে বলল: *গুরু, এই স্ত্রীলোকটি ব্যভিচার করার সময়ে ধরা পড়েছে; এবং বিধানে মোশি আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, এই ধরনের মেয়েদের পাথর ছুড়ে মারা হবে। তবে আপনি কী বলেন?* (যোহন ৮:৪)।

তারা একথা বলছে, এমন সময় যিশু আনত হয়ে আঙুল দিয়ে মাটিতে লিখতে লাগলেন। আর যেহেতু তারা তাঁর উত্তরের অপেক্ষায় ছিল, সেজন্য তিনি মাথা তুলে বললেন: *আপনাদের মধ্যে যিনি নিষ্পাপ, তিনি-ই প্রথমে একে পাথর ছুড়ে মারুন* (যোহন ৮:৭)। যে নিষ্পাপ, সে-ই মাত্র পাপের শাস্তি দেবে, এ উক্তির চেয়ে দিব্য উক্তি কি থাকতে পারে? তুমি কি করে সহ্য করতে পারতে, যে নিজের পাপের পক্ষসমর্থন

করে, সেই পরের পাপের শাস্তি দেবে? যে পরের বেলায় তা দণ্ডিত করে যা সে নিজেও করে, সে কি নিজে থেকে নিজেকে দণ্ডিত করে না?

যিশু একথা বলতে বলতে মাটিতে লিখছিলেন। কী লিখছিলেন? হয় তো একথা: *তোমার ভাইয়ের চোখে যে কুটোটুকু রয়েছে, তুমি তো তা লক্ষ কর, কিন্তু তোমার নিজের চোখে যে কড়িকাঠ রয়েছে, তা তুমি দেখ না* (মথি ৭:৩)। তিনি মাটিতে সেই আঙুল দিয়ে লিখছিলেন যা দিয়ে বিধান লিখেছিলেন: পাপীরা *ধুলায় লিপিবদ্ধ হবে* (যেরে ৭:১৩), ধার্মিকেরা স্বর্গে, যেমন তিনি শিষ্যদের বলেছিলেন: *আনন্দ কর, কারণ তোমাদের নাম স্বর্গে লেখা আছে* (লুক ১০:২০)।

একথা শুনে তারা বৃদ্ধ থেকে শুরু করে শেষজন পর্যন্ত একে একে ভাবতে ভাবতে চলে গেল। যিশু একা রইলেন, আর সেই স্ত্রীলোক, ওখানে মাঝখানে। যুক্তিসঙ্গত ভাবেই তো লেখা আছে, যারা খ্রিষ্টের সঙ্গে থাকতে পারল না, তারা বাইরে চলে গেল, কেননা বাইরে বাহ্যিক অক্ষর, কিন্তু ভিতরে রহস্যটি রয়েছে। ধর্মময়তার সূর্য দেখতে অক্ষম হয়ে যারা বিধানের ছায়ায় বাস করত, তারা পবিত্র শাস্ত্রে এমন কিছুর পিছনে যেত যা ফলের চেয়ে গাছের পাতারই সঙ্গে তুলনীয়।

পরিশেষে তারা চলে গেলে যিশু একা রইলেন, আর সেই স্ত্রীলোক, ওখানে মাঝখানে। যিশু পাপ ক্ষমা করার জন্য একা রইলেন, যেমনটি বলেছিলেন, *দেখ, সেই ক্ষণ আসছে, এমনকি তা এসেই গেছে, যখন তোমরা প্রত্যেকে যে যার পথে ছড়িয়ে পড়বে আর আমাকে একাই রেখে যাবে* (যোহন ১৬:৩২): কোন মধ্যস্থ, বা কোন স্বর্গদূত আসেননি, প্রভু নিজেই আপন জনগণের পরিত্রাণ সাধন করেন। তিনি একা রইলেন, কেননা কোন মানুষই পাপ ক্ষমা করার অধিকারে খ্রিষ্টের সঙ্গে সম-অধিকারী হতে পারে না। তেমন অধিকার কেবল খ্রিষ্টেরই যিনি জগতের পাপ হরণ করলেন। আর সেই স্ত্রীলোকটি ক্ষমা পেল, যে স্ত্রীলোক ইহুদীরা চলে যেতে যিশুর সঙ্গে একা রইলেন।

মাথা তুলে যিশু স্ত্রীলোকটিকে বললেন: *ওঁরা কোথায়? কেউ কি তোমাকে দণ্ডিত করেনি? সে বলল, না, প্রভু, কেউ করেনি। আর যিশু বললেন, আমিও তোমাকে দণ্ডিত করব না। এবার যাও; এখন থেকে আর পাপ করো না* (যোহন ৮:১০-১১)।

ঐশরহস্যগুলি ও খ্রিস্টের দয়া লক্ষ কর। স্ত্রীলোকটি অভিযুক্ত হলে খ্রিস্ট মাথা আনত করেন, তখনই মাথা তোলেন যখন অভিযোক্তা মিলিয়ে যায়। কেননা তিনি কাউকে দণ্ডিত করতে চান না, তিনি বরং সকলকে ক্ষমাই করতে ইচ্ছা করেন। তবে, *এবার যাও, এখন থেকে আর পাপ করো না* এর অর্থ কী? অর্থ এ: যেহেতু খ্রিস্ট তোমার মুক্তি সাধন করলেন, সেজন্য দণ্ড যা মোচন করতে অক্ষম কিন্তু কেবল বোঝাতেই সক্ষম, অনুগ্রহই তার সংস্কার করুক।

প্রভুর যন্ত্রণাভোগ তালপত্র রবিবার

ক বর্ষ - মথি ২১:১-১১

যেরুশালেমের কাছাকাছি এসে তাঁরা যখন জৈতুন পর্বতে বেথ্‌ফাগে গ্রামে এসে পৌঁছলেন, তখন যিশু দু'জন শিষ্যকে আগে পাঠিয়ে দিলেন; তাঁদের বললেন, 'তোমরা সামনের ওই গ্রামে যাও; গিয়ে দেখতে পাবে, একটা গাধা বাঁধা আছে, ও তার সঙ্গে তার বাচ্চা; বাঁধন খুলে ওগুলো আমার কাছে আন। আর যদি কেউ তোমাদের কিছু বলে, তোমরা বলবে, প্রভুর এগুলোর দরকার আছে; কিন্তু শীঘ্রই এগুলো ফিরিয়ে পাঠাবেন।' তেমনটি ঘটল যেন নবীর মধ্য দিয়ে উচ্চারিত এই বচন পূর্ণ হয়:

তোমরা সিয়োন-কন্যাকে বল,
দেখ, তোমার রাজা তোমার কাছে আসছেন;
তিনি কোমল, ও একটা গাধার পিঠে আসীন,
ভারবাহী একটা পশুর বাচ্চারই পিঠে।

তাই ওই শিষ্যেরা গিয়ে যিশুর নির্দেশমত কাজ করলেন, আর গাধাকে ও বাচ্চাটাকে এনে তাদের পিঠের উপরে নিজেদের চাদর পেতে দিলেন, আর তিনি সেগুলোর উপরে গিয়ে আসন নিলেন। তখন ভিড়ের মধ্যে অধিকাংশ লোক নিজ নিজ চাদর পথে পেতে দিল, ও অন্যান্য লোক গাছের নানা ডাল কেটে পথে ছড়িয়ে দিল। ভিড়ের যে সকল লোক তাঁর আগে আগে চলছিল ও যারা পিছু পিছু আসছিল, তারা চিৎকার করে বলছিল:

'দাউদসন্তানের হোশান্না;
যিনি প্রভুর নামে আসছেন, তিনি ধন্য;
ঊর্ধ্বলোকে হোশান্না!'

আর তিনি যেরুশালেমে প্রবেশ করলে গোটা শহরটা টলমল হয়ে উঠল; সকলে বলতে লাগল, 'ইনি কে?' আর লোকেরা বলছিল, 'ইনি গালিলেয়ার নাজারেথের সেই নবী যিশু।'

❖ ক্রীটের বিশপ সাধু আন্দ্রিয়ের উপদেশাবলি (তালপত্র, উপদেশ ৯)

যিনি প্রভুর নামে আসছেন, যিনি ইস্রায়েলের রাজা, তিনি ধন্য

এসো, আমরা সবাই মিলে জৈতুন পর্বতে গিয়ে উঠি; এসো, সেই খ্রিষ্টকে বরণ করতে ছুটে যাই, যিনি আজ বেথানিয়া থেকে ফিরে এসে আমাদের পরিত্রাণ-রহস্যের সিদ্ধি সাধন করতে পূজনীয় ও ধন্য যন্ত্রণাভোগের দিকে স্বেচ্ছায় এগিয়ে যাচ্ছেন।

তিনিই স্বেচ্ছায় যেরুশালেমের দিকে পথ চলছেন, যিনি আমাদের জন্য স্বর্গ থেকে নেমে এলেন যাতে দুর্বলতায় শায়িত এ আমাদের তাঁর নিজের সঙ্গে *সমস্ত আধিপত্য, কর্তৃত্ব, পরাক্রম, প্রভুত্ব ও উল্লেখযোগ্য যত নামের ঊর্ধ্বে* (এফে ১:১২) উন্নীত করতে পারেন।

তিনি এলেন বটে, কিন্তু গৌরব দখল করতে নয়, ধুমধাম ও আড়ম্বরের মধ্যেও নয়। লেখা আছে: *তিনি জোরে কথা বলবেন না, চিৎকার করবেন না, রাস্তা-ঘাটে তাঁর কণ্ঠস্বর শোনা যাবে না* (মথি ১২:১৯); তিনি বরং হবেন কোমল ও নম্র, তাঁর পোশাক হবে নগণ্য, তাঁর অবস্থা দীনহীন।

যিনি যন্ত্রণাভোগের দিকে দ্রুত পদে এগিয়ে যাচ্ছেন, এসো, আমরাও তাঁর সঙ্গে ছুটে যাই; এসো, তাদেরই অনুকরণ করি যারা সেসময় তাঁকে বরণ করতে বেরিয়ে পড়েছিল। তবু জলপাইগাছ ও খেজুরগাছের পাতা বা গালিচা ও এধরনের জিনিস তাঁর পায়ের সামনে বিছিয়ে দিতে নয়, বরং যথাসাধ্য বিনম্র অন্তরে, সরল মনে ও ভক্তিপূর্ণ প্রাণে নিজেদেরই প্রণত করতে বেরিয়ে পড়ি, যেন আগমনকারী বাণীকে গ্রহণ করতে পারি, ও নিজেদের অন্তরে সেই ঈশ্বর স্থান পেতে পারেন যাঁকে কোন স্থান ধারণ করতে অক্ষম। যিনি কোমল, আমাদের কাছে নিজেকে কোমল দেখাতে তিনি আনন্দিত; তিনি ঠিক যেন আমাদের নিম্নদশার *শেষপ্রান্তে ওঠেন,* যেন এসে আমাদের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারেন ও আমাদের সঙ্গে তেমন আত্মীয়তা গুণে তাঁর নিজের কাছে আমাদের উন্নীত ও পুনর্চালিত করতে পারেন।

আর যদিও লেখা আছে যে আমাদের ভাবী অবস্থার প্রথমফসল ও পূর্বাস্বাদনের উদ্দেশ্যে তিনি এখন *পূর্বাচলে স্বর্গের স্বর্গের ঊর্ধ্বে উঠলেন* (সাম ৬৮:৩৪)—এতেই

তাঁর আপন গৌরব ও ঈশ্বরত্বের প্রমাণ—তবু মানবস্বরূপের প্রতি তাঁর প্রবণতার জোরে তিনি এ মানবজাতিকে ফেলে রাখবেন না যতক্ষণ না তিনি পৃথিবীর নিম্নস্থল থেকে মানবস্বরূপকে গৌরব থেকে উচ্চতর গৌরবে উন্নীত করে নিজের সঙ্গে জ্যোতির্ময় করে তোলেন।

তাই এসো, খ্রিষ্টের সামনে নিজেদেরই পেতে দিই—কোন কাপড় নয়, সেই মরা পাতা ও সেই তেজময় শাখাও নয়, যেগুলো ক্ষণিকের মত চোখ বিনোদিত ক'রে প্রাণশক্তি নিঃশেষ হলে তেজও হারিয়ে ফেলে। বরং এসো, নিজেদেরই পেতে দিই তাঁরই অনুগ্রহকে, এমনকি তাঁকে নিজেকেই সম্পূর্ণরূপে পরিধান ক'রে, কেননা *তোমাদের যাদের খ্রিষ্টের উদ্দেশে বাপ্তিস্ম হয়েছে, তোমরা স্বয়ং খ্রিষ্টকেই পরিধান করেছ* (গা ৩:২৭)। তাই এসো, পাতা-কাপড়ের মত তাঁর পায়ে নিজেদেরই পেতে দিই।

পাপের কারণে আমরা যারা আগে রক্তলাল ছিলাম ও পরবর্তীতে পরিত্রাণদায়ী বাপ্তিস্মে ধৌত হয়ে পশমের মত শুভ্র হয়ে উঠলাম, এসো, এই আমরা সেই মৃত্যুঞ্জয়কে খেজুরপাতা নয়, বরং জয়মালা নিবেদন করি। এসো, আধ্যাত্মিক প্রাণের পাতা ওড়াতে ওড়াতে আমরাও সেই ছেলেদের সঙ্গে প্রতিদিন সেই ধন্য বাণী ঘোষণা করি: *যিনি প্রভুর নামে আসছেন, যিনি ইস্রায়েলের রাজা, তিনি ধন্য* (যোহন ১২:১৩)।

খ বর্ষ - মার্ক ১১:১-১০

> যেরুশালেমের কাছাকাছি এসে তাঁরা যখন জৈতুন পর্বতে বেথ্‌ফাগে ও বেথানিয়া গ্রামে এসে পৌঁছলেন, তখন যিশু নিজের শিষ্যদের মধ্য থেকে দু'জনকে পাঠিয়ে দিলেন; তাঁদের বললেন, 'তোমরা সামনের ওই গ্রামে যাও; সেখানে প্রবেশ করামাত্র দেখতে পাবে, একটা গাধা বাঁধা আছে যার উপরে কোন মানুষ কখনও বসেনি; তার বাঁধন খুলে নিয়ে এসো। আর যদি কেউ তোমাদের বলে, তোমরা এ করছ কেন? তোমরা বলবে, প্রভুর এর দরকার আছে; কিন্তু শীঘ্রই এটাকে এখানে ফিরিয়ে পাঠাবেন।'
>
> তাঁরা গিয়ে দেখতে পেলেন, একটা গাধার বাচ্চা একটা দরজার কাছে, রাস্তার উপরেই, বাঁধা রয়েছে, তখন তার বাঁধন খুলতে লাগলেন। সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা লোকদের মধ্যে কেউ কেউ বলল, 'গাধার বাচ্চার বাঁধন খুলে কি করছ?' তখন

যিশু যেমন বলেছিলেন, তাঁরা তাদের সেইমত বললেন, আর তারা তাঁদের বাচ্চাটা নিয়ে যেতে দিল। পরে যিশুর কাছে গাধার বাচ্চাটাকে এনে তার পিঠের উপরে নিজেদের চাদর পেতে দিলেন, আর তিনি তার উপরে আসন নিলেন। তখন অনেকে নিজ নিজ চাদর পথে পেতে দিল, ও অন্যান্য লোক মাঠ থেকে ডালপালা কেটে পথে ছড়িয়ে দিল। যে সকল লোক আগে আগে চলছিল আর যারা পিছু পিছু আসছিল, তারা চিৎকার করে বলছিল: 'হোশান্না; যিনি প্রভুর নামে আসছেন, তিনি ধন্য; ধন্য আমাদের পিতা দাউদের আসন্ন রাজ্য; ঊর্ধ্বলোকে হোশান্না!'

❖ যোহন-রচিত সুসমাচারে বিশপ সাধু আগস্তিনের ব্যাখ্যা (৫১শ বিভাগ ২-৪)

যিনি পৃথিবীতে ইহুদীরাজ বলে অভিহিত হলেন

তিনি স্বর্গে দূতদের প্রভু

পর্ব উপলক্ষে যে বহু লোক এসেছিল, তারা যখন শুনল, যিশু যেরুশালেমের দিকে আসছেন, তখন খেজুরপাতা নিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে বেরিয়ে গেল। তারা চিৎকার করে বলছিল, হোশান্না; যিনি প্রভুর নামে আসছেন, যিনি ইস্রায়েলের রাজা, তিনি ধন্য (যোহন ১২:১২-১৩)।

জয়ের প্রতীক বলে খেজুরপাতা হল প্রশংসামূলক নৈবেদ্য: বস্তুত প্রভু আপন মৃত্যুতে মৃত্যুকে জয় করতে যাচ্ছিলেন; ক্রুশ-জয়চিহ্নে মৃত্যুর অধিপতির উপরে জয়লাভ করতে যাচ্ছিলেন। *যিনি প্রভুর নামে আসছেন,* অর্থাৎ যিনি পিতা ঈশ্বরের নামে আসছেন, *যিনি ইস্রায়েলের রাজা, তিনি ধন্য,*—যদিও 'প্রভুর নামে' বলতে 'তাঁর নিজের নামে'ও বোঝাতে পারে, কারণ তিনি নিজে প্রভু। তবু তাঁর বাণী শ্রেয়তর উপলব্ধির দিকে আমাদের মন চালিত করে: *আমি আমার পিতার নামে এসেছি, আর তোমরা আমাকে গ্রহণ কর না; নিজের নামে অন্য কেউ এলে, তোমরা তাকে গ্রহণ করতে* (যোহন ৫:৪৩)।

সুতরাং খ্রিষ্ট বিনম্রতার গুরু, কেননা তিনি *নিজেকে নমিত করলেন* ও *মৃত্যু পর্যন্ত, এমনকি ক্রুশ-মৃত্যু পর্যন্তই নিজেকে বাধ্য করলেন* (ফিলি ২:৮)। তিনি যখন আমাদের কাছে বিনম্রতা শেখান, তখন নিজের ঈশ্বরত্বকে হারান না বটে: ঈশ্বরত্বে তিনি পিতার

সমতুল্য, বিনম্রতায় আমাদের সদৃশ; পিতার সমতুল্য হওয়ায় তিনি আমাদের সৃষ্টি করলেন আমরা যেন জীবন পাই; আমাদের সদৃশ হওয়ায় আমাদের মুক্তিদান করলেন আমাদের যেন বিনাশ না হয়।

জনতা তাঁকে এভাবে বন্দনা করত, *হোশান্না! যিনি প্রভুর নামে আসছেন, যিনি ইস্রায়েলের রাজা, তিনি ধন্য* (যোহন ১২:১৩)। সেই বিপুল জনতা খ্রিষ্টকে আপন রাজা বলে ঘোষণা করতে দে'খে ইহুদী নেতাদের কী জ্বালা!

তবু প্রভুর পক্ষে ইস্রায়েলের রাজা হওয়ার অর্থ কী ছিল? সর্বযুগের রাজার পক্ষে মানুষের রাজা হওয়ায় মহান কী আছে? খ্রিষ্ট তো কর আদায় করার জন্য, এক সেনাদল যোগাড় করার জন্য, বা শত্রুদের বাহ্যিক ভাবে সংগ্রাম করার জন্য রাজা ছিলেন না। বরং আত্মাদের সুস্থির ও চিরকালের মত রক্ষা করার জন্য, ও যারা বিশ্বাস, আশা ও প্রেম করে, তাদের সকলকে স্বর্গে নিয়ে যাবার জন্যই রাজা। যিনি পিতার সমতুল্য ঈশ্বরপুত্র, যিনি নিজেই সেই বাণী যাঁর দ্বারা সবকিছু অস্তিত্ব পেল, তিনি যে ইস্রায়েলের রাজা হতে চাইলেন, তাঁর পক্ষে তা গৌরবোন্নয়ন নয়, বরং তাঁর প্রসন্নতার প্রমাণ; ক্ষমতা-বৃদ্ধি নয়, বরং দয়ারই চিহ্ন। কেননা পৃথিবীতে যাঁকে ইহুদীরাজ বলে অভিহিত করা হল, তিনি স্বর্গে দূতদের প্রভু।

যিশু একটা গাধার বাচ্চা খুঁজে পেয়ে তার পিঠে আসন নিলেন, যেমনটি লেখা আছে, সিয়োন-কন্যা, ভয় করো না: দেখ, তোমার রাজা আসছেন; তিনি গাধীর একটা বাচ্চার পিঠে আসীন (যোহন ১২:১৪-১৫)। এই যে সিয়োন-কন্যা যাকে উদ্দেশ্য করে এ দিব্য অনুপ্রাণিত বাণী উচ্চারিত, সে সেই মেষগুলির একটা মেষ যেগুলি পালকের কণ্ঠ শুনছিল; আবার সে সেই জনতা স্বরূপ, যে জনতা ভক্তিভরে জয়ধ্বনি তুলতে তুলতে আগমনকারী প্রভুর পিছে পিছে চলছিল। তাকেই নবী বলেন, *ভয় করো না;* তাঁকেই চিনে নাও যাঁর বন্দনা করছ; যখন তাঁকে যন্ত্রণাভোগ করতে দেখবে, তখন ভয় করো না, কেননা তখনই সেই রক্ত পাতিত হবে যার গুণে তোমার সমস্ত অপরাধ মুছে দেওয়া হবে ও তোমাকে জীবন দান করা হবে।

গ বর্ষ - লুক ১৯:২৮-৪০

সেসময় যিশু যেরুশালেমের দিকে এগিয়ে চললেন। যখন জৈতুন বলে পরিচিত পর্বতের পাশে, বেথ্‌ফাগে ও বেথানিয়ার কাছে, এসে পৌঁছলেন, তখন তিনি দু'জন শিষ্যকে পাঠিয়ে দিলেন; বললেন, 'তোমরা সামনের ওই গ্রামে যাও; সেখানে প্রবেশ করামাত্র দেখতে পাবে, একটা গাধার বাচ্চা বাঁধা আছে যার উপরে কোন মানুষ কখনও বসেনি; তার বাঁধন খুলে নিয়ে এসো। আর যদি কেউ তোমাদের জিজ্ঞাসা করে, তোমরা এর বাঁধন খুলছ কেন? তবে তোমরা একথা বলবে, প্রভুর এর দরকার আছে।'

তখন যাঁদের পাঠানো হল, তাঁরা গিয়ে, তিনি যেমন বলেছিলেন, তেমনই দেখতে পেলেন। যখন তাঁরা গাধার বাচ্চার বাঁধন খুলছিলেন, তখন মালিকেরা তাঁদের বলল, 'গাধার বাচ্চার বাঁধন খুলছ কেন?' তাঁরা বললেন, 'প্রভুর এর দরকার আছে।' পরে তাঁরা সেটাকে যিশুর কাছে এনে তার পিঠের উপরে নিজেদের চাদর পেতে দিয়ে তার উপরে যিশুকে বসালেন। আর তিনি রওনা হলে লোকেরা নিজ নিজ চাদর পথে পেতে দিতে লাগল। তিনি জৈতুন পর্বত থেকে নামার পথের কাছাকাছি এসে গেছেন, এমন সময়ে গোটা শিষ্যদল যে সকল পরাক্রম-কর্ম দেখেছিলেন, তার জন্য মনের আনন্দে জোর গলায় ঈশ্বরের প্রশংসা ক'রে বলতে লাগলেন,

'যিনি প্রভুর নামে আসছেন,
যিনি রাজা, তিনি ধন্য;
স্বর্গলোকে শান্তি! ঊর্ধ্বলোকে গৌরব!'

ভিড়ের মধ্য থেকে কয়েকজন ফরিশী তাঁকে বললেন, 'গুরু, আপনার শিষ্যদের ধমক দিন।' কিন্তু তিনি উত্তরে বললেন, 'আমি আপনাদের বলছি, এরা যদি চুপ করে থাকে, পাথরগুলোই চিৎকার করবে।'

❖ যোহন-রচিত সুসমাচারে বিশপ সাধু আগস্তিনের ব্যাখ্যা (৩৭শ বিভাগ ৯-১০)

সেই রক্ত যদি পাতিত না হত,
জগতের মুক্তি সাধিত হত না

তখনও তাঁর ক্ষণ আসেনি (যোহন ৭:৩০): এমন ক্ষণ নয়, যে ক্ষণে তিনি মরতে বাধ্য হবেন, বরং সেই ক্ষণ যে ক্ষণে তিনি প্রসন্ন হয়ে এ হতে দেবেন, মানুষ যেন তাঁকে হত্যা করে। তিনি তো ভাল করেই জানতেন তাঁর মৃত্যুর ক্ষণ; নিজের সম্বন্ধে সমস্ত ভাববাণীও জানতেন; এবার তিনি আপন যন্ত্রণাভোগ শুরু করার আগে সেই ভাববাণীর সিদ্ধি দেখতে চাচ্ছিলেন; যাতে ভাববাণীগুলো সিদ্ধ হলে পর তিনি এমনিই ভাগ্যের জোরে নয়, বরং নিরূপিত ক্রমন্বয় অনুসারেই আপন যন্ত্রণাভোগ শুরু করতে পারেন।

তোমরা শুনে নিজেরাই বিচার কর। ভাববাণীগুলোর মধ্যে একটায় লেখা আছে, *ওরা আমার খাদ্যে মাখিয়েছে বিষ, আমার তৃষ্ণায় পান করার মত আমাকে দিল সির্কা* (সাম ৬৯:২২)। তা কীভাবে সিদ্ধি লাভ করেছে, তা আমরা সুসমাচার থেকে জানি: ওরা আগে তাঁকে পিত্তি দিয়েছিল, তিনি মুখে স্পর্শ করে তা ত্যাগ করেছিলেন; তারপর শাস্ত্রের বাণী যেন সিদ্ধি লাভ করে তিনি ক্রুশে ঝুলতে ঝুলতে বললেন, *আমার পিপাসা পেয়েছে।* তখন ওরা সির্কায় ভিজিয়ে একটা স্পঞ্জ হিসোপ-ডাঁটায় বেঁধে তাঁর মুখের কাছে ধরল; সির্কা গ্রহণ করে তিনি বললেন, *সিদ্ধি হয়েছে।* তেমন বাণীর অর্থ কী? অর্থ এ, আমার যন্ত্রণাভোগের সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্ত ভাববাণী বাস্তব রূপ পেয়েছে, ফলত আমি এখানে আর কী করি? বস্তুতই তিনি *সিদ্ধি হয়েছে* (যোহন ১৯:২৮-৩০ দ্রঃ) ব'লে *মাথা নত করে আত্মা সঁপে দিলেন* (যোহন ১৯:৩০)।

যে দস্যুরা তাঁর সঙ্গে ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিল, তারাও কি তাদেরই দ্বারা নিরূপিত ক্ষণে প্রাণ ত্যাগ করল? নিজেদের যন্ত্রণা নিয়ন্ত্রণ করতে পারত না বিধায় তারা মাংসগত রশিতে আবদ্ধ ছিল; কিন্তু প্রভু যখন ইচ্ছা করলেন, তখনই কুমারী গর্ভে মাংস ধারণ করলেন; যখন ইচ্ছা করলেন, তখনই মানুষদের মাঝে এলেন; যতদিন ইচ্ছা করলেন, ততদিন ধরে তাদের মধ্যে বাস করলেন; যখন ইচ্ছা করলেন, তখনই মাংস ত্যাগ করলেন। তিনি প্রয়োজনে বাধ্য নয়, বরং তাঁর নিজের সিদ্ধান্ত-বলেই এ সমস্ত করলেন। সুতরাং তিনি এ ক্ষণেরও অপেক্ষায় ছিলেন—যে ক্ষণ ভাগ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়, বরং

এমন, যা তাঁর পক্ষে উপযুক্ত ও তাঁর দ্বারা নিরূপিত, যাতে আগে সেই সমস্ত ভাববাণী সিদ্ধি লাভ করে যেগুলো তাঁর যন্ত্রণাভোগের আগেই ঘটবার কথা। কেমন করে ভাগ্যের অধীন হবেন সেই ব্যক্তি যিনি একসময় বলেছিলেন, আমার প্রাণ দেবার অধিকার আছে, আবার তা ফিরিয়ে নেবারও অধিকার আছে; কেউই তা আমা থেকে কেড়ে নিচ্ছে না, আমি নিজে থেকেই তা দান করছি, আর তারপরে তা আবার ফিরিয়ে নেব (যোহন ১০:১৭-১৮ দ্রঃ)। তিনি তেমন অধিকার তখনই দেখালেন, যখন ইহুদীরা তাঁকে গ্রেপ্তার করতে চেষ্টা করল; সেসময় তিনি বললেন, *তোমরা কাকে খুঁজছ?* তারা উত্তর দিল, *নাজারেথের যিশুকে;* তিনি উত্তরে বললেন, *আমিই সে!* এ কণ্ঠ শোনামাত্র তারা *পিছিয়ে গিয়ে মাটিতে পড়ে গেল* (যোহন ১৯:৪-৬)। হয় তো কেউ বলবে: তাঁর যখন তেমন অধিকার ছিল, তবে যখন ইহুদীরা তাঁকে অপমান করে বলছিল *তুমি ঈশ্বরের পুত্র হলে ক্রুশ থেকে নেমে এসো* (মথি ২৭:৪০), তখন নিজ ক্ষমতার প্রমাণ দেবার জন্য তিনি কেনই বা নামেননি? কারণ তিনি ক্ষমতার প্রমাণ স্থগিত করছিলেন যাতে সহিষ্ণুতাই শেখাতে পারেন। আর আসলে তিনি যদি ওদের সেই কথায় উত্তেজিত হয়ে নেমে আসতেন, তাহলে আমরা মনে করতাম, তিনি সেই অপমানের জ্বালা সহ্য করতে পারেননি। এজন্য তিনি নেমে আসেননি, বরং সেই ক্রুশের গায়ে লেগে থাকলেন, যখন তিনি ইচ্ছা করবেন তখনই যেন তারা তাঁকে নামিয়ে দেয়।

যিনি সমাধি থেকে পুনরুত্থান করতে সক্ষম হলেন, ক্রুশ থেকে নামা তাঁর পক্ষে কি তত কঠিন ব্যাপার হত?

অতএব, আমরা যারা এ সমস্ত শিক্ষা পেয়েছি, এসো, একথা উপলব্ধি করি যে, আমাদের প্রভু যিশুখ্রিষ্টের ক্ষমতা যা সেসময় গুপ্ত ছিল, সেই বিচারেই প্রকাশিত হবে যা সম্বন্ধে লেখা রয়েছে: *আমাদের পরমেশ্বর প্রকাশ্যে আসবেন, তিনি নীরব থাকবেন না* (সাম ৫০:৩)। এর মানে কী? এর মানে হল এই যে, তিনি আগে নিশ্চুপ হয়ে থেকেছিলেন। কখন? যখন তিনি বিচারিত হলেন, তখন। কেন? যাতে পূর্ণতা লাভ করতে পারত নবীর এ বাণী: *তিনি মেষের মত জবাইখানায় চালিত হলেন, ও লোমকাটিয়ের সামনে মেষশাবক যেমন নীরব থাকে, তিনি তেমনি মুখ খুললেন না* (ইশা ৫৩:৭)। সুতরাং, তিনি ইচ্ছা না করলে যন্ত্রণাভোগ করতেন না; তিনি যন্ত্রণাভোগ না

করলে তাঁর রক্ত পাতিত হত না; কিন্তু তাঁর রক্ত পাতিত না হলে জগৎ মুক্তি লাভ করত না। অতএব এসো, তাঁর ঈশ্বরত্বের ক্ষমতা ও তাঁর দয়াপূর্ণ দীনতাকে ধন্যবাদ জানাই।

পাস্কাকাল

পাস্কা রবিবার

ক, খ, গ বর্ষ - যোহন ২০:১-৯

সপ্তাহের প্রথম দিন সকালের দিকে, অন্ধকার থাকতেই মাগ্দালার মারীয়া যিশুর সমাধিস্থানে এলেন। তিনি দেখতে পেলেন, সমাধিগুহা থেকে পাথরখানা সরানো হয়েছে। তাই তিনি দৌড়ে গেলেন শিমোন পিতর আর সেই অন্য শিষ্যের কাছে যাঁকে যিশু ভালবাসতেন। তাঁদের তিনি বললেন, ‘তারা প্রভুকে কবর থেকে নিয়ে গেছে, আর আমরা জানি না, তাঁকে কোথায় রেখেছে।’
তাই পিতর ও অন্য শিষ্যটি বেরিয়ে পড়ে সমাধিগুহার দিকে রওনা হলেন। দু’জনে একসঙ্গে দৌড়াতে লাগলেন, কিন্তু দ্বিতীয় শিষ্যটি পিতরের চেয়ে দ্রুত ছুটে তাঁকে ছাড়িয়ে গেলেন আর সমাধিগুহায় আগে পৌঁছলেন; নিচু হয়ে তিনি ভিতরের দিকে চেয়ে দেখলেন, ক্ষোম-কাপড়ের সেই ফালিগুলো সেখানে পড়ে রয়েছে, তবুও তিনি ভিতরে ঢুকলেন না। তাঁর পিছু পিছু শিমোন পিতরও তখন

সেখানে এসে উপস্থিত হলেন, এবং সমাধিগুহার মধ্যে প্রবেশ করে দেখলেন, ফালিগুলো পড়ে রয়েছে, আর যে রুমালটা যিশুর মাথার উপর ছিল, সেটা ফালিগুলির সঙ্গে নয়, আলাদা ভাবে অন্য এক স্থানে রয়েছে, গোটানো অবস্থায়। তখন যে অন্য শিষ্যটি সমাধিগুহায় প্রথম এসেছিলেন, তিনিও ভিতরে গেলেন: তিনি দেখলেন ও বিশ্বাস করলেন। কেননা মৃতদের মধ্য থেকে তাঁকে যে পুনরুত্থান করতে হবে, শাস্ত্রের এই বচনটি তাঁরা তখনও জানতেন না। পরে শিষ্যেরা ঘরে ফিরে গেলেন।

❖ যোহন-রচিত সুসমাচারে বিশপ সাধু আগস্তিনের ব্যাখ্যা (১২০শ বিভাগ ৬-৯; ১২১:১)

তিনি প্রথম গিয়ে পৌঁছলেন,

কিন্তু পরেই ঢুকলেন

শনিবারের পরবর্তী দিন হল সেই দিন যা প্রভুর পুনরুত্থানের স্মরণে খ্রিষ্টিয়ানরা প্রভুর দিন বলে, যে দিনটি সুসমাচার-রচয়িতাদের মধ্যে মথি একাই সপ্তাহের প্রথম দিন বললেন (মথি ২৮:১ দ্রঃ)। মাগ্দালার মারীয়া *দৌড়ে গেলেন শিমোন পিতর আর সেই অন্য শিষ্যের কাছে যাঁকে যিশু ভালবাসতেন। তাঁদের তিনি বললেন, তারা প্রভুকে কবর থেকে নিয়ে গেছে, আর আমরা জানি না, তাঁকে কোথায় রেখেছে* (যোহন ২০:২)। কয়েকটা পাণ্ডুলিপিতে, গ্রীক পাণ্ডুলিপিতেও, লেখা আছে: তারা ‘আমার’ প্রভুকে তুলে নিয়ে গেল। ব্যাপারটা অর্থহীন নয়, কেননা মাগ্দালার মারীয়ার অনুরাগ ও ভক্তি আরও স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে।

তাই পিতর ও অন্য শিষ্যটি বেরিয়ে পড়ে সমাধিগুহার দিকে রওনা হলেন। দু’জনে একসঙ্গে দৌড়াতে লাগলেন, কিন্তু দ্বিতীয় শিষ্যটি পিতরের চেয়ে দ্রুত ছুটে তাঁকে ছাড়িয়ে গেলেন আর সমাধিগুহায় আগে পৌঁছলেন (যোহন ২০:৩-৪)। এ সংক্ষিপ্ত বর্ণনা বিশেষভাবে লক্ষণীয়, আবার লক্ষণীয় বিষয় হল কেমন করে রচয়িতা একটা বিশেষ কথা, যা বাদ পড়ে গেছিল, তা এখানে যোগ দিলেন তা যেন পরপরেই ঘটে। বস্তুত তিনি আগে বলেছিলেন, *তাঁরা সমাধিগুহার দিকে রওনা হলেন,* তারপর তিনি সঠিক বর্ণনায় বলেন তাঁরা কীভাবেই সমাধিগুহায় গেলেন: *তাঁরা দু’জনে একসঙ্গে দৌড়াতে লাগলেন।*

এভাবে তিনি আমাদের একথা জানান, আগে দৌড়ে সমাধিগুহায় প্রথম পৌঁছলেন সেই অন্য শিষ্যই, যিনি প্রকৃতপক্ষে রচয়িতা নিজেই, যদিও তিনি নিজের কথা তৃতীয় ব্যক্তিতে ব্যক্ত করেন।

তিনি দেখলেন ও বিশ্বাস করলেন (যোহন ২০:৮)। কয়েকজন পাঠক তত চিন্তা না করে অনুমান করল, এখানে প্রমাণ আছে, যোহন বিশ্বাস করলেন যিশু পুনরুত্থান করেছেন; পরবর্তী কথা কিন্তু তেমন অনুমান অস্বীকার করে। রচয়িতা নিজে যখন বলে চলেন, *মৃতদের মধ্য থেকে তাঁকে যে পুনরুত্থান করতে হবে, শাস্ত্রের এই বচনটি তাঁরা তখনও জানতেন না* (যোহন ২০:৯), তখন তিনি আসলে কী বলতে চান? যেহেতু তখনও তিনি জানতেন না যে প্রভুকে পুনরুত্থান করতে হবে, সেজন্য তিনি বিশ্বাস করতে পারতেন না যে, খ্রিষ্ট পুনরুত্থান করেছেন। তবে তিনি কী দেখলেন ও কী বিশ্বাস করলেন? তিনি সমাধি শূন্য দেখলেন, এবং স্ত্রীলোকটি যা বলেছিলেন, তাই বিশ্বাস করলেন, তথা লোকে প্রভুকে তুলে নিয়ে গেছিল। প্রভু তাঁদের কাছে বারবার, এমনকি খুবই স্পষ্টভাবে আপন পুনরুত্থানের কথা বলেছিলেন, একথা সত্য; কিন্তু যেহেতু তাঁরা তাঁর বাণী উপমার ছলেই শুনতে অভ্যস্ত ছিলেন, সেজন্য তাঁরা বুঝতে পারেননি, বা মনে করছিলেন তিনি অন্য কিছুই ইঙ্গিত করছিলেন।

মাগ্দালার মারীয়া পিতর ও যোহনকে গিয়ে বলেছিলেন, লোকে প্রভুকে সমাধি থেকে তুলে নিয়ে গেছিল। সমাধিস্থানে গিয়ে তাঁরা সেই ফালিগুলোই মাত্র খুঁজে পেয়েছিলেন যেগুলির মধ্যে যিশুর দেহ জড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল; সুতরাং মারীয়া যা বলেছিলেন ও নিজেই বিশ্বাস করেছিলেন, তাছাড়া তাঁরা আর কীসেতে বিশ্বাস করতে পারতেন?

২য় পাস্কা রবিবার

ক, খ, গ বর্ষ - যোহন ২০:১৯-৩১

সেই দিন, সপ্তাহের প্রথম দিন, সন্ধ্যাবেলায়, শিষ্যেরা যেখানে ছিলেন, ইহুদীদের ভয়ে সেখানকার সমস্ত দরজা বন্ধ থাকতেই যিশু এলেন ও তাঁদের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালেন। তিনি তাঁদের বললেন, 'তোমাদের শান্তি হোক!' এবং এই কথা বলে তিনি নিজের দু'হাত আর নিজের পাশটি তাঁদের দেখালেন। প্রভুকে দেখে শিষ্যেরা আনন্দিত হলেন। যিশু তাঁদের আবার বললেন, 'তোমাদের শান্তি হোক! পিতা যেমন আমাকে প্রেরণ করেছেন, আমিও তেমনি তোমাদের পাঠাচ্ছি।' এবং একথা বলার পর তিনি তাঁদের উপরে ফুঁ দিলেন, ও তাঁদের বললেন, 'পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ কর। তোমরা যদি কারও পাপ ক্ষমা কর, তা ক্ষমা করা হবে; যদি কারও পাপ ধরে রাখ, তা ধরে রাখা থাকবে।'

যিশু যখন এসেছিলেন, বারোজনের অন্যতম থোমাস—যমজ বলে যিনি পরিচিত—তিনি তখন তাঁদের সঙ্গে ছিলেন না। তাই অন্য শিষ্যেরা তাঁকে বললেন, 'আমরা প্রভুকে দেখেছি।' কিন্তু তিনি তাঁদের বললেন, 'তাঁর দু'টো হাতে যদি পেরেকের দাগ না দেখি, ও পেরেকের স্থানে যদি আমার আঙুল না রাখি, আর তাঁর বুকের পাশটিতে যদি আমার হাত দিতে না পারি, তবে আমি বিশ্বাস করব না।'

আট দিন পর তাঁর শিষ্যেরা আবার ঘরে ছিলেন, থোমাসও তাঁদের সঙ্গে ছিলেন। সমস্ত দরজা বন্ধ ছিল, কিন্তু যিশু এলেন ও তাঁদের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালেন। তিনি বললেন, 'তোমাদের শান্তি হোক!' পরে থোমাসকে বললেন, 'তোমার আঙুলটা এখানে রাখ, আর আমার হাত দু'টো দেখ; তোমার হাত বাড়াও, আমার বুকের পাশটিতে তা দাও। অবিশ্বাসী হয়ো না, বিশ্বাসীই হও।' থোমাস তাঁকে উত্তর দিলেন, 'প্রভু আমার, ঈশ্বর আমার!' যিশু তাঁকে বললেন, 'আমাকে দেখেছ বলেই তুমি বিশ্বাস করছ। না দেখেও বিশ্বাস করে যারা, তারাই সুখী।'

যিশু শিষ্যদের সাক্ষাতে আরও বহু চিহ্নকর্ম সাধন করেছিলেন এই পুস্তকে যেগুলোর উল্লেখ নেই। তবে এগুলো লেখা হয়েছে যেন তোমরা বিশ্বাস করতে পার যে, যিশুই খ্রিষ্ট, ঈশ্বরের পুত্র, এবং বিশ্বাস করে যেন তোমরা তাঁর নামে জীবন পেতে পার।

❖ যোহন-রচিত সুসমাচারে আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা (১২শ পুস্তক ১)

যে কেউ খ্রিষ্টকে পেয়েছে,

সে শান্তি ও আনন্দও পেয়েছে

লক্ষ কর কী করে যিশু রুদ্ধ দরজার ভিতর দিয়ে প্রবেশ করায় শিষ্যদের কাছে প্রমাণ করলেন, তিনি স্বরূপে ঈশ্বর; এও প্রমাণ করলেন যে, যিনি আগে তাঁদের সঙ্গে বাস করেছিলেন, তিনি সেই ব্যক্তির চেয়ে ভিন্ন নন: বস্তুতপক্ষে আপন পাশ ও পেরেকের চিহ্ন দেখিয়ে তিনি স্পষ্টভাবে প্রমাণ করলেন, যে দেহ ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল তিনি নিজেই মাংসের মৃত্যুকে বিনাশ ক'রে তাঁর সেই আপন দেহ-মন্দিরকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলেছিলেন। সুতরাং তিনি স্বরূপেই জীবন, অর্থাৎ ঈশ্বর।

যিশু মাংসের ভাবী পুনরুত্থানের কথা এতই স্পষ্টভাবে ঘোষণা করতে চান যে, আপন দেহকে সেই অনির্বচনীয় দিব্য গৌরবে উপনীত করার সময় এলেই তিনি তবুও আপন প্রসন্নতায় সেইভাবে দেখা দিতে ইচ্ছা করলেন যেভাবে তিনি আগে ছিলেন; তাই করলেন যাতে কেউই না মনে করে, এখন তাঁর অন্য দেহ আছে যা ক্রুশবিদ্ধ সেই মৃতদেহের চেয়ে ভিন্ন।

আমাদের চোখ তাঁর পুণ্য দেহের গৌরব সহ্য করতে যে অক্ষম ছিল—যদিও তিনি পিতার কাছে আরোহণ করার আগেও আপন দেহের গৌরব প্রকাশ করতে ইচ্ছা করতেন—তা তুমি সহজে বুঝতে পারবে যদি ধন্য শিষ্যদের সামনে পর্বতচূড়ায় তাঁর সেই দিনের রূপান্তরের কথা স্মরণ কর। এ প্রসঙ্গে ধন্য রচয়িতা মথি লেখেন যে, পিতর, যাকোব ও যোহনকে সঙ্গে করে খ্রিষ্ট পর্বতের উপরে তাঁদের নিয়ে গেলেন ও তাঁদের সামনে রূপান্তরিত হলেন: তাঁর মুখ ছিল বিদ্যুতের মতই উজ্জ্বল ও তাঁর পোশাক তুষারের মত শুভ্র, ফলে তাঁরা এমন দর্শন সহ্য করতে না পারায় মাটির উপর উপুড় হয়ে পড়লেন।

আপন অপরূপ পরিকল্পনা অনুসারে আমাদের প্রভু যিশুখ্রিষ্ট, যেহেতু তাঁরই দেয় ও আপন রূপান্তরিত মন্দিরের উপযুক্ত তেমন গৌরবেই তখনও পৌঁছেননি, সেজন্য এখন তাঁর আগের চেহারা অনুসারেই দেখা দিচ্ছিলেন; কেননা তিনি চাচ্ছিলেন না, পুনরুত্থানে

বিশ্বাস কোন দেহেরই সঙ্গে সম্পর্কিত থাকবে যা, কুমারী মারীয়া থেকে ধারণ করা যে দেহ শাস্ত্র অনুসারে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মরেছিল, সেই দেহেরই চেয়ে ভিন্ন। বস্তুতপক্ষে মৃত্যুর প্রভুত্ব কেবল মাংসের উপরেই ছিল, এমনকি মাংস থেকেও মৃত্যু বঞ্চিত হয়েছিল: যে দেহ মরেছিল, ঠিক সেই দেহ যদি পুনরুত্থান না করত, তাহলে কী করে মৃত্যু পরাজিত হত? আবার, মৃত্যুর অধীন একটা মানুষের মাধ্যমে ছাড়া, কী করে ক্ষয়শীলতার রাজত্ব শেষ হতে পারত? মানবাত্মার মাধ্যমে নয়, স্বর্গদূতের মাধ্যমেও নয়, এমনকি ঈশ্বরের স্বয়ং বাণীর মাধ্যমেও নয়। অতএব, যেহেতু মৃত্যু এমন কর্তৃত্ব পেয়েছিল যার ফলে, স্বরূপ অনুসারে যা কিছু ধ্বংসনীয়, সে তাঁর মধ্যে সেই সবকিছুই ধ্বংস করতে পারবে, সেজন্য এ ন্যায্যই ছিল যে, পুনরুত্থানের শক্তি সর্বপ্রথমে তাঁরই বেলায় প্রযোজ্য হবে, যাতে স্বয়ং মৃত্যুরই নির্মম কর্তৃত্ব নিঃশেষিত হতে পারে।

প্রভু যে রুদ্ধ দরজার ভিতর দিয়ে প্রবেশ করলেন, এ ঘটনা তাঁর সাধিত বহু অলৌকিক কাজের মধ্যে অন্যতম। তিনি শিষ্যদের সম্ভাষণ করে বলেন, *তোমাদের শান্তি হোক* (যোহন ২০:১৯), কেননা দেখাতে চান, তিনি নিজেই শান্তি। বস্তুতপক্ষে যে কেউ খ্রিষ্টকে অন্তরে পেয়ে গেছে, সে আত্মার শান্তি ও আনন্দও পেয়ে গেছে। ঠিক তাই পল আপন ভক্তদের জন্য বাসনা করছিলেন যখন বলছিলেন, *ঈশ্বরের সেই শান্তি, যা সমস্ত ধারণার অতীত, তোমাদের হৃদয় ও মন খ্রিষ্টযিশুতে রক্ষা করবে* (ফিলি ৪:৭)। সমস্ত চিন্তার অতীত যে খ্রিষ্টের শান্তি, তা তাঁর সেই আত্মাই ছাড়া অন্য কিছু নয়, কেননা আত্মা সকলকেই সমস্ত মঙ্গলদানে পরিপূর্ণ করেন যারা তাঁর অংশীদার।

৩য় পাস্কা রবিবার

ক বর্ষ - লুক ২৪:১৩-৩৫

সেই একই দিনে, সপ্তাহের প্রথম দিনেই, শিষ্যদের মধ্যে দু'জন এম্মাউস নামে একটা গ্রামের দিকে পথে চলছিলেন—গ্রামটা যেরুশালেম থেকে প্রায় বারো কিলোমিটার দূরে। যাকিছু ঘটেছিল, তাঁরা তা নিয়ে আলোচনা করছিলেন। তাঁরা আলাপ-আলোচনা করছিলেন, সেসময়ে যিশু নিজেই এগিয়ে এসে তাঁদের সঙ্গে পথ চলতে লাগলেন; কিন্তু তাঁকে চিনতে তাঁদের চোখ বাধা পাচ্ছিল। তিনি তাঁদের বললেন, 'চলতে চলতে তোমরা নিজেদের মধ্যে যা যা বলাবলি করছ, সেই সমস্ত কথার বিষয়টা কী?' তাঁরা বিষণ্ন মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন; পরে ক্লেওপাস নামে তাঁদের একজন উত্তরে তাঁকে বললেন, 'আপনি কি যেরুশালেমে একাই প্রবাসী যে, এই কয়েক দিনে যা যা ঘটেছে তা জানেন না?' তিনি তাঁদের বললেন, 'কী ঘটেছে?' তাঁরা তাঁকে বললেন, 'সেইসব কিছু, যা নাজারেথের সেই যিশুকে নিয়ে ঘটেছে, ঈশ্বরের ও সমস্ত জনগণের সামনে যিনি কাজে ও কথায় পরাক্রমী নবী ছিলেন! আর কীভাবেই না প্রধান যাজকেরা ও আমাদের সমাজনেতারা তাঁকে প্রাণদণ্ড দেবার জন্য তুলে দিলেন ও ক্রুশবিদ্ধ করালেন! আমরা আশা করছিলাম যে, তিনিই সেই ব্যক্তি, যিনি ইস্রায়েলের মুক্তিকর্ম সাধন করবেন। সর্বোপরি, আজ তিন দিন হল এসব ঘটনা ঘটেছে। আমাদের দলের কয়েকজন স্ত্রীলোক আবার আমাদের স্তম্ভিত করল: সকালবেলায় তারা তাঁর সমাধিগুহায় গিয়েছিল, কিন্তু তাঁর দেহ না পেয়ে ফিরে এসে বলল, এমন স্বর্গদূতদেরও তারা দর্শন পেয়েছে যাঁরা বলেন, তিনি জীবিত আছেন। আমাদের কয়েকজন সঙ্গীও সমাধিগুহায় গিয়ে, সেই স্ত্রীলোকেরা যেমন বলেছিল, তেমনি দেখতে পেল, কিন্তু তাঁকে দেখতে পায়নি।'

তখন তিনি তাঁদের বললেন, 'কেমন নির্বোধ! নবীরা যাকিছু বলেছিলেন, সেই সমস্ত কথা বিশ্বাস করায় তোমরা অন্তরে কেমন ধীর! এ কি অবধারিত ছিল না যে, আপন গৌরবে প্রবেশ করার আগে খ্রিষ্টকে এই সমস্ত যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে?' তখন মোশি ও সকল নবী থেকে শুরু করে তিনি সমস্ত শাস্ত্রে তাঁর নিজের বিষয়ে যে সকল কথা আছে, তার অর্থ তাঁদের বুঝিয়ে দিলেন। তাঁরা যেখানে যাচ্ছিলেন, সেই গ্রামের কাছে যখন এসে পৌঁছলেন, তখন তিনি আরও অধিক

এগিয়ে যাবার ভান করলেন। কিন্তু তাঁরা জোর দিয়ে বলতে লাগলেন, ‘আমাদের সঙ্গে থাকুন; সন্ধ্যা হয়ে আসছে, বেলা প্রায় গেছে।’ তাই তিনি তাঁদের সঙ্গে থাকবার জন্য ভিতরে গেলেন। পরে, যখন তিনি তাঁদের সঙ্গে ভোজে বসে ছিলেন, তখন রুটি নিয়ে ‘ধন্য’ স্তুতিবাদ উচ্চারণ করলেন, এবং তা ছিঁড়ে তাঁদের দিলেন। তখন তাঁদের চোখ খুলে গেল আর তাঁরা তাঁকে চিনলেন, তিনি কিন্তু তাঁদের সামনে থেকে মিলিয়ে গেলেন। তাঁরা একে অন্যকে বললেন, ‘পথে তিনি যখন আমাদের সঙ্গে কথা বলছিলেন, যখন আমাদের কাছে শাস্ত্রের অর্থ বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন, তখন আমাদের বুকে হৃদয় কি জ্বলে জ্বলে উঠছিল না?’ সেই ক্ষণেই উঠে তাঁরা যেরুশালেমে ফিরে গেলেন; সেখানে দেখতে পেলেন, সেই এগারোজন ও তাঁদের সঙ্গীরা সমবেত আছেন। তাঁরা বললেন, ‘হ্যাঁ, সত্যি, প্রভু পুনরুত্থান করেছেন, ও শিমোনকে দেখা দিয়েছেন।’ পরে সেই দু’জন, পথে যা ঘটেছিল ও কেমন করে রুটি-ছেঁড়ায়ই তাঁরা তাঁকে চিনতে পেরেছিলেন, এই সমস্ত কথা শোনাতে লাগলেন।

❖ বিশপ সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি (উপদেশ ২৩৪:১-২)

লুক অনুসারে খ্রিষ্টের পুনরুত্থান

এ দিনগুলিতে সুসমাচারের চারজন রচয়িতা অনুসারে প্রভুর পুনরুত্থানের বিবরণী পাঠ করা হয়; সুতরাং সব চারজনেরই বিবরণী পাঠ করা দরকার, কেননা এক একজন সবকিছু বলেননি, বরং একজন যা বলেননি তা আর একজন বলেছেন; একপ্রকারে এক একজন আর একজনের জন্য স্থান দিয়েছেন যাতে সকলেই প্রয়োজন হতে পারেন।

যে দু’জন শিষ্য বারোজনের দলের ছিলেন না, তাঁদের বিষয়ে রচয়িতা মার্ক সংক্ষেপে লিখেছেন যা লুক বিস্তারিত ভাবেই বর্ণনা করেছেন। তাঁরা ছিলেন সেই শিষ্য যাঁরা পথে চলতে চলতে প্রভু তাঁদের কাছে দেখা দিয়ে তাঁদের সঙ্গে চলেছিলেন। মার্ক কেবল বলেন, তিনি তাঁদের কাছে দেখা দিলেন যাঁরা পথ চলছিলেন; রচয়িতা লুক তাছাড়া এ বর্ণনাও দিয়েছেন, তিনি কী কী বলেছিলেন, তাঁরা কী কী উত্তর দিয়েছিলেন, তিনি তাঁদের সঙ্গে কত দূরে পথ চলেছিলেন আর তিনি রুটি ছিঁড়তেই তাঁরা কীভাবে তাঁকে চিনতে পেরেছিলেন। তবে ভ্রাতৃগণ, আমরা কেন বর্ণনাটা ব্যাখ্যা করি? কেননা আমরা পুনরুত্থিত সেই খ্রিষ্ট প্রভুর বিশ্বাসে নিজেদের স্থিতমূল করতে চাই। যখন

সুসমাচার শুনেছিলাম, তখনও আমরা বিশ্বাস করেছিলাম, আর আজ বিশ্বাসী হয়েই আমরা এ গির্জায় ঢুকেছি; তথাপি আমি জানি না, যার স্মৃতি পুনঃপুনঃ পালন করি আমরা সেকথা কেন আনন্দের সঙ্গেই শুনি। কি করেই বা আমাদের হৃদয় আনন্দ করবে না, যখন মনে করি, পথ চলতে চলতে যাঁদের কাছে প্রভু দেখা দিয়েছিলেন আমরা তাঁদের চেয়ে ভাল? কেননা যা তাঁরা তখনও বিশ্বাস করছিলেন না, আমরা তা বিশ্বাসই করি। তাঁরা আশা হারিয়েছিলেন; আমরা কিন্তু সন্দেহ করি না, এমনকি যা ছিল তাঁদের সন্দেহের বস্তু, ঠিক তাই আমরা সন্দেহ করি না।

প্রভু ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন বিধায় তাঁরা আশা হারিয়েছিলেন; তা তাঁদের কথায় তখনই স্পষ্ট প্রকাশ পেয়েছিল যখন তিনি তাঁদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন, *তোমরা নিজেদের মধ্যে যা যা বলাবলি করছ, সেই সমস্ত কথার বিষয়টা কী?* আর তোমরা অবসন্ন কেন? তাঁরা উত্তরে বলেছিলেন, *আপনি কি যেরুশালেমে একাই প্রবাসী যে, এই কয়েক দিনে যা যা ঘটেছে তা জানেন না?* সবকিছু জানা সত্ত্বেও তিনি নিজের বিষয়ে প্রশ্ন রাখছিলেন, কেননা তিনি তাঁদের সঙ্গে নিজের কথার সহভাগিতা করতে চাচ্ছিলেন। তখন তাঁরা বলেছিলেন, *সেইসব কিছু, যা নাজারেথের সেই যিশুকে নিয়ে ঘটেছে, ঈশ্বরের ও সকল লোকের সামনে যিনি কাজে ও কথায় পরাক্রমী নবী ছিলেন! আর কীভাবেই না প্রধান যাজকেরা ও আমাদের সমাজনেতারা তাঁকে প্রাণদণ্ড দেবার জন্য তুলে দিলেন ও ক্রুশবিদ্ধ করালেন! আমরা আশা করছিলাম যে…* (লুক ২৪:১৭, ১৮-২১)।

তোমরা আশা করছিলে: এখন কি আর আশা কর না? এটা কি শিষ্যরূপে তোমাদের সমস্ত দৃঢ়তা? ক্রুশে সেই দস্যু তোমাদের চেয়ে বেশ আগেই রয়েছে! তোমরা তাঁকেই ভুলে গেছ যিনি তোমাদের শিক্ষা দিতেন, আর সেই দস্যু তাঁকেই চিনতে পারল যিনি ক্রুশে ঝুলানো। আমরা আশা করছিলাম। তোমরা কীবা আশা করছিলে? আশা করছিলাম, *তিনিই ইস্রায়েলের মুক্তিকর্ম সাধন করবেন* (লুক ২৪:২১)। তোমরা যা আশা করছিলে আর তিনি ক্রুশবিদ্ধ হলে তোমরা যা হারিয়েছ, সেই দস্যু তা চিনতে পেরেছে। কেননা সে প্রভুকে বলেছিল, যিশু, তুমি যখন তোমার রাজ্যে প্রবেশ করবে, তখন আমার কথা মনে রেখ। এজন্যই তিনি ছিলেন ইস্রায়েলের মুক্তিসাধক। সেই ক্রুশ ছিল শিক্ষালয়:

এখানেই গুরু দস্যুকে শিক্ষা দিলেন; যে কাষ্ঠে তিনি ঝুলানো তা হয়ে উঠল আসন যা থেকে গুরু শিক্ষা দিলেন। কিন্তু যিনি তোমাদের কাছে ফিরে গেলেন, তিনি তোমাদের আশা পুনর্জাগরিত করুন। আর তাই ঘটল। তবু প্রিয়জনেরা, স্মরণে রাখ, যাঁদের চোখ এতই আচ্ছন্ন ছিল যে তাঁরা তাঁকে চিনতে পারলেন না, প্রভু যিশু রুটি-ছেঁড়ার সময়েই তাঁদের কাছে নিজেকে চিনিয়ে দিতে চাইলেন। আমি যা বলছি, ভক্তরা তা বোঝে: তাঁরা রুটি-ছেঁড়ার সময়েই প্রভুকে চিনতে পারলেন। কেননা সমস্ত রুটি নয়, বরং যে রুটি খ্রিষ্টের আশীর্বাদ পায়, সেই রুটিই খ্রিষ্টের দেহ হয়ে ওঠে।

খ বর্ষ - লুক ২৪:৩৫-৪৮

আর সেই দু'জন শিষ্য, পথে যা ঘটেছিল ও কেমন করে রুটি-ছেঁড়ায়ই তাঁরা তাঁকে চিনতে পেরেছিলেন, এই সমস্ত কথা শোনাতে লাগলেন।

তাঁরা তখনও এবিষয়ে কথা বলছেন, এমন সময়ে স্বয়ং তিনিই তাঁদের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন; তাঁদের বললেন, 'তোমাদের শান্তি হোক।' এতে তাঁরা আতঙ্কিত ও সন্ত্রাসিত হয়ে মনে করছিলেন, তাঁরা যেন ভূত দেখছেন। কিন্তু তিনি তাঁদের বললেন, 'তোমরা এত কম্পিত কেন? তোমাদের হৃদয়ে সন্দেহ জাগছে কেন? আমার হাত ও আমার পা দেখ, এ আমি নিজেই; আমাকে স্পর্শ কর, নিজেরা দেখ। ভূতের তো হাড়-মাংস নেই, অথচ তোমরা দেখতে পাচ্ছ, তা আমার আছে।' একথা বলে তিনি তাঁর নিজের হাত-পা তাঁদের দেখালেন। কিন্তু তাঁরা আনন্দের আতিশয্যে তখনও বিশ্বাস করছিলেন না ও আশ্চর্যান্বিত ছিলেন বিধায় তিনি তাঁদের বললেন, 'তোমাদের কাছে এখানে কি খাবার মত কিছু আছে?' তাঁরা তাঁকে একখানা ভাজা মাছ দিলেন। তা নিয়ে তিনি তাঁদের সামনে খেলেন। পরে তাঁদের বললেন, 'তোমাদের সঙ্গে থাকাকালে আমি তোমাদের যা বলেছিলাম, আমার সেই বাণীর অর্থ এ: মোশির বিধানে, নবী-পুস্তকাবলিতে এবং সামসঙ্গীত-মালায় আমার সম্বন্ধে যাকিছু লেখা আছে, সেই সমস্ত কিছু পূর্ণতা লাভ করা প্রয়োজন।' তখন তিনি তাঁদের মনের দ্বার খুলে দিলেন, তাঁরা যেন শাস্ত্র বুঝতে পারেন; তাঁদের বললেন, 'এ কথাই তো লেখা আছে: খ্রিষ্টকে যন্ত্রণাভোগ করতে হবে ও তৃতীয় দিনে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করতে হবে; এবং যেরুশালেম থেকেই শুরু ক'রে তাঁর নামে পাপক্ষমার উদ্দেশে

মনপরিবর্তনের কথা সকল জাতির কাছে প্রচারিত হবে। তোমরাই এসব কিছুর সাক্ষী।'

❖ যোহন-রচিত সুসমাচারে আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা (১২শ পুস্তক ১)

সুখী তারা, যারা না দেখেও বিশ্বাস করে

যিনি কিছুকাল পূর্বে বিশ্বাসে ধীর হয়েছিলেন, তিনি এবার স্বীকারোক্তিতে ক্ষিপ্র হলেন, আর কিছুক্ষণের মধ্যে নিরাময় হলেন। কেবল আট দিন অতিবাহিত হয়েছিল, আর খ্রিষ্ট পেরেকের দাগ ও বুকই দেখিয়ে অবিশ্বাসের বাধা সরিয়ে দিলেন।

পদার্থ হিসাবে মর্তদেহের পক্ষে উপযুক্ত প্রবেশপথ প্রয়োজন, এবং দেহটা যত বড় প্রবেশপথ তত বড় হওয়া চাই; অথচ আমাদের প্রভু যিশুখ্রিষ্ট দরজা রুদ্ধ থাকতেই আশ্চর্য ভাবে প্রবেশ ক'রে থোমাসকে আপন বুক দেখালেন, হাতে-পায়ে পেরেকের দাগও দেখালেন; এইভাবে থোমাসের কারণে সকলের বিশ্বাস দৃঢ়তর করলেন।

কেবল থোমাসের বেলায় লেখা আছে তিনি বললেন, *তাঁর দু'টো হাতে যদি পেরেকের দাগ না দেখি, ও পেরেকের স্থানে যদি আমার আঙুল না রাখি, আর তাঁর বুকের পাশটিতে যদি আমার হাত দিতে না পারি, তবে আমি বিশ্বাস করব না* (যোহন ২০:২৫)। তবু অবিশ্বাসজনিত সেই যে পাপ একপ্রকারে সকলেরই সমান পাপ ছিল, আর আমরা জানি, অন্যরা 'আমরা প্রভুকে দেখেছি' (যোহন ২০:২৫) থোমাসকে একথা বলা সত্ত্বেও তবু তাঁদের মন সন্দেহ-মুক্ত ছিলই না।

বস্তুতপক্ষে যাঁরা *আনন্দের আতিশয্যে তখনও বিশ্বাস করছিলেন না ও আশ্চর্যান্বিত ছিলেন, তিনি তাঁদের বললেন, তোমাদের কাছে এখানে কি খাবার মত কিছু আছে? তাঁরা তাঁকে একখানা ভাজা মাছ দিলেন। তা নিয়ে তিনি তাঁদের সামনে খেলেন* (লুক ২৪:৪১-৪৩)।

তুমি কি দেখতে পার, অবিশ্বাসের সন্দেহ কেবল ধন্য থোমাসকে নয়, অন্য শিষ্যদের আত্মাকেও ফাঁদে আটকাচ্ছে? বিস্ময়ই শিষ্যদের বিশ্বাসে ধীর করছিল; অপরদিকে যে দেখে ও লক্ষ করে তার অবিশ্বাসের জন্য কোন ছুতাই থাকতে পারে না;

এজন্য ধন্য থোমাস নিশ্চয়তার সঙ্গে স্বীকার করলেন, *প্রভু আমার, ঈশ্বর আমার!* যিশু বললেন, *আমাকে দেখেছ বলেই তুমি বিশ্বাস করছ। না দেখেও বিশ্বাস করে যারা, তারাই সুখী* (যোহন ২০:২৮-২৯)।

ত্রাণকর্তার এ বাণী বিশেষ সহায়তায় পূর্ণ ও খুবই উপকারী বাণী; এতেও আমাদের আত্মার জন্য তাঁর চিন্তা কম নয়, কেননা যেমনটি লেখা আছে, তিনি মঙ্গলময়, তিনি চান, সকল মানুষ যেন পরিত্রাণ পেতে পারে ও সত্য জ্ঞানে এসে পৌঁছতে পারে। এসবকিছু সত্যিই প্রশংসনীয়।

সকল মানুষ নির্বিশেষে বিশ্বাসের বিশ্বাসযোগ্যতা দেবার জন্য, সেই থোমাসের প্রতি যিনি সেইভাবে কথা বলছিলেন ও সেই অন্য শিষ্যদের প্রতি যাঁরা খ্রিষ্টকে একটা আত্মা বা ভূত মনে করছিলেন, এ সকলেরই প্রতি ধৈর্যশীল হওয়া প্রয়োজন ছিল; পেরেকের দাগ ও বুকের ক্ষত দেখানো, অসাধারণ ভাবে ও নিষ্প্রয়োজনে খাদ্য নেওয়া, এও প্রয়োজন ছিল, যাতে যাঁরা বিশ্বাস করার জন্য এসব কিছু খোঁজ করছিলেন, তাঁদের মনের মধ্যে অবিশ্বাসের কোন সূত্রও যেন না থাকে।

কিন্তু যে কেউ যা দেখেনি তা বিশ্বাস করে ও গুরু যা তার কানে শোনান তা সত্য বলে গ্রহণ করে, সে-ই মহা বিশ্বাসের সঙ্গে তাঁকে সম্মান করে যাঁর কথা প্রচারিত। এজন্যই লেখা আছে, যে কেউ ধন্য প্রেরিতদূতদের কণ্ঠ বিশ্বাস করবে, সে সুখী, কেননা যেমনটি লুক বলেন, তাঁরাই হলেন ঘটনাগুলির সাক্ষী ও বাণীর সেবক। আমরা অনন্ত জীবন আকাঙ্ক্ষা করলে ও স্বর্গীয় আবাসে বাস করা মহা সৌভাগ্য মনে করলে, তবে তাঁদের প্রতি আমাদের বাধ্যও হতে হবে।

গ বর্ষ - যোহন ২১:১-১৯

> যিশু শিষ্যদের কাছে আর একবার আত্মপ্রকাশ করলেন, তিবেরিয়াস সাগরের তীরে। তিনি এভাবেই আত্মপ্রকাশ করলেন: শিমোন পিতর, যমজ বলে পরিচিত থোমাস, গালিলেয়ার কানা গ্রামের নাথানায়েল, জেবেদের ছেলেরা ও তাঁর শিষ্যদের মধ্যে অন্য দু'জন একসঙ্গে ছিলেন। শিমোন পিতর তাঁদের বললেন, 'আমি মাছ ধরতে যাব।' তাঁরা তাঁকে বললেন, 'আমরাও তোমার সঙ্গে যাব।'

তাঁরা বেরিয়ে পড়লেন ও নৌকায় উঠলেন। কিন্তু সেই রাতে কিছুই ধরতে পারলেন না।

তখন সবে ভোর হয়েছে, এমন সময়ে সাগর-তীরে যিশু দাঁড়িয়ে আছেন। তবু শিষ্যেরা বুঝতে পারলেন না যে, তিনি যিশু। যিশু তাঁদের বললেন, 'বৎস, তোমরা কিছু ধরেছ কি?' তাঁরা তাঁকে উত্তর দিলেন, 'না।' তিনি তাঁদের বললেন, 'নৌকার ডান দিকে জাল ফেল, মাছ পাবে।' তাই তাঁরা জাল ফেললেন এবং প্রচুর মাছের কারণে জালটা আর টেনে তুলতে পারছিলেন না। যে শিষ্যকে যিশু ভালবাসতেন, তিনি পিতরকে বললেন, 'উনি প্রভু!' শিমোন পিতর যখন শুনলেন যে, উনি প্রভু, তখন গায়ে কাপড় জড়ালেন—তিনি তো খালি গায়ে ছিলেন—আর সাগরে ঝাঁপ দিলেন। কিন্তু অন্যান্য শিষ্যেরা নৌকায় করে এলেন মাছে ভরা জালটা টানতে টানতে; ডাঙা থেকে তাঁরা দূরে ছিলেন না, আনুমানিক দু'শো হাত।

ডাঙায় উঠলে তাঁরা দেখলেন, সেখানে কাঠকয়লার আগুন, তার উপর চাপানো কয়েকটা মাছ, পাশে কিছু রুটি। যিশু তাঁদের বললেন, 'যে মাছ তোমরা এইমাত্র ধরেছ, তার কয়েকটা নিয়ে এসো।' তাই শিমোন পিতর নৌকায় উঠে জালটা ডাঙায় টেনে তুললেন: জাল একশ' তিপ্পান্নটা বড় বড় মাছে ভরা ছিল, অথচ এত মাছেও জালটা ছিঁড়ল না। যিশু তাঁদের বললেন: 'এসো, খেতে বস।' শিষ্যদের মধ্যে কেউই তাঁকে জিজ্ঞাসা করার সাহস পাচ্ছিলেন না, 'আপনি কে?' কারণ তাঁরা জানতেন যে, তিনি প্রভু।

যিশু কাছে এগিয়ে এলেন, এবং রুটি নিয়ে তাদের দিলেন, মাছও সেইভাবে দিলেন। মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করার পর এ-ই হয়েছিল যিশুর তৃতীয় আত্মপ্রকাশ।

তাঁরা খাওয়া শেষ করলে পর যিশু শিমোন পিতরকে বললেন, 'যোহনের ছেলে শিমোন, এদের চেয়ে তুমি আমাকে কি বেশি ভালবাস?' তিনি তাঁকে বললেন, 'হ্যাঁ, প্রভু, আপনি জানেন যে, আমি আপনাকে ভালবাসি।' যিশু তাঁকে বললেন, 'আমার মেষশাবকদের যত্ন নাও।' দ্বিতীয়বার তিনি পুনরায় তাঁকে বললেন, 'যোহনের ছেলে শিমোন, তুমি কি আমাকে ভালবাস?' তিনি তাঁকে বললেন, 'হ্যাঁ, প্রভু, আপনি জানেন যে, আমি আপনাকে ভালবাসি।' তিনি তাঁকে বললেন, 'আমার মেষগুলি পালন কর।' তৃতীয়বার তিনি তাঁকে বললেন, 'যোহনের ছেলে শিমোন, তুমি কি আমাকে ভালবাস?' যিশু যে তৃতীয়বার 'তুমি কি আমাকে ভালবাস?' এই কথা তাঁকে বলেছিলেন, তাতে পিতর দুঃখ পেলেন; তাঁকে বললেন, 'প্রভু, আপনি সবই জানেন; আপনি জানেন যে, আমি আপনাকে

ভালবাসি।' যিশু তাঁকে বললেন, 'আমার মেষগুলির যত্ন নাও। আমি তোমাকে সত্যি সত্যি বলছি, তুমি যখন যুবক ছিলে, তখন তোমার যেখানে ইচ্ছে নিজেই কোমর বেঁধে চলাফেরা করতে; কিন্তু তুমি যখন বৃদ্ধ হবে, তখন তোমার হাত দু'টো বাড়িয়ে দেবে, এবং অন্য একজন তোমার কোমর বেঁধে তোমার যেখানে ইচ্ছা নেই সেখানে তোমাকে নিয়ে যাবে।' পিতর যে কী ধরনের মৃত্যু দ্বারা ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করবেন, এই কথায় যিশু তার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। তারপর তিনি তাঁকে বললেন, 'আমার অনুসরণ কর।'

❖ বিশপ সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি (উপদেশ ১৬:২-৩)

পিতরকে প্রশ্ন করে প্রভু আমাদেরই প্রশ্ন করেন

পিতর, তুমি কি আমাকে ভালবাস? (যোহন ২১:১৬)। যখন প্রভুর এ বাণী শোন, তখন তুমি এ বাণী এমন একটা আয়নার মত জ্ঞান কর যেখানে নিজেকেই দেখতে পাও। কেননা মণ্ডলীর প্রতিমূর্তি ছাড়া পিতর আর কী ছিলেন? সুতরাং পিতরকে প্রশ্ন করে প্রভু আমাদেরই প্রশ্ন করছিলেন, মণ্ডলীকেই প্রশ্ন করছিলেন। পিতর যে সত্যি মণ্ডলীর প্রতিমূর্তি ছিলেন, একথায় নিশ্চিত হবার জন্য এসো, আমরা সুসমাচারের সেই বাণী ব্যাখ্যা করি যেখানে লেখা আছে, *তুমি পিতর, আর এই শৈলের উপরে আমি আমার মণ্ডলী গেঁথে তুলব, আর পাতালের দ্বার তার উপরে জয়ী হবে না। স্বর্গরাজ্যের চাবিকাঠি আমি তোমাকে দেব* (মথি ১৬:১৮-১৯)।

একজনমাত্রই চাবিকাঠি পান। স্বর্গরাজ্যের চাবিকাঠি যে কী, খ্রিষ্ট নিজেই তা ব্যাখ্যা করলেন, *পৃথিবীতে তুমি যা বেঁধে দেবে, স্বর্গে তা বাঁধা হবে; পৃথিবীতে তুমি যা মুক্ত করবে, স্বর্গে তা মুক্ত হবে* (মথি ১৬:১৯)।

একথা যদি কেবল পিতরকেই উদ্দেশ করে বলা হয়ে থাকে, তাহলে কেবল পিতরই সেই অনুসারে কাজ করলেন। কিন্তু তিনি মরলেন, তিনি চলে গেলেন; তাই এখন কে বেঁধে দেবে, কে মুক্ত করবে? আমি একথা বলতে সাহস করি যে, সেই চাবিকাঠি আমাদেরই হাতে রয়েছে। কী বলছি? আমরা কি বেঁধে দিই ও মুক্ত করি? আর শুধু তা নয়, তোমরাও বেঁধে দাও ও মুক্ত কর: তোমাদের সংসর্গ থেকে যে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে, সেই বাঁধা আছে; আর যাকে তোমাদের সংসর্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়, সেই

তোমাদের দ্বারা বাঁধা হয়; সে পুনর্মিলিত হলে তবেই তোমাদের দ্বারা সে মুক্ত হয় কেননা তোমরা তার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর।

কেননা আমরা সকলেই খ্রিষ্টকে ভালবাসি, সকলেই তাঁর অঙ্গ। যখন তিনি পালকে পালকদের হাতে তুলে দেন, তখন পালকদের সংখ্যা একমাত্র পালকের দেহে অন্তর্ভুক্ত হয়। তা বুঝবার জন্য একথা শোন: পিতরই পালক বটে, পল পালক, যোহন, যাকোব, আন্দ্রিয় ও অন্য সকল প্রেরিতদূত পালক, এতে সন্দেহের লেশমাত্র নেই। তবে *থাকবে একটামাত্র মেষপাল, একটিমাত্র মেষপালক* (যোহন ১০:১৬), তেমন কথা কীভাবে সত্য? কথা সত্য কেননা পালকদের বিপুল গোটা সংখ্যা একটিমাত্র পালকের দেহে পুনর্চালিত হবে। তাঁর অঙ্গ বলে তোমরাও সেখানে আছ।

যিনি আগে ছিলেন নির্যাতক ও পরে প্রচারক, সেই শৌল এ অঙ্গগুলিকেই নির্যাতন করতেন, তিনি খ্রিষ্টবিশ্বাস থেকে তাদের মন ফেরাবার জন্য তাদের হত্যা করতে ব্যগ্র ছিলেন। কিন্তু একটা কণ্ঠ দ্বারাই তাঁর সমস্ত রোষ নিঃশেষ হয়ে গেল। কোন্ কণ্ঠ? *শৌল, শৌল, কেন তুমি আমাকে নির্যাতন কর?* (প্রেরিত ৯:৪)। তিনি কীবা করতে পারতেন তাঁরই বিরুদ্ধে যিনি স্বর্গে সমাসীন? তিনি কী করেই বাণীকে ক্ষতি করতে পারতেন? কী করে বাক্যকে ক্ষতি করতে পারতেন? নিজের বিরুদ্ধে তিনি তো আর কিছুই করতে পারতেন না, অথচ সেই কণ্ঠ চিৎকার করে বলছিল, *তুমি আমাকেই নির্যাতন করছ।* এতে তিনি ঘোষণা করছিলেন, আমরা তাঁর অঙ্গগুলি। সুতরাং খ্রিষ্টের ভালবাসাকেই আমরা তোমাদের মধ্যে ভালবাসি; খ্রিষ্টের ভালবাসাকেই তোমরা আমাদের মধ্যে ভালবাস: সেই ভালবাসাই প্রলোভন, পরিশ্রম, ক্লান্তি, দুরবস্থা ও হাহাকারের মধ্য দিয়ে আমাদের সেইখানে চালিত করবে যেখানে শ্রম নেই, দুরবস্থাও নেই, কান্নাও নেই, দুঃখও নেই, ক্ষোভও নেই; যেখানে কেউই জন্মায় না, মরেও না, যেখানে কেউই প্রতাপশালীর ক্রোধ ভয় করে না, কেননা সর্বশক্তিমানের শ্রীমুখের সঙ্গেই সে মিলিত।

৪র্থ পাস্কা রবিবার

ক বর্ষ - যোহন ১০:১-১০

একদিন যিশু বললেন, 'আমি আপনাদের সত্যি সত্যি বলছি, দরজা দিয়ে মেষঘেরিতে না ঢুকে যে কেউ অন্য দিক দিয়ে বেয়ে ওঠে, সে তো চোর ও দস্যু; দরজা দিয়ে যে ঢোকে, সে-ই মেষগুলির পালক। দারোয়ান তারই জন্য দরজা খুলে দেয়; মেষগুলি তার কণ্ঠস্বর শোনে, ও সে নিজের মেষগুলিকে এক একটা নাম ধরে ডাকে ও তাদের বাইরে নিয়ে যায়। নিজের সমস্ত মেষ বাইরে আনবার পর সে তাদের আগে আগে চলতে থাকে, আর মেষগুলি তার কণ্ঠ চেনে বিধায় তার পিছু পিছু চলে। অচেনা লোকের পিছনে তারা চলে না, বরং তার কাছ থেকে পালিয়ে যাবে, কারণ অচেনা লোকের কণ্ঠ তারা চেনে না।' যিশু এই রূপকটা তাঁদেরই জন্য বলেছিলেন, কিন্তু তাঁরা বুঝতে পারলেন না তিনি তাঁদের কী বলতে চাচ্ছিলেন।

তাই যিশু আবার তাঁদের বললেন, 'আমি আপনাদের সত্যি সত্যি বলছি, আমিই মেষগুলির দরজা। আমার আগে যারা এসেছিল, তারা সকলে চোর ও দস্যু, কিন্তু মেষগুলি তাদের দিকে কান দেয়নি। আমিই দরজা: কেউ যদি আমার মধ্য দিয়ে ঢোকে, সে পরিত্রাণ পাবে, সে ভিতরে যাবে আবার বাইরে আসবে এবং চারণভূমির সন্ধান পাবে। চোর আসে কেবল চুরি, হত্যা ও ধ্বংস করার জন্য; আমি এসেছি তারা যেন জীবন পায় ও প্রচুর পরিমাণেই তা পায়।'

❖ মহাপ্রাণ সাধু গ্রেগরি-লিখিত 'সুসমাচারে উপদেশাবলি' (১৪:৩-৬)

উত্তম পালক খ্রিষ্ট

আমিই উত্তম মেষপালক। যারা আমার নিজের মেষ, তাদের আমি জানি, অর্থাৎ তাদের ভালবাসি, *তারাও আমাকে জানে* (যোহন ১০:১৪)। বা স্পষ্ট কথায়, যারা ভালবাসে, তারা পরের জন্য আত্মদান করে; কেননা সত্যকে ভালবাসার আগে সত্যকে জানাই আসে।

আমার প্রিয় ভাইবোনেরা, একটু ভেবে দেখ তোমরা তাঁর মেষ কিনা, ভেবে দেখ তাঁকে জান কিনা, ভেবে দেখ সত্যের আলো জান কিনা। বলতে চাই, বিশ্বাস নয়, ভালবাসার মধ্য দিয়েই তোমরা জান কিনা; বিশ্বাস-স্বীকারের মধ্য দিয়ে নয়, বাস্তব ভালবাসার মধ্য দিয়েই তাঁকে জান কিনা। যিনি এসব কথা বলেন, সেই সুসমাচার-রচয়িতা যোহন এবিষয়ে সাক্ষ্য দিয়ে বলেন, *যে বলে সে ঈশ্বরকে জানে, অথচ তাঁর আজ্ঞাগুলি পালন করে না, সে মিথ্যাবাদী* (১ যোহন ২:৪)।

সেজন্য একথার পরপরেই প্রভু বলে চলেন, *পিতা আমাকে জানেন আর আমি পিতাকে জানি, এবং মেষগুলির জন্য আমার প্রাণ বিসর্জন দিই* (যোহন ১০:১৫)। তিনি আসলে বলতে চান, আমার মেষগুলির জন্য প্রাণ বিসর্জন দিই, এতেই প্রমাণিত যে আমি পিতাকে জানি ও পিতা আমাকে জানেন। অর্থাৎ, যে ভালবাসার খাতিরে আমি মেষগুলির জন্য মরতে যাচ্ছি, সে ভালবাসায় আমি দেখাই পিতার প্রতি আমার ভালবাসার মাত্রা।

মেষগুলির কথা আবার উত্থাপন করে তিনি বলেন, *যে মেষগুলি আমার নিজের, তারাই আমার কণ্ঠে কান দেয়; তাদের আমি জানি আর তারা আমার অনুসরণ করে; এবং আমি তাদের অনন্ত জীবন দান করি* (যোহন ১০:২৭-২৮)। এ মেষগুলির বিষয়ে তিনি কিঞ্চিৎ আগে বলেছিলেন, *কেউ যদি আমার মধ্য দিয়ে ঢোকে, সে পরিত্রাণ পাবে, সে ভিতরে যাবে আবার বাইরে আসবে এবং চারণভূমির সন্ধান পাবে* (যোহন ১০:৯)। সে আসলে বিশ্বাসের ভিতরে যাবে আর বিশ্বাসের বাইরে এসে দর্শনেরই কাছে পৌঁছবে, বাহ্যিক বিশ্বাস ছেড়ে আন্তর-ধ্যানেই পৌঁছবে আর অবশেষে শাশ্বত ভোজেই চারণভূমির সন্ধান পাবে।

তাই তাঁর মেষগুলি চারণভূমির সন্ধান পায়, কেননা সরলহৃদয়ে যে তাঁর অনুসরণ করে, সে চিরসবুজ ঘাস খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়। চিরবসন্ত-তুল্য সেই পরমদেশের আত্মিক আনন্দ ছাড়া এ মেষগুলির চারণভূমি আর কীবা হতে পারে? কেননা মনোনীতদের চারণভূমি হল ঈশ্বরের স্বয়ং শ্রীমুখ: স্পষ্টভাবে তাঁকে দে'খে মন অবিরতই জীবনদায়ী খাদ্য খেয়ে পরিতৃপ্ত হবে।

অতএব প্রিয় ভাইবোনেরা, এসো, এ চারণভূমির অন্বেষণ করি যাতে তেমন সম্মানিত স্বর্গীয় নাগরিকদের পর্বোৎসবে আনন্দ করতে পারি। পর্বোৎসব নিজেই

আমাদের আনন্দ করতে আমন্ত্রণ করে। তাই এসো, ভাইবোনেরা, অন্তর প্রজ্বলিত করি, বিশ্বাস্য বিষয়ে বিশ্বাস উত্তপ্ত হয়ে উঠুক, আমাদের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা ঊর্ধ্বলোকের জন্য উদ্দীপিত হোক: এইভাবে যে ভালবাসে, সে যাত্রাপথে পা বাড়িয়েই দিয়েছে।

আন্তর পর্বোৎসবের আনন্দ থেকে যেন কোন প্রতিকূল ব্যাপার আমাদের সরিয়ে না দেয়, কেননা যদি একজন গন্তব্যস্থানে পৌঁছতে আকাঙ্ক্ষা করে, পথের কোন বাধা তার আকাঙ্ক্ষা পাল্টাতে পারে না। কোন অনুকূল ব্যাপারও যেন আমাদের মন না ভোলায়, কেননা যে যাত্রী যেতে যেতে সুন্দর সুন্দর মাঠ দেখতে গিয়ে গন্তব্যস্থানটা ভুলে যায়, সেই যাত্রী নির্বোধ।

খ বর্ষ - যোহন ১০:১১-১৮

একদিন যিশু বললেন: 'আমিই উত্তম মেষপালক। উত্তম মেষপালক মেষগুলির জন্য নিজ প্রাণ বিসর্জন দেয়। যে শুধু বেতনভোগী, যে নিজে মেষপালক নয়, মেষগুলি যার নিজের নয়, নেকড়েবাঘ আসতে দেখলেই সে মেষগুলিকে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়; আর নেকড়েবাঘ সেগুলিকে ছিনিয়ে নেয় ও ছড়িয়ে ফেলে। বেতনভোগী বলেই সে পালিয়ে যায়, এবং মেষগুলির জন্য তার কোন চিন্তা নেই।

আমিই উত্তম মেষপালক: যারা আমার নিজের মেষ, তাদের আমি জানি, তারাও আমাকে জানে, যেমনটি পিতা আমাকে জানেন আর আমি পিতাকে জানি, এবং মেষগুলির জন্য আমার নিজের প্রাণ বিসর্জন দিই। আর আমার আরও মেষ আছে, যারা এই ঘেরির নয়; তাদেরও আমাকে নিয়ে আসতে হবে, আর তারা আমার কণ্ঠে কান দেবে; তখন থাকবে একটামাত্র মেষপাল, একটিমাত্র মেষপালক। পিতা এজন্যই আমাকে ভালবাসেন যে, আমি আমার প্রাণ বিসর্জন দিই, তা যেন ফিরিয়ে নিতে পারি। কেউই আমার কাছ থেকে তা কেড়ে নেয় না, নিজে থেকেই আমি তা বিসর্জন দিই। তা বিসর্জন দেবার অধিকার আমার আছে, আর তা ফিরিয়ে নেবারও অধিকার আমার আছে: তেমন আজ্ঞা আমি আমার পিতা থেকেই পেয়েছি।'

❖ বিশপ সাধু পিতর খ্রিসোলগের উপদেশাবলি (উপদেশ ৬)

হারানো মেষকে জীবন-চারণভূমিতে ফিরিয়ে আনবার জন্য স্বর্গ থেকে মেষপালক এসেছেন

খ্রিষ্টের আগমনে উত্তম মেষপালকই যে পৃথিবীতে এসেছেন, একথা তিনি নিজেই বলেন: *আমিই উত্তম মেষপালক। উত্তম মেষপালক আপন মেষগুলির জন্য প্রাণ বিসর্জন দেন* (যোহন ১০:১১)। তাছাড়া তিনি গুরু, যিনি গোটা জগৎকে নিরাময় করার জন্য সঙ্গী ও সহযোগীর অনুসন্ধানে ঘুরে বেড়ান ও বলেন, *পৃথিবী থেকে তোমরা সকলে প্রভুর উদ্দেশে জাগিয়ে তোল জয়ধ্বনি* (সাম ১০০:১ দ্রঃ)।

স্বর্গে ফিরে যাওয়ার সময় এলে তিনি আপন মেষগুলির পালনের ভার পিতরকে দেন, তিনি যেন তাঁর প্রতিনিধি হয়ে তাদের চালিত করেন: *পিতর, তুমি কি আমাকে ভালবাস? আমার মেষশাবকদের পালন কর।* আর অতিরিক্ত কঠোরতা দেখিয়ে তাঁর মনপরিবর্তনের ভঙ্গুর সূত্রপাত উদ্বিগ্ন না করার জন্য, বরং কোমলতার মধ্য দিয়ে তাঁকে সুস্থির করার জন্য তিনি আবার বলেন, *পিতর, তুমি কি আমাকে ভালবাস? আমার মেষগুলিকে পালন কর।* তিনি মেষগুলিকে পালনের ভার তাঁকে দেন; সেগুলির বাচ্চারও কথা উল্লেখ করেন, কেননা তিনি জানতেন, তাঁর মেষগুলি উর্বর হবেই। *পিতর, তুমি কি আমাকে ভালবাস? আমার মেষশাবকদের পালন কর* (যোহন ২১:১৫-১৭ দ্রঃ)। পালক পিতরের সহকর্মী পল এ মেষশাবকদের প্রচুর দুধ খেতে দিতেন; তাঁর কথা: *আমি তোমাদের গুরুপাক খাদ্য নয়, দুধ পান করিয়েছি* (১ করি ৩:২)। একই চিন্তা পোষণ করতেন বিধায় ধন্য দাউদ রাজাও বলেন: *প্রভু আমার মেষপালক; অভাব নেই তো আমার; আমায় তিনি শুইয়ে রাখেন নবীন ঘাসের চারণমাঠে, আমায় নিয়ে যান শান্ত জলের কূলে* (সাম ২৩:১-২)।

যুদ্ধ-সংগ্রামের বহু হাহাকারের পর, রক্তপাতেরই অবসন্ন এক জীবনের পর যে সুসমাচারের শান্তির চারণভূমিতে ফিরে আসে, পরবর্তী অনুচ্ছেদ তাকে সেবার আনন্দের সংবাদ দেয়। মানুষ তো ছিল পাপের ক্রীতদাস, মৃত্যুর বন্দি, রিপুর বেড়িতে ক্লিষ্ট; হতভাগার মত সে নির্মম এ প্রভুদের সেবা করত। পাপের অধীন থাকতে মানুষ কখন অবসন্ন হয়নি? মৃত্যুর কর্তৃত্বে থাকতে সে কখন কাঁদেনি? রিপু বা অপরাধের বোঝার

চাপে ভারাক্রান্ত হয়ে সে কখন নিরাশ হয়নি? এজন্যই তেমন নির্মম প্রভুদের সহ্য করতে করতে সে যেন শেষ নিশ্বাসই ছাড়ছিল।

অতএব নবী যখন দেখতে পেলেন আমরা মুক্ত হয়েছি ও স্রষ্টার বাধ্যতায়, পিতার অনুগ্রহে, মঙ্গলময় একমাত্র প্রভুর স্বেচ্ছাপূর্বক সেবায় ফিরে এসেছি, তখন তিনি যুক্তির সঙ্গেই বলে ওঠেন, *সানন্দে প্রভুর সেবা কর, তাঁর সম্মুখে এসো হর্ষধ্বনির ছন্দে* (সাম ১০০:২): অপরাধ ও দুঃখ যা কিছু হরণ করেছিল, অনুগ্রহ ও সদ্বিবেক তা ফিরিয়ে দেয়।

আমরা তাঁর জনগণ, তাঁর চারণভূমির মেষপাল (সাম ১০০:৩)। শাস্ত্রে বারবার একথা উল্লিখিত, স্বর্গ থেকে এমন পালক আসবেন যিনি কলুষিত চারণমাঠের দরুন অসুস্থ সকল বিক্ষিপ্ত মেষগুলিকে জীবনের চারণভূমিতে আনন্দোল্লাসের মধ্যে ফিরিয়ে আনবেন। *প্রবেশ কর তাঁর তোরণে তাঁর কাছে স্বীকার করতে করতে* (সাম ১০০:৪ লাতিন পাঠ্য): কেবল পাপস্বীকারই বিশ্বাস-তোরণের মধ্য দিয়ে আমাদের প্রবেশ করায়।

প্রবেশ কর তাঁর তোরণে ধন্যবাদ গীতি গেয়ে, তাঁর প্রাঙ্গণে প্রশংসাগান গেয়ে; তাঁকে জানাও ধন্যবাদ, ধন্য কর তাঁর নাম (সাম ১০০:৪): তথা, সেই যে নাম গুণে আমরা পরিত্রাণকৃত ও *যে নামে স্বর্গে মর্তে ও ভূগর্ভে প্রতিটি জানু আনত হয়* (ফিলি ২:১০)। *কেননা প্রভু সত্যি মঙ্গলময়, তাঁর কৃপা চিরস্থায়ী* (সাম ১০০:৫)।

তাঁর কৃপা সত্যিই মধুর: কেবল সেই কৃপা গুণেই তিনি সমগ্র বিশ্বের তিক্ত দণ্ডবিধান মুছে দিতে প্রসন্ন হলেন: *ওই দেখ, ঈশ্বরের মেষশাবক, জগতের পাপ যিনি হরণ করেন* (যোহন ১:২৯)।

গ বর্ষ - যোহন ১০:২৭-৩০

একদিন যিশু বললেন: 'যে মেষগুলি আমার নিজের, তারাই আমার কণ্ঠে কান দেয়; তাদের আমি জানি আর তারা আমার অনুসরণ করে; এবং আমি তাদের অনন্ত জীবন দান করি: তাদের কখনও বিনাশ হবে না, আমার হাত থেকেও কেউ তাদের ছিনিয়ে নেবে না। আমার পিতা, যিনি তাদের আমাকে দিয়েছেন,

তিনি সকলের চেয়ে মহান, আর কেউ আমার পিতার হাত থেকে তাদের ছিনিয়ে নিতে পারে না। আমি এবং পিতা, আমরা এক।’

❖ বিশপ সাধু হিলারি-লিখিত ‘ত্রিত্ব’ (৮ম পুস্তক ১৩-১৬)

বাণীর মাংধারণ দ্বারা ঈশ্বরে ভক্তদের ঐক্যলাভ,

ও এউখারিস্তিয়া সাক্রামেন্ত

যদি সত্যিকারে *বাণী হলেন মাংস* (যোহন ১:১৪), ও সত্যিকারে আমরা এউখারিস্তীয় খাদ্য গ্রহণে সেই মাংস-হওয়া-বাণীকে গ্রহণ করি, তাহলে যিনি মানুষ হয়ে জন্ম নিয়ে আমাদের মাংস-স্বরূপকে চির-অবিচ্ছেদ্য স্বরূপ বলে ধারণ করলেন, এবং তাঁর যে মাংস আমাদের গ্রহণ করতে হয়, সেই মাংস-সাক্রামেন্তের ছায়ায় যিনি তাঁর আপন মাংস-স্বরূপকে সনাতন স্বরূপের সঙ্গে মিলিত করলেন, কি করেই বা আমরা অস্বীকার করব যে, তিনি আপন স্বরূপকে নিয়েই আমাদের মধ্যে থাকেন? এভাবে আমরা সকলে এক, কেননা পিতা খ্রিষ্টের মধ্যে, আর খ্রিষ্ট পিতার মধ্যে রয়েছেন। ফলে তিনি মাংসের মধ্য দিয়ে আমাদের মধ্যে আছেন, আর আমরা তাঁর মধ্যে আছি, কেননা আমরা যা আছি, তা তাঁর সঙ্গে ঈশ্বরেই আছে।

আমরা দেহরক্তের সহভাগিতা-সাক্রামেন্তের মধ্য দিয়ে কতটুকু তাঁর মধ্যে আছি, এবিষয়ে তিনি নিজে বলেন, *জগৎ আমাকে আর দেখতে পাবে না, কিন্তু তোমরা আমাকে দেখতে পাবে, কারণ আমি জীবিত আছি, তোমরাও জীবিত থাকবে, যেহেতু আমি আমার পিতাতে আছি, এবং তোমরা আমাতে আছ আর আমি তোমাদের অন্তরে আছি* (যোহন ১৪:১৯, ২০)। তিনি যদি কেবল ইচ্ছারই মিলনের কথা বোঝাতে চাইতেন, তাহলে কেনই বা তিনি মিলন অর্জনের ক্ষেত্রে ক্রমান্বয় ও অনুক্রমের কথাও বললেন? তিনি তো ঐশস্বরূপ গুণে পিতার মধ্যে আছেন, অপরদিকে আমরা তাঁর মানবজন্ম গুণে তাঁর মধ্যে আছি, তিনি আবার সাক্রামেন্তগুলির রহস্য গুণে আমাদের মধ্যে আছেন: এই তো সেই বিশ্বাস যা তিনি চান আমরা স্বীকার করব। এ বিশ্বাস অনুসারে সেই মধ্যস্থের মাধ্যমে পূর্ণ মিলন সাধিত: আমরা তাঁর মধ্যে থাকতে তিনি পিতার মধ্যে থাকেন আর পিতার মধ্যে থাকতেই আমাদের মধ্যেও থাকেন: এভাবে আমরা পিতার সঙ্গে মিলন অর্জন

করি। তাঁর ঐশপ্রজনন গুণে খ্রিষ্ট পিতার মধ্যে স্বরূপগত ভাবে বিরাজমান, আর আমাদের মধ্যে স্বরূপগত ভাবে বিরাজমান হওয়ায় আমরাও স্বরূপগত ভাবে পিতার মধ্যে বিরাজমান।

এ স্বরূপগত মিলন আমাদের মধ্যে কীভাবে ক্রিয়াশীল, একথা তিনি নিজে ব্যাখ্যা করেন: *যে কেউ আমার মাংস খায় ও আমার রক্ত পান করে, সে আমাতে বসবাস করে আর আমি তার অন্তরে বসবাস করি* (যোহন ৬:৫৬)। কেউই তাঁর মধ্যে বসবাস করতে পারবে না, যদি না তিনি নিজে ইতিমধ্যে তার অন্তরে উপস্থিত: তাঁর মাংস যে গ্রহণ করবে, তিনি নিজের মধ্যে কেবল তারই মাংস ধারণ করবেন।

এ পূর্ণ মিলনের সাক্রামেন্ত সম্বন্ধে তিনি আগেই শিক্ষা দিয়ে বলেছিলেন, *আমাকে যেমন স্বয়ং পিতাই প্রেরণ করেছেন আর আমি যেমন পিতারই জন্য জীবিত আছি, তেমনি আমাকে যে খায়, সে আমারই জন্য জীবিত থাকবে* (যোহন ৬:৫৭)। সুতরাং তিনি পিতারই জন্য জীবিত আছেন; আর যেমন তিনি পিতারই জন্য জীবিত আছেন, তেমনি আমরা তাঁর মাংসেরই জন্য জীবিত আছি।

যে কোন উদাহরণ বুদ্ধিকে সহায়তা করে, কেননা উদাহরণের মধ্য দিয়ে আসল কথা আরও সহজে অনুধাবন করা হয়। কথাটা হল যে, মাংসের মানুষ আমরা খ্রিষ্টের মাংসের মধ্য দিয়ে আমাদের মধ্যে খ্রিষ্টকে পেয়ে গেছি বিধায় তিনিই আমাদের জীবনের মূলকারণ: যে অবস্থায় তিনি পিতারই জন্য জীবিত, আমরা তাঁর দ্বারা সেই একই অবস্থায় জীবিত।

৫ম পাস্কা রবিবার

ক বর্ষ - যোহন ১৪:১-১২

শেষভোজের সময়ে যিশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, ‘তোমাদের হৃদয় যেন কম্পিত না হয়। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস রাখ, আমার প্রতিও বিশ্বাস রাখ। আমার পিতার গৃহে অনেক বাসস্থান আছে; যদি না থাকত, তবে তোমাদের বলেই দিতাম; আমি তোমাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করতে যাচ্ছি। আর চলে গিয়ে তোমাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করার পর আমি আবার আসব এবং তোমাদের নিজের কাছে নিয়ে যাব, আমি যেখানে আছি, সেখানে তোমরাও যেন থাকতে পার। আমি যেখানে যাচ্ছি, তোমরা তো তার পথ জান।’

থোমাস তাঁকে বললেন, ‘প্রভু, আপনি কোথায় যাচ্ছেন আমরা তা জানি না, তবে কেমন করে পথটা জানতে পারি?’ যিশু তাঁকে বললেন, ‘আমিই সেই পথ, সেই সত্য, সেই জীবন! পিতার কাছে কেউই যেতে পারে না, যদি না সে আমার মধ্য দিয়ে যায়। তোমরা যদি আমাকে জানতে, তাহলে আমার পিতাকেও জানতে। তোমরা তো তাঁকে এখন জান, দেখতেও পেয়েছ তাঁকে।’ ফিলিপ তাঁকে বললেন, ‘প্রভু, পিতাকে আমাদের দেখিয়ে দিন, তাতে আমরা তুষ্ট হব।’ যিশু তাঁকে বললেন, ‘ফিলিপ, এতদিন আমি তোমাদের সঙ্গে আছি আর তুমি আমাকে জান না? যে আমাকে দেখেছে, সে পিতাকেও দেখেছে; কেমন করে তুমি বলছ, পিতাকে আমাদের দেখিয়ে দিন? তুমি কি বিশ্বাস কর না যে, আমি পিতাতে আছি আর পিতা আমাতে আছেন? আমি যে সমস্ত কথা তোমাদের বলি, নিজে থেকে তা বলি না, কিন্তু যিনি আমাতে আছেন, সেই পিতাই নিজের সমস্ত কাজ সাধন করেন। তোমরা আমাকে বিশ্বাস কর: আমি পিতাতে আছি আর পিতা আমাতে আছেন; অন্তত, এই সমস্ত কাজের খাতিরেই বিশ্বাস কর।

আমি তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি, আমার প্রতি যে বিশ্বাস রাখে, আমি যে সমস্ত কাজ করি, তা সেও করবে, এবং তার চেয়ে মহত্তর কাজও করবে, কারণ আমি পিতার কাছে যাচ্ছি।’

❖ বিশপ সাধু আম্ব্রোজ-লিখিত ‘শুভ মৃত্যু’ (১২:৫২-৫৫)

স্থানটি পিতার কাছে, পথটি স্বয়ং খ্রিষ্ট

এসো, আমরা আমাদের মুক্তিসাধক সেই যিশুর কাছে নির্ভয়ে যাই; এসো, দৃঢ় অন্তর নিয়ে পুণ্যজনদের দলের দিকে, ন্যায়নিষ্ঠ-মণ্ডলীর দিকে যাই! হ্যাঁ, আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে যাব, আমাদের বিশ্বাসগুরুদের কাছে যাব; আর যদিও আমাদের কাজকর্ম নানা ত্রুটিতে চিহ্নিত, বিশ্বাস আমাদের সহায়তা করুক, প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হোক। প্রভু হবেন সকলের আলো; আর সেই সত্যকার আলো যা প্রতিটি মানুষকে আলোকিত করে সকলের উপরে উদ্ভাসিত হবে। আমরা সেখানে যাব, যেখানে প্রভু যিশু আপন সেবকদের জন্য গৃহ প্রস্তুত করেছেন, তিনি যেখানে আছেন আমরাও যেন সেখানে থাকতে পারি: তিনি তা-ই ইচ্ছা করলেন। শোন এ প্রসঙ্গে তিনি কী বলেন: *আমার পিতার গৃহে অনেক বাসস্থান আছে।* আর তাঁর ইচ্ছা কী? *আমি আবার আসব এবং তোমাদের নিজের কাছে নিয়ে যাব, আমি যেখানে আছি, সেখানে তোমরাও যেন থাকতে পার* (যোহন ১৪:২, ৩)। হয় তো আপত্তি করে তুমি বল, তিনি তখন কেবল আপন শিষ্যদেরই কাছে একথা বলছিলেন, কেবল তাঁদেরই কাছে থাকবার অনেক স্থান দানের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছিলেন। তবে শুধু এগারো জনের জন্যই কি তিনি অনেক স্থান প্রস্তুত করছিলেন? তাহলে কি করেই বা তাঁর সেই কথা পূর্ণতা লাভ করবে, যা অনুসারে বহু জাতি সবদিক থেকে এসে ঈশ্বরের রাজ্যে ভোজে বসবে? যখন খ্রিষ্টের পক্ষে ইচ্ছা করা ও সাধন করা সমান কথা, তখন তাঁর ইচ্ছা যে পূর্ণ হবে, আমরা কি তা সন্দেহ করতে পারি? অবশেষে তিনি পথ ও স্থান নির্দেশ করেছেন: *যে স্থানে আমি যাচ্ছি, তোমরা তার পথ জান* (যোহন ১৪:৪)। স্থানটি পিতার কাছে, পথটি স্বয়ং খ্রিষ্ট, যেইভাবে তিনি নিজে বলেন, *আমিই সেই পথ, সেই সত্য, সেই জীবন! পিতার কাছে কেউই যেতে পারে না, যদি না সে আমার মধ্য দিয়ে যায়* (যোহন ১৪:৬)।

এসো, আমরা এ পথ ধরি, সত্য পালন করি, জীবনের অনুসরণ করি। তেমন পথ চালিত করে, তেমন সত্য সান্ত্বনা দেয়, তেমন জীবন আত্মদান করে। আর আমরা যেন তাঁর প্রকৃত ইচ্ছা জানতে পারি, উপদেশ শেষে তিনি একথাও বলেন, *পিতা, যাদের তুমি আমাকে দিয়েছ, আমি চাই, আমি যেখানে আছি তারাও সেখানে থাকবে, যেন তারা*

আমার গৌরব দর্শন করতে পারে (যোহন ১৭:২৪)। পিতা: নামটা দু'বার উচ্চারণ করা মানে জোর দিয়ে বলা, যেমন, *আব্রাহাম, আব্রাহাম* (আদি ২২:১)। অন্যত্র আমরা পড়ি, *আমি, আমিই তোমার অপরাধ মুছে দিই* (ইশা ৪৩:২৫)। তিনি আগে যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, এখন যে তা যাচনা করেন, তা খুবই সুন্দর। আগে প্রতিশ্রুতি, পরে যাচনা, উল্টোভাবে নয়: এর অর্থ, যিনি প্রতিশ্রুতি দেন, তিনিই তো দানের অধিকারী, আপন ক্ষমতায় সচেতন: পিতার মঙ্গলময়তার ব্যাখ্যাতাই যেন তিনি সেই পিতার কাছে যাচনা করেন। তিনি আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যাতে তুমি তাঁর ক্ষমতা জানতে পার; তারপরে যাচনা করেছেন যাতে তোমার কাছে মঙ্গলময়তার কথা বোঝাতে পারেন। তিনি আগে যাচনা করেছেন, পরে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তেমন নয়, যাতে কেউই না মনে করত, তিনি যা যাচনা করে পেয়েছিলেন তারই দানের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছিলেন; বরং তিনি যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তাই দান করছিলেন। তিনি যে যাচনা করেছেন, একথা তুমি যেন গুরুত্বহীন না মনে কর; কেননা এতে প্রকাশিত হয় পিতার ইচ্ছার সঙ্গে তাঁর মিলন—এ একতারই প্রমাণ, বাড়তি ক্ষমতার প্রমাণ নয়।

প্রভু যিশু, আমরা তোমার অনুসরণ করি; তুমি কিন্তু আমাদের ডাক, আমরা যেন সত্যিই তোমার অনুসরণ করতে পারি; কেননা তোমাকে ছাড়া কেউই আরোহণ করতে পারে না—তুমিই তো পথ, সত্য ও জীবন; তুমিই তো শক্তি, বিশ্বস্ততা ও পুরস্কার। পথ বলে তোমার আপনজনদের গ্রহণ কর; সত্য বলে তাদের সুস্থির কর; জীবন বলে তাদের সঞ্জীবিত কর!

খ বর্ষ - যোহন ১৫:১-৮

শেষভোজের সময়ে যিশু তাঁর শিষ্যদের বললেন: 'আমিই সত্যকার আঙুরলতা, আর কৃষক হলেন আমার পিতা। আমার যে শাখায় ফল ধরে না, তা তিনি ফেলে দেন, আর যে সব শাখায় ফল ধরে, সেগুলিকে তিনি পরিশুদ্ধ করেন, যেন তাতে আরও বেশি ফল ধরে। আমি যে বাণী তোমাদের শুনিয়েছি, সেই বাণী গুণে তোমরা এর মধ্যে পরিশুদ্ধ হয়েছ। আমি যেমন তোমাদের অন্তরে রয়েছি, তেমনি তোমরা আমাতে থাক। আঙুরলতায় না থাকলে শাখা যেমন নিজে থেকে ফল ফলাতে পারে না, তেমনি আমাতে না থাকলে তোমরাও ফলশালী হতে পার না।

আমি হলাম আঙুরলতা, তোমরা হলে শাখা: যে আমাতে থাকে আর আমি যার অন্তরে থাকি, সে-ই প্রচুর ফলে ফলশালী হয়, কেননা আমার বাইরে [থাকলে] তোমরা কিছুই করতে পার না। কেউ যদি আমাতে না থাকে, তবে সে শাখার মত বাইরে নিক্ষিপ্ত হয় আর শুকিয়ে যায়; সেই শাখাগুলি জড় করে আগুনে ফেলা হয় ও পুড়িয়ে দেওয়া হয়। তোমরা যদি আমাতে থাক ও আমার সমস্ত কথা তোমাদের অন্তরে থাকে, তাহলে তোমাদের যা ইচ্ছা তোমরা যাচনা কর, তোমাদের জন্য তা-ই করা হবে। তোমরা যদি প্রচুর ফলে ফলশালী হও এবং আমার শিষ্য রূপে দাঁড়াও, তবে আমার পিতা তাতেই গৌরবান্বিত হন।'

❖ যোহন-রচিত সুসমাচারে আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা (১০ম পুস্তক ২)

আমি আঙুরলতা, তোমরা শাখা

প্রভু বলেন, তিনি নিজেই আঙুরলতা: এতে দেখাতে চান তাঁর ভালবাসায় আমাদের রোপিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা ও তাঁর সঙ্গে সংযুক্ত হলে আমাদের উপকারিতা। যারা তাঁর সঙ্গে সংযুক্ত ও একপ্রকারে তাঁর দেহে একীভূত ও গাছের কলমের মত যুক্ত, তিনি শাখার সঙ্গে তাদের তুলনা করেন। পবিত্র আত্মার সহভাগিতার মধ্য দিয়ে তারাই তাঁর আপন স্বরূপের অংশীদার হয়ে ওঠে, কেননা খ্রিষ্টের পবিত্র আত্মাই আমাদের তাঁর সঙ্গে সংযুক্ত করেন।

আমরা সদিচ্ছার প্রেরণায় বিশ্বাসগুণে খ্রিষ্টের কাছে গিয়েছি, কিন্তু দত্তকপুত্রত্বের মর্যাদা লাভের গুণেই তাঁর স্বরূপের অংশীদার হয়ে উঠি—সাধু পলের কথা অনুসারে, *প্রভুর সঙ্গে যে মিলিত হয়, সে প্রভুর সঙ্গে একাত্মা হয়* (১ করি ৬:১৭)।

আমরা আমাদের অবলম্বন ও ভিত্তি সেই খ্রিষ্টের উপরেই নির্মিত, এবং পবিত্র যাজকত্ব ও আত্মায় ঈশ্বরের মন্দিরের উদ্দেশে জীবন্ত ও আত্মিক প্রস্তর বলে অভিহিত। খ্রিষ্ট আমাদের ভিত্তিরূপে না দাঁড়ালে আমরা তো নির্মিত হতে পারি না। একই কথা আঙুরলতার উপমা দ্বারা ব্যক্ত হয়।

তিনি বলেন, তিনি নিজেই আঙুরলতা, তিনি যেন সেই শাখাগুলির মাতা ও জননী যা থেকে সেগুলি উৎপন্ন হয়। বস্তুতপক্ষে আমরা তাঁর দ্বারা ও তাঁর মধ্যে আত্মায় নবজন্ম

লাভ করেছি যাতে জীবনফল উৎপন্ন করতে পারি, এমন নবজীবন যা তাঁর প্রতি সক্রিয় ভালবাসারই নামান্তর। আগেকার ফল ছিল পতিত জীবনের পচা ফল।

তাছাড়া আমরা জীবিত অবস্থায় সংরক্ষিত, বা একপ্রকারে তাঁরই মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হই যদি আমাদের দেওয়া সেই পুণ্য আজ্ঞাগুলি আঁকড়িয়ে ধরে পালন করি, সেই প্রাপ্ত মর্যাদার শ্রেণি রক্ষা করতে যত্নবান থাকি, ও আমাদের মধ্যে অবস্থানকারী আত্মাকে দুঃখ দেওয়ার মত অবকাশ না ঘটাই—সেই যে আত্মা ঐশঅবস্থানের অর্থ আমাদের বুঝিয়ে দেন।

আমরা যে কীভাবে খ্রিষ্টে আছি ও তিনি আমাদের মধ্যে আছেন, একথা সাধু যোহন ব্যাখ্যা করেন, *এতেই আমরা জানি যে, আমরা তাঁর মধ্যে রয়েছি আর তিনিও আমাদের অন্তরে রয়েছেন, কারণ তিনি তাঁর আত্মাকে আমাদের দান করেছেন* (১ যোহন ৪:১৩)।

শিকড় যেমন শাখাগুলিকে আপন স্বরূপের গুণ ও অবস্থার সহভাগী করে, তেমনি ঈশ্বরের একমাত্র বাণী মানুষকে, বিশেষভাবে যারা বিশ্বাসসূত্রে তাঁর সঙ্গে সংযুক্ত তাদেরই দান করেন তাঁর আপন আত্মাকে; তাদের যত রকম পবিত্রতা মঞ্জুর করেন, তাঁর নিজের ও পিতার স্বরূপের সঙ্গে সাদৃশ্য ও আত্মীয়তা দান করেন, ভালবাসার জন্য পুষ্টি যোগান ও যত সদ্‌গুণ ও মঙ্গলময়তার জ্ঞান ব্যবস্থা করেন।

গ বর্ষ - যোহন ১৩:৩১-৩৩ক, ৩৪-৩৫

> যুদা চলে গেলে যিশু বললেন, ‘এখন মানবপুত্র গৌরবান্বিত হলেন, এবং ঈশ্বর তাঁর মধ্যে গৌরবান্বিত হলেন। ঈশ্বর যখন তাঁর মধ্যে গৌরবান্বিত হলেন, তখন ঈশ্বরও নিজের মধ্যে তাঁকে গৌরবান্বিত করবেন, আর তাঁকে এখনই গৌরবান্বিত করবেন। বৎসেরা, আমি এখন আর অল্পকালের মত তোমাদের সঙ্গে আছি।
> এক নতুন আজ্ঞা তোমাদের দিচ্ছি: তোমরা পরস্পরকে ভালবাস। আমি যেমন তোমাদের ভালবেসেছি, তেমনি তোমরাও পরস্পরকে ভালবাস। তোমরা যে আমার শিষ্য, তা সকলে এতেই বুঝতে পারবে, যদি পরস্পরের প্রতি তোমাদের ভালবাসা থাকে।’

❖ যোহন-রচিত সুসমাচারে বিশপ সাধু আগস্তিনের ব্যাখ্যা (৬৫শ বিভাগ ১-৩)

নতুন আজ্ঞা

প্রভু যিশু বলছেন, তিনি আপন শিষ্যদের নতুন একটা আজ্ঞা দিচ্ছেন, তথা তাঁরা পরস্পরকে ভালবাসবে: *আমি এক নতুন আজ্ঞা তোমাদের দিচ্ছি: তোমরা পরস্পরকে ভালবাস* (যোহন ১৩:১৪)।

এ আজ্ঞা কি প্রভুর প্রাচীন বিধানে অন্তর্ভুক্ত ছিল না? সেখানেও লেখা আছে, *তুমি তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসবে* (লুক ১৯:১৮)। তবে কেনই বা প্রভু এমন আজ্ঞাই নতুন বলেন যা মনে হচ্ছে খুবই প্রাচীন? এ আজ্ঞা আমাদের সেই পুরনো মানুষকে ত্যাগ করিয়ে নতুন মানুষে পরিবৃত করে, এজন্যই কি আজ্ঞাটি নতুন? ঠিক তাই! আজ্ঞাটি তাকেই নতুন করে যে তাকে পালন করে, বা আরও সূক্ষ্ম কথায়, তাকেই যে তার প্রতি বাধ্য। তবু যে ভালবাসা নবীনতা এনে দেয়, তা সাধারণ মানবীয় ভালবাসা থেকে ভিন্ন, বরং এমন ভালবাসা যা প্রভু এ কথাগুলিতেই চিহ্নিত ও নির্দিষ্ট করেন, *আমি তোমাদের যেমন ভালবেসেছি* (যোহন ১৩:৩৪)।

এটিই তো সেই ভালবাসা যা আমাদের নবীন করে তোলে, কেননা আমরা নবমানুষ, নবসন্ধির উত্তরাধিকারী ও নবসঙ্গীতের গায়ক হয়ে উঠি। প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, এ ভালবাসাই প্রাচীনকালের ধার্মিকদের, কুলপতিদের ও নবীদের নবীকৃত করেছে যেইভাবে পরবর্তীতে প্রেরিতদূতদের নবীকৃত করেছে। এ ভালবাসা এখন সকল জাতিকেও নবীকৃত করে, ও বিশ্বজুড়ে বিস্তৃত মানবজাতিকে নিয়ে এক নতুন জাতিকে তথা ঈশ্বরের একমাত্র পুত্রের সেই নব-কনেরই দেহকে গড়ে তোলে যার বিষয়ে পরম গীতে লেখা আছে, *এ কে, যে প্রভায় জ্যোতির্ময়ী হয়ে উদীয়মান হচ্ছে?* (পরমগীত ৮:৫ দ্রঃ)। সে অবশ্যই প্রভায় জ্যোতির্ময়ী, কেননা নবায়িতা হয়েছে। নতুন আজ্ঞা দ্বারা ছাড়া সে কার দ্বারাই বা নবায়িতা হয়েছে?

এজন্যই অঙ্গগুলি একে অন্যের প্রতি যত্নশীল: একটা অঙ্গ কষ্ট ভোগ করলে তার সঙ্গে সবগুলি কষ্ট ভোগ করে, কিংবা একটা অঙ্গ সম্মানিত হলে সবগুলি তার সঙ্গে আনন্দিত (১ করি ১২:২৫-২৬ দ্রঃ)। তারা তো প্রভুর এ শিক্ষা শোনে ও মেনে চলে, *আমি এক নতুন আজ্ঞা তোমাদের দিচ্ছি: তোমরা পরস্পরকে ভালবাস* (যোহন

১৩:৩৪), কিন্তু যারা প্রবঞ্চনা করে তারা যেইভাবে পরস্পরকে ভালবাসে সেইভাবে নয়, মানুষ হিসাবে মানুষ যেইভাবে অপরকে মানুষ হিসাবে ভালবাসে সেইভাবেও নয়। বরং যারা নিজেরাই ঐশজীব ও পরাৎপরের সন্তান তারা তাঁর একমাত্র পুত্রের ভাই হবার জন্য যেইভাবে পরস্পরকে ভালবাসে সেইভাবে। সেই পারস্পরিক ভালবাসায় ভালবাসতে হবে, যে ভালবাসায় তিনি নিজে তাঁর আপন ভাই সেই মানুষদের ভালবেসেছেন, তিনি যেন সেখানেই তাদের চালিত করতে পারেন যেখানে বাসনা যত মঙ্গলদানেই পরিতৃপ্ত হয়ে উঠবে (সাম ১০৩:৫)। বাসনা তখনই সম্পূর্ণরূপে মিটে যাবে যখন ঈশ্বর হবেন *সবার মধ্যে সব* (১ করি ১৫:২৮)।

তেমনই ভালবাসাকে তিনি আমাদের দান করেন, যিনি ঐকান্তিকভাবে আমাদের বলেছেন, *আমি তোমাদের যেমন ভালবেসেছি, তোমরাও তেমনি পরস্পরকে ভালবাস* (যোহন ১৩:৩৪)। এ উদ্দেশ্যেই তিনি আমাদের ভালবেসেছেন, যাতে আমরাও পরস্পরকে ভালবাসি। আমাদের ভালবাসছিলেন বিধায় তিনি চাইলেন আমরা পারস্পরিক ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ থাকব, আমরা যেন সর্বপ্রধান মাথার দেহ ও মধুময় বন্ধনে আবদ্ধ অঙ্গ হতে পারি।

৬ষ্ঠ পাস্কা রবিবার

ক বর্ষ - যোহন ১৪:১৫-২১

শেষভোজের সময়ে যিশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, 'তোমরা যদি আমাকে ভালবাস, তাহলে আমার আজ্ঞাগুলো পালন করবে। আর আমি পিতাকে অনুরোধ করব, এবং তিনি অপর একজন সহায়ক তোমাদের দেবেন, যেন সেই সহায়ক চিরকাল ধরে তোমাদের সঙ্গে থাকেন: সেই সত্যময় আত্মাকেই দেবেন, জগৎ যাঁকে গ্রহণ করতে পারে না, কারণ জগৎ তাঁকে দেখতে পায় না, জানেও না। তোমরা তাঁকে জান, কারণ তিনি তোমাদের কাছে কাছে থাকেন ও তোমাদের অন্তরে থাকবেন।

আমি তোমাদের অনাথ অবস্থায় রেখে যাব না; তোমাদের কাছে আসব। আর অল্পকাল, পরে জগৎ আমাকে আর দেখতে পাবে না, কিন্তু তোমরা আমাকে দেখতে পাবে, কারণ আমি জীবিত আছি, তোমরাও জীবিত থাকবে। সেদিন তোমরা জানবে যে, আমি আমার পিতাতে আছি, এবং তোমরা আমাতে আছ আর আমি তোমাদের অন্তরে আছি। আমার আজ্ঞাগুলো গ্রহণ করে নিয়ে যে তা পালন করে, সে-ই আমাকে ভালবাসে; আর যে আমাকে ভালবাসে, সে হবে আমার পিতার ভালবাসার পাত্র, আমিও তাকে ভালবাসব, এবং তার কাছে আত্মপ্রকাশ করব।'

❖ যোহন-রচিত সুসমাচারে বিশপ সাধু জন খ্রিসোস্তমের উপদেশাবলি (উপদেশ ৭৫:১)

আমি তোমাদের অনাথ অবস্থায় রেখে যাব না

তোমরা যদি আমাকে ভালবাস, তাহলে আমার আজ্ঞাগুলো পালন করবে (যোহন ১৪:১৫)। আমি তোমাদের আজ্ঞা দিলাম তোমরা যেন পরস্পরকে ভালবাস ও একে অন্যের সঙ্গে সেভাবে ব্যবহার কর যেইভাবে আমি তোমাদের সঙ্গে ব্যবহার করেছি। এই তো ভালবাসা: আজ্ঞাগুলি পালন করা ও প্রেমিকের অধীনে থাকা। *আমি পিতাকে অনুরোধ করব, এবং তিনি অপর একজন সান্ত্বনাদানকারী তোমাদের দেবেন* (যোহন ১৪:১৬)। এগুলো এমন ব্যক্তির কথা যিনি দূরে যাবার উপক্রম করছেন। আর যেহেতু

তাঁরা তখনও তাঁকে ভালভাবে জানতেন না, সেজন্য অনুমান করা যায়, তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁরা সম্ভবত তাঁর সাহচর্য, তাঁর বাণী, তাঁর শারীরিক উপস্থিতির খোঁজ করবেন, এমনকি তাঁর অনুপস্থিতির জন্য কিছুই তাঁদের সান্ত্বনা দিতে পারবে না। আর তিনি কী বলেন? *আমি পিতাকে অনুরোধ করব, এবং তিনি অপর একজন সান্ত্বনাদানকারী তোমাদের দেবেন।* তার মানে, পিতা আমার মত আর একজনকে দেবেন।

তিনি আপন আত্মবলিদানে তাঁদের পরিশুদ্ধ করলে পর তখনই পবিত্র আত্মা এসে পড়েন। কেন তাঁদের মধ্যে যিশু থাকতেই আত্মা নেমে আসেননি? তার কারণ, বলি তখনও উৎসর্গীকৃত হয়নি। তারপরেই, পাপ বিনষ্ট হয়ে গেলে তাঁরা বিপদের মধ্যে প্রেরিত হয়ে যখন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি নেবেন, তখনই সেই সান্ত্বনাদানকারীর আগমন প্রয়োজন হবে। তবে কেনই বা পুনরুত্থানের পর পরেই আত্মা আসেননি? এজন্যই, তাঁরা যেন মহত্তর আকাঙ্ক্ষায় ও মহত্তর অনুগ্রহ নিয়ে তাঁকে গ্রহণ করেন।

কেননা খ্রিষ্ট যতদিন তাঁদের মধ্যে থেকেছিলেন, তাঁরা ততদিন অবসন্ন ছিলেন না; তিনি কিন্তু যখন চলে গেলেন, তাঁরা তখন একাকী ও আতঙ্কিত হয়ে পড়ে মহা আকাঙ্ক্ষার সঙ্গেই তাঁর অপেক্ষা করছিলেন।

তিনি যেন তোমাদের সঙ্গে থাকেন (যোহন ১৪:১৬), এর অর্থ হল: তোমাদের মৃত্যুর পরেও তিনি চলে যাবেন না। আর সান্ত্বনাদানকারীর কথা শুনে তাঁরা যেন তাঁকে স্বচক্ষেই দেখবার আশায় নতুন মাংসধারণের কথা না মনে করেন, তেমন ধারণা বাতিল করতে গিয়ে খ্রিষ্ট বলে চলেন, *জগৎ তাঁকে গ্রহণ করতে পারে না, কারণ জগৎ তাঁকে দেখতে পায় না* (যোহন ১৪:১৭)।

তিনি তোমাদের সঙ্গে আমার মত জীবনযাপন করবেন না, তিনি বরং তোমাদের আত্মায় বাস করবেন: এই তো সেই *তোমাদের সঙ্গে থাকবেন* কথাটির অর্থ। উপরন্তু তিনি তাঁকে সত্যের আত্মা বলে অভিহিত করেন, আর এইভাবে প্রাক্তন বিধানের দৃষ্টান্তের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেন। *তিনি যেন তোমাদের সঙ্গে থাকেন।* এর অর্থ কী? তিনি নিজের বেলায় যা বলেছিলেন, ঠিক তাই: *আমি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি* (মথি

২৮:২০)। তাছাড়া কিন্তু আর একটা অর্থ রয়েছে: আমি যে যন্ত্রণা ভোগ করেছি, তিনি তা ভোগ করবেন না, দূরেও যাবেন না।

জগৎ তাঁকে গ্রহণ করতে পারে না, কারণ জগৎ তাঁকে দেখতে পায় না (যোহন ১৪:১৭)। এ কেমন কথা? তিনি কি অদৃশ্য বস্তুর মধ্যে একজন? মোটেই না। খ্রিষ্ট এখানে জ্ঞানের কথা নির্দেশ করেন; বস্তুতপক্ষে তিনি বলে চলেন, *সে তাকে জানে না;* সাধারণত সূক্ষ্ম জ্ঞানকে দর্শন বলে, কেননা আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির মধ্যে দৃষ্টিশক্তিই সবচেয়ে তীক্ষ্ণ ইন্দ্রিয়। তিনি দুর্জনদের জগৎ ব'লে অভিহিত করেন ও তেমন মূল্যবান দান তাঁদের অর্পণ ক'রে তিনি শিষ্যদের সান্ত্বনা দেন। লক্ষ কর যিশু দানের শ্রেষ্ঠতা কতই না প্রশংসা করেন: তিনি বলেন, তিনি এমন অপরই একজন যিনি তাঁর চেয়ে ভিন্ন; আবার বলেন, তিনি তাঁদের একা ফেলে রাখবেন না; আবার, তিনি কেবল তাদেরই কাছে আসবেন যাদের কাছে তিনি এসেছিলেন। আর অবশেষে, *তিনি তোমাদের অন্তরে থাকবেন।*

তবু এভাবেও তিনি শিষ্যদের শোক দূর করতে পারলেন না। তাঁরা তাঁকে ও তাঁর সঙ্গ খোঁজ করে যাচ্ছিলেন। তাঁদের সাহায্য করতে গিয়ে তিনি বলেন, *আমি তোমাদের অনাথ অবস্থায় রেখে যাব না, তোমাদের কাছে আবার আসব* (যোহন ১৪:১৮)। ভয় করো না, আমি সবসময়ের মত তোমাদের ছেড়ে যাব বিধায় যে আর একজন সান্ত্বনাদানকারী পাঠাবার কথা বলেছি, তেমন নয়। তিনি তোমাদের মধ্যে থাকবেন, আমি তো একথা এমনভাবে বলিনি আমি যেন তোমাদের আর কখনও দেখতে পারব না! প্রকৃতপক্ষে আমি নিজেই তোমাদের কাছে আসব। *আমি তোমাদের অনাথ অবস্থায় রেখে যাব না।*

খ বর্ষ - যোহন ১৫:৯-১৭

শেষভোজের সময়ে যিশু তাঁর শিষ্যদের বললেন: 'পিতা যেমন আমাকে ভালবেসেছেন, আমিও তেমনি তোমাদের ভালবেসেছি; আমার ভালবাসায় স্থিতমূল থাক। যদি আমার আজ্ঞাগুলি পালন কর, তবে আমার ভালবাসায় থাকবেই, আমিও যেমন আমার পিতার সমস্ত আজ্ঞা পালন করেছি ও তাঁর

ভালবাসায় থাকি। এই সমস্ত তোমাদের বলেছি, যেন আমার আনন্দ তোমাদের অন্তরে স্থিতমূল থাকে এবং তোমাদের সেই আনন্দ যেন পরিপূর্ণ হয়।
আমার আজ্ঞা এ: তোমরা পরস্পরকে ভালবাস, আমি তোমাদের যেভাবে ভালবেসেছি। আপন বন্ধুদের জন্য নিজের প্রাণ দেওয়া: এর চেয়ে বেশি ভালবাসা কারও নেই। আমি তোমাদের যা আজ্ঞা করি, তোমরা যদি তা পালন কর, তবেই তোমরা আমার বন্ধু। আমি তোমাদের আর দাস বলছি না, কারণ দাস নিজের প্রভু কী করেন তা জানে না; তোমাদের আমি বন্ধু বলছি, কারণ আমার পিতার কাছ থেকে যাকিছু শুনেছি, তা সমস্তই তোমাদের জানিয়েছি। তোমরা যে আমাকে বেছে নিয়েছ এমন নয়, আমিই তোমাদের বেছে নিয়েছি, তোমাদের নিযুক্তও করেছি, যেন তোমরা গিয়ে ফলশালী হয়ে ওঠ ও তোমাদের ফল স্থায়ী হতে পারে, যাতে তোমরা পিতার কাছে যাকিছু আমার নামে যাচনা কর, তিনি তা তোমাদের দেন। আমি তোমাদের এই আজ্ঞা দিচ্ছি, তোমরা পরস্পরকে ভালবাস।'

❖ যোহন-রচিত সুসমাচারে বিশপ সাধু আগস্তিনের ব্যাখ্যা (৮২শ বিভাগ ১-৪)

আমরা খ্রিষ্টকে ততখানি ভালবাসি তাঁর আজ্ঞাগুলি যতখানি পালন করি

ত্রাণকর্তা শিষ্যদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে পরিত্রাণদায়ী অনুগ্রহের কথা বারবার উত্থাপন করে বলেন, *তোমরা যদি প্রচুর ফলে ফলশালী হও এবং আমার শিষ্য রূপে দাঁড়াও, তবে আমার পিতা তাতেই গৌরবান্বিত হন* (যোহন ১৫:৮)। সুতরাং যদি পিতা তখনই গৌরবান্বিত, আমরা যখন প্রচুর ফলে ফলবান হই ও খ্রিষ্টের প্রকৃত শিষ্য হই, এতে আমাদের এমন গৌরব বোধ করার কথা নয় যে, আমাদের সাধিত কাজ যেন আমাদেরই দ্বারা সাধিত হয়েছে। অনুগ্রহ তো তাঁরই, ফলে এতে আমাদের নয়, তাঁরই গৌরব প্রকাশিত। এজন্যই অন্য পরিস্থিতিতে *তোমাদের আলো মানুষদের সামনে এমনভাবেই জ্বলুক যেন তারা তোমাদের সৎকর্ম দেখে*, তিনি তেমন কথা বলার পর, তারা যেন আপন সাধিত সৎকর্ম নিজেদেরই চেষ্টায় সাধিত বলে না মনে করে, সেজন্য তিনি পরপরেই বলে চলেন, *তারা যেন তোমাদের স্বর্গস্থ পিতাকে গৌরবান্বিত করে* (মথি ৫:১৬)। কেননা এতেই পিতা গৌরবান্বিত যে, আমরা প্রচুর ফলে ফলবান হই ও খ্রিষ্টের

প্রকৃত শিষ্য হই। কিন্তু কেইবা আমাদের ফলবান ও শিষ্য করে তোলেন সেই তিনি ছাড়া যাঁর দয়া আগে থেকেই আমাদের মধ্যে সক্রিয়? প্রকৃতপক্ষে আমরা তো *তাঁরই শিল্পকর্ম, খ্রিষ্টযিশুতে সেই সমস্ত সৎকর্মের উদ্দেশ্যেই সৃষ্ট* (এফে ২:১০)।

পিতা যেমন আমাকে ভালবেসেছেন, তেমনি আমিও তোমাদের ভালবেসেছি। আমার ভালবাসায় থেকো (যোহন ১৫:৯)। এই যে, কোত্থেকে আমাদের সমস্ত সৎকর্ম নির্গত হয়! বিশ্বাস ভালবাসার মধ্য দিয়ে সক্রিয়, তবে বিশ্বাস থেকে ছাড়া সেই সৎকর্মগুলি আর কোত্থেকেই বা আসতে পারত? আর তিনি যদি প্রথম আমাদের ভাল না বাসতেন আমরা কী করে তাঁকে ভালবাসতে পারতাম? একই সুসমাচার-রচয়িতা আপন লেখা পত্রে একথা সুস্পষ্টভাবেই ঘোষণা করে বললেন, *আমরা ঈশ্বরকে ভালবাসি, কারণ তিনিই প্রথমে আমাদের ভালবেসেছেন* (১ যোহন ৪:১৯)।

প্রকৃতপক্ষে পিতাও আমাদের ভালবাসেন, কিন্তু তাঁরই মধ্যে আমাদের ভালবাসেন, কেননা এতেই পিতা গৌরবান্বিত যে, আমরা সেই আঙুরলতায় তথা সেই পুত্রেই প্রচুর ফলে ফলবান হই আর তাঁর প্রকৃত শিষ্য হই।

তোমরা আমার ভালবাসায় স্থির থেকো। কীভাবে স্থির থাকব? পরবর্তী বাণী শোন: *তোমরা যদি আমার আজ্ঞাগুলি পালন কর, তবে আমার ভালবাসায় থাকবেই* (যোহন ১৫:৯-১০)।

তবে কি, ভালবাসাই আমাদের আজ্ঞাগুলিকে পালন করায়, না পালিত আজ্ঞাগুলিই আমাদের ভালবাসা সক্রিয় করে? কিন্তু এমন কেইবা সন্দেহ করবে যে, ভালবাসাই আগে আসে? যে ভালবাসে না, তার পক্ষে আজ্ঞাগুলি পালন করার আর কোন যুক্তি থাকে না।

সুতরাং *তোমরা যদি আমার আজ্ঞাগুলি পালন কর, তবে আমার ভালবাসায় থাকবেই,* এ কথার মধ্য দিয়ে তিনি ভালবাসার উৎস নয়, বরং ভালবাসা কীভাবে বাস্তবায়িত করতে হয়, তাই দেখান। তিনি যেনই বলেন, তোমরা আমার আজ্ঞাগুলি পালন না করলে, মনে করবে না তোমরা আমার ভালবাসায় আছ: কেননা সেগুলি পালন করলে, তবেই আমার ভালবাসায় থাকবে। অর্থাৎ কিনা, তোমরা যদি আমার আজ্ঞাগুলি পালন কর, তাহলেই স্পষ্ট হবে, তোমরা আমার ভালবাসায় থাকছ। এ সমস্ত কথা বলা হয়েছে যেন কেউই নিজেকে না ভোলায় এমন কথা ব'লে যে, তাঁর আজ্ঞাগুলি পালন না

ক'রেও সে তাঁকে ভালবাসে; কেননা আমরা তাঁকে ততখানিই ভালবাসি তাঁর আজ্ঞাগুলি যতখানি পালন করি; কিন্তু আমরা যতকম পালন করি, ততকম ভালবাসি।

অতএব আমরা প্রথমে তাঁর আজ্ঞাগুলি পালন করব তিনি যেন আমাদের ভালবাসেন তেমন নয়; বরং তিনি প্রথমে আমাদের ভাল না বাসলে আমরা তাঁর আজ্ঞাগুলি পালন করতে পারব না। এ অনুগ্রহ এমন, যা বিনম্রদের কাছে উজ্জ্বল, গর্বিতদের কাছে গুপ্ত।

গ বর্ষ - যোহন ১৪:২৩-২৯

একদিন যিশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, 'যদি কেউ আমাকে ভালবাসে, তবে সে আমার বাণী মেনে চলবে, আর আমার পিতা তাকে ভালবাসবেন, এবং আমরা তার কাছে আসব ও তার কাছে করব আমাদের নিজেদের বাসস্থান। যে আমাকে ভালবাসে না, সে আমার বাণী মেনে চলে না; আর এই যে বাণী তোমরা শুনছ, তা আমার নয়, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তা সেই পিতারই বাণী।

এখনও তোমাদের সঙ্গে থাকতে থাকতেই আমি এই সমস্ত কথা তোমাদের বলেছি, কিন্তু সেই সহায়ক, সেই পবিত্র আত্মা, আমার নামে যাঁকে পিতা পাঠাবেন, তিনিই সবকিছু তোমাদের শিখিয়ে দেবেন, আর আমি যাকিছু তোমাদের বলেছি, তিনি তোমাদের তা স্মরণ করিয়ে দেবেন। তোমাদের জন্য শান্তি রেখে যাচ্ছি, আমারই শান্তি তোমাদের দান করছি—জগৎ যেভাবে তা দান করে থাকে, আমি সেভাবে তা তোমাদের দান করি না। তোমাদের হৃদয় যেন কম্পিত না হয়, যেন ভীত না হয়। তোমরা শুনেছ, আমি তোমাদের বলেছি, চলে যাচ্ছি, আবার তোমাদের কাছে আসব। তোমরা যদি আমাকে ভালবাসতে, তবে পিতার কাছে যাচ্ছি বলে তোমাদের আনন্দ হত, কেননা পিতা আমার চেয়ে মহান। তা ঘটবার আগেই আমি এখন তোমাদের বলে দিলাম, তা যখন ঘটবে, তখন যেন তোমরা বিশ্বাস করতে পার।'

❖ পরম গীতে মঠাধ্যক্ষ সাধু বার্নার্ডের উপদেশাবলি (উপদেশ ২৭:৮-১০)

যদি আমার ভালবাসা না থাকে, আমি কিছুই নই

পুত্র একথা বলেন, *আমি ও পিতা তার কাছে আসব ও তার কাছে করব আমাদের নিজেদের বাসস্থান* (যোহন ১৪:২৩)। 'তার কাছে', অর্থাৎ কিনা পবিত্রজনের কাছে

আসব। আমি মনে করি নবীও একই কথা ভাবছিলেন যখন বললেন, *অথচ তুমি পবিত্র আবাসে বাস কর, তুমি ইস্রায়েলের প্রশংসাবাদ* (সাম ২২:৪)। প্রেরিতদূতও একই কথা সমর্থন করে বলেন, *খ্রিস্ট যেন বিশ্বাসগুণে তোমাদের হৃদয়ে বাস করেন* (এফে ৩:১৭)।

এতে আমাদের বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই যে, প্রভু যিশু এ আকাশমণ্ডলে বাস করতে প্রীত, যে আকাশমণ্ডলের জন্য তিনি সৃষ্টির অন্যান্য জিনিসের মত 'তাই হোক' শুধু বলেননি, বরং তাকে জয় করার জন্য সংগ্রাম করলেন ও তাকে মুক্তি দেবার জন্য মরলেন। এজন্যই দুঃখকষ্ট ভোগ করার পর তিনি বলেন, *এইখানে হবে আমার বিশ্রামস্থান চিরকাল ধরে, এইখানে বাস করব—এই তো বাসনা আমার* (সাম ১৩২:১৪)। ধন্য সেই প্রাণ যাকে বলা হয়, *এসো, আমার সখী* (পরমগীত ২:১০, ১৩; ৪:৭, ৮), তোমাতেই আমার সিংহাসন স্থাপন করব। প্রাণ আমার, কেনই অবসন্ন তুমি? কেন আমার মধ্যে গর্জন কর? তুমি কি মনে কর, হয় তো নিজের মধ্যে প্রভুর জন্য স্থান পাবে না? আমাদের মধ্যে কোন্ স্থান এত মহান যে তাঁর গৌরব ধারণ করতে পারে ও তাঁর মহিমা গ্রহণ করতে পারে? আহা, সেই স্থান যা তাঁর পাদপীঠ, আমি যেন কমপক্ষে সেইখানে তাঁকে আরাধনা করতে যোগ্য হতে পারি! কে আমাকে শক্তি দেবে, আমি যেন তেমন প্রাণেরই পদাঙ্কে যুক্ত হতে পারি যাকে প্রভু আপন উত্তরাধিকাররূপে মনোনীত করলেন? তথাপি তিনি যদি প্রসন্ন হয়ে আমার প্রাণে তাঁর দয়ার তেল সঞ্চার করেন যাতে আমিও বলতে পারি *তোমার আজ্ঞাবলির পথে ছুটে চলি, তুমি যে উদার করেছ আমার অন্তর* (সাম ১১৯:৩২), তাহলেই আমিও হয় তো নিজের মধ্যে তিনি যেন আপন শিষ্যদের সঙ্গে ভোজে বসতে পারেন তেমন অলঙ্কৃত ভোজালয় ব্যবস্থা করতে না পারলেও তবু কমপক্ষে তাঁকে মাথা রাখার জায়গাটুকু নিবেদন করতে পারব।

উপরন্তু এ প্রয়োজন যে, প্রাণ বেড়ে ওঠে ও ঈশ্বরকে গ্রহণ করার ক্ষমতা প্রসারিত করে। সেই ক্ষমতা হল তার ভালবাসা, যেইভাবে প্রেরিতদূত বলেন, *তোমরা তোমাদের হৃদয় প্রসারিত কর* (২ করি ৬:১৩ দ্রঃ)। কেননা আধ্যাত্মিক হওয়ায় প্রাণ যদিও কোন দৈহিক স্থানে পরিব্যাপ্ত নয়, তবু প্রকৃতি যা দিতে অস্বীকার করে, অনুগ্রহ তা দান করে। ফলে প্রাণ আধ্যাত্মিক দিক থেকে বৃদ্ধি পায় ও প্রসারিত হয়। প্রাণ সিদ্ধ পুরুষেই

ততখানি বৃদ্ধি পায় যতখানি খ্রিস্টের পূর্ণ পরিপক্বতার উপযুক্ত মাত্রায় না পৌঁছে; প্রভুর পবিত্র মন্দির হিসাবেও সে বৃদ্ধি পায়।

সুতরাং প্রাণ কতখানি উদার, তা তার ভালবাসা থেকেই মাপা হয়: যার প্রচুর ভালবাসা আছে, তার প্রাণ উদার; যার কম আছে, তার প্রাণ ছোট; যার একটুকুও নেই, তার প্রাণ শূন্য—যেইভাবে পল বলেন, *যদি আমার ভালবাসা না থাকে, আমি কিছুই নই* (১ করি ১৩:২)।

প্রভুর স্বর্গারোহণ

ক বর্ষ - মথি ২৮:১৬-২০

যিশুর পুনরুত্থানের পর, সেই এগারোজন শিষ্য গালিলেয়ার দিকে, সেই পর্বতেরই দিকে রওনা হলেন, যে স্থান যিশু তাঁদের জন্য স্থির করেছিলেন। তাঁকে দেখে তাঁরা তাঁর সামনে প্রণিপাত করলেন, কিন্তু কেউ কেউ সন্দেহ করছিলেন। যিশু কাছে এসে তাঁদের বললেন, 'স্বর্গে ও মর্তে সমস্ত অধিকার আমাকে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং তোমরা যাও, সকল জাতিকে আমার শিষ্য কর; পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা-নামের উদ্দেশে তাদের বাপ্তিস্ম দাও। আমি তোমাদের যা যা আজ্ঞা করেছি, সেই সমস্ত তাদের পালন করতে শেখাও। আর দেখ, আমি প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি—যুগান্ত পর্যন্ত।'

❖ মহাপ্রাণ সাধু লিওর উপদেশাবলি (উপদেশ ৭৪:১-২)

আমাদের মুক্তিসাধকের যা কিছু দৃশ্য ছিল

তা সাক্রামেন্তের আকারেই বিদ্যমান হয়েছে

প্রিয়জনেরা, আমাদের পরিত্রাণ-রহস্য, যার মূল্য বিশ্বস্রষ্টা আপন রক্তমূল্যেই নির্ধারণ করলেন, তাঁর দ্বারা বিনম্রতায় সাধিত হল—তাঁর জন্ম থেকে যন্ত্রণাভোগ-সমাপ্তি পর্যন্তই বিনম্রতা সাধিত হল।

দাসের রূপেও যদিও তিনি ঈশ্বরত্বের বহু লক্ষণ বিকিরণ করছিলেন, তথাপি সেকালে তাঁর কাজের উদ্দেশ্য প্রকৃতপক্ষে এ ছিল, তথা: ধারণ-করা-মানবস্বরূপের বাস্তবতা প্রমাণ করা।

অপরদিকে যন্ত্রণাভোগের পর, যে মৃত্যু নিষ্পাপ ব্যক্তিতে প্রবেশ ক'রে শক্তিহীন হয়েছিল, সেই মৃত্যুর শেকল ছিন্ন ক'রে দুর্বলতা শক্তিতে, মরণশীলতা অমরতায়, অপমান গৌরবেই পরিণত হল।

প্রভু যিশু খ্রিষ্ট এসব কিছু অনেকের চোখের সামনে নানা স্পষ্ট সাক্ষ্যদানেই প্রকাশ করলেন, যে পর্যন্ত তিনি মৃতদের উপরে যে বিজয়মালা লাভ করেছিলেন তা স্বর্গে নিয়ে

গেলেন। পাস্কা মহোৎসবে যেমন প্রভুর পুনরুত্থানই ছিল আমাদের আনন্দের কারণ, তেমনি আজ স্বর্গে তাঁর আরোহণই হচ্ছে আমাদের স্ফূর্তির বিষয়, কেননা আজ আমরা সেই দিন স্মরণ ও সম্মান করি যে দিনে আমাদের নিম্ন মানবস্বরূপ খ্রিস্টে উন্নীত হল সমস্ত স্বর্গবাহিনীর ঊর্ধ্বে—দূতদের যত শ্রেণি ও শক্তিবৃন্দের উচ্চতার ঊর্ধ্বে, এমনকি পিতা ঈশ্বরের সঙ্গে সিংহাসনে আসীন হল!

আমরা তেমন ঐশকাজগুলির উপরে স্থাপিত ও নির্মিত রয়েছি, যেন সেই সমস্ত কিছু যা একসময় ন্যায়সঙ্গত ভাবে সম্ভ্রম জাগিয়ে তুলছিল তা মানুষের চোখের সামনে থেকে সরে গেলে, যখন বিশ্বাস আর নিঃশেষ হবে না, আশা টলমল হবে না, ভালবাসা শীতোষ্ণ হবে না, তখন যেন ঈশ্বরের অনুগ্রহ অধিক অপরূপ হয়ে প্রকাশ পেতে পারে।

চোখে যা দেখা যায় না তা নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করা, দৃষ্টি যেখানে পৌঁছতে পারে না সেখানে আকাঙ্ক্ষা স্থাপন করা, এই তো মহাপ্রাণের শক্তি, এই তো ভক্ত হৃদয়ের মহাজ্যোতি!

আমাদের পরিত্রাণ যদি দৃষ্টিগোচর বস্তুতেই মাত্র স্থাপিত হত, তাহলে আমাদের হৃদয়ে তেমন ভক্তি কোথা থেকেই বা উদ্ভূত হত, আর কেমন করেই বা মানুষ বিশ্বাস গুণেই ধর্মময় বলে প্রতিপন্ন হতে পারত?

এজন্যই যিনি নিজেরই হাতে খ্রিস্টের দেহে যন্ত্রণাভোগের চিহ্নগুলি স্পর্শ না করা পর্যন্ত খ্রিস্টের পুনরুত্থানে বিশ্বাস রাখতে অসম্মত ছিলেন, প্রভু তাঁকে বললেন, *আমাকে দেখেছ বলেই তুমি বিশ্বাস করছ। না দেখেও বিশ্বাস করে যারা, তারাই সুখী* (যোহন ২০:২৯)।

প্রিয়জনেরা, আমরা যেন তেমন আশীর্বাদের পাত্র হতে পারি, আমাদের প্রভু যিশুখ্রিষ্ট শুভসংবাদ-প্রচার ও নবসন্ধির রহস্যগুলি ক্ষেত্রে যা উচিত ছিল তা সমাধা ক'রে পুনরুত্থানের চল্লিশ দিন পরে শিষ্যদের চোখের সামনে স্বর্গে উন্নীত হয়ে আপন দেহগত উপস্থিতির সমাপ্তি ঘটালেন।

আর তিনি পিতার ডান পাশে ততদিন থাকেন, যতদিন মণ্ডলীর সন্তান-বৃদ্ধির জন্য ঈশ্বরের নির্ধারিত কাল পূর্ণ না হয়: তখন তিনি যে মাংসে আরোহণ করলেন, জীবিত ও মৃতদের বিচার করতে তিনি সেই একই মাংসে পুনরাগমন করবেন।

সুতরাং আমাদের মুক্তিসাধকের যা কিছু দৃশ্য ছিল তা সাক্রামেন্তের আকারেই বিদ্যমান হয়েছে, এবং যেন বিশ্বাস অধিক উৎকৃষ্ট ও বলবান হতে পারে, সেজন্য ধর্মবিশ্বাসই দৃশ্যের স্থান দখল করল, যাতে করে দিব্য আলোতে আলোকিত হয়ে বিশ্বাসীদের হৃদয় সেই বিশ্বাসের অধিকার অনুসরণ করে।

খ বর্ষ - মার্ক ১৬:১৫-২০

শিষ্যদের কাছে দেখা দিয়ে যিশু তাঁদের বললেন, ‘তোমরা বিশ্বজগতে বেরিয়ে পড়, সমস্ত সৃষ্টির কাছে সুসমাচার প্রচার কর। যে বিশ্বাস করবে ও বাপ্তিস্ম গ্রহণ করবে, সে পরিত্রাণ পাবে; যে বিশ্বাস করবে না, তাকে বিচারাধীন করা হবে: যারা বিশ্বাস করবে, তাদের পাশেপাশে এই চিহ্নগুলো থাকবে: তারা আমার নামে অপদূত তাড়াবে, নতুন নতুন ভাষায় কথা বলবে, হাতে করে সাপ তুলবে, ও মারাত্মক বিষ খেলেও তাদের কোন ক্ষতি হবে না; তারা পীড়িতদের উপর হাত রাখবে আর তারা সুস্থ হবে।’
আর তাঁদের সঙ্গে কথা বলার পর প্রভু যিশুকে উর্ধ্বে, স্বর্গে তুলে নেওয়া হল, এবং তিনি ঈশ্বরের ডান পাশে আসন নিলেন। আর তাঁরা বেরিয়ে পড়লেন ও সর্বত্র প্রচার করলেন; আর একইসময় প্রভু তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে সক্রিয় ছিলেন ও বাণীর সহগামী চিহ্নগুলো দ্বারা সেই বাণী সুপ্রতিষ্ঠিত করতেন।

❖ নিসার বিশপ সাধু গ্রেগরির উপদেশ (খ্রিষ্টের স্বর্গারোহণ)

কে এ গৌরবের রাজা?

সুসমাচার মর্তলোকে যিশুর জীবন ও স্বর্গলোকে তাঁর ফিরে যাওয়ার কথা বর্ণনা করে। কিন্তু সেই উত্তম নবী দাউদ, দেহের ভার থেকে কেমন যেন মুক্ত হয়ে স্বর্গীয় শক্তিবৃন্দের মাঝে প্রবেশ ক’রে, স্বর্গে প্রভুর প্রত্যাগমনে সেই শক্তিবৃন্দ নিজেদের মধ্যে যা যা বলছিলেন, সেই সমস্ত কথা আমাদের শুনিয়ে দিলেন। যে স্বর্গদূতেরা পৃথিবীর ব্যাপারে নিযুক্ত ও যাঁদের কাছে মানবজীবনকে স্বর্গে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তাঁরা এ আদেশ দিলেন, *হে নেতৃবৃন্দ, তোরণ উত্তোলন কর; উত্তোলিত হও সনাতন সিংহদ্বার, প্রবেশ করুন গৌরবের রাজা* (সাম ২৪:৯ সত্তরী)। কিন্তু যিনি নিজের মধ্যে

সমস্ত কিছু সংস্থিত করে রাখেন, যেইখানে থাকুন না কেন যেহেতু তিনি আপন গ্রহীতাদের ধারণ-ক্ষমতা অনুসারে নিজেকে নমিত করেন, আর শুধু মানুষদের মধ্যে নয়, স্বর্গদূতদের মধ্যে থাকতেও তিনি তাঁদের স্বরূপের পর্যায়ে নিজেকে নমিত করেন, সেহেতু দ্বার-রক্ষকেরা তাঁকে না চিনে জিজ্ঞাসা করেন, *কে এ গৌরবের রাজা?* (সাম ২৪:৮)।

তখন শক্তিবৃন্দ উত্তর দিয়ে প্রমাণ দেন, তিনি হলেন সেই শক্তিমান, যুদ্ধে সেই পরাক্রমী, তিনিই মানবকুলের গ্রেপ্তারকারী সেই মৃত্যুর অধিপতির সঙ্গে লড়াই করে তাকে পরাস্ত করেছেন। এ চরম শত্রুকে ধ্বংস করার পর তিনি মুক্তি ও শান্তিতেই মানবজাতিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন। সেই কণ্ঠ একই আমন্ত্রণ ধ্বনিত করে: মৃত্যু-রহস্য পূর্ণ হয়েই গেছে, শত্রুরা পরাজিত হয়েই গেছে, তাদের উপর এবার ক্রুশের জয়ধ্বজা উত্তোলিত। তিনি *স্বর্গারোহণ করে বন্দিদশাকে বন্দি করে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন* (এফে ৪:৮); মূল্যবান উপঢৌকন রূপে মানুষকে জীবন ও রাজ্য দান করলেন।

তবু স্বর্গদ্বার তাঁর সামনে এখনও রুদ্ধ। আমাদের রক্ষীরা তাঁর দিকে এগিয়ে আসেন, এবং স্বর্গদ্বার খুলে দিতে আদেশ দেন, যাতে ভিতরে প্রবেশ করে তিনি তাঁর উচিত গৌরবে আরোপিত হতে পারেন। কিন্তু, যেহেতু তিনি আমাদের হীনাবস্থায় পরিবৃত, ও তাঁর পোশাক মানবযন্ত্রণার পেষাইকুণ্ডে রক্তলাল হয়েছে, সেজন্য তাঁরা তাঁকে চিনতে পারেন না। তবে তাঁর সঙ্গীদের কাছে সেই একই প্রশ্ন আসে, *কে এ গৌরবের রাজা?* (সাম ২৪:১০)। এবার কিন্তু *সেই শক্তিমান, যুদ্ধে সেই পরাক্রমী* তেমন উত্তর আর দেওয়া হয় না, বরং *সেনাবাহিনীর প্রভু*, যিনি বিশ্বরাজ্যের অধিকারী, যিনি নিজের মধ্যে সমস্ত কিছু পুনর্মিলিত করেন, যিনি সবকিছুর উপরে প্রধান, যিনি সমগ্র সৃষ্টিকে তার আদি অবস্থায় ফিরিয়ে নেন, তিনিই এ গৌরবের রাজা!

তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ, দাউদ আপন অনুগ্রহ মণ্ডলীর আনন্দের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে কেমন করে আমাদের অনুষ্ঠান মধুময় করে তুলেছেন?

সুতরাং এসো, আমরাও ঈশ্বরভক্তিতে, নম্র জীবনাচরণে, বিদ্বেষী ও নির্যাতনকারীদের প্রতি সহিষ্ণুতায় যথাসাধ্য নবীর অনুকরণ করি, যেন তাঁর শিক্ষা

আমাদের চালিত করে; হ্যাঁ, সেই শিক্ষা যেন আমাদের প্রভু সেই যিশুখ্রিষ্টেই আমাদের পুণ্যজীবন যাপন করতে শেখায়, যাঁর গৌরব হোক চিরদিন চিরকাল। আমেন।

গ বর্ষ - লুক ২৪:৪৬-৫৩

একদিন যিশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, 'এ কথাই তো লেখা আছে: খ্রিষ্টকে যন্ত্রণাভোগ করতে হবে ও তৃতীয় দিনে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করতে হবে; এবং যেরুশালেম থেকেই শুরু ক'রে তাঁর নামে পাপক্ষমার উদ্দেশে মনপরিবর্তনের কথা সকল জাতির কাছে প্রচারিত হবে। তোমরাই এসব কিছুর সাক্ষী। আর দেখ, আমার পিতার প্রতিশ্রুত দান তোমাদের উপর প্রেরণ করছি; তাই তোমরা ঊর্ধ্ব থেকে আগত পরাক্রমে যতদিন না পরিবৃত হও, ততদিন এই শহরে থাক।'

পরে তিনি তাঁদের বেথানিয়ার কাছাকাছি নিয়ে গেলেন, এবং দু'হাত তুলে তাঁদের আশীর্বাদ করলেন। তখন এমনটি ঘটল যে, তিনি আশীর্বাদ করতে করতে তাঁদের ছেড়ে চলে গেলেন, এবং ঊর্ধ্বে, স্বর্গেই তাঁকে বহন করা হল। তাঁরা তাঁকে আরাধনা করে মহা আনন্দে যেরুশালেমে ফিরে গেলেন, এবং সবসময় মন্দিরে থেকে ঈশ্বরের স্তুতিবাদ করতেন।

❖ যোহন-রচিত সুসমাচারে আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা (৯ম পুস্তক)

আমাদের প্রভু যিশুখ্রিষ্ট আমাদের জন্য

নতুন ও জীবন্ত পথ খুলে দিয়েছেন

প্রভু একথা বলছিলেন যে, আমার পিতার কাছে যদি থাকবার অনেক স্থান না থাকত, পুণ্যজনদের আবাস প্রস্তুত করার জন্য আমি অনেক আগেই যেতাম। যারা ঈশ্বরকে ভালবাসে তাদের আগমনের অপেক্ষায় অনেক স্থান প্রস্তুত আছে জেনে আমি এজন্যই যে দূরে যাব তেমন নয়, আমি বরং এই কারণেই চলে যাব যে, স্বর্গের পথে তোমাদের পুনরাগমন এমন কিছু যা প্রস্তুত করা প্রয়োজন, কেননা স্বর্গ একসময় অগম্য হওয়ায় তার পথ এখন সমতল করা দরকার। কেননা স্বর্গ সত্যি মানুষের পক্ষে সম্পূর্ণ অগম্য স্থান ছিল; সেসময়ের আগে মানবস্বরূপ দূতদের পুণ্য ও পবিত্রতম স্থানে কখনও

প্রবেশ করেনি। পিতা ঈশ্বরের কাছে মৃতদের ও পৃথিবীর বুকে শায়িতদের প্রথমফসল রূপে নিজেকে উৎসর্গ করায় ও স্বর্গীয় প্রাণীদের কাছে প্রথম মানুষ হয়ে আত্মপ্রকাশ করায় খ্রিষ্টই প্রথম আমাদের জন্য সেই প্রবেশপথ খুলে দিলেন ও মানুষকে সেখানে আরোহণ করার উপায় দিলেন।

এজন্যই স্বর্গদূতেরা মানবদেহে সেই আগমনের মহা ও অপরূপ রহস্যের কথা না জেনে স্তম্ভিত হয়ে বিস্ময়ের সঙ্গে সেই আরোহণকারীর দিকে তাকাচ্ছিলেন, ও তেমন অভিনব ও অপ্রত্যাশিত দৃশ্যে উদ্বিগ্ন হয়ে একথাই প্রায় বলতে যাচ্ছিলেন, *এ কে, এদোম থেকে যে আসছে? অর্থাৎ, এ কে, পৃথিবী থেকে যে আসছে?* (ইশা ৬৩:১)। পিতা ঈশ্বরের আশ্চর্যময় প্রজ্ঞার কথা স্বর্গবাহিনীর কাছে অজানা থাকবে, পবিত্র আত্মা তা হতে দিলেন না; এমনকি বিশ্বরাজ ও প্রভুর জন্য স্বর্গদ্বার উন্মুক্ত করতে আদেশ দিয়ে তিনি বললেন, *হে নেতৃবৃন্দ, তোমাদের তোরণ উত্তোলন কর; উত্তোলিত হও, সনাতন সিংহদ্বার; প্রবেশ করুন গৌরবের রাজা* (সাম ২৪:৭ সত্তরী)।

সুতরাং আমাদের প্রভু যিশুখ্রিষ্ট আমাদের জন্য নতুন ও জীবন্ত পথ খুলে দিলেন, যেইভাবে পল বলেন, *খ্রিষ্ট মানুষের হাতে গড়া পবিত্রধামে প্রবেশ করেননি, তিনি তো স্বর্গধামেই প্রবেশ করেছেন, যেন এখন আমাদের সপক্ষে ঈশ্বরের সম্মুখে দাঁড়াতে পারেন* (হিব্রু ৯:২৪)।

প্রকৃতপক্ষে খ্রিষ্ট পিতা ঈশ্বরের সাক্ষাতে নিজেকেই প্রকাশ করার জন্য আরোহণ করেননি: তিনি তো ছিলেন ও সর্বদাই থাকবেন পিতার মধ্যে ও তাঁর জনকের দৃষ্টিতে; তিনি সর্বদাই তাঁর প্রীতিভাজন।

আগে মানবতাবিহীন হওয়ায়, ঐশবাণী এবার অভিনব ও অপ্রত্যাশিত ভাবে দেখা দিয়ে মানবরূপে আরোহণ করলেন। আর তিনি আমাদের কারণে ও আমাদের উপকারিতার জন্যই তা করলেন, যার ফলে মানুষের সদৃশ হয়ে উঠে তিনি ঐশপুত্রের পরাক্রমে ও মানুষরূপে বাস্তবেই এ বাণী শুনলেন, *আমার ডান পাশে আসন গ্রহণ কর* (সাম ১১০:১), যাতে করে তিনি নিজের মধ্যে দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করা গোটা মানবজাতিকে ঐশপুত্রত্বলাভের গৌরব সম্প্রদান করতে পারেন।

তিনি সত্যিই আমাদের একজন, কেননা সমস্ত সৃষ্টির ঊর্ধ্বে হয়েও ও পিতার প্রভা, ঈশ্বর-থেকে-ঈশ্বর ও আলো-থেকে-আলো ব'লে পিতার একই সত্তার অধিকারী হয়েও তিনি পিতা ঈশ্বরের ডান পাশে মানবরূপেই আবির্ভূত হলেন। তিনি আমাদের জন্য পিতার সামনে মানবরূপে আবির্ভূত হলেন, যাতে আমরা যারা প্রাচীন অবাধ্যতার জন্য তাঁর শ্রীমুখের সামনে থেকে দূরীকৃত হয়েছিলাম, তিনি তাঁর কাছে আমাদের পুনরায় উপনীত করতে পারেন। তিনি পুত্ররূপেই আসন গ্রহণ করলেন, আমরাও যেন সন্তানরূপে আসন গ্রহণ করতে পারি ও তাঁর মধ্যে ঈশ্বরসন্তান বলে অভিহিত হতে পারি। এজন্য, যিনি বলেন তাঁর মধ্যে খ্রিষ্ট আছেন যিনি তাঁর মধ্য দিয়ে কথা বলেন, সেই পল এ শিক্ষা দান করেন যে, যা যা খ্রিষ্টের বেলায় বিশিষ্টভাবে ঘটেছিল তা মানবস্বরূপের সাধারণ অধিকার; তিনি বলেন, *খ্রিষ্টযিশুতে তিনি খ্রিষ্টের সঙ্গে আমাদের পুনরুত্থিত করলেন এবং তাঁর সঙ্গে স্বর্গধামে আসন দিলেন* (এফে ২:৬)।

পিতা ঈশ্বরের সঙ্গে বসবার মর্যাদা ও গৌরব প্রকৃতপক্ষে খ্রিষ্টের, এমনকি কেবল তাঁরই অধিকার রয়েছে, কারণ তিনি স্বরূপে পুত্র। কিন্তু যেহেতু যিনি আসন গ্রহণ করেছেন, মানবরূপে আবির্ভূত হওয়ায় তিনি আমাদের সদৃশ, এবং একইসময় ঈশ্বর দ্বারা ঈশ্বররূপে স্বীকৃত, সেজন্য তিনি একপ্রকারে আমাদেরও কাছে তাঁর আপন মর্যাদার অনুগ্রহ সম্প্রদান করতে সক্ষম।

৭ম পাস্কা রবিবার

এ রবিবার তখনই পালিত হয়, যখন প্রভুর স্বর্গারোহণ মহাপর্ব ৬ষ্ঠ সপ্তাহের বৃহস্পতিবারে উদ্‌যাপিত হয়।

ক বর্ষ - যোহন ১৭:১-১১ক

শেষভোজের সময়ে যিশু স্বর্গের দিকে চোখ তুলে বললেন, 'পিতা, সেই ক্ষণ এসেছে: তোমার পুত্রকে গৌরবান্বিত কর, যেন পুত্র তোমাকে গৌরবান্বিত করতে পারেন, কারণ তুমি তাঁকে যাদের দিয়েছ, তাদের সকলকেই অনন্ত জীবন দান করার জন্য তুমি তাঁকে সমস্ত মর্তমানুষের উপর অধিকার দিয়েছ। এটিই অনন্ত জীবন: তারা তোমাকে, অনন্য সত্যকার ঈশ্বরকে, এবং যাঁকে তুমি প্রেরণ করেছ, তাঁকে, সেই যিশুখ্রিষ্টকে জানবে। তুমি আমাকে যে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছিলে, তা সম্পন্ন করায় আমি পৃথিবীতে তোমাকে গৌরবান্বিত করেছি। পিতা, জগৎ হবার আগে তোমার কাছে আমার যে গৌরব ছিল, তুমি এখন তোমার নিজের সাক্ষাতে আমাকে সেই গৌরবে গৌরবান্বিত কর।

জগতের মধ্য থেকে যাদের তুমি আমাকে দিয়েছ, সেই সকল মানুষের কাছে আমি তোমার নাম প্রকাশ করেছি। তারা তোমারই ছিল, তাদের তুমি আমাকেই দিয়েছ, আর তারা তোমার বাণী পালন করেছে। তারা এখন জানে যে, তুমি আমাকে যাকিছু দিয়েছ, সবই তোমা থেকে এসেছে; কারণ যে সমস্ত কথা তুমি আমাকে দিয়েছিলে, তা আমি তাদের দিয়েছি, আর তারা তা গ্রহণ করেছে, এবং সত্যি জানে যে, আমি তোমার কাছ থেকে এসেছি, এবং বিশ্বাসও করেছে যে, তুমি আমাকে প্রেরণ করেছ। আমি তাদের জন্য প্রার্থনা করছি; জগতের জন্য প্রার্থনা করছি না, কিন্তু যাদের তুমি আমাকে দিয়েছ, তাদেরই জন্য প্রার্থনা করছি, কারণ তারা তোমারই। যাকিছু আমার, তা সমস্তই তোমার; এবং যা তোমার, তা আমার, এবং এইভাবেই আমি তাদের অন্তরে গৌরবান্বিত। আমি এজগতে আর থাকছি না, তারা কিন্তু এজগতে থাকছে, আর আমি তোমার কাছে আসছি।'

❖ যোহন-রচিত সুসমাচারে আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা (১১শ পুস্তক ৭)

পুত্র পিতার গৌরব প্রকাশ করলেন

ত্রাণকর্তা যখন বলেন, তিনি পিতা ঈশ্বরের নাম জ্ঞাত করেছেন, তখন বলতে চান, তিনি সমস্ত জগতের কাছে তাঁর গৌরব প্রকাশ করেছেন। তিনি কীভাবে তা করেছেন? আপন আশ্চর্য কাজগুলির মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করায়ই তিনি তা করেছেন। পিতা পুত্রের মধ্যে আপন স্বরূপের প্রতিমূর্তি ও প্রতিচ্ছবিতেই যেন গৌরবান্বিত হন, কেননা মূল-ছবির সৌন্দর্য তার প্রতিচ্ছবিতেই ব্যক্ত হয়। সুতরাং, একমাত্র পুত্র নিজেকে জ্ঞাত করেছেন, আর আপন সত্তায় তিনি হলেন প্রজ্ঞা ও জীবন, বিশ্বনির্মাতা ও স্রষ্টা; তিনি অমর ও অক্ষয়শীল, নিষ্কলঙ্ক, ত্রুটিহীন, করুণাময়, পবিত্র, মঙ্গলকর। পিতা তাঁরই মত বলে জ্ঞাত, কেননা জনক আপন জাতকের চেয়ে স্বরূপে ভিন্ন হতে পারেন না। পিতার গৌরব, তাঁর আপন স্বরূপের প্রতিমূর্তিতে ও আদর্শেই যেন, পুত্রের গৌরবে দৃশ্য।

পিতা হলেন একমাত্র ঈশ্বর, আমরা যেন একথা শিখতে ও সম্পূর্ণরূপে বুঝতে পারি যে পুত্র পিতার নাম জ্ঞাত করেছেন, তা শুধু নয়, কেননা অনুপ্রাণিত শাস্ত্র পুত্রের আগমনের আগেও একথা ঘোষণা করেছিল; তিনি বরং একথাও শেখাতে ও বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, সত্যকার ঈশ্বর ছাড়া তিনি পিতাও বলে যথার্থভাবে অভিহিত। তা এমনটি হয়, কেননা পিতার নিজের মধ্যে ও নিজে হতে উদ্গত এমন পুত্র আছেন যিনি তাঁর নিজের সনাতন একই স্বরূপের অধিকারী: তিনি যে কালের সূচনার পরেই সর্বযুগের প্রভুর পিতা হলেন, তেমন নয়!

ঈশ্বরের বেলায় 'ঈশ্বর' নামের চেয়ে 'পিতা' নামটি যথার্থ নাম। 'ঈশ্বর' নাম তাঁর মর্যাদা ইঙ্গিত করে, বরং 'পিতা' নাম তাঁর ব্যক্তিত্বের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে। আমরা যদি 'ঈশ্বর' বলি, আমরা তাঁকে বিশ্বপ্রভু বলে স্বীকার করি; যদি তাঁকে 'পিতা' বলি, আমরা দেখাই ব্যক্তিত্বের দিক দিয়ে তিনি কিভাবে ভিন্ন, কেননা স্পষ্ট দেখাই যে তাঁর একটি পুত্র আছে। 'পিতা' নামটি যে একপ্রকারে সবচেয়ে সূক্ষ্ম ও প্রকৃত নাম, একথা পুত্র নিজেই তখনই ব্যক্ত করেছেন, যখন তিনি 'আমিই ঈশ্বর' না ব'লে বরং *আমি এবং পিতা, আমরা এক* (যোহন ১০:৩০) বলেছেন; আবার তিনি নিজের সম্বন্ধে বলেছেন,

পিতা ঈশ্বর তাঁকেই নিজের মুদ্রাঙ্কনে চিহ্নিক করেছেন (যোহন ৬:২৭)। আর যখন তিনি আপন শিষ্যদের আদেশ দিলেন, তাঁরা সর্বজাতিকে বাপ্তিস্ম দেবেন, তখন তিনি তা ঈশ্বরেরই নামে করতে বলেননি, বরং স্পষ্টই নির্দেশ দিলেন, তাঁরা পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামেই তা করবেন।

খ বর্ষ - যোহন ১৭:১১খ-১৯

[সেসময়ে যিশু স্বর্গের দিকে চোখ তুলে এ বলে প্রার্থনা করলেন:] 'পবিত্র পিতা, তোমার যে নাম তুমি আমাকে দিয়েছ, তোমার সেই নামে তাদের রক্ষা কর: আমরা যেমন এক, তারাও যেন তেমনি এক হয়। যতদিন আমি তাদের সঙ্গে ছিলাম, তুমি যে নাম আমাকে দিয়েছ, তোমার সেই নামে আমি তাদের রক্ষা করে এসেছি, তাদের নিরাপদে রেখেছি, এবং সেই বিনাশ-পুত্র ছাড়া তাদের মধ্যে কেউই বিনষ্ট হয়নি, যেন শাস্ত্রের বচন পূর্ণ হয়।

কিন্তু আমি এখন তোমার কাছে আসছি; এবং জগতে থাকতেই এই সমস্ত কথা বলছি যেন তারা আমার আনন্দ পরিপূর্ণভাবে নিজেদের অন্তরে পেতে পারে। আমি তাদের তোমার বাণী দিয়েছি, আর জগৎ তাদের ঘৃণা করল, কেননা তারা জগতের নয়, আমিও যেমন জগতের নই।

আমি তো এমন প্রার্থনা করছি না, তুমি যেন জগতের মধ্য থেকে তাদের তুলে নাও, কিন্তু তুমি যেন সেই ধূর্তজন থেকে তাদের রক্ষা কর। তারা তো জগতের নয়, যেমন আমিও জগতের নই। সত্যে তাদের পবিত্রীকৃত কর, তোমার বাণীই সত্যস্বরূপ।

তুমি যেমন আমাকে জগতের মধ্যে প্রেরণ করেছিলে, আমিও তেমনি তাদের জগতের মধ্যে প্রেরণ করলাম, আর তাদেরই খাতিরে আমি নিজেকে পবিত্রীকৃত করছি, তারাও যেন সত্যে পবিত্রীকৃত হতে পারে।'

❖ যোহন-রচিত সুসমাচারে আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা (১১শ পুস্তক ৯)

খ্রিষ্টভক্তদের ঐক্য

পিতা ও পুত্রের মধ্যকার ঐক্যের মত হওয়া উচিত

পবিত্র পিতা, তোমার যে নাম তুমি আমাকে দিয়েছ, তোমার সেই নামে তাদের রক্ষা কর: আমরা যেমন এক, তারাও যেন তেমনি এক হয় (যোহন ১৭:১১)। খ্রিষ্ট ইচ্ছা করলেন, তাঁর শিষ্যেরা একমন এক-ইচ্ছা হয়েই, শান্তি ও পারস্পরিক ভালবাসার বিধানে একাত্মা ও একপ্রাণ হয়ে সংযুক্ত হয়েই রক্ষিত হবে। তিনি বাসনা করলেন, তারা ভালবাসার অবিচ্ছেদ্য বন্ধনেই মিলিত হয়ে এমন নিখুঁত ঐক্যের পথে অগ্রসর হবে, যাতে তাদের স্বেচ্ছাকৃত ঐক্য সেই ঐক্যের দৃষ্টান্ত হতে পারে যা স্বরূপগতভাবে পিতা ও পুত্রের মধ্যে রয়েছে।

এর মানে হল, তাদের ঐক্য কখনও ভাঙবার নয়, চিরস্থায়ীই হবার কথা। অভিলাষের আসক্তি হোক, বা সাংসারিক কিছু হোক, কোন কিছুই যেন তাদের মনের ঐক্য ভোলাতে না পারে। বরং তারা আপ্রাণ চেষ্টা করবে, যেন উপাসনা ও পবিত্রতার একতায় ভালবাসার শক্তি অক্ষুণ্ন রাখে।

প্রেরিতদের কার্যবিবরণীতে আমরা পড়ি যে সমগ্র বিশ্বাসীমণ্ডলী আত্মা ও প্রাণের এমন একতায় মিলিত ছিল যা পবিত্র আত্মা থেকেই আগত। পলও একই কথা বলেন: একদেহ এক-আত্মা রয়েছে। আমরা অনেকে হয়েও খ্রিষ্টে একদেহ, কারণ আমরা সকলেই সেই এক রুটির সহভাগী; আর আমরা সকলে সেই একমাত্র আত্মা দ্বারাই তৈলাভিষিক্ত হয়েছি যিনি খ্রিষ্টের স্বয়ং আত্মা। সুতরাং, যেহেতু শিষ্যদের একদেহ হওয়ার কথা ও একমাত্র ও একই আত্মার অংশীদার হওয়ার কথা, সেজন্য খ্রিষ্ট ইচ্ছা করলেন, তারা অতুলনীয় আত্মিক ঐক্যে ও অবিচ্ছিন্ন সুসম্পর্কে রক্ষিত হবে।

এপ্রসঙ্গে আমরা ধারণা করতে পারি যে, শিষ্যদের ঐক্য পিতা ও পুত্রেরই সদৃশ ঐক্য, যাঁরা শুধু সত্তায় নয়, ইচ্ছায়ও এক, কেননা ঈশ্বরের পবিত্র স্বরূপে সবদিক দিয়ে ইচ্ছাও এক, সঙ্কল্পও এক। তেমন ধারণা সম্ভবপর ও নির্ভুল, কেননা আমরা পিতা ও

পিতা হতে উদ্গত ও তাঁর মধ্যে বিদ্যমান বাণীর মত যদিও নিজেদের মধ্যে এক-সত্তা নই, তবু প্রকৃত খ্রিষ্টভক্তরা অন্তরের গভীরতম আকাঙ্ক্ষায় এক বলে আত্মপ্রকাশ করে।

গ বর্ষ - যোহন ১৭:২০-২৬

শেষভোজের সময়ে যিশু স্বর্গের দিকে চোখ তুলে বললেন: 'আমি প্রার্থনা করছি শুধু তাদেরই জন্য নয়, কিন্তু তাদেরও জন্য, যারা তাদের বাণীর মধ্য দিয়ে আমার প্রতি বিশ্বাস রাখবে, সকলেই যেন এক হয়; পিতা, তুমি যেমন আমাতে আছ আর আমি তোমাতে আছি, তেমনি তারাও যেন আমাদের মধ্যে থাকে, যাতে জগৎ বিশ্বাস করতে পারে যে, তুমি আমাকে প্রেরণ করেছিলে। তুমি আমাকে যে গৌরব দিয়েছ, আমি তা তাদের দিয়েছি, তারা যেন এক হয় আমরা যেমন এক: আমি তাদের অন্তরে আর তুমি আমাতে, তারা যেন পরিপূর্ণরূপেই এক হয়, যাতে জগৎ জানতে পারে যে, তুমি আমাকে প্রেরণ করেছ এবং আমাকে যেমন ভালবেসেছ, তেমনি তাদেরও ভালবেসেছ। পিতা, আমি ইচ্ছা করি, যাদের তুমি আমাকে দিয়েছ, যেখানে আমি আছি তারাও যেন সেখানে আমার সঙ্গে থাকে, যাতে আমার সেই গৌরব দেখতে পায়, সেই যে গৌরব তুমি আমাকে দিয়েছ; কেননা জগৎপত্তনের আগেই তুমি আমাকে ভালবেসেছ। হে ধর্মময় পিতা, জগৎ তোমাকে জানেনি, কিন্তু আমি তোমাকে জেনেছি, এরাও জেনেছে যে, তুমিই আমাকে প্রেরণ করেছ। আমি তোমার নাম তাদের জানিয়েছি আর জানাতে থাকব; যে ভালবাসায় তুমি আমাকে ভালবেসেছ, সেই ভালবাসা যেন তাদের অন্তরে থাকে, এবং আমিও যেন তাদের অন্তরে থাকি।'

❖ যোহন-রচিত সুসমাচারে আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা (১১শ পুস্তক ১১)

খ্রিষ্টদেহ সাক্রামেন্তে

খ্রিষ্ট আমাদের তাঁর নিজের সঙ্গে এক করে তোলেন

আমাদের প্রভু যিশুখ্রিষ্ট কেবল বারোজন শিষ্যের জন্য প্রার্থনা করেননি। তাঁদের প্রচার শুনে যারা সর্বকালেই বিশ্বাসগুণে পবিত্রিত হতে ও পবিত্র আত্মার সহভাগিতা গুণে শুচীকৃত হতে সম্মত হবে, তিনি তাদের সকলের জন্যই প্রার্থনা করলেন: *তারা সকলেই*

যেন এক হয়; পিতা, তুমি যেমন আমাতে আছ আর আমি তোমাতে আছি, তেমনি তারাও যেন আমাদের মধ্যে থাকে (যোহন ১৭:২১)।

সেই একমাত্র পুত্র পিতার স্বকীয় সত্তা থেকেই উদ্গত, ও আপন স্বরূপে তিনি সম্পূর্ণরূপেই পিতাপ্রাপ্ত। শাস্ত্র অনুসারে তিনি পার্থিব দেহের সঙ্গে অবর্ণনীয় সংযোগের মধ্য দিয়ে আমাদের স্বরূপের সঙ্গে একপ্রকারে মিশ্রিত হয়েই মানুষ হলেন। আমাদের সকলকে ঐশস্বরূপের অংশীদার করার জন্য তিনি দু'টো সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন স্বরূপকে নিজের মধ্যে একপ্রকারে সংযুক্ত করলেন।

পবিত্র আত্মার সহভাগিতা ও নিত্যকালীন উপস্থিতি আমাদের মধ্যেও এসেছে। তা তখনই প্রথম খ্রিষ্টের মধ্য দিয়ে ও খ্রিষ্টের মধ্যেই বাস্তব প্রকাশ পেয়েছে, যখন দেখা গেল তিনি আমাদের মত হয়েছিলেন তথা তৈলাভিষিক্ত ও পবিত্রিত মানুষ। তবু স্বরূপে তিনি ছিলেন ঈশ্বর, কেননা পিতা থেকেই উদ্গত ছিলেন। আপন আত্মা দ্বারাই তিনি আপন দেহমন্দিরকে ও সমুচিত ভাবে তাঁর সৃষ্ট জগৎকেও পবিত্রিত করলেন। সুতরাং, খ্রিষ্ট-রহস্যের মধ্য দিয়ে আমাদের পক্ষেও পবিত্র আত্মার সহভাগিতা ও ঈশ্বরের সঙ্গে একতা-লাভ সম্ভব হয়ে উঠেছে, কেননা আমরা সকলে তাঁর মধ্যে পবিত্রিত হয়েছি।

আপন প্রজ্ঞা ও পিতার সঙ্কল্প অনুসারে তিনি এমন উপায় স্থির করলেন যাতে আমরা সকলে এক হতে পারি ও ঈশ্বরের সঙ্গে ও একে অন্যের সঙ্গে পুণ্য সংযোগে সংযুক্ত হতে পারি—আর তিনি তাই করলেন যদিও আমাদের মধ্যে নানা পার্থক্য থাকায় আমরা এক একজন স্বকীয় ব্যক্তিত্বমণ্ডিত। কেননা পরমপবিত্র খ্রিষ্টদেহ সাক্রামেন্তে তিনি একদেহে, তাঁর নিজেরই দেহে আপন বিশ্বাসীদের আশিসধন্য করেন, ও তাঁর নিজের সঙ্গে ও পরস্পরের সঙ্গে তাদের একদেহ করে তোলেন। যারা সেই পবিত্র দেহের মাধ্যমে খ্রিষ্টের সঙ্গে সংযুক্ত, কে তাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারবে? কে তাদের পারস্পরিক একতা ধ্বংস করতে পারবে? আমরা যখন এক রুটির সহভাগী, তখন আমরা সকলে এক দেহ হয়ে উঠি, কেননা খ্রিষ্ট অবিচ্ছেদ্য।

এভাবেই মণ্ডলী হল খ্রিষ্টের দেহ আর আমরা তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। কেননা যেহেতু আমরা সকলে সেই এক ও অবিচ্ছেদ্য দেহকে নিজেদের মধ্যে গ্রহণ ক'রে তাঁর পবিত্র

দেহের মধ্য দিয়ে খ্রিষ্টের সঙ্গে সংযুক্ত আছি, সেহেতু আমাদের অঙ্গগুলি আমাদের নয়, তাঁরই।

পঞ্চাশত্তমী রবিবার

পূর্বদিন - ক, খ, গ বর্ষ - যোহন ৭:৩৭-৩৯

> পর্ণকুটির পর্বের শেষ দিনে, অর্থাৎ উৎসবের প্রধান দিনে, যিশু দাঁড়িয়ে উচ্চ কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'কেউ যদি তৃষ্ণার্ত হয়, সে আমার কাছে এসে পান করুক; যে আমার প্রতি বিশ্বাসী—শাস্ত্রে যেমন লেখা আছে—জীবনময় জলের নদনদী তার অন্তর থেকে প্রবাহিত হবে।' তিনি আত্মা সম্বন্ধেই একথা বলেছিলেন, সেই যে আত্মাকে তাঁর প্রতি বিশ্বাসী মানুষদের পাবার কথা; কারণ আত্মা তখনও ছিলেন না, যেহেতু যিশু তখনও গৌরবান্বিত হননি।

❖ বিশপ সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি (উপদেশ ২৭১)

পবিত্র আত্মার আগমনের দিনগুলিতে যা পূর্বঘোষিত হয়েছে

তা তোমাদের মধ্যে পূর্ণতা লাভ করে

ভ্রাতৃগণ, আমাদের জন্য সেই দিনের উদয় হল, যেদিনে পবিত্র মণ্ডলী বিশ্বাসীদের চোখে উদ্ভাসিত হয়, তাদের হৃদয়ে প্রজ্বলিত হয়। আমরা ঠিক সেই দিন উদ্‌যাপন করছি যেদিন প্রভু যিশুখ্রিষ্ট পুনরুত্থানের পর স্বর্গারোহণে গৌরবান্বিত হয়ে পবিত্র আত্মাকে প্রেরণ করলেন। বস্তুতপক্ষে সুসমাচারে তাঁর এই বাণী লেখা আছে: *কেউ যদি তৃষ্ণার্ত হয়, সে আমার কাছে এসে পান করুক; জীবনময় জলের নদনদী তার অন্তর থেকে প্রবাহিত হবে।* এপ্রসঙ্গে রচয়িতা ব্যাখ্যা দান করে বলেন, *তিনি আত্মা সম্বন্ধেই একথা বলেছিলেন, সেই যে আত্মাকে তাঁর প্রতি বিশ্বাসী মানুষদের পাবার কথা; কারণ আত্মা তখনও ছিলেন না, যেহেতু যিশু তখনও গৌরবান্বিত হননি* (যোহন ৭:৩৭-৩৯)। সুতরাং এ বাকি ছিল যে, মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থানে ও স্বর্গারোহণে যিশু গৌরবান্বিত হলে পর যে আত্মাকে প্রেরণ করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তিনি সেই আত্মাকে দান করবেন: আর তাই ঘটেছে।

আপন শিষ্যদের সঙ্গে চল্লিশ দিন অতিবাহিত করার পর পুনরুত্থিত প্রভু স্বর্গে আরোহণ করলেন, ও পঞ্চাশত্তমী দিনে—যে দিনটি আমরা আজ উদ্‌যাপন করছি—

তিনি আত্মাকে প্রেরণ করলেন, যেইভাবে লেখা আছে: *হঠাৎ আকাশ থেকে প্রচণ্ড বাতাস বয়ে যাওয়ার মত একটা শব্দ এল। তাঁরা দেখতে পেলেন, আগুনের মতই যেন কতগুলো জিহ্বা ভাগ ভাগ করে পড়ে তাঁদের প্রত্যেকজনের উপরে বসল; এবং আত্মা তাঁদের যেভাবে বাক্‌শক্তি দিলেন, তাঁরা সেই অনুসারে অন্য অন্য ভাষায় কথা বলতে লাগলেন* (প্রেরিত ২:২-৪)।

সেই বাতাস তাঁদের হৃদয়কে দৈহিক তুষ থেকে পরিশুদ্ধ করছিল; সেই আগুন প্রাচীন দেহলালসার খড় পুড়িয়ে দিচ্ছিল। পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হয়ে তাঁরা যে যে ভাষায় কথা বলছিলেন, এতে সেই ভাবী মণ্ডলীর একটা দৃষ্টান্ত ছিল, যে মণ্ডলীতে সকল জাতির ভাষা উপস্থিত। কেননা জলপ্লাবনের পরে ধর্মহীন মানুষের গর্ব প্রভুর বিরুদ্ধে উচ্চ একটা মিনার নির্মাণ করেছিল আর মানবজাতি ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় বিভক্ত হয়ে পড়েছিল, যার ফলে প্রতিটি জাতি অন্য জাতির কাছে নিজ কথা না বোঝাবার জন্য নিজ নিজ ভাষায় কথা বলত।

এখন কিন্তু ভক্তদের নম্র ভক্তি এ সমস্ত ভাষার বিভেদ মণ্ডলীর ঐক্যে সংগ্রহ করেছে, যার ফলে বিদ্বেষ যা বিক্ষিপ্ত করেছিল, ভালবাসা দ্বারা তা পুনর্মিলিত হয়েছে: এভাবে একদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মত মানবজাতির বিক্ষিপ্ত অঙ্গগুলি খ্রিষ্টের পুণ্য দেহের ঐক্যে ভালবাসার আগুনে গলে গিয়ে একমাথা সেই খ্রিষ্টের সঙ্গে পুনরায় সংযুক্ত হয়েছে। এজন্যই যারা শান্তির অনুগ্রহ ঘৃণা করে ও একতা ও সুসম্পর্ক রক্ষা করে না, তারা পবিত্র আত্মার দান থেকে সম্পূর্ণ রূপে বঞ্চিত। যদিও তারা আজ এখানে আনুষ্ঠানিক ভাবে একত্রিত, যদিও তারা পবিত্র আত্মার প্রতিশ্রুতি ও আগমন বিষয়ক এ পাঠগুলি শোনে, তবু তারা তা শুনে পুরস্কৃত নয়, দণ্ডিতই হবে। হৃদয় যা প্রত্যাখ্যান করে, কান দিয়ে তা গ্রহণ করলে কী লাভ? যাঁর আলো তারা ঘৃণা করে, তাঁর আগমন উদ্‌যাপনে তাদের কী উপকার? তোমরা কিন্তু, হে আমার ভ্রাতৃগণ, হে খ্রিষ্টের দেহের অঙ্গগুলি, একতার পল্লব ও শান্তির সন্তান যে তোমরা, তোমরা সানন্দে ও নির্ভয়ে এদিন উদ্‌যাপন কর, কেননা পবিত্র আত্মার আগমনের দিনগুলিতে যা পূর্বঘোষিত হয়েছে তা তোমাদের মধ্যে পূর্ণতা লাভ করে। যেমন সেসময় পবিত্র আত্মাকে যে গ্রহণ করত একজনমাত্র হয়েও সে সব দেশের ভাষায় কথা বলত, তেমনি এখন সর্বজাতির কাছে সর্বদেশের ভাষায় কথা বলছে

এ ঐক্যই যার মধ্যে তোমরাই প্রতিষ্ঠিত যারা পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করেছ; —অবশ্যই, তোমরা যদি কোন হিংসা-সূত্রে সেই খ্রিষ্টমণ্ডলী থেকে নিজেদের ছিন্ন না কর, যে মণ্ডলী সর্বদেশের ভাষায় কথা বলে।

দিন - ক,খ,গ বর্ষ - যোহন ২০:১৯-২৩

সেই দিন, সপ্তাহের প্রথম দিন, সন্ধ্যাবেলায়, শিষ্যেরা যেখানে ছিলেন, ইহুদীদের ভয়ে সেখানকার সমস্ত দরজা বন্ধ থাকতেই যিশু এলেন ও তাঁদের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালেন। তিনি তাঁদের বললেন, 'তোমাদের শান্তি হোক!' এবং এই কথা বলে তিনি নিজের দু'হাত আর নিজের পাশটি তাঁদের দেখালেন। প্রভুকে দেখে শিষ্যেরা আনন্দিত হলেন। যিশু তাঁদের আবার বললেন, 'তোমাদের শান্তি হোক! পিতা যেমন আমাকে প্রেরণ করেছেন, আমিও তেমনি তোমাদের পাঠাচ্ছি।' এবং একথা বলার পর তিনি তাঁদের উপরে ফুঁ দিলেন, ও তাঁদের বললেন, 'পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ কর। তোমরা যদি কারও পাপ ক্ষমা কর, তা ক্ষমা করা হবে; যদি কারও পাপ ধরে রাখ, তা ধরে রাখা থাকবে।'

❖ নতুন ঐশতত্ত্ববিদ সাধু শিমেয়োনের ঐশতাত্ত্বিক ও নৈতিক উপদেশাবলি (নীতি ৫)

এজীবনেই ঈশ্বরের অভিজ্ঞতা লাভ করা প্রয়োজন

সেই সহায়ক, সেই পবিত্র আত্মা, আমার নামে যাঁকে পিতা পাঠাবেন, তিনিই সবকিছু তোমাদের শিখিয়ে দেবেন, আর আমি যা কিছু তোমাদের বলেছি, তিনি তোমাদের তা স্মরণ করিয়ে দেবেন (যোহন ১৪:২৬)। আর শুধু তা নয়, সেই পবিত্র আত্মা যে তাঁদের এমন কিছু শিখিয়ে দেবেন যা যিশু তাঁদের বলেননি, স্বয়ং খ্রিষ্টই একথা প্রমাণ করে বলেন, *তোমাদের কাছে আমার আরও অনেক কিছু বলার আছে, কিন্তু তোমরা এখন তা সহ্য করতে পার না। তবে তিনি যখন আসবেন, সেই সত্যময় আত্মা, তিনিই পূর্ণ সত্যের মধ্যে তোমাদের চালনা করবেন, কারণ তিনি নিজে থেকে কিছুই বলবেন না, কিন্তু যে সমস্ত কথা শোনেন, তিনি তা-ই বলবেন; যা যা ঘটবার, তাও তিনি তোমাদের বলে দেবেন। তিনি আমাকে গৌরবান্বিত করবেন, কারণ যা আমার, তা-ই তুলে নিয়ে তিনি তা তোমাদের বলে দেবেন। যা কিছু পিতার, তা সবই আমার;*

এজন্যই আমি বললাম যে, যা আমার, তা-ই তুলে নিয়ে তিনি তা তোমাদের বলে দেবেন (যোহন ১৬:১২-১৩)।

সুতরাং তুমি এখন তাঁদেরই শিক্ষার উৎস জান, যাঁরা শেষদিনের কথা, প্রভুর আবির্ভাবের কথা, ও পাপী ও ধার্মিকদের জন্য যা সঞ্চিত রয়েছে তার কথা লিখলেন। আর অন্য যত কিছু আমরা দেখি না, আত্মা দ্বারা আলোকিত হয়ে তাঁরা সেসব কিছুও দেখলেন।

আমাকে বল, পবিত্র আত্মা কে? আমাদের বিশ্বাসের কথা অনুসারে তিনি ঈশ্বর, প্রকৃত ঈশ্বর-থেকে-প্রকৃত ঈশ্বর। এই যে, তুমি তা-ই বলছ যা তুমি নিজে দেখতে পাচ্ছ: অর্থাৎ মণ্ডলীর শিক্ষা অনুসারে, তিনি ঈশ্বর। অতএব, তাঁকে প্রকৃত ঈশ্বর-থেকে-প্রকৃত ঈশ্বর বলে স্বীকার ক'রে ও ধারণা ক'রে তুমি দেখাচ্ছ যে, আমাদের বিশ্বাস অনুসারে পবিত্র আত্মা যাদের আছেন, নিত্য-অবস্থানকারী ঈশ্বরও তাদের আছেন। যেমনটি খ্রিষ্ট আপন শিষ্যদের বললেন, *তোমরা যদি আমাকে ভালবাস, তাহলে আমার আজ্ঞাগুলো পালন করবে। আর আমি পিতাকে অনুরোধ করব, এবং তিনি অপর একজন সহায়ক তোমাদের দেবেন, যিনি চিরকাল ধরে তোমাদের সঙ্গে থাকবেন* (যোহন ১৪:১৬)।

সুতরাং তুমি শিখেছ, পবিত্র আত্মা যুগ যুগান্তর ব্যাপী আমাদের সঙ্গে থাকবেন, কেননা *চিরকাল ধরে তোমাদের সঙ্গে থাকবেন* বলতে এবং অনন্তকাল ধরে তাদের সঙ্গে থাকবেন ও বর্তমানকালে ও ভাবীকালে তাদের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবেই থাকবেন বলতে একই কথা বোঝায়। ধন্য প্রেরিতদূতেরা ও যারা তাঁকে পাবার যোগ্য, তারাও যে পবিত্র আত্মাকে দেখতে পান, একথা সমর্থনে এবাণী শোন: *জগৎ সত্যময় আত্মাকে গ্রহণ করতে পারে না, কারণ জগৎ তাঁকে দেখতে পায় না, জানেও না। তোমরা তাঁকে জান, কারণ তিনি তোমাদের কাছে কাছে থাকেন ও তোমাদের অন্তরে থাকবেন* (যোহন ১৪:৭)। আর যাতে তুমি নিশ্চিত হতে পার যে, যারা খ্রিষ্টকে ভালবাসে ও তাঁর আজ্ঞাগুলি পালন করে, তারা তাঁকেও দেখতে পায়, প্রভুর নিজের বাণী শোন: *আমার আজ্ঞাগুলো গ্রহণ করে নিয়ে যে তা পালন করে, সে-ই আমাকে ভালবাসে; আর যে আমাকে ভালবাসে, সে হবে আমার পিতার ভালবাসার পাত্র, আমিও তাকে ভালবাসব, এবং তার কাছে আত্মপ্রকাশ করব* (যোহন ১৪:২১)।

সুতরাং সকল খ্রিষ্টিয়ানদের কাছে একথা জ্ঞাত হোক যে, খ্রিষ্ট মিথ্যা বলেন না, আর তিনি ঈশ্বর। আমাদের বিশ্বাস: তাঁর আজ্ঞাগুলি পালন করায় যারা তাঁর প্রতি নিজেদের ভালবাসা প্রমাণ করে, তিনি তাদের কাছে আত্মপ্রকাশ করবেন, যেইভাবে করবেন বলে তিনি কথা দিলেন। আপন আত্মপ্রকাশের মাধ্যমে তিনি স্বয়ং পবিত্র আত্মাকে তাদের দান করেন, আর তখন পবিত্র আত্মা দ্বারা তিনি নিজে ও পিতা অবিচ্ছেদ্য বন্ধনেই তাদের মধ্যে বাস করেন।

বিকল্প (দিন - খ বর্ষ) - যোহন ১৫:২৬-২৭; ১৬:১২-১৫

সেসময়ে যিশু আপন শিষ্যদের বললেন, 'সেই সহায়ক, যাঁকে আমি পিতার কাছ থেকে তোমাদের কাছে পাঠাব,—সেই সত্যময় আত্মা, যিনি পিতার কাছ থেকে আসেন—তিনি যখন আসবেন, তখন তিনি নিজে আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেবেন; আর তোমরাও সাক্ষী, কারণ প্রথম থেকে তোমরা আমার সঙ্গে আছ।
তোমাদের কাছে আমার আরও অনেক কিছু বলার আছে, কিন্তু তোমরা এখন তা সহ্য করতে পার না। তবে তিনি যখন আসবেন, সেই সত্যময় আত্মা, তিনিই পূর্ণ সত্যের মধ্যে তোমাদের চালনা করবেন, কারণ তিনি নিজে থেকে কিছুই বলবেন না, কিন্তু যে সমস্ত কথা শোনেন, তিনি তা-ই বলবেন; যা যা ঘটবার, তাও তিনি তোমাদের বলে দেবেন। তিনি আমাকে গৌরবান্বিত করবেন, কারণ যা আমার, তা-ই তুলে নিয়ে তিনি তা তোমাদের বলে দেবেন।
যা কিছু পিতার, তা সবই আমার; এজন্যই আমি বললাম যে, যা আমার, তা-ই তুলে নিয়ে তিনি তা তোমাদের বলে দেবেন।'

❖ নতুন ঐশতত্ত্ববিদ সাধু শিমেয়োনের ধর্মশিক্ষা (৩৩)

পবিত্র আত্মাই জ্ঞানলাভের চাবিকাঠি

বিশ্বাস দ্বারা দেওয়া পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ ছাড়া জ্ঞানলাভের চাবিকাঠি কী হতে পারে? সেই অনুগ্রহের আলো সত্যিই জ্ঞান, এমনকি ঐশজ্ঞানই দান করে, ও আমাদের বন্ধ ও আবৃত মনকে খুলে দেয়, যেইভাবে বহু উপমাকাহিনী ক্ষেত্রে আমরা প্রায়ই অভিজ্ঞতা করতে পারি। সুতরাং, বাণীর আধ্যাত্মিক অর্থের দিকে সতর্ক মনোযোগ দিও।

দারোয়ান তার জন্য দরজা খুলে দেয় (যোহন ১০:৩), শাস্ত্রের একথা অনুসারে, চাবিটা যদি দরজা খুলে না দেয়, দরজা বন্ধই থাকে; আর যদি দরজা খুলে দেওয়া না হয়, কেউই পিতার গৃহে প্রবেশ করে না, যেইভাবে খ্রিষ্ট বলেন, *পিতার কাছে কেউই যেতে পারে না, যদি না সে আমার মধ্য দিয়ে যায়* (যোহন ১৪:৬)।

পবিত্র আত্মাই যে প্রথম আমাদের মন খুলে দেন ও পিতা ও পুত্র সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষা দেন, একথা আবার স্বয়ং খ্রিষ্ট দ্বারাই প্রমাণিত: *যিনি পিতা থেকে আগত, সেই সত্যময় আত্মা যখন আসবেন, তখন আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেবেন ও পূর্ণ সত্যের মধ্যে তোমাদের চালনা করবেন* (যোহন ১৬:৩)। তোমরা কি দেখতে পার না যে আত্মার মধ্য দিয়ে, এমনকি আত্মার মধ্যেই পিতা ও পুত্র অবিচ্ছেদ্য বলেই জ্ঞাত? আরও, *আমি চলে না গেলে সেই সহায়ক তোমাদের কাছে আসবেন না, কিন্তু তিনি যখন আসবেন, তখন তোমাদের কাছে সবকিছুই স্মরণ করিয়ে দেবেন* (যোহন ১৪:২৬)। একথাও শোন: *তোমরা যদি আমাকে ভালবাস, আমার আজ্ঞাগুলি পালন কর; আর আমি পিতাকে অনুরোধ করব, আর তিনি অপর একজন সহায়ক তোমাদের দেবেন: সেই সত্যময় আত্মাকে দেবেন তিনি যেন চিরকাল ধরে তোমাদের সঙ্গে থাকেন* (যোহন ১৪:১৬)।

পবিত্র আত্মাকে 'চাবি' বলে, কেননা তাঁর দ্বারা ও তাঁর মধ্যেই আমরা আত্মিক আলো গ্রহণ করি, ও পরিশুদ্ধ হয়ে উঠে জ্ঞান-আলোতে আলোকিত হই, ঊর্ধ্ব থেকে বা পুনরায় বাপ্তিস্ম নিই, ও ঈশ্বরের সন্তান বলে অভিহিত হই। এবিষয়ে পল বলেন, *স্বয়ং আত্মাই অনির্বচনীয় আর্তনাদের মধ্য দিয়ে আমাদের হয়ে প্রবল অনুরোধ করেন*; তিনি আরও বলেন, *ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে তাঁর পুত্রের আত্মাকে প্রেরণ করেছেন, যিনি ডাকতে থাকেন, 'আব্বা, পিতা!'* (রো ৮:১৫)। সুতরাং আত্মাই আমাদের দেখান সেই দরজা যা আলো, আর দরজা আমাদের শেখায় যে যিনি গৃহে বাস করেন, তিনি নিজেই অগম্য আলো।

বিকল্প (দিন - গ বর্ষ) - যোহন ১৪:১৫-১৬, ২৩খ-২৬

শেষভোজের সময়ে যিশু তাঁর শিষ্যদের বললেন: 'তোমরা যদি আমাকে ভালবাস, তাহলে আমার আজ্ঞাগুলো পালন করবে। আর আমি পিতাকে অনুরোধ

করব, এবং তিনি অপর একজন সহায়ক তোমাদের দেবেন, যেন সেই সহায়ক চিরকাল ধরে তোমাদের সঙ্গে থাকেন। যদি কেউ আমাকে ভালবাসে, তবে সে আমার বাণী মেনে চলবে, আর আমার পিতা তাকে ভালবাসবেন, এবং আমরা তার কাছে আসব ও তার কাছে করব আমাদের নিজেদের বাসস্থান। যে আমাকে ভালবাসে না, সে আমার বাণী মেনে চলে না; আর এই যে বাণী তোমরা শুনছ, তা আমার নয়, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তা সেই পিতারই বাণী।

এখনও তোমাদের সঙ্গে থাকতে থাকতেই আমি এই সমস্ত কথা তোমাদের বলেছি, কিন্তু সেই সহায়ক, সেই পবিত্র আত্মা, আমার নামে যাঁকে পিতা পাঠাবেন, তিনিই সবকিছু তোমাদের শিখিয়ে দেবেন, আর আমি যাকিছু তোমাদের বলেছি, তিনি তোমাদের তা স্মরণ করিয়ে দেবেন।'

❖ নতুন ঐশতত্ত্ববিদ সাধু শিমেয়োনের ঐশতাত্ত্বিক ও নৈতিক উপদেশাবলি (নীতি ৫)

এজীবনেই ঈশ্বরের অভিজ্ঞতা লাভ করা প্রয়োজন

সেই সহায়ক, সেই পবিত্র আত্মা, আমার নামে যাঁকে পিতা পাঠাবেন, তিনিই সবকিছু তোমাদের শিখিয়ে দেবেন, আর আমি যা কিছু তোমাদের বলেছি, তিনি তোমাদের তা স্মরণ করিয়ে দেবেন। আর শুধু তা নয়, সেই পবিত্র আত্মা যে তাঁদের এমন কিছু শিখিয়ে দেবেন যা যিশু তাঁদের বলেননি, স্বয়ং খ্রিষ্টই একথা প্রমাণ করে বলেন, তোমাদের কাছে আমার আরও অনেক কিছু বলার আছে, কিন্তু তোমরা এখন তা সহ্য করতে পার না। তবে তিনি যখন আসবেন, সেই সত্যময় আত্মা, তিনিই পূর্ণ সত্যের মধ্যে তোমাদের চালনা করবেন, কারণ তিনি নিজে থেকে কিছুই বলবেন না, কিন্তু যে সমস্ত কথা শোনেন, তিনি তা-ই বলবেন; যা যা ঘটবার, তাও তিনি তোমাদের বলে দেবেন। তিনি আমাকে গৌরবান্বিত করবেন, কারণ যা আমার, তা-ই তুলে নিয়ে তিনি তা তোমাদের বলে দেবেন। যা কিছু পিতার, তা সবই আমার; এজন্যই আমি বললাম যে, যা আমার, তা-ই তুলে নিয়ে তিনি তা তোমাদের বলে দেবেন।

সুতরাং তুমি এখন তাঁদেরই শিক্ষার উৎস জান, যাঁরা শেষদিনের কথা, প্রভুর আবির্ভাবের কথা, ও পাপী ও ধার্মিকদের জন্য যা সঞ্চিত রয়েছে তার কথা লিখলেন। আর অন্য যত কিছু আমরা দেখি না, আত্মা দ্বারা আলোকিত হয়ে তাঁরা সেসব কিছুও দেখলেন।

আমাকে বল, পবিত্র আত্মা কে? আমাদের বিশ্বাসের কথা অনুসারে তিনি ঈশ্বর, প্রকৃত ঈশ্বর-থেকে-প্রকৃত ঈশ্বর। এই যে, তুমি তা-ই বলছ যা তুমি নিজে দেখতে পাচ্ছ: অর্থাৎ মণ্ডলীর শিক্ষা অনুসারে, তিনি ঈশ্বর। অতএব, তাঁকে প্রকৃত ঈশ্বর-থেকে-প্রকৃত ঈশ্বর বলে স্বীকার ক'রে ও ধারণা ক'রে তুমি দেখাচ্ছ যে, আমাদের বিশ্বাস অনুসারে পবিত্র আত্মা যাদের আছেন, নিত্য-অবস্থানকারী ঈশ্বরও তাদের আছেন। যেমনটি খ্রিষ্ট আপন শিষ্যদের বললেন, তোমরা যদি আমাকে ভালবাস, তাহলে আমার আজ্ঞাগুলো পালন করবে। আর আমি পিতাকে অনুরোধ করব, এবং তিনি অপর একজন সহায়ক তোমাদের দেবেন, যিনি চিরকাল পর্যন্ত তোমাদের সঙ্গে থাকবেন।

সুতরাং তুমি শিখেছ, পবিত্র আত্মা যুগ যুগান্তর ব্যাপী আমাদের সঙ্গে থাকবেন, কেননা চিরকালের মত তোমাদের সঙ্গে থাকবেন বলতে এবং অনন্তকাল ধরে তাদের সঙ্গে থাকবেন ও বর্তমানকালে ও ভাবীকালে তাদের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবেই থাকবেন বলতে একই কথা বোঝায়। ধন্য প্রেরিতদূতেরা ও যারা তাঁকে পাবার যোগ্য, তারাও যে পবিত্র আত্মাকে দেখতে পান, একথা সমর্থনে এবাণী শোন: জগৎ সত্যময় আত্মাকে গ্রহণ করতে পারে না, কারণ জগৎ তাঁকে দেখতে পায় না, জানেও না। তোমরা তাঁকে জান, কারণ তিনি তোমাদের কাছে কাছে থাকেন ও তোমাদের অন্তরে থাকবেন। আর যাতে তুমি নিশ্চিত হতে পার যে, যারা খ্রিষ্টকে ভালবাসে ও তাঁর আজ্ঞাগুলি পালন করে, তারা তাঁকেও দেখতে পায়, প্রভুর নিজের বাণী শোন: আমার আজ্ঞাগুলো গ্রহণ করে নিয়ে যে তা পালন করে, সে-ই আমাকে ভালবাসে; আর যে আমাকে ভালবাসে, সে হবে আমার পিতার ভালবাসার পাত্র, আমিও তাকে ভালবাসব, এবং তার কাছে আত্মপ্রকাশ করব।

সুতরাং সকল খ্রিষ্টিয়ানদের কাছে একথা জ্ঞাত হোক যে, খ্রিষ্ট মিথ্যা বলেন না, আর তিনি ঈশ্বর। আমাদের বিশ্বাস: তাঁর আজ্ঞাগুলি পালন করায় যারা তাঁর প্রতি নিজেদের ভালবাসা প্রমাণ করে, তিনি তাদের কাছে আত্মপ্রকাশ করবেন, যেইভাবে করবেন বলে তিনি কথা দিলেন। আপন আত্মপ্রকাশের মাধ্যমে তিনি স্বয়ং পবিত্র আত্মাকে তাদের দান করেন, আর তখন পবিত্র আত্মা দ্বারা তিনি নিজে ও পিতা অবিচ্ছেদ্য বন্ধনেই তাদের মধ্যে বাস করেন।

সাধারণকাল

সাধারণকালের ১ম রবিবারে প্রভুর বাপ্তিস্ম পর্ব পালন করা হয়।

পরমপবিত্র ত্রিত্ব

খ্রিস্টের দেহরক্ত

যিশুহৃদয়

২য় রবিবার

ক বর্ষ - যোহন ১:২৯-৩৪

সেসময় যোহন যিশুকে নিজের দিকে আসতে দেখে বললেন, 'ওই দেখ, ঈশ্বরের মেষশাবক, জগতের পাপ যিনি হরণ করেন! তাঁরই সম্বন্ধে বলেছিলাম: আমার পরে এমন একজন আসছেন, যিনি আমার অগ্রগণ্য, কারণ আমার আগেও

ছিলেন। আমিও তাঁকে জানতাম না, কিন্তু ইস্রায়েলের কাছে তিনি যেন প্রকাশিত হন, এজন্যই আমি এসে জলে বাপ্তিস্ম দিই।'
আর যোহন এই বলে সাক্ষ্য দিলেন, 'আমি দেখেছি, আত্মা কপোতের মত স্বর্গ থেকে নেমে এসে তাঁর উপর থাকলেন। আমিও তাঁকে জানতাম না, কিন্তু যিনি আমাকে জলে বাপ্তিস্ম দিতে পাঠিয়েছেন, তিনি আমাকে বললেন, "যাঁর উপরে আত্মাকে নেমে এসে থাকতে দেখবে, তিনিই পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম দেন।" আর আমি দেখেছি, এবং এই সাক্ষ্য দিয়েছি যে, ইনিই ঈশ্বরের সেই মনোনীতজন।'

❖ যোহন-রচিত সুসমাচারে আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা (২য় পুস্তক)

নিষ্কলঙ্ক বলি সেই মেষশাবক

আমাদের সকলের জন্য মৃত্যুর দিকে চালিত হচ্ছেন

আমাদের ব্যাখ্যা করতে হবে, সেই তিনি কে যিনি কাছে আসছেন, আর কেন তিনি স্বর্গ থেকে আমাদের মাঝে নেমে এলেন। সুসমাচার-রচয়িতা বলে ওঠেন, ওই *দেখ, ঈশ্বরের মেষশাবক*, যাঁর বিষয়ে নবী ইশাইয়া ভাববাণী দিয়ে বলেছিলেন: *তিনি ছিলেন জবাইখানায় চালিত মেষেরই মত, লোমকাটিয়ের সামনে নীরব মেষশাবকেরই মত* (ইশা ৫৩:৭)। একসময় মোশির বিধান সেই মেষশাবকের পূর্বচ্ছবি দিয়েছিল; সেসময় কিন্তু সে আংশিকভাবেই ত্রাণ করত, নিজ দয়া সকলের উপরে বর্ষণ করত না, কেননা সে ছিল পূর্বচ্ছবি ও প্রতীক মাত্র; এখন কিন্তু প্রতীকাকারে পূর্বনির্দিষ্ট সেই মেষশাবক নিষ্কলঙ্ক বলিরূপে সকলের জন্য নিহত হতে চালিত হচ্ছেন যাতে তিনি জগতের পাপ হরণ করেন, পৃথিবীতে যে সর্বনাশ এনেছিল তিনি যেন সেই দুর্জনকে ধ্বংস করেন, সকলের জন্য মৃত্যুবরণ করায় মৃত্যু বিনষ্ট করেন, আর এভাবে তিনি যেন মানুষকে অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে ও *তুমি ধুলো, আর ধুলোতেই আবার ফিরে যাবে* (আদি ৩:১৯) উক্তিটা নিঃশেষ করতে পারেন। তিনি সেই দ্বিতীয় আদম হতে চাইলেন—মাটির নয়, স্বর্গীয় যে আদম (১ করি ১৫:৪৭ দ্রঃ), যেন নিজেই মানবস্বরূপের সমস্ত মঙ্গলদানের সূত্রপাত হতে পারেন, যথা ধ্বংস থেকে ত্রাণকর্তা, অনন্ত জীবনের মধ্যস্থ, ঈশ্বরের কাছে ফিরে যাওয়ার কারণ, ভক্তি ও ধর্মময়তার ভিত্তি, স্বর্গরাজ্যের দিকে পথ।

একটিমাত্র মেষশাবক সকলের হয়ে মরলেন, আর সেই মৃত্যুতে তিনি সমস্ত মানব-পাল ত্রাণ করলেন যাতে সকলকে পিতার কাছে ফিরিয়ে নিতে পারেন; সকলের হয়ে একজনমাত্র মরলেন যাতে সকলকেই ঈশ্বরের অধীন করতে পারেন: সকলের হয়ে একজনমাত্র মরলেন যাতে সকলকে ত্রাণ করতে পারেন, *যারা জীবিত, তারা যেন আর নিজেদের জন্য নয়, বরং তাঁরই জন্য জীবন যাপন করে, যিনি তাদের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন ও পুনরুত্থিত হয়েছেন* (২ করি ৫:১৫)।

বহু পাপে নিমজ্জিত হওয়ায় আমরা মৃত্যু ও ক্ষয়প্রাপ্তির অধীন ছিলাম; এজন্য পিতা আমাদের পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে আপন পুত্রকে দান করলেন—সকলের হয়ে একজনমাত্র, কেননা তাঁরই মধ্যে সবকিছু বিরাজিত আর তিনি সবকিছুর ঊর্ধ্বেই অধিষ্ঠিত।

কেবল তিনিই সকলের হয়ে মরলেন, যাতে আমরা সকলে তাঁর মধ্যে জীবিত থাকতে পারি। যে মৃত্যু আমাদের হয়ে নিহত সেই মেষশাবককে কবলিত করেছিল, সেই মৃত্যু তাঁর মধ্যে ও তাঁর সঙ্গে সকলকেই ফিরিয়ে দিল; কেননা আমরা সকলে সেই খ্রিষ্টেই ছিলাম যিনি আমাদের জন্য ও আমাদের হয়ে মরলেন বটে, কিন্তু পুনরুত্থানও করলেন। একবার যখন পাপ বিনষ্ট হল, তখন আর কোন্ বাধাই বা থাকতে পারবে যাতে পাপের ফল সেই মৃত্যুও বিনষ্ট হয়? শিকড় একবার শুকিয়ে গেলে কি করেই বা অঙ্কুরটা বাঁচতে পারবে? পাপ মৃত হলে আমাদের জন্য মৃত্যুর আর কোন্ কারণ থেকে যেতে পারবে? আসলে আমরা ঈশ্বরের মেষশাবকের মৃত্যুকে উদ্দেশ করে গম্ভীর আনন্দের সঙ্গে বলে উঠি, *ওহে মৃত্যু, তোমার বিজয় কোথায়? কোথায়, মৃত্যু, তোমার হুল?* (১ করি ১৫:৫৫)। আর সামসঙ্গীতের রচয়িতা বলেন, *তা দেখে ন্যায়নিষ্ঠ সকলে আনন্দিত হয়ে ওঠে, ও যত দুর্জন বন্ধ করে তার আপন মুখ* (সাম ১০৭:৪২), এমনকি যারা দুর্বলতাবশত পাপ করে, সেই দুর্জন তাদের আর অভিযুক্ত করতে পারবে না, কারণ *ঈশ্বর মানুষকে ধর্মময় করে তোলেন: মূল্য দিয়ে বিধানের অভিশাপ থেকে আমাদের মুক্ত করেছেন, কারণ তিনি আমাদের জন্য অভিশাপস্বরূপ হলেন* (গা ৩:১৩), আমরা যেন পাপের অভিশাপ থেকে রেহাই পেতে পারি।

খ বর্ষ - যোহন ১:৩৫-৪২

পরদিন যোহন ও তাঁর দু'জন শিষ্য আবার সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। যিশু সেখান দিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছিলেন; তাঁর দিকে তাকিয়ে যোহন বললেন, 'ওই দেখ, ঈশ্বরের মেষশাবক!' তিনি এই যে কথা বললেন, সেই দু'জন শিষ্য তা শুনে তাঁর অনুসরণ করলেন। যিশু ফিরে দাঁড়ালেন, এবং সেই দু'জনকে তাঁর অনুসরণ করতে দেখে বললেন, 'তোমরা কী অনুসন্ধান করছ?' তাঁরা তাঁকে বললেন, 'রাব্বি (অর্থাৎ, গুরু), আপনি কোথায় বাস করেন?' তিনি তাঁদের বললেন, 'এসো, দেখে যাবে।' তাই তাঁরা গেলেন, ও দেখলেন, তিনি কোথায় বাস করেন, এবং সেই দিন তাঁর সঙ্গে থাকলেন। তখন প্রায় বিকাল চারটে।
যে দু'জন শিষ্য যোহনের সেই কথা শুনে যিশুর অনুসরণ করেছিলেন, তাঁদের একজন ছিলেন শিমোন পিতরের ভাই আন্দ্রিয়। তিনি প্রথমে তাঁর ভাই শিমোনকে খুঁজে পেলেন; তাঁকে বললেন, 'আমরা মশীহের সন্ধান পেয়েছি!' মশীহ কথাটার অর্থ হল খ্রিষ্ট। তিনি তাঁকে যিশুর কাছে নিয়ে গেলেন। যিশু তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি তো যোহনের ছেলে শিমোন; তুমি কেফাস নামে অভিহিত হবে।' কেফাস কথাটার অর্থ শৈল।

❖ ১১৮ নং সামসঙ্গীতে বিশপ সাধু আম্ব্রোজের ব্যাখ্যা (১৮:৪১-৪৩)

যে কেউ খ্রিষ্টের অন্বেষণ করে,

সে তাঁর দুঃখযন্ত্রণারও অন্বেষণ করে

ও কষ্টভোগ এড়াতে চেষ্টা করে না

প্রজ্ঞা বলে, *বিদ্রূপকারী প্রজ্ঞার অন্বেষণ করে, তবু তা বৃথা কাজ* (প্রবচন ১৪:৬)। এর কারণ এই নয় যে, প্রভু মানুষ দ্বারা নিজেকে খুঁজে পেতে দিতে চান না—আসলে তিনি সকলের কাছেই নিজেকে অর্পণ করেন, যারা তাঁর অন্বেষণ করে না তাদেরও কাছে; বিদ্রূপকারী কিন্তু এমন কর্ম দ্বারা ঈশ্বরের অন্বেষণ করে যা তাঁর সন্ধান পেতে তাকে অযোগ্যই করে। প্রমাণস্বরূপ রয়েছেন সেই শিমেয়োন, যিনি সরল অন্তরেই তাঁর অন্বেষণ করছিলেন বিধায় তাঁর সন্ধান পেয়েছিলেন।

আন্দ্রিয় তাঁর সন্ধান পেয়ে শিমোনকে বললেন, *আমরা মশীহের সন্ধান পেয়েছি* (যোহন ১:৪১)। ফিলিপও নাথানায়েলকে বলেন, *মোশি বিধান-পুস্তকে যাঁর কথা*

লিখেছিলেন, নবীরাও যাঁর কথা লিখেছিলেন, আমরা তাঁর সন্ধান পেয়েছি: তিনি যোসেফের ছেলে নাজারেথের সেই যিশু (যোহন ১:৪৫)। আর তাঁকে দেখাবার জন্য যে তিনি সত্যিই খ্রিষ্টের সন্ধান পেয়েছিলেন, তাঁকে বললেন, *এসো, দেখে যাও* (যোহন ১:৪৬)। সুতরাং, যে কেউ খ্রিষ্টের অন্বেষণ করে, সে জাগতিক পদক্ষেপে নয়, বরং আধ্যাত্মিক ভাবেই তাঁর কাছে এগিয়ে আসুক; চোখ দিয়ে নয়, বরং মনশ্চক্ষুতেই তাঁকে দেখতে চেষ্টা করুক। বস্তুত যিনি সনাতন, তিনি দৈহিক চোখ দ্বারা দৃষ্টিগোচর নন, কেননা *যা দৃশ্য, তা ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু যা অদৃশ্য, তা চিরস্থায়ী* (২ করি ৪:১৮)।

অতএব খ্রিষ্ট কালসাপেক্ষ নন, তিনি বরং কালের আগেই পিতা দ্বারা জাত; ঈশ্বর বলে তিনি ঈশ্বরের প্রকৃত পুত্র, আর সনাতন নিখুঁত ব্যক্তিত্ব বলে তিনি কালের বাইরে রয়েছেন, কালের সীমা তাঁকে সীমাবদ্ধ করে না; জীবন বলে তিনি কালের ঊর্ধ্বে রয়েছেন, আর তাই বলে তিনি সম্পূর্ণরূপেই মৃত্যু-দিনের নাগালের বাইরে।

তিনি যে মৃত্যু ভোগ করেছেন, তাতে একবার চিরকালের মত পাপেরই কাছে মরলেন; কিন্তু যে জীবন ভোগ করছেন, তাতে তিনি ঈশ্বরের উদ্দেশেই জীবিত আছেন (রো ৬:১০)। তুমি কি প্রেরিতদূতের কথা বুঝতে পার? *তিনি একবার চিরকালের মত পাপেরই কাছে মরলেন;* অর্থাৎ খ্রিষ্ট একবার চিরকালের মত পাপী তোমারই জন্য মরলেন; তাই তুমি বাপ্তিস্ম গ্রহণ করার পর আর পাপ করো না। তিনি সকলের জন্য একবার মরলেন, আবার তিনি এক একজনের জন্য বহুবার নয়, একবারই মরেন। হে মানুষ, তুমি তো পাপ, এজন্যই সর্বশক্তিমান পিতা আপন খ্রিষ্টকে পাপ করে তুললেন; তিনি তাঁকে মানুষ করলেন তিনি যেন আমাদের পাপ হরণ করেন। সুতরাং আমারই জন্য প্রভু যিশু পাপের কাছে মরলেন *যেন আমরা তাঁর মধ্যে ঈশ্বরের ধর্মময়তা হয়ে উঠি* (২ করি ৫:২১)। তিনি আমার জন্য মরলেন যেন আমার জন্য পুনরুত্থান করতে পারেন। তিনি একবারই মরলেন, আবার একবারই পুনরুত্থান করলেন।

আর তুমি যে বাপ্তিস্মের মধ্য দিয়ে তাঁর সঙ্গে মরেছ, ও সমাহিত ও পুনরুত্থিত হয়েছ, সাবধান থাক, যাতে একবার মরে আর পুনরায় না মর, কেননা পুনরায় মরলে তুমি আর পাপের কাছে নয়, ক্ষমারই কাছে মরবে। তুমি বরং পুনরুত্থানই করেছ, তাই দ্বিতীয়বারের মত মরো না, কেননা *মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন বলে খ্রিষ্টের*

আর মৃত্যু নেই, তাঁর উপর মৃত্যুর আর কোন কর্তৃত্ব নেই (রো ৬:৯)। তখন মৃত্যু কি তাঁকে নিজের কর্তৃত্বে বশীভূত করেছিল? অবশ্যই, কারণ যখন লেখা আছে *তাঁর উপর মৃত্যুর আর কোন কর্তৃত্ব নেই*, তখন এর অর্থ হল যে, আগে মৃত্যু এ কর্তৃত্বের অধিকারী ছিল।

হে মানুষ, তেমন মহাদান নষ্ট করো না! তোমারই জন্য খ্রিষ্ট মৃত্যুর কর্তৃত্বের অধীন হলেন, যাতে তার জোয়াল থেকে তোমাকে মুক্ত করতে পারেন। তিনি মৃত্যুর বন্দিদশা গ্রহণ করলেন যেন তোমার কাছে অনন্ত জীবনের স্বাধীনতা দান করতে পারেন।

এজন্য যে কেউ খ্রিষ্টের অন্বেষণ করে, সে তাঁর দুঃখযন্ত্রণারও অন্বেষণ করে ও কষ্টভোগ এড়াতে চেষ্টা করে না। *আমার যন্ত্রণায় আমি প্রভুকে ডাকলাম, প্রভু সাড়া দিয়ে আমাকে আনলেন উন্মুক্ত স্থানে* (সাম ১১৮:৫)। ফলে উত্তম সেই কষ্ট, যা প্রভুর সাড়া পেতে আমাদের যোগ্য করে তোলে, কারণ তাঁর সাড়া পাওয়া মহান একটি অনুগ্রহ। এজন্য যে কেউ খ্রিষ্টের অন্বেষণ করে, সে যন্ত্রণা এড়ায় না, আর যে কেউ যন্ত্রণা এড়ায় না, প্রভু তাঁর সন্ধান পাবেন। যন্ত্রণা সেই এড়ায় না, ঈশ্বরের আদেশগুলি হৃদয়ে ও কাজকর্মেই যে গ্রহণ করে।

গ বর্ষ - যোহন ২:১-১২

গালিলেয়ার কানা গ্রামে এক বিবাহোৎসব হল। যিশুর মা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। যিশু ও তাঁর শিষ্যেরাও উৎসবে নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। আঙুররস ফুরিয়ে যাওয়ায় যিশুর মা তাঁকে বললেন, 'ওদের আঙুররস নেই।' যিশু তাঁকে বললেন, 'নারী, তুমি আমার কাছে কী চাও? আমার ক্ষণ এখনও আসেনি।' তাঁর মা চাকরদের বললেন, 'উনি তোমাদের যা কিছু বলেন, তোমরা তা-ই কর।' ইহুদীদের প্রথা অনুসারে শুচীকরণের জন্য সেখানে পাথরের ছ'টা জালা রাখা ছিল, প্রত্যেকটিতে দু' তিন মণ জল ধরত। যিশু চাকরদের বললেন, 'জালাগুলো জলে ভর্তি কর।' তারা সেগুলোকে কানায় কানায় ভর্তি করে দিল। পরে তিনি তাদের বললেন, 'এখন তোমরা কিছুটা তুলে ভোজকর্তার কাছে নিয়ে যাও।' তারা তাই করল। কিন্তু যখন ভোজকর্তা আঙুররস হওয়া সেই জল আস্বাদ করল—সে তো জানত না, তা কোথা থেকে এসেছে, কিন্তু যে চাকরেরা জল তুলেছিল

তারাই জানত—তখন বরকে ডেকে বলল, ‘সবাই প্রথমে ভাল আঙুররস পরিবেশন করে, আর অতিথিরা বেশ কিছু খাওয়ার পরে কম ভালটা দেয়; আপনি কিন্তু ভাল আঙুররস এখন পর্যন্তই রেখেছেন।’
এ হল যিশুর চিহ্নকর্মগুলির প্রথম চিহ্নকর্ম: তা তিনি গালিলেয়ার কানা গ্রামে সাধন করলেন: এতে নিজের গৌরব প্রকাশ করলেন, ও তাঁর শিষ্যেরা তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখলেন। তারপর তিনি, তাঁর মা, তাঁর ভাইয়েরা ও তাঁর শিষ্যেরা কাফার্নাউমে নেমে গেলেন; কিন্তু সেখানে শুধু কিছু দিন থাকলেন।

❖ যোহন-রচিত সুসমাচারে আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা (২য় পুস্তক)

আপন উপস্থিতিতে খ্রিষ্ট

মানবজন্মের উৎস তথা বিবাহ-ব্যবস্থা পবিত্রিত করেন

যদিও মনে হতে পারে সাধারণ একটি অবস্থা-বিশেষেই অলৌকিক কাজ ঘটেছে, তবু খ্রিষ্ট উপযুক্ত ক্ষণেই অলৌকিক কাজ সাধন করতে শুরু করেন। বস্তুতপক্ষে মর্যাদাপূর্ণ ও বিধান সম্মত বিয়ের উৎসব চলছে; উৎসবে ত্রাণকর্তার মাতাও নিমন্ত্রিত, ও নিমন্ত্রিত হয়ে খ্রিষ্টও আপন শিষ্যদের সঙ্গে উপস্থিত। তিনি কিন্তু এমনি ভোজে যোগ দেওয়ার জন্য নয়, বরং এমন একটি অলৌকিক কাজ সাধন করার জন্য উপস্থিত, যাতে মানবজন্মের উৎস তথা বিবাহ-ব্যবস্থায় পবিত্রতাদায়ী অনুগ্রহের স্রোত সঞ্চার করতে পারেন, যে অনুগ্রহ তার প্রকৃতির সাধারণ পর্যায়ে উন্নীত করতে পারে।

এ সত্যিই সমীচীন ছিল যে, উচ্চতর পর্যায়ে মানবস্বরূপকে ফিরিয়ে নেবার জন্য যখন তিনি গোটা মানবস্বরূপকেই নবায়ন করতে এসেছিলেন, তখন তিনি কেবল তাদেরই আশীর্বাদ করবেন যারা ইতিমধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিল শুধু নয়, বরং তাদেরও জন্য অনুগ্রহ প্রস্তুত করবেন ও তাদেরও পবিত্রিত করবেন যাদের আগামী কালে জন্ম নেবার কথা। যিনি সকলের সুখ ও আনন্দ, তিনি আপন উপস্থিতিতে বিবাহ-ব্যবস্থায় এমন মর্যাদা আরোপ করলেন, যার ফলে প্রসবের সঙ্গে আদিকাল থেকে যুক্ত শোক মুছিয়ে দিলেন। সাধু পল বলেন, *কেউ যদি খ্রিষ্টে থাকে, সে নতুন সৃষ্টি; প্রাক্তন সবকিছু কেটে গেছে, দেখ, সবকিছু নতুন হয়ে উঠেছে* (২ করি ৫:১৭)।

তাই তিনি আপন শিষ্যদের সঙ্গে সেই বিয়ের উৎসবে যোগ দিতে গেলেন। এও সমীচীন ছিল যে, তিনি অলৌকিক কাজ সাধন করার সময়ে শিষ্যেরাও উপস্থিত থাকবেন, যাতে যাঁরা আশ্চর্য ঘটনাগুলোর মায়ায় আকর্ষিত ছিলেন, এবার তাঁরা খ্রিস্টের অলৌকিক কাজটাই যেন বিশ্বাসের পুষ্টি বলে সংগ্রহ করেন।

অতিথিদের জন্য আঙুররস ফুরিয়ে যাওয়ায় তাঁর মাতা তাঁকে অনুরোধ করেন তিনি যেন তাঁর সাধারণ মঙ্গলময়তা ও প্রসন্নতা দেখান: *তাদের আঙুররস নেই* (যোহন ২:৩)। যিনি ইচ্ছা করলে সবকিছু সাধন করতে সক্ষম, মাতা তাঁকে অলৌকিক কাজ করতে অনুরোধ করছেন। *নারী, তুমি আমার কাছে কী চাও? আমার ক্ষণ এখনও আসেনি* (যোহন ২:৪)। প্রভু উত্তমরূপেই নিজের মনের কথা ব্যক্ত করলেন, কেননা তিনি যে অলৌকিক কাজ করার জন্য ত্বরা করবেন বা নিজে থেকে এগিয়ে আসবেন তা প্রয়োজন ছিল না; তিনি মানুষের অনুরোধে সাড়া দেবার জন্যই অলৌকিক কাজ সাধন করবেন, আর উপস্থিত সকলের কৌতূহল মেটাবার জন্য নয়, তাদের উপকার করার জন্যই বরং তেমন অনুগ্রহ দান করবেন।

তাছাড়া আকাঙ্ক্ষিত বস্তু তখনই অধিক গ্রহণীয় হয়ে ওঠে যখন সঙ্গে সঙ্গে মঞ্জুর করা হয় না, কেননা তা পাবার জন্য মানুষ যখন দীর্ঘ প্রত্যাশা রাখে, সেই প্রত্যাশায় তখন বস্তুটা অধিক মূল্যবান হয়ে ওঠে। পরিশেষে খ্রিস্ট যা করতে অসম্মত ছিলেন, তা মাতৃভক্তির খাতিরেই সাধন করতে সম্মত হওয়ায় আমাদের কাছে মাতাপিতার প্রতি দেয় মর্যাদা দেখাতে চাইলেন।

৩য় রবিবার

ক বর্ষ - মথি ৪:১২-২৩

যোহনকে ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে শুনে যিশু গালিলেয়ায় সরে গেলেন, এবং নাজারা ছেড়ে সমুদ্রতীরে, জাবুলোন-নেফ্তালির অঞ্চলে অবস্থিত কাফার্নাউমে বাস করতে গেলেন, যেন নবী ইশাইয়ার মধ্য দিয়ে উচ্চারিত এই বচন পূর্ণ হয়:

জাবুলোন দেশ! নেফ্তালি দেশ!

সমুদ্রপথের, যর্দনের ওপারের বিজাতীয়দের সেই গালিলেয়া!

যে জাতি অন্ধকারে বসে ছিল,

তারা মহান এক আলো দেখতে পেল;

যারা মৃত্যু-ছায়ার দেশে বসে ছিল,

তাদের উপর এক আলো উদিত হল।

এসময় থেকেই যিশু প্রচার করতে শুরু করলেন; তিনি বলছিলেন: 'মনপরিবর্তন কর, কেননা স্বর্গরাজ্য কাছে এসে গেছে।'

তিনি গালিলেয়া সাগরের তীর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দেখতে পেলেন, দুই ভাই—শিমোন ওরফে পিতর ও তাঁর ভাই আন্দ্রিয়—সমুদ্রে জাল ফেলছেন, কারণ তাঁরা জেলে ছিলেন। তিনি তাঁদের বললেন, 'আমার পিছনে এসো; আমি তোমাদের করে তুলব মানুষ-ধরা জেলে।' আর তখনই তাঁরা জাল ফেলে রেখে তাঁর অনুসরণ করলেন। আর সেখান থেকে এগিয়ে গিয়ে তিনি দেখলেন, অন্য দুই ভাই—জেবেদের ছেলে যাকোব ও তাঁর ভাই যোহন—নিজেদের পিতা জেবেদের সঙ্গে নৌকায় নিজেদের জাল সারাচ্ছিলেন; তিনি তাঁদের ডাকলেন; আর তখনই তাঁরা নৌকা ও নিজেদের পিতাকে ফেলে রেখে তাঁর অনুসরণ করলেন।

তিনি সারা গালিলেয়া জুড়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন: তাদের সমাজগৃহে উপদেশ দিতেন, রাজ্যের শুভসংবাদ প্রচার করতেন, ও জনগণের মধ্যে সব ধরনের রোগ ও সব ধরনের ব্যাধি নিরাময় করতেন।

❖ আর্লের বিশপ সাধু কয়েসারিউসের উপদেশাবলি (উপদেশ ১৪৪:১, ৪)

ঈশ্বরের পরাক্রান্ত বাহুর অধীনে নিজেদের নমিত রাখ

প্রিয় ভ্রাতৃগণ, সুসমাচার পাঠে আমরা একথা শুনেছি: *মনপরিবর্তন কর, কেননা স্বর্গরাজ্য কাছে এসে গেছে* (মথি ৩:২)। স্বর্গরাজ্য হলেন সেই খ্রিষ্ট, যিনি—সকলেরই জানা কথা—ভাল-মন্দ সকল মানুষকে চেনেন ও সমস্ত ব্যাপার বিচার করেন।

সুতরাং এসো, ঐশবিচার ঘটবার আগে পাপ স্বীকার করি, ও ঐশরায়ের আগে সমস্ত ভুলত্রুটি থেকে আত্মাকে শুচিশুদ্ধ করে তুলি। পাপের সংস্কার করার জন্য যথাসাধ্য যত্নবান না হওয়া মহা ঝুঁকি! তাছাড়া আমরা যখন বুঝি, আমাদের অপরাধের গুপ্ত উদ্দেশ্যেরই বিশেষভাবে হিসাব দিতে হবে, তখন আমাদের প্রায়শ্চিত্ত করা প্রয়োজন।

প্রিয়জনেরা, যখন ঈশ্বর চান আমরা বিচারের আগেই আমাদের অপরাধের সংস্কার করি, তখন স্বীকার কর, আমাদের প্রতি তাঁর ভালবাসা সত্যিই মহান! এজন্যই তো কঠোরতা অনুশীলন করার আগে ন্যায়বিচার সবসময় একটা চেতনা-বাণী শোনায়; প্রিয়জনেরা, এজন্যই তো আমাদের ঈশ্বর আমাদের কাছে অশ্রুনদী দাবি করেন, যাতে অবহেলা করে যা কিছু হারিয়ে ফেলেছি, প্রায়শ্চিত্ত করেই তার সংস্কার করতে পারি। ঈশ্বর তো জানেন, মানুষ সবসময় সৎকর্ম সাধনে নিষ্ঠাবান নয়: মানুষ কাজ করার সময়ে প্রায়ই পাপ করে, ও কথা বলার সময়ে ভুল করে; এজন্য তিনি আমাদের কাছে প্রায়শ্চিত্ত-পথ শিখিয়েছেন, যাতে ধ্বংসিত সবকিছু পুনর্নির্মাণ করতে পারি ও ভুলভ্রান্তির সংস্কার করতে পারি। এজন্য ক্ষমালাভে নিশ্চিত হতে গিয়ে মানুষকে সবসময় নিজ অপরাধের জন্য হাহাকার করতে হবে। তথাপি, মানবদশা বহু ক্ষতের জন্য এত পীড়িত হলেও, তবু কেউই যেন নিরাশ না হয়, কেননা প্রভু মঙ্গলদানে এতই উদার যে, যাদের প্রয়োজন রয়েছে তিনি সেই সকলের কাছে আপন দয়ার দানগুলি বিতরণ করতে প্রীত।

তবু কেউ কেউ হয় তো বলবে, আমি তো খারাপ কিছুই করি না, তাহলে ভয় করব কেন? আচ্ছা, এবিষয়ে প্রেরিতদূত যোহনের বাণী শোন, *আমরা যদি বলি আমাদের পাপ নেই, তাহলে আমরা নিজেদেরই প্রতারণা করি এবং আমাদের অন্তরে সত্য নেই* (১ যোহন ১:৮)। অতএব প্রিয়জনেরা, কেউই যেন তোমাদের প্রবঞ্চিত না করে: নিজেদের পাপ না দেখা, এই তো সবচেয়ে গুরুতর পাপ। নিজের অপরাধ যে স্বীকার করে, সে

প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমে ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলিত হতে পারে; অপরদিকে যে মনে করে, অনুতপ্ত হওয়ার মত তার কিছু নেই, তেমন পাপীর চেয়ে শোচনীয় অবস্থা আর কারও নেই। এজন্য আমি শাস্ত্রের বাণী শুনিয়ে তোমাদের আবেদন জানাচ্ছি: *ঈশ্বরের পরাক্রান্ত বাহুর অধীনে নিজেদের নমিত রাখ* (১ পি ৫:৬)। আর যেহেতু নিষ্পাপ বলতে কেউই নেই, সেজন্য প্রায়শ্চিত্ত করে না এমন কেউই যেন না থাকে: কেউ যদি মনে করে সে নিরপরাধী, ঠিক এ কারণেই সে অপরাধী। কেউ কেউ রয়েছে যার দোষত্রুটি লঘুভার, একথা স্বীকার্য; কিন্তু কখনও পাপ করবে না এমন কেউই নেই; এ দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে বটে, তবু অপরাধশূন্য বলতে কেউই নেই। অতএব, হে প্রিয়জনেরা, যে কেউ গুরুতর অপরাধে ঈশ্বরকে অপমান করেছে, সে যেন মহত্তর ভরসার সঙ্গে ক্ষমা যাচনা করে; আর এমন কেউ যদি থাকে যে তত গুরুতর অপরাধে নিজেকে কলুষিত করেনি, সে প্রার্থনা করুক যেন আমাদের প্রভু সেই যিশুখ্রিষ্টেরই অনুগ্রহে পতন থেকে রেহাই পেতে পারে, যিনি পিতা ও পবিত্র আত্মার সঙ্গে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগে চিরকাল। আমেন।

খ বর্ষ - মার্ক ১:১৪-২০

যোহনকে ধরিয়ে দেওয়া হলে পর যিশু ঈশ্বরের সুসমাচার প্রচার করতে করতে গালিলেয়ায় গেলেন; তিনি বলছিলেন, 'কাল পূর্ণ হল, ও ঈশ্বরের রাজ্য কাছে এসে গেছে: মনপরিবর্তন কর ও সুসমাচারে বিশ্বাস কর।'
তিনি গালিলেয়া সাগরের তীর দিয়ে চলতে চলতে দেখতে পেলেন, শিমোন ও তাঁর ভাই আন্দ্রিয় সমুদ্রে জাল ফেলছেন, কারণ তাঁরা জেলে ছিলেন। যিশু তাঁদের বললেন, 'আমার পিছনে এসো; আমি তোমাদের করে তুলব মানুষ-ধরা জেলে।' আর তখনই তাঁরা জাল ফেলে রেখে তাঁর অনুসরণ করলেন। কিছু দূরে এগিয়ে গিয়ে তিনি জেবেদের ছেলে যাকোব ও তাঁর ভাই যোহনকে দেখতে পেলেন: তাঁরাও নৌকায় ছিলেন, জাল সারাচ্ছিলেন। তিনি তখনই তাঁদের ডাকলেন, আর তাঁরা নিজেদের পিতা জেবেদকে মজুরদের সঙ্গে নৌকায় ফেলে রেখে তাঁর পিছনে গেলেন।

❖ পুরোহিত তের্তুল্লিয়ানুস-লিখিত 'কাথলিক রচনাবলি' (২য় বিভাগ ৩:৭; ৪:১-৩)

মনপরিবর্তন কর,
তবেই আমি তোমাকে ত্রাণ করব

আদমের বিদ্রোহ নিয়ে শুরু করা মানবগর্বের এত বহু ও গুরুতম অপরাধের পর, মানুষকে ও তার পাপ-উত্তরাধিকারকে শাস্তিদানের পর, পরমদেশ থেকে বিতাড়ন ও মৃত্যুর হাতে অধীনতার পর, ঈশ্বর একপ্রকারে দয়ারই পুনর্জয় পরিকল্পনা করলেন ও কেমন যেন অনুতাপ করলেন, যার ফলে আপন প্রতিমূর্তিতে গড়া সৃষ্টজীবকে ক্ষমা করার প্রতিশ্রুতিতে নিজেকে আবদ্ধ করে তিনি প্রথম ক্রোধজনিত দণ্ড বাতিল করলেন।

তখন তিনি নিজের জন্য এক জনগণ গঠন করলেন ও আপন ভালবাসার অনির্বচনীয় মঙ্গলদানগুলিতে তাকে পরিপূর্ণ করলেন; তবু সেই জনগণের জেদি অকৃতজ্ঞতা সম্বন্ধে বহুবার অভিজ্ঞতা করেও তিনি সকল নবীর মুখ দিয়ে প্রায়শ্চিত্তের দিকে তাদের আহ্বান করায় কখনও ক্ষান্ত হননি। আর যখন তিনি সেই অনুগ্রহ দানের প্রতিশ্রুতি দিলেন—যে অনুগ্রহ দ্বারা তিনি চরমকালে আপন আত্মার আলোয় সারা বিশ্বকে আলোকিত করার কথা—তখন তিনি চাইলেন, এ অনুগ্রহের আগে মানুষ বাপ্তিস্মের জলে ডুব দেবে, যাতে করে আব্রাহামের বংশধরদের প্রতি অঙ্গীকৃত সমস্ত অঙ্গীকারের উত্তরাধিকারী হতে যাদের তিনি একদিন অনুগ্রহের খাতিরে আহ্বান করবেন, প্রায়শ্চিত্তের সেই চিহ্ন যেন তাদের মনের পূর্বপ্রস্তুতি সাধন করে।

যোহন নীরব থাকেন না, তিনি বরং বলে চলেন, *মনপরিবর্তন কর* (মথি ৩:২), কেননা সর্বজাতির জন্য পরিত্রাণ আসন্নই ছিল; ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি পূরণে প্রভুরই তো সেই পরিত্রাণ আনবার কথা। সুতরাং তেমন পরিত্রাণ আসবার আগে যোহন এমন প্রায়শ্চিত্তের কথা প্রচার করছিলেন, যা মানব-হৃদয় থেকে আদিপাপের সমস্ত কলুষ মুছিয়ে দিয়ে ও অজ্ঞতাজনিত সমস্ত কলঙ্ক দূর করে দিয়ে মানবাত্মাকে নির্মল করে তুলবে, যার ফলে পবিত্র আত্মার আগমনের জন্য এমন শুচিশুভ্র আবাস তৈরী হবে যেখানে তিনি ও তাঁর সমস্ত ঐশদানগুলি বাস করতে পারেন। এ সমস্ত মঙ্গলদানের একমাত্র উদ্দেশ্য হল, প্রাচীনকালের যত পাপ মুছিয়ে দেওয়ার পর মানুষকে পরিত্রাণ

দেওয়া; এই তো প্রায়শ্চিত্তের লক্ষ্য, এই তো তার সেই কর্তব্য যা ঐশদয়ার পরিকল্পনা সহজসাধ্য ক'রে মানুষের উপকারী ও ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য হয়।

যিনি দেহ, আত্মা, কাজ ও মনের সমস্ত অপরাধের বিচার ও দণ্ড নির্ধারণ করলেন, 'মনপরিবর্তন কর, তবেই আমি তোমাকে ত্রাণ করব,' জনগণকে একথা বলায় তিনি প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমে ক্ষমা দানেও প্রতিশ্রুত হলেন। তিনি আরও বললেন, *আমার জীবনের দিব্যি—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি—দুর্জনের মৃত্যুতে আমি প্রীত নই; বরং এতেই আমি প্রীত, সে যদি আপন পথ থেকে ফিরে বাঁচে* (এজে ৩৩:১১)।

অতএব, প্রায়শ্চিত্ত এমন পথ, যা মৃত্যুর পরিবর্তেই তোমাকে অর্পণ করা হয়। তাই তুমি যে আমার মত পাপী, এমনকি আমার চেয়ে কম পাপী—আমি তো জানি, তোমার চেয়ে আমিই বড় পাপী—তাই তুমি প্রায়শ্চিত্ত আলিঙ্গন কর, জাহাজডুবির সময়ে জলে নিক্ষিপ্ত মানুষ যেমন যথাশক্তিতে ও ভরসার সঙ্গে একটা তক্তা ধরে রাখে, তুমি তেমনি প্রায়শ্চিত্ত আঁকড়ে ধর! তুমি পাপের তরঙ্গমালায় নিমজ্জিত হলে প্রায়শ্চিত্তই তোমাকে ভাসিয়ে রাখবে ও ঐশপ্রসন্নতার বন্দরে তোমাকে নিয়ে যাবে। আশাতীত সুযোগ আঁকড়ে ধর, যাতে তুমি যে ঈশ্বরের সামনে শূন্যতাই ছিলে, তুমি যে বালতিতে জলের এক বিন্দুই মাত্র, বাজারের ধুলাই মাত্র, কুমোরের মাটিই মাত্র, সেই তুমি যেন গাছ হতে পার—সেই যে *গাছ জলস্রোতের কূলে রোপিত*, যার পাতা সর্বদাই সবুজ-সতেজ, *যা যথাসময় ফল দান করে* (সাম ১:৩), যা আগুনও চেনে না, কুড়ালও নয়।

গ বর্ষ - লুক ১:১-৪; ৪:১৪-২১

যেহেতু আমাদের মধ্যে যে সমস্ত ঘটনা পূর্ণতা লাভ করেছে অনেকেই তার বিবরণ রচনা-কাজে হাত দিয়েছেন—ঠিক সেইভাবে, যাঁরা প্রথম থেকে প্রত্যক্ষদর্শী ও বাণীর সেবাকর্মী ছিলেন তাঁরা যেভাবে তা আমাদের কাছে সম্প্রদান করেছেন—সেজন্য, হে মহামান্য থেওফিল, আমিও প্রথম থেকে সকল বিষয় তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করার পর, আপনার জন্য তার একটি সূক্ষ্ম বৃত্তান্ত লিখব বলে স্থির করেছি; আপনি যে ধর্মশিক্ষা পেয়েছেন, তা যে নিশ্চিত, একথা যেন অবগত হতে পারেন।

তখন যিশু পবিত্র আত্মার পরাক্রমে গালিলেয়ায় ফিরে গেলেন, ও তাঁর নাম চারপাশের সারা অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল। তিনি তাদের সমাজগৃহে উপদেশ দিতেন, ও সকলে তাঁর গৌরবকীর্তন করত।

তিনি যেখানে মানুষ হয়েছিলেন, সেই নাজারায় গেলেন, এবং তাঁর অভ্যাসমত সাব্বাৎ দিনে সমাজগৃহে প্রবেশ করলেন। পাঠ করার জন্য তিনি উঠে দাঁড়ালেন, আর তাঁর হাতে নবী ইশাইয়ার পাকানো পুঁথি তুলে দেওয়া হল; পুঁথিটা খুলে তিনি সেই স্থান পেলেন, যেখানে লেখা আছে: প্রভুর আত্মা আমার উপর অধিষ্ঠিত, কেননা তিনি দীনদুঃখীদের কাছে শুভসংবাদ দেবার জন্য আমাকে তৈলাভিষিক্ত করেছেন। বন্দিদের কাছে মুক্তি ও অন্ধদের কাছে দৃষ্টিলাভের কথা প্রচার করতে, পদদলিতদের নিস্তার করে বিদায় করতে, প্রভুর প্রসন্নতা-বর্ষ ঘোষণা করতে আমাকে প্রেরণ করেছেন।

পুঁথিটা গুটিয়ে নিয়ে তিনি তা সেবকের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে আসন নিলেন। সমাজগৃহে সকলের চোখ তাঁর উপর নিবদ্ধ হয়ে রইল; তখন তিনি তাদের কাছে কথা বলতে লাগলেন, 'আজই, তোমরা একথা শুনতে শুনতেই, শাস্ত্রের এই বচন পূর্ণতা লাভ করেছে।'

❖ লুক-রচিত সুসমাচারে পুরোহিত অরিগেনেসের উপদেশাবলি (উপদেশ ৩২:২-৬)

আজ এ সমাবেশেও প্রভু কথা বলছেন

যিশু পবিত্র আত্মার পরাক্রমে গালিলেয়ায় ফিরে গেলেন, ও তাঁর নাম চারপাশের সারা অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল। তিনি তাদের সমাজগৃহে উপদেশ দিতেন, ও সকলে তাঁর গৌরবকীর্তন করত (লুক ৪:১৪-১৫)। তুমি যখন পড়, তিনি তাদের সমাজগৃহে উপদেশ দিতেন আর সকলে তাঁর গৌরবকীর্তন করত, তখন তাদেরই শুধু ভাগ্যবান মনে করো না, তাঁর উপদেশ থেকেও নিজেকে বঞ্চিত মনে করো না। শাস্ত্র সত্যাশ্রয়ী হলে, তবে প্রভু সেকালের ইহুদীদের সমাবেশেই শুধু কথা বলেননি, তিনি বরং এখনও আমাদের এ সমাবেশেও কথা বলছেন; আর শুধু এ সমাবেশে নয়, বরং এমন মাধ্যম খোঁজ ক'রে যার মধ্য দিয়ে উপদেশ দিতে পারেন, অন্য সমাবেশে ও সারা বিশ্বেও যিশু উপদেশ দিতে থাকেন।

তিনি যেখানে মানুষ হয়েছিলেন, সেই নাজারায় গেলেন, এবং তাঁর অভ্যাসমত সাব্বাৎ দিনে সমাজগৃহে প্রবেশ করলেন। পাঠ করার জন্য তিনি উঠে দাঁড়ালেন, আর

তাঁর হাতে নবী ইশাইয়ার পাকানো পুঁথি তুলে দেওয়া হল; পুঁথিটা খুলে তিনি সেই স্থান পেলেন, যেখানে লেখা আছে: প্রভুর আত্মা আমার উপর অধিষ্ঠিত, কেননা তিনি আমাকে তৈলাভিষিক্ত করেছেন (লুক ৪:১৬-১৮)।

তিনি যে সেই স্থান পেলেন যেখানে তাঁর বিষয়ে ভাববাণী উল্লিখিত, তা এমনি ভাগ্যক্রমে ঘটেনি, তা বরং ঈশ্বর দ্বারাই নিরূপিত হয়েছিল। যেমন লেখা আছে, *তোমাদের পিতার অনুমতি বিনা চড়ুই পাখিও ভূমিতে পড়ে না* (মথি ১০:২৯), এবং *তোমাদের মাথার চুলের হিসাবও রাখা আছে* (লুক ১২:৭), তেমনি এমনটি ঘটল যে, ঠিক নবী ইশাইয়ার পুঁথিই তাঁর হাতে দেওয়া হল; এমনকি, অন্য কোন পদ নয়, বরং খ্রিষ্ট-রহস্য সংক্রান্ত পদেই তিনি পুঁথিটা খুললেন: *প্রভুর আত্মা আমার উপর অধিষ্ঠিত, কেননা প্রভুই আমাকে তৈলাভিষিক্ত করেছেন* (ইশা ৬১:১)।

এ পদ পাঠ করে যিশু *পুঁথিটা গুটিয়ে নিয়ে তিনি তা সেবকের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে আসন নিলেন। সমাজগৃহে সকলের চোখ তাঁর উপর নিবদ্ধ হয়ে রইল* (লুক ৪:২০)। আর তোমরা ইচ্ছা করলে, এ সমাবেশে তোমাদের চোখ ত্রাণকর্তাকে বের করতে পারে। যখন তুমি হৃদয়ের সমস্ত মনোযোগ ঈশ্বরের একমাত্র পুত্রের প্রজ্ঞা ও সত্য দর্শনে আকর্ষণ করবে, তখনই তোমার চোখ যিশুকে দেখতে পাবে—ধন্য শাস্ত্রে উল্লিখিত সেই সমাবেশ, যেখানে সকলের চোখ তাঁর প্রতি নিবদ্ধ! আহা, আমার কতই না ইচ্ছা, এ সমাবেশের বেলায়ও যদি একই কথা বলা যেতে পারত! আহা, যদি আমাদের সকলেরই চোখ, দীক্ষাপ্রার্থী ও ভক্তদের, মহিলা, পুরুষ ও ছেলে-মেয়েদের চোখ—দেহের চোখ নয়, আত্মারই চোখ যিশুকে দেখতে পেত! তোমরা তাঁর দিকে চেয়ে দেখলে, তাহলে তোমাদের মুখ তাঁর আলো ও দৃষ্টি দ্বারা আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, ও তোমরা বলতে পারবে, *তোমার শ্রীমুখের আলো, প্রভু, আমাদের উপর উদ্ভাসিত* (সাম ৪:৭)। তাঁর গৌরব ও মহিমা হোক যুগে যুগান্তরে। আমেন।

৪র্থ রবিবার

ক বর্ষ - মথি ৫:১-১২ক

সেসময় যিশু লোকের ভিড় দেখে পর্বতে গিয়ে উঠলেন, এবং তিনি আসন নেবার পর তাঁর শিষ্যেরা তাঁর কাছে এগিয়ে এলেন। তখন তিনি কথা বলতে শুরু করে তাঁদের এই উপদেশ দিতে লাগলেন—
'আত্মায় দীনহীন যারা, তারাই সুখী, কারণ স্বর্গরাজ্য তাদেরই।
শোকার্ত যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই সান্ত্বনা পাবে।
কোমলপ্রাণ যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই পাবে দেশের উত্তরাধিকার।
ধর্মময়তার জন্য ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই পরিতৃপ্ত হবে।
দয়াবান যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই দয়া পাবে।
শুদ্ধহৃদয় যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই ঈশ্বরকে দেখতে পাবে।
শান্তির সাধক যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই ঈশ্বরের সন্তান বলে অভিহিত হবে।
ধর্মময়তার জন্য নির্যাতিত যারা, তারাই সুখী, কারণ স্বর্গরাজ্য তাদেরই।
তোমরাই সুখী, লোকে যখন আমার জন্য তোমাদের নিন্দা ও নির্যাতন করে, এবং তোমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যামিথ্যি সব ধরনের জঘন্য কথা বলে। আনন্দ কর, উল্লাস কর, কেননা স্বর্গে তোমাদের মজুরি প্রচুর।'

❖ মথি-রচিত সুসমাচারে বিশপ সাধু হিলারির ব্যাখ্যা (৪:১-৩, ৯)

খ্রিষ্ট স্বর্গরাজ্যের সংবিধান ঘোষণা করেন

যিশুর চারপাশে লোকের মহা ভিড়; তিনি তখন পর্বতে উঠে উপদেশ দেন: অর্থাৎ কিনা তিনি পিতার মাহাত্ম্যের একই উচ্চ পর্যায়ে দাঁড়িয়েই স্বর্গীয় জীবনের বিধান ঘোষণা করেন। নিজে অনন্তকালের অধিকারী না হলে তিনি অনন্ত জীবনের উপদেশ দিতে পারতেন না। *তিনি মুখ খুলে উপদেশ দিতে লাগলেন* (মথি ৫:২ ভুলগাতা দ্রঃ)। অবশ্য আরও সংক্ষিপ্ত ভাবে বলা যেতে পারত, 'তিনি কথা বললেন।' কিন্তু তিনি

পিতৃমাহাত্ম্যের গৌরবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন ও *অনন্ত জীবনের কথা* (যোহন ৬:৬৮) উচ্চারণ করছিলেন বিধায় সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায়, তাঁর মানবীয় কণ্ঠ বাণী উচ্চারণকারী আত্মার প্রেরণায় বাধ্য।

আত্মায় দীনহীন যারা, তারাই সুখী, কারণ স্বর্গরাজ্য তাদেরই (মথি ৫:৩)। প্রভু আপন আদর্শ দানে তখনই শিখিয়েছিলেন যে মানব প্রশংসাজনিত গৌরবের অন্বেষণ করতে নেই, যখন শয়তানকে উত্তর দিয়ে বলেছিলেন, *তোমার ঈশ্বর প্রভুকেই প্রণাম করবে; কেবল তাঁরই সেবা করবে* (মথি ৪:১০)। আর যেহেতু নবীদের মধ্য দিয়ে তিনি একসময় ঘোষণা করেছিলেন, তিনি এমন নম্রচিত্ত জনগণকেই মনোনীত করবেন যারা তাঁর বাণী ভয় করবে (ঈশা ৬৬:২ দ্রঃ), সেজন্য তিনি এখন সিদ্ধ সুখের সূচনা আত্মার বিনম্রতায় স্থাপন করলেন।

একারণে আমাদের অতি সাধারণ বিষয়েরই আকাঙ্ক্ষী হতে হবে একথা মনে রেখে যে, আমরা মানুষমাত্র; এ বিষয়েও সচেতন হতে হবে যে, স্বর্গরাজ্যই আমাদের লক্ষ্য হলেও তবু পূর্ণগঠিত হবার আগে এ দেহ কতই না হীনদশার অধিকারী ছিল। শ্রবণ, দর্শন, বিচার, কার্যকারিতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে আমরা যতই উন্নতিশীল হই না কেন, এর কারণ এ, ঈশ্বরই আমাদের শক্তি দেন।

কেউই যেন কোন কিছু নিজস্ব বা সম্পূর্ণরূপে নিজেরই বলে না মনে করে; কারণ মানব অস্তিত্বের সূচনা থেকে তার শেষ পর্যায় পর্যন্ত আমরা যা উপভোগ করি না কেন, সবকিছু একই পিতার দান বলেই আমাদের মঞ্জুর করা হয়। সুতরাং সেই উত্তম পিতার আদর্শে যিনি আমাদের সবকিছু দান করেছেন, আমাদেরও আমাদের প্রতি দেখানো তাঁর সেই মঙ্গলকারিতার অনুকারী হতে হবে: সকলের প্রতি মঙ্গলকামী হব, সবকিছু সকলেরই অধিকার বলে গণ্য করব, সংসারের অস্থায়ী আড়ম্বর, ঐশ্বর্যের কামনা বা অসার আত্মপ্রশংসা দ্বারা নিজেদের কলুষিত হতে দেব না, বরং ঈশ্বরের অধীন হয়ে থাকব।

এসো, আমরা সকলে যেন ঐক্যবদ্ধ জীবনের আসক্তি দ্বারা জীবন-সহভাগিতায় নিজেদের একত্রিত হতে দিই; যিনি আমাদের মানব অস্তিত্বে আহ্বান করলেন, সেই পরম মঙ্গলময় শাশ্বতকালের জন্য যে দানের প্রতিশ্রুতি দেন, এসো, সেই দান মূল্যবান

মনে করি—সেই দান এমন, যার পুরস্কার ও যোগ্যতা বর্তমান জীবনের সৎকর্মের মধ্য দিয়েই পাবার কথা।

এভাবে আত্মার এ বিনম্রতা গুণে আমরা ঈশ্বরের কথা অনুক্ষণ মনে রাখি, যা যা পাচ্ছি ও যা যা পাবার আশা করছি তা তাঁর দান বলে গণ্য করি—তবেই স্বর্গরাজ্য আমাদেরই হবে।

ধর্মময়তার জন্য নির্যাতিত যারা, তারাই সুখী (মথি ৫:১০)। স্বয়ং খ্রিষ্টই ধর্মময়তা বিধায় সুখ-বাণীর তালিকা শেষে তারাই সুখী তথা পূর্ণ পুরস্কারেরই অধিকারী বলে ঘোষিত, যাদের প্রাণ তাঁর খাতিরে সবকিছু সহ্য করতে আকাঙ্ক্ষিত। সংসার তুচ্ছ করল আত্মায় তেমন দীনহীনদের কাছে, বিভিন্ন দুর্দশার জন্য বা জাগতিক সম্পদ হারাল তেমন অবহেলিতদের কাছে, মানুষের হিংসা সত্ত্বেও ঐশন্যায্যতায় বিশ্বাস করল তেমন ভক্তদের কাছে, সনাতন ঈশ্বরের জন্য নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিলেন ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতির তেমন গৌরবময় সাক্ষ্যমরদের কাছেই স্বর্গীয় এক মহাপুরস্কার প্রতিশ্রুত, তাঁদের জন্যই ঐশরাজ্য সংরক্ষিত।

খ বর্ষ - মার্ক ১:২১-২৮

কাফার্নাউমে, ঠিক সাব্বাৎ দিনেই, যিশু সমাজগৃহে প্রবেশ করে উপদেশ দিতে লাগলেন; তাঁর এই উপদেশে লোকে বিস্ময়মগ্ন হল, কারণ তিনি অধিকারসম্পন্ন ব্যক্তির মতই তাদের উপদেশ দিতেন—শাস্ত্রীদের মত নয়। আর তখনই তাদের সমাজগৃহে অশুচি আত্মাগ্রস্ত একজন লোক উপস্থিত হল; সে চিৎকার করে বলে উঠল: 'হে নাজারেথের যিশু, আমাদের সঙ্গে আপনার আবার কী? আপনি কি আমাদের বিনাশ করতে এসেছেন? আমি জানি, আপনি কে: আপনি ঈশ্বরের সেই পবিত্রজন।' কিন্তু যিশু তাকে ধমক দিয়ে বললেন: 'চুপ কর, ওর মধ্য থেকে বের হও।' আর সেই অশুচি আত্মা তাকে ঝাঁকুনি দিয়ে জোর গলায় চিৎকার করে তার মধ্য থেকে বেরিয়ে গেল।
সকলে বিস্মিত হল, এমনকি একে অন্যকে জিজ্ঞাসা করতে লাগল, 'এ আবার কী! এ যে অধিকারে পূর্ণ নতুন শিক্ষা! উনি অশুচি আত্মাগুলোকেও আদেশ দিচ্ছেন, আর তারা তাঁর কথা মেনে নিচ্ছে!' আর তখনই তাঁর নাম সমগ্র গালিলেয়া প্রদেশের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

❖ মথি-রচিত সুসমাচারে বিশপ সাধু জন খ্রিসোস্তমের উপদেশাবলি (উপদেশ ২৫:১)

খ্রিষ্ট অধিকারসম্পন্ন ব্যক্তির মতই উপদেশ দিতেন

তাঁরা কাফার্নাউম পর্যন্ত গেলেন, এবং তখনই, সাব্বাৎ দিনে, তিনি সমাজগৃহে প্রবেশ করে উপদেশ দিতে লাগলেন; তাঁর এই উপদেশে লোকে বিস্ময়মগ্ন হল (মার্ক ১:২১-২২)। তাঁর উপদেশে যে তারা মুগ্ধ হবে ও তাঁর আদেশগুলির শ্রেষ্ঠতায় যে বিস্মিত হবে তা যুক্তিসঙ্গত; তবু সদ্‌গুরুর অধিকারে এত প্রভাব ছিল, যা তাদের অনেককে এমনই মুগ্ধ করছিল যে তাঁর বাণী শুনে গভীর আনন্দ উপভোগ করার ফলে তারা উপদেশ শেষে তাঁকে ছেড়ে না দিতে উদ্দীপিত ছিলেন। বস্তুতপক্ষে তিনি পর্বত থেকে নেমে এলে শ্রোতারা চলে যায়নি, বরং লোকের সমস্ত ভিড় তাঁর অনুসরণ করল—তাঁর উপদেশ এত মহা বিস্ময়ই না জাগিয়ে তুলেছিল!

তারা কিন্তু তাঁর পরাক্রমেই বিশেষভাবে আকৃষ্ট ছিল; কেননা তিনি পরের কথা, তথা নবীদের বা মোশির কথা তত উল্লেখ করতেন না, বরং তাঁর প্রতিটি বাণীতে প্রকাশ পেত যে তাঁর নিজের একটি অধিকার ছিল। বিধানের কথা বারবার উল্লেখ করার পর তিনি বলে চলতেন, *আমি কিন্তু তোমাদের বলছি*… (মথি ৫:২২); এবং বিচারের দিন মনে করিয়ে দিয়ে তিনি দণ্ড কি পুরস্কারের বিচারকর্তা বলে নিজেকেই নির্দেশ করতেন। এজন্য তারা যে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়বে তা যুক্তিসঙ্গত মনে হচ্ছে। তাঁর কর্মকীর্তিতে তাঁর প্রভাব দেখা সত্ত্বেও শাস্ত্রীরা যখন তাঁকে পাথর ছুড়ে মারল ও দূর করে দিল, তখন তাঁর আন্তর প্রভাব যেখানে কেবল বাণীতেই প্রকাশ পেত, সেখানে সেই বাণী যে তাদের মধ্যে নানা উদ্বেগ সৃষ্টি করবে না, তা কি করে সম্ভব হত? এমনকি সেই বাণী তাঁর প্রচারকাজের সূচনায়ই, অর্থাৎ তিনি নিজ প্রভাব বাস্তবরূপে প্রকাশ করার আগেই উচ্চারিত হয়েছিল! তাঁর অলৌকিক কাজ তাঁর প্রভাব ঘোষণা করা সত্ত্বেও ফরিশীরা নিজেদের মনঃক্ষুণ্ন মনে করছিল; কিন্তু এ লোকের ভিড় তাঁর বাণী শোনামাত্র তাঁর অধীন হয়ে তাঁর অনুসরণ করছিল। রচয়িতা স্পষ্টই বলেন, *বহু লোকের ভিড় তাঁর অনুসরণ করছিল* (মথি ৮:১); তাই প্রধান বা শাস্ত্রীদের কয়েকজন শুধু নয়, বরং তারা সকলেই তাঁর অনুসরণ করছিল যাদের অন্তরে শঠতা ছিল না ও যাদের হৃদয় সরল ছিল। গোটা সুসমাচারে তুমি এ ধরনের অনুসারী সবসময় দেখতে পাও। তিনি কথা বললে

তারা নীরব হয়ে শুনত, উপদেশের ধারাবাহিকতা ভাঙত না, বাধাও সৃষ্টি করত না, পরীক্ষামূলক প্রশ্ন রাখত না, ও ফরিশীদের মত এমন কোন অবকাশ খুঁজত না তিনি যেন তাতে ধরা পড়েন; আর তাঁর বাণী শেষে মুগ্ধ অন্তরেই তাঁর অনুসরণ করত। আমার ইচ্ছে, তুমি আমার সঙ্গে প্রভুর সদ্বিবেচনার কথা ভাববে, কেমন করে তিনি শ্রোতাদের উপকারিতা অনুসারেই ভিন্ন ভিন্ন উপায় অবলম্বন করছিলেন, অলৌকিক কাজের পরে উপদেশ দিচ্ছিলেন, আবার উপদেশের পর অলৌকিক কাজ সাধন করছিলেন। বস্তুত পর্বতে আরোহণ করার আগে তিনি বহু লোককে সারিয়ে তুলেছিলেন, যাতে করে যা যা বলতে উদ্যত ছিলেন তা উপলব্ধি করার পথ প্রস্তুত করতে পারেন। এবং এ দীর্ঘ উপদেশ শেষ করে তিনি আবার অলৌকিক কাজ সাধন করতে লাগলেন, যাতে তাঁর বাণী কাজেই প্রমাণিত হতে পারে। আর যেহেতু তিনি *অধিকারসম্পন্ন ব্যক্তির মতই উপদেশ দিতেন* (মার্ক ১:২২), সেজন্য তাঁর শিক্ষাদানের কায়দায় যেন আত্মপ্রশংসা বা আড়ম্বরের মত কিছুই না দেখা দেয়, তিনি কথা সঙ্গে সঙ্গে কাজেই পরিণত করতেন: অধিকারসম্পন্ন ব্যক্তির মত তিনি রোগও সারিয়ে তুলতেন, যেন এমনভাবে সাধিত অলৌকিক কাজ দেখে লোকে তাঁর উপদেশ শুনে উদ্বিগ্ন হয়ে না পড়ে।

গ বর্ষ - লুক ৪:২১-৩০

> একদিন যিশু সমাজগৃহে একথা বললেন, 'আজই, তোমরা একথা শুনতে শুনতেই, শাস্ত্রের এই বচন পূর্ণতা লাভ করেছে।' তিনি সকলের মন জয় করলেন, ও তাঁর মুখ থেকে তেমন মধুর কথা শুনে সকলে আশ্চর্য হয়ে গেল; তারা বলছিল, 'এ কি যোসেফের ছেলে নয়?' তিনি তাদের বললেন, 'তোমরা নিশ্চয়ই আমাকে এই প্রবাদ শুনিয়ে বলবে, চিকিৎসক, নিজেকেই নিরাময় কর; কাফার্নাউমে যা যা সাধন করা হয়েছে বলে শুনেছি, এখানে, নিজের দেশেও তা সাধন কর।' আরও বললেন, 'আমি তোমাদের সত্যি বলছি, কোন নবী নিজের দেশে স্বীকৃতি পান না। আমি তোমাদের সত্যি বলছি, এলিয়ের সময় যখন তিন বছর ছয় মাস ধরে আকাশ রুদ্ধ থাকল, ও সারা দেশ জুড়ে মহাদুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল, তখন ইস্রায়েলের মধ্যে অনেক বিধবা ছিল, কিন্তু এলিয় তাদের কারও কাছে নয়, কেবল সিদোন অঞ্চলের সারেপ্তায় একজন বিধবার কাছেই প্রেরিত

হয়েছিলেন। এবং নবী এলিশেয়ের সময়ে ইস্রায়েলের মধ্যে অনেক চর্মরোগী ছিল, কিন্তু তাদের কেউই শুচীকৃত হয়নি, কেবল সিরিয়ার সেই নামান-ই হয়েছিল।'
একথা শুনে সমাজগৃহে সকলেই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল: তারা উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে শহরের বাইরে ঠেলে দিল; তাদের শহরটা যে পর্বতের উপরে গড়া ছিল, তারা তার খাড়া ধার পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে তাঁকে নিচে ফেলে দিতে চাচ্ছিল। কিন্তু তিনি তাদের মধ্য দিয়ে নিজ পথে এগিয়ে চলে গেলেন।

❖ ইশাইয়ার পুস্তকে আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা (৫ম পুস্তক ৫)

খ্রিষ্ট গোটা পৃথিবীর দীনহীনদের কাছে

সুসমাচার বয়ে আনলেন

জগৎকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা, পিতার কাছে সকল মানুষকে ফিরিয়ে আনা, সবকিছু উন্নতিশীল পর্যায়ে রূপান্তরিত করা ও পৃথিবীর মুখ নবায়ন করার অভিপ্রায়ে খ্রিষ্ট দাসের স্বরূপ ধারণ করলেন—তিনি যে বিশ্বপ্রভু!—এবং দীনহীনদের কাছে সুসমাচার প্রচার করে ঘোষণা করলেন, তিনি এ উদ্দেশ্যেই প্রেরিত হয়েছিলেন। দীনহীন বলতে সম্পূর্ণ অভাবগ্রস্তদের কথা ধরে নেওয়া যেতে পারে, তবু শাস্ত্রের কথা অনুসারে তারা সকলেও দীনহীন যারা আশাহীন ও জগতে ঈশ্বরবিহীন।

বিধর্মী পরিবেশ থেকে খ্রিষ্টের কাছে এসে ও খ্রিষ্টবিশ্বাসে ধনবান হয়ে উঠে তারা স্বর্গ থেকে আগত একটা দিব্য ধন তথা পরিত্রাণদায়ী সুসমাচার-ঘোষণা লাভ করল; এভাবে তারা হয়ে উঠল স্বর্গরাজ্যের অংশীদার, পুণ্যজনদের সহভাগী ও সেই সমস্ত মঙ্গলদানের উত্তরাধিকারী, যা মানুষের কল্পনা বা যাচনার অতীত: *কোন চোখ যা যা দেখেনি ও কোন কান যা যা শোনেনি, কোন মানুষের হৃদয়ে-মনে যা যা কখনও ভেসে ওঠেনি, যারা তাঁকে ভালবাসে, প্রভু তাদেরই জন্য এসব কিছু প্রস্তুত করেছেন* (১ করি ২:৯)।

আবার এখানে ধরে নেওয়া যেতে পারে, আত্মায় যারা দীনহীন, খ্রিষ্টে তাদের কাছে সেবাকর্ম সংক্রান্ত অনুগ্রহদানের প্রাচুর্য দেওয়া হয়েছে। যাদের অন্তর দিশেহারা, যাদের প্রাণ দুর্বল ও শিথিল, যারা ক্রীতদাসের মত দৈহিক ভাবাবেগের এত অধীনস্থ যে

প্রলোভনের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে অক্ষম, তাদেরই তিনি আহ্বান করেন; তাদেরই সুস্থতা ও সহায়তা দানের প্রতিশ্রুতি দেন যেভাবে অন্ধদের দৃষ্টিশক্তি দান করেন (ইশা ৩৫:৩-৫; ৬১:১-৩)। কেননা যারা সৃষ্টজীব পূজা করে ও *এক টুকরো কাঠকে বলে, তুমি আমার পিতা; ও একটা পাথরকে বলে, তুমি আমাকে জন্ম দিয়েছ* (যেরে ২:২৭), তারা কোন মতেই ঈশ্বরকে চেনেনি; জ্ঞানদায়ী দিব্য আলোর অভাবী হয়ে তারা অন্তরে অন্ধ ছাড়া কী? তাদেরই অন্তরে পিতা এমন আলো সঞ্চার করেন যাতে তারা প্রকৃত ঈশ্বরজ্ঞান লাভ করতে পারে।

বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে আহূত হয়ে তারা তাঁকে জানতে পেরেছে; এমনকি তারা তাঁরই দ্বারা জ্ঞাত হয়েছে। রাত ও অন্ধকারের সন্তান হওয়ার সময়েই তারা আলোর সন্তান হয়ে উঠেছে। এমন দিনের বিকিরণ হয়েছে যা তাদের আলোকিত করেছে; তাদের জন্য ধর্মময়তার সূর্যের উদয় হয়েছে; তাদের জন্য উজ্জ্বল প্রভাতী তারা উদিত হয়েছে (২ পি ১:১৯ দ্রঃ)। এসব কিছু ইহুদী ধর্ম থেকে আগত ভাইদের বেলায়ও আরোপ করায় কোন বাধা নেই। তারাও দীনহীন, ভগ্নহৃদয় ছিল, তারাও ক্রীতদাসের মত ও অন্ধকারে ছিল। কিন্তু খ্রিষ্ট এলেন, আর সকলের আগে ইস্রায়েলের কাছেই নিজ প্রভাবের উপকারী ও উজ্জ্বল অভিব্যক্তির মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করলেন, *প্রভুর প্রসন্নতা-বর্ষ ও পরিত্রাণের দিন* (ইশা ৪৯:৮; ৬১:১-২ দ্রঃ) ঘোষণা করলেন। সেটাই প্রসন্নতা-বর্ষ, যে বর্ষে খ্রিষ্ট আমাদের জন্য ক্রুশবিদ্ধ হলেন; তখনই আমরা সত্যিই পিতা ঈশ্বরের প্রীতির পাত্র হয়ে উঠেছি, ও খ্রিষ্টের মধ্য দিয়ে ফলশালী হয়ে উঠেছি। তিনি নিজেই তো এ শিক্ষা দিয়েছিলেন: *আমি তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি, গমের দানা যদি মাটিতে পড়ে মরে না যায়, তবে তা মাত্র একটাই হয়ে থাকে; কিন্তু যদি মরে যায়, তবে বহু ফল উৎপন্ন করে* (যোহন ১২:২৪)।

যাঁরা সিয়োনের জন্য কাঁদছিলেন, খ্রিষ্টে তাঁদের সান্ত্বনা দেওয়া হল, ছাইয়ের পরিবর্তে গৌরবই দেওয়া হল (ইশা ৬১:৩ দ্রঃ)। হ্যাঁ, শোকে তাঁরা সিয়োনের উপর আর চোখের জল ফেলেননি, বরং আনন্দের শুভসংবাদ প্রচার ও ঘোষণা করতে লাগলেন।

৫ম রবিবার

ক বর্ষ - মথি ৫:১৩-১৬

সেসময় যিশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, 'তোমরা পৃথিবীর লবণ, কিন্তু লবণ নিঃস্বাদ হয়ে গেলে, তবে কী করেই বা তা আবার নোনতা করা যাবে? তা আর কোন কাজে লাগে না; তা শুধু বাইরে ফেলে দেওয়া হবে যেন লোকে তা পায়ে মাড়িয়ে দেয়। তোমরা জগতের আলো; পর্বতের উপরে অবস্থিত কোন নগর গুপ্ত থাকতে পারে না।

আর লোকে প্রদীপ জ্বালিয়ে তা ধামার নিচে রাখে না, দীপাধারের উপরেই রাখে; তবে ঘরের সকলের জন্য তা আলো দেবে। তেমনি তোমাদের আলো মানুষের সামনে উজ্জ্বল হোক, যেন তারা তোমাদের সৎকর্ম দেখে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার গৌরবকীর্তন করে।'

❖ নূতন নিয়মের কতিপয় স্থানে বিশপ সাধু জন খ্রিসোস্তমের উপদেশাবলি (উপদেশ ২)

প্রদীপ নিজের জন্য নয়,

যারা অন্ধকারে বসে আছে তাদেরই জন্য জ্বলে

আমার কতই না দুঃখ লাগে, যখন স্মরণ করি যে, পর্বদিনগুলিতে আমাদের সমাবেশ সমুদ্রের পরিব্যাপ্ত উদারতার মতই পরিব্যাপ্ত ছিল, এখন কিন্তু সেই মহাভিড়ের ক্ষুদ্রতম একটা অংশও এখানে সম্মিলিত দেখা যেতে পারে না! মহাপর্বে যারা আমার দুঃখের কারণ, তারা এখন কোথায়? তাদের দেখবার বাসনাই করি, তাদের কারণে আমি দুশ্চিন্তায় আছি যখন ভাবি যে পরিত্রাণকৃতদের অনেকেই বিনাশের দিকে যাচ্ছে। হায় রে, কতজনের পতনই না সহ্য করতে হচ্ছে, কতই না ছোট হয়ে যাচ্ছে তাদের সংখ্যা, যারা পরিত্রাণ পেতে যাচ্ছে; ফলে মণ্ডলীর দেহের অধিকাংশ মরা ও নিস্তেজ দেহের মত প্রতীয়মান হতে যাচ্ছে।

হয় তো কেউ বলবে, এ নিয়ে আমাদের কী? এ কিন্তু তোমাদের খুবই বড় বিবেচনার ব্যাপার, কারণ তোমরা তাদের কোন যত্ন কর না, তাদের চেতনা দাও না,

তোমাদের পরামর্শদানে তাদের সাহায্য কর না, তাদের আকর্ষণ করতে ও আসতে বাধ্য করতে পার না, বড় শিথিলতার সঙ্গেই তাদের ভর্ৎসনা কর! কেননা খ্রিষ্ট যখন আমাদের লবণ ও আলো বললেন, তখন দেখাতে চাইলেন, নিজেদের শুধু নয়, অনেকেরই উপকর্তা হতে হবে। সেই জিনিস দু'টো প্রকৃতপক্ষে পরের উপকারিতার জন্য: প্রদীপ তো নিজের জন্য নয়, যারা অন্ধকারে বসে আছে তাদেরই জন্য জ্বলে। আর তুমি যেন একাই আলো উপভোগ কর, এজন্য নয়, বরং যারা পথহারা তাদের ফিরিয়ে আনবার জন্যই তুমি প্রদীপ। যারা অন্ধকারে বসে রয়েছে, তাদের আলো দেবার জন্য ছাড়া প্রদীপের উপকারিতা কী? আর কাউকেই সৎপথে না ফিরিয়ে আনলে তবে খ্রিষ্টিয়ান হওয়ার উপকারিতা কী? একই প্রকারে লবণ কেবল নিজেকে বিশুদ্ধ করে না, বরং দেহের কলুষ রোধ করে ও এমনটি ঘটায় যেন নিঃশেষিত হলে দেহ বিনষ্ট না হয়। তেমনি তুমিও: যখন ঈশ্বর তোমাকে আত্মিক লবণ করেছেন, তখন কলুষিত অঙ্গগুলি তথা শিথিল ভাইদের সংগ্রহ করে একত্রিত কর; তাদেরও একত্রিত কর যারা হাতের কাজে সদাই ব্যস্ত, তারা যেন কলুষিত ঘায়ের মত সেই শিথিলতা থেকে মুক্ত হয়ে আবার মণ্ডলীর দেহের অংশ হতে পারে। এজন্যই তো তিনি তোমাকে খামিরও বললেন: ক্ষুদ্র হয়েও খামির নিজেকে শুধু নয়, সমস্ত ময়দার পিণ্ডও গাঁজিয়ে তোলে—সেই পিণ্ড যতই বড় ও সীমাহীন হোক না কেন। তেমনি তোমরাও: সংখ্যার দিক দিয়ে স্বল্পজন হয়েও তোমরা বিশ্বাস ও ঐশউপাসনার আসক্তির দিক দিয়ে বহুসংখ্যক ও শক্তিশালী হও! কেননা খামির যেমন নিজ ক্ষুদ্রতার কারণে নিস্তেজ নয়, কিন্তু নিজ স্বরূপে নিহিত উত্তাপ ও নিজ বৈশিষ্ট্যের জোরেই ময়দার সমস্ত পিণ্ডের উপর প্রভাব বিস্তার করে, তেমনি তোমরাও ইচ্ছা করলে বহুসংখ্যক ভাইদের একই উদ্দীপনা ও একই ভক্তিতে ফিরিয়ে আনতে পার।

খ বর্ষ - মার্ক ১:২৯-৩৯

সেসময় যিশু সমাজগৃহ থেকে বেরিয়ে এসে যাকোব ও যোহনের সঙ্গে শিমোন ও আন্দ্রিয়ের বাড়িতে গেলেন; শিমোনের শাশুড়ী তখন জ্বরে পড়ে শুয়ে ছিলেন, আর তাঁরা তখনই তাঁকে তাঁর কথা বললেন; তিনি কাছে গিয়ে তাঁর হাত ধরে

তাঁকে ওঠালেন; তখন তাঁর জ্বর ছেড়ে গেল আর তিনি তাঁদের সেবাযত্ন করতে লাগলেন।
সন্ধ্যা হলে, সূর্য অস্ত গেলে লোকেরা সমস্ত পীড়িত ও অপদূতগ্রস্ত মানুষকে তাঁর কাছে আনল; আর সমস্ত শহর দরজার সামনে জড় হয়ে ভিড় করল। তিনি নানা প্রকার রোগে পীড়িত বহু মানুষকে নিরাময় করলেন ও অনেক অপদূত তাড়িয়ে দিলেন, কিন্তু অপদূতদের কথা বলতে দিতেন না, কারণ তারা তাঁর পরিচয় জানত।
পরে, ভোরে, বেশ অন্ধকার থাকতে থাকতে উঠে তিনি বেরিয়ে গেলেন ও নির্জন এক স্থানে গিয়ে সেখানে প্রার্থনা করতে লাগলেন; তবে শিমোন ও তাঁর সঙ্গীরা তাঁর খোঁজাখুঁজি করতে লাগলেন, এবং তাঁকে খুঁজে পেয়ে তাঁকে বললেন, 'সকলে আপনার সন্ধান করছে।' তিনি তাঁদের বললেন, 'চল, আমরা অন্য কোথাও, আশেপাশের সকল গ্রামে যাই, যেন আমি সেখানেও প্রচার করতে পারি, কেননা সেজন্যই আমি বেরিয়েছি।' আর তিনি সমস্ত গালিলেয়ায় ঘুরে ঘুরে তাদের সমাজগৃহে গিয়ে প্রচার করতে ও অপদূত তাড়াতে লাগলেন।

❖ বিশপ সাধু পিতর খ্রিসোলগের উপদেশাবলি (উপদেশ ১৮)

ঈশ্বর জিনিসের নয়, মানুষেরই অন্বেষণ করেন

যে কেউ আজকের সুসমাচার মনোযোগ দিয়ে শুনবে, সে শিখতে পারবে কেন বিশ্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠাতা সেই স্বর্গের প্রভু আপন দাসদের দীন আবাসে প্রবেশ করলেন। তিনি যে স্নেহভরে সকলেরই কাছাকাছি এলেন, এতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই, কারণ তিনি সকলকে সাহায্য করার জন্যই এত মঙ্গলময়তার সঙ্গে এসেছিলেন।

একথা ভাব: পিতরের ঘরে কীবা খ্রিষ্টকে আকর্ষণ করল? বিশ্রাম করার ইচ্ছা অবশ্যই নয়, বরং সেই অসুস্থার দুর্বলতা; আহারের তাগিদও নয়, বরং ত্রাণ করার সুযোগ; আড়ম্বরের সঙ্গে মানুষের সেবা পাবার বাসনাও নয়, বরং নিজ ঐশপ্রভাব মানুষের সেবায় প্রয়োগ করার ব্যাকুলতা। পিতরের ঘরে আঙুররস নয়, অশ্রুজলই গড়িয়ে পড়ছিল। এজন্যই খ্রিষ্ট সেখানে ঢুকলেন: ভোজে অংশ নেবার জন্য নয়, জীবন ফিরিয়ে দেবার জন্যই ঢুকলেন। ঈশ্বর তো জিনিসের নয়, মানুষেরই অন্বেষণ করেন;

পার্থিব মঙ্গলদান পেতে নয়, স্বর্গীয় মঙ্গলদান দিতেই আকাঙ্ক্ষা করেন; আমাদের জিনিস আদায় করতে নয়, আমাদের উদ্ধার করতেই খ্রিষ্ট আসেন।

পিতরের বাড়িতে ঢুকে যিশু দেখলেন, তাঁর শাশুড়ী বিছানায় শুয়ে আছেন, তাঁর জ্বর হয়েছে (মথি ৮:১৪)। পিতরের বাড়িতে ঢুকে যিশু যে উদ্দেশ্যে এসেছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তা নিয়েই ব্যস্ত: তিনি তো ঘরের চেহারা বা তাঁর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের জন্য আগত লোকদের ভিড় বা যারা তাঁকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে তাদের সম্মানের দিকে তাকান না; পরিজনেরা যে ছুটে আসছে, তাও দেখেন না; আতিথেয়তা যে কত উজ্জ্বল, এদিকেও তাঁর চিন্তাটুকু নেই; অসুস্থার হাহাকারের দিকে, যাঁর জ্বর হয়েছে তাঁর উষ্ণতার দিকেই তাঁর একমাত্র দৃষ্টি। তিনি দেখছেন, তাঁর অবস্থা গুরুতর, মানব প্রত্যাশার অতীত, আর সঙ্গে সঙ্গে ঐশকাজের জন্য হাত বাড়ান: তিনি তাঁর যন্ত্রণাময় মানবতার দিকে আনত হতে না হতেই সেই ব্যক্তি রোগ-শয্যা ছেড়ে তাঁর ঈশ্বরত্বের দিকেই উঠছেন! *তিনি তাঁর হাত স্পর্শ করলেন, আর জ্বর ছেড়ে গেল* (মথি ৮:২৫)। দেখ কী করে জ্বর তাদেরই ছেড়ে যায় যিশু যাদের সঙ্গে হাত মেলান: অসুস্থতা স্বাস্থ্যের প্রণেতার সামনে দাঁড়াতে পারে না; জীবনদাতা যেখানে প্রবেশ করেছেন, মৃত্যুর পক্ষে সেখানে প্রবেশপথ নেই।

সন্ধ্যা হলে লোকেরা অপদূতগ্রস্ত বহু মানুষকে তাঁর কাছে আনল, আর তিনি বাণী দ্বারাই সেই অপদূতদের তাড়িয়ে দিলেন (মথি ৮:১৬)। তখনই সন্ধ্যা হয়, যখন পার্থিব দিনের অস্ত হয়, যখন জগৎ সর্বযুগের আলো থেকে দূরে চলে যায়। যিনি আলো ফিরিয়ে দেন, তিনি সন্ধ্যাবেলায় আসেন, যেন সর্বযুগের রাত্রিতে যাত্রী এ বিধর্মী আমাদেরই কাছে তিনি সূর্যাস্তহীন দিন ফিরিয়ে দিতে পারেন। সন্ধ্যাবেলায়, অর্থাৎ চরমকালে প্রেরিতদূতদের ভক্তিময় ও গাম্ভীর্যপূর্ণ যজ্ঞ বিধর্মী এ আমাদেরই ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ করে, আর সেই যে অপদূতেরা প্রতিমা-পূজা দ্বারা আমাদের বশীভূত করে রাখছিল, সেই অপদূতদের আমাদের অন্তর থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। কেননা অনন্য ঈশ্বরকে না জানায় আমরা জঘন্য ও নিকৃষ্ট বন্দিদশায় অসংখ্য দেবতাদের সেবা করছিলাম।

আমাদের কাছে খ্রিষ্ট মাংসগত ভাবে নয়, বাণীর মধ্য দিয়েই আসছেন: তবু বিশ্বাস যখন শ্রবণের উপর নির্ভর করে ও শ্রবণ বাণীপ্রচারের উপর নির্ভর করে (রো ১০:১৭ দ্রঃ), তখন তিনি অপদূতদের বন্দিদশা থেকে আমাদের মুক্ত করলেন, অপরদিকে যারা

ছিল হিংস্র স্বৈরশাসক, সেই অপদূতেরা বন্দি হয়ে গেল। যারা আমাদের উপর প্রভুত্ব চালাচ্ছিল, এ সময় থেকে সেই অপদূতেরা আমাদের হাতেই পড়েছে, আমাদেরই বশীভূত হয়েছে: ভাই, আমাদের অবিশ্বস্ততা যেন এখন তাদের ক্রীতদাস অবস্থায় ফিরিয়ে না আনে! এসো, আমাদের নিজেদের ও আমাদের কাজকর্মের কথা প্রভুর কাছে স্মরণ করিয়ে দিই, পিতার কাছে নিজেদের সঁপে দিই, ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখি, কেননা মানবজীবন সেই ঈশ্বরের হাতে, যিনি পিতা হওয়ায় সন্তানদের কাজকর্ম চালিত করেন, ও প্রভু হওয়ায় কোন অবহেলা না করে নিজের পরিবারের সেবাযত্ন করেন।

গ বর্ষ - লুক ৫:১-১১

একদিন বহু লোকের ভিড় ঈশ্বরের বাণী শুনবার জন্য যিশুর উপর চাপাচাপি করছিল ও তিনি নিজে গেন্নেসারেৎ হ্রদের ধারে দাঁড়িয়ে ছিলেন, এমন সময়ে দেখলেন, তীরের কাছাকাছি দু'টো নৌকা রয়েছে; জেলেরা নৌকা থেকে নেমে গিয়ে জাল ধুচ্ছিল। তখন তিনি ওই দু'টোর মধ্যে একটায়, শিমোনের নৌকায়ই, উঠে ডাঙা থেকে একটু দূরে যেতে তাঁকে অনুরোধ করলেন, এবং সেখানে আসন নিয়ে নৌকা থেকে লোকদের উপদেশ দিতে লাগলেন।

কথা শেষ করে তিনি শিমোনকে বললেন, 'গভীর জলে নৌকা নিয়ে যাও ও মাছ ধরবার জন্য তোমাদের জাল ফেল।' শিমোন উত্তর দিলেন, 'গুরুদেব, আমরা সারারাত ধরে পরিশ্রম করে কিছুই পাইনি, কিন্তু আপনার কথায় আমি জাল ফেলব।' তাঁরা তেমনটি করলে মাছের এত বড় ঝাঁক ধরা পড়ল যে, তাঁদের জাল ছিঁড়ে যেতে লাগল; তাই তাঁদের যে ভাগীদারেরা অন্য নৌকায় ছিলেন, তাঁদের তাঁরা সঙ্কেত করলেন তাঁরা যেন তাঁদের সাহায্য করতে আসেন। ওঁরা এলে তাঁরা দু'টো নৌকা এমনভাবে ভরে দিলেন যে, নৌকা দু'টো প্রায় ডুবে যাচ্ছিল। তা দেখে শিমোন পিতর যিশুর হাঁটুতে পড়ে বললেন, 'প্রভু, আমার কাছ থেকে চলে যান, আমি যে পাপী!' কেননা জালে এত মাছ ধরা পড়েছিল বিধায় তিনি ও তাঁর সকল সঙ্গী স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিলেন; আর শিমোনের ভাগীদারেরা, জেবেদের ছেলে সেই যাকোব ও যোহনও স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু যিশু শিমোনকে বললেন, 'ভয় করো না, এখন থেকে তুমি মানুষই ধরবে।' পরে, নৌকা কিনারায় এনে তাঁরা সবকিছু ত্যাগ করে তাঁর অনুসরণ করলেন।

❖ বিশপ সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি (উপদেশ ৪৩:৫)

খ্রিষ্ট প্রেরিতদূতরূপে জেলেদের মনোনীত করলেন

ধন্য প্রেরিতদূত পিতর প্রভুর সঙ্গে ও খ্রিষ্টের অন্য দু'জন শিষ্য সেই যাকোব ও যোহনের সঙ্গে পর্বতে আছেন, এমন সময় তিনি স্বর্গ থেকে আগত কার যেন কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন: *ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, এঁতে আমি প্রসন্ন; তাঁর কথা শোন* (মথি ১৭:৫)।

প্রেরিতদূত এ ঘটনার কথা নিজের পত্রে স্মরণ করিয়ে তার বিষয়ে এ সাক্ষ্য দান করেন: *স্বর্গ থেকে নেমে আসা সেই কণ্ঠ আমরাই শুনেছিলাম, যখন তাঁর সঙ্গে সেই পবিত্র পর্বতে ছিলাম;* তারপর তিনি বলে চলেন, *তাতে নবীদের বাণী আমাদের কাছে এখন আরও সুনিশ্চিত* (২ পি ১:১৮-১৯)।

এই যে পিতর তেমন কথা বলছেন, তিনি তো জেলেই ছিলেন: এখন তিনি প্রচারক বলে মহাপ্রশংসার যোগ্য, এমনকি তাঁর মধ্যে সেই জেলেকে আর চেনা যায় না। সেজন্য প্রেরিতদূত পল আদি খ্রিষ্টিয়ানদের উদ্দেশ করে বললেন, *ভাই, একটু বিচার-বিবেচনা কর, তোমরা নিজেরা কেমন ভাবে আহূত হয়েছ: আসলে—জাগতিক বিচার অনুসারে—তোমাদের মধ্যে প্রজ্ঞাবান বলতে বেশি কেউ নেই, ক্ষমতাশালী বলতে বেশি কেউ নেই, সম্ভ্রান্ত বংশীয় বলতে বেশি কেউ নেই; কিন্তু জগতের যা মূর্খ, ঈশ্বর তা-ই বেছে নিয়েছেন প্রজ্ঞাবানদের লজ্জা দেবার জন্য; এবং জগতের যা দুর্বল, ঈশ্বর তা-ই বেছে নিয়েছেন, যা শক্তিশালী, তা লজ্জা দেবার জন্য; এবং জগতের যা হীন, অবজ্ঞাত, যার কোন অস্তিত্ব নেই, ঈশ্বর তা-ই বেছে নিয়েছেন, যার অস্তিত্ব আছে, তা নস্যাৎ করে দেবার জন্য, যেন কোন মর্তমানুষ ঈশ্বরের সামনে গর্ববোধ করতে না পারে* (১ করি ১:২৬-২৯)।

যদি খ্রিষ্ট নিজ কাজ শুরু করার জন্য একটা সুবক্তাকে বেছে নিতেন, তিনি বলতেন, আমার বাক্‌পটুতার জন্যই আমাকে বেছে নেওয়া হয়েছে; যদি একটা মন্ত্রীকে বেছে নিতেন, তিনি বলতেন, আমার পদমর্যাদার জন্যই আমাকে বেছে নেওয়া হয়েছে; যদি একটা সম্রাটকে বেছে নিতেন, তিনি বলতেন, আমার পরাক্রমের জন্যই আমাকে বেছে নেওয়া হয়েছে।

এঁরা নিশ্চুপ থাকুন, একটু অপেক্ষা করুন, একটু শান্ত থাকুন। এঁদের ত্যাগ করতে নেই, অবজ্ঞাও করতে নেই, কিন্তু যারা নিজেদের নিয়ে গর্ব করতে পারে, তাদের সকলকে একটু পাশে রাখা হোক।

তিনি বলেন, আমাকে সেই জেলেকে দাও; অশিক্ষিত সেই মানুষকে দাও; অপ্রস্তুত সেই মানুষকে দাও; আমাকে তাকেই দাও, মন্ত্রী মাছ কেনার সময় যার সঙ্গে কথাও বলা পর্যন্ত সাহস করেন না: আমাকে তাকেই দাও। আমি তাকে রূপান্তরিত করলে পর স্পষ্ট হয়ে উঠবে, আমিই তার মধ্যে কাজ সাধন করছি। অবশ্য, মন্ত্রী, সুবক্তা ও সম্রাটের মধ্যেও আমিই কাজ সাধন করি; তথাপি যদিও মন্ত্রীর মধ্যে আমি ক্রিয়াশীল, তবু জেলের মধ্যে তা আরও নিশ্চিত হবে।

মন্ত্রী নিজেকে নিয়ে গর্ব করতে পারেন, তেমনি সুবক্তা ও সম্রাটও; কিন্তু এ জেলে খ্রিষ্টে ছাড়া অন্য কিছুতে গর্ব করতে পারেন না। আসুন, প্রথম আসুন সেই জেলে যিনি মন্ত্রীকে বিনম্রতা শেখাবেন; জেলের পরে সম্রাটও আরও সহজে এগিয়ে আসতে পারবেন।

তাই তোমরা সেই পুণ্যবান, ন্যায়বান, মঙ্গলময় ও খ্রিষ্টে পরিপূর্ণ সেই জেলেকে স্মরণ কর যিনি সারা বিশ্বে ছড়ানো নিজের জালের মধ্যে অন্য জাতির সঙ্গে এ জাতিকেও ধরবার দায়িত্ব পেলেন। তাঁর সেই বাণী স্মরণে রাখ: *নবীদের বাণী আমাদের কাছে এখন আরও সুনিশ্চিত* (২ পি ১:১৯)।

৬ষ্ঠ রবিবার

ক বর্ষ - মথি ৫:১৭-৩৭

সেসময় যিশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, ‘মনে করো না যে, আমি বিধান-পুস্তক বা নবী-পুস্তক বাতিল করতে এসেছি; আমি বাতিল করতে আসিনি, পূর্ণই করতে এসেছি। আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যতদিন আকাশ ও পৃথিবী বিলুপ্ত না হয়, ততদিন বিধানের এক মাত্রা বা এক বিন্দুও লোপ পাবে না—যতদিন না সবই সম্পন্ন হয়। অতএব যে কেউ এই সমস্ত আজ্ঞার মধ্যে ক্ষুদ্রতম আজ্ঞাগুলোর একটাও লঙ্ঘন করে ও মানুষকে সেইমত করতে শেখায়, তাকে স্বর্গরাজ্যে ক্ষুদ্রতম বলে গণ্য করা হবে; কিন্তু যে কেউ সেগুলো পালন করে ও শিখিয়ে দেয়, তাকে স্বর্গরাজ্যে মহান বলে গণ্য করা হবে। কেননা আমি তোমাদের বলছি, শাস্ত্রী ও ফরিশীদের চেয়ে তোমাদের ধর্মিষ্ঠতা যদি গভীরতর না হয়, তবে তোমরা স্বর্গরাজ্যে কখনও প্রবেশ করবে না।

তোমরা শুনেছ, প্রাচীনকালের মানুষদের কাছে বলা হয়েছিল, তুমি নরহত্যা করবে না, আর যে নরহত্যা করে, সে বিচারাধীন হবে। কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, যে কেউ নিজের ভাইয়ের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়, সে বিচারাধীন হবে; আর যে কেউ নিজের ভাইকে নির্বোধ বলে, সে বিচারসভার অধীন হবে; আর যে কেউ তাকে পাষণ্ড বলে, সে অগ্নিময় জাহান্নামের অধীন হবে। তাই তুমি যখন যজ্ঞবেদির কাছে নিজ নৈবেদ্য উৎসর্গ করছ, তখন সেই স্থানে যদি মনে পড়ে যে, তোমার বিরুদ্ধে তোমার ভাইয়ের কোন কথা আছে, তবে সেই স্থানে বেদির সামনে তোমার সেই নৈবেদ্য ফেলে রেখে চলে যাও: প্রথমে তোমার ভাইয়ের সঙ্গে পুনর্মিলিত হও, পরে এসে তোমার সেই নৈবেদ্য উৎসর্গ কর। প্রতিপক্ষের সঙ্গে পথে থাকতেই তুমি দেরি না করে তার সঙ্গে ব্যাপারটা মিটিয়ে নাও, পাছে প্রতিপক্ষ তোমাকে বিচারকের হাতে তুলে দেয়, বিচারক তোমাকে প্রহরীর হাতে তুলে দেয়, ও তুমি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হও। আমি তোমাকে সত্যি বলছি, শেষ কড়িটা শোধ না করা পর্যন্ত তুমি কোনমতে সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে না।

তোমরা শুনেছ, বলা হয়েছিল, তুমি ব্যভিচার করবে না। কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, যে কেউ কোন স্ত্রীলোকের দিকে লালসার চোখে তাকায়, সে ইতিমধ্যেই

মনে মনে তার সঙ্গে ব্যভিচার করে ফেলেছে। তোমার ডান চোখ যদি তোমার পতনের কারণ হয়, তবে তা উপড়ে দূরে ফেলে দাও, কেননা তোমার গোটা শরীরটা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়ার চেয়ে একটা অঙ্গের বিনাশ হওয়াই বরং তোমার পক্ষে ভাল। আর তোমার ডান হাত যদি তোমার পতনের কারণ হয়, তবে তা কেটে দূরে ফেলে দাও, কেননা তোমার গোটা শরীরটা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়ার চেয়ে একটা অঙ্গের বিনাশ হওয়াই বরং তোমার পক্ষে ভাল।

আরও বলা হয়েছিল, যে কেউ নিজের স্ত্রীকে ত্যাগ করে, সে তাকে ত্যাগপত্র দিয়ে দিক। কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, যে কেউ অবৈধ সম্পর্কের কারণ ছাড়া অন্য কারণেই নিজের স্ত্রীকে ত্যাগ করে, সে তাকে ব্যভিচারিণী করে; এবং যে কেউ পরিত্যক্তা কোন স্ত্রীলোককে বিবাহ করে, সে ব্যভিচার করে।

আবার তোমরা শুনেছ, প্রাচীনকালের মানুষদের কাছে বলা হয়েছিল, তুমি মিথ্যা শপথ করবে না; কিন্তু প্রভুর কাছে তোমার শপথ সকল রক্ষা কর। কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, আদৌ শপথ করো না; স্বর্গের দিব্যি দিয়েও নয়, কেননা তা ঈশ্বরের সিংহাসন; পৃথিবীর দিব্যি দিয়েও নয়, কেননা তা তাঁর পাদপীঠ; যেরুশালেমের দিব্যি দিয়েও নয়, কেননা তা মহান রাজার নগরী; তোমার নিজের মাথার দিব্যি দিয়েও শপথ করো না, যেহেতু একগাছি চুল সাদা কি কালো করার সাধ্য তোমার নেই। কিন্তু তোমাদের কথা এ-ই হোক: হ্যাঁ, হ্যাঁ, না, না; এর অতিরিক্ত যা, তা সেই ধূর্তজন থেকেই আগত।’

❖ বিশপ সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি (উপদেশ ১:৯, ২১)

হৃদয়ের সরলতা রক্ষার জন্য

আমি তোমাদের বলছি: শাস্ত্রী ও ফরিশীদের চেয়ে তোমাদের ধর্মিষ্ঠতা যদি গভীরতর না হয়, তবে তোমরা স্বর্গরাজ্যে কখনও প্রবেশ করবে না (মথি ৫:২০); অর্থাৎ, মানুষের প্রাথমিক গঠনের জন্য বিধানের সেই ক্ষুদ্রতম আজ্ঞাগুলি যদি পালন না কর, এমনকি, আমি যে বিধান বাতিল করতে নয়, তা পূর্ণই করতে এসেছি, এই আমি যে নতুন আজ্ঞাগুলি দিয়েছি তোমরা সেগুলিও যদি পালন না কর, তাহলে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করবে না।

তুমি কিন্তু আমাকে বলবে: ‘ক্ষুদ্রতম আজ্ঞাগুলি প্রসঙ্গে তিনি যখন আগে বলেছিলেন যে, সেগুলির একটাও যে লঙ্ঘন করে ও অপরকে তাই করতে শেখায়, স্বর্গরাজ্যে সে

ক্ষুদ্রতম বলে গণ্য হবে, অপরদিকে সেগুলি যে পালন করে ও অপরকে তাই করতে শেখায়, সে মহান বলে গণ্য হবে—ফলে মহান হওয়ায় সে ইতিমধ্যেই স্বর্গরাজ্যের বাসিন্দা!—তখন বিধানের ক্ষুদ্রতম আজ্ঞাগুলির সঙ্গে অন্য আজ্ঞাগুলি যোগ করা কীবা প্রয়োজন রয়েছে যদি সেগুলি যে পালন করে ও পালন করতে শেখায়, মহান হওয়ায় সে ইতিমধ্যেও স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারে?' *কিন্তু যে কেউ সেগুলো পালন করে ও শিখিয়ে দেয়, তাকে স্বর্গরাজ্যে মহান বলে গণ্য করা হবে* (মথি ৫:১৯) বাক্যটা আমার প্রস্তাবিত ব্যাখ্যা অনুসারেই অনুধাবন করা দরকার।

তিনি বলছেন, তোমাদের ধর্মিষ্ঠতা শাস্ত্রী ও ফরিশীদের চেয়ে গভীরতর হোক, কারণ গভীরতর না হলে তোমরা স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করবে না। সুতরাং যে কেউ সেই ক্ষুদ্রতম আজ্ঞাগুলি লঙ্ঘন করে ও সেইভাবে শিখিয়ে দেয়, সে ক্ষুদ্রতম বলে গণ্য হবে; অপরদিকে যে কেউ সেই ক্ষুদ্রতম আজ্ঞাগুলি পালন করে ও সেইভাবে শিখিয়ে দেয়, তাকে অধিক মহান বা স্বর্গরাজ্যের জন্য অধিক উপযুক্ত বলে গণ্য করা উচিত নয়; আবার, সেগুলি যে লঙ্ঘন করে, সে যতখানি ক্ষুদ্র, সেগুলি যে পালন করে, সে তার মত ততখানি ক্ষুদ্র নয়। সে যেন মহান হয় ও স্বর্গরাজ্যের উপযুক্ত হয়, এর জন্য প্রয়োজন রয়েছে, সে খ্রিষ্টের মত ব্যবহার করবে ও শিক্ষা দেবে; অন্য কথায়, প্রয়োজন রয়েছে, যেন শাস্ত্রী ও ফরিশীদের চেয়ে তার ধর্মিষ্ঠতা গভীরতর হয়।

ফরিশীদের ধর্মিষ্ঠতা হল, তুমি হত্যা করবে না; ঐশরাজ্যে যারা প্রবেশ করে, তাদের ধর্মিষ্ঠতা হল, তুমি অকারণে ক্রুদ্ধ হবে না। সুতরাং, হত্যা না করা হল সেই ক্ষুদ্রতম আজ্ঞা যা লঙ্ঘন করলে মানুষ স্বর্গরাজ্যে ক্ষুদ্রতম বলে গণ্য হবে; কিন্তু তা যে পালন করে, সে সঙ্গে সঙ্গেই যে মহান হবে ও স্বর্গরাজ্যের জন্য উপযুক্ত হবে তেমন নয়, তবু উচ্চতর পর্যায়ে উঠবে।

কিন্তু সে যদি অকারণে ক্রুদ্ধ না হয়, তাহলেই সে সিদ্ধ হবে; এমনকি, এ আজ্ঞা পালন করার ফলে সে হত্যা করা থেকে বেশ দূরেই থাকবে। সুতরাং, ক্রুদ্ধ না হওয়া, তেমন আজ্ঞা যে কেউ শেখায়, সে সেই বিধান লঙ্ঘন করছে না, যে বিধান হত্যা না করার কথা শেখায়; সে বরং বিধানের পূর্ণতা সাধন করে, যাতে করে আমরা হত্যা না

করায় নিরপরাধিতা বাহ্যিক দিক দিয়ে রক্ষা করি, ও ক্রোধের সুযোগ না দিয়ে হৃদয়েই সেই নিরপরাধিতা রক্ষা করি।

খ বর্ষ - মার্ক ১:৪০-৪৫

> একদিন সংক্রামক চর্মরোগে আক্রান্ত একজন লোক এসে যিশুর সামনে হাঁটু পেতে মিনতি ক'রে বলল, 'আপনি ইচ্ছা করলে আমাকে শুচীকৃত করতে পারেন।' দয়ায় বিগলিত হয়ে তিনি হাত বাড়িয়ে তাকে স্পর্শ করে বললেন, 'হ্যাঁ, আমি ইচ্ছা করি। শুচীকৃত হও।' আর তখনই চর্মরোগ তাকে ছেড়ে গেল আর সে শুচীকৃত হল। আর তিনি তখনই কঠোরভাবে সতর্ক করে তাকে বিদায় দিয়ে বললেন, 'দেখ, একথা কাউকেই বলো না; কিন্তু গিয়ে যাজকের কাছে নিজেকে দেখাও, ও তোমার শুচিতা-লাভের জন্য মোশির নির্দেশ অনুসারে নৈবেদ্য উৎসর্গ কর যেন তাদের কাছে তা সাক্ষ্যস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়।'
> কিন্তু সে বেরিয়ে গিয়ে কথাটা প্রচার করে চারদিকে বলে দিল, যার ফলে যিশু কোন শহরে প্রকাশ্যে প্রবেশ করতে পারলেন না, কিন্তু বাইরে নির্জন নির্জন স্থানে থাকতে লাগলেন; তা সত্ত্বেও লোকেরা সবদিক থেকে তাঁর কাছে আসতে থাকল।

❖ মথি-রচিত সুসমাচারে বিশপ সাধু জন খ্রিসোস্তমের উপদেশাবলি (উপদেশ ২৫:১-২)

কাছে যে আসে, তার সুবুদ্ধি ও বিশ্বাস মহান

প্রভু, ইচ্ছা করলে আপনি আমাকে শুচীকৃত করতে পারেন (মার্ক ১:৪০)। এই যে কুষ্ঠরোগী খ্রিষ্টের কাছে আসছে, তার সুবুদ্ধি ও বিশ্বাস সত্যি মহান। সে তো খ্রিষ্টের উপদেশ বন্ধ করে না, শ্রোতাদের মধ্যেও জোর করে নিজের জন্য পথ করে না, সে বরং উপযুক্ত সময়ের জন্য অপেক্ষা করে: খ্রিষ্ট যখন পর্বত থেকে নেমে আসেন, তখনই সে তাঁর কাছে এগিয়ে যায়। তার অনুরোধও সাধারণ নয়, বরং ভক্তিপূর্ণ—সরল বিশ্বাস ও তাঁর বিষয়ে সঠিক ধারণা নিয়েই সে তাঁর সামনে প্রণত হয়। সে তো বলে না, 'আপনি ঈশ্বরকে অনুরোধ করলে, তবে… ; কিংবা আপনি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলে,

তবে…,' বরং বলে, *ইচ্ছা করলে আপনি আমাকে শুচীকৃত করতে পারেন* (মার্ক ১:৪০)। সে আবার বলেনি, 'প্রভু, আমাকে শুচীকৃত করুন;' বরং সম্পূর্ণভাবে তাঁর উপরেই নিজেকে সঁপে দিয়ে সাক্ষ্য দান করে যে, তাকে শুচীকৃত করা বা নাও করার পূর্ণ অধিকার তাঁর রয়েছে।

প্রভু কিন্তু বিনম্রতার খাতিরে নিজ গৌরবের বিষয়ে বারবার অপূর্ণাঙ্গভাবেই কথা বলেছিলেন; যারা মুগ্ধ হয়ে তাঁর পরাক্রমের দিকে তাকাচ্ছিল, তাদের এ ধারণা সুস্থির করার জন্য তিনি এবার কী বলেন? হ্যাঁ, *আমি ইচ্ছা করি। শুচীকৃত হও* (মার্ক ১:৪১)। বহু ও আশ্চর্যজনক অলৌকিক কাজ সাধন করা সত্ত্বেও তিনি এবারের কথার মত আর কোন কথা কখনও উচ্চারণ করেননি। প্রকৃতপক্ষে তিনি বলেন, *আমার ইচ্ছা,* তাতে সেই জনতা ও সেই কুষ্ঠরোগীর মধ্যে নিজ পরাক্রমের ধারণা স্থির করতে অভিপ্রেত হন। কাজ সাধন না করে তিনি সে কথা এমনি বলেননি, বরং কথার পর পরেই কাজ সাধিত হল। *আমি ইচ্ছা করি। শুচীকৃত হও* কথা বলায় তিনি ক্ষান্ত হননি, বরং সঙ্গে সঙ্গে *হাত বাড়িয়ে তাকে স্পর্শ করলেন* (মার্ক ১:৪১)। ব্যাপারটা গভীরতর চিন্তা-ভাবনার যোগ্য! কেনই বা তিনি ইচ্ছা ও বাণী দ্বারা শুচীকৃত করতে করতে তাকে হাত দিয়ে স্পর্শও করেন? আমি মনে করি, তিনি তাই করলেন যেন এবারও দেখাতে পারেন, তিনি বিধানের অধীন নন, তার ঊর্ধ্বেই; তিনি আবার দেখাতে চাচ্ছিলেন, এসময় থেকে শুচিদের পক্ষে অশুচি বলতে আর কিছু থাকবে না।

কেননা প্রভু শরীরের শুচিতা নিরাময় করতে শুধু নয়, মানবাত্মাকে প্রজ্ঞাপ্রেমে চালিত করতেও এসেছিলেন। সুতরাং, যেমন এক স্থানে তিনি বললেন, হাত না ধুয়ে খাওয়া আর নিষেধ নয়, যেমন সেই উত্তম বিধান দিয়েছিলেন যা অনুসারে সমস্ত খাদ্য বিধেয়, তেমনি এবার তিনি শেখাতে চান, বাহ্যিক শুচীকরণ-রীতির দিকে না তাকিয়ে, বরং আধ্যাত্মিক কুষ্ঠরোগ-স্বরূপ সেই পাপ ভয় করেই আত্মাকে শুচি রেখে যত্ন করা দরকার।

অতএব যিশু প্রথমে সেই কুষ্ঠরোগীকে স্পর্শ করেন, আর কেউই তাঁকে ভর্ৎসনা করে না: সেই বিচারালয় অন্যায় বিচারালয় নয়, যে জনতা এ সমস্ত কিছুর বিষয়ে সাক্ষী রূপে দাঁড়াচ্ছিল, সেই জনতাও হিংসা-পীড়িত নয়; এজন্য তারা তাঁর সমালোচনা করে না,

এমনকি, সেই অলৌকিক কাজে মুগ্ধ হয়ে তারা নিশ্চুপ নির্বাক্ হয়ে তাঁর অগণিত পরাক্রম আরাধনা করে—সেই পরাক্রম এমন, যা কথা ও কাজে প্রকাশ পাচ্ছিল। এভাবে যিশু শরীর শুচীকৃত করে তুলে সেই মানুষকে বললেন, সে যেন একথা কাউকে না বলে, সে বরং যেন যাজকের কাছে গিয়ে নিজেকে দেখায় ও নিরূপিত অর্ঘ্য নিবেদন করে। সেই সুস্থতা সম্বন্ধে তাঁর যে কিছুটা সন্দেহ ছিল, এজন্য তিনি একথা কাউকে বলতে নিষেধ করলেন এমন নয়, তাঁর উদ্দেশ্য বরং এ ছিল, আমরা যেন দম্ভ ও অসার গৌরব থেকে দূরে থাকতে শিখি। তিনি অবশ্যই জানতেন, সেই কুষ্ঠরোগী চুপ করে না থেকে বরং সকলের কাছে নিজ উপকর্তা সম্বন্ধে কথা বলবে; তথাপি তাতে বাধা দেওয়া তাঁর যতখানি সম্ভব ছিল তিনি করলেন। অন্য সময় যিশু নিজের প্রশংসা করতে নয়, ঈশ্বরেরই গুণকীর্তন করতে আজ্ঞা করেছিলেন; ফলে এই কুষ্ঠরোগীর ব্যাপারে তিনি নিজেদের দেখাতে ও অসার প্রশংসা থেকে দূরে থাকতে শিক্ষা দিলেন, অন্য সময় কৃতজ্ঞ হতে ও উপকারের কথা স্মরণ করতে শিক্ষা দিলেন। তবু উভয় শিক্ষার মূল বিষয় একই: প্রশংসা সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরকেই আরোপণীয়।

গ বর্ষ - লুক ৬:১৭, ২০-২৬

একদিন যিশু সেই বারোজনকে সঙ্গে নেমে গিয়ে একটা সমতল জায়গায় দাঁড়ালেন; সেখানে তাঁর অনেক শিষ্য উপস্থিত ছিলেন এবং সমস্ত যুদেয়া ও যেরুশালেম থেকে ও তুরস ও সিদোনের উপকূল-অঞ্চল থেকে আসা বহু লোকও উপস্থিত ছিল।
তখন তিনি নিজ শিষ্যদের উপরে চোখ নিবদ্ধ রেখে বললেন, ‘দীনহীন যারা, তোমরাই সুখী, কারণ ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদেরই। এখন ক্ষুধার্ত যারা, তোমরাই সুখী, কারণ পরিতৃপ্ত হবে। এখন কাঁদছ যারা, তোমরাই সুখী, কারণ হাসবে।
তোমরাই সুখী, লোকে যখন মানবপুত্রের জন্য তোমাদের ঘৃণা করে, যখন তোমাদের সমাজচ্যুত করে ও অপমান করে, এবং তোমাদের নাম জঘন্য বলে অগ্রাহ্য করে। সেসময়েই আনন্দ কর ও নেচে ওঠ, কেননা দেখ, স্বর্গে তোমাদের মজুরি প্রচুর হবে। বাস্তবিকই তাদের পিতৃপুরুষেরা নবীদের প্রতি এইভাবেই ব্যবহার করছিল। কিন্তু, ধনী যারা, তোমাদের ধিক্, কারণ তোমাদের সান্ত্বনা তোমরা এর মধ্যেই পেয়ে গেছ। এখন পরিতৃপ্ত যারা, তোমাদের ধিক্, কারণ

ক্ষুধার্ত হবে। এখন হাসছ যারা, তোমাদের ধিক্, কারণ বিলাপ করবে ও কাঁদবে। তোমাদের ধিক্, লোকে যখন তোমাদের বিষয়ে ভাল বলে। বাস্তবিকই তাদের পিতৃপুরুষেরা ভণ্ড নবীদের প্রতি এইভাবেই ব্যবহার করছিল।’

❖ পুরোহিত তের্তুল্লিয়ানুস-লিখিত ‘মার্কিওনের বিপক্ষে’ (৪র্থ পুস্তক ১৪)

ভিক্ষুক যারা, তারাই সুখী,

কারণ স্বর্গরাজ্য তাদেরই

আমি সকলের কাছে জানা সেই খ্রিষ্টের উক্তিগুলি, ও সেগুলির মধ্য দিয়ে তাঁর শিক্ষা, অর্থাৎ কিনা তাঁর সংবাদের বিষয়বস্তুও ব্যাখ্যা করতে যাচ্ছি: *ভিক্ষুক যারা, তারাই সুখী*—কারণ এই তো গ্রীক শব্দের প্রকৃত অর্থ!—*কারণ স্বর্গরাজ্য তাদেরই* (লুক ৬:২০)। তিনি যে ‘সুখী’ শব্দটা নিয়ে শুরু করছেন, একথাও সেই স্রষ্টারই উপযুক্ত, যিনি—শাস্ত্রে যেমন নিজেই বলেছিলেন—সবকিছু কেবল সুখময় বলেই সৃষ্টি করেছিলেন। *মধুর বাণী ফুটে ওঠে আমার হৃদয়ে* (সাম ৪৫:১): তেমন মধুর বাণী অবশ্যই হল সেই সুখ-তালিকা, যা থেকে তাঁকেই চেনা যেতে পারে যিনি প্রাচীন সন্ধির সাদৃশ্যে নবসন্ধির প্রবর্তন করতে যাচ্ছেন। তবে আশ্চর্যের কীবা থাকতে পারে, তাঁর উপদেশ যদি সৃষ্টির প্রতি ভালবাসারই উক্তি উচ্চারণে শুরু হয়, যে ভালবাসায় তিনি ভিক্ষুকদের, গরিবদের, বিনম্রদের ও বিধবাদের নিত্যই ভালবাসেন, সান্ত্বনা দান করেন ও সুস্থির করেন? তুমি কি মনে কর না, খ্রিষ্টের এ ব্যক্তিময় মঙ্গলময়তা হল সেই জল যা পরিত্রাতার উৎসধারা থেকে উৎসারিত? (ইশা ৪৯:১০ দ্রঃ)।

এখন ক্ষুধার্ত যারা, তোমরাই সুখী, কারণ পরিতৃপ্ত হবে (লুক ৬:২১)। যেহেতু সেই গরিব ও ভিক্ষুক ছাড়া এই ক্ষুধার্তরা অন্য কেউ নয়, সেজন্য, স্রষ্টা নিজেই যদি নিজ সুসমাচারের সূত্রপাত হিসাবে সেই প্রতিশ্রুতি নির্ধারণ না করতেন, আমি আগের শিরনামের পরিবর্তে এই উক্তিই দিতে পারতাম। যাদের তিনি একদিন পৃথিবীর প্রান্তসীমা থেকে ডাকবেন, সেই বিজাতীয়দের বিষয়ে ইশাইয়ার মুখ দিয়ে তিনি বলেছিলেন, তারা দ্রুতপদে ও চট্‌পট করে আসবে: তারা দ্রুতপদে আসবে কারণ চরমকালের দিকেই অগ্রসর হবে; চট্‌পট করে আসবে কারণ প্রাচীন বিধানের বোঝা আর থাকবে না; এর

পরে তিনি বলেছিলেন, *তারা ক্ষুধার্ত কি তৃষ্ণার্ত হবে না* (ইশা ৪৯:১০)। এখন, ক্ষুধার্তদের কাছে তৃপ্তির প্রতিশ্রুতি দেওয়া স্রষ্টারই পরিচয়।

এখন কাঁদছ যারা, তোমরাই সুখী, কারণ হাসবে (লুক ৬:২১)। ইশাইয়ার বাণী একটু দেখ: *দেখ, আমার আপন দাসেরা আনন্দিত হবে, কিন্তু তোমরা লজ্জার বস্তু হবে; দেখ, আমার আপন দাসেরা মনের আনন্দে চিৎকার করতে করতে ফেটে পড়বে, কিন্তু তোমরা মনের দুঃখে চিৎকার করবে* (ইশা ৬৫:১৩-১৪)।

আমরা তেমন দ্বন্দ্ব খ্রিষ্টের বেলায়ও লক্ষ করব: উল্লাস ও আনন্দ তাদেরই কাছে প্রতিশ্রুত, যারা বিপরীত অবস্থায় রয়েছে, অর্থাৎ কিনা শোকার্ত, দুঃখিত ও সঙ্কটাপন্নদের কাছেই প্রতিশ্রুত। এ কারণে সামসঙ্গীত-রচয়িতাও এবিষয়ে বলেন, *যারা অশ্রুজলে বীজ বোনে, তারা আনন্দোল্লাসেই ফসল সংগ্রহ করবে* (সাম ১২৬:৫)। প্রকৃতপক্ষে খ্রিষ্ট দীনহীন, বিনম্র, ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্তদের সান্ত্বনাদানের সংবাদ দিয়ে শুরু করলেন কারণ শুরু থেকে দেখাতে চাচ্ছিলেন, তিনিই সেই ব্যক্তি যাঁর বিষয়ে ইশাইয়া বলেছিলেন, *প্রভু পরমেশ্বরের আত্মা আমার উপর অধিষ্ঠিত, কেননা প্রভুই আমাকে তৈলাভিষিক্ত করেছেন। তিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন দীনদুঃখীদের কাছে শুভসংবাদ দিতে—দীনহীন যারা, তোমরাই সুখী, কারণ ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদেরই।*

তিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন ভগ্নহৃদয় মানুষকে সারিয়ে তুলতে—এখন ক্ষুধার্ত যারা, তোমরাই সুখী, কারণ পরিতৃপ্ত হবে।

তিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন শোকার্তদের সান্ত্বনা দিতে—এখন কাঁদছ যারা, তোমরাই সুখী, কারণ হাসবে। তিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন সিয়োনে যারা শোকার্ত তাদের আনন্দ দিতে, ছাইয়ের পরিবর্তে মালা, শোকের পোশাকের পরিবর্তে আনন্দ-বসন, অবসন্ন হৃদয়ের পরিবর্তে আনন্দগান (ইশা ৬১:১-৩; লুক ৪:১৮-১৯; ৬:২০-২১)।

৭ম রবিবার

ক বর্ষ - মথি ৫:৩৮-৪৮

সেসময় যিশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, ‘তোমরা শুনেছ, বলা হয়েছিল, চোখের বদলে চোখ ও দাঁতের বদলে দাঁত। কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, দুর্জনকে প্রতিরোধ করো না; বরং যে কেউ তোমার ডান গালে চড় মারে, অন্য গালও তার দিকে ফিরিয়ে দাও; যে তোমার সঙ্গে বিচারালয়ে মামলা করে তোমার জামাটা নিতে চায়, তাকে চাদরও নিতে দাও। যে কেউ এক মাইল যেতে তোমাকে বাধ্য করে, তার সঙ্গে দুই মাইল পথ চল। যে কেউ তোমার কাছে যাচনা করে, তাকে দাও, আর কেউ তোমার কাছে ধার চাইলে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না।

তোমরা শুনেছ, বলা হয়েছিল, তোমার প্রতিবেশীকে ভালবাসবে ও তোমার শত্রুকে ঘৃণা করবে। কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, তোমরা তোমাদের শত্রুদের ভালবাস, ও যারা তোমাদের নির্যাতন করে, তাদের মঙ্গল প্রার্থনা কর, যেন তোমরা তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার সন্তান হতে পার, কারণ তিনি ভাল মন্দ সকলের উপরেই নিজের সূর্য জাগান, ও ধার্মিক অধার্মিক সকলের উপরেই বৃষ্টি নামিয়ে আনেন। কেননা যারা তোমাদের ভালবাসে, তাদেরই ভালবাসলে তোমাদের কী মজুরি হবে? কর-আদায়কারীরাও কি সেইমত করে না? আর তোমরা যদি কেবল নিজ নিজ ভাইদের সঙ্গেই কুশল আলাপ কর, তবে অসাধারণ কীবা কর? বিজাতীয়রাও কি সেইমত করে না? অতএব এক্ষেত্রে তোমাদের যেন কোন সীমা না থাকে, যেমনটি তোমাদের স্বর্গস্থ পিতারও কোন সীমা নেই।’

❖ বিশপ সাধু চিপ্রিয়ানুস-লিখিত ‘ঈর্ষা ও হিংসা প্রসঙ্গ’ (১২-১৩, ১৫)

আমাদের সৎকর্মই

ঈশ্বরের মঙ্গলময়তা ঘোষণা করুক

আমাদের স্মরণ করা দরকার কোন্ নামেই বা খ্রিষ্ট আপন জনগণকে ডাকেন, আপন মেষপালকে কোন্ নামেই বা অভিহিত করেন। তিনি তাদের মেষ বলেন, যেন

খ্রিষ্টিয়ানদের নির্মলতা মেষদের স্বভাবের অনুরূপ হয়; তাদের মেষশাবক বলেন, যেন তাদের মনের সরলতা মেষশাবকদের সরল প্রকৃতির অনুকরণ করে। কেনই বা নেকড়ে মেষের ছদ্মবেশে নিজেকে লুকিয়ে রাখে? খ্রিষ্টিয়ান নামটা যারা মিথ্যায় ধারণ করে, তারা কেনই বা খ্রিস্টের পালের দুর্নাম ঘটায়? খ্রিস্টের নাম ধারণ করা অথচ খ্রিস্টের পদক্ষেপে না চলা, এ কি ঈশ্বরের নামের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা ও পরিত্রাণের পথ ত্যাগ করা নয়? তিনি তো নিজেই শিক্ষা দেন ও গম্ভীরভাবে ঘোষণা করেন যে, তাঁর আজ্ঞাগুলি যারা পালন করে তারাই জীবনের কাছে পৌঁছবে, তাঁর বাণী যারা শোনে ও মেনে নেয় তারাই জ্ঞানবান; আরও, তিনি যেভাবে শিক্ষা দিতেন, সেইভাবে যে শিক্ষা দেবে ও কাজ করবে, স্বর্গরাজ্যে সেই মহত্তম আচার্য বলে অভিহিত হবে; তিনি আরও বলেছিলেন, মুখে যা ঘোষণা করা হয়, তা যখন কাজে প্রমাণিত হয়, তখনই ঘোষকের পক্ষে তার ঘোষণা সুন্দর ও ফলপ্রসূ বলে গণ্য হবে।

তিনি যেভাবে শিষ্যদের ভালবেসেছিলেন, আমরা যেন সেইভাবে পরস্পরকে ভালবাসি, একথার চেয়ে প্রভু আপন পরিত্রাণদায়ী সতর্কবাণী ও দিব্য আজ্ঞার মধ্যে আর কোন্ কথাই বা শিষ্যদের অন্তরে অধিক ঢোকাতে চেষ্টা করলেন? বা কোন্ কথাই বিশেষভাবে পালন ও রক্ষা করতে আজ্ঞা করলেন? কিন্তু ঈর্ষার দরুন যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে না, ভালবাসার পাত্রও হতে পারে না, সে কেমন করে প্রভুর শান্তি ও ভালবাসা রক্ষা করতে পারবে?

এজন্য শান্তি ও ভালবাসার গুণ উল্লেখ করতে গিয়ে, জোর করেই এ কথাও ব'লে যে ভালবাসার দাবি অক্ষুণ্ন ও অলঙ্ঘ্য না রাখতে পারলে তাঁর বিশ্বাস, আশা, অর্থদান, সাক্ষ্যমর বা ধর্মশহীদের যন্ত্রণাও তাঁর কোন উপকার আসবে না, প্রেরিতদূত পল বলে চলেন, *ভালবাসা সহিষ্ণু, মধুর তো ভালবাসা; ভালবাসা ঈর্ষা করে না* (১ করি ১৩:৪)। তেমন কথা বলে তিনি শিক্ষা ও প্রমাণ করতে চান যে, যে ব্যক্তি উদারমনা, মঙ্গলকামী, হিংসা ও ঈর্ষা থেকে দূরে থাকে, সে-ই ভালবাসা রক্ষা করতে পারে। একই প্রকারে, বাপ্তিস্মের গুণে যে মানুষ পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হয়েছে ও ঈশ্বরের সন্তান হয়ে উঠেছে, আত্মিক ও স্বর্গীয় যত কিছুর অন্বেষণ করতে তাকে আহ্বান করে তিনি অন্য স্থানে বলে চলেন, *ভাই, আমি সেসময় তোমাদের কাছে আত্মিক মানুষদের কাছে যেন কথা বলতে*

পারিনি, মাংসময় মানুষদের কাছে যেন, খ্রিস্টে এখনও শিশুদেরই কাছে যেন কথা বলেছি, কারণ এখনও তোমরা মাংসাধীন হয়ে আছ। যতদিন তোমাদের মধ্যে ঈর্ষা ও বিবাদ দেখা দেয়, ততদিন তোমরা কি মাংসাধীন নও? (১ করি ১৩:১, ৩)।

আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের সূত্রপাত থেকেই যদি দেখাতে না পারি, আমরা খ্রিষ্টের অনুরূপ, তাহলে স্বর্গীয় মানুষের সাদৃশ্য পরিধান করতে পারি না। এর মানে হল: তুমি আগে যা ছিলে তার পরিবর্তন ঘটাও, আর যা ছিলে না তাই হতে শুরু কর, যাতে তোমার মধ্যে তোমার ঐশপুত্রত্ব উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পেতে পারে। ঈশ্বরের পিতৃত্বের পাশাপাশি আমাদের ঈশ্বরসন্তানোচিত ব্যবহার থাকার কথা, তবেই জীবনাচরণ দ্বারা ঈশ্বর মানুষের মধ্যে গৌরবান্বিত ও প্রশংসিত হবেন। যারা তাঁকে গৌরবান্বিত করবেন, তাদের কাছে প্রতিগৌরব দানের কথা প্রতিশ্রুত হয়ে ঈশ্বর নিজেই এ উদ্দেশ্যে আমাদের আহ্বান করেন, সতর্কবাণীও দান করেন; তিনি বলেন: *যারা আমাকে সম্মান করবে, আমিও তাদের সম্মান করব; আর যারা আমাকে অবজ্ঞা করবে, তারা অবজ্ঞার বস্তু হবে* (১ শামু ২:৩০)। তেমন গৌরবলাভের জন্য আমাদের প্রস্তুত ও গঠন করার উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের পুত্র সেই প্রভু সুসমাচারে পিতা ঈশ্বরের ছবি আমাদের অর্পণ করেন; তিনি বলেন, *তোমরা শুনেছ, বলা হয়েছিল, তোমার প্রতিবেশীকে ভালবাসবে ও তোমার শত্রুকে ঘৃণা করবে। কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, তোমরা তোমাদের শত্রুদের ভালবাস, ও যারা তোমাদের নির্যাতন করে, তাদের মঙ্গল প্রার্থনা কর, যেন তোমরা তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার সদৃশ হতে পার* (মথি ৫:৪৩-৪৫)।

খ বর্ষ - মার্ক ২:১-১২

> কয়েক দিন পর যিশু আবার কাফার্নাউমে চলে এলে শোনা গেল যে, তিনি বাড়িতে আছেন; আর এত লোক এসে জমা হল যে, দরজার সামনেও আর জায়গা রইল না। তিনি তাদের কাছে বাণী প্রচার করছিলেন, সেসময়ে কয়েকজন লোক এসে উপস্থিত হল; তারা চারজন লোকের সাহায্যে তাঁর কাছে একজন পক্ষাঘাতগ্রস্তকে বহন করে নিয়ে এল; কিন্তু ভিড়ের কারণে তাঁর কাছে আসতে না পারায়, তিনি যেখানে ছিলেন, সেই জায়গার ছাদ খুলে ফেলে ছিদ্র করে মাদুরটা নামিয়ে দিল যার উপরে পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোকটি শুয়ে ছিল। তাদের

বিশ্বাস দেখে যিশু সেই পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোককে বললেন, ‘বৎস, তোমার পাপ ক্ষমা করা হল।’
সেসময়ে সেখানে কয়েকজন শাস্ত্রী বসে ছিলেন; তাঁরা মনে মনে ভাবতে লাগলেন, ‘এ এমন কথা কেন বলছে? ঈশ্বরনিন্দাই করছে। একমাত্র ঈশ্বর ছাড়া আর কেইবা পাপ ক্ষমা করতে পারে?’ তাঁরা মনে মনে একথা ভাবছেন, যিশু তখনই এবিষয়ে আত্মায় সচেতন হয়ে তাঁদের বললেন, ‘আপনারা কেন মনে মনে এমন কথা ভাবছেন? পক্ষাঘাতগ্রস্তকে কোন্‌টা বলা সহজ, “তোমার পাপ ক্ষমা করা হল”, না “ওঠ, তোমার মাদুর তুলে নিয়ে হেঁটে বেড়াও”? আচ্ছা, মানবপুত্রের যে পৃথিবীতে পাপ ক্ষমা করার অধিকার আছে, তা যেন আপনারা জানতে পারেন, এইজন্য—তিনি সেই পক্ষাঘাতগ্রস্তকে বললেন—তোমাকে বলছি, ওঠ, তোমার মাদুর তুলে নাও আর বাড়ি যাও।’ আর সে উঠে দাঁড়িয়ে তখনই মাদুর তুলে নিয়ে সকলের সামনে বাইরে চলে গেল; এতে সকলে খুবই স্তম্ভিত হল, এবং এই বলে ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন করল, ‘এমন কিছু আমরা কখনও দেখিনি।’

❖ বিশপ সাধু জন খ্রিসোস্তম-লিখিত ‘যাজকত্ব প্রসঙ্গ’ (৩য় পুস্তক ৫-৬)

এসব কিছু যাজকদের তৈলাভিষিক্ত হাত দ্বারা সাধিত

আমরা যদি মনে মনে ভাবি কতই না মহান ব্যাপার যে রক্তমাংসের একটা সাধারণ মানুষ সেই পুণ্য ও অমর ঐশস্বরূপে সহভাগিতা করতে উন্নীত হয়, তখন অবশ্যই উপলব্ধি করব পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ কেমন সম্মানে যাজকদের ভূষিত করেছে। বস্তুত তাঁরা আমাদের মর্যাদা ও পরিত্রাণে ছাড়া অন্য কিছুতে প্রবৃত্ত থাকেন না। এবং পৃথিবীতে বাস করেও তাঁরা স্বর্গীয় বাস্তবতা বিতরণ করতে নিযুক্ত, ও এমন অধিকার লাভ করেছেন যা ঈশ্বর দূত বা মহাদূতদেরও দেননি, কারণ তাঁদের কখনও বলা হয়নি, *পৃথিবীতে তোমরা যা কিছু বেঁধে দেবে, স্বর্গে তা বাঁধা হবে, এবং পৃথিবীতে তোমরা যা কিছু মুক্ত করবে, তা স্বর্গে মুক্ত হবে* (মথি ১৮:১৮)।

পৃথিবীর নেতাদেরও বেঁধে দেবার অধিকার রয়েছে বটে, তবু তাঁরা দেহ মাত্র বাঁধতে পারেন; অন্যদিকে যাজকদের অধিকার আত্মাকেই স্পর্শ করে ও স্বর্গের উর্ধ্বেও যায়,

এবং একইসময় ঊর্ধ্ব থেকে ঈশ্বর সেই সবকিছুতে সম্মতি জানান, পৃথিবীতে যাজকেরা যা করে থাকেন: স্বয়ং প্রভু আপন দাসদের রায় কার্যকারী করেন।

তিনি তখনই স্বর্গীয় বাস্তবতার উপর তাঁদের অধিকার দিলেন যখন বললেন, *তোমরা যদি কারও পাপ ক্ষমা কর, তা ক্ষমা করা হবে; যদি কারও পাপ ধরে রাখ, তা ধরে রাখা থাকবে* (যোহন ২০:২৩)। এ অধিকারের চেয়ে মহা অধিকার কী? *পিতা সমস্ত বিচার পুত্রের হাতে তুলে দিলেন* (যোহন ৫:২২), আর আমি দেখছি যে পুত্র দ্বারা সমস্ত বিচার যাজকদের কাছে হস্তান্তরিত হয়েছে। তাঁরা এমন অধিকারে উন্নীত হয়েছেন, তাঁরা ঠিক যেন স্বর্গেই উপনীত হয়ে আমাদের ভাবাবেগ থেকে মুক্তি পেয়ে ইতিমধ্যে মানবস্বরূপের অতীত। জল ও পবিত্র আত্মা দ্বারা নবজন্ম না নিয়ে কেউই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারে না (যোহন ৩:৩:৫ দ্রঃ), এবং প্রভুর মাংস না খেয়ে ও তাঁর রক্ত পান না করে মানুষ অনন্ত জীবন থেকে বঞ্চিত (যোহন ৬:৫৩ দ্রঃ)—যখন এসব কিছু কেবল যাজকদের তৈলাভিষিক্ত হাত দ্বারাই সাধিত হতে পারে, তখন তাঁদের সহযোগিতা এড়িয়ে কেইবা নরকের আগুন এড়াতে পারবে বা মনোনীতদের জন্য সংরক্ষিত বিজয়মালা পেতে পারবে?

তাঁদের কাছে, হ্যাঁ, তাঁদেরই কাছে আত্মিক জন্মদানের দায়িত্ব, তথা বাপ্তিস্ম দ্বারা আত্মাদের নবজন্ম দেওয়ার দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে; তাঁদেরই মধ্য দিয়ে আমরা খ্রিষ্টকে পরিধান করেছি ও ঈশ্বরের পুত্রের সঙ্গে সমাহিত হয়ে সেই ধন্য মাথার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হয়ে উঠি। তাঁরাই আমাদের ঐশ্বরিক জন্মের সাধক—সেই যে সত্যকার ধন্য নবজন্ম যা আমাদের সত্যকার স্বাধীনতা, অর্থাৎ অনুগ্রহ অনুসারে দত্তকপুত্রত্ব দান করে।

গ বর্ষ - লুক ৬:২৭-৩৮

একদিন যিশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, ‘তোমরা যারা শুনছ, আমি তোমাদের বলছি, তোমরা তোমাদের শত্রুদের ভালবাস; যারা তোমাদের ঘৃণা করে, তাদের উপকার কর; যারা তোমাদের অভিশাপ দেয়, তাদের আশীর্বাদ কর; যারা তোমাদের প্রতি দুর্ব্যবহার করে, তাদের মঙ্গল প্রার্থনা কর। যে তোমার এক গালে চড় মারে, অন্য গালও তার দিকে পেতে দাও; যে তোমার চাদর কেড়ে

নেয়, তাকে জামাও নিতে বারণ করো না। যে কেউ তোমার কাছে যাচনা করে, তাকে দাও; আর তোমার নিজের জিনিস যে কেড়ে নেয়, তার কাছে তা আর ফিরিয়ে চেয়ো না। তোমরা লোকদের কাছ থেকে যেমন ব্যবহার প্রত্যাশা কর, তোমরা তাদের প্রতি সেইমত ব্যবহার কর। যারা তোমাদের ভালবাসে, তাদেরই ভালবাসলে তোমরা কী অনুগ্রহ পাবে? পাপীরাও তাদের ভালবাসে যারা তাদের ভালবাসে। আর যারা তোমাদের উপকার করে, তাদেরই উপকার করলে তোমরা কী অনুগ্রহ পাবে? পাপীরাও সেইমত করে। আর যাদের কাছ থেকে পাবার আশা থাকে, তাদেরই ধার দিলে তোমরা কী অনুগ্রহ পাবে? পাপীরাও পাপীদের ধার দেয় যেন সেই পরিমাণে আবার পেতে পারে। তোমরা কিন্তু তোমাদের শত্রুদের ভালবাস, তাদের উপকার কর, ও ফেরত পাবার কোন আশা না রেখেই ধার দাও, তাহলেই তোমাদের মজুরি প্রচুর হবে, ও তোমরা পরাৎপরের সন্তান হবে, কেননা তিনি অকৃতজ্ঞ ও দুর্জনদের প্রতিও কৃপাময়।

তোমাদের পিতা যেমন দয়াবান, তোমরাও তেমনি দয়াবান হও। তোমরা বিচার করো না, তবে বিচারাধীন হবে না; কাউকে দোষী করো না, তবে তোমাদের দোষী করা হবে না; ক্ষমা কর, তবে তোমাদের ক্ষমা করা হবে; দাও, তবে তোমাদের দেওয়া হবে—উত্তম পরিমাপে, ঠাসা, ঝেঁকে-নেওয়া, উপচে-পড়া পরিমাপেই তোমাদের কোলে ফেলে দেওয়া হবে; কারণ যে মাপকাঠিতে তোমরা পরিমাপ কর, ঠিক সেই মাপকাঠিতে তোমাদের জন্য পরিমাপ করা হবে।'

❖ মহাপ্রাণ সাধু লিওর উপদেশাবলি (উপদেশ ১৭:১-৪)

তোমার উপকর্তা চান তুমি দানশীল হবে

প্রিয়জনেরা, সুসমাচার অনুসারে জীবনযাপন করার জন্য প্রাচীন বিধান জানা অত্যন্ত উপযুক্ত, কেননা তার কয়েকটা নিয়ম নতুন নিয়মনীতিতে স্থান পেয়েছে; তাছাড়া মণ্ডলীর ধর্মীয় পরম্পরা দেখায় যে, প্রভু যিশু বিধান বাতিল করতে নয়, তার পূর্ণতা দিতেই এসেছেন (মথি ৫:১৭)।

বস্তুতপক্ষে আমাদের ত্রাণকর্তার আগমন সংক্রান্ত সমস্ত প্রতীক অর্থশূন্য হয়ে পড়লে ও বাস্তবতার আবির্ভাবে সমস্ত পূর্বদৃষ্টান্ত পূর্ণতালাভের পর নিঃশেষিত হলে তবু সেই সমস্ত বিধিনিয়ম—যা জীবনাচরণের নিয়ম রূপে বা ঐশউপাসনার পবিত্রতা রক্ষার জন্য ধর্মভক্তি দ্বারা উপস্থাপিত হয়েছিল—আমাদের জন্য এখনও একই আকারে বলবৎ

থাকে: এক কথায়, প্রাক্তন ও নব সন্ধির জন্য যা কিছু সমুচিত ছিল, তার কোন প্রকার পরিবর্তন ঘটেনি।

সুতরাং দয়াধর্মে যুক্ত প্রার্থনা ঈশ্বরের কাছে অত্যন্ত কার্যকারী, কারণ গরিব থেকে যে দৃষ্টি ফেরায় না সে সঙ্গে সঙ্গে নিজের উপর ঈশ্বরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, যেভাবে প্রভু বলেছিলেন, *তোমাদের পিতা যেমন দয়াবান, তোমরা তেমনি দয়াবান হও; ক্ষমা কর, তবে তোমাদের ক্ষমা করা হবে* (লুক ৬:৩৬, ৩৭)। তেমন ধর্মময়তার চেয়ে মঙ্গলকর কী আছে? বিচারের রায় যে বিচারিতের হাতে দেওয়া হয়, তেমন উক্তির চেয়ে কি ক্ষমাশীল উক্তি আছে? *তোমরা দাও, তবে তোমাদের দেওয়া হবে* (লুক ৬:৩৮)। আহা, কতই না শীঘ্রই পড়ে যায় সন্দেহের যত দুশ্চিন্তা ও কৃপণতার যত দ্বিধা, যাতে স্বয়ং সত্য যা ফেরত দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন, মানুষ মনের শান্তিতেই তা দান করতে পারে! হে খ্রিষ্টিয়ান, তুমি যে অর্থদান কর, দানশীল হও। দাও, তুমি পাবেই; বীজ বোন, ফসল সংগ্রহ করবেই; ছড়িয়ে দাও, তোমার লাভ হবেই। খরচ করতে ভীত হয়ো না; দুশ্চিন্তায় থেকো না, ঠিক যেন ফসল অনিশ্চিত! ভাল মত বিতরণ করলে তোমার ধন বাড়বেই। তুমি দয়ার ন্যায্য লাভের আকাঙ্ক্ষা কর, অনন্ত জীবনের উদ্দেশে অবিরত ব্যবসা কর।

যিনি তোমার প্রতিদান দেবেন, তিনি চান তুমি দানশীল হবে; তুমি যেন সম্পদশালী হও, যিনি দান করেন, তিনি দান করতে তোমাকে আজ্ঞা দেন: *দাও, তোমাদের দেওয়া হবে।*

তেমন প্রতিশ্রুতির শর্ত আঁকড়ে ধর, সানন্দেই তা আলিঙ্গন কর, কারণ *তোমার এমন কীবা আছে যা পাওনি* (১ করি ৪:৭) এ বচন যতই সত্য, তবু এমনটি হতে পারে না যে, যা তুমি দান করেছ, আবার তা পাবে না। সুতরাং যে কেউ অর্থ ভালবাসে ও নিজ সম্পদ অতিমাত্রায় বৃদ্ধি করতে ইচ্ছা করে, সে এ পুণ্য সুদ কারবারের অনুশীলন করুক এবং এ চালাকিতে অর্জিত লাভের ফলে নিজেকে ধনবান করুক। সে যেন অভাবগ্রস্তের প্রয়োজন নিজের স্বার্থে ব্যবহার না করে, পাছে মিথ্যা সহায়তায় নিহিত চালাকি তাকে অশোধনীয় ঋণের জালে জড়িয়ে দেয়; সে বরং তাঁরই পাওনাদার ও সুদখোর হোক

যিনি বলেছেন, *দাও, তবে তোমাদের দেওয়া হবে, কারণ যে মাপকাঠিতে তোমরা পরিমাপ কর, ঠিক সেই মাপকাঠিতে তোমাদের জন্য পরিমাপ করা হবে* (লুক ৬:৩৮)।

তাই প্রিয়জনেরা, তোমরা যারা সমস্ত অন্তর দিয়ে ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি বিশ্বাস করেছ, কৃপণতার ঘৃণ্য কুষ্ঠরোগ থেকে দূরে পালাও, ও ঈশ্বরের দানগুলি ভালবাসা ও সুবুদ্ধির সঙ্গে কাজে প্রয়োগ কর। আর যেহেতু তোমরা তাঁর দানশীলতা ভোগ করছ, সেজন্য এমনটি কর যাতে পরকেও তোমাদের আনন্দের সহভাগী করতে পার।

৮ম রবিবার

ক বর্ষ - মথি ৬:২৪-৩৪

সেসময় যিশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, ‘দুই মনিবের সেবায় থাকা কারও পক্ষে সম্ভব নয়: সে হয় একজনকে ঘৃণা করবে আর অন্যজনকে ভালবাসবে, না হয় একজনের প্রতি আকৃষ্ট হবে আর অন্যজনকে উপেক্ষা করবে—ঈশ্বর ও ধন, উভয়ের সেবায় থাকা তোমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

এজন্য আমি তোমাদের বলছি, কী খাব, কী পান করব বলে প্রাণের বিষয়ে, কিংবা কী পরব বলে শরীরের বিষয়ে চিন্তিত হয়ো না; খাদ্যের চেয়ে প্রাণ ও পোশাকের চেয়ে শরীর কি বড় ব্যাপার নয়? আকাশের পাখিদের দিকে তাকাও; তারা বোনেও না, কাটেও না, গোলাঘরেও জমায় না, অথচ তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা তাদের খেতে দিয়ে থাকেন; তোমরা কি তাদের চেয়ে অধিক মূল্যবান নও? আর তোমাদের মধ্যে কে চিন্তিত হয়ে নিজের আয়ুষ্কাল কিঞ্চিৎও বাড়াতে পারে? আর পোশাকের জন্য কেন চিন্তিত হও? মাঠের লিলিফুলের কথা ভেবে দেখ তারা কেমন করে বেড়ে ওঠে: তারা তো শ্রম করে না, সুতোও কাটে না; অথচ আমি তোমাদের বলছি, শলোমনও নিজের সমস্ত গৌরবে এগুলোর একটার মত সুসজ্জিত ছিলেন না। আচ্ছা, মাঠের যে ঘাস আজ আছে ও কাল চুল্লিতে ফেলে দেওয়া হবে, ঈশ্বর যখন তা এভাবে বিভূষিত করেন, তখন হে অল্পবিশ্বাসী, তোমাদের জন্য তিনি কি বেশি চিন্তা করবেন না? অতএব, কী খাব বা কী পান করব বা কী পরব, এ বলে চিন্তিত হয়ো না। বিজাতীয়রাই এই সকল বিষয়ে ব্যস্ত থাকে; বাস্তবিকই তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা জানেন যে, তোমাদের এ সবকিছুর প্রয়োজন আছে। তোমরা বরং প্রথমে তাঁর রাজ্য ও তাঁর ধর্মময়তার অন্বেষণ কর, তাহলে ওই সবকিছুও তোমাদের দেওয়া হবে। সুতরাং আগামীকালের জন্য চিন্তিত হয়ো না: হ্যাঁ, আগামীকাল তার নিজের চিন্তায় নিজে চিন্তিত থাকবে; দিনের পক্ষে তার নিজের কষ্টই যথেষ্ট।’

প্রথমে ঈশ্বরের রাজ্য ও তাঁর ধর্মময়তার অন্বেষণ কর

একথা থেকে শিষ্যদের কী শিক্ষা পেতে হবে, বা তাঁদের কী সিদ্ধান্ত নিতে হবে? নিঃসন্দেহে উত্তর এ: খাদ্য সম্বন্ধে তাঁরা তাঁর উপরেই সমস্ত প্রত্যাশা রাখবেন, সামসঙ্গীতের এ বচন স্মরণ ক'রে যে, *প্রভুর উপর ফেলে দাও তোমার বোঝা, তিনি তোমাকে সুস্থির করবেন* (সাম ৫৫:২৩)। কেননা প্রভু আপন পুণ্যজনদের উপর জীবনযাপনে যা কিছু প্রয়োজন বর্ষণ করেন; তিনি তখনও মিথ্যা বলেন না যখন বলেন, *'কী খাব, কী পান করব' বলে প্রাণের বিষয়ে, কিংবা 'কী পরব' বলে শরীরের বিষয়ে চিন্তিত হয়ো না… কেননা তোমাদের পিতা জানেন যে, তোমাদের এ সবকিছুর প্রয়োজন আছে। তোমরা বরং প্রথমে তাঁর রাজ্য ও তাঁর ধর্মময়তার অন্বেষণ কর, তাহলে ওই সবকিছুও তোমাদের বাড়তি হিসাবে দেওয়া হবে* (মথি ৬:২৫, ৩২-৩৩)।

যাঁরা প্রেরিতদূত পদমর্যাদায় নিযুক্ত, তাঁদের প্রাণ যে কোন ঐশ্বর্য থেকে মুক্ত হবে ও তাঁরা যে উপহার পাবার বাসনা থেকে দূরে থাকবেন ও ঈশ্বর যা দেন তাতেই খুশি হবেন, এ সত্যিই উপযুক্ত ও প্রয়োজন ছিল, কেননা লেখা আছে, *অর্থলালসাই সমস্ত অনিষ্টের মূল* (১ তি ৬:১০)।

সুতরাং, শয়তানের অধীনে বশীভূত না হবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যাপারে প্রবৃত্ত হয়ে সমস্ত অনিষ্টের মূল এ রিপু থেকে সতর্কতার সঙ্গে দূরে থাকা ও মুক্ত হওয়া তাঁদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন ছিল। এভাবে সাংসারিক যত চিন্তা থেকে স্বাধীন হয়ে তাঁরা শরীরের সমস্ত বিষয় তুচ্ছ করতে পারবেন ও ঈশ্বর যা ইচ্ছা করেন তাই শুধু বাসনা করতে পারবেন।

বীরযোদ্ধাও সংগ্রাম করতে গিয়ে যুদ্ধ সংক্রান্ত অস্ত্র ছাড়া অন্য কিছু সঙ্গে নেয় না। তাই যাঁদের খ্রিষ্ট পৃথিবীর সহায়তা করতে ও বিপন্ন যত মানুষের সপক্ষে *এই অন্ধকারময় জগতের অধিপতিদের বিরুদ্ধে* (এফে ৬:১২), এমনকি শয়তানেরই বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে প্রেরণ করছিলেন, তাঁদের পক্ষে এ জগতের দুশ্চিন্তা ও পার্থিব যত চিন্তা থেকে মুক্ত হওয়া উচিত ছিল, তাঁরা যেন আত্মিক অস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে তাদেরই বিরুদ্ধে বীর্যের সঙ্গে সংগ্রাম করতে পারেন যারা খ্রিষ্টের গৌরবের বিরোধিতা করছিল ও পৃথিবীর

যত কিছু নষ্ট করে দিয়েছিল—হ্যাঁ, এরাই তো জগদ্বাসীদের মন ভুলিয়েছিল, মানুষ যেন স্রষ্টার স্থানে সৃষ্টবস্তুকে পূজা করে ও পার্থিব পদার্থ আরাধনা করে।

অতএব, ঐশপরিত্রাণের শিরস্ত্রাণ ও ধর্মময়তা-রণসজ্জায় সজ্জিত হয়ে ও পবিত্র আত্মার খড়্গ অর্থাৎ ঐশবাণী হাতে নিয়ে প্রেরিতদূতদের এই কর্তব্য ছিল, তাঁরা শত্রুদের প্রতি নির্মম হবেন, কলুষিত বা ত্রুটিপূর্ণ কোন কিছুই যথা অর্থলাভের কামনা কি অন্যায্য অর্থলাভের বাসনা ইত্যাদি বাসনা সঙ্গে নেবেন না, কারণ সেই ধরনের বাসনা প্রাণের চিন্তা ঈশ্বরের গ্রহণীয় জীবন থেকে সরিয়ে দেয়, ফলে প্রাণ ঈশ্বরধ্যানে বাধা পেয়ে পার্থিব ও সাংসারিক চিন্তায় নিমজ্জিত হয়ে পড়ে।

খ বর্ষ - মার্ক ২:১৮-২২

সেসময় যোহনের শিষ্যেরা ও ফরিশীরা উপবাস করছিলেন; তাঁরা যিশুকে এসে বললেন, 'যোহনের শিষ্যেরা ও ফরিশীদের শিষ্যেরা উপবাস পালন করে, কিন্তু আপনার শিষ্যেরা তা করে না, এর কারণ কী?' যিশু তাঁদের বললেন, 'বর সঙ্গে থাকতে কি বরযাত্রীরা উপবাস করতে পারে? বর যতদিন তাদের সঙ্গে থাকেন, তারা ততদিন উপবাস করতে পারে না। কিন্তু এমন দিনগুলি আসবে, যখন বরকে তাদের কাছ থেকে তুলে নেওয়া হবে; তখন, সেই দিনেই, তারা উপবাস করবে। পুরাতন পোশাকে কেউ কোরা কাপড়ের তালি দেয় না; দিলে সেই নতুন তালিতে ওই পুরাতন পোশাক ছিঁড়ে যায় ও ছেঁড়াটা আরও বড় হয়। আরও, কেউ পুরাতন চামড়ার ভিস্তিতে নতুন আঙুররস রাখে না; রাখলে আঙুররসে ভিস্তিগুলো ফেটে যায়, ফলে আঙুররসও নষ্ট হয়, ভিস্তিগুলোও নষ্ট হয়; নতুন আঙুররস বরং নতুন চামড়ার ভিস্তিতেই রাখা চাই।'

❖ বিশপ সাধু ইরেনেউস-লিখিত 'ভ্রান্তমতের বিরুদ্ধে' (৪র্থ পুস্তক ৩৪:১, ২, ৩)

আপন আগমনে
খ্রিষ্ট সবকিছু পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন

প্রেরিতদূতদের দ্বারা হস্তান্তরিত সেই সুসমাচার আরও মনোযোগের সঙ্গে পাঠ কর, ভাববাণীগুলোও আরও মনোযোগের সঙ্গে পাঠ কর, তবে দেখতে পাবে যে সেগুলোতে

আমাদের প্রভুর প্রতিটি কাজ, প্রতিটি উপদেশ ও তাঁর যন্ত্রণাভোগের কথা পূর্বপ্রচারিত হয়েছিল। আর তখন যদি এধরনের চিন্তার উদয় হয় যে, বেশ, তাহলে আপন আগমনে প্রভু নতুন কী এনে দিয়েছেন? তখন একথা জেনে নাও যে, যাঁর কথা পূর্বপ্রচারিত হয়েছিল, আপন আগমনে তিনি সবকিছুর নবায়ন সাধন করলেন। হ্যাঁ, এ কথাই প্রচারিত ছিল যে, মানুষকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত ও সঞ্জীবিত করার জন্য *আমি নতুন কিছু করতে যাচ্ছি* (ইশা ৪৩:১৯)। সুতরাং রাজার জন্মসংবাদ এ দাসদের কাছে পূর্বঘোষিত হল, তাদেরই প্রস্তুত করতে প্রেরিত হলেন যারা একদিন রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা ও তাঁকে গ্রহণ করার কথা।

এবার রাজা এসেছেন ও যারা তাঁর অধীনে থাকে, তারা পূর্বপ্রচারিত সেই আনন্দে পরিপূর্ণ, তাঁর দেওয়া মুক্তি-প্রাপ্ত, তাঁর দর্শনের সহভাগী; সুতরাং, তারা যখন তাঁর শিক্ষাবাণী শুনেছে ও তাঁর মঙ্গলদানগুলি পেয়ে গেছে, তখন যাঁরা তাঁর আগমনের কথা পূর্বঘোষণা করেছিলেন, তাঁদের কাছে আর জিজ্ঞাসা করতে নেই, রাজা নতুন বলে কী এনে দিলেন। অবশ্যই, তারাই এ জিজ্ঞাসা করবে না, যারা তাঁকে চিনতে পেরেছে। তিনি সত্যিই নিজেকে ও প্রতিশ্রুত যত মঙ্গলদান এনে দিয়েছেন, মানুষের কাছে এমন কিছু দান করেছেন *যার উপর স্বর্গদূতেরাও দৃষ্টি রাখবার জন্য আকাঙ্ক্ষী* (১ পি ১:১২)।

এসে তিনি সবকিছু সম্পন্ন করেছেন; আজও, ও জগৎশেষ পর্যন্ত তিনি বিধানের পূর্বদৃষ্টান্ত সেই নতুন সন্ধি মণ্ডলীতে সিদ্ধ করে থাকেন। এমন কেউ আছে যারা বলে, নবীরা এমন অন্য দেবতা দ্বারাই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, যে দেবতা চরমকালে পৃথিবীতে আগত ঈশ্বরপুত্রের সাধিত কাজ তথা অবর্ণনীয় পিতার পরিচয়দান, তাঁর রাজ্যপ্রচার ও তাঁর সুব্যবস্থা-ঘোষণা জানত না। তাহলে নবীরা কী করেই বা রাজার আগমনের সংবাদ পূর্বপ্রচার করতে পারলেন? কী করেই বা সেই মুক্তির কথা পূর্বপ্রচার করতে পারলেন, যে মুক্তি খ্রিষ্ট এসেই দান করলেন? কী করেই বা খ্রিষ্ট কথায় ও কাজে যা কিছু সাধন করেছেন তাঁরা তার পূর্বঘোষণা করতে পারলেন? কী করেই বা তাঁর যন্ত্রণাভোগের বর্ণনা ও নবসন্ধির কথা পূর্বপ্রচার করতে পারলেন? সকল নবী এই একই কথার ভাববাণী দিয়েছিলেন, তবু তাঁদের আমলে একটাও পূর্ণতা লাভ করেনি।

এসব কিছু যদি কোন নবীর সময় ঘটতে থাকত, তাহলে সেই নবীর পরে যে নবীরা এলেন তাঁরা তা ভাবী ঘটনা বলে তার ভাববাণী দিতেন না। আর একথা নিশ্চিত যে, কুলপতি কি নবী কি প্রাচীন রাজার মধ্যে এমন কেউই নেই যাঁর বেলায় এ সমস্ত ভাববাণীর একটাও প্রত্যক্ষ ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সিদ্ধি লাভ করল। তাঁরা সকলে খ্রিষ্টের দুঃখযন্ত্রণার বিষয়ে ভাববাণী দিলেন, তাঁরা নিজেরা কিন্তু সেই প্রচারিত দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করেননি; প্রভুর যন্ত্রণাভোগের ভাববাণী কারও জীবনে বাস্তব রূপ পায়নি। সুতরাং, কেবল প্রভুই ছিলেন নবীদের প্রচারের লক্ষ্য, আর কেবল প্রভুর বেলায়ই সমস্ত ভাববাণী সঠিক পূর্ণতা লাভ করল।

গ বর্ষ - লুক ৬:৩৯-৪৫

একদিন যিশু তাঁর শিষ্যদের একটা উপমা-কাহিনী শোনালেন, 'অন্ধ কি অন্ধকে পথ দেখাতে পারে? দু'জনেই কি গর্তে পড়বে না? শিষ্য গুরুর চেয়ে বড় নয়, কিন্তু যে কেউ পরিপক্ক, সে-ই নিজের গুরুর মত হবে। তোমার ভাইয়ের চোখে যে কুটোটুকু রয়েছে, তুমি কেন তা লক্ষ কর, কিন্তু তোমার নিজের চোখে যে কড়িকাঠ রয়েছে, কেন তা তুমি দেখ না? কেমন করে তুমি তোমার নিজের ভাইকে বলতে পার, ভাই, এসো, তোমার চোখে যে কুটোটুকু রয়েছে, তা আমি বের করে দিই, যখন তোমার নিজের চোখে যে কড়িকাঠ রয়েছে তা দেখছ না? ভণ্ড, আগে নিজের চোখ থেকে কড়িকাঠটা বের করে ফেল, আর তখনই তোমার ভাইয়ের চোখ থেকে কুটোটুকুটা বের করার জন্য স্পষ্ট দেখতে পাবে।

কেননা এমন ভাল গাছ নেই যাতে মন্দ ফল ধরে, এবং এমন মন্দ গাছও নেই যাতে ভাল ফল ধরে; নিজ নিজ ফল দ্বারাই প্রতিটি গাছ চেনা যায়। লোকে তো কাঁটাগাছ থেকে ডুমুরফল পাড়ে না, শেয়ালকাঁটা থেকেও আঙুর তোলে না। ভাল মানুষ নিজের হৃদয়ের ভাল ভাণ্ডার থেকে ভাল জিনিস বের করে, ও মন্দ মানুষ মন্দ ভাণ্ডার থেকে মন্দ জিনিস বের করে; কেননা হৃদয় থেকে যা ছেপে ওঠে, তার মুখ তা-ই বলে।'

শিষ্যেরা বিশ্বের দিশারী ও গুরু হতে আহূত

শিষ্য গুরুর চেয়ে বড় নয়, কিন্তু যে কেউ পরিপক্ক হয়, সে-ই নিজের গুরুর মত হবে (লুক ৬:৪০)। শিষ্যেরা সমগ্র বিশ্বের দিশারী ও গুরু হতে আহূত হয়েছিলেন বিধায় তাঁদের পক্ষে এ প্রয়োজন ছিল, তাঁরা ধর্ম বিষয়ে নিজেদের অধিক প্রস্তুত করবেন: তাঁদের সুসমাচারের পথ সম্বন্ধে সুদক্ষ ও যে কোন সৎকাজের অনুশীলনে আদর্শবান হওয়ার কথা, যেন শিষ্যদের কাছে সত্যের সম্পূর্ণরূপে অনুরূপ, স্পষ্ট ও নিশ্চিত ধর্মশিক্ষা উপস্থাপন করতে পারেন। অন্যথা যাঁরা স্বয়ং সত্যকে দেখতে পেয়েছিলেন ও তাঁর দিব্য আলোতে উদ্ভাসিত হয়েছিলেন, ঠিক তাঁরাই অন্ধ ও অন্ধদের চালক হবেন। কেননা অজ্ঞতার অন্ধকারে যে আবিষ্ট, যারা তার একই শোচনীয় অবস্থায় ভুগছে, সে তাদের সত্যজ্ঞানে চালিত করতে পারে না। চেষ্টা করলে, চালক ও চালিত দু'জনেই বিশৃঙ্খল ভাবাবেগের গর্তে পড়ে যাবে।

গর্ব, তেমন বিস্তারিত রিপুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য ও তাঁরা যেন নিজেদের গুরুদের চেয়ে অধিক সম্মানের পাত্র হবার দাবি না করেন, সেজন্য প্রভু বললেন, *শিষ্য গুরুর চেয়ে বড় নয়।* আর যখন কোন শিষ্য এত পরিপক্ক হয় যে গুরুর মত হয়ে ওঠে, তখনও বিনম্রতার মাত্রা বজায় রেখে তার পক্ষে গুরুর অনুকরণ করা উচিত। প্রভুর পরে পলও একদিন বললেন, *তোমরা আমার অনুকারী হও, যেমন আমি প্রভুর* (১ করি ১১:১)। গুরু যখন এখনও বিচার করেন না, তখন তুমি কোন্ স্পর্ধার জোরে দণ্ড দিতে যাচ্ছ? যিনি জগতের বিচার করতে নয়, জগতের প্রতি দয়া দেখাতেই এসেছেন, তিনি তোমাকেও বলেন, আমি যখন বিচার করি না, আমার শিষ্য যে তুমিও বিচার করো না। এমনটি হতে পারে, যাকে তুমি দণ্ডিত করছ, তার চেয়ে তুমিই অপরাধী। তখন কি তোমার লজ্জা হবে না?

এ ধারণা প্রভু অন্য উদাহরণ দিয়েও ব্যক্ত করেছিলেন: *তোমার ভাইয়ের চোখে যে কুটোটুকু রয়েছে, তুমি কেন তা লক্ষ কর?* (লুক ৬:৪১)। তেমন কথার মধ্য দিয়ে তিনি আরও স্পষ্টতর ভাবে আমাদের চেতনা দেন আমরা যেন পরের বিচার করা থেকে দূরে থেকে বরং নিজেদের হৃদয় যাচাই করি, ও যত বিশৃঙ্খল ভাবাবেগ হৃদয় জড়িয়ে রাখছে

ঈশ্বরের সহায়তা প্রার্থনা ক'রে যেন সেই সমস্ত বিশৃঙ্খল ভাবাবেগ বের করে দিতে সচেষ্ট থাকি। কেননা তিনিই তো ভগ্নহৃদয় সুস্থ করে তোলেন ও আত্মার যত রোগ থেকে আমাদের মুক্ত করেন। যখন অন্যের চেয়ে তুমিই অধিক ও গুরুতর অপরাধে অপরাধী, তখন কি নিজের পাপ ভুলে গিয়ে তাদের তিরস্কার করতে যাচ্ছ? অতএব, প্রভুর এ আজ্ঞা তাদের সকলেরই পক্ষে প্রয়োজন যারা ভাল হতে চায়, কিন্তু বিশেষভাবে তাঁদেরই পক্ষে একান্ত প্রয়োজন যাঁরা ধর্মশিক্ষা দানের দায়িত্বপ্রাপ্ত।

নিজেদের আচরণে সুসমাচারের আদর্শ অনুযায়ী সাক্ষ্য দান ক'রে তাঁরা ভাল ও তৎপর হলে, তবে যারা তাঁদের মত আচরণ করতে বা গুরুদের উজ্জ্বল জীবনদৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে অসম্মত, তাঁরা আরও ন্যায়সঙ্গত ভাবে তাদের ভর্ৎসনা করতে পারবেন।

৯ম রবিবার

ক বর্ষ - মথি ৭:২১-২৭

সেসময় যিশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, ‘যারা আমাকে “প্রভু, প্রভু” বলে, তারা সকলে যে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করবে এমন নয়, কিন্তু আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা যে পালন করে, সে-ই প্রবেশ করবে। সেইদিন অনেকে আমাকে বলবে, “প্রভু, প্রভু, আপনার নামে আমরা কি ভাববাণী দিইনি? আপনার নামে কি অপদূত তাড়াইনি? আপনার নামে কি বহু পরাক্রম-কর্ম সাধন করিনি?” তখন আমি তাদের স্পষ্ট বলব: আমি কখনও তোমাদের জানিনি। হে জঘন্য কর্মের সাধক, আমা থেকে দূর হও।

অতএব যে কেউ আমার এই সকল বাণী শুনে তা পালন করে, সে তেমন এক বুদ্ধিমান লোকের মত, যে শৈলের উপরে নিজের ঘর গাঁথল। বৃষ্টি নামল, বন্যা এল, বাতাস বইল ও সেই ঘরে আঘাত হানল, তবু তা পড়ল না, কারণ তার ভিত শৈলের উপরেই স্থাপিত ছিল। কিন্তু যে কেউ আমার এই সকল বাণী শুনে তা পালন করে না, সে তেমন এক নির্বোধ লোকের মত, যে বালুর উপরে নিজের ঘর গাঁথল। বৃষ্টি নামল, বন্যা এল, বাতাস বইল ও সেই ঘরে আঘাত হানল, আর তা পড়েই গেল—তার পতন কেমন সাংঘাতিক!’

❖ বিশপ লাতিন এপিফানিউস-লিখিত ‘সুসমাচার ব্যাখ্যা’ (২১শ উপদেশ)

এসো, খ্রিষ্টেই আমাদের বিশ্বাস স্থাপন করি

যেহেতু *প্রতিটি ভাল গাছে ভাল ফল ধরে, কিন্তু মন্দ গাছে মন্দ ফল ধরে* (মথি ১৭:২০), সেজন্য ফল থেকেই গাছের পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা ভাল গাছ হলে, অর্থাৎ ন্যায়বান, ধর্মপ্রাণ ও দয়াবান মানুষ হলে তবে আমাদের ন্যায় ও পবিত্রতার ফল উৎপাদন করতে হবে; অন্যথা আমরা মন্দ গাছ হলে, অর্থাৎ ধর্মহীন, প্রবঞ্চক, লোভী ও পাপী মানুষ হলে, তবে ঐশবিচারের দিনে আমাদের সেই দুধারী খড়্গ দ্বারা উচ্ছেদ করা হবে ও অনন্ত আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। সেই দিন ভাল ও মন্দ মানুষের সেই বিচ্ছেদ ঘটবে, যার কথা আজকের সুসমাচারে বর্ণিত: *যে কেউ আমার এই সকল বাণী শুনে তা*

পালন করে, সে তেমন এক বুদ্ধিমান লোকের মত, যে শৈলের উপরে নিজের ঘর গাঁথল। বৃষ্টি নামল, বন্যা এল, বাতাস বইল ও সেই ঘরে আঘাত হানল, তবু তা পড়ল না, কারণ তার ভিত শৈলের উপরেই স্থাপিত ছিল (মথি ৭:২৪-২৫)। এজন্য যিনি আমাদের মৃত্যু পর্যন্ত অটল, ও কর্মবিরতি দ্বারা নয় বরং পরিশ্রম দ্বারাই আমাদের চিরকালের মত পরিত্রাণপ্রাপ্ত বলে দেখতে চান, তিনি সমস্ত সুখ-বাণী ও অসংখ্য আদেশের পরিশেষে উপসংহার স্বরূপ এ উপমা-কাহিনী উপস্থাপন করলেন, শেষ পর্যন্ত যে নিষ্ঠাবান থাকবে, সে যেন পরিত্রাণ পায়।

পাথরের উপরে নির্মিত সেই ঘর যা প্রতিকূল কোন ঝড়ঝঞ্ঝাও টলাতে পারেনি, তার মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের দৃঢ় খ্রিষ্টবিশ্বাস দেখাতে চাইলেন যা শয়তানের কোন প্রলোভন দ্বারা আলোড়িত হতে পারে না, বরং আত্মিক অস্ত্র দ্বারা শত্রুকে প্রতিরোধ করে আমরা তাকে পরাভূত করে জয়মালা লাভ করতে যোগ্য হয়ে উঠব। সুতরাং ঘরটা হল পবিত্র মণ্ডলী বা আমাদের বিশ্বাস যা শৈলের উপরে স্থাপিত, যেমনটি প্রভু নিজে ধন্য প্রেরিতদূত পিতরকে বলেছিলেন, *তুমি পিতর, আর এই শৈলের উপরে আমি আমার মণ্ডলী গেঁথে তুলব, আর পাতালের দ্বার তার উপরে জয়ী হবে না* (মথি ১৬:১৮)। সুতরাং, আমার প্রিয়জনেরা, যতদিন নির্মাণকাল চলছে, এসো, ততদিন আমাদের বিশ্বাস খ্রিষ্টে স্থাপন করি ও অন্তরটা পুণ্যকর্মে পরিপূর্ণ করি, যেন ঝড় অর্থাৎ সেই গোপন শত্রু এসে আমাদের ধ্বংস না করতে পারে, বরং তার নিজেরই সর্বনাশ ঘটে। এখনও শত্রু আমাদের সঙ্গে আছে, সে আমাদের বুকেই লুকিয়ে রয়েছে, যেমনটি প্রেরিতদূত বলেন, *তোমাদের শত্রু সেই শয়তান গর্জমান সিংহের মত এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সন্ধান করছে কাকে গ্রাস করবে* (১ পি ৫:৮)। অতএব, আমার প্রিয়জনেরা, সমৃদ্ধির সময়ে যে সুবুদ্ধির সঙ্গে দৃঢ়ভাবে ঘর বাঁধবে, প্রতিকূলতার সময়ে সে অধিক শক্তিশালী শুধু নয়, প্রশংসনীয়ও হয়ে উঠবে, *কারণ নিজের যোগ্যতা দেখানোর পর সে সেই জীবনমুকুট পাবে যা তাদেরই কাছে প্রতিশ্রুত যারা তাঁকে ভালবাসে* (যাকোব ১:১২)। সুতরাং, প্রিয়জনেরা, সজাগ থাকা, আগ্রহের সঙ্গে ব্যস্ত থাকা ও পরিশ্রম করা একান্ত প্রয়োজন, যেন খ্রিষ্টের সহায়তায় প্রতিকূল সবকিছু অতিক্রম করতে পারি ও শাশ্বত মঙ্গলদান লাভ করতে পারি।

খ বর্ষ - মার্ক ২:২৩–৩:৬

এক সময় যিশু, সাব্বাৎ দিনে, শস্যখেতের মাঝখান দিয়ে যাচ্ছিলেন, ও তাঁর শিষ্যেরা চলতে চলতে শিষ ছিঁড়তে লাগলেন। এতে ফরিশীরা তাঁকে বললেন, 'দেখুন, সাব্বাৎ দিনে যা বিধেয় নয়, ওরা তা কেন করছে?' তিনি তাঁদের বললেন, 'দাউদ ও তাঁর সঙ্গীরা খাদ্যের অভাবে ক্ষুধার্ত হলে তিনি যা করেছিলেন, আপনারা কি তা কখনও পড়েননি? তিনি তো মহাযাজক আবিয়াথারের সময়ে ঈশ্বরের গৃহে প্রবেশ করলেন, আর যে ভোগ-রুটি যাজকেরাই ছাড়া আর কারও পক্ষে খাওয়া বিধেয় নয়, তিনি তা খেয়েছিলেন ও তাঁর সঙ্গীদেরও দিয়েছিলেন।' তিনি তাঁদের আরও বললেন, 'সাব্বাৎ মানুষের জন্যই সৃষ্ট হয়েছে, মানুষ সাব্বাতের জন্য সৃষ্ট হয়নি; তাই মানবপুত্র সাব্বাতেরও প্রভু।'

তিনি আবার সমাজগৃহে প্রবেশ করলেন; সেখানে একজন লোক ছিল যার একটা হাত নুলো। তিনি সাব্বাৎ দিনে তাকে নিরাময় করেন কিনা, তা দেখবার জন্য তাঁরা তাঁর দিকে লক্ষ রাখছিলেন, যেন তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে পারেন। তিনি নুলো লোকটিকে বললেন, 'মাঝখানে এসে দাঁড়াও।' পরে তাঁদের বললেন, 'সাব্বাৎ দিনে কী করা বিধেয়? উপকার করা না অপকার করা? প্রাণ রক্ষা করা না হত্যা করা?' কিন্তু তাঁরা চুপ করে রইলেন। তখন তিনি তাঁদের হৃদয় কঠিন দেখে দুঃখিত হয়ে চারদিকে তাঁদের প্রতি ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে লোকটিকে বললেন, 'হাত বাড়িয়ে দাও!' সে তা বাড়িয়ে দিল, আর তার হাত সুস্থ হয়ে উঠল। এতে ফরিশীরা বাইরে গিয়ে তখনই হেরোদের লোকদের দলের সঙ্গে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে লাগলেন কি ভাবে তাঁর বিনাশ ঘটানো যায়।

❖ বিশপ সাধু আগস্তিন-লিখিত 'সামসঙ্গীত-মালায় উপদেশাবলি' (সাম ৯১, ১-২)

প্রত্যাশার শান্তিতে যে আনন্দ,
সেই তো আমাদের বিশ্রামবার

ঈশ্বর কেবল বিশ্বাস ও আশা ও ভালবাসারই সঙ্গীত আমাদের শেখান, যেন আমাদের বিশ্বাস সেই দিন পর্যন্ত তাঁর মধ্যে দৃঢ় থাকে, যেদিন আমরা তাঁকে দেখতে পাব—যাঁকে আপাতত দেখতে পাই না তাঁকে বিশ্বাস করে আমরা যেন যখন তাঁকে দেখতে পাব তখন আনন্দ পেতে পারি; এবং যখন আমাদের আর বলা হবে না, 'যা

দেখতে পাও না তা বিশ্বাস কর,’ কিন্তু ‘দেখতে পাচ্ছ বলে আনন্দ কর,’ তখন যেন তাঁর জ্যোতির দর্শনই আমাদের বিশ্বাসের স্থান নিতে পারে। কেননা তাঁকে না দেখা সত্ত্বেও যখন আমরা তাঁকে ভালবাসি, তখন তাঁকে দেখতে পেয়ে তাঁকে আর কতই না ভালবাসব? সুতরাং, আমাদের বাসনা যেন বৃদ্ধি পায়। আমরা ভাবী জগতের উদ্দেশ্যেই তো খ্রিষ্টিয়ান: খ্রিষ্টিয়ান বলে কেউ যেন বর্তমান মঙ্গলের প্রত্যাশা না করে, সংসারের আনন্দও লক্ষ না করে। যদি পারে, যেভাবে পারে, যখন পারে ও যতটুকু পারে সে বর্তমান আনন্দ ভোগ করুক; এ আনন্দ থাকলে, ঈশ্বর তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন বলে তাঁকে ধন্যবাদ জানাক; আর এ আনন্দ না থাকলে, ঈশ্বরের ন্যায়ের জন্য সে তখনও তাঁকে ধন্যবাদ জানাক: *প্রভুর স্তুতিগান গাওয়া কত সুন্দর; হে পরাৎপর, তোমার নামগান করা কতই না সুন্দর* (সাম ৯২:২)।

এ সামসঙ্গীতের শিরনাম হল, ‘বিশ্রামবারের জন্য’। দেখ, আজই তো বিশ্রামবার: হিব্রুরা শারীরিক দিক দিয়েও বিশ্রাম করে এ দিন উদ্‌যাপন করলেও তবু যথেষ্ট অলস ও শিথিল ছিল। বস্তুতপক্ষে তারা কথাবার্তায় সময় ব্যয় করত; আর ঈশ্বর বিশ্রামবার সংক্রান্ত কর্মবিরতি আদেশ দেওয়া সত্ত্বেও তারা নিষিদ্ধ কাজকর্মে এদিন কাটাত। আমাদের কর্মবিরতি কিন্তু দুষ্কর্ম থেকে বিরতিতেই প্রকাশ পায়। আমাদের কাছেও ঈশ্বর বিশ্রামবারের আদেশ দেন। কোন্ বিশ্রামবার? প্রথমে তোমরা ভেবে দেখ সেই বিশ্রামবার কোথায়: আমাদের বিশ্রামবার অভ্যন্তরীণ, আমাদের বিশ্রামবার আমাদের হৃদয়েই অবস্থিত। আসলে অনেকে রয়েছে যারা দেহকে বিশ্রাম দেয়, কিন্তু তাদের অন্তর আলোড়িত। অসৎ মানুষ বিশ্রামবার ভোগ করতে পারে না, কারণ তার বিবেক তাকে বিশ্রাম দেয় না; ফলে সে আলোড়নে জীবন যাপন করতে বাধ্য।

কিন্তু যার বিবেক পরিষ্কার, সে শান্তশিষ্ট—আর তেমন শান্তিই হৃদয়ের বিশ্রামবার। কেননা সে প্রভুর ও তাঁর প্রতিশ্রুতির দিকে চেয়ে থাকে; আর যদিও বর্তমান কালে সে পরিশ্রম করে, তবু ভবিষ্যতের প্রত্যাশায় প্রাণ উজাড় করে দেয়, এবং দুঃখের যত মেঘ উবে যায়, প্রেরিতদূত যেমনটি বলেন, *তোমরা আশায় আনন্দিত হও* (রো ১২:১২)। এমনকি, প্রত্যাশার শান্তিতে যে আনন্দ, সেই তো আমাদের বিশ্রামবার। যার প্রশংসা করছি, এ সামসঙ্গীতের কথা ধ্যান করতে করতে যা গান করছি তা হল: খ্রিষ্টিয়ান

কিভাবে নিজের হৃদয়ে এ বিশ্রামবার উদ্‌যাপন করবে? বিশ্রামে তথা বিবেকের শান্তশিষ্ট আনন্দেই সে বিশ্রামবার উদ্‌যাপন করবে। সুতরাং এ সামসঙ্গীত তোমাকে বোঝায় কিসের দ্বারা মানুষ সাধারণত আলোড়িত, আবার তোমাকে হৃদয়ের বিশ্রামবার পালন করতে শেখায়।

গ বর্ষ - লুক ৭:১-১০

যিশু যা চাচ্ছিলেন জনগণ শুনবে, সেই সমস্ত কথা বলা শেষ করে তিনি কাফার্নাউমে প্রবেশ করলেন। একজন শতপতির একটি দাস পীড়িত হয়ে প্রায় মৃত অবস্থায় ছিল; দাসটি শতপতির খুবই প্রিয় ছিল। যিশুর কথা শুনে তিনি ইহুদীদের কয়েকজন প্রবীণকে পাঠিয়ে তাঁর কাছে মিনতি জানালেন যেন তিনি এসে তাঁর দাসকে ত্রাণ করেন।

যিশুর কাছে এসে তাঁরা ব্যাকুল মিনতি জানাতে লাগলেন, বললেন, 'আপনি যে তাঁর উপকার করবেন, লোকটি তার যোগ্য, কেননা তিনি আমাদের জাতিকে ভালবাসেন; আমাদের সমাজগৃহ নিজেই নির্মাণ করে দিয়েছেন।' তাই যিশু তাঁদের সঙ্গে রওনা হলেন। তিনি বাড়ি থেকে আর তত দূরে নন, সেসময়ে শতপতি কয়েকজন বন্ধুর মধ্য দিয়ে তাঁকে বলে পাঠালেন, 'প্রভু, কষ্ট করবেন না; আপনি যে আমার গৃহে পদধূলি দেবেন, আমি তার যোগ্য নই; এজন্যই আপনার কাছে আসব তেমন যোগ্যও নিজেকে মনে করলাম না। কিন্তু আপনি একটা বাণী দিন আর আমার দাস সুস্থ হয়ে উঠুক। কেননা আমিও কর্তৃপক্ষের অধীনে নিযুক্ত লোক, আবার আমার সৈন্যরাও আমার অধীন; আমি একজনকে "যাও" বললে সে যায়, আর অন্যজনকে "এসো" বললে সে আসে, আর আমার দাসকে "একাজ কর" বললে সে তা করে।' এই সকল কথা শুনে, লোকটির বিষয়ে যিশুর আশ্চর্য লাগল, এবং যে লোকের ভিড় তাঁর অনুসরণ করছিল তাদের দিকে ফিরে বললেন, 'আমি তোমাদের বলছি, ইস্রায়েলের মধ্যে এত গভীর বিশ্বাস দেখতে পাইনি।' পরে যাঁদের পাঠানো হয়েছিল, তাঁরা বাড়ি ফিরে গিয়ে দাসকে সুস্থ অবস্থায় পেলেন।

❖ বিশপ সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি (উপদেশ ৬২:১, ৩-৪)

শতপতির বিনম্র বিশ্বাস

যে সুসমাচারের কথা আমরা এইমাত্র শুনেছি, তাতে বিনম্র বিশ্বাস প্রশংসিত। কারণ যখন প্রভু যিশু সেই দাসকে সুস্থ করতে শতপতির বাড়িতে যাবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তখন শতপতি বলেছিলেন, *আপনি যে আমার গৃহে পদধূলি দেবেন, আমি তার যোগ্য নই* (লুক ৭:৬)। নিজেকে অযোগ্য বলে ঘোষণা করে তিনি এমন যোগ্যতা লাভ করলেন যাতে যিশু তাঁর বাড়িতে শুধু নয়, তাঁর হৃদয়েই বিশেষভাবে প্রবেশ করেন। এমনকি, তাঁর অন্তরে যদি ইতিমধ্যে সেই তিনি না থাকতেন যাঁকে নিজের বাড়িতে গ্রহণ করতে সাহস করছিলেন না, তবে তিনি এত বিশ্বাস ও বিনম্রতার সঙ্গে সেই কথাও বলতে পারতেন না। কেননা প্রভুকে হৃদয়ে না রেখে তাঁকে এমনিই ঘরে গ্রহণ করা তত আনন্দের ব্যাপার নয়।

যিনি কথায় ও কাজে বিনম্রতার গুরু, সেই যিশু শিমোন নামক একটা গর্বিত ফরিশীর ভোজেও বসেছিলেন। তার বাড়িতে বিশ্রাম করা সত্ত্বেও মানবপুত্র কিন্তু তার হৃদয়ে মাথা রাখার মত স্থান পাচ্ছিলেন না; সুতরাং প্রভু সেই গর্বিত ফরিশীর ভোজে বসে ছিলেন বটে, তার বাড়িতে ছিলেন বটে, কিন্তু তার হৃদয়ে ছিলেন না। অথচ শতপতির বাড়িতে না ঢুকেও তিনি তাঁর হৃদয়ের মালিক হয়েছিলেন। এজন্যই তাঁর বিনম্রতাপূর্ণ বিশ্বাস প্রশংসিত: *আপনি যে আমার গৃহে পদধূলি দেবেন, আমি তার যোগ্য নই। কিন্তু আপনি একটা বাণী দিন আর আমার দাস সুস্থ হয়ে উঠুক* (লুক ৭:৬, ৭)। তখন প্রভু বললেন, *আমি তোমাদের বলছি, ইস্রায়েলের মধ্যে এত গভীর বিশ্বাস দেখতে পাইনি* (লুক ৭:৯); অর্থাৎ: মাংস অনুসারে যে ইস্রায়েল, তারই মধ্যে তেমন বিশ্বাস পাইনি। কিন্তু এ শতপতি আধ্যাত্মিক দিক থেকে ইস্রায়েলীয় হয়ে উঠেছিলেন। প্রভু যারা মাংস অনুসারে ইস্রায়েল তথা ইহুদীদের কাছে সেই জাতিরই হারানো মেষের সন্ধান করতে এসেছিলেন—সেই ইস্রায়েল জাতি যা থেকে তিনি দেহ ধারণ করেছিলেন; অথচ তিনি নিজে বলছেন, *ইস্রায়েলের মধ্যে এত গভীর বিশ্বাস দেখতে পাইনি*। মানুষ হিসাবে আমরা মানুষের মতই মানুষের বিশ্বাস পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পারি; কিন্তু যিনি মানুষের অন্তর তলিয়ে দেখেন, যাঁকে কেউই প্রতারণা করতে পারে না, তিনি সেই শতপতির

বিনম্রতাপূর্ণ বাণী শুনে ও পরিত্রাণের বিচারাদেশ উচ্চারণ করে তাঁর হৃদয় বিষয়ে সাক্ষ্যদান করলেন। তেমন সাক্ষ্যদানের উদ্দেশ্য তিনি কোথায় পেলেন? শতপতি যা বলেছিলেন তাই: *আমিও কর্তৃপক্ষের অধীনে নিযুক্ত লোক, আবার আমার সৈন্যরাও আমার অধীন; আমি একজনকে "যাও" বললে সে যায়, আর অন্যজনকে "এসো" বললে সে আসে, আর আমার দাসকে "একাজ কর" বললে সে তা করে* (লুক ৭:৮)।

অর্থাৎ কিনা, যারা আমার অধীন তাদের পক্ষে আমি কর্তৃপক্ষ, তবু আমার উপরে যে কর্তৃপক্ষ আমি তার অধীন। তাই আমি পরের অধীনস্থ মানুষ হয়েও যখন আদেশ দেওয়ার অধিকারী, তখন সমস্ত কর্তৃত্ব যাঁর অধীন, সেই আপনি কীবা না করতে পারেন? আর তিনি ছিলেন বিজাতি, আর শুধু তা নয়, শতপতিও ছিলেন! শতপতি হওয়ায় তিনি সকল সৈন্যের মত ভাবছিলেন: কর্তৃত্বের অধীন, আবার কর্তৃত্বের অধিকারী; অধীনস্থ বলে বাধ্য ছিলেন, আবার অধীনস্থদের প্রতি আদেশ দিতেন।

কিন্তু প্রভু ইহুদী জাতির মানুষ হয়েও ঘোষণা করলেন, মণ্ডলী সারা বিশ্ব জুড়েই বিস্তার লাভ করবে; এ উদ্দেশ্যে তিনি একদিন প্রেরিতদূত প্রেরণ করবেন: বিজাতীয়রা যাঁকে না দেখে বিশ্বাস করবে, ইহুদীরা তাঁকে দেখেও হত্যা করল।

আর যেমন সেই বাড়িতে না ঢুকেও—দেহে অনুপস্থিত কিন্তু পরাক্রমে উপস্থিত হয়ে—প্রভু বিশ্বাসের পুরস্কার দিয়ে গোটা পরিবার নিরাময় করলেন, তেমনি সেই একই প্রভু দেহগত ভাবে কেবল হিব্রু জাতির মধ্যেই জীবনযাপন করলেন: বিজাতীয়দের মধ্যে তিনি তো কুমারী থেকে জন্ম নেননি, যন্ত্রণাভোগও করেননি, চলাচলও করেননি, মানবদশাও বরণ করেননি, ঐশকর্মকীর্তিও সাধন করেননি। অন্য কোন জাতির মধ্যে তেমন কিছু ঘটেনি; তথাপি তাঁর বিষয়ে যা বলা হয়েছিল তা পূর্ণতা লাভ করল: *যে জাতি আমাকে জানত না, সেই জাতি আমার সেবা করল।* তাঁকে না জেনে সেই জাতি কী করেই বা তাঁর সেবা করল? *তারা আমার বাণী শোনামাত্র আমার প্রতি বাধ্য হল* (সাম ১৮:৪৪, ৪৫): সারা বিশ্ব শুনল ও বিশ্বাস করল।

১০ম রবিবার

ক বর্ষ - মথি ৯:৯-১৩

একদিন সেখান থেকে এগিয়ে যেতে যেতে যিশু দেখলেন, মথি নামে একজন লোক শুল্কঘরে বসে আছেন ; তিনি তাঁকে বললেন, 'আমার অনুসরণ কর।' আর তিনি উঠে তাঁর অনুসরণ করলেন। তখন এমনটি ঘটল যে, তিনি বাড়িতে ভোজে বসেছেন, সেসময় অনেক কর-আদায়কারী ও পাপী এসে যিশুর ও তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে বসল।

তা দেখে ফরিশীরা তাঁর শিষ্যদের বললেন, 'তোমাদের গুরু কেন কর-আদায়কারী ও পাপীদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করছেন?' কথাটা শুনে তিনি বললেন, 'সুস্থ লোকদেরই যে চিকিৎসকের প্রয়োজন হয় এমন নয়, যারা পীড়িত, তাদেরই প্রয়োজন। আপনারা গিয়ে এই বচনের অর্থ শিখে নিন: আমি দয়াই চাই, বলিদান নয়; কেননা আমি ধার্মিকদের নয়, পাপীদেরই আহ্বান জানাতে এসেছি।'

❖ বিশপ সাধু আগস্তিন-লিখিত 'সামসঙ্গীত-মালায় উপদেশাবলি' (সাম ৫৮, ১ম উপদেশ ৭)

আমি পাপীদের আহ্বান জানাতে এসেছি

তারা যেন মনপরিবর্তন করে

অনেকে আছে যারা ধন-সম্পত্তির জন্য নয়, দৈহিক বলের জন্যও নয়, তাঁদের কোন উচ্চ মর্যাদার জন্যও নয়, কিন্তু নিজেদের পবিত্রতার জন্যই নিজেদের মহান গণ্য করে। তেমন লোকদের এড়াতেই হবে, তাদের কাছ থেকে দূরে পালাতে হবে, তাদের অনুকরণ করতে নেই, ঠিক এই কারণে যে তারা নিজেদের দেহের জন্য নয়, ধন-সম্পত্তির জন্যও নয়, বংশের জন্যও নয়, সম্মানের জন্যও নয়—এসব কিছু এমন যা স্পষ্টই সময়সাপেক্ষ, ভঙ্গুর, অনিত্য, অস্থায়ী,—কিন্তু তাদের ধর্মনিষ্ঠার জন্যই নিজেদের মহান মনে করে। তেমন মাহাত্ম্যই সেই সুচের ছিদ্রের ভিতর দিয়ে যেতে তাদের প্রতিরোধ

করল। কেননা নিজেদের ধার্মিক গণ্য করে ও সুস্থ গণ্য করে তারা ঔষধ অস্বীকার করে স্বয়ং আরোগ্যদাতাকেও হত্যা করল।

যিনি বলেছেন, *সুস্থ লোকদেরই যে চিকিৎসকের প্রয়োজন হয় এমন নয়, যারা পীড়িত, তাদেরই প্রয়োজন। আমি ধার্মিকদের নয়, পাপীদেরই আহ্বান জানাতে এসেছি* (মথি ৯:১২, ১৩), তিনি এই বলিষ্ঠ ও সুস্থ লোকদের আহ্বান জানাতে আসেননি। তারাই বলিষ্ঠ ছিল, যারা খ্রিষ্টের শিষ্যদের অবজ্ঞা করছিল তাঁদের গুরু অসুস্থদের কাছে যেতেন ও আত্মাপীড়িতদের ভোজে বসতেন ব'লে। তারা নাকি বলছিল, *তোমাদের গুরু কেন কর-আদায়কারী ও পাপীদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করছেন?* (মথি ৯:১১)। বলিষ্ঠ হওয়ায় তাদের চিকিৎসকের প্রয়োজন ছিল না! অথচ তেমন বল সুস্থতার নয়, নির্বুদ্ধিতারই লক্ষণ। ঈশ্বর না করুন, আমরা পাছে তেমন বলিষ্ঠদের আদর্শ পালন করি! কেননা তাদের আদর্শ পালন করবে, কারও কারও মনে তেমন চিন্তার উদয় হতেও পারে।

যিনি নিজে ঈশ্বরত্বের সহভাগী হতে অনুগ্রহ করে আমাদের দুর্বলতার সহভাগী হলেন, ও আমাদের পথ দেখাবার জন্য ও নিজেই পথ হবার জন্য এলেন, বিনম্রতার সেই সদ্‌গুরু আমাদের কাছে তাঁর নিজের বিনম্রতার আদর্শই বিশেষভাবে উপস্থাপন করা সমীচীন মনে করলেন; এজন্য তিনি দাসেরই হাতে বাপ্তিস্ম নিতে লজ্জাবোধ করেননি, আমরা যেন নিজেদের পাপ স্বীকার করতে, বলিষ্ঠ হবার জন্য নিজেদের নত করতে, ও প্রেরিতদূতের এবাণী আপন করতে শিখি, *যখন আমি দুর্বল, তখনই বলিষ্ঠ* (২ করি ১২:১০)। কিন্তু যারা নিজেদের কর্মফলেই নিজেদের ধার্মিক মনে ক'রে বলিষ্ঠ বলে দাবি করল ও নিজেদের আদর্শবান গণ্য করল, তারা, যে পাথর পতন ঘটায় সেই পাথরে পা দিয়ে হোঁচট খেল: তারা দিব্য মেষশাবককে সাধারণ ছাগ মনে করল, আর ছাগ বলেই তাকে হত্যা করল, ফলে দিব্য মেষশাবক দ্বারা মুক্তি পাবার অযোগ্য হল। তারা সেই বলিষ্ঠ, যারা নিজেদের ধর্মনিষ্ঠা রক্ষা করার জন্য খ্রিষ্টের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল।

যখন যেরুশালেমের কয়েকটা লোক খ্রিষ্টকে গ্রেপ্তার করতে প্রেরিত হয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করতে সাহস করেনি, একটু শোন, যারা তাদের পাঠিয়েছিল তারা তখন কী বলল: *তোমরা তাকে আননি কেন? তারা উত্তর দিল, উনি যেভাবে কথা বলেন, কোনও*

মানুষ কখনও সেভাবে কথা বলেনি। তাতে ফরিশীরা তাদের বললেন, তোমাদেরও ভ্রষ্ট করা হয়েছে নাকি? সমাজনেতাদের মধ্যে কিংবা ফরিশীদের মধ্যে কেউ কি তাঁকে বিশ্বাস করেছেন? সেই সাধারণ লোকেরা কিন্তু, যারা বিধান জানে না, তারা তো অভিশপ্ত (যোহন ৭:৪৫-৪৯)। তারা এমন পীড়িত লোকদের ভিড়ের মাথায় দাঁড়িয়েছিল যারা চিকিৎসকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছিল; নিজেদের বলিষ্ঠ মনে করছিল, একারণ ছাড়া কোন্ কারণেই বা তাই করছিল? এমনকি, গুরুতর বিষয়—তাদের নিজেদের বলে তারা সেই ভিড় এমন পর্যায়ে নিজেদের সঙ্গে টেনে নিল যে সকলের চিকিৎসককে হত্যা করল। কিন্তু নিহত হলেন বিধায়ই তিনি সকল পীড়িতের জন্য নিজ রক্ত ঔষধ বলে দান করতে পারলেন।

খ বর্ষ - মার্ক ৩:২০-৩৫

যিশু বাড়ি ফিরে গেলে আবার এত লোকের ভিড় জমে গেল যে, তাঁরা খেতেও পারছিলেন না। তা শুনে তাঁর আত্মীয়স্বজনেরা তাঁকে ধরে নিতে বেরিয়ে পড়ল, কেননা তারা বলছিল, তাঁর মাথা ঠিক নেই।

আর যে শাস্ত্রীরা যেরুশালেম থেকে এসেছিলেন, তাঁরা বলছিলেন, 'একে বেয়েল্‌জেবুলে পেয়েছে'; আরও বলছিলেন, 'এ তো অপদূতদের অধিপতির প্রভাবেই অপদূত তাড়ায়।' তাই তিনি তাঁদের কাছে ডেকে উপমাচ্ছলে বললেন, 'শয়তান কেমন করে শয়তানকে তাড়াতে পারে? কেননা কোন রাজ্য যদি বিবাদে বিভক্ত হয়ে পড়ে, তবে সে রাজ্য স্থির থাকতে পারে না; আর কোন পরিবার যদি বিবাদে বিভক্ত হয়ে পড়ে, সেই পরিবার স্থির থাকতে পারে না। আচ্ছা, শয়তান যদি নিজের বিপক্ষে ওঠে ও বিভক্ত হয়, তবে সেও স্থির থাকতে পারে না, কিন্তু তার শেষ হয়। একজন বলবান লোকের বাড়িতে ঢুকে কেউই তার জিনিসপত্র লুট করতে পারে না, যদি না আগে সে সেই বলবান লোককে বেঁধে ফেলে; তবেই সে তার বাড়ির সবকিছু লুট করতে পারে। আমি আপনাদের সত্যি বলছি, মানবসন্তানেরা যে সমস্ত পাপকর্ম ও ঈশ্বরনিন্দা করে, তার ক্ষমা হবে; কিন্তু যে কেউ পবিত্র আত্মার নিন্দা করে, সে অনন্তকালেও ক্ষমা পাবে না, বরং হবে অনন্ত পাপের অধীন।' তিনি একথা বললেন, কারণ তাঁরা বলেছিলেন, 'ওকে অশুচি আত্মায় পেয়েছে।'

সেসময় তাঁর মা ও তাঁর ভাইয়েরা এলেন, এবং বাইরে দাঁড়িয়ে তাঁকে ডেকে পাঠালেন। তখন তাঁর চারপাশে বহু লোক বসে ছিল; তারা তাঁকে বলল, 'দেখুন, বাইরে আপনার মা ও ভাইবোনেরা আপনাকে খুঁজছেন।' তিনি তাদের বললেন, 'আমার মা কে? আমার ভাইয়েরাও বা কারা?' এবং যারা তাঁর চারপাশে বসে ছিল, তিনি তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই যে আমার মা, এই যে আমার ভাইয়েরা; কেননা যে কেউ ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করে, সে-ই আমার ভাই ও বোন ও মা।'

❖ বিশপ সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি (উপদেশ ৭১:১, ১৩, ১৪, ১৯, ২০)

অনুতাপ এজীবনে সেই ক্ষমা অর্জন করে

যা ভাবী জীবনে কার্যকারী হবে

সুসমাচারের যে কথা এইমাত্র পাঠ করেছি, তা আমাদের সামনে এমন কঠিন সমস্যা উপস্থাপন করছে যে নিজেদের বলে তা সমাধান করার সাধ্য আমাদের নেই; কিন্তু আমাদের সাধ্য ঈশ্বর থেকেই আসে, কারণ আমরা তাঁর সহায়তা লাভ করতে ও অর্জন করতে পারি।

মার্ক-রচিত সুসমাচারে লেখা আছে: *আমি আপনাদের সত্যি বলছি, মানবসন্তানেরা যে সমস্ত পাপকর্ম ও ঈশ্বরনিন্দা করে, তার ক্ষমা হবে; কিন্তু যে কেউ পবিত্র আত্মার নিন্দা করে, সে অনন্তকালেও ক্ষমা পাবে না, বরং হবে অনন্ত পাপের অধীন* (মার্ক ৩:২৮-২৯)। ফলত, কেউ অত্যন্ত সাধারণ ভাবেও পবিত্র আত্মার নিন্দা করলে, তবু সেই নিন্দা যে কী ধরনের, তা আমাদের জানা উচিত হত না, কারণ এক্ষেত্রে সব ধরনের নিন্দা সমান। অথচ সেই বিধর্মীরা, ইহুদীরা, ভ্রান্তমতপন্থীরা ও অন্য যত ধরনের মানুষ যারা ভুল-ভ্রান্তি ও অযুক্তি বশত পবিত্র আত্মার নিন্দা করে থাকে, তারা আত্মসংশোধন না করলেও যে তাদের কাছে ক্ষমার কোন আশা থাকবে না, একথা সমর্থন করা যায় না। তাহলে যে পদে লেখা আছে, *যে কেউ পবিত্র আত্মার নিন্দা করে, সে অনন্তকালেও ক্ষমা পাবে না*, সেই পদের অর্থ ব্যক্তির সাধারণ নিন্দা লক্ষ করে না, বরং তাদেরই নিন্দা লক্ষ করে যারা পবিত্র আত্মার এমনভাবেই নিন্দা করবে যার ফলে ক্ষমা পেতে পারবে না।

সর্বপ্রথমে, চরম দিনে যে অনন্ত জীবন আমাদের দেওয়া হবে, তা পাবার জন্য ঈশ্বরের মঙ্গলময়তা বাপ্তিস্মের মধ্য দিয়ে আমাদের পাপক্ষমা দান করে। কেননা পাপ থাকলে ঈশ্বরের সঙ্গে একপ্রকার শত্রুতা থেকে যায়, ও আমাদের পাপ তাঁর কাছে থেকে আমাদের দূরে রাখে, কারণ শাস্ত্রের এই বাণী আমরা অস্বীকার করতে পারি না যে: *তোমাদের সমস্ত শঠতা তোমাদের পরমেশ্বর ও তোমাদের মধ্যে বিরাট গর্ত খুঁড়েছে* (ইশা ৫৯:২)। এজন্য ঈশ্বর আমাদের শঠতা আগে সরিয়ে না দিয়ে তাঁর মঙ্গলদানগুলি আমাদের দেন না। আর পাপ যতখানি হ্রাস পায়, তাঁর মঙ্গলদানগুলি ততখানি বৃদ্ধি পায়; এমনকি, পাপ সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁর মঙ্গলদানগুলি পূর্ণমাত্রায় দেওয়া হবে না। অতএব আমাদের বিশ্বাস করতে হবে যে, পবিত্র আত্মায় পাপক্ষমা হল ঈশ্বরের মঙ্গলময়তা-জনিত প্রথম উপকার। কেননা যে পবিত্র আত্মায় ঈশ্বরের জনগণ সম্মিলিত, সেই পবিত্র আত্মায় সেই অশুচি অপদূত নিজের মধ্যে ছিন্ন হওয়ায় বিতাড়িত হয়।

অনুতপ্ত নয় যে হৃদয়, তেমন হৃদয় ঠিক এই বিনামূল্যে দেওয়া দানের, ঈশ্বরের এ অনুগ্রহদানেরই নিন্দা করে; সুতরাং অনুতাপের অনিচ্ছাই হল পবিত্র আত্মার সেই নিন্দা যার ক্ষমা হবে না, এই যুগেও নয়, সেই যুগেও নয়। কেননা যে ব্যক্তি ঈশ্বরের ধৈর্য দ্বারা অনুতাপের দিকে চালিত হয়েও মনে মনে কিংবা কথায় পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে জঘন্য ও নিন্দনীয় বাণী উচ্চারণ করে, সেই ব্যক্তি তার হৃদয়ের কাঠিন্য ও অনুতাপের অনিচ্ছার ফলে ঈশ্বরের ক্রোধের ও ন্যায়বিচার-প্রকাশের দিনে যখন তিনি প্রত্যেককে নিজ নিজ কর্মের অনুযায়ী প্রতিদান দেবেন, সেই চরম দিনে সে নিজের উপরে ঈশ্বরের ক্রোধ জমা করবে। কেননা যে কেউ পাপক্ষমা পায়, পবিত্র আত্মায়ই তার বাপ্তিস্ম হয়, এবং সেই পবিত্র আত্মাকেই মণ্ডলী পায়, যাতে মণ্ডলী যার পাপ ক্ষমা করে তার পাপের ক্ষমা হয়। এই তো সেই অনুতাপের অনিচ্ছা যার বিরুদ্ধে সেই নবী ও সেই বিচারকর্তা বলে উঠেছিলেন, *মনপরিবর্তন কর, কারণ স্বর্গরাজ্য কাছে এসে গেছে* (মথি ৩:২)। তেমন অনুতাপের অনিচ্ছাই ক্ষমার পাত্র হতে পারবে না, এ যুগেও নয়, সেই যুগেও নয়, কারণ অনুতাপ এজীবনকালে সেই ক্ষমা অর্জন করে যা ভাবী জীবনে কার্যকারী হবে।

গ বর্ষ - লুক ৭:১১-১৭

একদিন যিশু নাইন নামে এক শহরে গেলেন; তাঁর শিষ্যেরা ও বহু লোক তাঁর সঙ্গে পথ চলছিলেন। তিনি নগরদ্বারের কাছে এসেছেন, এমন সময়ে দেখ, লোকেরা একটা মৃত লোককে বাইরে নিয়ে যাচ্ছিল: সে নিজের মায়ের একমাত্র ছেলে, আর তার মা বিধবা; শহরের অনেক লোক তার সঙ্গে ছিল। তাকে দেখে যিশু দয়ায় বিগলিত হয়ে তাকে বললেন, 'কেঁদো না।' পরে কাছে গিয়ে খাটুলি স্পর্শ করলেন, তখন বাহকেরা থামল। তিনি বললেন, 'তরুণ, তোমাকে বলছি, ওঠ।' আর সেই মৃত মানুষটি উঠে বসল ও কথা বলতে লাগল। আর তিনি তাকে তার মায়ের হাতে তুলে দিলেন। সকলে ভয়ে অভিভূত হল এবং এই বলে ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন করল, 'আমাদের মধ্যে এক মহানবীর উদ্ভব হয়েছে; ঈশ্বর তাঁর আপন জনগণকে দেখতে এসেছেন।'

আর সমগ্র যুদেয়ায় ও চারদিকের সারা অঞ্চল জুড়ে তাঁর সম্বন্ধে এই খবর ছড়িয়ে পড়ল।

❖ বিশপ সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি (উপদেশ ৯৮:১-৩)

যারা প্রতিদিন আত্মায় পুনরুত্থান করে,
তাদের নিয়ে মাতা মণ্ডলী আনন্দিত

আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তা যিশুর অলৌকিক কাজগুলোর কথা শুনে সকল বিশ্বাসী মানুষ মুগ্ধ হয় বটে, সকলে কিন্তু যে একই ভাবেই মুগ্ধ এমন নয়। এমন কেউ আছে যারা দেহ সংক্রান্ত অলৌকিক কাজ দেখে মহত্তর অলৌকিক কাজ দেখতে পারে না; আবার অন্য কেউ আছে যারা দেহ সংক্রান্ত অলৌকিক কাজ দেখে আত্মা সংক্রান্ত অলৌকিক কাজেই বিশেষভাবে মুগ্ধ হয়।

মৃতেরা আজও পুনরুত্থান করে, একথা যেন কোন খ্রিষ্টিয়ান সন্দেহ না করে। সুসমাচারের এই বিধবার ছেলে যেভাবে পুনরুত্থান করেছে, মৃতেরা সেভাবে পুনরুত্থান করে, তা দেখবার মত চোখ সকলেরই আছে। কিন্তু হৃদয়ে যাদের পুনরুত্থান হয়েছে, তাদের ছাড়া হৃদয়ে সাধিত পুনরুত্থান দেখবার মত চোখ আর কারও নেই। যে আবার মরবে, তাকে পুনরুত্থিত করার চেয়ে, যে অনন্তকাল জীবিত থাকবে তাকেই পুনরুত্থিত করা মহা অলৌকিক কাজ।

সেই ছেলের পুনরুত্থানে মাতাই আনন্দ পেলেন; যে সকল মানুষ প্রতিদিন আত্মায় পুনরুত্থান করে, তাদের নিয়ে মাতা মণ্ডলীই আনন্দিত। সেই ছেলেটি দেহেই মৃত ছিল, এরা কিন্তু আত্মায় মৃত ছিল। প্রথমজনের বেলায় দৃশ্য মৃত্যুই ছিল শোকের বস্তু; অন্যান্যদের অদৃশ্য মৃত্যুকে নিয়ে কেউই চিন্তা করত না, কেউই সচেতনও ছিল না। যিনি মৃতদের জানতেন, তিনিই তাদের জন্য চিন্তা করলেন: কেবল তিনিই মৃতদের জানতেন, কেননা কেবল তিনিই তাদের পুনরুজ্জীবিত করে তুলতে পারতেন। মৃতদের পুনরুজ্জীবিত করতে প্রভু যদি না আসতেন, তবে প্রেরিতদূত একথা বলতেন না: *ঘুমিয়ে রয়েছ যে তুমি, জেগে ওঠ, মৃতদের মধ্য থেকে নিদ্রাভঙ্গ হও, আর খ্রিষ্ট তোমাকে উদ্ভাসিত করবেন* (এফে ৫:১৪)। তিনি 'ঘুমিয়ে রয়েছ যে তুমি, জেগে ওঠ' একথা বললে, তুমি নিদ্রার কথাই বোঝ; কিন্তু তিনি *মৃতদের মধ্য থেকে ওঠ* একথা বললে, তখন তুমি মৃত্যুর কথাই উপলব্ধি কর। যারা দৈহিক দিক থেকে মৃত, অনেকবার তাদেরও নিদ্রাগত বলা হয়; আর আসলে, যিনি তাদের পুনরুজ্জীবিত করতে পারেন, তাঁর কাছে তারা নিদ্রাগত। কেননা যে মৃত, সে তোমার পক্ষেই মৃত: তুমি যতই তাকে ঝাঁকুনি দাও বা তার লাশে কাঁটা ফোটাও বা তাকে আঘাত কর না কেন, সে জেগে উঠবেই না। কিন্তু তাকে 'ওঠ' বললে যে সঙ্গে সঙ্গে উঠেছিল, খ্রিষ্টের কাছে সে নিদ্রাগতই ছিল। খ্রিষ্ট যত সহজে সমাধি থেকে মৃতদের ডাকেন, কেউই তত সহজে নিদ্রা থেকে নিদ্রাগতদের জাগাতে পারে না।

আমাদের প্রভু যিশুখ্রিষ্ট চাচ্ছিলেন, তিনি দেহের বেলায় যা সাধন করতেন, তা যেন আধ্যাত্মিক ভাবেও উপলব্ধি করা হয়। তিনি অলৌকিক কাজ এমনিই সাধন করতেন না, এই উদ্দেশ্যেই বরং তা সাধন করতেন, যেন তিনি যা করতেন তা বাহ্যিক দর্শকদের কাছে দৃষ্টিগোচর হতে পারত ও আন্তর উপলব্ধির মানুষ যেন তার অর্থ উপলব্ধি করতে পারত।

যে পড়তে পারে না, নিখুঁত পুস্তকের অক্ষরগুলো দেখে সে হাতের লেখা ও অক্ষরগুলোর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়, তার অর্থ কিন্তু সে বুঝতে পারে না। তাহলে এমন কেউ আছে যে চোখ দ্বারা মুগ্ধ হয় কিন্তু মন দ্বারা উপলব্ধি করে না; অন্য কেউ আছে যে শিল্পকর্মের প্রশংসা করে, তার অর্থও উপলব্ধি করে, কারণ সকলে যা দেখে তা দেখতে

পারে শুধু নয়, সে পড়তেও পারে; কিন্তু যে পড়তে শেখেনি, সে তার মত পড়তে পারবে না, উপলব্ধিও করতে পারবে না। তেমনিভাবে যারা খ্রিষ্টের অলৌকিক কাজ দেখেও সেগুলির অর্থ উপলব্ধি করেনি, তাও উপলব্ধি করেনি যা উপলব্ধি-সম্পন্নদের কাছে অর্থপূর্ণ ছিল: তারা সেগুলো দেখে এমনি মুগ্ধ হল; অন্যরা আশ্চর্য কাজ দেখে মুগ্ধ ছিল, তার অর্থও উপলব্ধি করছিল। খ্রিষ্টের শিক্ষালয়ে আমাদের তেমনি হওয়া উচিত।

১১শ রবিবার

ক বর্ষ - মথি ৯:৩৬—১০:৮

সেসময়, বহু লোকের ভিড় দেখে যিশু তাদের প্রতি দয়ায় বিগলিত হলেন, কেননা তারা ব্যাকুল ও পরিশ্রান্ত ছিল, যেন পালকবিহীন মেষপালেরই মত। তখন তিনি নিজের শিষ্যদের বললেন, 'ফসল প্রচুর বটে, কিন্তু কর্মী অল্প; তাই ফসলের প্রভুর কাছে মিনতি জানাও, তিনি যেন নিজ শস্যখেতে কর্মী পাঠান।'
তাঁর সেই বারোজন শিষ্যকে কাছে ডেকে তাঁদের তিনি অশুচি আত্মাদের তাড়িয়ে দেওয়া ও সব ধরনের রোগ ও সব ধরনের ব্যাধি নিরাময় করার অধিকার দিলেন।
সেই বারোজন প্রেরিতদূতের নাম এই: প্রথম, শিমোন যাঁকে পিতর বলা হয়, ও তাঁর ভাই আন্দ্রিয়, জেবেদের ছেলে যাকোব ও তাঁর ভাই যোহন; ফিলিপ ও বার্থলমেয়; থোমাস ও কর-আদায়কারী মথি; আল্‌ফেয়ের ছেলে যাকোব ও থাদেয়; উগ্রধর্মা শিমোন ও সেই যুদা ইস্কারিয়োৎ, যিনি তাঁর বিশ্বাসঘাতক হয়েছিলেন। এই বারোজনকে যিশু প্রেরণ করলেন, আর তাঁদের এই নির্দেশ দিলেন: 'তোমরা বিজাতীয়দের এলাকায় যেয়ো না, সামারীয়দের কোন শহরেও প্রবেশ করো না; বরং ইস্রায়েলকুলের হারানো মেষগুলোর কাছে যাও। পথে যেতে যেতে তোমরা একথা প্রচার কর, স্বর্গরাজ্য কাছে এসে গেছে। পীড়িতদের নিরাময় কর, মৃতদের পুনরুত্থিত কর, সংক্রামক চর্মরোগে আক্রান্ত মানুষকে শুচীকৃত কর, অপদূত তাড়াও; তোমরা বিনামূল্যে পেয়েছ, বিনামূল্যেই দান কর।'

❖ যোহন-রচিত সুসমাচারে বিশপ সাধু আগস্তিনের ব্যাখ্যা (১৫শ বিভাগ, ৩২)

ফসলকাটিয়ে ও বীজবুনিয়ে

দু'জনে একসঙ্গেই আনন্দ করুক

খ্রিষ্ট আপন কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন, ও কর্মীদের প্রেরণ করতে উদ্যত হচ্ছিলেন। তাই তিনি কর্মীদের প্রেরণ করতে যাচ্ছিলেন। *বাস্তবিকই এক্ষেত্রে প্রবাদটা যথার্থ হয়ে ওঠে, একজন বোনে, আর একজন কাটে, যেন ফসলকাটিয়ে ও বীজবুনিয়ে দু'জনে*

একসঙ্গেই আনন্দ পায়। আমি তোমাদের এমন ফসল কাটতে প্রেরণ করলাম, যার জন্য তোমরা শ্রম করনি; অন্যেরা শ্রম করেছে, আর তোমরা তাদের শ্রমের ফল ভোগ করতে এসেছ (যোহন ৪:৩৭, ৩৬, ৩৮)। তাই কি, তিনি ফসলকাটিয়েদের প্রেরণ করলেন কিন্তু বীজবুনিয়েদের প্রেরণ করেননি? আর সেই ফসলকাটিয়েদের তিনি কোথায় প্রেরণ করলেন? সেখানেই তাঁদের প্রেরণ করলেন যেখানে অপরে পরিশ্রম করেছিলেন। যেখানে পরিশ্রম করা হয়েছিল, সেখানে বীজ বোনা হয়েছিল; আর যেখানে বীজ বোনা হয়েছিল, সেখানে ফসল পরিপক্ক হয়ে গেছিল, ফসল কাস্তে ও মাড়াইযন্ত্রের অপেক্ষায় ছিল।

তাই কোথায় সেই ফসলকাটিয়েদের প্রেরণ করতে হবে? সেখানেই যেখানে নবীরা প্রচার করেছিলেন, কেননা তাঁরাই বীজবুনিয়ে: *অপরে শ্রম করেছে, আর তোমরা তাদের শ্রমের ফল ভোগ করতে এসেছ* (যোহন ৪:৩৮)। কে কে পরিশ্রম করেছিলেন? স্বয়ং আব্রাহাম, ইসহাক ও যাকোব।

তাঁদের পরিশ্রমের কথা ভেবে দেখ: তাঁদের সমস্ত পরিশ্রমে খ্রিষ্টের একটা ভাববাণী উপস্থিত, সুতরাং তাঁরাই সেই বীজবুনিয়ে। তেমন প্রতিকূল অবস্থায় বীজ বুনতে বুনতে মোশি ও অন্যান্য কুলপতি ও সকল নবী কত কিছুই না সহ্য করলেন! এজন্যই তো এসময়ে যুদেয়ায় ফসল প্রস্তুত ছিল; এমনকি, যখন এত হাজার হাজার লোক নিজ ধনসম্পত্তি বিক্রি করে টাকাটা প্রেরিতদূতদের পায়ে রেখে যিশুর অনুসরণ করছিল, তখন এর মানে হল যে ফসলটা পরিপক্কও ছিল।

এরপর কী ঘটল? সেই এক ফসলের কিছুটা দানা ছড়িয়ে দেওয়া হল, তাতে সমগ্র বিশ্ব বীজ গ্রহণ করল: এখনও অন্য ফসল গজিয়ে উঠছে, যা অন্তিমকালে কাটার কথা। এ ফসল সম্বন্ধে বলা হয়, *যে অশ্রুর মধ্যে বীজ বোনে, সানন্দে চিৎকার করতে করতেই সে ফসল সংগ্রহ করবে* (সাম ১২৬:৫), আর এ ফসল কাটতে প্রেরিতদূতদের নয় স্বর্গদূতদের প্রেরণ করা হবে, কারণ তিনি নিজে বললেন, *স্বর্গদূতেরাই ফসলকাটিয়ে* (মথি ১৩:১৯)। এ ফসল শ্যামাগাছের মধ্যে গজিয়ে উঠছে, ও অন্তিমকালের শোধনের প্রতীক্ষায় রয়েছে। কিন্তু যে শস্যখেতে শিষ্যেরা প্রেরিত হয়েছিলেন, তার ফসল পরিপক্কই ছিল, কারণ সেখানে নবীরাই পরিশ্রম করেছিলেন। তথাপি, ভ্রাতৃগণ, যা বলা হয়েছে তা লক্ষ কর: *যেন ফসলকাটিয়ে ও বীজবুনিয়ে দু'জনে একসঙ্গেই আনন্দ পায়*

(যোহন ৪:৩৬)। নানা সময় নানা কর্মী পরিশ্রম করলেন, কিন্তু সবাই একই আনন্দ ভোগ করবেন, কারণ একসঙ্গেই অনন্ত জীবনের পুরস্কার গ্রহণ করবেন।

খ বর্ষ - মার্ক ৪:২৬-৩৪

যিশু একদিন সমবেত জনতাকে বললেন, 'ঈশ্বরের রাজ্য হল এই রকম: ঠিক যেন একজন লোক মাটিতে বীজ বোনে; রাতে বা দিনে, সে ঘুমোক বা জেগে থাকুক, সেই বীজ অঙ্কুরিত হয়ে বেড়েই ওঠে—কীভাবে, তা সে জানে না। মাটি আপনা থেকেই ফল উৎপন্ন করে: আগে অঙ্কুর, পরে শিষ, পরে শিষের মধ্যে পূর্ণ শস্য। আর ফসল পেকে গেলে সে তখনই কাস্তে লাগায়, কেননা শস্য কাটার সময় এসেছে।'

তিনি আরও বললেন, 'আমরা কিসের সঙ্গে ঈশ্বরের রাজ্যের তুলনা করব? বা কোন্ উপমার মধ্য দিয়েই বা তা বর্ণনা করব? তা একটা সর্ষে-দানার মত: সেই বীজ মাটিতে বোনার সময়ে মাটির সকল বীজের চেয়ে ছোট, কিন্তু একবার বোনা হলে তা অঙ্কুরিত হয়ে সকল শাকের চেয়ে বড় হয় ও এমন বড় বড় শাখা মেলে যে, আকাশের পাখিরা তার ছায়ায় বাসা বাঁধতে পারে।'

এধরনের বহু উপমা দিয়ে তিনি তাদের শুনবার ক্ষমতা অনুসারে তাদের কাছে বাণী প্রচার করতেন; উপমা-কাহিনীর মধ্য দিয়ে ছাড়া তাদের কিছুই বলতেন না; পরে, যখন একাকী হতেন, তখন নিজ শিষ্যদের কাছে সমস্ত বুঝিয়ে দিতেন।

❖ বিশপ সাধু জন খ্রিসোস্তমেরই বলে ধরে নেওয়া উপদেশ (উপদেশ ৭)

খ্রিষ্টই সেই বীজ যা অন্ধকার ঘুচিয়ে দিল ও মণ্ডলীকে নবীকৃত করল

স্বর্গরাজ্যের চেয়ে বড় কী আছে, ও সর্ষে বীজের চেয়ে ছোট কী আছে? কেমন করে তিনি সেই সীমাহীন স্বর্গরাজ্যকে এই ক্ষুদ্রতম, এমনকি সহজে মাপা যায় এমন বীজের সঙ্গে তুলনা করতে পেরেছেন? আমরা কিন্তু যদি ভাবি সর্ষে বীজ যে কী, তাহলে উপলব্ধি করতে পারব যে তুলনা নিখুঁত, প্রকৃতি অনুসারেও বটে।

স্বয়ং খ্রিষ্ট ছাড়া স্বর্গরাজ্য কী? নিজের বিষয়ে তিনি বলেন, *ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের মাঝেই উপস্থিত* (লুক ১৭:২১)। *ঐশস্বরূপ অনুযায়ী সেই খ্রিষ্টের চেয়ে বড় কিছুই নেই,* যেমনটি নবী বলেন, *তিনিই আমাদের ঈশ্বর, তাঁর সঙ্গে কারও তুলনা হয় না; তিনিই সদ্‌জ্ঞানের সমস্ত পথ অনাবৃত করলেন, ও তাঁর আপন দাস যাকোবকে, তাঁর প্রীতিভাজন সেই ইস্রায়েলকে তা প্রদান করলেন। এরপর তিনি পৃথিবীতে দৃশ্যমান হলেন, ও মানুষদের মাঝে জীবন কাটালেন* (বারুক ৩:৩৬-৩৮)।

কিন্তু যিনি মাংসধারণ-ব্যবস্থা অনুসারে স্বর্গদূতদের ও মানুষদের চেয়ে নিজেকে ছোট করলেন, সেই খ্রিষ্টের চেয়ে ছোট কী আছে? শোন দাউদের বাণী, তিনি বুঝিয়ে দেন কেমন করে খ্রিষ্ট স্বর্গদূতদের চেয়ে নিজেকে ছোট করলেন: *মানুষ কী যে তুমি তার কথা মনে রাখ, কীইবা আদমসন্তান যে তুমি তার যত্ন নাও? অথচ স্বর্গদূতদের চেয়ে তাকে সামান্যই শুধু ছোট করেছ তুমি* (সাম ৮:৫-৬)। খ্রিষ্ট বিষয়ে দাউদের এবাণী ব্যাখ্যা করে পল একথা বলেন, *যাঁকে ঈশ্বর অল্পক্ষণের মত দূতদের চেয়ে নিচু করেছেন, আমরা দেখছি যে, সেই যিশু মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করেছেন বলে এখন গৌরব ও মহিমার মুকুটে পরিবৃত* (হিব্রু ২:৯)।

কেমন করে তিনি একই সময় স্বর্গরাজ্য ও সর্ষে বীজ হলেন? বড় ও ছোট, এ দুই কী করে সমান হতে পারে? মাটি-মানুষের প্রতি আপন দয়ার মহত্ত্ব গুণে তিনি সকলকে লাভ করার জন্য সবার কাছে সবই হলেন। স্বরূপে তিনি ঈশ্বরই ছিলেন, আর সেইভাবে এখনও আছেন ও সতত থাকবেন, কিন্তু আমাদের পরিত্রাণের জন্য মানুষ হলেন। হে বীজ, যাঁর দ্বারা জগৎ অস্তিত্ব পেল, অন্ধকার ঘুচে গেল ও মণ্ডলী নবায়িত হল! ক্রুশে ঝুলানো এ বীজের এমন মহাশক্তি যে, ক্রুশে বিদ্ধ হয়েও একটামাত্র বাণী দ্বারা দস্যুকে ক্রুশ থেকে কেড়ে নিয়ে পরমদেশের আনন্দলোকে নিয়ে গেলেন; এই গম বর্শার আঘাতে বুকে ক্ষত হয়ে অমরতায় পিপাসিতদের জন্য পানীয় গড়িয়ে দিলেন; উচ্ছিন্ন এই সর্ষে বীজ বাগানে সমাহিত হলে তার শাখা-প্রশাখায় সমগ্র পৃথিবী পরিপূর্ণ হল। এই গম মাটিতে সমাহিত হয়ে পাতালেই শিকড় নামালেন, ও সেখানে বন্দি যত আত্মাকে নিজের সঙ্গে বের করে নিয়ে তিন দিনের মধ্যে তাদের আবার স্বর্গে ডেকে নিলেন।

স্বর্গরাজ্য তেমন একটা সর্ষে-দানার মত, যা একজন লোক নিয়ে নিজের জমিতে বুনল (মথি ১৩:৩১)। তোমার আত্মা-খেতে এই সর্ষে-দানা বোন, তবেই নবী তোমাকেও বলবেন, *তুমি জলসিক্ত উদ্যানের মত হবে, এমন উৎসধারার মত হবে, যার জল কখনও শুষ্ক হয় না* (ইশা ৫৮:১১)। ব্যাপারটা তন্ন তন্ন করে বিচার-বিবেচনা করলে, আমরা দেখব যে উপমাটা ত্রাণকর্তার বেলায়ও প্রযোজ্য, কারণ দেখতে তিনি ছোট, এজগতে তাঁর আয়ুষ্কাল ক্ষণিকেরই হল, কিন্তু স্বর্গে তিনি মহান। ঈশ্বরপুত্র হওয়ায় তিনি মানবপুত্র ও ঈশ্বর; তিনি সমস্ত গণনার অতীত: তিনি সনাতন, অদৃশ্যমান, স্বর্গীয়, ও কেবল বিশ্বাসীদের কাছেই খাদ্য। তিনি পদদলিত হলেন, ও যন্ত্রণাভোগের পর দুধের মত সাদা হলেন—সাদাই পুনরুত্থানের প্রতীক। তিনি সমস্ত গাছের মধ্যে সর্বোচ্চ; তিনি পিতার অবিচ্ছেদ্য বাণী: তাঁরই মধ্যে আকাশের পাখি নীড় বাঁধে, যথা নবী, প্রেরিতদূত ও আহূতজন সকল। আপন উষ্ণতায় তিনি আমাদের আত্মার অসুখ নিরাময় করেন; এই বিরাট গাছের নিচে আমরা স্বর্গীয় শিশিরে সিক্ত হয়ে এ জগতের কোলাহল থেকে রক্ষা পাই। তাঁকেই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মাটিতে বোনা হল, আর এখন তিনি ফলপ্রসূ: তিন দিন পরে তিনি সমাধি থেকে পুণ্যজনদের পুনরুত্থিত করলেন, ও আপন পুনরুত্থানে সকল নবীর মধ্যে মহত্তম নবী বলে আবির্ভূত হলেন।

তিনি পিতার আত্মা দ্বারা সমস্ত কিছু সুস্থির রাখেন। তিনিই পৃথিবীতে বীজ কিন্তু স্বর্গে ফলশালী গাছ, কারণ নিজের জমিতে তথা এজগতে বোনা বীজ হওয়ার পর তিনি আপন বিশ্বাসীদের স্বর্গীয় পিতার কাছে তুলে নিলেন। হে জীবনের বীজ, পিতা ঈশ্বরই তোমাকে পৃথিবীতে বুনলেন! হে অমরতার বীজ, যাদের তুমি পরিপুষ্ট কর, তাদের ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলিত কর!

গ বর্ষ - লুক ৭:৩৬—৮:৩

একদিন ফরিশীদের একজন যিশুকে নিজের বাড়িতে ভোজে নিমন্ত্রণ করলেন। যখন তিনি সেই ফরিশীর বাড়িতে প্রবেশ করে ভোজে বসলেন, তখন সেই শহরের এক পাপিষ্ঠা স্ত্রীলোক হঠাৎ এসে উপস্থিত হল; সে শুনতে পেয়েছিল যে, তিনি সেই ফরিশীর বাড়িতে খেতে বসেছেন, তাই সাদা ফটিকের একটা পাত্রে

করে সুগন্ধি তেল নিয়ে এসেছিল। তাঁর পিছনে তাঁর পায়ের কাছে বসে কাঁদতে কাঁদতে সে চোখের জলে তাঁর পা ভিজাতে লাগল; পরে নিজের মাথার চুল দিয়ে তা মুছে দিল, ও সেই পা দু'টো চুম্বন করতে করতে সুগন্ধি তেল মাখাতে লাগল। তা দেখে, যে ফরিশী তাঁকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন, তিনি মনে মনে বললেন, 'লোকটা নবী হলে তবে জানতে পারত, তাকে যে স্পর্শ করছে সে কে ও কেমন স্ত্রীলোক, কারণ সে পাপিষ্ঠা।' তখন যিশু তাঁকে উদ্দেশ করে বললেন, 'শিমোন, আপনাকে আমার কিছু বলার আছে।' তিনি বললেন, 'বলুন, গুরু।' 'এক মহাজনের কাছে দু'জন লোক ঋণী ছিল; তার কাছে একজন ছিল পাঁচশ' রুপোর টাকা ঋণী, আর একজন পঞ্চাশ রুপোর টাকা ঋণী। তাদের শোধ করার মত সামর্থ্য না থাকায় তিনি দু'জনের ঋণ মাপ করে দিলেন। আচ্ছা, তাদের মধ্যে কে তাঁকে বেশি ভালবাসবে?' শিমোন উত্তর দিলেন, 'আমি মনে করি, তিনি যার বেশি ঋণ মাপ করলেন, সে-ই।' তিনি তাঁকে বললেন, 'আপনার বিচার ঠিক।' এবং স্ত্রীলোকটির দিকে ফিরে তিনি শিমোনকে বললেন, 'এই স্ত্রীলোককে দেখছেন? আমি আপনার বাড়িতে প্রবেশ করলাম, আপনি আমার পা ধোবার জল দিলেন না, কিন্তু এই স্ত্রীলোক চোখের জলে আমার পা ভিজিয়ে দিল ও নিজের চুল দিয়ে তা মুছে দিল। আপনি আমাকে চুম্বন করলেন না, এ কিন্তু আমি ভিতরে আসবার সময় থেকে আমার পা চুম্বন করায় ক্ষান্ত হয়নি। আপনি আমার মাথায় তেল মাখিয়ে দিলেন না, কিন্তু এ আমার পায়ে সুগন্ধি তেল মাখিয়ে দিল। এজন্য আপনাকে বলছি, এর যে বহু পাপ, তা ক্ষমা করা হয়েছে, কারণ এ বেশি ভালবাসা দেখিয়েছে। কিন্তু যাকে অল্প ক্ষমা করা হয়, সে অল্প ভালবাসে।' পরে তিনি সেই স্ত্রীলোককে বললেন, 'তোমার পাপ ক্ষমা করা হয়েছে।' যারা তাঁর সঙ্গে ভোজে বসে ছিল, তারা মনে মনে বলতে লাগল, 'এ কে, যে পাপও ক্ষমা করে?' তিনি কিন্তু সেই স্ত্রীলোককে বললেন, 'তোমার বিশ্বাস তোমার পরিত্রাণ সাধন করেছে: শান্তিতে যাও।'

এরপর তিনি প্রচার করতে করতে ও ঈশ্বরের রাজ্যের শুভসংবাদ ঘোষণা করতে করতে এক শহর থেকে অন্য শহরে ও এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন; তাঁর সঙ্গে ছিলেন সেই বারোজন ও এমন কয়েকজন স্ত্রীলোক যাঁরা মন্দাত্মা বা রোগ থেকে নিরাময় হয়েছিলেন, যথা, মাগ্দালেনা নামে পরিচিতা সেই মারীয়া, যাঁর মধ্য থেকে সাতটা অপদূত বেরিয়ে গেছিল; আবার ছিলেন হেরোদের দেওয়ান খুজার স্ত্রী যোহানা, সুসান্না ও আরও অনেকে। তাঁরা নিজ নিজ সম্পত্তি দ্বারা তাঁদের সেবা করতেন।

❖ পাপিষ্ঠা নারী বিষয়ে বিশপ আম্ফিলখের উপদেশ (৬১)

ঈশ্বর আমাদের কাছে অনুতাপ ছাড়া কিছু দাবি করেন না

ফরিশীদের একজন যিশুকে নিজের বাড়িতে ভোজে নিমন্ত্রণ করলেন। তিনি সেই ফরিশীর বাড়িতে প্রবেশ করে ভোজে বসলেন (লুক ৭:৩৬)। আহা, কী অসীম অনুগ্রহ! কী অবর্ণনীয় মঙ্গলভাব! তিনি এমন চিকিৎসক যিনি সব ধরনেরই অসুস্থতা নিরাময় করতে পারেন, যাতে ভাল মন্দ, কৃতজ্ঞ অকৃতজ্ঞ সকলেরই উপকার করতে পারেন। এজন্য সেই ফরিশী দ্বারা নিমন্ত্রিত হয়ে তিনি সেই বাড়িতে প্রবেশ করেন—যে বাড়ি এতক্ষণে ছিল ধর্মহীনদের সম্মেলন-স্থান। কেননা যেখানে একজন ফরিশী ছিল, সেখানে ছিল অনিষ্টের আস্তানা, পাপীদের ঘর, গর্বের বাসা। সেই বাড়ির অবস্থা তেমন হলেও প্রভু সেখানে প্রবেশ করতে অস্বীকার করেন না—তাঁর একটা উদ্দেশ্য ছিল বটে!

তিনি ফরিশীর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন, শালীনতা বজায় রেখেই তা গ্রহণ করেন, তাঁর আচরণের জন্য ভর্ৎসনাও উচ্চারণ করেন না, কেননা তিনি সর্বাপেক্ষা নিমন্ত্রিত সকলকে, পরিবার সহ নিমন্ত্রণকর্তাকে ও ভোজের আনন্দও পবিত্রিত করতে অভিপ্রেত। তাছাড়া তিনি জানতেন, সেই পাপিষ্ঠারই আসার কথা ছিল, যে অনুতাপের গভীর ও উত্তপ্ত আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করবে। তাই তিনি ফরিশীর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন যেন সেই নারী শাস্ত্রী ও ফরিশীদের সামনে নিজ পাপরাশি নিন্দা করায় শিক্ষা দিতে পারে, কেমন করে পাপীদের ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলিত হতে হবে।

আর দেখ, সেই শহরের এক পাপিষ্ঠা স্ত্রীলোক তাঁর পিছনে তাঁর পায়ের কাছে বসে কাঁদতে কাঁদতে সে চোখের জলে তাঁর পা ভেজাতে লাগল (লুক ৭:৩৭, ৩৮)। এসো, আমরা এ স্ত্রীলোকের প্রশংসা করি, কেননা সে সমগ্র বিশ্বের সম্মানের যোগ্যা: সে সেই নির্মল পা দু'টো স্পর্শ করল, ও যোহনের সঙ্গে খ্রিষ্টের দেহের বিশেষ সহভাগিতা পেল। বস্তুতপক্ষে যোহন তাঁর বুকে বিশ্রাম নিয়েছিলেন—যে বুক থেকে একদিন তাঁর ঐশতত্ত্ব গ্রহণ করার কথা; অন্যদিকে এই নারী সেই পা আলিঙ্গন করল, যে পা দু'টো আমাদের হয়ে হাঁটছিল।

এদিকে খ্রিষ্ট, যিনি পাপের বিচার না করে অনুতাপের প্রশংসা করেন ও অতীতের পাপের দণ্ড না দিয়ে ভবিষ্যতের দিকেই তাকান, সেই খ্রিষ্ট নারীর পাপের গণনা না করে

নারীকে মর্যাদা দেন, অনুতাপের প্রশংসা করেন, ও চোখের জল গ্রহণ করায় নারীর সঙ্কল্প পুরস্কৃত করেন। অপরদিকে সেই ফরিশী অলৌকিক কাজ দেখে অন্তরে অস্থির হয়ে ওঠে ও হিংসার উত্তেজনায় উত্তেজিত হয়ে নারীর অনুতাপ বিশ্বাস করেন না, বরং তাকে অভিযুক্ত করেন কারণ ভোজের সময় সে প্রভুকে এভাবে সম্মান করছিল—তাতে যিনি সম্মানের পাত্র, সেই যিশুকে অজ্ঞ বলে মনে ক'রে তাঁকে অপমানও করেন: *লোকটা নবী হলে তবে জানতে পারত, তাকে যে স্পর্শ করছে সে কে ও কেমন স্ত্রীলোক* (লুক ৭:৩৯)।

ফরিশী মনে মনে গজ গজ করছেন, এমন সময় খ্রিষ্ট তাঁকে বললেন, *শিমোন, আপনাকে আমার কিছু বলার আছে* (লুক ৭:৪০)। আহা, অবর্ণনীয় অনুগ্রহ! আহা, অসীম মঙ্গলভাব! ঈশ্বর ও মানুষ একসঙ্গে কথা বলছেন; ফরিশীর শঠতা জয় করার জন্য খ্রিষ্ট তাঁর কাছে একটা সমস্যা ও মঙ্গলভাবের একটা শিক্ষা উপস্থাপন করেন। *তিনি বললেন, 'বলুন, গুরু।' 'এক মহাজনের কাছে দু'জন লোক ঋণী ছিল।'* (লুক ৭:৪০-৪১)। ঈশ্বরের জ্ঞান লক্ষ কর: তিনি তো নারীর কথা উত্থাপন করেন না, পাছে উপমা-কাহিনী শেষে ফরিশী বানানো উত্তর দেন। তিনি বলে চলেন, *তার কাছে একজন ছিল পাঁচশ' রুপোর টাকা ঋণী, আর একজন পঞ্চাশ রুপোর টাকা ঋণী; তাদের শোধ করার মত সামর্থ্য না থাকায় তিনি দু'জনের ঋণ মাপ করে দিলেন* (লুক ৭:৪১-৪২)।

ঋণ শোধ করতে যে অনিচ্ছুক ছিল, এমন নয়, যার কিছু ছিল না, তারই ঋণ তিনি মাপ করলেন; কেননা অভাব একটা কথা, অনিচ্ছা আলাদা কথা। ধর, ঈশ্বর আমাদের কাছে অনুতাপ ছাড়া কিছুই দাবি করেন না, কারণ তাঁর ইচ্ছা, আমরা যেন নিত্যই খুশি থাকি ও প্রায়শ্চিত্তের দিকে দ্রুত পদে এগিয়ে চলি। অনুতাপ করতে যে ইচ্ছুক, তিনি যখন তাকে ক্ষমা করেন, তখন এতে দেখান, আমাদের প্রায়শ্চিত্ত আমাদের পাপের গুরুত্বের অনুপাতে নয়: অনিচ্ছার জোরে যে আমরা ঋণ শোধ করতে অক্ষম, এমন নয়, কিন্তু আমাদের সেই ক্ষমতা নেই বিধায়ই আমরা অক্ষম। *তাদের শোধ করার মত সামর্থ্য না থাকায় তিনি দু'জনের ঋণ মাপ করে দিলেন। আচ্ছা, তাদের মধ্যে কে তাঁকে বেশি ভালবাসবে? শিমোন উত্তর দিলেন, 'আমি মনে করি, তিনি যার বেশি ঋণ মাপ করলেন, সে-ই।' তিনি তাঁকে বললেন, 'আপনার বিচার ঠিক।' এবং স্ত্রীলোকটির দিকে ফিরে*

তিনি শিমোনকে বললেন, এই স্ত্রীলোককে দেখছেন?—পাপিষ্ঠা যে স্ত্রীলোক আপনার দ্বারা পরিত্যক্তা কিন্তু আমার দ্বারা গৃহীতা? *আমি ভিতরে আসবার সময় থেকে এ আমার পা চুম্বন করায় ক্ষান্ত হয়নি। এজন্য আপনাকে বলছি, এর যে বহু পাপ, তা ক্ষমা করা হয়েছে* (লুক ৭:৪২-৪৪, ৪৫, ৪৭)। অতিথি রূপে আমাকে বাড়িতে গ্রহণ করে আপনি চুম্বন করে আমাকে সম্মান দেননি, আমার দেহে সুগন্ধি তেল মাখাননি; এ কিন্তু, বহু পাপের ক্ষমা চেয়ে চোখের জল ফেলেই আমাকে সম্মান করল।

উপস্থিত ভ্রাতৃগণ, তোমরা যা শুনেছ, সেই মত আচরণ কর, ও সেই পাপিষ্ঠা নারীর মত চোখের জল ফেল। বাহ্যিক জলে নয়, চোখের জলেই দেহ ধৌত কর; রেশমের কাপড় পরো না, কিন্তু শুচিতার অক্ষয় পোশাক পরিধান কর, যেন বিশ্বপাপহর মেষশাবককে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর একই গৌরব লাভ করতে পার—পিতা ও পবিত্র আত্মার সঙ্গে তাঁরই সম্মান, আরাধনা ও গৌরব হোক এখন ও চিরকাল, যুগে যুগান্তরে। আমেন।

১২শ রবিবার

ক বর্ষ - মথি ১০:২৬-৩৩

সেসময় যিশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, 'তাই তোমরা তাদের ভয় পেয়ো না, কেননা ঢাকা এমন কিছুই নেই যা প্রকাশ পাবে না, ও গুপ্ত এমন কিছুই নেই যা জানা যাবে না। আমি অন্ধকারে তোমাদের যা বলি, তা তোমরা আলোতে বল, আর কানে কানে যা শোন, তা ছাদের উপরে প্রচার কর। যারা দেহ মেরে ফেলে কিন্তু প্রাণকে মেরে ফেলতে পারে না, তাদের ভয় করো না, তাঁকেই বরং ভয় কর, যিনি প্রাণ ও দেহ দুই-ই জাহান্নামে বিনাশ করতে পারেন। এক জোড়া চড়ুই পাখি কি এক টাকায় বিক্রি হয় না? অথচ তোমাদের পিতার অনুমতি ছাড়া তাদের একটাও মাটিতে পড়ে না।

তোমাদের মাথার চুলেরও একটা হিসাব রাখা আছে; সুতরাং ভয় করো না, তোমরা অনেক চড়ুই পাখির চেয়ে অধিক মূল্যবান। তাই যে কেউ মানুষের সাক্ষাতে আমাকে স্বীকার করে, আমিও আমার স্বর্গস্থ পিতার সাক্ষাতে তাকে স্বীকার করব; কিন্তু যে কেউ মানুষের সাক্ষাতে আমাকে অস্বীকার করে, আমিও আমার স্বর্গস্থ পিতার সাক্ষাতে তাকে অস্বীকার করব।'

❖ বিশপ সাধু আথানাসিউস-লিখিত 'বাণীর মাংসধারণ' (২৯-৩০)

ত্রাণকর্তা থেকে পুনরুত্থান এল, ও খ্রিষ্ট জীবিত:

এমনকি তিনিই জীবন

যখন ক্রুশের চিহ্ন ও খ্রিষ্টে বিশ্বাস দ্বারা মৃত্যু ভূপাতিত হয়, তখন সত্যই বিচারক হলে তবে স্পষ্ট দাঁড়ায় যে স্বয়ং খ্রিষ্ট ছাড়া এমন কেউ নেই যে মৃত্যুর উপরে গৌরবময় বিজয় লাভ করল ও মৃত্যুকে শক্তিহীন করে ফেলল। আর যখন মৃত্যু আগে শক্তিশালী হওয়ায় ভয়ের বস্তু ছিল কিন্তু ত্রাণকর্তার আগমনের পরে ও তাঁর দেহের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের পরে অবজ্ঞার পাত্র হয়ে গেছে, তখন একথা সুস্পষ্ট যে, খ্রিষ্ট ক্রুশে আরোহণ করায়ই মৃত্যু ধ্বংসিত ও পরাভূত হয়েছে। কেননা যেমন রাতের পরে সূর্য আবির্ভূত হলে পৃথিবীর সকল প্রান্ত তার আলোতে আলোকিত হওয়ায় কোন সন্দেহ

থাকতে পারে না যে, যে সূর্য নিজের আলো সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছে, তা সেই একই সূর্য যা অন্ধকার দূর করে দিল ও সবকিছু আলোকিত করল, তেমনি যখন দেহে ত্রাণকর্তার পরিত্রাণদায়ী আবির্ভাব ও ক্রুশে তাঁর মৃত্যুর পরেই মৃত্যু অবজ্ঞার বস্তু হল ও ভূপাতিত হল, তখন একথা স্পষ্ট যে, তিনিই সেই একই ত্রাণকর্তা যিনি দেহে আবির্ভূত হয়েছিলেন, মৃত্যু ধ্বংস করলেন ও আপন শিষ্যদের মধ্য দিয়ে মৃত্যুর উপর নতুন নতুন বিজয় দিনে দিনে দেখিয়ে থাকেন।

কেননা যখন দেখা যায়, স্বভাবে দুর্বল মানুষ মৃত্যুর অবক্ষয়ে ভীত না হয়ে মৃত্যুর দিকে ছুটে চলে, ও পাতালে নামতে ভয় না করে তৎপর অন্তরে পাতাল তুচ্ছই করে ও তার যন্ত্রণার চিন্তায়ও অটল থাকে, কিন্তু এ বর্তমান জীবনের চেয়ে খ্রিষ্টের খাতিরে মৃত্যুরই আকাঙ্ক্ষা করে; আবার, যখন দেখা যায়, খ্রিষ্টভক্তির খাতিরে নর-নারী ও বালকও মৃত্যুর দিকে স্বচ্ছন্দেই ধাবিত, তখন তত নির্বোধ বা অবিশ্বাসী এমন কেইবা থাকতে পারে, অথবা মনে তত অন্ধ এমন কেইবা না বুঝতে ও উপলব্ধি করতে পারে যে, মানুষ যাঁর সাক্ষ্য বহন করছে, সেই খ্রিষ্টই প্রত্যেককে মৃত্যুর উপর বিজয় দান ও মঞ্জুর করেন, ও যারা তাঁর প্রতি বিশ্বাসী ও ক্রুশচিহ্ন পরিধান করে, তাদের মধ্যে তিনিই মৃত্যুকে শক্তিহীন করে ফেলেন।

আমরা এতক্ষণে যা বলে এসেছি, তা এবিষয়ে সামান্য প্রমাণ নয় যে, মৃত্যু ধ্বংসিত হয়েছে, ও প্রভুর ক্রুশ হলো সেটার উপরে জয়চিহ্ন স্বরূপ। আবার, একটা মরদেহের অমর পুনরুত্থান যে সার্বজনীন ত্রাণকর্তা সেই সত্যকার জীবন খ্রিষ্ট দ্বারাই সাধিত হয়েছে, যাদের মনশ্চক্ষু সুস্থ, তাদের কাছে একথা বাহ্যিক যুক্তির চেয়ে এই সমস্ত দৃশ্যমান ঘটনা দ্বারাই স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। কারণ যখন মৃত্যু ধ্বংসিত হয়েছে—একথা ইতিমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে—ও খ্রিষ্টের খাতিরে সকলেই মৃত্যুকে পদদলিত করে থাকে, তখন অধিক যুক্তিসঙ্গত কথা যে তিনিই প্রথম আপন দেহে মৃত্যু পায়ে মাড়িয়ে দিলেন ও ধ্বংস করলেন। আর যখন মৃত্যু তাঁর দ্বারা নিহত হয়েছে, তখন দেহ যে পুনরুত্থান করবে ও মৃত্যুর উপরে জয়চিহ্নরূপে প্রতীয়মান হবে, এছাড়া আর কীবা হতে পারত? প্রভুর দেহ যদি পুনরুত্থান না করত, তাহলে কেমন করে দেখা যেতে পারত যে এবার মৃত্যু ধ্বংসিত?

তবু তাঁর পুনরুত্থান বিষয়ে এই প্রমাণ যদি কার পক্ষে যথেষ্ট নয়, তাহলে চোখে যা দেখা যেতে পারে, সে কমপক্ষে তার সাহায্যেই ব্যাপারটা বিশ্বাস করুক। কেননা যে কেউ মৃত, সে আর কিছুই করতে পারে না, আর তার স্মৃতি সেইপর্যন্ত মাত্র জীবিত থাকে, যেপর্যন্ত তাকে কবর দেওয়া হয়; তারপর স্মৃতিও নিঃশেষ হয়। যারা জীবিত, তারাই মাত্র কাজ সাধন করতে পারে ও অন্য মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। তাই যে কেউ ইচ্ছা করে, সে দেখুক; আর যা দৃষ্টিগোচর তা দ্বারাই সে বিচার করুক ও সত্য স্বীকার করুক। কেননা যখন ত্রাণকর্তা লোকদের মাঝে তত কাজ সাধন করে থাকেন, ও প্রতিদিন সর্বস্থানে তিনি নীরবে গ্রীক ও বর্বরদের বিরাট জনতার মন জয় করেন যাতে তারা তাঁর প্রতি বিশ্বাসী হয় ও সকলে তাঁর ধর্মশিক্ষা মেনে নেয়, তখন ত্রাণকর্তার পুনরুত্থান যে সত্যিই ঘটেছে ও খ্রিষ্ট যে জীবিত, এমনকি তিনি যে স্বয়ং জীবন, এবিষয় সন্দেহ করার মত আর কেউ কি থাকবে?

খ বর্ষ - মার্ক ৪:৩৫-৪১

একদিন যিশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, ‘চল, আমরা ওপারে যাই।’
তখন তাঁরা লোকদের বিদায় দিয়ে, তিনি যে অবস্থায় ছিলেন, সেই অবস্থায়ই তাঁকে নৌকায় করে সঙ্গে নিয়ে গেলেন; আরও আরও নৌকাও তাঁর সঙ্গে ছিল। পরে প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় উঠল, ও ঢেউ নৌকার গায়ে এমনভাবে আছড়িয়ে পড়তে লাগল যে, নৌকাটা জলে ভরে যাচ্ছিল—অথচ তিনি পশ্চাদ্ভাগে বালিশে মাথা দিয়ে ঘুমোচ্ছিলেন; তাঁরা তাঁকে জাগিয়ে তুলে বললেন, ‘গুরু, আমরা যে মরতে বসেছি, এতে আপনার কি কোন চিন্তা নেই?’ আর তিনি জেগে উঠে বাতাসকে ধমক দিলেন, ও সমুদ্রকে বললেন, ‘শান্ত হও, স্থির হও;’ তাতে বাতাস পড়ল ও মহানিস্তব্ধতা নেমে এল। পরে তিনি তাঁদের বললেন, ‘তোমরা এত ভীত হচ্ছ কেন? তোমাদের কি এখনও বিশ্বাস হয়নি?’ তাঁরা ভীষণ ভয়ে অভিভূত হয়ে একে অন্যকে বলতে লাগলেন, ‘তবে ইনি কে যে, বাতাস ও সমুদ্রও তাঁর প্রতি বাধ্য হয়?’

❖ বিশপ সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি (উপদেশ ৪৩:১-৩)

খ্রিষ্টের আদেশে শান্তি ফিরে আসে

ভ্রাতৃগণ, পবিত্র সুসমাচারের যে পাঠ আমরা এইমাত্র শুনেছি, আমি ঈশ্বরের সহায়তায় তোমাদের কাছে সেই বিষয়ে কিছু চেতনা দান করতে ইচ্ছা করি, যাতে এই জগতের ঝড়ঝঞ্ঝা ও তরঙ্গমালা দেখা দিলে তোমাদের হৃদয়ে বিশ্বাস নিদ্রিত না থাকে। সেই সর্বশক্তিমান সাগরের মাঝে নৌকায় বসে যখন নিদ্রা গেলেন, তখন মৃত্যু ও নিদ্রা যে খ্রিষ্ট প্রভুরই হাতে, একথা তত নিশ্চিত নাও মনে হতে পারে। তোমরা তাই বিশ্বাস করলে, তবে তোমাদের অন্তরে বিশ্বাস নিদ্রাগত; কিন্তু তোমাদের অন্তরে খ্রিষ্ট জাগ্রত হলে, তবে তোমাদের বিশ্বাস সজাগ। প্রেরিতদূত বলেন, *খ্রিষ্ট যেন বিশ্বাসগুণে তোমাদের হৃদয়ে বসবাস করেন* (এফে ৩:১৭)। সুতরাং খ্রিষ্টে নিদ্রাও একটা রহস্যের লক্ষণ। যারা সমুদ্রে যাত্রা করছিল, তারা আসলে হল মানবাত্মা, যে মানবাত্মাগুলি যেন একটা নৌকায় বসে এজীবন অতিবাহিত করে। নৌকা আবার মণ্ডলীরই প্রতীক। সকলে ঈশ্বরের মন্দির বটে; কিন্তু প্রত্যেকে নিজ নিজ হৃদয়ে সমুদ্র-যাত্রা করছে, আর তখনই তার নৌকাডুবি ঘটে না, সে যখন শুভ বিষয়ে চিন্তামগ্ন থাকে।

একটা অপমানজনক কথা তোমার কানে এল—তা বাতাস; তুমি ক্রুদ্ধ—তা তরঙ্গমালা। বাতাস বইলে ও উত্তাল তরঙ্গ হলে নৌকা বিপদের সম্মুখীন—তোমার হৃদয়ই বিপদের সম্মুখীন ও দূরে ভেসে যাচ্ছে। অপমান শুনে তুমি প্রতিশোধ নিতে চাও—প্রতিশোধ নেওয়ায় ও পরের দুষ্কর্ম রোধ না করায় তোমার নৌকাডুবি হল। কেন? কারণ তোমার অন্তরে খ্রিষ্ট নিদ্রাগত। তবে কেন তিনি তোমার অন্তরে নিদ্রাগত? এর কারণ, তুমি তাঁর কথা ভুলে গেছ। তাহলে খ্রিষ্টকে জাগিয়ে তোল, খ্রিষ্টের কথা স্মরণে রাখ, তোমার অন্তরে খ্রিষ্ট জাগ্রত হোন; তাঁর কথা ভাব। তুমি কী চাচ্ছিলে? প্রতিশোধ। তোমার বেলায় এসব কিছু ঘটেছে, অথচ তিনি ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার সময়ে বললেন, *পিতা, এদের ক্ষমা কর, কেননা এরা কি করছে, তা জানে না* (লুক ২৩:৩৪)।

যিনি চাইলেন না, তাঁর পক্ষ হয়ে কোন প্রতিশোধ নেওয়া হবে, তিনি তোমার অন্তরে নিদ্রা যাচ্ছিলেন। তাঁকে ওঠাও, তাঁর কথা স্মরণ কর। তাঁর স্মরণ হোক তাঁর বাণী; তাঁর স্মরণ হোক তাঁর আদেশ। আর যদি খ্রিষ্ট তোমার অন্তরে জাগ্রত, তাহলে তুমি নিজের

কাছে একথা বল: আমি কে যে ঈশ্বরের প্রতিশোধ দেখতে চাই? আমি কে যে অপরকে হুমকি শোনাই? হয় তো প্রতিশোধ দেখবার আগেই মরব। কিন্তু যখন হাঁপাতে হাঁপাতে, ক্রোধে উত্তপ্ত হয়ে, ও প্রতিশোধের জ্বালায় উত্তেজিত হয়ে আমি এ দেহ ছেড়ে চলে যাব, তখন যিনি প্রতিশোধ দেখতে চাইলেন না, তিনি আমাকে গ্রহণ করবেন না; যিনি বললেন, *দান কর, তোমাদেরও দেওয়া হবে; ক্ষমা কর, তোমাদেরও ক্ষমা করা হবে* (লুক ৬:৩৮-৩৯), তিনি আমাকে গ্রহণ করবেন না। সেজন্য আমি ক্রোধ সংযত রাখব ও হৃদয়ে শান্তি ফিরিয়ে আনব; হ্যাঁ, খ্রিষ্ট সমুদ্রকে আদেশ দিলেই বাতাস ও তরঙ্গমালা প্রশমিত হল।

প্রলোভনের সময়ে তোমরা নিয়ম হিসাবে তা গ্রহণ কর, ক্রোধ বিষয়ে আমি যা বলেছি। প্রলোভন দেখা দিচ্ছে—তা বাতাস; তুমি অস্থির—তা তরঙ্গমালা। খ্রিষ্টকে জাগিয়ে তোল, তিনি তোমার কাছে কথা বলুন, *ইনি কে, বাতাস ও সাগরও যাঁর কথা শোনে?* (মার্ক ৪:৪১)। ইনি কে, সাগর যাঁর কথা শোনে? *সাগরও তাঁরই, তিনিই তা গড়লেন* (সাম ৯৫:৫)। তাঁরই দ্বারা সবকিছু হল। তাই তুমিও বাতাস ও সাগরের অনুকরণ কর, তুমিও স্রষ্টার অধীন হও। সাগর খ্রিষ্টের আদেশ শোনে, আর তুমি কি বধির? সাগর তাঁর আদেশ মেনে নেয় ও বাতাস শান্ত হয়; আর তুমি কি স্ফীতই হবে? আমিই বলছি, আমিই করছি, আমিই চিন্তা করছি: এসব কিছু কী? স্ফীত হওয়া ও খ্রিষ্টের বাণীতে শান্ত না হওয়া ছাড়া তা আর কিছুই নয়।

তোমাদের হৃদয় অস্থির হলে তোমরা তরঙ্গমালা দ্বারা নিজেদের পরাজিত হতে দিয়ো না। কিন্তু তবুও, যেহেতু আমরা মানুষ, সেজন্য বাতাস যদি আমাদের আত্মার প্রবল কামনা-বাসনা আলোড়িত করে থাকে, তবু আমরা যেন নিরাশ না হই: এসো, খ্রিষ্টকে জাগিয়ে তুলি, যেন শান্তশিষ্ট পরিবেশে যাত্রা করে মাতৃভূমিতে পৌঁছতে পারি।

গ বর্ষ - লুক ৯:১৮-২৪

একদিন যিশু একা এক জায়গায় প্রার্থনা করছিলেন, শিষ্যেরা তাঁর সঙ্গে ছিলেন; তখন তিনি তাঁদের কাছে এই প্রশ্ন রাখলেন, 'আমি কে, এবিষয়ে লোকে কী বলে?' তাঁরা উত্তরে বললেন, 'কেউ কেউ বলে: বাপ্তিস্মদাতা যোহন; কেউ কেউ

বলে: এলিয়, আবার অন্য কেউ বলে: আগেকার নবীদের একজন পুনরুত্থান করেছেন।’ তিনি তাঁদের বললেন, ‘কিন্তু তোমরা, আমি কে, এবিষয়ে তোমরাই কী বল?’ পিতর উত্তর দিয়ে বললেন, ‘আপনি ঈশ্বরের সেই খ্রিষ্ট।’ কিন্তু তিনি দৃঢ় নিষেধাজ্ঞা দিয়ে তাঁদের আদেশ করলেন, একথা তাঁরা যেন কাউকে না বলেন; তিনি বললেন, ‘মানবপুত্রকে বহু যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে, এবং প্রবীণদের, প্রধান যাজকদের ও শাস্ত্রীদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হতে হবে, তাঁকে নিহত হতে হবে, আর তৃতীয় দিনে পুনরুত্থিত হতে হবে।’

পরে তিনি সকলকে উদ্দেশ করে বললেন, ‘কেউ যদি আমার পিছনে আসতে ইচ্ছা করে, সে নিজেকে অস্বীকার করুক, এবং প্রতিদিন নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার অনুসরণ করুক। কেননা যে কেউ নিজের প্রাণ বাঁচাতে চায়, সে তা হারাবে, আর যে কেউ আমার জন্য নিজের প্রাণ হারায়, সে-ই তা বাঁচাবে।’

❖ লুক-রচিত সুসমাচারে আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের উপদেশাবলি (উপদেশ ৪৯)

পিতর খ্রিষ্ট বিষয়ে
স্পষ্ট বিশ্বাস-স্বীকারোক্তি ঘোষণা করেন

একদিন যিশু একা এক জায়গায় প্রার্থনা করছিলেন, শিষ্যেরা তাঁর সঙ্গে ছিলেন; তখন তিনি তাঁদের কাছে এই প্রশ্ন রাখলেন: আমি কে, এ বিষয়ে লোকে কী বলে? (লুক ৯:১৮)।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, যিনি সকলের প্রভু ও ত্রাণকর্তা, তিনি যখন শিষ্যদের সঙ্গে একা প্রার্থনা করতেন, তখন তাঁদের কাছে নিজেকেই পুণ্যজীবনের আদর্শ বলে দেখাতেন। কিন্তু তবুও হয় তো এমন কিছু ছিল, যা শিষ্যদের মন অস্থির করছিল ও তাঁদের অন্তরে ভুলধারণা সৃষ্টি করছিল। কেননা তাঁরা তাঁকেই অন্য সকল মানুষের মত প্রার্থনা করতে দেখছিলেন, যাঁকে আগের দিন ঐশ্বরিক ভাবে অলৌকিক কাজ সাধন করতে দেখেছিলেন। ফলত এ যুক্তিসঙ্গতই ছিল যে তাঁরা মনে মনে ভাববেন: কী অসাধারণ ব্যাপার! আমরা তাঁকে ঈশ্বর না মানুষ গণ্য করব? সেজন্য তেমন চিন্তা-ভাবনার আলোড়ন প্রশমিত করার উদ্দেশ্যে ও তাঁদের প্রায়-টলমান বিশ্বাস স্থির করার অভিপ্রায়ে যিশু একটা প্রশ্ন রাখেন—তিনি তো জানতেন, যারা ইহুদী নয়, এমনকি যারা

ইস্রায়েলীয় ছিল তারা সকলেই তাঁর বিষয়ে কী বলছিল। এতে তিনি বেশির ভাগ লোকদের ধারণা থেকে তাঁদের সরিয়ে নিয়ে তাঁদের অন্তরে নিশ্চিত বিশ্বাস স্থাপন করতে চাচ্ছিলেন। *আমি কে, এবিষয়ে লোকে কী বলে?* (লুক ৯:১৮)।

এবারও পিতর প্রথম এগিয়ে আসেন—তিনি দলের মুখপাত্র রূপে ঈশ্বরভক্তিতে পূর্ণ বাণী উচ্চারণ করে খ্রিষ্ট বিষয়ে সুস্পষ্ট ও নিখুঁত বিশ্বাস-স্বীকারোক্তি ঘোষণা করে বলেন: *আপনি ঈশ্বরের সেই খ্রিষ্ট* (লুক ৯:২১)।

শিষ্যটি পবিত্র সত্যের সতর্ক ও সুবিবেচক ঘোষক; কারণ তিনি তাঁর বিষয়ে সাধারণ পরিচয় দেন না: অর্থাৎ কিনা তিনি বলেন না, 'ঈশ্বরের খ্রিষ্ট,' কিন্তু বলেন 'ঈশ্বরের সেই খ্রিষ্ট,' কেননা ঈশ্বরের তৈলাভিষিক্তজন বলে অনেকে নানা অর্থে খ্রিষ্ট বলে অভিহিত: কেউ রাজা রূপেই তৈলাভিষিক্ত, আবার কেউ নবী রূপে, আবার কেউ আমাদের মত সার্বজনীন ত্রাণকর্তা সেই খ্রিষ্ট দ্বারা পরিত্রাণ পেয়েছে বলে ও পবিত্র আত্মায় তৈলাভিষিক্ত হয়েছে বলে খ্রিষ্ট নাম গ্রহণ করেছে। ফলত খ্রিষ্ট অর্থাৎ তৈলাভিষিক্তজন নামে অনেকেই রয়েছে, কিন্তু এ নাম এমন যা একটা বিশেষ ভূমিকা নির্দেশ করে, অপরদিকে পিতা ঈশ্বরের সেই খ্রিষ্ট একজনমাত্র।

শিষ্যটি বিশ্বাস-স্বীকারোক্তি ঘোষণা করলে পর *তিনি দৃঢ় নিষেধাজ্ঞা দিয়ে তাঁদের আদেশ করলেন, একথা তাঁরা যেন কাউকে না বলেন;* এরপর বলে চললেন, *মানবপুত্রকে বহু যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে, এবং প্রত্যাখ্যাত হতে হবে, তাঁকে নিহত হতে হবে, আর তৃতীয় দিনে পুনরুত্থিত হতে হবে* (লুক ৯:২১-২২)। কিন্তু কেনই বা এ উচিত ছিল না যে, শিষ্যেরা তাঁর কথা সর্বত্র প্রচার করবেন?

যাঁরা বাণীপ্রচারের উদ্দেশ্যেই তাঁর দ্বারা নিযুক্ত হয়েছিলেন, এ কি তাঁদের প্রকৃত ভূমিকা ছিল না? কিন্তু যেহেতু শাস্ত্র এও বলে যে, *উপযুক্ত সময়ে সবকিছু শ্রেয় বলে গণ্য হবে* (সিরা ৩৯:৩৪ দ্রঃ), সেজন্য এ উচিত ছিল যে, তাঁরা তাঁর কথা তখনই প্রচার করবেন যখন যে সমস্ত ঘটনা তখনও পূর্ণতা পায়নি তা পূর্ণতা পাবে, যথা: যন্ত্রণাভোগ, ক্রুশারোপণ, ক্রুশমৃত্যু, মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান; এই মহান ও গৌরবময় আশ্চর্য কাজই বিশেষভাবে প্রমাণ করবে যে সেই ইম্মানুয়েল স্বয়ং প্রকৃত ঈশ্বর, ও পিতা ঈশ্বরের প্রকৃত পুত্র। কেননা মৃত্যু ও অবক্ষয় ধ্বংস করা, শয়তানের কর্তৃত্ব পরাভূত করে পাতাল

লুট করা, জগতের পাপ হরণ করা, ও স্বর্গ ও পৃথিবী সম্মিলিত করে মানুষের জন্য পরমদেশের প্রবেশদ্বার খুলে দেওয়া—এই সমস্ত বিষয়ই প্রমাণ করে, সেই ইম্মানুয়েল প্রকৃত ঈশ্বর। এজন্যই তিনি আদেশ করেন, রহস্যটা কিছু দিনের মত নীরবতায় পূজিত হোক, অর্থাৎ ততদিন ধরে যতদিন না ঐশব্যবস্থার গোটা বিন্যাস সিদ্ধি লাভ করে। এজন্য মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হলে পর তিনি আদেশ করলেন, রহস্যটা সারা বিশ্বের ঘরে ঘরে প্রকাশিত হোক, যাতে সকলে বিশ্বাস গুণে ধর্মময়তা ও বাপ্তিস্মের গুণে পরিশুদ্ধি লাভ করতে পারে। বস্তুত তিনি বললেন, *স্বর্গে ও মর্তে সমস্ত অধিকার আমাকে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং তোমরা যাও, সকল জাতিকে আমার শিষ্য কর; পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা-নামের উদ্দেশে তাদের বাপ্তিস্ম দাও। আমি তোমাদের যা যা আজ্ঞা করেছি, সেই সমস্ত তাদের পালন করতে শেখাও। আর দেখ, আমি প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি—যুগান্ত পর্যন্ত* (মথি ২৮:১৮-২০)।

সুতরাং খ্রিষ্ট আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছেন ও পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে আমাদের অন্তরে বাস করেন। তাঁর দ্বারা ও তাঁর সঙ্গে প্রশংসা ও পরাক্রম পবিত্র আত্মার সঙ্গে পিতা ঈশ্বরের কাছে আরোপিত হোক যুগে যুগান্তরে। আমেন।

১৩শ রবিবার

ক বর্ষ - মথি ১০:৩৭-৪২

সেসময় যিশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, ‘যে কেউ নিজের পিতা বা মাতাকে আমার চেয়ে বেশি ভালবাসে, সে আমার যোগ্য নয়; যে কেউ ছেলে বা মেয়েকে আমার চেয়ে বেশি ভালবাসে, সে আমার যোগ্য নয়; যে কেউ নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার পদক্ষেপে আমাকে অনুসরণ না করে, সে আমার যোগ্য নয়। যে কেউ নিজের প্রাণ খুঁজে পায়, সে তা হারাবে, আর যে কেউ আমার জন্য নিজের প্রাণ হারায়, সে তা খুঁজে পাবে।

তোমাদের যে গ্রহণ করে, সে আমাকেই গ্রহণ করে; আর আমাকে যে গ্রহণ করে, সে তাঁকেই গ্রহণ করে, আমাকে যিনি প্রেরণ করেছেন। নবীকে নবী বলে যে গ্রহণ করে, সে নবীরই যোগ্য মজুরি পাবে; আর ধার্মিককে ধার্মিক বলে যে গ্রহণ করে, সে ধার্মিকেরই যোগ্য মজুরি পাবে। যে কেউ এই ক্ষুদ্রজনদের মধ্যে কোন একজনকে শিষ্য বলে কেবল এক ঘটি ঠান্ডা জলও খেতে দেয়, আমি তোমাদের সত্যি বলছি, সে কোনমতে নিজের মজুরি থেকে বঞ্চিত হবে না।’

❖ বিশপ সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি (উপদেশ ৯৬:১-৪)

যদি খ্রিস্টের অনুসরণ করতে চাও,

ক্রুশের দিকে তাকাও:

ধৈর্য ধর, সহনশীল হও, ভেঙে পড়ো না

প্রভুর আজ্ঞা কঠিন ও ভারী মনে হয়: যে তাঁর অনুসরণ করতে চায়, তাকে আত্মত্যাগ করতে হয়। কিন্তু যিনি আদেশ পালন করতে সাহায্য করেন, তাঁর আজ্ঞা কঠিন ও ভারী হতে পারে না; আর তিনি যা বলেছেন, তা সত্য: *আমার জোয়াল সুবহ* ও *আমার বোঝা লঘুভার* (মথি ১১:৩০)। কেননা আজ্ঞাগুলিতে যা কিছু ভারী, ভালবাসা তা লঘুভার করে তোলে। আমরা তো জানি ভালবাসা যে কী সাধন করতে পারে! বারবার ভালবাসা নিন্দনীয় ও অবাধ্য; ভালবাসার বস্তু পাবার জন্য মানুষ কঠিন কতই

না কিছু বহন করেছে, অযোগ্য ও অসহনীয় কতই না কিছু সহ্য করেছে! আর যেহেতু ভালবাসা যেরূপ মানুষও সেরূপ, সেজন্য বাহ্যিক জীবনাবস্থা নিয়ে তত চিন্তিত হতে নেই, বরং যা ভালবাসার যোগ্য তা বাছাই করায়ই সতর্ক হতে হয়। তাহলে খ্রিষ্টকে যে ভালবাসে ও তাঁর অনুসরণ করতে চায়, তাঁকে ভালবেসে যে আত্মত্যাগ করতে হয়, একথা কেনই বা তোমার আশ্চর্য লাগে? বস্তুতপক্ষে নিজেকে ভালবেসে মানুষ যখন নিজেকে হারায়, তখন আত্মত্যাগ ক'রে সে আবার নিজেকে খুঁজে পায়।

যাঁর মধ্যে পূর্ণ আনন্দ, পরম শান্তি ও সনাতন রক্ষা রয়েছে, কেইবা বা সেই খ্রিস্টের অনুসরণ করতে অস্বীকার করবে? সেই আনন্দ, শান্তি ও রক্ষা পর্যন্ত তাঁর অনুসরণ করা ভালই বটে, কিন্তু পথের কথাই বিবেচনা করা দরকার। প্রভু যিশু যে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করার পরেই এ সমস্ত কথা বলেছেন, এমন নয়; তিনি তখনও যন্ত্রণাভোগ করেননি, বরং ক্রুশ, অসম্মান, অপমান, কশাঘাত, কাঁটার মুকুট, ঘা, দুর্নাম ও মৃত্যু বরণ করতে উদ্যত হচ্ছিলেন। পথটা খুবই কঠোর—তার সামনে তুমি তো অলস হয়ে পড়, প্রভুর অনুসরণ করতে অসম্মতি দেখাও।

তাঁর অনুসরণ কর! মানুষ যে পথ তৈরি করেছে, তা অগম্য; কিন্তু খ্রিষ্ট ধাপে ধাপে কষ্টের সঙ্গে সেই পথ চলে তা সহজগম্য করেছেন।

গৌরবের দিকে ছুটতে কে অস্বীকার করবে? মহিমা তো সকলেরই পছন্দ বটে, অথচ বিনম্রতাই তার প্রথম ধাপ। তুমি কেন তোমার ক্ষমতার ঊর্ধ্বে পা উঁচু করছ? উপরে না গিয়ে তুমি বরং কি নিচে পড়ে যেতে চাও? প্রথম ধাপ থেকে শুরু কর—আগে থেকে তুমি উচ্চতর স্থানে উঠেছ! যাঁরা বলছিলেন, *এমনটি করুন, যেন আপনার গৌরবে আমরা একজন আপনার ডান পাশে, আর একজন বাঁ পাশে আসন পেতে পারি* (মার্ক ১০:৩৭), সেই দু'জন শিষ্য বিনম্রতার এই ধাপ পার হতে অসম্মত ছিলেন; উচ্চ আসনের অন্বেষণ করতে করতে তাঁরা ধাপটা দেখতে পাচ্ছিলেন না। প্রভু কিন্তু তাঁদের কাছে এ ধাপ দেখালেন: তিনি কী উত্তর দিলেন? *আমি যে পাত্রে পান করি, তাতে কি তোমরা পান করতে পার?* (মার্ক ১০:৩৮)। তোমরা যারা মর্যাদার শীর্ষস্থান অন্বেষণ করছ, তোমরা কি বিনম্রতার পাত্রে পান করতে পার? এজন্য তিনি *নিজেকে অস্বীকার*

ক'রে সে আমার অনুসরণ করুক শুধু নয়, কিন্তু *নিজ ক্রুশ তুলে নিয়েই সে আমার অনুসরণ করুক* বলেছেন (মথি ১৬:২৪)।

নিজ ক্রুশ তুলে নেওয়া, এর অর্থ কী? সে সেই সবকিছু সহ্য করুক যা বিরক্তিকর—এভাবেই সে আমার অনুসরণ করবে! আমার আদর্শ ও আজ্ঞাগুলি পালন করতে করতে সে যখন আমার অনুসরণ করতে শুরু করবে, তখন সে দেখবে, বহু মানুষ—এমনকি খ্রিষ্টের অনুগামীদের মধ্যেও বহু মানুষ তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, তাকে বাধা দেয়, তার মন পাল্টাতে চেষ্টা করে। যারা অন্ধদের চিৎকার করতে বারণ দিত, তারা তো খ্রিষ্টের সঙ্গেই পথ চলত! সুতরাং, তুমি যদি তাঁর অনুসরণ করতে ইচ্ছা কর, তাহলে হুমকি কি তোষামোদ কি যত বাধা ক্রুশ বলে বিবেচনা কর: ধৈর্য ধর, সহনশীল হও, ভেঙে পড়ো না। সাক্ষ্যমরেরা প্রভুর এ বাণী দ্বারাই অনুপ্রাণিত হয়েছেন। আমরা যদি নির্যাতিত, তাহলে খ্রিষ্টপ্রেমের খাতিরে কি সবকিছু তুচ্ছ করতে হবে না?

খ বর্ষ - মার্ক ৫:২১-৪৩

যিশুর চারপাশে বহু লোকের ভিড় জমতে লাগল; আর তিনি সমুদ্রতীরে থাকলেন। তখন যাইরুস নামে সমাজগৃহের একজন অধ্যক্ষ এসে তাঁকে দেখে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ে বহু মিনতি করে বললেন, 'আমার মেয়েটি মরণাপন্ন অবস্থায়, আপনি এসে তার উপর হাত রাখুন, যেন সে পরিত্রাণ পেয়ে বাঁচে।' তিনি তাঁর সঙ্গে চললেন; বহু লোকও তাঁর পিছু পিছু চলল ও তাঁর চারপাশে ভিড়ের চাপ সৃষ্টি হল।

তখন বারো বছর ধরে রক্তস্রাবে আক্রান্ত এমন একজন স্ত্রীলোক ছিল যে অনেক চিকিৎসকের বহু যন্ত্রণাময় চিকিৎসার অধীন হয়েছিল, এবং তার সর্বস্ব ব্যয় করেও তার কোন উপকার হয়নি, বরং আরও অধিক পীড়িত হয়েছিল। সে যিশুর কথা শুনে ভিড়ের মধ্য দিয়ে তাঁর পিছন থেকে এসে তাঁর পোশাক স্পর্শ করল; কারণ সে ভাবছিল, 'তাঁর পোশাক-মাত্র স্পর্শ করলেই আমি পরিত্রাণ পাব।' আর তখনই তার রক্তস্রাব শুকিয়ে গেল, আর সে যে ওই রোগ থেকে মুক্ত হয়েছে, তা নিজের শরীরে টের পেল। যিশু তখনই অন্তরে জানতে পারলেন যে, তাঁর মধ্য থেকে একটা শক্তি বেরিয়ে গেছে, তাই ভিড়ের মধ্যে ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'কে আমার পোশাক স্পর্শ করল?' তাঁর শিষ্যেরা বললেন, 'আপনি তো

দেখছেন, আপনার চারপাশে লোকদের কী চাপ, তবু বলছেন, কে আমাকে স্পর্শ করল?' কিন্তু তিনি চারদিকে তাকিয়ে দেখতে থাকলেন, কেইবা তেমনটি করল। পরে সেই স্ত্রীলোক তার কী ঘটেছে বুঝতে পেরে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে তাঁর সামনে এগিয়ে এসে তাঁর পায়ে পড়ল ও সমস্ত সত্য বলে ফেলল। তিনি তাকে বললেন, 'কন্যা, তোমার বিশ্বাস তোমার পরিত্রাণ সাধন করেছে; শান্তিতে যাও, ও তোমার রোগ থেকে মুক্ত হয়ে থাক।'

তিনি তখনও কথা বলছেন, সেসময় সমাজগৃহের অধ্যক্ষের বাড়ি থেকে লোক এসে বলল, 'আপনার মেয়েটি মারা গেছে, গুরুকে আর কেন কষ্ট দিচ্ছেন?' কিন্তু যিশু সেকথা শুনতে পেয়ে সমাজগৃহের অধ্যক্ষকে বললেন, 'ভয় করবেন না, কেবল বিশ্বাস করুন।' এবং পিতর, যাকোব ও যাকোবের ভাই যোহনকে ছাড়া তিনি আর কাউকেই নিজের সঙ্গে যেতে দিলেন না; তাই তাঁরা সমাজগৃহের অধ্যক্ষের বাড়িতে এলে তিনি দেখলেন, কোলাহল হচ্ছে ও লোকেরা কাঁদছে ও হাহাকার করছে। ভিতরে গিয়ে তিনি তাদের বললেন, 'তোমরা এত কোলাহল ও কান্নাকাটি করছ কেন? মেয়েটি তো মারা যায়নি, ঘুমিয়ে রয়েছে।' কিন্তু তারা তাঁকে উপহাস করল; তাই তিনি সকলকে বের করে দিয়ে মেয়েটির পিতামাতাকে ও নিজের সঙ্গীদের নিয়ে, মেয়েটি যেখানে ছিল, সেই স্থানে প্রবেশ করলেন; এবং মেয়েটির হাত ধরে তাকে বললেন, 'তালিথা কুম্, যার অর্থ দাঁড়ায়: খুকি, তোমাকে বলছি, উঠে দাঁড়াও।' মেয়েটি তখনই উঠে দাঁড়িয়ে হেঁটে বেড়াতে লাগল—তার বয়স বারো বছর ছিল। তারা তখনই গভীর বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়ল; আর তিনি তাদের কড়া আদেশ দিলেন, কেউই যেন ঘটনাটা জানতে না পারে, আর মেয়েটিকে কিছু খাবার দিতে বললেন।

❖ বিশপ সাধু পিতর খ্রিসোলগের উপদেশাবলি (উপদেশ ৩৪)

ঈশ্বরের কাছে মৃত্যু সত্যিই নিদ্রা স্বরূপ

প্রিয়তম ভাইবোনেরা, সুসমাচারের সমস্ত বর্ণনা বর্তমান ও ভাবী জীবনের যত মহাদান অর্পণ করে। কিন্তু আজকের পাঠ আশা সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় নিবেদন করে ও নিরাশার যে কোন কারণ বাতিল করে দেয়। আমরা কিন্তু এখন সেই সমাজগৃহের অধ্যক্ষের কথা বলব যিনি খ্রিষ্টকে নিজ মেয়েটির কাছে নিয়ে যাওয়ায় একটি নারীকে খ্রিষ্টের কাছে যেতে সুযোগ দেন। আজকের পাঠ এভাবে শুরু হয়: *সমাজগৃহের একজন*

অধ্যক্ষ এসে তাঁকে দেখে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ে বহু মিনতি করে বললেন, আমার মেয়েটি মরণাপন্ন অবস্থায়, আপনি এসে তার উপর হাত রাখুন, যেন সে পরিত্রাণ পেয়ে বাঁচে (মার্ক ৫:২২, ২৩)। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জানা থাকায় খ্রিষ্ট জানতেন, সেই নারী তাঁর কাছে আসবে; আর সেই নারী থেকেই অধ্যক্ষটি শিখবেন, ঈশ্বরের পক্ষে এস্থান থেকে ওস্থানে যাওয়া, বা পথ ধরে চালিত হওয়া, কিংবা শারীরিক ভাবে উপস্থিত হওয়া দরকার নেই; বরং বিশ্বাস করতে হয়, তিনি সর্বস্থানে, সম্পূর্ণরূপে, সর্বকালে সমস্ত জায়গায় বিদ্যমান ও নিজ ইচ্ছা-বলে বিনা কষ্টেই সবকিছু সাধন করতে সক্ষম: তিনি শক্তি অপসারণ করেন না, বরং শক্তি দান করেন; হাত দিয়ে নয়, আজ্ঞা দিয়েই মৃত্যু থেকে বাঁচান; ঔষধ দ্বারা নয়, আদেশ দ্বারাই জীবন ফিরিয়ে দেন।

আমার মেয়েটি মরণাপন্ন অবস্থায়: আসুন (মার্ক ৫:২৩)। তার মানে, মেয়েটির মধ্যে এখনও জীবন-তাপ রয়েছে, এখনও কিছুটা শ্বাস নিচ্ছে, প্রাণ এখনও বের হয়নি, অধ্যক্ষের মেয়েটি এখনও আছে, মৃত্যুরাজ্য এখনও বালিকাটিকে দেখেনি; সুতরাং আপনি শীঘ্রই আসুন, যাতে তার প্রাণটাকে দেহের মধ্যে রাখতে পারেন। সেই অধ্যক্ষ সত্যি নির্বোধ, তিনি তো মনে করছিলেন, কেবল হাত দিয়ে মেয়েটিকে স্পর্শ করলেই খ্রিষ্ট তাকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারবেন। এজন্য বাড়িতে এসে খ্রিষ্ট যখন দেখলেন, সকলের কাছে বালিকাটি কেমন যেন ত্রাণের অতীত, তখন অবিশ্বাসী আত্মাদের বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত করার উদ্দেশ্যে বললেন, বালিকাটি মরেনি, কেবল ঘুমচ্ছে: তিনি তাই বললেন, তারা যেন বিশ্বাস করতে পারে যে ঘুম থেকে ওঠার চেয়ে মৃত্যু থেকে পুনরুত্থান করা সহজ। তিনি বললেন, *মেয়েটি তো মারা যায়নি, ঘুমিয়ে রয়েছে* (মার্ক ৫:৩৯)।

ঈশ্বরের কাছে মৃত্যু সত্যিই নিদ্রা স্বরূপ, কেননা একজনের দ্বারা যত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে আর একজন মানুষের নিদ্রাভঙ্গ হয়, তার চেয়ে তিনি অধিক ক্ষিপ্রতার সঙ্গে মানুষকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলেন; নিদ্রামগ্ন মানুষকে সতেজ করতে গিয়ে যত সময় লাগে, তার চেয়ে শীঘ্রই ঈশ্বর মরদেহের ঠাণ্ডা অঙ্গের মধ্যে জীবনদায়ী উত্তাপ সঞ্চার করতে পারেন। প্রেরিতদূতের কথা শোন: *এক নিমেষে, চোখের পলকেই মৃতেরা পুনরুত্থান করবে* (১ করি ১৫:৫২)।

পুনরুত্থান যে অতি শীঘ্রই ঘটবে, এ ধারণা ব্যাখ্যা করার জন্য উপযুক্ত ভাষা খুঁজে না পেয়ে প্রেরিতদূত উদাহরণের উপর নির্ভর করলেন; ঐশশক্তি যখন পুনরুত্থানের আগেও উপস্থিত, তখন তিনি কেমন করেই বা পুনরুত্থানের আকস্মিকতা বর্ণনা করতে পারতেন? আর যখন সনাতন মঙ্গলদানগুলিকে কালের কোন সীমা না রেখেই দেওয়া হয়, তখন কি করেই বা কালের কথা উল্লেখ করা যাবে? কাল যেমন সময়সাপেক্ষ, তেমনি শাশ্বতকাল কালের সীমায় আবদ্ধ নয়।

গ বর্ষ - লুক ৯:৫১-৬২

যখন যিশুকে ঊর্ধ্বে তুলে নেওয়ার দিনগুলি পূর্ণ হয়ে আসছিল, তখন তিনি যেরুশালেমের দিকে এগিয়ে যাবার জন্য দৃঢ়মুখ হলেন। তাঁর আগে আগে তিনি কয়েকজন দূতকে প্রেরণ করলেন। তাঁরা রওনা হলেন, ও তাঁর জন্য সব ব্যবস্থা করার জন্য সামারীয়দের একটা গ্রামে প্রবেশ করলেন, কিন্তু লোকেরা তাঁকে গ্রহণ করে নিতে রাজি ছিল না, কারণ তাঁর গন্তব্যস্থান ছিল যেরুশালেম। তা দেখে তাঁর শিষ্য যাকোব ও যোহন বললেন, 'প্রভু, আপনি কি চান, এলিয় যেমন করেছিলেন, তেমনি আমরা বলি যেন আকাশ থেকে আগুন নেমে এসে এদের ছাই করে ফেলে?' কিন্তু তিনি তাঁদের দিকে ফিরে তাঁদের ধমক দিলেন, আর তাঁরা অন্য গ্রামের দিকে এগিয়ে চললেন।

তাঁরা তাঁদের সেই পথে এগিয়ে চলছেন, এমন সময় একজন লোক তাঁকে বলল, 'আপনি যেইখানে যাবেন, আমি আপনার অনুসরণ করব।' যিশু তাঁকে বললেন, 'শিয়ালদের গর্ত আছে, আর আকাশের পাখিদের বাসা আছে; কিন্তু মানবপুত্রের মাথা গোঁজবার কোন স্থান নেই।'

অন্য একজনকে তিনি বললেন, 'আমার অনুসরণ কর।' কিন্তু সে বলল, 'প্রভু, অনুমতি দিন, আমি আগে আমার পিতাকে সমাধি দিয়ে আসি।' তিনি তাকে বললেন, 'মৃতেরাই নিজ নিজ মৃতদের সমাধি দিক। কিন্তু তুমি গিয়ে ঈশ্বরের রাজ্যের সংবাদ ঘোষণা কর।' আর একজন বলল, 'প্রভু, আমি আপনার অনুসরণ করব, কিন্তু অনুমতি দিন, আমি আগে নিজের বাড়ির লোকদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসি।' যিশু তাকে বললেন, 'যে কেউ লাঙলে হাত দিয়ে পিছনে ফিরে তাকায়, সে ঈশ্বরের রাজ্যের উপযোগী নয়।'

❖ মঠাধ্যক্ষ সাধু বার্নার্ডের উপদেশাবলি (নভেম্বরের ১ম রবিবার, উপদেশ)

এসো, আমরা পুণ্য জীবনের সঙ্কল্পেই দৃঢ়সঙ্কল্প হয়ে তাঁর অনুসরণ করি

ঈশ্বর বহুবার বহুরূপে নবীদের মধ্য দিয়ে শুধু কথা বলেছিলেন শুধু নয় (হিব্রু ১:১), কিন্তু তাঁদের দ্বারা দৃষ্টও হলেন। দাউদ তাঁকে স্বর্গদূতদের চেয়ে ছোটই দেখলেন; যেরেমিয়াও তাঁকে পৃথিবীতে মানুষের সঙ্গে কথা বলতে দেখলেন; ইশাইয়া বললেন, তিনি তাঁকে একবার উচ্চতম সিংহাসনেই দেখলেন, অন্য সময় স্বর্গদূতদের ও মানুষদের মধ্যে শুধু নয়, কুষ্ঠরোগীর মতই তাঁকে দেখলেন, অর্থাৎ কিনা তাঁকে মাংসধারী শুধু নয়, ঠিক যেন পাপ-মাংসেই পরিবৃত বলে দেখলেন।

তাই সর্বোন্নত যিশুকে দেখতে ইচ্ছা করলে তুমিও প্রথমে তাঁকে বিনম্র অবস্থায় দেখতে চেষ্টা কর। সিংহাসনে সমাসীন রাজাকে দেখতে বাসনা করলে, আগে প্রান্তরে উত্তোলিত সেই সাপের দিকে তাকাও: বিনম্রতার দৃশ্য তোমাকে নমিত করুক, যেন তোমার বিনম্রতার খাতিরে ঐশগৌরবের দৃশ্য তোমাকে উন্নীত করে; বিনম্রতার দৃশ্য তোমার গর্ব নমিত করে নিরাময় করুক, যেন ঐশগৌরবের দৃশ্য তোমার বাসনা পূর্ণমাত্রায় পরিতৃপ্ত করে।

তুমি কি তাঁকে আঘাতগ্রস্ত দেখ? তাহলে তেমন দৃশ্য যেন অর্থশূন্য না হয়, যাতে ঐশগৌরবের দৃশ্য তোমার পক্ষে অর্থহীন না হয়।

তুমি তখন তাঁর সদৃশ হবে যখন তাঁকে দেখতে পাবে তিনি যেভাবে আছেন; তাই তোমার খাতিরে তিনি যে কতই না নমিত হলেন, তা মনশ্চক্ষুতে দেখে তুমি ইতিমধ্যেও তাঁর সদৃশ হও।

বিনম্রতায় তুমি যদি তাঁর একপ্রকার সদৃশ হতে অস্বীকার না কর, তাহলে নিশ্চিত হও, গৌরবেও তুমি তাঁর সদৃশ হবে। যন্ত্রণায় যে তাঁর সঙ্গী হয়েছে, সে যে তাঁর গৌরব থেকে বঞ্চিত হবে, তা তিনি হতে দেবেন না। এক কথায়, তাঁর যন্ত্রণাভোগের যে সহভাগী, তাকে তিনি অবজ্ঞা করেন না, বরং নিজের রাজ্যে তাকে গ্রহণ করেন—যেভাবে সেই দস্যু ক্রুশে অনুতাপ করেই একই দিনে স্বর্গে তাঁর সঙ্গী হল।

এজন্যই তিনি শিষ্যদের বললেন, *আমার সকল পরীক্ষার মধ্যে তোমরাই তো বরাবর আমার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছ; আমি তোমাদের জন্য রাজ্যের ব্যবস্থা করছি* (লুক ২২:২৮-২৯)। সুতরাং ভ্রাতৃগণ, যেহেতু তাঁর সঙ্গে কষ্টভোগ করলে আমরা তাঁর সঙ্গে রাজত্বও করব, সেজন্য আমাদের বর্তমান ধ্যানের বিষয় হোক সেই খ্রিষ্ট—এমনকি ক্রুশবিদ্ধই খ্রিষ্ট। এসো, আমরা তাঁকে আমাদের হৃদয় ও বাহুর সীলমোহর বলে পরিধান করি; এসো, পারস্পরিক ভালবাসার আলিঙ্গনে তাঁকে আলিঙ্গন করি; পুণ্য জীবনের সঙ্কল্পে দৃঢ়সঙ্কল্প হয়ে তাঁর অনুসরণ করি। আমাদের এই যাত্রাপথ যা তাঁরই নিজেরও যাত্রাপথ যিনি ঈশ্বরের পরিত্রাণ স্বরূপ, তা সৌন্দর্য ও প্রভা বিহীন যাত্রাপথ নয়, বরং এতই উজ্জ্বল যে তার মহিমায় সমগ্র বিশ্বজগৎকে পরিপূর্ণ করে।

১৪শ রবিবার

ক বর্ষ - মথি ১১:২৫-৩০

একদিন যিশু বলে উঠলেন, 'হে পিতা, হে স্বর্গমর্তের প্রভু, আমি তোমাকে ধন্য বলি, কারণ তুমি প্রজ্ঞাবান ও বুদ্ধিমানদের কাছে এই সকল বিষয় গুপ্ত রেখে শিশুদেরই কাছে তা প্রকাশ করেছ; হ্যাঁ, পিতা, তোমার প্রসন্নতায় তুমি তা-ই নিরূপণ করলে। পিতা আমার হাতে সবই তুলে দিয়েছেন, এবং পিতা ছাড়া আর কেউই পুত্রকে জানে না, পিতাকেও কেউ জানে না সেই পুত্র ছাড়া ও তারাই ছাড়া, যাদের কাছে পুত্র নিজেই তাঁকে প্রকাশ করতে ইচ্ছা করেন।

তোমরা, পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত যারা, সকলে আমার কাছে এসো, আমি তোমাদের বিশ্রাম দেব। আমার জোয়াল কাঁধে তুলে নাও, ও আমার কাছ থেকে শিখে নাও, কারণ আমি কোমল ও নম্রহৃদয়; আর তোমরা নিজ নিজ প্রাণের জন্য বিশ্রাম পাবে; হ্যাঁ, আমার জোয়াল সুবহ, ও আমার বোঝা লঘুভার।'

❖ নূতন নিয়মের কতিপয় পদে বিশপ সাধু জন খ্রিসোস্তমের উপদেশাবলি (উপদেশ ১:৫)

এসো, প্রভুর অনুকরণ করি

এসো, শত্রুদের ভালবেসেই প্রভুর অনুকরণ করি: ক্রুশে ঝুলে তিনি যারা তাঁকে ক্রুশে দিয়েছে তাদের জন্য পিতার কাছে প্রার্থনা করেন। হয় তো তুমি বলবে, তবে আমি কেমন করে প্রভুর মত হব? ইচ্ছা করলে পারবেই: তাঁর অনুকরণ সম্ভব না হলে, তবে তিনি কেনই বা বললেন, *তোমরা আমার কাছ থেকে শিখে নাও, কারণ আমি কোমল ও নম্রহৃদয়?* (মথি ১১:২৯)। তুমি তাঁর সদৃশ হতে না পারলে, তবে কেনই বা পল বললেন, *তোমরা আমার অনুকারী হও, আমিও যেমন খ্রিষ্টের?* (১ করি ১১:১)।

যাই হোক, প্রভুর অনুকরণ করতে না চাইলে, কমপক্ষে তাঁর সেবক স্তেফানের আদর্শ অনুসরণ কর, কেননা তিনি সত্যিই তাঁর অনুকরণ করলেন। আপন ক্রুশবিদ্ধকারীদের মধ্যে থাকাকালে খ্রিষ্ট যেমন পিতার কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, তেমনি

যারা তাঁকে পাথর ছুড়ে মারছিল, যারা তাঁকে অপমান করছিল, তাদের মধ্যে থাকাকালে তিনি পাথরের আঘাত খেতে খেতে আপন অসহনীয় যন্ত্রণা উৎসর্গ করে বলছিলেন, *প্রভু, এ পাপের জন্য তাদের দায়ী করো না* (প্রেরিত ৭:৬০)।

তুমি কি চাও, আমি ঈশ্বরের আর একটি সেবকের আদর্শ দেখাব যিনি আরও গুরুতর যন্ত্রণা ভোগ করেছেন? তিনি সেই পল যিনি বললেন, *ইহুদীদের হাতে আমি পাঁচবার ঊনচল্লিশ কশাঘাত-দণ্ড ভোগ করেছি। তিনবার বেত্রাঘাত, একবার পাথর ছুড়ে মারা, তিনবার নৌকাডুবি সহ্য করেছি, অতল গহ্বরের উপর এক দিন এক রাত কাটিয়েছি* (২ করি ১১:২৫)। আর একথার পরে তিনি কী বলছিলেন? *আহা, নিজেই এই ভিক্ষা রাখতাম, আমার ভাইদের খাতিরে—জন্মসূত্রে যারা আমার স্বজাতি, তাদের খাতিরে—আমি নিজেই যেন অভিশপ্ত হয়ে খ্রিষ্ট থেকে বিচ্ছিন্ন হই* (রো ৯:৩)। তুমি কি চাও, আমি নূতন নিয়ম থেকে নয়, পুরাতন নিয়ম থেকেও কোন দৃষ্টান্ত তোমাকে দেখাব? কেননা এই তো আশ্চর্যের বিষয় যে, শত্রুদের ভালবাসার আদেশ যাদের কাছে তখনও দেওয়া হয়নি, এমনকি অমঙ্গলের বদলে অমঙ্গল, অর্থাৎ চোখের বদলে চোখ ও দাঁতের বদলে দাঁত তেমন আদেশ যাদের দেওয়া হয়েছিল, তারা প্রেরিতদূতদের যোগ্য আধ্যাত্মিকতায় পৌঁছতে পেরেছে।

ইহুদীরা যাঁকে বারবার পাথর ছুড়ে মেরেছিল ও অবজ্ঞা করেছিল, সেই মোশির কথা শোন: *আহা, তুমি যদি ওদের পাপ ক্ষমা করতে! অন্যথা, তোমার পুস্তক থেকে আমার নাম মুছে দাও* (যাত্রা ৩২:৩২)।

তুমি কি দেখতে পার না, কেমন করে ধার্মিক মানুষ নিজের পরিত্রাণের চেয়ে পরেরই পরিত্রাণ ইচ্ছা করেন? তুমি নিরপরাধী হলে তবে কেনই বা তাদের দণ্ডের সহভাগী হতে চাও? তাঁর উত্তর, কারণ অন্যরা কষ্টভোগ করলে আমি আমার আনন্দের কথা চিন্তাই করি না।

যখন প্রভু ও তাঁর প্রাক্তন ও নব সন্ধির সকল সেবকও শত্রুদের জন্য প্রার্থনা করতে আবেদন জানান, তখন আমরা যারা তাদের অভিশাপ দিই কেমন করে ক্ষমা পেতে পারব? ভাইবোনেরা, আমার অনুরোধ, আমরা যেন তেমন ব্যবহার না করি। অন্যথা, তাঁদের দৃষ্টান্ত যত মহান ও অগণিত, আমরা তাঁদের অনুকরণ না করলে আমাদের দণ্ড

তত গুরুতর হবেই। বন্ধুদের চেয়ে শত্রুদের জন্যই প্রার্থনা করা শ্রেয়, কেননা এতে মহত্তর পুরস্কার সঞ্চিত। তিনি নিজে বলেছেন, *যারা তোমাদের ভালবাসে, তাদেরই ভালবাসলে তোমাদের কী মজুরি হবে? কর-আদায়কারীরাও কি সেইমত করে না?* (মথি ৫:৪৬)।

অতএব, কেবল বন্ধুদের জন্য প্রার্থনা করলে আমরা বিধর্মীদের ও কর-আদায়কারীদের চেয়ে ভাল নই। কিন্তু মানুষের পক্ষে শত্রুদের যতদূর সম্ভব ভালবাসলে তবে আমরা ঈশ্বরের সদৃশ হব *যিনি ভাল মন্দ সকলের উপরেই নিজের সূর্য জাগান, ও ধার্মিক অধার্মিক সকলের উপরেই বৃষ্টি নামিয়ে আনেন* (মথি ৫:৪৫)। তবে এসো, পিতারই সদৃশ হই, কারণ প্রভু বলেছেন, *এক্ষেত্রে তোমাদের যেন কোন সীমা না থাকে, যেমনটি তোমাদের স্বর্গস্থ পিতারও কোন সীমা নেই* (মথি ৫:৪৮), যেন আমাদের প্রভু ঈশ্বর ও ত্রাণকর্তা সেই যিশুখ্রিস্টেরই অনুগ্রহ ও মঙ্গলময়তা গুণে স্বর্গরাজ্য লাভ করতে পার, যাঁর গৌরব হোক যুগে যুগান্তরে। আমেন।

খ বর্ষ - মার্ক ৬:১-৬

যিশু নিজের দেশে এলেন ও তাঁর শিষ্যেরা তাঁর অনুসরণ করলেন। সাব্বাৎ দিন এলে তিনি সমাজগৃহে উপদেশ দিতে লাগলেন, আর অনেকে তাঁর কথা শুনে বিস্ময়মগ্ন হয়ে বলছিল, 'এসব কিছু কোথা থেকেই বা এর কাছে আসে? এই যে প্রজ্ঞা একে দেওয়া হয়েছে ও এর হাত দিয়ে এই যে পরাক্রম-কর্মগুলো সাধিত হয়ে থাকে, এই সব আবার কী? এ কি সেই ছুতোর নয় যে মারীয়ার ছেলে, যাকোব, যোসেস, যুদা ও শিমোনের ভাই? এর বোনেরাও কি আমাদের এখানে নেই?' এতে তিনি তাদের পতনের কারণ ছিলেন। যিশু তাদের বললেন, 'নবী কেবল নিজের দেশে, নিজের আপনজন ও পরিবার-পরিজনদের মধ্যেই অসম্মানিত!' আর তিনি সেখানে কোন পরাক্রম-কর্ম সাধন করতে পারলেন না, কেবল কয়েকজন পীড়িত লোকের উপরে হাত রেখে তাদের নিরাময় করলেন। তাদের অবিশ্বাসের জন্য তিনি আশ্চর্য হলেন। তিনি চারদিকে গ্রামে গ্রামে ঘুরে উপদেশ দিতেন।

❖ যোহন-রচিত সুসমাচারে বিশপ সাধু আগস্তিনের ব্যাখ্যা (৩১শ বিভাগ ৩-৪)

স্বয়ং পিতাই আমাকে প্রেরণ করেছেন

ভাইবোনেরা, প্রভুর বাণী শোন; শোন কেমন করে তিনি আপন বাণী সপ্রমাণ করলেন ও তারা কী উত্তর দিল: *এ যে কোথা থেকে এসেছে, আমরা তা জানি; আর খ্রিষ্ট যখন আবির্ভূত হবেন, তখন কেউ জানতে পারবে না, তিনি কোথা থেকে আসেন* (যোহন ৭:২৭)। তাই যিশু মন্দিরে উপদেশ দিতে দিতে জোর গলায় বলে উঠলেন, *তোমরা আমাকে জান বটে, আর আমি যে কোথা থেকে এসেছি, তাও জান। কিন্তু আমি নিজে থেকে আসিনি, বরং সত্যকার যিনি, তিনিই আমাকে পাঠিয়েছেন; তাঁকেই তোমরা জান না* (যোহন ৭:২৮)। এর অর্থ হল, তোমরা আমাকে জান, আবার আমাকে জান না। আমি যে কোথা থেকে আসি তা তোমরা জান, আবার জান না। আমি যে কোথা থেকে আসি, তা তোমরা জান: আমি তো নাজারেথের যিশু, আর তোমরা আমার পিতামাতাকেও জান। এতে কেবল কুমারীর প্রসবের বিষয়টাই গুপ্ত ছিল, তথাপি বিষয়টির সাক্ষী ছিলেন তাঁর স্বামীই: স্বামী হিসাবে যিনি যত্ন নিয়েছিলেন, তিনিই মাত্র সে কথা বিশ্বস্তভাবে বর্ণনা করতে পারতেন। সুতরাং, কুমারীর প্রসবের কথা ছাড়া তারা মানব-যিশু সম্বন্ধে সবই জানত: তাঁর চেহারা জানা ছিল, তাঁর দেশ জানা ছিল, তাঁর বংশ জানা ছিল, তাঁর জন্মস্থান জানা ছিল। এজন্য তিনি নিজের মানবস্বরূপ ও চেহারা অনুসারে সঠিক ভাবেই বলেছিলেন, *তোমরা আমাকে জান বটে আর আমি যে কোথা থেকে এসেছি তাও জান*: কিন্তু ঐশস্বরূপ সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন, *আমি নিজে থেকে আসিনি, বরং সত্যকার যিনি, তিনিই আমাকে পাঠিয়েছেন; তাঁকেই তোমরা জান না*; কিন্তু তোমরা যেন তাঁকে জানতে পার, তিনি যাঁকে প্রেরণ করেছেন তাঁকে বিশ্বাস কর, তবেই তাঁকে জানতে পারবে। কেননা *ঈশ্বরকে কেউ কখনও দেখেনি; সেই একমাত্র জনিত পুত্র যিনি পিতার বুকে বিরাজমান, তিনিই তাঁর প্রকৃত বর্ণনা দিয়েছেন* (যোহন ১:১৮); *পিতাকে কেউই জানে না সেই পুত্র ছাড়া ও তারাই ছাড়া, যাদের কাছে পুত্র নিজেই তাঁকে প্রকাশ করতে ইচ্ছা করেন* (মথি ১১:২৭)।

পরিশেষে তিনি বলেছিলেন, *সত্যকার যিনি, তিনিই আমাকে পাঠিয়েছেন; তাঁকেই তোমরা জান না*; আর তারা যা জানত না, কার্ কাছ থেকে যে তা জানতে পারবে, এ

উদ্দেশ্যে তিনি বললেন, *আমি তাঁকে জানি* (যোহন ৭:২৯); সুতরাং তাঁকে জানবার জন্য আমার কাছেই জিজ্ঞাসা কর। কেন আমি তাঁকে জানি? *কারণ আমি তাঁরই কাছ থেকে আগত, আর তিনিই আমাকে প্রেরণ করেছেন* (যোহন ৭:২৯)। ভাল করে লক্ষ কর, তিনি কেমন করে উভয়েরই কথা উল্লেখ করেন: তিনি বললেন, *আমি তাঁরই কাছ থেকে আগত*, কারণ আমি পিতা থেকে আগত পুত্র, আর পুত্রের যা কিছু আছে, তা তাঁরই, তিনি যাঁর পুত্র; এজন্য আমরা প্রভু যিশুকে ঈশ্বর থেকে আগত ঈশ্বর বলি, কিন্তু পিতার বেলায় ঈশ্বর থেকে আগত ঈশ্বর বলি না, কেবল ঈশ্বরই বলি। প্রভু যিশুকে আমরা আলো থেকে আগত আলোও বলি, কিন্তু পিতার বেলায় আলো থেকে আগত আলো বলি না, কেবল আলোই বলি। এজন্যই তিনি বললেন, *আমি তাঁর কাছ থেকে আগত।* আর তোমরা এই যে দেহে আমাকে দেখতে পাও, সেই দেহে *তিনিই আমাকে প্রেরণ করেছেন।* তিনি যখন বলেন, *তিনিই আমাকে প্রেরণ করেছেন,* তখন তুমি মনে করো না, তাঁদের স্বরূপ ভিন্ন; বরং জনকেশ্বরের অধিকার উপলব্ধি কর।

গ বর্ষ - লুক ১০:১-১২, ১৭-২০

সেসময়ে প্রভু আরও বাহাত্তরজনকে নিযুক্ত করলেন, ও নিজে যেখানে শীঘ্রই যাবেন, সেই সমস্ত শহরে ও জায়গায় নিজের আগে আগে দু'জন দু'জন করে তাদের প্রেরণ করলেন। তিনি তাদের বললেন, 'ফসল প্রচুর বটে, কিন্তু কর্মী অল্প; অতএব ফসলের প্রভুর কাছে মিনতি জানাও, তিনি যেন শস্যখেতে কর্মী পাঠান। রওনা হও: কিন্তু দেখ, আমি নেকড়ের দলের মধ্যে মেষেরই মত তোমাদের প্রেরণ করছি; তোমরা থলি বা ঝুলি বা জুতো সঙ্গে নিয়ে যেয়ো না; পথে কারও সঙ্গে কুশল আলাপ করো না। যে কোন বাড়িতে প্রবেশ করবে, প্রথমে বল, এই গৃহে শান্তি বিরাজ করুক। সেখানে যদি শান্তির সন্তান থাকে, তবে তোমাদের শান্তি তার উপরে থাকবে, অন্যথা তোমাদের কাছে ফিরে আসবে। তোমরা সেই বাড়িতেই থাক: তারা যা দেয়, তা-ই খাও, তা-ই পান কর, কেননা কর্মী নিজের মজুরির যোগ্য! এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়ি যেয়ো না। তোমরা যে কোন শহরে প্রবেশ কর, লোকেরা যদি তোমাদের গ্রহণ করে, তবে তোমাদের সামনে যা রাখা হবে, তা-ই খাও; এবং সেখানকার পীড়িতদের নিরাময় কর, ও তাদের বল, ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের কাছে এসে গেছে। কিন্তু

যে কোন শহরে প্রবেশ কর, লোকেরা যদি তোমাদের গ্রহণ না করে, তবে বেরিয়ে গিয়ে সেই শহরের পথে পথে গিয়ে একথা বল, তোমাদের শহরের যে ধুলো আমাদের পায়ে লেগেছে, তাও তোমাদের বিরুদ্ধে ঝেড়ে দিই। তবু একথা জেনে রাখ, ঈশ্বরের রাজ্য কাছে এসে গেছে।'

পরে সেই বাহাত্তরজন সানন্দে ফিরে এসে বললেন, 'প্রভু, আপনার নামে অপদূতেরাও আমাদের বশীভূত হয়।' তিনি তাঁদের বললেন, 'আমি শয়তানকে বিদ্যুৎ-ঝলকের মত স্বর্গ থেকে পড়তে দেখলাম। দেখ, আমি তোমাদের সাপ ও বিছে পায়ের নিচে মাড়াবার, ও সেই শত্রুর সমস্ত পরাক্রমের উপরে কর্তৃত্ব করার অধিকার দিয়েছি। কোন কিছুই তোমাদের ক্ষতি করবে না; তবু আত্মাগুলো যে তোমাদের বশীভূত হয়, এতে আনন্দ করো না, এতেই বরং আনন্দ কর যে, তোমাদের নাম স্বর্গে লেখা আছে।'

❖ বিশপ সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি (উপদেশ ১০১:১, ২, ৩, ১১)

খ্রিষ্ট সুসমাচারের কাস্তে হাতে করে শস্যকাটিয়ে প্রেরণ করলেন

সুসমাচারের যে পাঠ আমরা এইমাত্র শুনেছি, তা আমাদের আহ্বান করে আমরা যেন আবিষ্কার করতে পারি কোন্ শস্যখেতের কথা প্রভু ইঙ্গিত করেন যখন বলেন, *ফসল প্রচুর বটে, কিন্তু কর্মী অল্প; অতএব ফসলের প্রভুর কাছে মিনতি জানাও, তিনি যেন শস্যখেতে কর্মী পাঠান* (লুক ১০:২)। সেই সময়ই তিনি তাঁর সেই বারো জন শিষ্যের সঙ্গে—যাঁদের প্রেরিতদূত নাম দিয়েছিলেন—আরও বাহাত্তর জনকে যোগ করে দিয়ে সকলকেই তৈরী শস্যখেতে প্রেরণ করলেন—এ তাঁর নিজের কথা। তবে সেই শস্যখেত কোনটাই বা ছিল? যাদের মধ্যে কোন বীজ তখনও বোনা হয়নি, সেই বিধর্মীদের মধ্যেই যে তিনি তাঁদের প্রেরণ করেননি তা বলা বাহুল্য। তাই সহজে বোঝা যায়, শস্যখেত ছিল ইহুদী জাতি। সেই শস্যখেতেই শস্যের প্রভু এসেছিলেন, সেই শস্যখেতেই তিনি শস্যকাটিয়ে প্রেরণ করলেন; অপরদিকে বিধর্মীদের মধ্যে তিনি শস্যকাটিয়ে নয়, বীজবুনিয়েদেরই প্রেরণ করলেন। তাহলে আমরা বুঝতে পারি, ইহুদী জাতির মধ্যে শস্যগ্রহণ, আর বিধর্মীদের মধ্যে বীজবপন ঘটল। সেই শস্যখেত তৈরী হলেই তা থেকে প্রেরিতদূতদের মনোনয়ন করা হল—বাস্তবিকই নবীরাই সেই খেতে

বীজ বুনেছিলেন। আহা, ঈশ্বরের চাষ দর্শন করা, তাঁর মঙ্গলদানগুলি উপভোগ করা, ও যাঁরা তাঁর খেতে কাজ করেন তাঁদের দ্বারা সান্ত্বনা পাওয়া কতই না সুন্দর!

তাই তোমরা মনোযোগ দিয়ে আমার সঙ্গে ঈশ্বরের চাষ দর্শন কর, আর সেটার মধ্যে সেই দু'টো শস্যখেত দর্শন কর: একটা অতীতকালের, আর একটা ভাবীকালের শস্যখেত—ইহুদী জাতির বেলায় অতীতকালের শস্যখেত, আর বিধর্মীদের বেলায় ভাবী শস্যখেত। এসো, এর প্রমাণ দিই: প্রভু ঈশ্বরের পবিত্র শাস্ত্র থেকে ছাড়া সেই শস্যখেত দু'টো কোথা থেকে উৎপন্ন হয়েছে? দেখ, আজকের বাণী-পাঠে আমরা একথা পেয়েছি: *ফসল প্রচুর বটে, কিন্তু কর্মী অল্প; অতএব ফসলের প্রভুর কাছে মিনতি জানাও, তিনি যেন শস্যখেতে কর্মী পাঠান।* অন্যত্র প্রভু শিষ্যদের একথা বলেন, *তোমরা বল গ্রীষ্মকাল এখনও দূরে রয়েছে; চোখ তুলে তোমরা চেয়ে দেখ, সোনালী হয়ে যত মাঠ ফসল-কাটার জন্য তৈরী* (যোহন ৪:৩৫)।

তিনি আরও বলে চলেন, *অন্যেরা শ্রম করেছে, আর তোমরা তাদের শ্রমের ফল ভোগ করতে এসেছ* (যোহন ৪:৩৮)। আব্রাহাম, ইসহাক, যাকোব, মোশি, নবীরাই শ্রম করেছেন; বীজ বুনেই তাঁরা শ্রম করেছেন: প্রভুর আগমনে ফসল তৈরী ছিল। সুসমাচারের কাস্তে হাতে করে প্রেরিত হয়ে শস্যকাটিয়েরা ফসলটা প্রভুর সেই উঠানেই নিয়ে গেলেন যেখানে স্তেফানকে একদিন মাড়িয়ে দেওয়া হবে।

আর এখন হঠাৎ পল উপস্থিত—তিনি বিধর্মীদের কাছে প্রেরিত হলেন; একথা তিনি লুকিয়ে রাখেন না, এমনকি তিনি এ দায়িত্ব ব্যক্তিগত ও বিশিষ্ট অনুগ্রহ বলেই গণ্য করেন। বস্তুতপক্ষে তিনি নিজ পত্রাবলিতে একথা ঘোষণা করেন যে, খ্রিষ্টের কথা যেখানে অজানা ছিল, তিনি সেইখানে সুসমাচার প্রচার করতে প্রেরিত হলেন। কিন্তু যেহেতু সেই শস্যখেত তৈরী ছিল, সেজন্য এসো, সেই শস্যখেতের দিকে দৃষ্টিপাত করি, আমরাই যে শস্যখেত। প্রেরিতদূতেরা ও নবীরা ইতিমধ্যে বীজ বপন করে গেছেন; প্রভু নিজেই বীজ বুনলেন কেননা প্রেরিতদূতদের মধ্যে তিনি উপস্থিত ছিলেন, ফলত তিনি নিজেই ফসল সংগ্রহ করলেন। কেননা তাঁকে ছাড়া তাঁরা তো কিছুই নন; তিনি বরং তাঁদের ছাড়াও স্বয়ংসম্পূর্ণ; এজন্য তিনি বললেন, *আমাকে ছাড়া তোমরা কিছুই করতে পার না* (যোহন ১৫:৫)।

তবে বিধর্মীদের মধ্যেও বীজ বুনতে বুনতে খ্রিষ্ট একথা বলেন, *বীজবুনিয়ে বীজ বুনতে বেরিয়ে পড়ল* (লুক ৮:৫), আর সেইখানে ফসল সংগ্রহ করতে শস্যকাটিয়েদের প্রেরণ করা হল। তাঁরা হলেন খ্রিষ্টের প্রেরিতদূত সেই মঙ্গলবাণী-প্রচারক যাঁরা পথে কারও সঙ্গে কুশল আলাপ করেন না (লুক ১০:৪ দ্রঃ), অর্থাৎ কিনা ভ্রাতৃপ্রেমের সঙ্গে সুসমাচার প্রচার করা ছাড়া তাঁরা অন্য কিছুই করেন না, অন্য কিছুরই অন্বেষণ করেন না। ঘরে ঘরে গিয়ে তাঁরা বলেন, *এই গৃহে শান্তি বিরাজ করুক* (লুক ১০:৫)। তাঁরা শুধু মুখে তা বলেন না, বরং তাঁদের যা কিছু আছে, সেই সব কিছু বিতরণ করেন—তাঁদের শান্তি আছে বিধায়ই তাঁরা শান্তির বাণী প্রচার করেন। যার অন্তরে শান্তি রয়েছে, সে বলুক, *এই গৃহে শান্তি বিরাজ করুক, আর সেখানে যদি শান্তির সন্তান থাকে, তবে তোমাদের শান্তি তার উপরে থাকবে* (লুক ১০:৫-৬)।

১৫শ রবিবার

ক বর্ষ - মথি ১৩:১-২৩

সেদিন যিশু বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে সমুদ্র-কূলে বসলেন, কিন্তু এত বহুলোকের ভিড় তাঁর কাছে জমতে লাগল যে, তিনি একটা নৌকায় উঠে সেইখানে বসলেন। সমস্ত লোক তীরে দাঁড়িয়ে রইল, আর তিনি উপমা-কাহিনীর মধ্য দিয়ে তাদের অনেক কথা বলতে লাগলেন।

তিনি বললেন, 'দেখ, বীজবুনিয়ে বীজ বুনতে বেরিয়ে পড়ল। বোনার সময়ে কিছু বীজ পথের ধারে পড়ল; তখন পাখিরা এসে তা খেয়ে ফেলল। আবার কিছু বীজ পাথুরে জায়গায় পড়ল, যেখানে বেশি মাটি ছিল না; তাই মাটি গভীর না হওয়ায় তা শীঘ্র গজিয়ে উঠল, কিন্তু সূর্য উঠলেই তা পুড়ে গেল, ও তার শিকড় না থাকায় শুকিয়ে গেল। আবার কিছু বীজ কাঁটাঝোপের মধ্যে পড়ল; তাই কাঁটাগাছ বেড়ে তা চেপে রাখল। আবার কিছু বীজ উত্তম মাটিতে পড়ল ও ফল দিল: কোনটায় একশ' গুণ, কোনটায় ষাট গুণ, ও কোনটায় ত্রিশ গুণ। যার কান আছে, সে শুনুক।'

তখন শিষ্যেরা কাছে এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কেন উপমা-কাহিনীর মধ্য দিয়ে তাদের কাছে কথা বলেন?' তিনি উত্তরে বললেন, 'এর কারণ, স্বর্গরাজ্য সংক্রান্ত রহস্যগুলো তোমাদের বুঝতে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাদের দেওয়া হয়নি; যার আছে তাকে আরও বেশি দেওয়া হবে, আর সে প্রাচুর্যেই থাকবে; কিন্তু যার কিছু নেই, তার যেটুকু আছে তাও তার কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হবে। এজন্য আমি তাদের কাছে উপমা-কাহিনীর মধ্য দিয়ে কথা বলি, কারণ তারা দেখেও দেখে না, শুনেও শোনে না ও বোঝেও না। ফলে তাদের সম্বন্ধে নবী ইশাইয়ার এই বাণী পূর্ণ হয়:

তোমরা কান পেতে শুনবে, কিন্তু বুঝবে না;
তোমরা তাকিয়ে দেখবে, কিন্তু দেখতে পাবে না,
কেননা এই লোকদের হৃদয় কঠিন হয়ে গেছে,
তারা কানে খাটো হয়ে গেছে, চোখ বন্ধ করে দিয়েছে,
পাছে তারা চোখে দেখে ও কানে শোনে,

হৃদয়ে বোঝে ও পথ ফেরায়,

আর আমি তাদের সুস্থ করি।

কিন্তু তোমাদের চোখ সুখী, কারণ দেখতে পায়; তোমাদের কান সুখী, কারণ শুনতে পায়; আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তোমরা যা দেখছ, তা অনেক নবী ও ধার্মিক মানুষ দেখতে বাসনা করেও দেখতে পাননি; এবং তোমরা যা শুনছ, তা তাঁরা শুনতে বাসনা করেও শুনতে পাননি।

তাই তোমরা বীজবুনিয়ের উপমা-কাহিনী মন দিয়ে শোন: যখন কেউ সেই রাজ্যের বাণী শুনে তা বোঝে না, তখন সেই ধূর্তজন এসে তার হৃদয়ে যা বোনা হয়েছিল, তা কেড়ে নেয়; এ হল সেই মানুষ যে পথের ধারে বোনা। সেও আছে যে পাথুরে মাটিতে বোনা: এ এমন মানুষ যে সেই বাণী শুনতে না শুনতেই তা সানন্দে গ্রহণ করে, কিন্তু তার অন্তরে শিকড় নেই; সে তো ক্ষণস্থির মানুষ, ফলে বাণীর কারণে কোন ক্লেশ বা নির্যাতন দেখা দিলেই তার পতন হয়। সেও আছে যে কাঁটাঝোপের মধ্যে বোনা: এ এমন মানুষ যে সেই বাণী শোনে, কিন্তু এসংসারের চিন্তা ও ধনের মায়া বাণীটা চেপে রাখে; তাই তা ফলহীন হয়। সেও আছে যে উত্তম মাটিতে বোনা: এ এমন মানুষ যে সেই বাণী শুনে তা বোঝে; সে-ই বাস্তবিক ফলবান হয়: সে কখনও একশ' গুণ, কখনও ষাট গুণ, কখনও ত্রিশ গুণ ফল দেয়।'

❖ বিশপ সাধু আথানাসিউসেরই বলে ধরে নেওয়া উপদেশ (বীজ-বপন, উপদেশ ২, ৩, ৪)

মানুষ বীজ বোনে, ঈশ্বর বৃদ্ধি ঘটাবেন

ত্রাণকর্তা ফসলপূর্ণ মাঠের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন: 'গমের দানা' যিনি, তিনি শস্যখেতের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন: তিনি ছিলেন সেই আত্মিক দানা যা একটামাত্র স্থানে পড়ে উর্বর হয়ে সারাবিশ্ব জুড়ে পুনরুত্থান করল ও যে দানার বিষয়ে তিনি নিজে বললেন, *গমের দানা যদি মাটিতে পড়ে মরে না যায়, তবে তা মাত্র একটাই হয়ে থাকে; কিন্তু যদি মরে যায়, তবে বহু ফল উৎপন্ন করে* (যোহন ১২:২৪)।

তাই যিশু ফসলপূর্ণ মাঠের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন: যিনি একদিন এমন গমের দানা হওয়ার কথা যাতে প্রাণশক্তি দান করতে পারেন, তিনি এবার হচ্ছেন বীজবুনিয়ে,

যেভাবে সুসমাচারে লেখা আছে, দেখ, *বীজবুনিয়ে বীজ বুনতে বেরিয়ে পড়লেন* (মথি ১৩:৩)।

যিশু প্রচুর পরিমাণ বীজ বোনেন বটে, কিন্তু ফসলের পরিমাণ মাটির প্রকৃতির উপরেই নির্ভর করে। কেননা পাথুরে মাটিতে বীজ সহজে শুকিয়ে যায়; কিন্তু তা বীজের অক্ষমতার জন্য নয়, মাটির অযোগ্যতার জন্যই ঘটে, কারণ বীজ তেজময় বটে, কিন্তু গভীর না হওয়ায় মাটি অনুর্বর। মাটি আর্দ্রতা ধরে না নিলে সূর্যের রশ্মি তীব্রতর ভাবে মাটিতে ঢুকে বীজকে শোকায়। কিন্তু তেমনটি বীজের দুর্বলতার জন্য নয়, মাটির অযোগ্যতার জন্যই ঘটে।

বীজটা কাঁটাঝোপের মধ্যেও বোনা হয়: এ বীজও তেজময় বটে, কিন্তু কাঁটাগাছ তা চাপিয়ে রাখায় তার প্রাণশক্তি ফলশালী হতে বাধা পায়। আর যখন বীজ ভাল মাটিতে পড়ে, তখন ভিন্ন ভিন্ন ফল ফলায়, কোনটায় তিরিশ গুণ, কোনটায় ষাট গুণ, আবার কোনটায় একশ' গুণ। কেননা বীজ একই প্রকার, ফসল কিন্তু ভিন্ন, আত্মিক ফলাফলও ভিন্ন।

তাই সেই বীজবুনিয়ে বীজ বুনতে বেরিয়ে পড়লেন: স্থানে স্থানে তিনি নিজেই বীজ বুনলেন, আবার স্থানে স্থানে শিষ্যদের মধ্য দিয়েই কাজ করলেন। প্রেরিতদের কার্যবিবরণীতে, স্তেফানের মৃত্যুর পরে একথা লেখা আছে: *সকলে বিক্ষিপ্ত হলেন* (প্রেরিত ৮:১১); নিজেদের দুর্বলতার জন্যই যে তাঁরা পালিয়ে গেলেন, কিংবা বিশ্বাসের কোন মতভেদের ফলে যে বিচ্ছিন্ন হলেন তেমন কথা তো লেখাই নেই, তাঁরা বরং 'বিক্ষিপ্তই হলেন।' বীজবুনিয়ের শক্তিগুণে গম হয়ে উঠে ও জীবনদায়ী শিক্ষা-বাণী দ্বারা স্বর্গীয় রুটিতে রূপান্তরিত হয়ে তাঁরা নিজেদের কর্মকান্ড সর্বত্রই 'বুনে দিলেন।'

সত্যবাণীর বীজবুনিয়ে ঈশ্বরের সেই একমাত্র পুত্র যিশু ফসলপূর্ণ মাঠের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনি কিন্তু কেবল বীজ বুনছিলেন না, অপরূপ চিন্তাধারাও বুনছিলেন—তেমন বীজের অবশ্যই আশ্চর্য কাজ উৎপন্ন করার কথা!

এবার এসো, বপনকালে মাটির অবস্থা ও বসন্তকালে মাটির অঙ্কুরের কথা ধরি—বৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দেবার জন্য নয়, বরং আমরা যেন তেমন আশ্চর্য কাজের সাধকের আরাধনা করতে পারি। নিজ কর্তব্য পালন ক'রে মানুষ লাঙলে বলদ লাগায়,

মাটি টুকরো টুকরো করে যাতে মাটি নরম হলে বর্ষার জল সরে না গিয়ে বরং মাটির গভীরে নেমে প্রচুর ফসল উৎপন্ন করে। তেমন নরম মাটিতে পড়া বীজের পক্ষে দ্বিগুণ সুবিধা আছে: প্রথম, মাটি গভীর ও নরম; দ্বিতীয়, বীজ পাখির কাছে আবৃত থাকে। কিন্তু তবুও যথাসাধ্য কাজ করেও মানুষ ফল ফলাতে পারে না। বীজ বোনা মানুষের উপর নির্ভর করে, কিন্তু বৃদ্ধি ঈশ্বরেরই হাতে। আর যখন বীজ শিষ তৈরি করতে করতে অঙ্কুরিত হয়, তখন শিষ থেকে ফলটা বোঝা যায়, যথা গম কি শ্যামাঘাস। তোমরা যা পাঠ করেছ, তা বুঝতে পেরেছ: এবার আমারই পালা, যাতে অধিকতর আধ্যাত্মিক বিষয়ের দিকে তোমাদের চালিত করি। প্রেরিতদূতদের মধ্য দিয়ে যিশু সারা পৃথিবী জুড়ে স্বর্গরাজ্যের বাণী প্রচার করলেন।

বাণী যে গ্রহণ করেছে, সে ততক্ষণই নিজের অন্তরে সেই বাণী রক্ষা করে যতক্ষণ না বাণী অঙ্কুর অঙ্কুরিত না করে: এজন্য সে নিয়মিতই মণ্ডলীর অনুষ্ঠানাদিতে যোগ দেয়। আমরা সকলে এক স্থানে এসে একত্র হই—কেউ গম, আবার কেউ শ্যামাঘাস নিয়ে আসে, অর্থাৎ কিনা ভক্ত ও ভণ্ড উভয়ই এখানে উপস্থিত, আমরা যা পাঠ করেছি তা যেন আরও বাস্তব হয়ে ওঠে। মণ্ডলীর কৃষক এই আমরা বাণীপ্রচারের কোদাল দিয়ে মাটি কোপাই ও মাঠকে এমন ভাবে চাষ করি যাতে প্রচুর ফসল উৎপন্ন হয়; কিন্তু তবুও আমরা মাটির আসল অবস্থা জানি না, কেননা বিভিন্ন পাতার মধ্যে সাদৃশ্য বহুবার কৃষককেও ভোলায়। কিন্তু শিক্ষা কাজেই পরিণত হলে ও শ্রমের ফল প্রকাশ পেলেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে, কে কে ভক্ত, কে কে ভণ্ড।

খ বর্ষ - মার্ক ৬:৭-১৩

একদিন যিশু সেই বারোজনকে কাছে ডেকে তাঁদের দু'জন দু'জন করে প্রেরণ করতে শুরু করলেন ও তাঁদের অশুচি আত্মাদের উপরে অধিকার দিলেন; এবং এই নির্দেশ দিলেন তাঁরা যেন পথের জন্য লাঠি ছাড়া আর কিছু না নেন: রুটিও নয়, ঝুলিও নয়, কোমরের কাপড়ে পয়সা-কড়িও নয়; তবে তাঁদের পায়ে থাকবে জুতো, কিন্তু পরনের জন্য দু'টো জামা সঙ্গে নেবেন না।

তিনি তাঁদের আরও বললেন, 'তোমরা যে কোন স্থানে যে বাড়িতে প্রবেশ কর, সেই স্থান থেকে চলে না যাওয়া পর্যন্ত সেই বাড়িতে থাক। আর যেখানে লোকে

তোমাদের গ্রহণ না করে ও তোমাদের কথাও না শোনে, সেখান থেকে চলে যাওয়ার সময়ে তাদের উদ্দেশে সাক্ষ্যস্বরূপ তোমরা পায়ের ধুলো ঝেড়ে ফেল।' তাই তাঁরা রওনা হয়ে এমন কথা প্রচার করছিলেন যেন লোকে মনপরিবর্তন করে। আর তাঁরা বহু অপদূত তাড়াতেন ও অনেক পীড়িত লোককে তেল মাখিয়ে নিরাময় করতেন।

❖ মহাপ্রাণ সাধু গ্রেগরি-লিখিত 'সুসমাচারে উপদেশাবলি' (১৭:৫-৮)

বাণীপ্রচার-সেবাকর্ম

তোমরা থলি বা ঝুলি বা জুতো সঙ্গে নিয়ে যেয়ো না; পথে কারও সঙ্গে কুশল আলাপ করো না (লুক ১০:৪)। বাণীপ্রচারককে ঈশ্বরে এমন ভরসা রাখতে হবে যাতে তিনি নিশ্চিত হন যে, বর্তমান জীবন সম্বন্ধে চিন্তা না করেও তাঁর কোন অভাব হবে না; এমনটি হওয়া উচিত, পাছে তাঁর চিন্তা সাংসারিক বিষয়ের দিকে ধাবিত হলে তিনি পরের কাছে সনাতন বিষয় বিতরণ করায় অবহেলা করেন।

যে কোন বাড়িতে প্রবেশ করবে, প্রথমে বল, এই গৃহে শান্তি বিরাজ করুক। সেখানে যদি শান্তির সন্তান থাকে, তবে তোমাদের শান্তি তার উপরে থাকবে, অন্যথা তোমাদের কাছে ফিরে আসবে (লুক ১০:৫-৬)।

শান্তির সন্তান থাকলে, বাণীপ্রচারকের শান্তি সেই গৃহে থাকবে, অন্যথা শান্তি প্রচারকের কাছে ফিরে আসবে; কেননা সেই গৃহে হয় অনন্ত জীবন লাভের উপযুক্ত এমন ব্যক্তি থাকবে যে ঐশবাণী শুনে তা পালন করে, না হয় বাণী শুনতে কেউ সম্মত না হলেও প্রচারক ফলহীন হয়ে থাকবে না—বস্তুতপক্ষে শান্তি তাঁর কাছে ফিরে আসবে, কারণ প্রভু তাঁকে শ্রমের উপযুক্ত মজুরি দেবেন।

তাছাড়া প্রভু থলি কি ঝুলি সঙ্গে নিয়ে যেতে বারণ দেন; তবু প্রচারের মধ্য দিয়ে জীবিকার্জনের উপায় মঞ্জুর করেন: *তোমরা সেই বাড়িতেই থাক: তারা যা দেয়, তা-ই খাও, তা-ই পান কর, কেননা কর্মী নিজের মজুরির যোগ্য* (লুক ১০:৭)। আমাদের শান্তি-আশীর্বাদ গৃহীত হলে, তবে তারা যা কিছু দেয় তা খেয়ে ও পান করে সেই বাড়িতে থাকা ন্যায্য, যাদের কাছে আমরা স্বর্গীয় পিতার মঙ্গলদানগুলি অর্পণ করি, তাদের কাছ থেকে যেন পার্থিব প্রতিদান পাই। তবু এ পৃথিবীতে যে মজুরি পাই, তার উদ্দেশ্য হল,

আমরা যেন ভাবী জীবনের জন্য আরও তৎপর হয়ে উঠি। ফলে বৃদ্ধ প্রচারক যেন এ পৃথিবীতেই পুরস্কার পাবার লক্ষ্যে প্রচার না করেন, কিন্তু তিনি যেন উত্তরোত্তর প্রচারকর্ম চালিয়ে যেতে পারেন, এ উদ্দেশ্যেই তিনি প্রচার করবেন।

কেননা এই মর্তেই পুরস্কার কি উপহার পাবার জন্য যিনি প্রচারকর্ম চালান, কোন সন্দেহ নেই: তিনি সনাতন পুরস্কার থেকে নিজেকে বঞ্চিত করেন। কিন্তু নিজের বাণীর মধ্য দিয়ে নিজের প্রতি নয়, প্রভুভক্তিরই প্রতি মানুষকে আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যে যিনি শ্রোতাদের সন্তুষ্ট করতে চেষ্টা করেন, কিংবা প্রচারকর্ম দ্বারা পরিশ্রান্ত না হবার জন্য যিনি দরিদ্রতার কারণে মজুরি গ্রহণ করেন, তিনি জীবনকালে যা কিছু প্রয়োজন তাই শুধু গ্রহণ করেছেন বিধায় স্বর্গীয় মাতৃভূমিতে নিঃসন্দেহেই যোগ্য পুরস্কার লাভ করবেন।

হে পালক সকল, আমরা কিন্তু কী করছি? আমরা তো মজুরি পাচ্ছি, অথচ কর্মী নই! এমনকি, পবিত্র মণ্ডলীর কাছ থেকে আমরা দৈনিক মজুরি হিসাবে ভাতাও পাচ্ছি, অথচ সনাতন মণ্ডলীর জন্য বাণীপ্রচার করতে পরিশ্রম করি না! পরিশ্রম না করে শ্রমের মজুরি পাওয়া—এসো, চিন্তা করি তেমন অবস্থা কত দণ্ডনীয় না হবে! দেখ, আমরা ভক্তদের চাঁদায় বাঁচি, কিন্তু তাদের আত্মাদের জন্য কবেই বা পরিশ্রম করি? পাপক্ষমা পাবার জন্য ভক্তরা যা দান করেছে, মজুরি হিসাবে আমরাই তা পাই, তথাপি যা ন্যায্য তথা সেই পাপের বিরুদ্ধে প্রচার করা ও তার জন্য প্রার্থনা করা, আমরা তা করি না।

গ বর্ষ - লুক ১০:২৫-৩৭

একদিন যিশুকে যাচাই করার অভিপ্রায়ে একজন বিধানপণ্ডিত উঠে তাঁর কাছে এই প্রশ্ন রাখলেন, 'গুরু, অনন্ত জীবনের উত্তরাধিকারী হবার জন্য আমাকে কী করতে হবে?' তিনি তাঁকে বললেন, 'বিধানে কী লেখা আছে? তাতে কী পড়ছেন?' তিনি উত্তর দিয়ে বললেন, 'তুমি তোমার ঈশ্বর প্রভুকে তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে, তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে, তোমার সমস্ত শক্তি দিয়ে ও তোমার সমস্ত মন দিয়ে ভালবাসবে, এবং তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসবে।' তিনি তাঁকে বললেন, 'আপনি ঠিক বলেছেন; তা-ই করুন, তবে জীবন পাবেন।'

কিন্তু তিনি নিজেকে নির্দোষী দেখাবার ইচ্ছায় যিশুকে বললেন, ‘কিন্তু আমার প্রতিবেশী কে?’ যিশু এই বলে উত্তর দিলেন, ‘একজন লোক যেরুশালেম থেকে যেরিখোতে নেমে যাচ্ছিল, এমন সময়ে সে একদল দস্যুর হাতে পড়ল; তারা তার পোশাক খুলে নিল ও তাকে মেরে আধমরা অবস্থায় ফেলে রেখে চলে গেল। দৈবাৎ একজন যাজক সেই পথ দিয়ে নেমে যাচ্ছিল; তাকে দেখে সে পাশ কেটে চলে গেল। তেমনি একজন লেবীয়ও সেই জায়গায় এসে পড়ে তাকে দেখে পাশ কেটে চলে গেল। কিন্তু একজন সামারীয় সেই পথ দিয়ে যেতে যেতে তার কাছে এসে পড়ল, ও তাকে দেখে দয়ায় বিগলিত হল; কাছে এগিয়ে এসে সে তেল ও আঙুররস ঢেলে তার সমস্ত ঘা বেঁধে দিল; পরে তাকে নিজের বাহনের উপরে বসিয়ে একটা সরাইখানায় নিয়ে গিয়ে তাকে যত্ন করল। পরদিন দু'টো রুপোর টাকা বের করে সরাইখানার মালিককে দিয়ে বলল, একে যত্ন করুন, ফেরার পথে আমি আপনার অতিরিক্ত যত খরচ মিটিয়ে দেব। আপনি কি মনে করেন, এই তিনজনের মধ্যে কে দস্যুদের হাতে পড়া লোকটির প্রতিবেশী হয়ে উঠল?’ তিনি বললেন, ‘যে তার প্রতি দয়া দেখাল, সে-ই।’ যিশু তাঁকে বললেন, ‘এবার যান, আপনিও সেইমত কাজ করুন।’

❖ হিব্রুদের কাছে পত্রে বিশপ সাধু জন খ্রিসোস্তমের উপদেশাবলি (উপদেশ ১০:৪)

এসো, সকলকে সমানভাবে যত্ন করতে শিখি

যে কোন খ্রিষ্টভক্ত পুণ্যজন: সংসারে বাস করলেও ভক্তজন হওয়ায়ই সে পুণ্যজন। সুতরাং এসো, সংসারের মানুষকে দুর্দশাগ্রস্ত দেখে তাকে সাহায্য করি। যারা আধ্যাত্মিকতার শীর্ষস্থানে বাস করে, কেবল তাদেরই প্রতি তৎপর হওয়া উচিত নয়; ওরা তো জীবনাচরণ ও বিশ্বাস ক্ষেত্রে পুণ্যজন; বিশ্বাস ক্ষেত্রে এরাও কিন্তু পুণ্যজন, ও জীবনাচরণ ক্ষেত্রেও এদের মধ্যে অনেকে পুণ্যজন। এমনটি যেন না ঘটে যে, সন্ন্যাসী কারারুদ্ধ হলে আমরা তাকে দেখতে যাই, কিন্তু সাধারণ ভক্তজন হলে তার কথা ভুলে যাই: এও পুণ্যজন, এও ভাই। তোমাদের প্রশ্ন: সে কিন্তু দুর্দন্ত ও অসৎ ব্যক্তি হলে, তবে আমাদের কেমন ব্যবহার করতে হবে? খ্রিষ্টের এ বাণী শোন: *তোমরা বিচার করো না, যেন নিজেরা বিচারাধীন না হও* (মথি ৭:১)।

তুমি তো ঈশ্বরের জন্যই কাজ কর। আমি কী বলছি? বিধর্মীকে দুর্দশাগ্রস্ত দেখেও তাকে সাহায্য করা উচিত; এক কথায়, দুর্দশাগ্রস্ত যে কোন মানুষকেই সাহায্য করা দরকার—বিশেষভাবে সাধারণ ভক্তজনকে। পলের এ বাণী শোন: *এসো, সকলের মঙ্গল সাধন করি, বিশেষভাবে তাদেরই, যারা বিশ্বাস সূত্রে আমাদের আপনজন* (গা ৬:১০)। কেননা কেবল সন্ন্যাসীদেরই মঙ্গল সাধন করতে গিয়ে তাদের তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যে বলত, 'যোগ্য না হলে, ন্যায়বান না হলে, অলৌকিক কাজ সাধন না করলে আমি তাকে সাহায্য করব না,' সে নিজের অর্থদানের পরিমাণ বেশ কিছুই কমিয়ে ফেলেছে, এমনকি, আস্তে আস্তে আর কিছুই দেবে না।

পাপী ও অপরাধীদের প্রতি সাহায্যদান, তাও অর্থদান; কেননা অর্থদান বলতে মঙ্গলকারীদের প্রতি দয়া দেখানো নয়, পাপীদের প্রতিই করুণা দেখানো বোঝায়। এবিষয়ে নিশ্চিত হবার জন্য খ্রিষ্টের এ উপমা-কাহিনী শোন: *একজন লোক যেরুশালেম থেকে যেরিখোতে নেমে যাচ্ছিল, এমন সময়ে সে একদল দস্যুর হাতে পড়ল*… (লুক ১০:৩০), আর তারা তাকে আঘাত করে পথে আধমরা অবস্থায় আহত করে ফেলে রাখল। দৈবক্রমে সেই পথ দিয়ে একজন লেবীয় যাচ্ছিল, তাকে দেখে সে পাশ কাটিয়ে নিজ পথে এগিয়ে গেল। শেষে সামারীয় একজন লোক এল, সে খুব যত্ন করে তার ঘার উপরে তেল ঢেলে দিয়ে তা বেঁধে দিল, গাধার পিঠে তাকে উঠিয়ে সরাইখানায় নিয়ে গিয়ে মালিককে বলল, *একে যত্ন করুন*। আর দেখ তার কী মহা উদারতা: সে বলল, *ফেরার পথে আমি আপনার অতিরিক্ত যত খরচ মিটিয়ে দেব* (লুক ১০:৩৫)।

কাহিনী শেষে যিশু প্রশ্ন রাখেন, তবে আপনার প্রতিবেশী কে? আর যে বিধানপণ্ডিত উত্তরে বলেছিলেন, সে-ই, যে তাকে দয়া দেখিয়েছে, সেই পণ্ডিত প্রত্যুত্তরে যিশুর এ বাণী শুনলেন, *এবার যান, আপনিও সেইমত কাজ করুন* (লুক ১০:৩৭)। উপমাটির বক্তব্য চিন্তা কর। যিশু এমন কথা বলেননি যে, ইহুদী একজন সামারীয় একজনকে সাহায্য করেছে, বরং সামারীয়ই একজন এত উদার দানশীলতা দেখিয়েছে। এতে আমরা বুঝি, বিধর্মীদের বাদ দিয়ে কেবল ধর্মভাইদের সেবাযত্ন করা চলবে না, সকলকেই সমানভাবে সেবাযত্ন করা দরকার। তাই তুমিও যদি কষ্টভোগী কাউকে দেখ, তত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সময় ব্যয় করো না: সে কষ্টে ভুগছে বিধায়ই তোমার সাহায্য

তারই অধিকার। কেননা একটা গাধা গর্তে পড়ার ফলে শ্বাসরুদ্ধ হলে তুমি যখন তার মালিক যে কে তেমন কথা চিন্তা না করেই গাধাটা ওঠাও, তখন এর চেয়ে উচিত, যাকে তুমি সাহায্য কর, তার বিষয়ে তত অনুসন্ধান না করা। কেননা গ্রীক কি ইহুদী হোক, সে ঈশ্বরেরই। বিধর্মী হয়েও সে তোমার সাহায্যের আকাঙ্ক্ষী।

১৬শ রবিবার

ক বর্ষ - মথি ১৩:২৪-৪৩

সেসময় যিশু জনতার কাছে একটা উপমা-কাহিনী উপস্থাপন করলেন; তিনি বললেন, 'স্বর্গরাজ্য তেমন এক লোকের সঙ্গে তুলনা করা যায়, যে নিজের জমিতে ভাল বীজ বুনল। সকলে যখন ঘুমোচ্ছিল, তখন তার শত্রু এসে ওই গমের মধ্যে শ্যামাঘাসের বীজ বুনে চলে গেল। পরে যখন বীজ গজিয়ে উঠে ফল দিল, তখন শ্যামাঘাসও দেখা দিল। সেই গৃহস্বামীর দাসেরা এসে তাকে বলল, প্রভু, আপনি কি জমিতে ভাল বীজ বোনেননি? তবে শ্যামাঘাস এল কোথা থেকে? সে তাদের বলল, কোন শত্রু এ কাজ করেছে। দাসেরা তাকে বলল, তবে আপনি কি চান, আমরা গিয়ে তা সংগ্রহ করব? সে বলল, না, পাছে শ্যামাঘাস সংগ্রহ করতে করতে তোমরা তার সঙ্গে গমও উপড়ে ফেল। ফসল কাটার সময় পর্যন্ত তোমরা বরং দুই-ই একসঙ্গে বাড়তে দাও, আর ফসল কাটার সময়ে আমি কাটিয়েদের বলব, তোমরা আগে শ্যামাঘাস সংগ্রহ করে তা পোড়াবার জন্য আঁটি বেঁধে রাখ, কিন্তু গম আমার গোলায় এনে রেখে দাও।'

তিনি তাদের কাছে আর একটা উপমা-কাহিনী উপস্থাপন করলেন; তিনি বললেন, 'স্বর্গরাজ্য তেমন একটা সর্ষে-দানার মত, যা একজন লোক নিয়ে নিজের জমিতে বুনল। সকল বীজের চেয়ে ওই বীজ ছোট, কিন্তু একবার বেড়ে উঠলে তা যত শাকের চেয়ে বড় হয়; আর এমন গাছ হয়ে উঠে যে, আকাশের পাখিরা এসে তার শাখায় বাসা বাঁধে।'

তিনি তাদের কাছে আর একটা উপমা-কাহিনী উপস্থাপন করলেন: 'স্বর্গরাজ্য এমন খামিরের মত, যা একজন স্ত্রীলোক নিয়ে তিন পাল্লা ময়দার সঙ্গে মাখল, শেষে সমস্তই গেঁজে উঠল।'

যিশু উপমা-কাহিনীর মধ্য দিয়েই লোকদের কাছে এই সমস্ত কথা বলতেন; উপমা না দিয়ে লোকদের কিছুই বলতেন না, যেন নবীর মধ্য দিয়ে উচ্চারিত এই বচন পূর্ণ হয়:

উপমা-কাহিনী বলার জন্যই আমি মুখ খুলব,
এমন কিছু উচ্চারণ করব,
যা জগৎপত্তনের সময় থেকে গুপ্ত।

পরে তিনি লোকের ভিড় ছেড়ে বাড়ি ফিরে এলেন। তাঁর শিষ্যেরা কাছে এসে তাঁকে বললেন, 'জমির শ্যামাঘাসের উপমা-কাহিনীটার অর্থ বুঝিয়ে দিন।' উত্তরে তিনি বললেন, 'যিনি ভাল বীজ বোনেন, তিনি মানবপুত্র। জমি হল জগৎ, ভাল বীজ রাজ্যের সন্তানেরা, শ্যামাঘাস সেই ধূর্তজনের সন্তানেরা; যে শত্রু শ্যামাঘাস বুনেছিল, সে দিয়াবল, ফসল কাটার সময় হল অন্তিম কাল, কাটিয়েরা হলেন স্বর্গদূত। সুতরাং যেমন শ্যামাঘাস সংগ্রহ করে তা আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়, অন্তিম কালে তেমনি ঘটবে: মানবপুত্র নিজ দূতদের প্রেরণ করবেন; যা যা পতন ঘটায় তাঁরা সেইসব কিছু ও যত জঘন্য কর্মের সাধককে তাঁর রাজ্য থেকে সংগ্রহ করবেন ও তাদের সেই অগ্নিকুণ্ডে ফেলে দেবেন যেখানে হবে কান্না ও দাঁত ঘষাঘষি। তখন ধার্মিকেরা নিজেদের পিতার রাজ্যে সূর্যের মত দীপ্তিমান হয়ে উঠবে। যার কান আছে, সে শুনুক।'

❖ মথি-রচিত সুসমাচারে বিশপ সাধু জন খ্রিসোস্তমের উপদেশাবলি (উপদেশ ৪৬, ২-৩)

খামির যেমন সমস্ত ময়দা গাঁজিয়ে তোলে,

তেমনি তোমরা সমস্ত জগৎকে বিশ্বাস দ্বারা জয় করবে

স্বর্গরাজ্য এমন খামিরের মত, যা একজন স্ত্রীলোক নিয়ে তিন পাল্লা ময়দার সঙ্গে মাখল, শেষে সমস্তই গেঁজে উঠল (মথি ১৩:৩৩)। খামির যেমন সমস্ত ময়দা গাঁজিয়ে তোলে, তেমনি তোমরা সমস্ত জগৎকে বিশ্বাস দ্বারা জয় করবে। তবে তুমি একথা বলো না, আমরা বারোজনে কেমন করে তেমন বিরাট লোকের ভিড়ের রূপান্তর সাধন করতে পারব? তোমরা যে ভিড়ের মধ্যে মিশে থাকতে অস্বীকার কর না, এ-ই তো তোমাদের গুণ অতিশয় উজ্জ্বল করছে। ময়দায় মাখানো হলে খামির যেমন সমস্ত ময়দাই গাঁজিয়ে তোলে, এমনকি ময়দার সঙ্গে মিশে যাবার জন্যই তাতে মাখানো হয়, তেমনি তিনি বলেননি, 'স্ত্রীলোকটি খামির নিল', কিন্তু বললেন, *তা ময়দার সঙ্গে মাখল*; কেননা তোমরাও তোমাদের বিরোধীদের সঙ্গে মিশ্রিত ও একীভূত হয়েই তাদের জয় করবে। খামির সমস্ত ময়দার মধ্যে লুকিয়ে থাকায় নষ্ট হয় না, এমনকি আস্তে আস্তে ময়দাকে তার নিজের শক্তির সহভাগী করে: একই প্রকারে বাণীপ্রচারের বেলায় ঘটে। আমি যে

তোমাদের কাছে বহু যন্ত্রণার ভবিষ্যদ্বাণী দিয়েছি, তাতে তোমাদের ভয় করতে নেই, কেননা এভাবেই তোমরা আলো হয়ে উঠবে ও সবকিছু জয় করতে পারবে।

খ্রিষ্টই খামিরকে আপন শক্তি দান করেন। আর এইজন্য তিনি ভিড়ের সঙ্গে আপন বিশ্বাসীদের মিশিয়ে দিলেন, যাতে সকলের মধ্যে তাঁর অভিজ্ঞতার কথার পরস্পর বিনিময় হয়। কেউ যেন নিজের ক্ষুদ্রতা নিয়ে চিন্তান্বিত না হয়। বাণীপ্রচারের শক্তি সত্যিই মহান; আর খামিরের ফলে যা কিছু গেঁজে ওঠে, তাও খামির হয়ে ওঠে।

আগুনের একটা স্ফুলিঙ্গ যেমন কাঠের উপরে পড়ে তা পুড়িয়ে ফেলে ও কাঠকে এমন আগুনে পরিণত করে যা অন্য কাঠকেও দখল করে, তেমনি বাণীপ্রচারের বেলায় ঘটে। তিনি কিন্তু আগুনের দৃষ্টান্ত দেননি, খামিরের কথা বললেন। কেন? কারণ দাহনের বেলায় সবকিছু আগুনের উপর নির্ভর করে না, কাঠের উপরেও নির্ভর করে; খামির কিন্তু স্বশক্তিতেই সবকিছু গাঁজিয়ে তোলে। তাহলে, যখন বারোজন লোক সমস্ত পৃথিবীকে গাঁজিয়ে তুলেছেন, তখন চিন্তা কর আমাদের শঠতা কতই না বড় যে, অনেকে হয়েও বাকি জগদ্বাসীকে বিশ্বাসে জয় করতে পারি না—হাজার জগৎকেও আমাদের গাঁজিয়ে তোলা উচিত! হয় তো তুমি প্রতিবাদ করে বলবে, তাঁরা কিন্তু ছিলেন প্রেরিতদূত। তাতে কী? তাঁরাও কি তোমার একই অবস্থায় ছিলেন না? তাঁরা কি শহরে বাস করতেন না? তাঁরা কি তাঁদের সহনাগরিকদের একই পরিস্থিতির মানুষ ছিলেন না? তাঁরা কি নিজ নিজ পেশার অনুশীলন করতেন না? তাঁরা কি স্বর্গদূত ছিলেন? তাঁরা কি স্বর্গ থেকে নেমে এসেছিলেন? উত্তরে তুমি বলছ, তাঁরা কিন্তু অলৌকিক কাজ সাধন করতেন। হায়! আর কত দিন আমরা নিজেদের অলসতা ঢাকবার জন্য অলৌকিক কাজকে সূত্র হিসাবে ব্যবহার করব? যিনি বহু নগর আকর্ষণ করলেন, সেই যোহন কী চিহ্ন দেখালেন? একটাও না: সেই সুসমাচার-রচয়িতার নিজের কথা শোন: *যোহন কোন চিহ্নকর্ম সাধন করেননি* (যোহন ১০:৪১)।

আর শিষ্যদের কাছে নির্দেশ দিতে দিতে খ্রিষ্ট কি কখনও একথা বললেন যে, মানুষের কাছে নিজেদের দেখানোর জন্য অলৌকিক কাজ করা দরকার? মোটেই না, তিনি বরং বললেন, *তোমাদের আলো মানুষের সামনে উজ্জ্বল হোক, যেন তারা তোমাদের সৎকর্ম দেখে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার গৌরবকীর্তন করে।* তাই তুমি কি

দেখতে পাচ্ছ, জীবন কেমন শুভ ও মহৎ কর্মে পূর্ণ হওয়া উচিত? *তাদের ফল দ্বারাই তাদের চিনতে পারবে* (মথি ৭:১৬)—প্রভুর উক্তি।

খ বর্ষ - মার্ক ৬:৩০-৩৪

প্রেরিতদূতেরা যিশুর কাছে ফিরে এসে সমবেত হলেন: তাঁরা যা কিছু করেছিলেন ও শিখিয়েছিলেন তা সবই তাঁকে জানালেন।
তিনি তাঁদের বললেন, 'একাকী হয়ে থাকবার জন্য তোমরা নির্জন এক স্থানে এসে কিছুকালের মত বিশ্রাম কর।' কারণ এত লোক আসা-যাওয়া করছিল যে, তাঁরা খাওয়ার সময় পর্যন্ত পাচ্ছিলেন না। তাই তাঁরা নৌকায় করে একটা নির্জন স্থানে রওনা হলেন যেখানে একাকী হয়ে থাকতে পারেন, কিন্তু লোকেরা তাঁদের যেতে দেখল, ও অনেকে তাঁদের চিনতেও পারল, এবং হাঁটা-পথে নানা শহর থেকে সেখানে ছুটে তাঁদের আগে এসে পৌঁছল। তাই তিনি যখন নৌকা থেকে নেমে এলেন, তখন বিপুল এক জনতাকে দেখলেন; তাদের প্রতি তিনি দয়ায় বিগলিত হলেন, কেননা তারা পালকবিহীন মেষপালের মত ছিল; তিনি অনেক বিষয়ে তাদের উপদেশ দিতে লাগলেন।

❖ সেলেউকিয়ার বিশপ বাসিলের উপদেশাবলি (উপদেশ ২৬:২)

খ্রিষ্ট যা দেখলেন তা ঘৃণা করেননি

মেষপালক হওয়ায় খ্রিষ্ট ন্যায়সঙ্গতভাবেই বলছিলেন, *আমিই উত্তম মেষপালক। যে মেষ পথহারা আমি তাকে খোঁজ করব, যেটা পথভ্রষ্ট তাকে ফিরিয়ে আনব, যেটা ক্ষতবিক্ষত তার ক্ষতস্থান বেঁধে দেব, যেটা দুর্বল তাকে বলবান করব* (এজে ৩৪:১৬)। আমি ইস্রায়েল-পালকে অমঙ্গলের হাতেই দেখলাম, আমি দেখলাম, তারা অপদূতদের আবাসে পতিত হচ্ছিল, অপদূতেরা তাদের চূর্ণবিচূর্ণ করছিল।

বাস্তবিকই আমিই উত্তম মেষপালক: সেই ফরিশীরা নয়, যারা মেষগুলিকে ঈর্ষার চোখে দেখে; তারাও নয়, যারা পালের উপকার নিজেদের ক্ষতি মনে করে; তারাও নয়, যারা পরকে অমঙ্গল থেকে মুক্ত দে'খে দুঃখভোগ করে ও নিরাময় করা মেষগুলির জন্য শোক প্রকাশ করে। মৃত মানুষ পুনরুত্থান করছে, এতে ফরিশী কাঁদে; পক্ষাঘাতগ্রস্ত

মানুষ সুস্থ হয়ে উঠছে, এতে শাস্ত্রীরা অসন্তুষ্ট হয়; অন্ধ মানুষ দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাচ্ছে, এতে যাজকেরা রেগে ওঠে; কুষ্ঠরোগী নিরাময় হচ্ছে, এতে যাজকেরা প্রতিবাদ করে। হায়, দুর্ভাগা পালের গর্বিত পালক, যারা পালের পীড়ায় আনন্দিত!

আমিই উত্তম মেষপালক। উত্তম মেষপালক মেষগুলির জন্য প্রাণ বিসর্জন দেয় (যোহন ১০:১১)।

আপন পালের জন্য মেষপালক মেষশাবকের মতই মৃত্যুর হাতে নিজেকে চালিত হতে দেন: মৃত্যুবরণ করতে অস্বীকার করেন না; প্রতিবাদ করেন না, নির্যাতকদের আক্রমণ করেন না। তাঁর যন্ত্রণাভোগ তো প্রয়োজন ছিলই না, তবু মেষগুলির জন্য তিনি স্বেচ্ছায় মৃত্যু গ্রহণ করলেন: *প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার অধিকার আমার আছে, আর তা ফিরিয়ে নেবারও অধিকার আমার আছে* (যোহন ১০:১৭, ১৮)। যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে তিনি অনিষ্টের প্রায়শ্চিত্ত করেন; নিজ মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মৃত্যুর প্রতিকার সাধন করেন; সমাধির মধ্য দিয়ে সমাধি নিঃশেষ করেন; পাতালের লোহা ও ভিত্তিভূমি উৎপাটিত করেন। মৃত্যু বহুদিন থেকেই কর্তৃত্ব চালাচ্ছিল—যতক্ষণ না খ্রিষ্ট তাকে আঘাত করলেন; বহুদিন থেকেই সমাধি ভারী ও কারাবাস রুদ্ধ ছিল—যতক্ষণ না সেই মেষপালক যত শেকল ছিঁড়ে ফেলে বন্দি মেষগুলির কাছে মুক্তির শুভসংবাদ বয়ে আনলেন। পাতালে দেখা গেল, তিনি ফিরে যাওয়ার সঙ্কেত দিচ্ছিলেন, সেই সঙ্কেত যা সমাধি থেকে পুনরায় জীবনে আহ্বান করছিল।

উত্তম মেষপালক মেষগুলির জন্য প্রাণ বিসর্জন দেয় (যোহন ১০:১১)।

এ পথ দিয়েই তিনি মেষগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি করতে প্রস্তুতি নেন। তাছাড়া, যারা ভক্তিভরে তাঁর ডাক গ্রহণ করে, তাদের খ্রিষ্ট ভালইবাসেন।

মেষপালক হওয়ায় তিনি মেষগুলি থেকে ছাগ পৃথক করতে জানেন: *এসো, আমার পিতার আশীর্বাদের পাত্র যে তোমরা, জগৎপত্তনের সময় থেকে যে রাজ্য তোমাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে, তা উত্তরাধিকাররূপে গ্রহণ কর* (মথি ২৫:৩৪)।

তেমন আহ্বান কিসের পুরস্কার? *কারণ আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম আর তোমরা আমাকে খেতে দিয়েছিলে; তৃষ্ণার্ত ছিলাম আর আমাকে জল দিয়েছিলে; প্রবাসী ছিলাম আর আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলে* (মথি ২৫:৩৫)।

কেননা তুমি আমার ভাইদের যা দান কর, তা আমার কাছ থেকেই তো সংগ্রহ কর। তাদের জন্য আমি বস্ত্রহীন, প্রবাসী, নিরাশ্রয়, নিঃস্ব: তোমার দান তাদেরই জন্য, কিন্তু অনুগ্রহটি আমার। তাদের আর্তনাদে আমিই কষ্ট পাচ্ছি।

খ্রিষ্ট একথা জানেন, গরিবদের হাত ও তাদের দান তাঁকে জয় করে; তিনি এও জানেন যে, ক্ষুদ্র একটা দানের বিনিময়ে তিনি দীর্ঘকালীন যন্ত্রণা মাপ করেন। সুতরাং এসো, নরকের আগুন দয়াধর্মেই নিভিয়ে দিই, পারস্পরিক ভালবাসার অনুশীলন করে আমাদের কাছ থেকে যত হুমকি দূর করে দিই, করুণার প্রতি হৃদয় উন্মোচিত করি, কেননা আমরা নিজেরাই ঈশ্বর থেকে সেই খ্রিষ্টে অনুগ্রহ পেয়েছি, যাঁর গৌরব ও পরাক্রম হোক যুগে যুগান্তরে। আমেন।

গ বর্ষ - লুক ১০:৩৮-৪২

> একদিন যিশু একটা গ্রামে প্রবেশ করলেন, আর মার্থা নামে একজন স্ত্রীলোক নিজের বাড়িতে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন। মারীয়া নামে তাঁর একটি বোন ছিলেন, তিনি প্রভুর পায়ের কাছে বসে তাঁর বাণী শুনছিলেন। কিন্তু মার্থা সেবার ব্যাপারে খুবই ব্যতিব্যস্ত ছিলেন: কাছে এসে তাঁকে বললেন, 'প্রভু, আপনার কি কোন চিন্তা নেই যে, আমার বোন সেবাকর্মের ভার আমার একার উপরেই ফেলে রেখেছে? তাকে আমাকে সাহায্য করতে বলুন।'
>
> কিন্তু প্রভু এই বলে তাঁকে উত্তর দিলেন, 'মার্থা, মার্থা, তুমি অনেক কিছু নিয়ে চিন্তিতা ও উদ্বিগ্না; কিন্তু আবশ্যক একটামাত্র জিনিস আছে; উত্তম অংশটা মারীয়াই বেছে নিয়েছে, আর তার কাছ থেকে তা কেড়ে নেওয়া হবে না।'

❖ এজেকিয়েলের পুস্তকে মহাপ্রাণ সাধু গ্রেগরির উপদেশাবলি (২য় পুস্তক ২:৮-৯)

কর্মী ও ধ্যানী জীবন

ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান করা, প্রজ্ঞাহীনকে প্রজ্ঞা-শিক্ষা দান করা, পথভ্রষ্টকে সৎপথে আনা, গর্বিতকে বিনম্রতার পথে আহ্বান করা, রোগপীড়িতকে সেবাযত্ন করা, অভাবগ্রস্তকে ও সকলকে উপকার করা, আমাদের হাতে ন্যস্ত মানুষকে প্রয়োজনীয় সবকিছু যুগিয়ে দেওয়া—এ কর্মী জীবন। অন্য দিকে, ঈশ্বর ও প্রতিবেশীর ভালবাসা

এমনভাবে রক্ষা করা, যাতে বাহ্যিক কর্ম থেকে বিরত হয়ে আমরা কেবল স্রষ্টার বাসনায়ই অন্তরকে পরিপূর্ণ হতে দিতে পারি যার ফলে কোন কর্মের প্রতি আর কোন স্বাদ অনুভব না করি বরং অন্য সমস্ত চিন্তা বাতিল ক'রে আত্মা যেন স্রষ্টার শ্রীমুখ দেখবার বাসনায় জ্বলন্ত হয়ে ওঠে, ক্ষয়শীল দেহের ভার দুঃখের সঙ্গে সহ্য করে, সমস্ত শক্তি দিয়ে দূতদের স্তুতিবন্দনায় ও স্বর্গনাগরিকদের সাহচর্যে যোগ দেয় ও ঈশ্বরের অসীম দর্শন চিরকালের মত উপভোগ করে—এ তো ধ্যানী জীবন।

মার্থা ও মারীয়া এ জীবনাশ্রম দু'টোর উত্তম দৃষ্টান্ত: কেননা মার্থা বিবিধ কর্মে ব্যস্ত ছিলেন, কিন্তু মারীয়া প্রভুর পায়ে বসে তাঁর বাণী শুনছিলেন। মারীয়া তাঁকে সাহায্য করায় অবহেলা করছিলেন বিধায় মার্থা অভিযোগ করলে যিশু তাঁকে উত্তরে বললেন, *মার্থা, মার্থা, তুমি অনেক কিছু নিয়ে চিন্তিতা ও উদ্বিগ্না; কিন্তু আবশ্যক একটামাত্র জিনিস আছে; উত্তম অংশটা মারীয়াই বেছে নিয়েছে, আর তার কাছ থেকে তা কেড়ে নেওয়া হবে না* (লুক ১০:৪১-৪২)। মার্থা যা বেছে নিয়েছিলেন, তার কোন নিন্দা করা হয় না বটে, তবু মারীয়া যা বেছে নিয়েছিলেন, তার প্রশংসা করা হয়। বস্তুতপক্ষে খ্রিষ্ট বলেননি, মারীয়া যে অংশ বেছে নিয়েছিলেন তা ভাল, বরং সেই অংশকে উত্তমই বললেন; এতে আমরা অনুমান করি যে, মার্থার অংশও ভাল ছিল।

মারীয়ার অংশ যে উত্তম, তা পরবর্তী কথায় আরও উজ্জ্বল প্রমাণ পায়: তিনি বললেন, *তার কাছ থেকে তা কেড়ে নেওয়া হবে না;* কেননা কর্মী জীবন মৃত্যুক্ষণে নিঃশেষ হয়—যেহেতু যেখানে কারও ক্ষুধা হবে না, সেই শাশ্বত জীবনলোকে কেইবা ক্ষুধার্তদের খাদ্য দান করবে? যেখানে কারও পিপাসা হবে না, সেখানে কেইবা পিপাসিতদের জল পান করাবে? যেখানে কারও মৃত্যু হয় না, সেখানে কেইবা মৃতদের সমাধি দেবে? অতএব, কর্মী জীবন এ সংসারেই নিঃশেষ হবে, কিন্তু ধ্যানী জীবন এখানে শুরু করে স্বর্গীয় মাতৃভূমিতে সিদ্ধিলাভ করবে, কেননা যে প্রেমাগ্নি এই নিম্নলোকে জ্বলতে শুরু করল, প্রেমিকের দর্শন পেয়ে আরও জ্বলন্ত হয়ে উঠবে। সুতরাং, ধ্যানী জীবন কখনও কেড়ে নেওয়া হয় না, কেননা এ সংসারের আলো নিভে গেলে সিদ্ধি লাভ করে।

১৭শ রবিবার

ক বর্ষ - মথি ১৩:৪৪-৫২

সেসময় যিশু জনতাকে বললেন, 'স্বর্গরাজ্য কোন জমিতে গুপ্ত এমন ধনের মত, যা খুঁজে পেয়ে একজন লোক আবার গোপন করে রাখে; পরে মনের আনন্দে গিয়ে সবকিছু বিক্রি করে সেই জমি কিনে নেয়। আবার, স্বর্গরাজ্য তেমন এক বণিকের মত যে উত্তম মুক্তার খোঁজে বেড়াচ্ছে; একটা মহামূল্যবান মুক্তা খুঁজে পেয়ে সে গিয়ে সবকিছু বিক্রি করে তা কিনে নেয়।

আবার স্বর্গরাজ্য তেমন এক টানা জালের মত, যা সমুদ্রে ফেলা হলে সব ধরনের মাছ সংগ্রহ করে। জালটা ভর্তি হলে লোকে তা ডাঙায় টেনে তোলে, আর সেখানে বসে ভাল মাছগুলো সংগ্রহ করে ঝুড়িতে রাখে, ও মন্দগুলোকে ফেলে দেয়। অন্তিম কালে তেমনিই ঘটবে: দূতেরা এসে ধার্মিকদের মধ্য থেকে দুর্জনদের পৃথক করে দেবেন, ও তাদের সেই অগ্নিকুণ্ডে ফেলে দেবেন যেখানে হবে কান্না ও দাঁত ঘষাঘষি।

তোমরা কি এই সমস্ত কিছু বুঝেছ?' তাঁরা বললেন, 'হ্যাঁ।' তখন তিনি তাঁদের বললেন, 'এজন্য যে শাস্ত্রী স্বর্গরাজ্যের শিষ্য হয়েছেন, তিনি তেমন গৃহস্বামীর মত, যে নিজের ভাণ্ডার থেকে নতুন ও পুরাতন দু' রকমেরই জিনিস বের করে আনে।'

❖ মথি-রচিত সুসমাচারে পুরোহিত অরিগেনেসের উপদেশাবলি (১০ম পুস্তক ৯-১০)

অপরূপ রত্নগুলো

একমাত্র মূল্যবান রত্নের কাছে চালিত করে

মূল্যবান রত্ন যে খোঁজ করে বেড়ায়, তার বেলায়ই একথা প্রযোজ্য যে, *খোঁজ, তোমরা খুঁজে পাবে… যে খোঁজে, সে খুঁজে পায়* (লুক ১১:৯, ১০)। কিন্তু কিসের খোঁজ করতে হবে? এমনকি, 'যে খোঁজে, সে খুঁজে পায়' উক্তির অর্থ কী? কোন সন্দেহ নেই: সেই রত্ন বলতে সেই সবকিছু বোঝায় যা একদিন সে-ই পাবে, যে এখন নিজ সমস্ত সম্পদ বিলিয়ে দেয় ও তা তুচ্ছ করে; এজন্য পল বলেন, *আমি ওই সবকিছু আবর্জনা*

বলেই গণ্য করি খ্রিস্টকেই যেন লাভ করতে পারি (ফিলি ৩:৮), যিনি একমাত্র অমূল্য রত্ন।

যারা অন্ধকারে রয়েছে, তাদের পক্ষে প্রদীপ মূল্যবান, এবং তারা সূর্যোদয় পর্যন্তই তা ব্যবহার করে থাকে; মোশি ও অন্যান্য নবীদের মুখে যে গৌরব প্রকাশ পায়, সেই গৌরবও মূল্যবান; তার মধ্য দিয়ে আমরা অনুমান করতে পারি, আমরাও সেই খ্রিস্টের গৌরবদর্শন অর্জন করব যাঁর বিষয়ে পিতা সাক্ষ্যদান করে বললেন, *ইনি আমার প্রিয় পুত্র, এঁতে আমি প্রসন্ন* (মথি ৩:১৭)।

তবু মহত্তর গৌরবের কারণেই এখনও তা গৌরবান্বিত হয়নি যা সেসময় আংশিকভাবে গৌরবান্বিত হয়েছিল—যদিও চূড়ান্ত ও সিদ্ধ গৌরবলাভ করতে আমাদের প্রস্তুত করার জন্য আমাদের পক্ষে সেই গৌরবও প্রয়োজন যা একদিন বাতিল করা হবে। উদাহরণ স্বরূপ, অসিদ্ধ জ্ঞান আমাদের পক্ষে প্রয়োজন, যদিও তেমন জ্ঞান তখন লোপ পাবে যখন সিদ্ধ জ্ঞান আবির্ভূত হবে।

কেননা প্রতিটি আত্মা যা প্রথম বয়সে রয়েছে ও পরমসিদ্ধি লাভের জন্য সচেষ্ট আছে, পরিপক্ক বয়সে না পৌঁছা পর্যন্ত তার পক্ষে একজন অভিভাবক, পরিচালক ও ব্যবস্থাপকেরই প্রয়োজন। তখনই যে ব্যক্তি একসময় সবকিছুর মালিক হয়েও তবু দাসের চেয়ে ভিন্ন ছিল না, সেই ব্যক্তি বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে অভিভাবক, পরিচালক ও ব্যবস্থাপকের হাত থেকে সেই সমস্ত পৈতৃক সম্পদ গ্রহণ করে।

অবস্থা বুঝে এসব কিছু সেই মূল্যবান রত্নেরই অনুরূপ, সেই পরমসিদ্ধিরও অনুরূপ যা আগমন করামাত্র অসিদ্ধ ও সাময়িক সমস্ত কিছু বাতিল করে দেয়। অর্থাৎ কিনা, তেমনটি তখনই ঘটে, একজন যখন পূর্ণ প্রভুজ্ঞান সংক্রান্ত সমস্ত বিদ্যা দ্বারা তৈরী হয়ে খ্রিষ্টতত্ত্বের পরমসিদ্ধি লাভ করে। তথাপি অনেকেই রয়েছে, যারা বিধানের অগণিত রত্নের সৌন্দর্য ও নবীদের শিক্ষার পরিপক্কতা উপলব্ধি না করে—সেই সমস্ত কিছু যদিও এখনও অপূর্ণাঙ্গ—নিজেদের ভুলিয়ে মনে করে তারা মূল্যবান রত্ন খুঁজেই পেয়েছে; আরও, তারা মনে করে, সেই সমস্ত ব্যাখ্যা ও ধারণার সহায়তায় ছাড়াও তারা খ্রিস্টযিশু-জ্ঞানের অসাধারণ সৌন্দর্য দর্শন করতে পারবে।

সে জ্ঞানের তুলনায় আমরা বলতে পারি, যা কিছু তেমন জ্ঞানের পূর্ববর্তী, তা যদিও প্রকৃতপক্ষে আবর্জনা বলে অভিহিত করা যায় না, তবু আবর্জনার মতই দেখতে! তথাপি কৃষক ডুমুরগাছের গোড়ায় যদিও আবর্জনাই দেয়, তবু ঠিক সেই আবর্জনাই গাছ ফলশালী হতে সাহায্য করে।

সুতরাং, এক একটা জিনিসের জন্য উপযুক্ত সময় আছে, ও আকাশের নিচে যত কিছু রয়েছে তার অনুকূল সুযোগ রয়েছে; ফলে অপরূপ রত্নগুলো সংগ্রহ করার এক সময় রয়েছে, ও সংগ্রহ করার পর একমাত্র মূল্যবান রত্ন খুঁজে পাবার অন্য এমন সময় রয়েছে, যে সময়ে তা কিনবার জন্য সমস্ত কিছু বিক্রি করা বাঞ্ছনীয়।

খ বর্ষ - যোহন ৬:১-১৫

যিশু গালিলেয়া-সাগরের, অর্থাৎ তিবেরিয়াস সাগরের ওপারে গেলেন। রোগীদের সুস্থ করে তুলে তিনি যে সমস্ত চিহ্নকর্ম সাধন করেছিলেন, তা দেখেছিল বিধায় বহু লোক তাঁর অনুসরণ করছিল। কিন্তু যিশু পর্বতে উঠলেন আর সেখানে নিজ শিষ্যদের সঙ্গে বসলেন। ইহুদীদের পাস্কাপর্ব সন্নিকট ছিল। চোখ তুলে যিশু যখন দেখতে পেলেন অনেক লোক তাঁর দিকে আসছে, তখন ফিলিপকে বললেন, 'এই সমস্ত লোকদের খেতে দেবার জন্য আমরা কোথা থেকে রুটি কিনতে পারব?' তাঁকে পরীক্ষা করার জন্যই তিনি একথা বলেছিলেন, তিনি তো জানতেন, তিনি কী করতে যাচ্ছিলেন। ফিলিপ তাঁকে উত্তর দিলেন, 'এদের প্রত্যেককে সামান্য কিছু দিতে হলে দু'শো রুপোর টাকার রুটিতেও কুলোবে না।' তাঁর শিষ্যদের একজন, শিমোন পিতরের ভাই আন্দ্রিয়, তাঁকে বললেন, 'এখানে একটি ছেলে আছে, তার কাছে পাঁচখানা যবের রুটি ও দু'টো মাছ আছে; কিন্তু তাতে এত লোকের কী হবে?' যিশু বললেন, 'এদের বসিয়ে দাও।' সেখানে প্রচুর ঘাস ছিল। লোকেরা বসে পড়ল, পুরুষদের সংখ্যা ছিল আনুমানিক পাঁচ হাজার। তখন যিশু সেই রুটি ক'খানা নিলেন, ও ধন্যবাদ-স্তুতি উচ্চারণ করে, যারা সেখানে বসে ছিল, তাদের মধ্যে তা বিতরণ করলেন; মাছ নিয়েও তা-ই করলেন—সকলে যতখানি চাইল, ততখানি দিলেন। সবাই তৃপ্ত হলে তিনি তাঁর শিষ্যদের বললেন, 'পড়ে থাকা টুকরোগুলো জড় কর, কিছুই যেন নষ্ট না হয়।' তাই তাঁরা তা জড় করলেন, এবং সকলে খাওয়ার পরেও সেই পাঁচখানা

যবের রুটি থেকে পড়ে থাকা টুকরোগুলোতে তাঁরা বারোখানা ঝুড়ি ভর্তি করলেন।
যিশুর সাধিত এই চিহ্নকর্ম দেখে লোকেরা বলতে লাগল, ‘ইনি সত্যিই সেই নবী, জগতে যিনি আসছেন।’ যিশু যখন বুঝতে পারলেন যে, তারা তাঁকে রাজা করার অভিপ্রায়ে জোর করে ধরতে আসছে, তখন একা আবার পর্বতে সরে গেলেন।

❖ ক্যান্টারবেরির বিশপ বাল্ডুইন-লিখিত ‘বেদির সাক্রামেন্ত’ (২য় বিভাগ ৩)

আমরা সেই বিশ্বাসে আমন্ত্রিত,

যা ঈশ্বরেরই কাজ

তিনি যাঁকে প্রেরণ করেছেন তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখা, এটিই ঈশ্বরের কাজ (যোহন ৬:২৯)। সেই বহু লোকের ভিড় করণীয় কর্মগুলো সম্বন্ধে যিশুকে প্রশ্ন করছিল—ঠিক যেন সেই কাজগুলো বহুই হতে পারত! তিনি কিন্তু এমন উত্তর দেন, সেই কাজ যেন এক; যাতে দেখাতে পারেন যে উত্তম সমস্ত কাজ একটামাত্র কাজ থেকেই উদ্গত। কেননা যে বিশ্বাস ভালবাসার খাতিরে ক্রিয়াশীল, সেই বিশ্বাস-ই ঈশ্বরের প্রকৃত কাজ; এমনকি, সেই বিশ্বাস হল আমাদের সমস্ত সৎকর্মের আদিকারণ যা আমাদের অন্তরেই রয়েছে। *কেননা বিনা বিশ্বাসে ঈশ্বরের প্রীতির পাত্র হওয়া সম্ভব নয়* (হিব্রু ১১:৬)। যে বিশ্বাসের অভাবে ইহুদীরা ঈশ্বরের কর্ম সাধন করতে অক্ষম ছিল, তখনও সেই বিশ্বাস তাদের না থাকায়ই তারা প্রশ্ন করছিল, ঈশ্বরের কর্ম কী; আর এজন্যই তারা ঈশ্বরের কর্মে তথা বিশ্বাসেই আমন্ত্রিত ছিল, অর্থাৎ কিনা ঈশ্বর যাঁকে প্রেরণ করেছিলেন তাঁর উপর বিশ্বাস রাখতেই আমন্ত্রিত ছিল। যেহেতু তারা বুঝতে পেরেছিল, তিনি নিজেরই কথা ইঙ্গিত করছিলেন, সেজন্য তারা তাঁকে প্রশ্ন করেছিল, *আপনি এমন কী চিহ্নকর্ম সাধন করতে যাচ্ছেন, যেন তা দেখতে পেয়ে আমরা আপনাকে বিশ্বাস করি? আপনি কী কাজ সাধন করতে যাচ্ছেন?* (যোহন ৬:৩০)।

এই যে, ইহুদীরা চিহ্ন দেখবার দাবি করছে: পাঁচখানা রুটির অলৌকিক পরিমাণ-বৃদ্ধি তাদের পক্ষে যথেষ্ট নয়; বস্তুতপক্ষে, অনন্ত জীবন ধরে থাকবে এমন খাদ্য দেওয়ার ক্ষমতা যে খ্রিষ্টের আছে, তেমন কথা বিশ্বাস করতে গেলে যবের রুটি বিতরণ করা সত্যিই সামান্য প্রমাণ। যিনি স্বর্গ থেকে মান্না খাদ্য পেয়েছিলেন, সেই মোশিও

তেমন প্রতিশ্রুতি দেননি। তাই তারা মোশির অলৌকিক কাজের কথা তুলে ধরে—রুটির অলৌকিক পরিমাণ-বৃদ্ধির চেয়ে সেই কাজই যেন মহত্তর, যিশু নিজের বিষয়ে যা বলেছিলেন তাও যেন বিশ্বাসযোগ্য নয়। ফলে তারা বলে চলে, *আমাদের পিতৃপুরুষেরা মরুপ্রান্তরে মান্না খেয়েছিলেন, যেমনটি লেখা আছে, তিনি স্বর্গ থেকে রুটি তাদের খেতে দিলেন* (যোহন ৬:৩১)।

তাদের পিতৃপুরুষদের কাছে দেওয়া স্বর্গীয় রুটি সম্বন্ধে তারা যা বলছিল, সেই বিষয়ে উত্তর দিয়ে যিশু দেখান যে, স্বর্গের প্রকৃত রুটি মোশি দ্বারা দেওয়া হয়নি, পিতাই এখন তা দান করছেন। তিনি বলেন, *আমি তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি: মোশিই যে স্বর্গ থেকে রুটি তোমাদের দান করেছেন তা নয়, আমার পিতাই স্বর্গ থেকে সত্যকার রুটি তোমাদের দান করছেন* (যোহন ৬:৩২)। একথা বাহ্যিক অর্থে ধরে তারা তাঁকে বললেন, *প্রভু, তেমন রুটি আমাদের সর্বদাই দান করুন* (যোহন ৬:৩৪)। ঠিক সেই সামারীয় নারীর মত যে যখন শুনেছিল, *আমি যে জল দান করব, সেই জল যে পান করে, তার আর কখনও তেষ্টা পাবে না* (যোহন ৪:১৪), তখনই মনে করেছিল যিশু শারীরিক তেষ্টার কথা বলছেন, ও তেমন প্রয়োজন থেকে মুক্ত হবার বাসনায় বলেছিল, *প্রভু, তেমন জল আমাকে দিন, আমার যেন আর কখনও তেষ্টা না পায়, এখানে জল তুলতেও আর যেন আসতে না হয়* (যোহন ৪:১৫), তেমনি ইহুদীরাও বলল, *প্রভু, তেমন রুটি আমাদের সর্বদাই দান করুন* (যোহন ৬:৩৪), যাতে তৃপ্তির সঙ্গে খেতে পারি ও রুটি কেনা আর যেন প্রয়োজন না হয়। এজন্যই পাঁচখানা রুটির অলৌকিক পরিমাণ-বৃদ্ধির পরে তারা তাঁকে রাজা করতে চাচ্ছিল। যিশু কিন্তু তাদের নিজেরই ব্যক্তিত্বের বিষয়ে ফিরিয়ে আনেন, ও আরও স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেন, তিনি কোন্ রুটির কথা বলছিলেন: *আমিই সেই জীবন-রুটি: যে কেউ আমার কাছে আসে, তার আর কখনও ক্ষুধা পাবে না, আর যে কেউ আমার প্রতি বিশ্বাস রাখে, তার আর কখনও তেষ্টা পাবে না* (যোহন ৬:৩৫)।

আগে তিনি যেমন বলেছিলেন, *যে কেউ আমার প্রতি বিশ্বাস রাখে*, তেমনি এখন বলেন, *যে কেউ আমার কাছে আসে*। তাছাড়া, *তার আর কখনও ক্ষুধা পাবে না, তেষ্টাও*

পাবে না, উক্তির অর্থও উপলব্ধি করা দরকার। কেননা দুই বাক্যের অর্থ হল সেই সনাতন তৃপ্তি, যখন আর কোন কিছুর অভাব থাকবে না।

গ বর্ষ - লুক ১১:১-১৩

একদিন যিশু এক জায়গায় প্রার্থনা করছিলেন; যখন প্রার্থনা শেষ করলেন, তখন তাঁর শিষ্যদের একজন তাঁকে বললেন, 'প্রভু, আমাদের প্রার্থনা করতে শেখান, যেমন যোহনও নিজের শিষ্যদের শেখালেন।' তিনি তাঁদের বললেন, 'তোমরা যখন প্রার্থনা কর, তখন বল:

পিতা, তোমার নাম পবিত্র বলে প্রকাশিত হোক, তোমার রাজ্য আসুক। আমাদের দৈনিক রুটি প্রতিদিন আমাদের দাও; এবং আমাদের পাপ ক্ষমা কর, কারণ আমরা নিজেরাও আমাদের কাছে ঋণী যারা তাদের প্রত্যেককে ক্ষমা করি; আর আমাদের পীক্ষায় এনো না।'

তিনি তাঁদের বলে চললেন, 'তোমাদের মধ্যে কারও যদি বন্ধু থাকে, আর সে যদি মাঝরাতে তাকে গিয়ে বলে, বন্ধু, আমাকে তিনখানা রুটি ধার দাও, কারণ আমার এক বন্ধু পথে যেতে যেতে আমার কাছে এসে পড়েছে, ও তাকে খাবার মত দিতে আমার কিছু নেই; আর সেই লোক ভিতর থেকে যদি এই বলে উত্তর দেয়, আমাকে বিরক্ত করো না, এখন তো দরজা বন্ধ, ও আমার ছেলেরা আমার পাশে শুয়ে আছে; তাই আমি উঠে তোমাকে কিছু দিতে পারি না, তাহলে আমি তোমাদের বলছি, সে যদিও বন্ধুত্বের খাতিরে উঠে তা না দেয়, তবু ওর পীড়াপীড়ির জন্যই সে উঠে ওর যত প্রয়োজন তা দিয়ে দেবে।

তাই আমি তোমাদের বলছি: যাচনা কর, তোমাদের দেওয়া হবে; খোঁজ, তোমরা খুঁজে পাবে; দরজায় ঘা দাও, তোমাদের জন্য দরজা খুলে দেওয়া হবে। কেননা যে যাচনা করে, সে পায়; আর যে খোঁজে, সে খুঁজে পায়; আর যে ঘা দেয়, তার জন্য দরজা খুলে দেওয়া হবে। তোমাদের মধ্যে এমন পিতা কি আছে যে নিজের ছেলে মাছ চাইলে মাছের বদলে তাকে সাপ দেবে, কিংবা সে ডিম চাইলে তাকে কাঁকড়া বিছে দেবে? সুতরাং তোমরা মন্দ হয়েও যখন তোমাদের ছেলেদের ভাল ভাল জিনিস দিতে জান, তখন যারা তাঁর কাছে যাচনা করে, স্বর্গস্থ পিতা যে তাদের পবিত্র আত্মাকে দেবেন তা আরও কতই না নিশ্চিত।'

❖ পুরোহিত মাননীয় সাধু বীডের উপদেশাবলি (উপদেশ ১৪)

এই তো সেই মঙ্গলদানগুলি
যা আমাদের বিশেষভাবে যাচনা করা দরকার

আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তার বাসনা, আমরা যেন স্বর্গরাজ্যের আনন্দে পৌঁছতে পারি; এজন্য তিনি আমাদের সেই আনন্দ যাচনা করতে শিখিয়ে দিলেন, ও প্রতিশ্রুতি দিলেন, আমরা যাচনা করলে তিনি আমাদের সেই আনন্দ দান করবেন। তিনি বললেন, *যাচনা কর, তোমাদের দেওয়া হবে; খোঁজ, তোমরা খুঁজে পাবে; দরজায় ঘা দাও, তোমাদের জন্য দরজা খুলে দেওয়া হবে* (লুক ১১:৯)। প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, এ যখন প্রভুরই কথা, তখন সেকথা গভীরতম ভাবে ও অধিক মনোযোগের সঙ্গেই ধ্যান করা বাঞ্ছনীয়, কেননা দেখা যাচ্ছে, স্বর্গরাজ্য অলস ও নিষ্কর্মাদের কাছে নয়, কিন্তু যারা যাচনা করে, খোঁজে ও দরজায় ঘা দেয়, তাদেরই কাছে দেওয়া হবে, তারাই তা খুঁজে পাবে, তাদের কাছেই খুলে দেওয়া হবে।

সুতরাং প্রার্থনার মধ্য দিয়েই চাইতে হবে যেন সেই রাজ্যের দরজা খুলে দেওয়া হয়, সদাচরণের মধ্য দিয়ে তা খুঁজতে হবে, ও নিষ্ঠার মধ্য দিয়ে করাঘাত করতে হবে। কিন্তু যা যাচনা করি, তা পাবার জন্য আমরা যদি না তৎপরতার সঙ্গে খুঁজি কেমন জীবন যাপন করা উচিত, তাহলে মুখ দিয়ে প্রার্থনা করা যথেষ্ট নয়। এবিষয়ে তিনি নিজে বলেছিলেন, *যারা আমাকে 'প্রভু, প্রভু' বলে, তারা সকলে যে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করবে এমন নয়, কিন্তু আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা যে পালন করে, সে-ই প্রবেশ করবে* (মথি ৭:২১)।

সুতরাং, প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, প্রয়োজন রয়েছে আমরা যেন নিত্যই যাচনা করি, অবিরতই প্রার্থনা করি, *ঈশ্বরের সামনে নত হয়ে আমাদের নির্মাণকর্তা প্রভুর সম্মুখে প্রণিপাত করি* (সাম ৯৫:৬)। আর যেন সাড়া পাবার যোগ্য হয়ে উঠি, এজন্য মনোযোগের সঙ্গে ভাবতে হবে, যিনি আমাদের নির্মাণ করলেন, তিনি কেমন আচরণ ও কেমন কর্ম আমাদের কাছে প্রত্যাশা করেন। এসো, প্রভুকে খোঁজ করি, ভরসা রাখি, তাঁর শ্রীমুখের নিত্য অন্বেষণ করি। আর যাতে তাঁকে খুঁজে পাবার ও দেখবার যোগ্য হয়ে উঠি, এসো, *দেহ ও আত্মার যত কালিমা থেকে নিজেদের পরিশুদ্ধ করি* (২ করি ৭:১),

কেননা যাদের দেহ শুদ্ধ, তারাই মাত্র পুনরুত্থানের দিনে স্বর্গে উন্নীত হবে; যাদের হৃদয় শুদ্ধ, তারাই মাত্র ঐশমর্যাদার দর্শন পাবার যোগ্য হবে।

এখন আমরা যদি জানতে ইচ্ছা করি, তিনি এমন কী চান যা আমরা তাঁর কাছে যাচনা করব, তাহলে এসো, সুসমাচারের কথা শুনি: *প্রথমে তাঁর রাজ্য ও তাঁর ধর্মময়তার অন্বেষণ কর, তাহলে ওই সবকিছুও বাড়তি হিসাবে তোমাদের দেওয়া হবে* (মথি ৬:৩৩)। ঈশ্বরের রাজ্য ও তার ধর্মময়তার অন্বেষণ করার অর্থ হল স্বর্গীয় মাতৃভূমির মঙ্গলদানের আকাঙ্ক্ষা করা, ও অবিরত অনুসন্ধান করা কেমন পবিত্র কর্ম দ্বারা সেগুলিকে লাভ করা যায়, পাছে এমনটি ঘটে যে, ধর্মময়তার পথ থেকে সরে গিয়ে আমরা গন্তব্যস্থানে পৌঁছতে সক্ষম না হই।

প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, এই তো সেই মঙ্গলদানগুলি যা আমাদের বিশেষভাবে ঈশ্বরের কাছে যাচনা করা দরকার; সমস্ত কিছুর আগে ঈশ্বরের রাজ্যের এ ন্যায়েরই অন্বেষণ করা প্রয়োজন, অর্থাৎ কিনা বিশ্বাস, আশা ও ভালবাসা, যেমনটি লেখা আছে, *বিশ্বাসগুণে যে ধার্মিক, সে বাঁচবে* (গা ৩:১১); *প্রভুতে যে ভরসা রাখে, কৃপা তাকে ঘিরে থাকে* (সাম ৩২:১০); *ভালবাসাই বিধানের পূর্ণতা* (রো ১৩:১০)। *কারণ সমগ্র বিধান এই একটা বচনেই পূর্ণতা লাভ করে, তোমার প্রতিবেশীকে তুমি নিজের মত ভালবাসবে* (গা ৫:১৪)।

প্রভু এ উদ্দেশ্যেই স্নেহময় প্রতিশ্রুতি দানে ঘোষণা করেন, *যারা তাঁর কাছে যাচনা করে, স্বর্গস্থ পিতা তাদের পবিত্র আত্মাকে দেবেন* (লুক ১১:১৩), যাতে প্রমাণিত হয় যে, স্বভাবে যারা দুর্জন, তারা আত্মার অনুগ্রহ গ্রহণ করলে ভাল হতে পারে। তিনি প্রতিশ্রুতি দেন, যারা পিতার কাছে প্রার্থনা করে, তিনি তাদের পবিত্র আত্মা দান করবেন, কারণ যা আমরা পেতে ইচ্ছা করি, সেই অন্যান্য স্বর্গীয় মঙ্গলদানগুলির সঙ্গে বিশ্বাস, আশা ও ভালবাসাও কেবল আত্মার অনুগ্রহ দ্বারাই বর্ষণ করা হয়।

তাঁর অনুপ্রেরণার প্রতি যথাসাধ্য আসক্ত হয়ে, এসো, প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, পিতা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন তাঁর আত্মার অনুগ্রহ দ্বারা সেই নির্ভুল বিশ্বাস-পথে আমাদের চালিত করেন, যে বিশ্বাস ভালবাসার মধ্য দিয়েই সক্রিয়। আর যাতে আকাঙ্ক্ষিত মঙ্গলদানগুলি পাবার যোগ্য হয়ে উঠি, এসো, এমন জীবন যাপন করতে

সচেষ্ট থাকি যা তেমন পিতার অযোগ্য নয়। এমনকি, বাপ্তিস্মে আমরা যা দ্বারা ঈশ্বরের সন্তান হয়ে উঠেছি, এসো, শুদ্ধ দেহে ও শুদ্ধ হৃদয়ে সেই নবজন্মের রহস্য অক্ষুণ্ন রক্ষা করি।

একথা নিশ্চিত যে, আমরা যদি পরম পিতার আদেশগুলি পালন করি, তাহলে তিনি সনাতন আশীর্বাদের উত্তরাধিকার দানে আমাদের পুরস্কৃত করবেন, সেই যে উত্তরাধিকার অনাদিকালের আগে আমাদের প্রভু সেই যিশুখ্রিষ্ট আমাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে পিতার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে। আমেন।

১৮শ রবিবার

ক বর্ষ - মথি ১৪:১৩-২১

সেসময়, বাপ্তিস্মদাতা যোহনের মৃত্যুর কথা শুনে যিশু নৌকায় করে সেখান থেকে এক নির্জন স্থানে চলে গেলেন যেখানে একাকী হয়ে থাকতে পারেন। কিন্তু লোকেরা তা শুনে নানা শহর থেকে এসে হাঁটা-পথে তাঁর পিছু পিছু সেখানে গেল। তাই তিনি যখন নৌকা থেকে নেমে এলেন, তখন বিপুল এক জনতাকে দেখলেন। তাদের প্রতি তিনি দয়ায় বিগলিত হলেন, ও তাদের পীড়িত লোকদের নিরাময় করলেন। পরে, সন্ধ্যা হলে শিষ্যেরা কাছে এসে তাঁকে বললেন, 'জায়গাটা নির্জন, বেলাও গেছে; লোকদের বিদায় দিন, যেন তারা গ্রামে গ্রামে গিয়ে নিজেদের জন্য খাবার মত কিছু কিনতে পারে।'
যিশু তাঁদের বললেন, 'এদের যাওয়ার প্রয়োজন নেই; তোমরাই এদের খেতে দাও।' তাঁরা তাঁকে বললেন, 'আমাদের এখানে কেবল পাঁচখানা রুটি ও দু'টো মাছ ছাড়া আর কিছুই নেই।' তিনি বললেন, 'তা এখানে আমার কাছে আন।' তিনি লোকদের ঘাসের উপরে বসতে আদেশ করলে পর সেই পাঁচখানা রুটি ও দু'টো মাছ হাতে নিয়ে স্বর্গের দিকে চোখ তুলে 'ধন্য' স্তুতিবাদ উচ্চারণ করলেন, এবং সেই ক'খানা রুটি ছিঁড়ে তা শিষ্যদের হাতে দিলেন ও শিষ্যেরা তা লোকদের দিয়ে দিলেন। সকলে তৃপ্তির সঙ্গেই খেল; এবং যতগুলো টুকরো পড়ে রইল, তাঁরা তা কুড়িয়ে নিলে বারোখানা ঝুড়ি ভরে গেল। যারা খেয়েছিল, তারা স্ত্রীলোক ও শিশু বাদে আনুমানিক পাঁচ হাজার পুরুষ ছিল।

❖ ক্যান্টারবেরির বিশপ বাল্ডুইন-লিখিত 'বেদির সাক্রামেন্ত' (২য় বিভাগ ৩)

নিজ ঐশমহিমায় খ্রিষ্ট নিত্যই কাম্য

যারা আমাকে খাবে, তাদের সকলের আরও ক্ষুধা পাবে, যারা আমাকে পান করে, তাদের সকলের আরও তেষ্টা পাবে (সিরা ২৪:২১)। বর্তমানকালে আমরা ঈশ্বরের প্রজ্ঞা সেই খ্রিষ্টকে গ্রহণ করেও আমাদের ক্ষুধা মিটিয়ে পরিতৃপ্ত হতে পারি না; এমনকি তৃপ্তি পাবার বাসনা থেকেই যায়। আর আমরা তাঁর মাধুর্য যতখানি আস্বাদন করি, বাসনা

ততখানি বেড়ে ওঠে। এজন্য যারা খায়, তাদের আবার ক্ষুধা পাবে যতক্ষণ না একদিন পরিতৃপ্ত হয়। সৎমানুষদের বাসনা যখন সিদ্ধিলাভ করবে, তখনই তাদের আর ক্ষুধা বা তেষ্টা পাবে না।

যারা আমাকে খাবে, তাদের সকলের আরও ক্ষুধা পাবে, যারা আমাকে পান করে, তাদের সকলের আরও তেষ্টা পাবে। এবাণী ভাবী জীবনের বেলায়ও প্রযোজ্য। কেননা সেই শাশ্বত পরিতৃপ্তিতে এমন আকাঙ্ক্ষা রয়েছে, যা কোন অভাব থেকে নয়, সুখ থেকেই নির্গত: স্বর্গে খাদ্য গ্রহণের যাদের আর প্রয়োজন নেই, তারা নিত্যই খেতে বাসনা করে, এমনকি তেমন পরিতৃপ্তির ফলে তারা কোন অস্বস্তি বোধ করে না। কেননা এমন পরিতৃপ্তি রয়েছে যা অস্বস্তিবিহীন, আবার এমন বাসনাও রয়েছে যা পীড়াবিহীন। *যাঁর দিকে স্বর্গদূতেরা দৃষ্টি নিত্যই নিবদ্ধ রাখতে বাসনা করেন* (১ পি ১:১২), নিজ রাজমহিমায় অপরূপ হয়ে সেই খ্রিস্ট আমাদেরও নিত্য বাসনার বস্তু। এজন্যই তাঁকে পেয়েও আমরা তাঁকে বাসনা করতে থাকি, ও তাঁর কাছে পৌঁছেও তাঁর নিত্য সন্ধানে রত থাকি, যেমনটি লেখা আছে: *অনুক্ষণ তাঁর শ্রীমুখ অন্বেষণ কর* (সাম ১০৫:৪)। যাঁকে ভালবাসি, তিনি যেন আমাদের অনন্তকাল ধরে দখল করেন, এজন্যই আমরা অবিরতই তাঁর অন্বেষণ করি।

আবার এজন্যই যারা তাঁর সন্ধান পায়, তারা তাঁর নিত্য অন্বেষণে রত থাকে, ও যারা তাঁকে খাদ্যরূপে গ্রহণ করে তাদের আরও ক্ষুধা পায়, ও যারা তাঁর জল পান করে তাদের আরও তেষ্টা পায়; তথাপি এ ক্ষুধা অন্য সমস্ত ক্ষুধা বাতিল করে দেয়, আর এ তৃষ্ণা অন্য সমস্ত তৃষ্ণা মিটিয়ে দেয়।

তেমন ক্ষুধা ও তৃষ্ণা অভাব থেকে নয়, সিদ্ধ সুখ থেকেই নির্গত। কেননা অভাবজনিত ক্ষুধা বিষয়ে লেখা আছে: *যে কেউ আমার কাছে আসে, তার আর কখনও ক্ষুধা পাবে না, আর যে কেউ আমার প্রতি বিশ্বাস রাখে, তার আর কখনও তেষ্টা পাবে না* (যোহন ৬:৩৫)। কিন্তু সুখজনিত ক্ষুধা বিষয়ে লেখা আছে: *যারা আমাকে খাবে, তাদের সকলের আরও ক্ষুধা পাবে, যারা আমাকে পান করে, তাদের সকলের আরও তেষ্টা পাবে।* যারা তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখে, তাদের জন্য খ্রিস্ট হলেন খাদ্য ও পানীয়, রুটি ও আঙুররস: বলীয়ান ও শক্তিশালী করে তোলেন বিধায় তিনি খাদ্য ও রুটি;

আনন্দিত করে তোলেন বিধায় তিনি পানীয় ও আঙুররস। আমাদের মধ্যে বলীয়ান, শক্তিশালী ও অটল যা কিছু আছে, যে স্ফূর্তিপূর্ণ আনন্দে আমরা ঈশ্বরের আদেশগুলি পালন করি, পীড়ন সহ্য করি, বাধ্যতা দেখাই ও ন্যায়ের জন্য সংগ্রাম করি, তেমন বল, শক্তি ও সাহস সেই রুটি থেকেই নির্গত, তেমন আনন্দ সেই পানীয় থেকেই নির্গত। সুখী যারা শক্তি ও আনন্দের সঙ্গে জীবনাচরণ করে!

আর নিজের শক্তিবলে যেহেতু কেউই সেভাবে আচরণ করতে পারে না, সেজন্য তারাই সুখী, যারা ন্যায্য ও ধর্মময় সমস্ত কিছু ব্যগ্রতার সঙ্গে আকাঙ্ক্ষা করে ও তাঁরই হাত থেকে শক্তি ও আনন্দ পেতে বাসনা করে যিনি বলেন: *ধর্মময়তার জন্য ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত যারা, তারাই সুখী* (মথি ৫:৬)।

তাই যখন খ্রিষ্ট এমন খাদ্য ও পানীয়, যা বর্তমানকালের ধার্মিকদের বলীয়ান ও আনন্দিত করে তোলে, তখন ভাবী জীবনে তাদের অনন্ত সুখের উৎস আরও কতই না উৎকৃষ্ট হওয়ার কথা!

খ বর্ষ - যোহন ৬:২৪-৩৫

যিশু কিংবা তাঁর শিষ্যেরা সেখানে আর কেউই ছিলেন না, লোকে তা বুঝতে পেরে সেই সব নৌকায় উঠে যিশুর অনুসন্ধানে কাফার্নাউমে চলল। তাঁকে সাগরের ওপারে খুঁজে পেয়ে তারা তাঁকে বলল, ‘রাব্বি, এখানে কবে এলেন?’

যিশু তাদের উত্তর দিয়ে বললেন, ‘আমি তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি, তোমরা চিহ্নগুলো দেখেছ বলেই যে আমাকে খুঁজছ তা নয়, সেই রুটি খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়েছ বলেই আমাকে খুঁজছ। নশ্বর খাদ্যের জন্য কাজ করো না, বরং সেই খাদ্যেরই জন্য কাজ কর, যা অনন্ত জীবনের উদ্দেশে থেকে যায়, যা মানবপুত্রই তোমাদের দান করবেন; কারণ পিতা ঈশ্বর তাঁকেই নিজের মুদ্রাঙ্কনে চিহ্নিত করেছেন।’ তখন তারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, ‘আমরা যেন ঈশ্বরের কাজ করতে পারি, তবে আমাদের কী করতে হবে?’ যিশু তাদের এই উত্তর দিলেন, ‘তিনি যাঁকে প্রেরণ করেছেন তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখা, এটিই ঈশ্বরের কাজ।’

তাই তারা তাঁকে বলল, ‘আপনি এমন কী চিহ্নকর্ম সাধন করতে যাচ্ছেন, যেন তা দেখতে পেয়ে আমরা আপনাকে বিশ্বাস করি? আপনি কী কাজ সাধন করতে যাচ্ছেন? আমাদের পিতৃপুরুষেরা মরুপ্রান্তরে মান্না খেয়েছিলেন, যেমনটি লেখা

আছে, তিনি স্বর্গ থেকে রুটি তাদের খেতে দিলেন।’ যিশু তাদের বললেন, ‘আমি তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি: মোশিই যে স্বর্গ থেকে রুটি তোমাদের দান করেছেন তা নয়, আমার পিতাই স্বর্গ থেকে সত্যকার রুটি তোমাদের দান করছেন; কারণ যে রুটি স্বর্গ থেকে নেমে আসে ও জগৎকে জীবন দান করে, সেটিই ঈশ্বরের দেওয়া রুটি।’ তখন তারা তাঁকে বলল, ‘প্রভু, তেমন রুটি আমাদের সর্বদাই দান করুন!’ যিশু তাদের বললেন, ‘আমিই সেই জীবন-রুটি: যে কেউ আমার কাছে আসে, তার আর কখনও ক্ষুধা পাবে না, আর যে কেউ আমার প্রতি বিশ্বাস রাখে, তার আর কখনও তেষ্টা পাবে না।

❖ ১১৮ নং সামসঙ্গীতে বিশপ সাধু আম্ব্রোজের ব্যাখ্যা (১৮:২৬-২৯)

খ্রিষ্ট আমার তিক্ততা পানীয়রূপে গ্রহণ করলেন

যেন নিজ অনুগ্রহের মাধুর্য আমাকে দিতে পারেন

আমি তুচ্ছ, আমি অবজ্ঞার বস্তু, তবু ভুলি না তোমার আদেশমালা (সাম ১১৯:১৪১)। আমি স্বর্গের মঙ্গলদানগুলির ধন্য সহভাগিতা লাভ করেছি। আমি ইতিমধ্যেই দিব্য ভোজের সম্মানে গৃহীত: আমার ভোজের পক্ষে বৃষ্টির জল কি ভূমির উদ্ভিদ কি গাছের ফলের প্রয়োজন হয় না। পিপাসা মেটানোর জন্য নদী কি জলাশয়ের সন্ধান করা দরকার হয় না: খ্রিষ্টই আমার খাদ্য, খ্রিষ্টই আমার পানীয়: ঈশ্বরেরই মাংস আমাকে বল দেয়, ঈশ্বরেরই রক্ত আমার পিপাসা মেটায়। পরিতৃপ্ত হবার জন্য আমি বাৎসরিক ফসলের অপেক্ষাও করি না, কারণ খ্রিষ্ট প্রতিদিন আমার কাছে নিজেকে নিবেদন করেন।

আমি প্রেমপূর্ণ ও ধর্মময় ভক্তিতে নিষ্ঠাবান হলে তবে আমাকে কিছুই ভয় করতে হবে না, কারণ আকাশের ঝড় কি মাটির অনুর্বরতা খ্রিষ্টের ফসল ক্ষতি করতে পারে না। আমার এমন বাসনা নেই যে, ভারুই পাখি আমার উপর বর্ষিত হবে—সেই যে ভারুই পাখি দেখে আমি আগে মুগ্ধ হতাম; এমন বাসনাও নেই যে, মান্না আমার উপর বর্ষিত হবে—সেই যে মান্না আমি অন্য খাদ্যের চেয়ে পছন্দ করতাম। কারণ পিতৃপুরুষেরা তা খেয়েছিলেন, কিন্তু তাদের ক্ষুধা মেটেনি। আমার খাদ্য এমন যে, সেই খাদ্য যে গ্রহণ

করে তার আর কখনও ক্ষুধা পাবে না; এ খাদ্য এমন যা দেহকে নয়, মানুষের হৃদয়কেই বলবান করে তোলে।

আমি আগে স্বর্গের রুটির কথা ভেবে মুগ্ধ হতাম; কেননা লেখা আছে, *তিনি স্বর্গ থেকে রুটি তাদের খেতে দিলেন* (যোহন ৬:৩১); তবু সেই রুটি আসল রুটি ছিল না; সেই রুটি ছিল ভাবী রুটির প্রতীক মাত্র। স্বর্গের রুটি, কিন্তু স্বর্গের প্রকৃত রুটিই পিতা আমার জন্য রাখলেন: আমার জন্য স্বর্গ থেকে ঈশ্বরের সেই রুটি নেমে এল যা জগৎকে জীবন দান করে। এই তো জীবন-রুটি: ফলে জীবনকে যে খায়, সে মরতে পারে না। কেননা জীবনকে যে খায় সে কেমন করে মরতে পারে? যার মধ্যে জীবনী-শক্তি রয়েছে, সে কেমন করে নিঃশেষিত হবে?

তবে তাঁর কাছে এসো, তৃপ্তির সঙ্গেই খাও, কারণ তিনি রুটি; তাঁর কাছে এসে পান কর, কারণ তিনি জলের উৎস; তাঁর কাছে এগিয়ে এসো, তোমরা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, যেহেতু তিনি আলো; তাঁর কাছে এসো, তোমরা স্বাধীন হয়ে উঠবে, কারণ *যেখানে প্রভুর আত্মা, সেখানে স্বাধীনতা* (২ করি ৩:১৭); তাঁর কাছে এসো, তোমরা ক্ষমা পাবে, কারণ তিনি নিজেই পাপের ক্ষমা। তোমরা কি জিজ্ঞাসা করছ, তিনি কে? শোন, তিনি নিজেই কথা বলছেন: *আমিই সেই জীবন-রুটি: যে কেউ আমার কাছে আসে, তার আর কখনও ক্ষুধা পাবে না, আর যে কেউ আমার প্রতি বিশ্বাস রাখে, তার আর কখনও তেষ্টা পাবে না* (যোহন ৬:৩৫)। তোমরা তাঁকে শুনেছ, তাঁকে দেখেছ, অথচ তাঁর উপর বিশ্বাস রাখনি। এজন্যই তোমাদের মৃত্যু হয়েছে; এবার কিন্তু বিশ্বাস কর, যাতে জীবন পেতে পার। ঈশ্বরের দেহ থেকে আমার জন্য অনন্ত জলের উৎস নির্গত হল: খ্রিষ্ট আমার তিক্ততা পানীয়রূপে গ্রহণ করলেন যেন নিজ অনুগ্রহের মাধুর্য আমাকে দিতে পারেন।

গ বর্ষ - লুক ১২:১৩-২১

একদিন ভিড়ের মধ্য থেকে একজন যিশুকে বলল, 'গুরু, আমার ভাইকে বলুন, সে যেন আমার সঙ্গে পৈতৃক সম্পত্তি ভাগ করে।' তিনি তাকে বললেন, 'হে মানুষ, তোমাদের উপরে বিচারকর্তা বা মধ্যস্থ করে আমাকে কে নিযুক্ত করেছে?'

পরে তিনি তাদের বললেন, ‘সাবধান, সব ধরনের লোভ থেকে দূরে থাক, কারণ প্রাচুর্যে থাকলেও মানুষের জীবন তার সম্পত্তির উপর নির্ভর করে না।’
আর তিনি তাদের এই উপমা-কাহিনী শোনালেন, ‘একজন ধনী লোকের জমিতে প্রচুর ফসল হয়েছিল। তাই সে মনে মনে ভাবতে লাগল, কী করি? আমার ফসল রাখবার স্থান নেই! পরে বলল, আমি এ করব: আমার যত গোলাঘর ভেঙে ফেলে বড় বড় গোলাঘর তৈরি করব, এবং তার মধ্যে আমার সমস্ত শস্য ও আমার সমস্ত সম্পদ জমিয়ে রাখব। তারপর আমার প্রাণকে বলব, প্রাণ, বহু বছরের মত তোমার জন্য অনেক সম্পদ জমা আছে: বিশ্রাম কর, খাও দাও, ফুর্তি কর। কিন্তু ঈশ্বর তাকে বললেন, হে নির্বোধ, আজ এই রাতেই তোমার প্রাণ তোমার কাছ থেকে চেয়ে নেওয়া হবে, তবে তুমি এই যা কিছু প্রস্তুত করেছ, তা কার্ হবে? তেমনটি তারই ঘটে, যে নিজের জন্য সম্পদ জমিয়ে রাখে কিন্তু ঈশ্বরের সামনে ধনবান হয় না!’

❖ নাজিয়াঞ্জুসের বিশপ সাধু গ্রেগরির উপদেশাবলি (উপদেশ ১৪:২০-২২)

এসো, ঐশবাণীর অনুসরণ করি,
সেই বিশ্রামের অন্বেষণ করি

প্রজ্ঞাবান নিজের প্রজ্ঞায় গর্ব না করুক, বলবান তার বলে গর্ব না করুক, ধনবান তার ধনে গর্ব না করুক (যেরে ৯:২৩); প্রজ্ঞা কি বল কি ধনের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছলেও নয়। তাছাড়া আমি সমরূপ কথাও যোগ করে দিতাম যেমন, বিখ্যাত ও খ্যাতিসম্পন্ন মানুষ নিজের গৌরব নিয়ে যেন গর্ব না করে, স্বাস্থ্যবান মানুষও নিজের স্বাস্থ্য নিয়ে নয়, সুন্দর মানুষও নিজের সৌন্দর্য নিয়ে নয়, যুবকও নিজের যৌবন নিয়ে নয়: এক কথায়, এমন গর্বিত ও অসার মানুষ যেন না থাকে, যে তাতেই গর্ব করে যা সাংসারিক মানুষের কাছে প্রশংসার বস্তু। কিন্তু যে গর্ব করে, এই একটামাত্র জিনিস নিয়ে গর্ব করুক যে, সে ঈশ্বরকে জানে ও তাঁর অন্বেষণ করে; এবং হতভাগাদের রিপু বিষয়ে দুঃখ করে সে ভাবী জীবনের জন্যই পুণ্য কিছুটা সঞ্চয় করুক। কেননা অন্য সব কিছু অস্থায়ী ও ভঙ্গুর, এবং ঝিল-খেলার মত সেই সমস্ত কিছু একে অন্যের দিকে নিক্ষিপ্ত হয়ে শেষ মুহূর্তে পরের হাতেই পড়ে। একই প্রকারে, কারও এমন সম্পদ নেই যা কালের স্রোতে নিঃশেষিত না হয় বা একদিন—আহা, মালিকের কেমন দুঃখ!—পরেরই সম্পদ

না হয়। ঈশ্বরজ্ঞান ও তাঁর অন্বেষা কিন্তু এমন কিছু যা নিশ্চিত ও স্থিতমূল, কখনও নিঃশেষিত হয় না, ফুরিয়েও যায় না; এগুলিতেই যারা প্রত্যাশা রাখে, তারা কখনও আশাভ্রষ্ট হবে না।

তাছাড়া আমার মনে হয় যে, এ পৃথিবীতে যেহেতু কোন মঙ্গল স্থায়ী ও স্থিতমূল নয়, যেহেতু স্রষ্টা-বাণী ও মানবীয় মনের অতীত সেই প্রজ্ঞা দ্বারা সুবুদ্ধির সঙ্গে সৃষ্ট যত বস্তু আমাদের আশাভ্রষ্ট করে ফেলে, আবার যেহেতু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, সমস্ত কিছু একরূপ থেকে অন্য রূপে রূপান্তরিত হয়, একবার উপরে আর একবার নিচে চলে যায়, আবার উল্ট পাল্টও হয়ে যায় ও সেগুলো হাতে পাবার আগেও দূরে পালিয়ে যায় বা ফুরিয়েও যায়, তখন এ সমস্ত কিছুর অস্থায়িত্ব ও অস্থিরতা লক্ষ করেই আমরা ভাবী জীবন-বন্দরের দিকে যেতে আকর্ষিত হই। বর্তমান সমৃদ্ধি ভঙ্গুর ও অস্থায়ী হলেও আমরা যখন তার কাছে একপ্রকারে শৃঙ্খলিত, ও অসার ধনবৃদ্ধির জন্য আমরা যখন এমন শোচনীয় দাসত্বের অধীন হই যে, বর্তমান বস্তুর চেয়ে মঙ্গলকর ও মূল্যবান কিছু থাকতে পারে তাও কল্পনা করতে পারি না, তখন বর্তমান সমৃদ্ধি যদি স্থায়ী হত তবে আমরা কী করতাম? অথচ আমরা বারবার শুনি ও বলি, এমনকি অধিক সমর্থন করি যে, হ্যাঁ, আমরা সেই ঈশ্বরেরই প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট হয়েছি যিনি স্বর্গে বাস করেন ও সেইখানে আমাদের পুনরায় আকর্ষণ করেন!

যে কেউ প্রজ্ঞাবান, সে এসব কিছু ভেবে দেখুক, তবে বুঝতে পারবে (সাম ১০৭:৪৩)। অস্থায়ী বস্তু কেইবা অবহেলা করবে? পরিবর্তনশীল বস্তুর দিকে কেইবা নজর রাখবে? এমন কেউ কি আছে, যে বর্তমান বস্তুগুলো অস্তিত্বহীন বলে গণ্য করবে? সত্যিই ধন্য সেই ব্যক্তি, যে ঐশবাণীর খড়্গ দ্বারা অমঙ্গল থেকে মঙ্গল নির্ণয় ক'রে ও ভাগ ভাগ ক'রে ধন্য দাউদের কথামত *পুণ্য যাত্রার জন্য নিজ অন্তরে প্রস্তুতি নেয়* (সাম ৮৪:৬), এবং এ অশ্রুময় সংসার যথাসাধ্য ত্যাগ করতে চেষ্টা ক'রে ঊর্ধ্বলোকের বিষয়ের অন্বেষণ করে, ও খ্রিষ্টের সঙ্গে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে খ্রিষ্টের সঙ্গে পুনরুত্থান করে ও অস্থায়ী ও অসার নয় এমন জীবনের উত্তরাধিকারী হয়ে তাঁর সঙ্গে সেখানেই আরোহণ করে যেখানে সাপের মাথা নিষ্পেষিত হয়েছে বিধায় সাপ যাত্রাপথে কাউকে কামড়াতে পারে না, কারও পাদমূলেও চালাকি খাটাতে পারে না। সেই ধন্য মিখা নিজেও ব্যাপারটা

ভেবে দে'খে ও সাপজাতীয় সমস্ত জীব ও তাদের সকলকেও অবজ্ঞা ক'রে যারা কেবল চেহারায়ই ধার্মিক, বলে ওঠেন, *এসো, আমরা প্রভুর পর্বতে গিয়ে উঠি। ওঠ, এখান থেকে চলে যাও, কারণ এ স্থান আর বিশ্রামস্থান নয়* (মিখা ৪:২; ২:১০)। এবাণী মুটামুটি সেই বাণীরই মত, যা আমাদের উদ্দেশ করে আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তা উচ্চারণ করেন: *ওঠ, এখান থেকে চলে যাই* (যোহন ১৪:৩১)। একথা বলে তিনি সেকালের শিষ্যদের সেস্থান থেকে শুধু নয়, তিনি বরং সর্বকালের মত তাঁর সকল শিষ্যকে পৃথিবী থেকে ও পার্থিব মঙ্গল থেকে বিচ্ছিন্ন করছিলেন যেন স্বর্গের দিকে ও স্বর্গীয় বিষয়ের দিকেই তাদের নিয়ে যেতে পারেন।

সুতরাং এসো, আমরা ঐশবাণীর অনুসরণ করি; এসো, সেই বিশ্রামস্থানের অন্বেষণ করি; এসো, এজীবনের ধনসম্পদ ও অভিলাষ অবজ্ঞা করি; এবং সেই কিছুতেই মাত্র ধনবান হই যা সেগুলির মধ্যে মঙ্গলকর: অর্থাৎ কিনা, স্বর্গীয় মঙ্গল লাভে ধনবান হবার জন্য নিজেদের ধনসম্পদ গরিবদের দিয়ে, এসো, অর্থদানে নিজেদের আত্মার পরিত্রাণ সাধন করি।

১৯শ রবিবার

ক বর্ষ - মথি ১৪:২২-৩৩

সেসময় যিশু, বহু মানুষকে অলৌকিকভাবে খাওয়ানোর পর, শিষ্যদের নির্দেশ দিলেন যেন তাঁরা নৌকায় উঠে তাঁর আগে আগে ওপারে যান; এর মধ্যে তিনি লোকদের বিদায় দেবেন। লোকদের বিদায় দেবার পর তিনি একাকী হয়ে প্রার্থনা করার জন্য পর্বতে গিয়ে উঠলেন। সন্ধ্যা হলে তিনি সেখানে একাই ছিলেন, কিন্তু নৌকাটা ডাঙা থেকে বেশ দূরে গিয়ে পড়েছিল, ও বাতাস প্রতিকূল হওয়ায় প্রবল ঢেউয়ের আঘাতে টলমল করছিল।

রাত যখন চার প্রহর, তখন তিনি সমুদ্রের উপর দিয়ে হেঁটে তাঁদের কাছে এলেন। তাঁকে সমুদ্রের উপর দিয়ে হাঁটতে দেখে শিষ্যেরা আতঙ্কিত হলেন; তাঁরা বললেন, 'এ যে ভূত!' এবং ভয়ে চিৎকার করতে লাগলেন। কিন্তু যিশু তখনই তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলেন, বললেন: 'সাহস ধর, আমিই আছি, ভয় করো না।' তখন পিতর উত্তরে তাঁকে বললেন, 'প্রভু, যদি আপনি হন, তবে আদেশ করুন, আমি যেন জলের উপর দিয়ে হেঁটে আপনার কাছে আসতে পারি।' তিনি বললেন, 'এসো।' তাই পিতর নৌকা থেকে বের হয়ে জলের উপর দিয়ে যিশুর দিকে চলতে লাগলেন, কিন্তু বাতাস দেখে ভয় পেলেন, ও ডুবে যেতে যেতে চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'প্রভু, আমাকে ত্রাণ করুন।' যিশু তখনই হাত বাড়িয়ে তাঁকে আঁকড়ে ধরলেন, ও তাঁকে বললেন, 'হে অল্পবিশ্বাসী, কেন সন্দেহ করলে?' আর তাঁরা নৌকায় ওঠামাত্র বাতাস পড়ে গেল। যাঁরা নৌকায় ছিলেন, তাঁরা তাঁর সামনে প্রণিপাত করে বললেন, 'সত্যি, আপনি ঈশ্বরের পুত্র।'

❖ বিশপ সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি (উপদেশ ৭৬:১, ৪, ৫, ৬, ৮, ৯)

প্রভু, আমাকে ত্রাণ করুন

আজকের সুসমাচার এ বর্ণনা দেয় যে, প্রভু যিশু সমুদ্রের জলের উপর দিয়ে হাঁটলেন, ও প্রেরিতদূত পিতর জলের উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ভয়ের কারণে সন্দেহ করলেন; এমনকি, সেই সন্দেহের ফলে ডুবে যাচ্ছিলেন, কিন্তু আস্থা ফিরে পেলেই আবার

ভেসে উঠলেন। এতে আমরা উপলব্ধি করি, সমুদ্র হল সংসার ও পিতর হলেন অদ্বিতীয় মণ্ডলীর প্রতীক। কেননা প্রেরিতদূতদের প্রধান ও খ্রিষ্টপ্রেমে অধিক উদারমনা সেই পিতর নিজেই সকলের নামে বারবার একা উত্তর দিলেন। যখন যিশু জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁর বিষয়ে লোকে কী বলছিল, তখন শিষ্যেরা লোকদের অভিমত ব্যক্ত করতে করতে প্রভু আবার জিজ্ঞাসা করলে *আমি কে, এবিষয়ে তোমরা কী বল?* (মার্ক ৮:২৯)। পিতরই উত্তরে বললেন, *আপনি সেই খ্রিষ্ট, জীবনময় ঈশ্বরের পুত্র* (মথি ১৬:১৬)। অন্যদের হয়ে উত্তর দেওয়ায় তিনি ঐক্যই ব্যক্ত করলেন।

এসো, মণ্ডলীর এ সঙ্ঘের কথা ভেবে দেখে আমরা তাঁর মধ্যে ঈশ্বরেরই যা, ও আমাদেরই যা, তা নির্ণয় করি। এভাবে আমরা সন্দেহমুক্ত হতে শিখব, এবং শৈলেই দৃঢ়স্থাপিত হয়ে বাতাস, বর্ষা ও নদনদীর বিরুদ্ধে অর্থাৎ এসংসারের প্রলোভনের বিরুদ্ধে অটল হয়ে দাঁড়াব। সুতরাং, যিনি সেসময়ে আমাদের সকলেরই প্রতীক ছিলেন, সেই পিতরের ব্যবহার লক্ষ কর: একসময়ে তিনি আশাবাদী, একসময়ে সন্দেহপূর্ণ, একসময়ে নিজেকে অমর মনে করেন, আবার একসময়ে মরতে ভয় করেন। যেহেতু মণ্ডলী শক্তিশালীদের ও দুর্বলদের নিয়ে গঠিত, সেজন্য একথা অনিবার্য যে, উভয় শ্রেণির লোক উপস্থিত থাকবে।

আপনি ঈশ্বরের সেই খ্রিষ্ট, পিতরের এ ঘোষণা শক্তিশালীদের ব্যবহার ব্যক্ত করে; তিনি যখন ভীত ও সন্দেহপূর্ণ, জীবনকে অস্বীকার ক'রে মৃত্যুর কথার সামনে বিচলিত, ও এমন ইচ্ছা প্রকাশ করেন খ্রিষ্ট যেন যন্ত্রণা ভোগ না করেন, তখন, মণ্ডলীভুক্তদের মধ্যে যারা দুর্বল, তাদেরই প্রতীক হয়ে দাঁড়ান।

প্রভু, যদি আপনি হন, তবে আদেশ করুন, আমি যেন জলের উপর দিয়ে হেঁটে আপনার কাছে আসতে পারি (মথি ১৪:২৮)—এ উক্তির অর্থ এরূপ: প্রভুর আদেশে পিতর সুন্দরভাবেই জলের উপর দিয়ে হাঁটলেন, কারণ সচেতন ছিলেন যে, স্বশক্তিতে তিনি তা করতে অক্ষম। মানব দুর্বলতার পক্ষে যা অসাধ্য, তিনি বিশ্বাস দ্বারাই তা সাধন করলেন। এরাই মণ্ডলীর শক্তিশালীরা: মানবেশ্বর আদেশ দিন আর মানুষ অসাধ্য যত কিছুই সাধন করতে পারবে। তিনি বললেন, *'এসো!' তাই পিতর নৌকা থেকে বের হয়ে জলের উপর দিয়ে যিশুর দিকে চলতে লাগলেন* (মথি ১৪:২৯)। যিনি শৈল, তিনি

আদেশ দেওয়ায়ই পিতর তা করতে পারলেন। দেখ, প্রভুতে পিতর কী হলেন। তবে নিজে থেকে তিনি কী ছিলেন? *বাতাস দেখে তিনি ভয় পেলেন, ও ডুবে যেতে যেতে চিৎকার করে বলে উঠলেন, প্রভু, আমাকে ত্রাণ করুন* (মথি ১৪:৩০)। তাহলে দেখা যাচ্ছে, যখন তিনি প্রভুতে আস্থা রাখলেন, তখন তাঁর কাছ থেকে শক্তি পেলেন; যখন মানুষ হিসাবে টলমল হলেন, তখন আবার প্রভুর দিকে ফিরলেন, ও প্রভু আপন ডান হাতের সহায়তা তাঁকে সঙ্গে সঙ্গেই দান করে ডোবা অবস্থা থেকে বাঁচিয়ে তাঁকে ধরলেন ও তাঁর সন্দেহের জন্য তাঁকে ভর্ৎসনা করলেন: *হে অল্পবিশ্বাসী* (মথি ১৪:৩১)।

এসো ভাইবোনেরা, শেষ করি। একথা চিন্তা কর যে, সংসার সমুদ্রেরই মত: ভীষণ বাতাস, তীব্র ঝড়ঝঞ্ঝা। প্রত্যেকজনের পক্ষে তার নিজের বিশৃঙ্খল ভাবাবেগই ঝড়। তুমি ঈশ্বরকে ভালবাসলে, তবে সমুদ্রের উপর দিয়ে হেঁটে চল, সংসারের রোষ তোমার পদতলে থাকবে। তুমি সংসারকে ভালবাসলে, তবে সংসারই তোমার উপরে ঝাঁপিয়ে তোমাকে বয়ে নিয়ে যাবে, কারণ যারা সংসারকে ভালবাসে, সংসার তাদের সুস্থির করতে জানে না, তাদের কবলিতই করে। তাহলে যখন তোমার হৃদয় নানা ভাবাবেগে আলোড়িত হয়, তখন তা জয় করার জন্য খ্রিষ্টের ঈশ্বরত্বকেই ডাক; আর তোমার পা টলমল হলে, তোমার মনের মধ্যে সন্দেহ দেখা দিলে, একটা কিছু অতিক্রম করতে না পারলে, ডুবে যেতে লাগলেই বলে ওঠ: *প্রভু, আমাকে ত্রাণ করুন* (মথি ১৪:৩০)। কেননা যিনি নিজের দেহে তোমার জন্য মৃত্যু বরণ করলেন, কেবল তিনিই দেহজনিত মৃত্যু থেকে তোমাকে মুক্ত করতে পারেন।

খ বর্ষ - যোহন ৬:৪১-৫১

ইহুদীরা যিশুর বিরুদ্ধে গজগজ করতে লাগল, যেহেতু তিনি বলেছিলেন, আমিই সেই রুটি, যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে; তারা বলছিল, ‘লোকটা কি যোসেফের ছেলে সেই যিশু নয়, যার মাতাপিতাকে আমরা জানি? তাহলে সে কেমন করে বলতে পারে, আমি স্বর্গ থেকে নেমে এসেছি?’
উত্তরে যিশু তাদের একথা বললেন, ‘নিজেদের মধ্যে গজগজ করো না। পিতা, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তিনি আকর্ষণ না করলে কেউই আমার কাছে আসতে পারে না, আর তাকেই আমি শেষ দিনে পুনরুত্থিত করব। নবীদের পুস্তকে লেখা

আছে, তারা সকলে স্বয়ং ঈশ্বরের কাছ থেকে শিক্ষা পাবে। যে কেউ পিতার কাছ থেকে শুনেছে ও শিক্ষা পেয়েছে, সে-ই আমার কাছে আসে। কেউ যে পিতাকে দেখেছে, তা নয়, যিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে আগত, কেবল তিনিই পিতাকে দেখেছেন। আমি তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি, যে কেউ বিশ্বাস করে, সে অনন্ত জীবন পেয়ে গেছে।

আমিই সেই জীবন-রুটি। তোমাদের পিতৃপুরুষেরা মরুপ্রান্তরে মান্না খেয়েছিলেন, তবুও তাঁরা মারা গেছেন। এটিই সেই রুটি যা স্বর্গ থেকে নেমে আসছে, যেন মানুষ তা খেতে পারে আর মরে না যায়। আমিই সেই জীবনময় রুটি, যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে: যদি কেউ এই রুটি খায়, তবে সে অনন্তকাল জীবিত থাকবে, আর আমি যে রুটি দান করব, তা আমার নিজের মাংস—জগতের জীবনের জন্য!'

❖ যোহন-রচিত সুসমাচারে দৈৎসের মঠাধ্যক্ষ রুপার্টের ব্যাখ্যা (৬ষ্ঠ পুস্তক ৫১-৫২)

আমি যে রুটি দান করব

তা আমার মাংস, জগতের জীবনের জন্য

আমিই সেই জীবনময় রুটি, যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে: যদি কেউ এই রুটি খায়, তবে সে অনন্তকাল জীবিত থাকবে (যোহন ৬:৫১); কারণ যারা আমার পিতার নিমন্ত্রিত হয়েছিল, তাদের আদিপুরুষ যে নিষিদ্ধ খাদ্য খেয়েছিলেন, তারা সেই খাদ্যের কারণে মৃত্যু দ্বারা বিনষ্ট হয়েছিল; তাদের আত্মা এখন পাতালে, ও তাদের মৃতদেহ সমাধিতেই রয়েছে, আর স্বর্গদূতদের খাদ্য যে আমি, এই আমিও বিনষ্ট হব। আর যে খাদ্য স্বর্গদূতেরা খান, তা নিয়ে আমি সেই পাতালে নেমে যাব যেখানে আত্মাগুলো ক্ষুধার্ত, কিন্তু যেমন যোনা সেই প্রকান্ড মাছের পেটে তিন দিন তিন রাত যাপন করলেন, তেমনি দেহে আমি তিন দিন তিন রাত ধরে সেই পৃথিবীর মাটিগর্ভে লুকিয়ে থাকব যেখানে তাদের মৃতদেহ সমাহিত। এভাবে আত্মাগুলো ঈশ্বরের দর্শনের উদ্দেশে পুনঃসৃষ্ট হবে, এবং বহু মৃতদেহ এখন, আর অন্যান্য গুলো ভাবী যুগেই পুনরুজ্জীবিত হবে।

পরিশেষে, দেহে যারা এখনও এ নিম্নলোকে রয়েছে, তাদের কাছে এ রুটি এমনভাবে দান করা হবে যা জীবিতদের জন্যই উপযোগী, অর্থাৎ কিনা রুটি ও আঙুররসের সেই সত্যকার যজ্ঞে দান করা হবে, যা মেল্কিসেদেকের রীতি অনুসারে।

আর আমি যে রুটি দান করব, তা আমার নিজের মাংস—জগতের জীবনের জন্য (যোহন ৬:৫১)। এ তো সবচেয়ে মহা সান্ত্বনা সেই দীনহীনদের জন্য, যাদের কাছে পবিত্র আত্মা আমার উপর নেমে আসার সময়ে শুভসংবাদ প্রচার করতে আমাকে প্রেরণ করেছিলেন; যাচনা করে আমি পিতার কাছ থেকে যাদের উত্তরাধিকার ও সম্পদ রূপে পাব, পৃথিবী জুড়ে বিস্তৃত সেই সকল জাতির জন্য এ হবে সর্বোত্তম ও অতুলনীয় আনন্দের কারণ। আর যাদের কাছে পিতা আমাকে প্রেরণ করেছেন, তাদের পিতৃপুরুষদের চেয়ে তারা কম খাদ্য পাবে না—তারা এ জীবন-রুটিই পাবে যা পিতা নিজেই দান করেছেন ও আপন মুদ্রাঙ্কনে যা চিহ্নিত করেছেন। বস্তুতপক্ষে নিজেকে দিয়ে তাদের পরিতৃপ্ত করতে আমি তাদের কাছে নেমে যাবার পর, আরও, পাতাল আমাকে কামড় দেওয়ায় আমি নিজেই পাতালের কামড় ও তার গর্ভে নিহিত সেই মৃত্যুর মৃত্যু হওয়ার পর, আরও, জীবন ফিরিয়ে দিতে আমি সেই সকল ক্ষুধার্ত ধার্মিক ও পুণ্যজনদের কাছে এসে উপস্থিত হবার পর আমি, যারা বাকি রয়েছে, তাদের সেই রুটি দান করব, যে রুটির মধ্যে আমার নিজের মাংস বাস্তবরূপে উপস্থিত, অর্থাৎ সেই দেহকে দান করব, যে দেহ সেই প্রকান্ড মাছের পেট থেকে বেরিয়ে এসে রোগমুক্ত ও অক্ষুণ্ন হয়ে পিতার ডান পাশে চিরকালের মত অবস্থান করবে। এ সংসারে জীবিত সকল মানুষ মানবোপযোগী ভাবে স্বর্গদূতদের খাদ্যই খেতে পারবে—আমি নিজেই তাদের এ খাদ্য দান করব, ও পিতা নিজেই এ খাদ্য তাদের সকলকে দান করে থাকবেন যারা এ পৃথিবীর আর নয়, তারা যেন তা খেয়ে পুনরুত্থান করতে পারে—এখন আত্মায়, শেষ দিনে দেহেও।

আর আমি যে রুটি দান করব, তা আমার নিজের মাংস—জগতের জীবনের জন্য (যোহন ৬:৫১)। আর পিতা সত্যিই স্বর্গদূতদের রুটি দান করলেন, সেই রুটি যেন দেহধারণ করে মৃতদের জীবন ফিরিয়ে দেবার জন্য মরতে পারে। এ স্বর্গীয় রুটি আমাদের পার্থিব এমন এক রুটি দান করে যা নিজের মাংসে মানুষকে রূপান্তরিত করে, যারা তা খায়, তারা যেন অনন্ত জীবন লাভ করতে পারে। এভাবে যিনি স্বর্গদূতদের রুটি, সেই বাণী যেমন মাংসে পরিণত না হয়ে বরং দেহধারণ করায়ই মাংস হলেন, তেমনি মাংস-হওয়া-বাণী এখন দৃশ্য রুটি হন—তিনি রুটিতে পরিণত হন এমন নয়,

তিনি বরং সেই রুটি ধারণ করে তা নিজের ব্যক্তিত্বের ঐক্যেই স্থানান্তর করেন। ফলত, ব্যক্তিত্বের ঐক্য ক্ষেত্রে আমরা যেমন কুমারী মারীয়া থেকে জাত আমাদেরই মাংসে তাঁকে প্রকৃত ঈশ্বর বলে স্বীকার করি, তেমনি পূর্ণ ও কাথলিক বিশ্বাসের সঙ্গে আমরা স্বীকার করি যে, বাণীর অদৃশ্য ঈশ্বরত্ব দ্বারা নিজের মাংসে গৃহীত ও রূপান্তরিত এ দৃশ্য রুটি প্রকৃতপক্ষেই খ্রিষ্টের দেহ। কেননা তিনি বললেন: আমি যে রুটি দান করব, তা আমার নিজের মাংস—জগতের জীবনের জন্য; অর্থাৎ সাপ যে প্রাচীন খাদ্য খেতে প্ররোচনা দিয়েছিল, সেই খাদ্যসূচিত আদিপাপ বাপ্তিস্মে ধৌত করে মুক্তিপ্রাপ্ত জগৎ যেন তা খেয়ে জীবন পায়।

গ বর্ষ - লুক ১২:৩২-৪৮

সেসময়ে যিশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, ‘হে ক্ষুদ্র মেষপাল, ভয় করো না, কারণ সেই রাজ্য তোমাদেরই দিতে তোমাদের পিতা প্রসন্ন হয়েছেন।

তোমাদের যা যা আছে, তা বিক্রি করে অভাবীদের দান কর। নিজেদের জন্য এমন থলি তৈরি কর, যা জীর্ণ হয় না; স্বর্গে অক্ষয় ধন জমিয়ে রাখ, যেখানে চোর কাছে আসে না, পোকাতেও ধরে ক্ষয় করে না; কেননা যেখানে তোমাদের ধন, সেইখানে তোমাদের হৃদয়ও থাকবে।

তোমরা কোমর বেঁধে ও প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রস্তুত থাক; এমন লোকদের মত হও, যারা নিজেদের প্রভুর অপেক্ষায় থাকে, তিনি বিবাহভোজ থেকে কবে ফিরে আসবেন, যেন তিনি এসে দরজায় আঘাত করলেই তারা সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জন্য দরজা খুলে দিতে পারে। সুখী সেই দাসেরা, প্রভু এসে যাদের জাগ্রত পাবেন। আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তিনি কোমর বেঁধে তাদের ভোজে আসন দেবেন, ও ঘুরে ঘুরে তাদের পরিবেশন করবেন। যদি রাতদুপুরে কিংবা ভোরের আগে এসে তিনি তাদের এভাবেই পান, তবে তারা সুখী। এবিষয়ে নিশ্চিত হও যে, চোর কোন্ সময় আসবে, গৃহকর্তা যদি তা জানত, তবে জেগে থাকত, নিজের ঘরে সিঁধ কাটতে দিত না। তোমরাও প্রস্তুত থাক, কেননা যে ক্ষণ তোমরা কল্পনা করবে না, সেই ক্ষণে মানবপুত্র আসবেন।’

পিতর বললেন, ‘প্রভু, আপনি কি আমাদের, না সকলকেই লক্ষ করে এই উপমা-কাহিনী শোনাচ্ছেন?’ প্রভু বললেন, ‘কে সেই বিশ্বস্ত ও বুদ্ধিমান গৃহাধ্যক্ষ, যাকে তার প্রভু নিজ পরিবার-পরিজনদের উপরে নিযুক্ত করবেন, উপযুক্ত সময়ে

সে যেন তাদের খোরাকের ব্যবস্থা করে? সুখী সেই দাস, যাকে তার প্রভু এসে তার নিজের কাজে ব্যস্ত পাবেন। আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তিনি তাকে নিজের সবকিছুর অধ্যক্ষ করে নিযুক্ত করবেন। কিন্তু সেই দাস যদি মনে মনে বলে, আমার প্রভুর আসতে আরও দেরি আছে, আর যদি দাসদাসীকে মারতে, খাওয়া-দাওয়া করতে ও মাতাল হতে শুরু করে, তবে যেদিন সে প্রত্যাশা করে না ও যে ক্ষণ সে কল্পনা করে না, সে-দিন সে-ক্ষণেই সেই দাসের প্রভু আসবেন, এবং টুকরো টুকরো করে তাকে অবিশ্বস্তদের ভাগ্যের সহভাগী করবেন।
আর সেই দাস, যে নিজের প্রভুর ইচ্ছা জেনেও অপ্রস্তুত হয় ও তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী কোন কাজ করেনি, সে যথেষ্ট পরিমাণেই মার খাবে; অপরদিকে যে দাস না জেনে মার খাবার যোগ্য কোন কাজ করেছে, সে কম পরিমাণে মার খাবে। যাকে বেশি দেওয়া হয়েছে, তার কাছ থেকে বেশি দাবি করা হবে; যাকে বেশি দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তার কাছ থেকে বেশি চেয়ে নেওয়া হবে।’

❖ ১১৮ নং সামসঙ্গীতে বিশপ সাধু আম্ব্রোজের ব্যাখ্যা (১৫:১১-১৩)

ঈশ্বরের বাণীই হোক আমাদের পথের আলো

বিশ্বাস হোক তোমার যাত্রার সঙ্গী, ঐশশাস্ত্র হোক তোমার পথ। ঈশ্বরের বাণী উত্তম পথদিশারী। তেমন প্রদীপের শিখায়ই তোমার আলো জ্বালাও, যাতে তোমার দেহের প্রদীপ তথা তোমার মনশ্চক্ষু আলোকিত হয়। তোমার বহু প্রদীপ আছে; সবগুলোকেই জ্বালাও, কারণ তোমাকে বলা হয়েছে: *কোমর বেঁধে ও প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রস্তুত থাক* (লুক ১২:৩৫)। অন্ধকার যেখানে বহু বিস্তারিত, সেখানে বহু প্রদীপের প্রয়োজন, এবং তেমন অন্ধকারেই তোমাদের সৎকর্মের আলো উজ্জ্বল হবার কথা। এগুলোই সেই প্রদীপ যেগুলো বিধান আদেশ করেছিল সন্ধি-তাঁবুতে অবিরতই জ্বলন্ত থাকবে। সেই সন্ধি-তাঁবু ছিল আমাদের দেহের প্রতীক, যে দেহে সেই খ্রিষ্ট এলেন, যিনি আমাদের আত্মা মৃত্যুজনক যত কর্ম ও যত কালিমা থেকে পরিশুদ্ধ করার জন্য *মহত্তর ও সিদ্ধতর তাঁবুটির মধ্য দিয়ে, নিজেরই রক্তের মধ্য দিয়ে, একবারই, চিরকালের মত, পবিত্রধামে প্রবেশ করেছেন* (হিব্রু ৯:১১, ১২)। এখন, আমাদের এই যে দেহ নিজ কাজকর্মের ফল দ্বারা আমাদের গোপন চিন্তা প্রকাশ করে, আমাদের সেই দেহে আমাদের সদ্‌গুণাবলির উজ্জ্বল আলো প্রদীপের মতই উদ্ভাসিত হওয়া চাই: এগুলোই তো সেই

জ্বলন্ত প্রদীপ যা ঈশ্বরের মন্দির দিন রাত উদ্ভাসিত করে। তুমি যদি তোমার দেহ ঈশ্বরের মন্দির রূপে রক্ষা কর, তোমার অঙ্গগুলো যদি খ্রিষ্টেরই অঙ্গ হয়, তবে তোমার সমস্ত সদ্‌গুণ উজ্জ্বল আলোতেই উজ্জ্বল, ও পাপ ছাড়া এমন কেউ নেই যে তা নিবাতে পারবে। তেমন শুদ্ধ হৃদয় ও সরল ভাবের আলোতেই আমাদের পর্বগুলো উদ্ভাসিত হোক!

তাই তোমার প্রদীপ নিত্যই উজ্জ্বল হোক। খ্রিষ্ট তাদেরও ভর্ৎসনা করেন, প্রদীপ থাকলেও যারা তা জ্বালিয়ে রাখে না; তাঁর বাণী: *কোমর বেঁধে ও প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রস্তুত থাক* (লুক ১২:৩৫)। এ আলো কেবল অল্প সময়ের মতই ভোগ করব এমনটি নয়। গির্জায় বাণী শুনে আনন্দ পেয়ে যে বেরিয়ে গিয়ে সবকিছু ভুলে যায় ও অসতর্ক থাকে, সে-ই এ আলো অল্প সময়ের মত ভোগ করে। তেমন ব্যক্তি নিজ ঘরে বিনা আলোয় চলে, সুতরাং খ্রিষ্টের নয়, শয়তানেরই পোশাকে সজ্জিত হয়ে সে অন্ধকারে থাকে ও অন্ধকারময় কাজ সাধন করে। তেমনটি ঘটে যখন বাণীর প্রদীপ নিভে থাকে। এসো, আমরা যেন প্রভুর বাণী কখনও অবহেলা না করি, কারণ আমাদের পক্ষে এ বাণীই সমস্ত সদ্‌গুণের উৎস ও শুভকর্মের অগ্রগতি স্বরূপ।

দেহের অঙ্গগুলি যখন বিনা আলোতে ভাল মত সক্রিয় হতে পারে না—বাস্তবিকই আমরা পায় হোঁচট খাই ও হাতে ভুল বস্তু স্পর্শ করি—তখন আত্মার পদক্ষেপ ও মনের চিন্তাধারা বাণীর আলোতে আর কতই না আলোকিত হওয়া চাই! থোমাস যেমন প্রভুর পুনরুত্থানের দাগ স্পর্শ করেছিলেন, তেমনি বাণীর আলোয় আত্মার হাত ভুল করে না। এ প্রদীপ প্রতিটি কথায় ও প্রতিটি কাজে জ্বলন্ত থাকুক। আন্তরিক কি বাহ্যিক আমাদের সমস্ত পদক্ষেপ তারই দিকে ধাবিত হোক।

২০শ রবিবার

ক বর্ষ - মথি ১৫:২১-২৮

সেসময় সেই জায়গা ছেড়ে যিশু তুরস ও সিদোন প্রদেশের দিকে চলে গেলেন। আর হঠাৎ ওই অঞ্চলের একজন কানানীয় স্ত্রীলোক এসে চিৎকার করতে লাগল, 'প্রভু, দাউদসন্তান, আমার প্রতি দয়া করুন, আমার মেয়েটি একটা অপদূত দ্বারা নিষ্ঠুরভাবে উৎপীড়িতা।' তিনি কিন্তু তাকে উত্তরে কিছুই বললেন না।
তখন তাঁর শিষ্যেরা কাছে এসে তাঁকে অনুরোধ করে বললেন, 'একে বিদায় দিন, কেননা এ আমাদের পিছু পিছু চিৎকার করছে।' তিনি উত্তরে বললেন, 'আমি কেবল ইস্রায়েলকুলের হারানো মেষগুলির কাছেই প্রেরিত হয়েছি।' কিন্তু স্ত্রীলোকটি এগিয়ে এসে তাঁর সামনে প্রণিপাত করে থাকল; বলল 'প্রভু, আমাকে সাহায্য করুন।' তিনি উত্তরে বললেন, 'সন্তানদের খাদ্য নিয়ে কুকুরশাবকদের কাছে ফেলে দেওয়া মানায় না।' তাতে সে প্রতিবাদ করে বলল, 'হ্যাঁ, প্রভু, তবু কুকুরশাবকেরাও নিজেদের মনিবের টেবিল থেকে যে খাবারের টুকরো পড়ে তা খায়।' তখন যিশু উত্তরে তাকে বললেন, 'নারী, তোমার এ বিশ্বাস সত্যি গভীর: তোমার যা ইচ্ছা, তা-ই হোক।' আর সেই মুহূর্ত থেকে তার মেয়েটি সুস্থ হল।

❖ বিশপ সাধু আথানাসিউস-লিখিত 'পর্বীয় ধর্মপত্র' (৭ম পত্র ৬-৮)

প্রভু সেই নারীকে
তার বিশ্বাসের যোগ্য পুরস্কার দিলেন

ধর্মময়তার জন্য ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই পরিতৃপ্ত হবে (মথি ৫:৬)। যারা পুণ্যজীবন যাপন করে ও খ্রিষ্টকে ভালবাসে, তাদের পক্ষে এ প্রয়োজন যে, তারা তেমন খাদ্যেরই বাসনা করবে ও প্রার্থনা করে একথা বলবে: *হরিণী যেমন জলস্রোতের আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল, তেমনি, হে পরমেশ্বর, তোমারই জন্য তৃষিত আমার প্রাণ* (সাম ৪২:২)।

আমার ভাইবোনেরা, এ পৃথিবীতে আমাদেরও ইন্দ্রিয় দমন করা ও ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তির সঙ্গে জীবনময় রুটির আকাঙ্ক্ষা করা দরকার; কেননা আমরা জানি,

বিশ্বাস ছাড়া এ রুটির অংশীদার হওয়া সম্ভব নয়। স্বয়ং ত্রাণকর্তা সকলকে নিজের কাছে আহ্বান করে বললেন: *কেউ যদি তৃষ্ণার্ত হয়, সে আমার কাছে এসে পান করুক* (যোহন ৭:৩৭), ও তখনই সেই বিশ্বাস বিষয়ে কথা বলতে লাগলেন, যে বিশ্বাস ছাড়া কেউই তেমন খাদ্যের কাছে যেতে পারে না: *যে আমার প্রতি বিশ্বাসী—শাস্ত্রে যেমন লেখা আছে—জীবনময় জলের নদনদী তার অন্তর থেকে প্রবাহিত হবে* (যোহন ৭:৩৮)। এজন্য তিনি বিশ্বাসী তাঁর সেই সকল শিষ্যকে নিজ বাণীর পুষ্টিতে পুষ্ট করতেন, ও নিজ ঈশ্বরত্বের উপস্থিতিতে তাঁদের জীবন দান করতেন।

কিন্তু যে কানানীয় নারী তখনও বিশ্বাসে আসেনি, তার কাছে তিনি উত্তর দিতেও সাহস করেননি—অথচ সেই নারীর পক্ষে তাঁর সাহায্য খুবই প্রয়োজন ছিল! ঘৃণার খাতিরেই প্রভু সেভাবে ব্যবহার করলেন এমন নয়, অন্যথা তিনি তুরস ও সিদোনের অঞ্চলে যেতেন না; তিনি বরং সেভাবে ব্যবহার করলেন কারণ সেই নারী তখনও বিশ্বাসী ছিল না ও বিদেশিনী হওয়ায় তার দাবি করার কোন অধিকার ছিল না।

ভাইবোনেরা, তিনি ন্যায়সঙ্গত ভাবেই ব্যবহার করলেন; কেননা বিশ্বাস গ্রহণ করার আগে প্রার্থনা করা বৃথা: প্রার্থনা বিশ্বাস দ্বারাই উদ্দীপিত হওয়া চাই। ঈশ্বরের কাছে যে যাচনা করে, তার পক্ষে বিশ্বাস করাই হল প্রথম শর্ত; তবেই প্রার্থনায় সে সাড়া পাবে। প্রেরিতদূত বলেন, *বিনা বিশ্বাসে তাঁর প্রীতির পাত্র হওয়া সম্ভব নয়* (হিব্রু ১১:৬)। সুতরাং সেই নারীর তখনও বিশ্বাস ছিল না ও বিদেশিনী ছিল বিধায় খ্রিষ্ট একটা প্রবাদবাক্যের মধ্য দিয়ে নিজ অভিমত প্রকাশ করলেন: *সন্তানদের খাদ্য নিয়ে কুকুরশাবকদের কাছে ফেলে দেওয়া মানায় না* (মথি ১৫:২৬)। কিন্তু তবুও তিনি যাকে এত তিক্ত কথা দ্বারা নমিত করেছিলেন, তাকে বিধর্মী অবস্থা থেকে মুক্ত করে বিশ্বাসে চালিত করলেন, ও তার সঙ্গে কুকুর আর নয়, মানুষ জ্ঞানেই ব্যবহার করে তিনি তাকে উদ্দেশ করে বললেন, *তোমার এ বিশ্বাস সত্যি গভীর* (মথি ১৫:২৮)। নারী বিশ্বাস করলেই তিনি তার বিশ্বাসের পুরস্কার দিয়ে এ কথাও বললেন, *তোমার যা ইচ্ছা, তা-ই হোক। আর সেই মুহূর্ত থেকে তার মেয়েটি সুস্থ হল* (মথি ১৫:২৮)।

খ বর্ষ - যোহন ৬:৫১-৫৮

কাফার্নাউমের সমাজগৃহে একদিন যিশু বললেন, ‘আমিই সেই জীবনময় রুটি, যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে: যদি কেউ এই রুটি খায়, তবে সে অনন্তকাল জীবিত থাকবে, আর আমি যে রুটি দান করব, তা আমার নিজের মাংস—জগতের জীবনের জন্য!’

এতে ইহুদীরা নিজেদের মধ্যে তর্ক করতে লাগল; তারা বলছিল, ‘লোকটা কী করে তার নিজের মাংসটা আমাদের খেতে দিতে পারে?’ যিশু তাদের বললেন, ‘আমি তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি, তোমরা যদি মানবপুত্রের মাংস না খাও ও তাঁর রক্ত পান না কর, তবে তোমাদের অন্তরে কোন জীবন নেই। যে কেউ আমার মাংস খায় ও আমার রক্ত পান করে, সে অনন্ত জীবন পেয়ে গেছে, আর আমি শেষ দিনে তাকে পুনরুত্থিত করব; কারণ আমার মাংস প্রকৃত খাদ্য ও আমার রক্ত প্রকৃত পানীয়। যে কেউ আমার মাংস খায় ও আমার রক্ত পান করে, সে আমাতে বসবাস করে আর আমি তার অন্তরে বসবাস করি। যেভাবে জীবনময় পিতা আমাকে প্রেরণ করেছেন, আর আমি পিতারই জন্য জীবিত, সেইভাবে যে আমাকে খায়, সে আমার জন্যই জীবিত থাকবে। এটিই সেই রুটি, যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে—পিতৃপুরুষেরা যা খেয়েছিলেন, এই রুটি সেই রুটির মত নয়, তাঁরা তো মারা গেছেন; যে কেউ এই রুটি খায়, সে অনন্তকাল জীবিত থাকবে।’

❖ যাত্রাপুস্তকে আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা (২য় পুস্তক ৩)

আমাদের প্রভু যিশু অনন্ত জীবনের জন্যই আমাদের খাদ্য দান করেন

যেভাবে জীবনময় পিতা আমাকে প্রেরণ করেছেন, আর আমি পিতারই জন্য জীবিত, সেইভাবে যে আমাকে খায়, সে আমার জন্যই জীবিত থাকবে। এটিই সেই রুটি, যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে—পিতৃপুরুষেরা যা খেয়েছিলেন, এই রুটি সেই রুটির মত নয়, তাঁরা তো মারা গেছেন; যে কেউ এই রুটি খায়, সে অনন্তকাল জীবিত থাকবে (যোহন ৬:৫৭-৫৮)।

আমি মনে করি, মান্না হল খ্রিষ্টের সেই শিক্ষা ও দানগুলির পরদা ও প্রতীক স্বরূপ, যেগুলি ঊর্ধ্ব থেকে আগত ও যেগুলিতে পার্থিব বলতে কিছু নেই, এমনকি যেগুলি

নিম্নলোকের এ এখানকার ভক্তিহীনতার প্রতি সম্পূর্ণরূপে বিরুদ্ধ, ও মানুষদের শুধু নয়, স্বর্গদূতদেরও খাদ্য স্বরূপ। কেননা নিজেকে প্রকাশ করায় পুত্র আমাদের কাছে পিতাকেই প্রকাশ করেছেন, ও তাঁর মধ্য দিয়ে আমরা সেই সম্পর্ক বিষয় অবগত হয়েছি, যে সম্পর্ক পরমপবিত্র ও সমসত্তাসম্পন্ন ত্রিত্বের বুকে বিদ্যমান। এভাবে আমরা সদ্‌গুণের সমস্ত পথ ধরেই চালিত।

এ সমস্ত তত্ত্ব বিষয়ে সঠিক ও সরল জ্ঞান হল আমাদের আত্মার খাদ্য; আর প্রকৃতপক্ষে তেমন শিক্ষা দিবালোকেই খ্রিষ্ট দ্বারা অধিক মাত্রায় আমাদের দান করা হল।

মান্নাও পিতৃপুরুষদের কাছে দিবালোকে ও দিনের জ্যোতিতে দেওয়া হয়েছিল; কেননা—যেমনটি লেখা আছে—বিশ্বাসী এ আমাদের উপরে ইতিমধ্যে দিনের উদয় হয়েছে, ও প্রভাতী তারা সকলের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েছে (২ পি ১:১৯ দ্রঃ)। ধর্মময়তার সূর্য সেই খ্রিষ্ট আমাদের কাছে আত্মিক মান্না দান করেন, ও পার্থিব মান্নার বেলায় যা প্রতীক ছিল, এ মান্নার বেলায় তা বাস্তব।

একথা খ্রিষ্ট নিজেই তখন সপ্রমাণ করলেন, যখন ইহুদীদের একথা বললেন, *তোমাদের পিতৃপুরুষেরা মরুপ্রান্তরে মান্না খেয়েছিলেন, তবুও তাঁরা মারা গেছেন* (যোহন ৬:৪৯)। তিনিই সেই রুটি যা স্বর্গ থেকে নেমে আসছে, যে কেউ তা খায় তার যেন মৃত্যু না হয়: *আমিই সেই জীবনময় রুটি, যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে: যদি কেউ এই রুটি খায়, তবে সে অনন্তকাল জীবিত থাকবে, আর আমি যে রুটি দান করব, তা আমার নিজের মাংস—জগতের জীবনের জন্য* (যোহন ৬:৫১)। ভালবাসার আজ্ঞাগুলি ও নিজ দানগুলি দ্বারাই খ্রিষ্ট অনন্ত জীবনের জন্য আমাদের খাদ্য দান করেন। অতএব, তিনিই প্রকৃত মান্না—যে মান্না ঐশ্বরিক ও জীবনদায়ী।

এই রুটি যে খাবে, সে ভাবী ক্ষয়ের অধীন হবে না, মৃত্যুকেও এড়াবে; কিন্তু যাঁরা পার্থিব মান্না খেয়েছিলেন, তাঁদের বেলায় তা হয়নি, কারণ সেই মান্না পরিত্রাণের রুটি নয়, বাস্তবতার এক দৃষ্টান্তমাত্র ছিল। স্বর্গ থেকে মান্না বর্ষণ করিয়ে ঈশ্বর এ আদেশ দিয়েছিলেন, প্রত্যেকজন নিজ ক্ষুধা মেটাতে যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু কুড়াবে; ইচ্ছা করলে সে নিজের তাঁবুর লোকদের জন্যও কুড়াতে পারবে: *তোমরা প্রত্যেকজন যে যতটা খেতে পার, সেই অনুসারে তা কুড়িয়ে নাও; তোমরা প্রত্যেকজন নিজ নিজ তাঁবুর*

লোকসংখ্যা অনুসারে তা কুড়িয়ে নাও। তোমরা কেউ যেন সকাল পর্যন্ত এর কিছুই না রাখ (যাত্রা ১৬:১৬, ১৯)।

সুসমাচারের ঐশ্বরিক শিক্ষায় পরিপূর্ণ হওয়া আমাদের একান্ত প্রয়োজন। এজন্য খ্রিষ্ট ছোট বড় সকলেরই মধ্যে নিজ অনুগ্রহ সমানভাবে বিতরণ করলেন, আর তিনি সকলকেই জীবনের উদ্দেশে পরিপুষ্ট করে থাকেন। সকলের সঙ্গে তিনি দুর্বলদেরও একত্র করতে চান, কেননা তাঁর ইচ্ছাই, এক একজন ভাইদের জন্য শ্রম করবে, যাতে স্বর্গীয় অনুগ্রহের সহভাগী হবার জন্য সকলে পরস্পরকে সাহায্য করে। এবিষয়ে তিনি প্রেরিতদূতদের আ বলেছিলেন: *তোমরা বিনামূল্যে পেয়েছ, বিনামূল্যেই দান কর* (মথি ১০:৮)। এজন্য যাঁরা নিজেদের জন্য যা যা বেশি পেয়েছিলেন, তাঁরা তৎপরতার সঙ্গে নিজেদের তাঁবুর লোকদের মধ্যে তথা মণ্ডলীরই লোকদের মধ্যে তা বিতরণ করে দিলেন; বাস্তবিকই শিষ্যেরা খ্রিষ্টের কাছ থেকে যে অনুগ্রহ পেয়েছিলেন, সকলকেই পূর্ণমাত্রায় সেই অনুগ্রহের সহভাগী করতে করতে উপদেশ দানে দুর্বলদের চেতনা-বাণী দিতেন ও উচ্চতর বিষয়ের দিকে তাদের প্রেরণা দিতেন।

গ বর্ষ - লুক ১২:৪৯-৫৭

সেসময়ে যিশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, 'আমি পৃথিবীতে আগুন আনবার জন্য এসেছি; আমার কতই না ইচ্ছে, তা যদি এর মধ্যে জ্বলতে থাকত! এমন বাপ্তিস্ম আছে, যে-বাপ্তিস্মে আমাকে বাপ্তিস্ম নিতে হবে, আর তা সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত আমার কী সঙ্কোচ!

তোমরা কি মনে করছ, আমি পৃথিবীতে শান্তি আনবার জন্যই এসেছি? আমি তোমাদের বলছি, তা নয়, বরং বিভেদ! কেননা এখন থেকে, পাঁচজনকে নিয়ে যে সংসার, তাতে বিভেদ দেখা দেবে: তিনজন দু'জনের বিরুদ্ধে ও দু'জন তিনজনের বিরুদ্ধে; পিতা ছেলের বিরুদ্ধে, ও ছেলে পিতার বিরুদ্ধে; মা মেয়ের বিরুদ্ধে, ও মেয়ে মায়ের বিরুদ্ধে; শাশুড়ী পুত্রবধূর বিরুদ্ধে, ও পুত্রবধূ শাশুড়ীর বিরুদ্ধে।'

তিনি ভিড়-করা লোকদের আরও বললেন, 'তোমরা যখন পশ্চিমে মেঘ উঠতে দেখ, তখন সঙ্গে সঙ্গে বলে থাক, বৃষ্টি আসছে, আর তা-ই ঘটে। যখন দক্ষিণা বাতাস বইতে দেখ, তখন বলে থাক, কড়া রোদ হবে, আর তা-ই ঘটে। ভণ্ড!

তোমরা ভূমি ও আকাশের চেহারা বুঝতে পার, তবে কেমন করেই বা এই যুগ বুঝতে পার না? আর কেনই বা নিজেরাই যা ন্যায্য তা বিচার কর না?’

❖ বিশপ সাধু পিতর দ্য ক্লুয়ার উপদেশাবলি (উপদেশ ২৫)

আমি পৃথিবীর বুকে আগুন জ্বালাতে এসেছি

যিনি পবিত্র আত্মাকে সীমাহীন মাত্রায় পেয়েছেন, সেই খ্রিষ্ট মানুষের কাছে দানগুলি মঞ্জুর করেছেন ও এখনও দিয়ে থাকেন: *আমরা সকলে তাঁর ঐশ্বর্য থেকে লাভবান হয়েছি* (যোহন ১:১৬); এবং *কিছুই এড়াতে পারে না কো তাঁর উত্তাপ* (সাম ১৯:৭)। *সিয়োনে তাঁর আগুন আছে, যেরুশালেমে তাঁর চুল্লি আছে* (ইশা ৩১:৯)। এ-ই সেই আগুন যা খ্রিষ্ট পৃথিবীর বুকে জ্বালাতে এসেছেন, ও যা অগ্নিময় জিহ্বার মত প্রেরিতদূতদের উপরে দেখা দিয়েছিল যাতে অগ্নিময় জিহ্বাই অগ্নিময় বিধান প্রচার করে। তেমন আগুন বিষয়ে যেরেমিয়া বলেছেন, *আমার হৃদয়ে যেন জ্বলন্ত একটা আগুন ছিল, যা আমার হাড়ের মধ্যেই রুদ্ধ* (যেরে ২০:৯)।

পবিত্র আত্মা খ্রিষ্টে সম্পূর্ণরূপে ও ইন্দ্রিয়গোচরভাবেই উপস্থিত; তাছাড়া তিনি সকলের উপর নিজ আত্মার একটি অংশ বর্ষণ করেন, তাতে *প্রত্যেককে দেওয়া আত্মার সেই বিশেষ অভিব্যক্তি সার্বিক উপকারিতার উদ্দেশ্যেই দেওয়া* (১ করি ১২:৭)। একথার পর তিনি বলে চলেন, অনুগ্রহদান, সেবাকর্ম ও ধর্মক্রিয়া নানা প্রকার, *আত্মা কিন্তু এক* (১ করি ১২:৮-৬ দ্রঃ)। অনুগ্রহদানের এ বিভিন্ন অভিব্যক্তির কারণে পবিত্র আত্মা একসময়ে আগুন, অন্য সময়ে তেল, অন্য সময়ে আঙুররস, অন্য সময়ে জল বলে অভিহিত। তিনি আগুন, কারণ মানুষের অন্তর প্রেমের আগুনে জ্বলন্ত করে তোলেন, ও একবার জ্বালানো হলে কখনও নিভে না, অর্থাৎ কিনা জ্বলন্ত প্রেমে জ্বলায় কখনও ক্ষান্ত হয় না: *আমি পৃথিবীতে আগুন আনবার জন্য এসেছি; আমার কতই না ইচ্ছে, তা যদি এর মধ্যে জ্বলতে থাকত* (লুক ১২:৪৯)।

নানা গুণের কারণে পবিত্র আত্মা তেল। কেননা নিজের প্রকৃতিগুণে তেল যেমন অন্যান্য পদার্থের উপরেই ভেসে ওঠে, তেমনি প্রার্থীদের কর্মফল ও আকাঙ্ক্ষা পূরণে যাঁর মঙ্গলময়তার বদান্যতা প্রত্যাশার অতীত, সেই পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ সমস্ত দান ও

মঙ্গলদানের চেয়ে অতিমূল্যবান। উপরন্তু, ব্যথা জুড়িয়ে দেয় বিধায় তেল যেমন ঔষধস্বরূপ, তেমনি সান্ত্বনাদানকারী হওয়ায় পবিত্র আত্মা সত্যিই তেল। তাছাড়া তেল মিশ্রিত হয়েও যেমন স্বভাবে কোন কিছুর সঙ্গে একীভূত হয় না, তেমনি পবিত্র আত্মা এমন পবিত্রতম জলের উৎস, যার সঙ্গে ভিন্ন স্বভাবের কোন কিছু মিলিত হতে পারে না।

তবে এখন আমরা উপলব্ধি করতে পারি, পবিত্র আত্মা কেনই বা একসময়ে আগুন, অন্য সময়ে তেল বলে অভিহিত। পবিত্র আত্মাকে দু'বার প্রেরিতদূতদের কাছে দেওয়া হয়েছে: যন্ত্রণাভোগের আগে ও পুনরুত্থানের পরে। লক্ষ কর, তাঁদের মধ্যে ভক্তির উৎস কতই না গভীর: প্রকৃতপক্ষে তেল উত্তপ্ত না হলে তা ঢালা বৃথা, একই প্রকারে তেল না দিলে প্রদীপে আগুন দেওয়াও বৃথা। তেমন আগুনে জ্বলন্ত হয়ে উঠে *প্রেরিতদূতেরা অপমান বরণের যোগ্য বিবেচিত হয়েছেন ব'লে আনন্দ করতে করতে মহাসভা থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন* (প্রেরিত ৫:৪১)। এবার প্রেরিতদূতদের প্রধানের বাণী শোন: *খ্রিষ্টের খাতিরে যদি তোমাদের লাঞ্ছনাও ভোগ করতে হয়, তবে তোমরা ধন্য* (১ পি ৩:১৪ দ্রঃ)। *খ্রিষ্টের খাতিরে তোমাদের এই অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছে, যেন তাঁর প্রতি কেবল বিশ্বাসই রাখ, তা নয়, কিন্তু তাঁর জন্য দুঃখযন্ত্রণাও ভোগ কর* (ফিলি ১:২৯)।

পবিত্র আত্মা হলেন *সেই আঙুররস যা আনন্দিত করে মানুষের অন্তর* (সাম ১০৪:১৫), ও পুরানো ভিস্তিতে যা ঢালা হয় না। পবিত্র আত্মা জল, যেমনটি প্রভু বলেন, *কেউ যদি তৃষ্ণার্ত হয়, সে আমার কাছে এসে পান করুক* (যোহন ৭:৩৭)। পবিত্র আত্মা মধুর চেয়েও মিষ্টি: সুতরাং এসো, বিনম্রতার সঙ্গে তাঁর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের বিবেক-শোধনের উদ্দেশ্যে আমাদের হৃদয়ে আশিসপূর্ণ শিশির, আত্মিক দানগুলির জলবিন্দুধারা ও অনুগ্রহের প্রাচুর্যময় বৃষ্টি সঞ্চার করেন। আমাদের হৃদয়ে তিনি সঞ্চার করুন সেই আনন্দ-তেল ও ঐশভক্তির আগুন, তথা সেই খ্রিষ্টকে, পিতা যাঁকে তৈলাভিষিক্ত করলেন ও যাঁর মধ্যে তৈলাভিষেকের ও আশীর্বাদের পূর্ণতা এজন্যই সঞ্চার করলেন, যাতে তেমন পূর্ণতার জলধারা থেকে আমরা অশেষ অনুগ্রহ তুলে আনতে পারি। তাঁরই সম্মান ও গৌরব হোক যুগে যুগান্তরে। আমেন।

২১শ রবিবার

ক বর্ষ - মথি ১৬:১৩-২৩

সেসময়, ফিলিপ-কায়েসারিয়া অঞ্চলে এসে যিশু নিজের শিষ্যদের কাছে এই প্রশ্ন রাখলেন, 'মানবপুত্র কে, এবিষয়ে লোকে কী বলে?' তাঁরা বললেন, 'কেউ কেউ বলে: বাপ্তিস্মদাতা যোহন; কেউ কেউ বলে: এলিয়; আবার কেউ কেউ বলে: যেরেমিয়া বা নবীদের কোন একজন।' তিনি তাঁদের বললেন, 'কিন্তু তোমরা, আমি কে, এবিষয়ে তোমরাই কী বল?' শিমোন পিতর এ বলে উত্তর দিলেন, 'আপনি সেই খ্রিষ্ট, জীবনময় ঈশ্বরের পুত্র।' প্রত্যুত্তরে যিশু তাঁকে বললেন, 'যোহনের ছেলে শিমোন, তুমি সুখী! কেননা রক্তমাংস নয়, আমার স্বর্গস্থ পিতাই তোমার কাছে একথা প্রকাশ করেছেন। তাই আমি তোমাকে বলছি: তুমি পিতর, আর এই শৈলের উপরে আমি আমার মণ্ডলী গেঁথে তুলব, আর পাতালের দ্বার তার উপরে জয়ী হবে না। স্বর্গরাজ্যের চাবিকাঠি আমি তোমাকে দেব: পৃথিবীতে তুমি যা বেঁধে দেবে, স্বর্গে তা বাঁধা হবে; পৃথিবীতে তুমি যা মুক্ত করবে, স্বর্গে তা মুক্ত হবে।' তখন তিনি শিষ্যদের আদেশ দিলেন, তিনি যে খ্রিষ্ট, একথা তাঁরা যেন কাউকেই না বলেন।

সেসময় থেকেই যিশু নিজের শিষ্যদের স্পষ্টই বলতে লাগলেন যে, তাঁকে যেরুশালেমে যেতে হবে, এবং প্রবীণদের, প্রধান যাজকদের ও শাস্ত্রীদের হাতে বহু যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে, তাঁকে নিহত হতে হবে, আর তৃতীয় দিনে পুনরুত্থিত হতে হবে। এতে পিতর তাঁকে একপাশে নিয়ে গিয়ে অনুযোগ করতে লাগলেন, বললেন, 'দূরের কথা, প্রভু! অমনটি আপনার কখনও ঘটবে না।' কিন্তু তিনি ফিরে দাঁড়িয়ে পিতরকে বললেন, 'আমার পিছনে চলে যাও, শয়তান! তুমি আমার পথের বাধা; কেননা যা ভাবছ, তা ঈশ্বরের নয়, মানুষেরই ভাবনা।'

মথি-রচিত সুসমাচারে বিশপ সাধু জন খ্রিসোস্তমের উপদেশাবলি (উপদেশ ৫৪:১-৬)

মণ্ডলীকে সারা বিশ্বে প্রসারিত করার জন্য খ্রিষ্ট পিতরকে চাবি দিলেন

আপনি সেই খ্রিষ্ট, জীবনময় ঈশ্বরের পুত্র। যোহনের ছেলে শিমোন, তুমি সুখী! কেননা রক্তমাংস নয়, আমার স্বর্গস্থ পিতাই তোমার কাছে একথা প্রকাশ করেছেন (মথি ১৬:১৭)। কেন পিতরকে সুখী বলে ঘোষণা করা হচ্ছে? কারণ তিনি খ্রিষ্টকে ঈশ্বরের প্রকৃত পুত্র বলে ঘোষণা করলেন। আমরা পিতার মধ্য দিয়ে ছাড়া পুত্রকে জানতে পারি না, পুত্রের মধ্য দিয়ে ছাড়া পিতাকেও জানতে পারি না: আর এভাবে উভয়ের সমগৌরব ও সমসত্তা প্রমাণিত। তারপর খ্রিষ্ট আর কী বলেন? *তুমি তো যোহনের পুত্র শিমোন; তুমি কেফাস নামে অভিহিত হবে। কেফাস কথাটার অর্থ শৈল* (যোহন ১:৪২ দ্রঃ)। তুমি আমার পিতাকে গৌরবান্বিত করেছ বিধায় আমিও তোমার জনকের নাম উল্লেখ করছি—তার মানে: তুমি যেমন যোহনের পুত্র, আমি তেমনি আমার পিতার পুত্র।

আসলে 'তুমি তো যোহনের পুত্র' কথাটি বলা দরকার ছিল না; কিন্তু যেহেতু পিতর বলেছিলেন 'আপনি ঈশ্বরের পুত্র,' সেজন্য যিশু সেই কথা বলেন যাতে প্রমাণ দিতে পারেন যে, পিতর যেমন যোহনের পুত্র, তিনি তেমনি ঈশ্বরের পুত্র, অর্থাৎ কিনা তিনি পিতার একই সত্তার অধিকারী।

তাই আমি তোমাকে বলছি: তুমি পিতর, আর এই শৈলের উপরে আমি আমার মণ্ডলী গেঁথে তুলব (মথি ১৬:১৮), অর্থাৎ তোমার বিশ্বাস-স্বীকৃতির উপরেই আমার মণ্ডলী গেঁথে তুলব। এভাবে তিনি একথা ঘোষণা করেন যে, একদিন অনেকেই বিশ্বাস করবে; তাছাড়া প্রেরিতদূতের মনোভাব উচ্চতর পর্যায় উন্নীত করে তিনি তাঁকে আপন মণ্ডলীর পালক-পদে নিযুক্ত করেন। *আর পাতালের দ্বার তার উপরে জয়ী হবে না* (মথি ১৬:১৮)। পাতালের দ্বার যখন মণ্ডলীর উপর বিজয়ী হবে না, তখন মহত্তর কারণে আমার উপরেও বিজয়ী হবে না। তাই যখন তুমি দেখবে, আমাকে শত্রুর হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে ও ক্রুশে দেওয়া হচ্ছে, তখন ভয়ে অভিভূত হয়ো না! এরপর তিনি তাঁর উপর বড় একটা সম্মান আরোপ করেন: *স্বর্গরাজ্যের চাবিকাঠি আমি তোমাকে দেব* (মথি ১৬:১৯)। 'তোমাকে দেব' এর অর্থ কী? পিতা যেমন তোমাকে এমনটি দিয়েছেন,

যেন তুমি আমাকে জানতে পার, তেমনি আমিও তোমাকে দেব। তিনি বলেননি, আমি পিতার কাছে প্রার্থনা করব—যদিও প্রার্থনা দ্বারাও তিনি নিজ অধিকারের মহাপ্রমাণ ও নিজ অমূল্য দান প্রকাশ করতে পারতেন!—তিনি কিন্তু বললেন, 'আমি তোমাকে দেব।' তিনি কী দেবেন? *স্বর্গরাজ্যের চাবিকাঠি: পৃথিবীতে তুমি যা বেঁধে দেবে, স্বর্গে তা বাঁধা হবে; পৃথিবীতে তুমি যা মুক্ত করবে, স্বর্গে তা মুক্ত হবে* (মথি ১৬:১৯)।

তুমি কি দেখতে পাচ্ছ, নিজেকে প্রকাশ করে ও প্রতিশ্রুতি দু'টো দ্বারা নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র বলে নিজেকে প্রমাণিত করে খ্রিষ্ট কেমন করে পিতরকে উচ্চতর ধারণা পোষণ করতে উন্নীত করেন? কেননা যিশু পিতরকে এমন কিছু দেবেন বলে প্রতিশ্রুত হন, যা প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরেরই অধিকার: পাপ ক্ষমা করা ও এত তরঙ্গ-চঞ্চল সংসারের মধ্যে মণ্ডলীকে সুদৃঢ় করে রাখা—তিনি সামান্য এক জেলেকে শৈলের চেয়ে এমন দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করলেন যে, সারা জগৎ বিরুদ্ধে দাঁড়ালেও তিনি টলবেন না।

পিতা নবী যেরেমিয়াকেও লৌহস্তম্ভ ও ব্রঞ্জপ্রাচীরের মত স্থাপন করবেন বলে কথা দিয়েছিলেন; তবু পার্থক্য রয়েছে: যেরেমিয়াকে কেবল এক জাতির সামনে, পিতরকে কিন্তু সারা জগতেরই সামনে স্থাপন করা হল।

যারা পুত্রের মর্যাদা কমাতে চায়, আমার ইচ্ছে হয় তাদের জিজ্ঞাসা করব, পিতরের কাছে পিতার দেওয়া দান বড়, না পুত্রের দেওয়া দান বড়? পিতা পিতরের কাছে পুত্রের কথা প্রকাশ করেন; পুত্র কিন্তু তাঁকে এমন দায়িত্ব দেন, তিনি যেন সারা জগৎ জুড়ে পিতার ও পুত্রেরও কথা প্রচার করেন; তাছাড়া তিনি মরণশীল এক মানুষকে স্বর্গের উপরেই সমস্ত অধিকার দেন—বাস্তবিকই তিনি তাঁকেই চাবি দেন যিনি মণ্ডলীকে সারা পৃথিবী জুড়ে প্রসারিত করেছেন ও তাকে আকাশের চেয়েও দৃঢ়তর করে তুলেছেন; কেননা স্বয়ং যিশু বলেছিলেন, *আকাশ ও পৃথিবী লোপ পাবে, কিন্তু আমার কোন বাণী লোপ পাবে না* (মথি ২৪:৩৫)।

খ বর্ষ - যোহন ৬:৬০-৬৯

সেসময় যিশুর শিষ্যদের মধ্যে অনেকে বললেন, 'এ কথা কঠিন! তা কে শুনতে পারে?' কিন্তু যিশু মনে মনে জানতেন, তাঁর শিষ্যেরা নিজেদের মধ্যে এবিষয়ে

গজগজ করছিলেন; তাঁদের বললেন, 'এ কি তোমাদের পতনের কারণ? তবে মানবপুত্র আগে যেখানে ছিলেন, তোমরা যখন তাঁকে সেখানে আরোহণ করতে দেখবে, তখন কীবা বলবে? আত্মাই জীবনদায়ী, মাংস কোন কাজের নয়। যে সমস্ত কথা আমি তোমাদের বলছি, সেই কথাই আত্মা, সেই কথাই জীবন। কিন্তু তোমাদের মধ্যে এমন কয়েকজন রয়েছে, যারা বিশ্বাস করে না।' কেননা যিশু প্রথম থেকেই জানতেন, কারা বিশ্বাসহীন এবং তাঁর প্রতি কে বিশ্বাসঘাতকতা করবে। তিনি আরও বললেন, 'এজন্যই আমি তোমাদের বলেছি, কেউই আমার কাছে আসতে পারে না, যদি পিতার কাছ থেকেই তাকে এমনটি দেওয়া না হয়।' এরপর থেকে তাঁর শিষ্যদের মধ্যে অনেকে পিছিয়ে পড়ে চলে গেলেন, তাঁর সঙ্গে আর যেতেন না। তখন যিশু সেই বারোজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরাও কি চলে যেতে চাও?' শিমোন পিতর তাঁকে উত্তর দিয়ে বললেন, 'প্রভু, আমরা আর কার্ কাছেই বা যাব? অনন্ত জীবনের কথা আপনার কাছেই রয়েছে। আর আমরা বিশ্বাস করেছি, জানতেও পেরেছি, আপনিই ঈশ্বরের সেই পবিত্রজন।'

❖ ক্যান্টারবেরির বিশপ বাল্ডুইন-লিখিত 'বেদির সাক্রামেন্ত' (২য় বিভাগ ৩)

প্রেরিতদূতদের বিশ্বাস

খ্রিষ্টের শিষ্যদের মধ্যে বিশ্বাসী ছিল, অবিশ্বাসীও ছিল; অবিশ্বাসীদের মধ্যে সেই যুদাই অন্যতম, ইহুদীদের হাতে তাঁকে যার ধরিয়ে দেবার কথা। খ্রিষ্ট সকলকেই জানতেন, কে কে বিশ্বাসী, কে কে অবিশ্বাসী, কে তাঁকে ধরিয়ে দেবে, কে কে একসময় তাঁর সঙ্গ ছেড়ে চলে যাবে। কিন্তু যারা একসময় তাঁকে ছাড়বে, তারা চলে যাওয়ার আগেই তিনি দেখালেন, বিশ্বাস সকলেরই নয়, কিন্তু তাদেরই, পিতা যাদের তাঁর কাছে আসতে দিয়েছেন। কেননা রক্তমাংস নয়, স্বর্গস্থ পিতাই বিশ্বাস-রহস্য প্রকাশ করতে সক্ষম। তিনি কাউকে বিশ্বাস করতে দেন, আবার কাউকে দেন না। কেনই বা তিনি দেন না, এর কারণ তিনিই জানেন, তা জানতে আমাদের দেওয়া হয় না; এবং তেমন বোধাতীত ও রহস্যময় ব্যাপারের সামনে আমরা মুগ্ধ হয়ে একথা না বলে পারি না, *আহা! কতই না গভীর ঈশ্বরের ঐশ্বর্য, প্রজ্ঞা ও জ্ঞান! কতই না দুর্জ্ঞেয় তাঁর বিচার সকল, সন্ধানের অতীত তাঁর কর্মপথ* (রো ১১:৩৩)।

অবিশ্বাসী শিষ্যদের অনেকে পিছনে চলে গেল—কিন্তু খ্রিষ্টের পিছনে নয়, শয়তানেরই পিছনে! তাই যাঁরা থেকে গেছিলেন, যিশু সেই বারোজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, *তোমরাও কি চলে যেতে চাও? শিমোন পিতর তাঁকে উত্তর দিয়ে বললেন, প্রভু, আমরা আর কার্ কাছেই বা যাব?* (যোহন ৬:৬৭-৬৮)। আপনার কাছ থেকে দূরে গেলে আমরা কোথায় বা জীবন, সত্য, জীবন-প্রণেতা ও তেমন সত্যগুরুর সন্ধান পাব? *অনন্ত জীবনের কথা আপনার কাছেই রয়েছে* (যোহন ৬:৬৮)। আমরা আপনার বাণী শ্রবণে নিবিষ্ট থাকলে ও বিশ্বাসের সঙ্গে তা বুকে গেঁথে রাখলে সেই বাণী অনন্ত জীবন দান করবে। আপনার দেহ ও রক্ত আমাদের নিবেদন করে আপনি নিজের বাণীতেই তো অনন্ত জীবনের প্রতিশ্রুতি দেন। আর আপনার বাণীর প্রতি বিশ্বাসী হয়ে *আমরা বিশ্বাস করেছি, জানতেও পেরেছি, আপনিই ঈশ্বরের সেই পবিত্রজন* (যোহন ৬:৬৯); অর্থাৎ, আপনি নিজেই অনন্ত জীবন, এবং আপনি যা, তা ছাড়া আপনি আপনার দেহ ও রক্তে অন্য কিছু দেন না। তবে তিনি বললেন, *আমরা বিশ্বাস করেছি, জানতেও পেরেছি, আপনিই ঈশ্বরের সেই পবিত্রজন;* অর্থাৎ আপনি ঈশ্বরের পুত্র, ফলে অনন্ত জীবনের বাণী আপনারই কাছে রয়েছে, আর আপনি যা কিছু বলেছেন, তা সত্য। অন্য কথায়, আপনি যে বলেছেন, আপনার মাংস খাওয়া দরকার, ও আপনার রক্ত পান করা দরকার, তা আমরা সত্য বলে বিশ্বাস ও স্বীকার করি, কেননা আপনি সেই খ্রিষ্ট, ঈশ্বরের পুত্র। তিনি বলেননি, 'আমরা জেনেছি ও বিশ্বাস করেছি', কিন্তু 'আমরা বিশ্বাস করেছি ও জেনেছি'; এতে আমরা অনুমান করি যে, তেমন জ্ঞান বিশ্বাসের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গেই বৃদ্ধি পায়—আর তেমন বিশ্বাস বিষয়ে লেখা আছে, *তোমরা বিশ্বাস না করলে সুস্থির হয়ে দাঁড়াতে পারবে না* (ইশা ৭:৯)।

বিশ্বাস নিজেই একপ্রকার জ্ঞান—তাদেরও পক্ষে, যারা সরলভাবে বিশ্বাস করে ও তার তত্ত্ব বুঝতে অক্ষম। কিন্তু তত্ত্বে ব্যক্ত জ্ঞান তাদেরই, যাদের ধীশক্তি বিশ্বাস-প্রমাণ-গবেষণাতে অধিক অভ্যস্ত, অর্থাৎ তাদেরই, *যারা তাদের উত্তর দিতে নিত্যই প্রস্তুত* (১ পি ৩:১৫), যারা আমাদের অন্তরঙ্গ বিশ্বাস ও প্রত্যাশার কারণ জিজ্ঞাসা করে।

গ বর্ষ - লুক ১৩:২২-৩০

যিশু শহরে শহরে ও গ্রামে গ্রামে ঘুরে উপদেশ দিতে দিতে যেরুশালেমের দিকে তাঁর সেই পথে এগিয়ে যাচ্ছিলেন।
একজন লোক তাঁকে বলল, 'প্রভু, যারা পরিত্রাণ পায়, তারা কি অল্পজন?' তিনি তাদের বললেন, 'তোমরা সরু দরজা দিয়েই প্রবেশ করতে আপ্রাণ চেষ্টা কর, কেননা আমি তোমাদের বলছি, অনেকে প্রবেশ করতে চেষ্টা করবে, কিন্তু অক্ষম হবে। গৃহস্বামী উঠে একবার দরজা বন্ধ করলে, তোমরা বাইরে দাঁড়িয়ে দরজায় ঘা দিতে শুরু করবে, বলবে, প্রভু, আমাদের জন্য দরজা খুলে দিন; কিন্তু তিনি উত্তরে তোমাদের বলবেন, আমি তোমাদের চিনি না; আমি জানি না, তোমরা কোথাকার লোক। তখন তোমরা একথা বলতে শুরু করবে, আমরা আপনার সঙ্গেই খাওয়া-দাওয়া করেছি, আপনিও আমাদের রাস্তা-ঘাটে উপদেশ দিয়েছেন। কিন্তু তিনি আবার বলবেন, আমি তোমাদের চিনি না; আমি জানি না, তোমরা কোথাকার লোক। হে অপকর্মা সকল, আমা থেকে দূর হও! আর তখন সেখানে হবে কান্না ও দাঁত ঘষাঘষি, যখন তোমরা দেখতে পাবে: আব্রাহাম, ইসহাক ও যাকোব এবং নবীরা সকলেই ঈশ্বরের রাজ্যে রয়েছেন, আর তোমাদের বাইরে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। এবং পুব ও পশ্চিম থেকে, উত্তর ও দক্ষিণ থেকে লোকেরা এসে ঈশ্বরের রাজ্যের ভোজে আসন পাবে। দেখ, যারা সবার শেষে রয়েছে, তাদের কেউ কেউ সবার আগে দাঁড়াবে; এবং যারা সবার আগে রয়েছে, তাদের কেউ কেউ সবার শেষে পড়বে।'

❖ বিশপ সাধু আনসেলমোর পত্রাবলি (পত্র ১১২)

ভালবাস, তবেই রাজ্য লাভ করবে:

ভালবাস, তবেই তা পাবে

প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, ঈশ্বর ঘোষণা করছেন, স্বর্গরাজ্য বিক্রির জন্য; এ রাজ্য এতই উৎকৃষ্ট যে, তার আনন্দ ও গৌরব *কোন চোখ দেখেনি, কোন কান শোনেনি, কোন মানুষের অন্তরে কখনও প্রবেশ করেনি* (১ করি ২:৯)। কিন্তু তুমি যেন রাজ্যটিকে কোন প্রকারে ভাবতে পার, জেনে রেখ, যে কেউ সেখানে রাজত্ব করতে যোগ্য হবে, সে স্বর্গে ও পৃথিবীতে যা ইচ্ছে পাবে; আর যা চাইবে না, স্বর্গে ও পৃথিবীতেও তা পাবে না। যারা সেই রাজ্যে থাকবে, তাদের ও ঈশ্বরের মধ্যে ভালবাসা ও পারস্পরিক সংযোগ এতই

গভীর হবে যে, সকলে পরস্পরকে নিজেদেরই মত ভালবাসবে; আবার সকলে নিজেদের চেয়ে ঈশ্বরকেই ভালবাসবে। ফলত, ঈশ্বর যা ইচ্ছা করেন, স্বর্গে তা ছাড়া কেউই অন্য কিছু ইচ্ছা করবে না; আর একজন যা ইচ্ছা করে, সকলেই তা ইচ্ছা করবে। এজন্য নিজের বিষয়ে, বা অন্যদের বা যে কোন বস্তু বিষয়ে, এমনকি ঈশ্বর বিষয়ে একজনের যে আকাঙ্ক্ষা, তার জন্য তা বাস্তবায়িত হবে। ফলে এক একজন প্রকৃত রাজার মতই হবে, কারণ তাদের যা ইচ্ছা, তা বাস্তব রূপ লাভ করবে; আর ঈশ্বরের সঙ্গে সকলে মিলে এক রাজা ও কেমন যেন এক মানুষ হবে, কারণ সকলের ইচ্ছা এক, আর সেই ইচ্ছা সাধিত হবে।

স্বর্গ থেকে ঈশ্বর ঘোষণা করছেন, এসব কিছু বিক্রির জন্য।

কেউ দাম জিজ্ঞাসা করলে তাকে উত্তর দেওয়া হবে, যিনি স্বর্গরাজ্য দিতে চান, পার্থিব অর্থ তাঁর প্রয়োজন নেই; তাছাড়া, নিজস্ব বলতে যার কিছু নেই, সে তা ঈশ্বরকে দিতে পারে না, কারণ যা কিছু আছে সবই ঈশ্বরের। অন্যদিকে ঈশ্বর তেমন মূল্যবান বস্তু একেবারে বিনামূল্যে দেন না, কারণ যার ভালবাসা নেই, তাকে তিনি তা দেন না; কেননা এমন কেউ নেই যে নিজের প্রিয়তম বস্তু তাকেই দেবে যে তাকে ভালবাসে না। সুতরাং, ঈশ্বরের পক্ষে তোমার নিজস্ব কোন কিছুর প্রয়োজন নেই, তেমন মহাবস্তুও তিনি তাকেই দিতে বাধ্য নন, সেই বস্তুকে ভালবাসায় যে অবহেলা করে। তিনি ভালবাসা ছাড়া অন্য কিছু প্রত্যাশা করেন না, ভালবাসা না থাকলে তিনি কিছু দিতে বাধ্য নন। তাই তুমি তাঁকে ভালবাসা দান কর, তবেই রাজ্য লাভ করবে: ভালবাস, তবেই তা পাবে।

শেষ কথা, যেহেতু স্বর্গে রাজত্ব করাই হল ভালবাসার মধ্য দিয়ে এক ইচ্ছায় একীভূত হয়ে সকলে মিলে একই কর্তৃত্বের অনুশীলনে ঈশ্বরের সঙ্গে ও সকল সাধুসাধ্বী, স্বর্গদূত ও মানুষের সঙ্গে এক হওয়া, সেহেতু নিজের চেয়ে ঈশ্বরকেই বেশি ভালবাস, তবেই তুমি স্বর্গে যা কিছু সম্পূর্ণরূপে পেতে চাও, এ পৃথিবীতেও তা পেতে শুরু করবে। ঈশ্বর ও মানুষদের সঙ্গে এক-ইচ্ছা হও—তবু সেই মানুষদেরই সঙ্গে, যারা ঈশ্বরের প্রতি বিবাদী নয়—তবেই ঈশ্বরের সঙ্গে ও সকল ধার্মিকের সঙ্গে রাজত্ব করতে শুরু করবে। তুমি এখন ঈশ্বরের ও মানুষের ইচ্ছার সঙ্গে যতখানি একচিত্ত হও, আপন পুণ্যজনদের সঙ্গে ঈশ্বর তোমার ইচ্ছা ততখানি মেনে নেবেন। তাই তুমি যদি স্বর্গে রাজা হতে চাও,

তাহলে উপযুক্ত ভাবে ঈশ্বরকে ও মানুষকে ভালবাস, তবেই যা হতে চাও তা হতে যোগ্য হবে।

কিন্তু তুমি হৃদয় থেকে অন্য ভালবাসা বাতিল না করলে এ সিদ্ধ ভালবাসা লাভ করতে পারবে না। এজন্য যাদের হৃদয় ঈশ্বরপ্রেমে ও ভ্রাতৃপ্রেমে পূর্ণ, তারা তাই মাত্র ইচ্ছা করে, ঈশ্বর যা ইচ্ছা করেন—অন্য যত কিছুও ইচ্ছা করে, যা ঈশ্বর-বিরুদ্ধ নয়। এজন্যই তারা প্রার্থনায় রত থাকে ও স্বর্গীয় বিষয়ে পুণ্যসংলাপ ও ধ্যানে নিষ্ঠাবান থাকে, কারণ ঈশ্বরের আকাঙ্ক্ষা করা, তাঁর কথা বলা, তাঁর কথা শোনা, সেই প্রীতির পাত্র বিষয়ে ধ্যানরত থাকা তাদের পক্ষে মধুর লাগে; আর এর ফলে যারা আনন্দ করে, তাদের সঙ্গে তারাও আনন্দ করে, যারা কাঁদে, তাদের সঙ্গে তারাও কাঁদে, দুর্দশাগ্রস্তদের প্রতি করুণা দেখায়, ও গরিবদের সাহায্য দান করে: এভাবেই তারা প্রতিবেশীকে নিজেদেরই মত ভালবাসে। তারা ধন-ঐশ্বর্য কি প্রধান আসন কি পার্থিব অভিলাষ সবই অবজ্ঞা করে; প্রশংসা ও সম্মানের পাত্রও হতে ভালবাসে না, কারণ এসব কিছু যে ভালবাসে, সে প্রায়ই ঈশ্বরের বিরুদ্ধে ও প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে পাপ করে।

এই আজ্ঞা দু'টোর উপরেই সমস্ত বিধান ও নবী-পুস্তক ভর করে আছে (মথি ২২:৪০)। অতএব, যার মূল্যে স্বর্গরাজ্য কেনা যায়, সেই সিদ্ধ ভালবাসা যে পেতে চায়, ধার্মিকদের মত সেও দুর্নাম, দরিদ্রতা, পরিশ্রম ও বাধ্যতা ভালবাসবে।

২২শ রবিবার

ক বর্ষ - মথি ১৬:২১-২৭

সেসময় যিশু নিজের শিষ্যদের স্পষ্টই বলতে লাগলেন যে, তাঁকে যেরুশালেমে যেতে হবে, এবং প্রবীণদের, প্রধান যাজকদের ও শাস্ত্রীদের হাতে বহু যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে, তাঁকে নিহত হতে হবে, আর তৃতীয় দিনে পুনরুত্থিত হতে হবে। এতে পিতর তাঁকে একপাশে নিয়ে গিয়ে অনুযোগ করতে লাগলেন, বললেন, 'দূরের কথা, প্রভু! অমনটি আপনার কখনও ঘটবে না।' কিন্তু তিনি ফিরে দাঁড়িয়ে পিতরকে বললেন, 'আমার পিছনে চলে যাও, শয়তান! তুমি আমার পথের বাধা; কেননা যা ভাবছ, তা ঈশ্বরের নয়, মানুষেরই ভাবনা।'
তখন যিশু নিজের শিষ্যদের বললেন, 'কেউ যদি আমার পিছনে আসতে ইচ্ছা করে, সে নিজেকে অস্বীকার করুক, ও নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার অনুসরণ করুক। কেননা যে কেউ নিজের প্রাণ বাঁচাতে চায়, সে তা হারাবে, আর যে কেউ আমার জন্য নিজের প্রাণ হারায়, সে তা খুঁজে পাবে। বস্তুত মানুষ যদি সমগ্র জগৎ জয় ক'রে নিজের প্রাণ হারায়, তাতে তার কী লাভ হবে? কিংবা, মানুষ নিজের প্রাণের বিনিময়ে কী দিতে পারবে? কেননা মানবপুত্র নিজের দূতদের সঙ্গে নিজ পিতার গৌরবে আসবেন, আর তখন প্রত্যেককে তার নিজ নিজ কাজ অনুযায়ী প্রতিফল দেবেন।'

❖ আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিল-লিখিত 'আত্মা ও সত্যের শরণে উপাসনা' (৫ম পুস্তক)

মণ্ডলী খ্রিষ্টকে সর্বত্রই অনুসরণ করে

কেউ যদি আমার পিছনে আসতে ইচ্ছা করে, সে নিজেকে অস্বীকার করুক, ও নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার অনুসরণ করুক (মথি ১৬:২৪)। অর্থাৎ, কেউ যদি আমার শিষ্য হতে চায়, তাহলে এ প্রয়োজন যে, আমি দুঃখকষ্টপূর্ণ যে পথে চলেছি, সেও সেই একই পথে সাহসের সঙ্গে চলবে, এবং সেই পথে চলে সেই পথ ভালবাসবে: তবেই সে আমার সঙ্গে বিশ্রাম পাবে ও আমার সঙ্গে বাস করবে। কেননা আমাদেরই

জন্য খ্রিষ্ট পিতা ঈশ্বরের কাছে এ প্রার্থনা নিবেদন করেছিলেন, *আমি ইচ্ছা করি, যাদের তুমি আমাকে দিয়েছ, যেখানে আমি আছি তারাও যেন সেখানে আমার সঙ্গে থাকে* (যোহন ১৭:২৪)।

আমরা তখনও খ্রিষ্টের সঙ্গে থাকি, যখন পৃথিবীতে বাস করেও মাংস অনুসারে নয়, আত্মা অনুসারে চলি এবং তিনি যাতে প্রীত, তাতেই আরাম পেতে সচেষ্ট থাকি। এবিষয়ে আমরা গণনাপুস্তকে একটা দৃষ্টান্ত পাই: প্রান্তরে সেই মঞ্জুষা নির্মিত হলেই একটি মেঘে তা পরিপূর্ণ হল, আর ঈশ্বর ইস্রায়েল সন্তানদের এ আদেশ দিলেন, তারা যেন যাত্রা শুরু করার নির্দিষ্ট কাল পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবেই পালন ক'রে সেই মেঘের সঙ্গে চলে, আবার সেই মেঘের সঙ্গে থামে। আর অলসতা-প্রবণ এমন কেউ থাকলে, তিনি তাদের বুঝিয়ে দিলেন, এ নিয়ম লঙ্ঘন করা কতই না বিপজ্জনক।

এবার এসো, বর্ণনাটির আধ্যাত্মিক অর্থ উপলব্ধি করতে চেষ্টা করি। প্রকৃত মঞ্জুষা তথা মণ্ডলী পৃথিবীতে নির্মিত ও আবির্ভূত হলেই খ্রিষ্টের গৌরবে পরিপূর্ণ হল: আমার মতে, প্রাচীন মঞ্জুষা মেঘ দ্বারা যে আবৃত হয়েছিল ঠিক তাই বোঝায়।

খ্রিষ্ট আপন গৌরবে মণ্ডলীকে পরিপূর্ণ করলেন; আর যারা অজ্ঞতা ও ভুলভ্রান্তির তামসী রাত্রিতে নিমজ্জিত, তাদের জন্য তিনি আত্মিক আলো বিকিরণ ক'রে আগুনের মত জ্বলে ওঠেন। কিন্তু যারা ইতিমধ্যে আলোকিত ও যাদের হৃদয়ে এ আলোর প্রভা উজ্জ্বল, তিনি তাদের ছায়া ও রক্ষা দান করেন ও আত্মিক শিশির দানে, অর্থাৎ আত্মার দেওয়া পরম সান্ত্বনা দানে তাদের পরিতৃপ্ত করেন; এজন্যই তিনি রাতে আগুনের মত ও দিনের বেলায় মেঘের মত প্রতীয়মান ছিলেন। কেননা যারা সাধনার প্রথম পর্যায়ে রয়েছে, তাদের পক্ষে অবিরত আলো-দান দরকার, যা দিয়ে তারা ঈশ্বরজ্ঞানে চালিত হতে পারে; কিন্তু যারা সাধনার পথে এগিয়ে আছে ও বিশ্বাস দ্বারা আলোকিত, তাদের পক্ষে রক্ষা ও সহায়তা দরকার, তারা যেন এজীবনের দুশ্চিন্তা ও দিনের ভার দৃঢ়তার সঙ্গে বহন করতে পারে, কেননা *যারা খ্রিষ্টযিশুতে ধর্মসম্মত জীবন যাপন করতে ইচ্ছুক, তাদের সকলকে নির্যাতন ভোগ করতেই হবে* (২ তি ৩:২২)।

সেই মেঘ উঠতেই মঞ্জুষাও এগতে লাগত, আর সেইসঙ্গে ইস্রায়েল সন্তানেরাও এগতে লাগত। বস্তুতপক্ষে মণ্ডলী খ্রিষ্টকে সর্বত্রই অনুসরণ করে, আর সেই অসংখ্য

পুণ্য বিশ্বাসী-সমাজ তাঁরই কাছ থেকে কখনও বিচ্ছিন্ন হয় না, যিনি পরিত্রাণে তাদের চালিত করেন।

খ বর্ষ - মার্ক ৭:১-৮, ১৪-১৫, ২১-২৩

একদিন ফরিশীরা ও কয়েকজন শাস্ত্রী যেরুশালেম থেকে এসে যিশুর কাছে সমবেত হলেন। তাঁরা লক্ষ করলেন, তাঁর কয়েকজন শিষ্য অশুচি হাতে অর্থাৎ হাত না ধুয়ে খাবার খাচ্ছেন—ফরিশী ও ইহুদীরা সকলে প্রাচীনদের পরম্পরাগত বিধিনিয়ম পালন করায় ভাল করে হাত না ধুয়ে খেতে বসে না; আর বাজার থেকে এলে তারা নিজের গায়ে জল না ছিটিয়ে খেতে বসে না; এবং আরও অনেক পালনীয় নিয়ম পালন করে থাকে, যথা, ঘটিবাটি ও পেতলের বাসনপত্র ধুয়ে নেবার রীতি—তবে সেই ফরিশীরা ও শাস্ত্রীরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন আপনার শিষ্যেরা প্রাচীনদের পরম্পরাগত বিধিনিয়ম অনুসারে চলে না, কিন্তু অশুচি হাতে খেতে বসে?' আর তিনি তাঁদের বললেন, 'ভণ্ড এই আপনাদের বিষয়ে নবী ইশাইয়া সঠিক বাণীই দিয়েছিলেন, যেমনটি লেখা আছে: এই জাতির মানুষেরা ওষ্ঠেই আমার সম্মান করে, কিন্তু এদের হৃদয় আমা থেকে দূরে রয়েছে; এরা বৃথাই আমাকে উপাসনা করে, যে শিক্ষা দিয়ে থাকে তা মানুষের আদেশ মাত্র। আপনারা ঈশ্বরের আজ্ঞা সরিয়ে দিয়ে মানুষের পরম্পরাগত বিধিনিয়ম ধরে রয়েছেন।'

লোকদের আবার কাছে ডেকে তিনি বললেন, 'তোমরা সকলে আমার কথা শোন ও বুঝে নাও: মানুষের বাইরে এমন কিছুই নেই যা তার ভিতরে গিয়ে তাকে কলুষিত করতে পারে; কিন্তু যা কিছু মানুষ থেকে বের হয়, সেই সবই মানুষকে কলুষিত করে।'

আর যখন তিনি লোকদের ছেড়ে বাড়ি গেলেন, তখন তাঁর শিষ্যেরা তাঁর কাছে সেই রহস্যময় বাণীর অর্থ জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি তাঁদের বললেন, 'তোমাদেরও কি এখনও বোধ হয়নি? এ কি বোঝ না যে, যা কিছু বাইরে থেকে মানুষের মধ্যে প্রবেশ করে, তা তাকে কলুষিত করতে পারে না? তা তো তার হৃদয়েই প্রবেশ করে না, কিন্তু পেটে প্রবেশ করে ও নর্দমায় বেরিয়ে যায়।' এভাবে তিনি সমস্ত খাদ্য-দ্রব্যকে শুচি বলে ঘোষণা করলেন। তিনি আরও বললেন, 'মানুষ থেকে যা কিছু বেরিয়ে আসে, তা-ই মানুষকে কলুষিত করে। কেননা ভিতর থেকে, মানুষের হৃদয় থেকেই যত দুরভিসন্ধি বেরিয়ে আসে:

বেশ্যাগমন, চুরি, নরহত্যা, ব্যভিচার, লোভ, দুষ্টতা, প্রতারণা, যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা, ঈর্ষা, পরনিন্দা, অহঙ্কার ও মতিভ্রম; এসব দুষ্টতাই ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে ও মানুষকে কলুষিত করে।’

❖ বিশপ সাধু ইরেনেউস-লিখিত ‘ভ্রান্তমতের বিরুদ্ধে’ (৪র্থ পুস্তক ১২:১-৩)

ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসাই

বিধান ও সুসমাচারের প্রথম ও সর্বপ্রধান আজ্ঞা

গুরুজনদের নিজেদের পরম্পরাগত বিধি, যা ফরিশীরা কেমন যেন বিধান থেকেই আগত বলে পালন করার ভান করছিল, মোশির দেওয়া বিধান-বিরুদ্ধ ছিল। এজন্য ইশাইয়া, *তোমার উৎকৃষ্ট আঙুররস জলে মেশানো* (ইশা ১:২২) একথা বলে দেখিয়েছিলেন যে গুরুজনেরা ঈশ্বরের কড়া নির্দেশের সঙ্গে জল-মেশানো অর্থাৎ বিকৃত ও বিধান-বিরুদ্ধ বিধি মিশিয়ে দিয়েছিল, যেমনটি প্রভু সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে বললেন, *তোমাদের পরম্পরাগত বিধি পালনের জন্য তোমরা কতই না সুন্দর ভাবে ঈশ্বরের আজ্ঞা এড়াতে পার* (মার্ক ৭:৮, ৯)। আর তারা কেবল আঙুররসের সঙ্গে জল মিশিয়ে অর্থাৎ কেবল বিধান লঙ্ঘন করায়ই যে ঈশ্বরের বিধান ব্যর্থ করল এমন নয়; ঈশ্বরের বিধান-বিরুদ্ধ নিজেদের একটা বিধান জারি করায়ও তারা ঈশ্বরের বিধান ব্যর্থ করল—এমন বিধান যা আজও ফরিসীয় বিধান বলে পরিচিত। তেমন বিধান থেকে তারা কিছু বের করে, আবার তার মধ্যে কিছু দেয়, আবার নিজেদের ইচ্ছামত ব্যাখ্যা দেয়: আর তাদের পণ্ডিতেরা এক একজন নিজের মত অনুসারে এসব কিছু ব্যবহার করে।

এ সমস্ত পরম্পরাগত বিধি সমর্থন করার চেষ্টায়, ঈশ্বরের যে বিধান খ্রিষ্টের আগমনের জন্য তাদের প্রস্তুত করতে পারত, তারা তার প্রতি বাধ্যতা দেখাতে চাইল না; আর শুধু তা নয়, প্রভু বিশ্রামবারে মানুষকে নিরাময় করলে তারা তাঁকে ভর্ৎসনাও করত, অথচ বিধান বিশ্রামবারে মানুষকে নিরাময় করতে নিষেধ করতই না, এমনকি বিধানে বিশেষ একটা অনুবিধি ছিল যাতে বিশ্রামবারে মানুষকে পরিচ্ছেদিত করা যায়। অথচ বিধানের প্রধান নির্দেশ, তথা ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসার নির্দেশ তুচ্ছ করায় তারা যে সেই পরম্পরাগত বিধি ও সেই ফরিসীয় বিধানের খাতিরে ঈশ্বরের আদেশ অমান্য

করছিল, এর জন্য তারা নিজেদের ভর্ৎসনা করত না। কেননা ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসাই প্রথম ও সর্বপ্রধান আজ্ঞা; আর দ্বিতীয় প্রধান আদেশ হল প্রতিবেশীকে ভালবাসা। প্রভু শিক্ষা দিলেন যে, সমস্ত বিধান ও নবী-পুস্তকের শিক্ষা এ আজ্ঞা দু'টোতেই অন্তর্ভুক্ত (মথি ২৩:৩৭)। তিনি নিজেও এর চেয়ে বড় কোন আজ্ঞা দিতে আসেননি, তিনি আজ্ঞাটি কেবল নবীকৃতই করে আপন শিষ্যদের বললেন, তারা যেন ঈশ্বরকে সমস্ত শক্তি দিয়ে ভালবাসে ও প্রতিবেশীকে নিজেরই মত ভালবাসে। ধন্য পলও বলেন যে, *ভালবাসাই বিধানের পূর্ণতা* (রো ১৩:১০), এবং সবকিছু লোপ পেলে *তিনটে জিনিস থেকে যায়—বিশ্বাস, আশা ও ভালবাসা; এগুলির মধ্যে ভালবাসাই শ্রেষ্ঠ* (১ করি ১৩:১৩)। ভালবাসা না থাকলে জ্ঞান কি রহস্য-উপলব্ধি কি বিশ্বাস কি ভাববাণী দেওয়ার ক্ষমতাও ঈশ্বরের দৃষ্টিতে মূল্যহীন: ভালবাসা বিনা সবকিছু শূন্য ও অসার। অপরদিকে ভালবাসা অর্জন করে মানুষ সিদ্ধপুরুষ হয়, আর ঈশ্বরকে যে ভালবাসে, সে এ যুগেও সিদ্ধতা-প্রাপ্ত, ভাবী যুগেও সিদ্ধতা-প্রাপ্ত; কেননা ঈশ্বরকে ভালবাসলে আমাদের বিনাশ হয় না, বরং তাঁকে যতখানি উপলব্ধি করব, ততখানি তাঁকে ভালবাসব।

যখন বিধানে ও সুসমাচারে প্রথম ও প্রধান আজ্ঞা হল ঈশ্বরকে সমস্ত শক্তি দিয়ে ভালবাসা, এবং প্রথম আজ্ঞার মত দ্বিতীয় আজ্ঞা হল প্রতিবেশীকে নিজেরই মত ভালবাসা, তখন একথা স্পষ্ট দাঁড়ায় যে, বিধান ও সুসমাচারের প্রণেতা এক; কেননা উভয় সন্ধিতে সংক্ষেপিত জীবন-আজ্ঞা দু'টো সমান হওয়ায় একই ঈশ্বরকে প্রকাশ করে। তিনি এক একটা সন্ধির জন্য তার উপযোগী নানা আজ্ঞা জারি করলেন; কিন্তু যে আজ্ঞাগুলি বাদ দিলে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব নয়, সেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও উৎকৃষ্ট আজ্ঞাগুলি তিনি উভয় সন্ধিতেই উপস্থিত করলেন।

গ বর্ষ - লুক ১৪:১, ৭-১৪

যিশু এক সাব্বাৎ দিনে প্রধান ফরিশীদের একজন অধ্যক্ষের বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছিলেন, এবং লোকে তাঁকে লক্ষ করছিল।

আর নিমন্ত্রিত লোকেরা কীভাবে প্রধান প্রধান আসন বেছে নিচ্ছেন, তা লক্ষ করে তিনি তাঁদের একটা উপমা-কাহিনী শোনালেন; তাঁদের বললেন, 'যখন কেউ

আপনাকে বিবাহভোজে নিমন্ত্রণ করেন, তখন প্রধান স্থানে গিয়ে বসবেন না; হয় তো আপনার চেয়ে সম্মানিত কোন লোক নিমন্ত্রিত হয়েছেন, তবে যিনি আপনাকে ও তাঁকে নিমন্ত্রণ করেছেন, তিনি এসে আপনাকে বলবেন, এঁকে স্থান দিন; আর তখন আপনি লজ্জার সঙ্গে শেষ স্থান নিতে বাধ্য হবেন। বরং আপনি নিমন্ত্রিত হলে শেষ স্থানে গিয়ে বসবেন; তাহলে যিনি আপনাকে নিমন্ত্রণ করেছেন, তিনি যখন এসে আপনাকে বলবেন, বন্ধু, এগিয়ে আসুন, ভাল আসনে বসুন, তখন সকল নিমন্ত্রিতদের সামনে আপনার গৌরব হবে। কেননা যে কেউ নিজেকে উচ্চ করে, তাকে নত করা হবে; আর যে কেউ নিজেকে নত করে, তাকে উচ্চ করা হবে।'

পরে, যিনি তাঁকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন, তাঁকে তিনি বললেন, 'আপনি যখন দুপুরে বা রাতে ভোজের আয়োজন করেন, তখন আপনার বন্ধুদের বা আপনার ভাইদের বা আপনার আত্মীয়স্বজনদের কিংবা ধনী প্রতিবেশীদের নিমন্ত্রণ করবেন না; হয় তো তাঁরাও আপনাকে পাল্টা নিমন্ত্রণ করবেন, এতে আপনি আপনার প্রতিদান পাবেন। বরং আপনি যখন ভোজের আয়োজন করেন, তখন গরিব, পঙ্গু, খোঁড়া ও অন্ধদেরই নিমন্ত্রণ করুন; এতে আপনি সুখী হবেন, কেননা আপনাকে প্রতিদানে দেওয়ার মত তাদের কিছু নেই, তাই ধার্মিকদের পুনরুত্থানের সময়ে আপনি প্রতিদান পাবেন।'

❖ রিভোর মঠাধ্যক্ষ সাধু এলরেডের উপদেশাবলিপ্রভুর আগমন-সংবাদ (উপদেশ)

প্রকৃত বিনম্রতা

সত্যিই, ভ্রাতৃগণ, আমাদের অন্তরে প্রকৃত বিনম্রতা থাকতে পারে না, তা যদি না স্বাস্থ্যকর ভয় দ্বারা পরিপুষ্ট হয়; বাধ্যতাও নয়, তা যদি না ভক্তির আত্মা দ্বারা মধুর করা হয়; ন্যায্যতাও নয়, তা যদি না পবিত্র আত্মার জ্ঞান দ্বারা সুস্থির করা হয়; ধৈর্যও নয়, তা যদি না দৃঢ়তার আত্মা দ্বারা স্থির করা হয়; দয়াও নয়, তা যদি না সুমন্ত্রণা দ্বারা পরিপুষ্ট হয়; শুদ্ধহৃদয়তাও নয়, তা যদি না স্বর্গীয় বিষয়ের উপলব্ধি দ্বারা সংরক্ষিত হয়; ভালবাসাও নয়, তা যদি না সেই প্রজ্ঞা দ্বারা সঞ্জীবিত হয় যা ঈশ্বরের বিষয় আস্বাদন করার ক্ষমতা স্বরূপ।

এ সমস্ত কিছু খ্রিস্টেই সম্পূর্ণরূপে উপস্থিত, যাঁর মধ্যে মঙ্গল আংশিক ভাবে নয়, পূর্ণাঙ্গভাবেই বিদ্যমান। তিনি বিনম্রতা নিজ জন্মে প্রকাশ করলেন, কারণ *নিজেকে নিঃস্ব*

করলেন, ও দাসের স্বরূপ ধারণ করে মানুষের মত হয়েই জন্ম নিয়ে মানুষ বলে প্রতিপন্ন হলেন (ফিলি ২:৭)।

পিতামাতার প্রতি তিনি তখন বাধ্যতা দেখালেন, যখন নিজ মনোবাঞ্ছা ত্যাগ করে *নাজারেথে ফিরে গিয়ে তাঁদের বাধ্য ছিলেন* (লুক ২:৫১)।

নিজ ধর্মশিক্ষায় তিনি ন্যায্যতার কথাও অবহেলা করেননি; এবিষয়ে তিনি বললেন, *কায়েসারের যা, তা কায়েসারকে দাও, আর ঈশ্বরের যা, তা ঈশ্বরকে দাও* (লুক ২০:২৫)।

যন্ত্রণাভোগেই বিশেষভাবে তিনি উত্তমরূপে ধৈর্য দেখালেন, কারণ কশাঘাতের জন্য পিঠ, থুথুর জন্য মুখ, কাঁটার মুকুটে মাথা, নলডাঁটার জন্য হাত পেতে দিলেন; আর নবীর বাণী অনুসারে তিনি এ সমস্ত কিছুতে *চিৎকার করবেন না, জোরেও কথা বলবেন না, দরবারেও নিজ কণ্ঠ শোনাবেন না* (ইশা ৪২:২), কারণ *তিনি মেষের মত জবাইখানায় চালিত হলেন, ও লোমকাটিয়ের সামনে মেষশাবক যেমন নীরব থাকে, তিনি তেমনি মুখ খুললেন না* (ইশা ৫৩:৭)।

আর সেই সকল অন্ধ যাদের তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিলেন, সেই চর্মরোগীরা যাদের নিরাময় করলেন, সেই মৃতেরা যাদের পুনরুজ্জীবিত করলেন, বিশেষভাবে সেই ব্যভিচারিণী যাকে ক্ষমা করলেন, সেই অনুতপ্তা পাপিষ্ঠা যাকে গ্রহণ করলেন, সেই পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোক যার পাপ মার্জনা করলেন: এরা সকলেই তাঁর দয়ার স্পর্শ পেল।

কিন্তু যেহেতু শত্রুদের প্রতি প্রেমের চেয়ে, বিদ্বেষীদের প্রতি মঙ্গলের চেয়ে, ও নিন্দুকদের প্রতি সাহায্যদানের চেয়ে ভালবাসার বড় প্রমাণ নেই, সেজন্য আমরা সেই কথা দ্বারাই তাঁর ভালবাসার মাত্রা পরিমাপ করতে পারি, যে কথা তিনি উচ্চারণ করেন যখন ক্রুশে মরণাপন্ন অবস্থায় নিজের হত্যাকারীদের জন্য প্রার্থনা করে বললেন, *পিতা, এদের ক্ষমা কর, কেননা এরা কি করছে, তা জানে না* (লুক ২৩:৩৪)।

সুতরাং, ভ্রাতৃগণ, পবিত্র আত্মা আমাদের হৃদয়ে নিজ ভয় সঞ্চার করলেন: কেমন যেন স্বাস্থ্যকর খাদ্য চিবাতে চিবাতে আমরা সেই ভয় বিষয় ধ্যান করতে করতে আমাদের আন্তর বিনম্রতা দৃঢ়তর হয়ে ওঠে। এসো, তাঁর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন

আমাদের বাহ্যিক আচরণও সেই বিনম্রতায় পরিবৃত করেন—কিন্তু আমরা যেন সাবধান থাকি, পাছে লোক দেখানোর জন্যই মঙ্গল সাধন করি।

২৩শ রবিবার

ক বর্ষ - মথি ১৮:১৫-২০

সেসময় যিশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, ‘আর তোমার ভাই যদি কোন অন্যায় করে, তবে গিয়ে, যেখানে কেবল তুমি ও সে-ই আছ, সেইখানে তাকে অন্যায়টা বুঝিয়ে দাও; সে যদি তোমার কথা শোনে, তুমি নিজের ভাইকে জয় করেছ। কিন্তু সে যদি না শোনে, তবে আর দু’ একজনকে সঙ্গে নিয়ে যাও, যেন দু’ তিনজন সাক্ষীর প্রমাণে ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হয়। আর সে যদি তাদের কথা না শোনে, মণ্ডলীকে বল; আর যদি মণ্ডলীর কথাও না শোনে, তবে সে তোমার কাছে কোন বিজাতীয় বা কর-আদায়কারীর মত হোক। আমি তোমাদের সত্যি বলছি, পৃথিবীতে তোমরা যা কিছু বেঁধে দেবে, স্বর্গে তা বাঁধা হবে, এবং পৃথিবীতে তোমরা যা কিছু মুক্ত করবে, তা স্বর্গে মুক্ত হবে।

আবার আমি তোমাদের সত্যি বলছি, পৃথিবীতে তোমাদের দু’জন কোন কিছু যাচনা করার জন্য যদি একমন হয়, তবে আমার স্বর্গস্থ পিতা তাদের তা মঞ্জুর করবেন; কেননা যেখানে দু’ তিনজন আমার নামে একত্র হয়, আমি সেখানে তাদের মধ্যে আছি।’

❖ বিশপ সাধু পিতর খ্রিসোলগের উপদেশাবলি (উপদেশ ১৩৯)

নিরূপিত সংখ্যা ক্ষমাকে সীমাবদ্ধ করে না, বিস্তারিতই করে

যতবার প্রভুর বাণীর ব্যাখ্যা দেওয়া হয়, ততবার তোমাদের মন জেগে থাকুক ও অন্তর তা গ্রহণ করতে উৎসুক থাকুক, যাতে বুদ্ধি ঐশজ্ঞানের রহস্য উপলব্ধি করতে পারে। এসো, এবার শুনি কেনই বা প্রভু আজ একথা বলেই উপদেশ শুরু করলেন: *তোমরা নিজেদের সম্বন্ধে সাবধান থাক। তোমার ভাই যদি কোন অন্যায় করে, তাকে তিরস্কার কর; কিন্তু সে যদি মনপরিবর্তন করে, তাকে ক্ষমা কর* (লুক ১৭:৩)। হে মানুষ, ঈশ্বরই তো আদেশ দেন, তাই তুমি সেইমত কর, ক্ষমা কর, পাপ ক্ষমাই কর: ভাইয়ের অপরাধের প্রতি দয়াবান হও, তোমার বিরুদ্ধে যা অন্যায় করা হয়েছে, তা মার্জনা কর, তবেই তোমার অন্তর্নিহিত ঐশ অধিকার হারাবে না: পরের বেলায় যা তুমি

ক্ষমা করবে না, তা পাওয়া থেকে তুমি নিজেকেই বঞ্চিত করবে। বিচারকের মত তিরস্কার কর, কিন্তু ভাইয়ের মত ক্ষমা কর, কেননা ভালবাসা যখন স্বাধীনতার সঙ্গে সংযুক্ত, ও স্বাধীনতা ভালবাসার সঙ্গে মিশ্রিত, তখন ভালবাসা ভয় দূর করে দেয় ও ভাইকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলে। ভাই যখন অন্যায় করে, তখন অস্থির; যখন অপরাধ করে, তখন ক্রোধে আক্রান্ত, তখন সে অচেতন ও বিচারবুদ্ধি বিহীন; সহানুভূতির মধ্য দিয়ে যে তাকে সাহায্য করে না, ধৈর্যের সঙ্গে যে তার সেবাযত্ন করে না, ও ক্ষমা দানে তাকে সুস্থ করে না, সে নিজেই সুস্থ নয়, সে নিজেই রোগপীড়িত ও অসুস্থ, তার মায়া নেই, মানবতাও নেই। ভাই ক্রোধে জ্বলে উঠলে তুমি মনে কর সে অসুস্থ, ভাইয়ের মত তুমি তাকে সাহায্য কর; তার ব্যবহার রোগ মনে করলে তুমি তাকে দোষী বলে আর বিচার করতে পারবে না; তাতে সদ্বিবেচনার সঙ্গে তুমি রোগটাকে দোষী করবে কিন্তু ভাইকে মার্জনা করবে; ফলে তার সুস্থতালাভ তোমার গৌরবের কারণ হয়ে উঠবে, ও তার ক্ষমা তোমার পুরস্কার স্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে।

তোমার ভাই যদি কোন অন্যায় করে, তাকে তিরস্কার কর; কিন্তু সে যদি মনপরিবর্তন করে, তাকে ক্ষমা কর। পাপীকে ক্ষমা কর, অনুতপ্তকে ক্ষমা কর, যেন তুমিই পাপ করলে ক্ষমা এমনিই তোমাকে না দেওয়া হয়, কিন্তু পুরস্কার হিসাবেই দেওয়া হয়। ক্ষমা সবসময়ই আনন্দের বিষয় বটে, কিন্তু যখন আমাদের প্রাপ্য, তখন অতিশয় মধুর লাগে। প্রথম ক্ষমা দান করায় যে ব্যক্তি পাপ করার আগেও ক্ষমা লাভ করেছে, সে দণ্ড এড়িয়ে গেছে, বিচারকের রায়ের আগে মুক্তিলাভ করে গেছে ও বিচার থেকে রেহাই পেয়ে গেছে।

আর সে যদি দিনে সাতবার তোমার প্রতি অন্যায় করে আর সাতবার তোমার কাছে ফিরে এসে বলে, আমি মনপরিবর্তন করছি, তাকে ক্ষমা করবে (লুক ১৭:৪)। দয়ার মধ্য দিয়ে তিনি যে ক্ষমার দিকে মানুষকে ধাবিত করেন, যে ক্ষমা তিনি অনুগ্রহদানে মঞ্জুর করেন, কেন তিনি সেই ক্ষমা একটা বিধি দ্বারা আটক করেন, একটা সংখ্যায় সঙ্কুচিত করেন ও একটা সীমায় সীমাবদ্ধ করেন? আর সেই ভাই যদি সাতবার নয়, আটবার পাপ করে? তাহলে কি অনুগ্রহের চেয়ে সংখ্যাই প্রভাবশালী? হিসাব কি মঙ্গলময়তায় বাধা দিতে পারে? সাতবার যে ক্ষমা পেয়েছে, একটিমাত্র অপরাধ তাকে

কি দণ্ডিত করতে পারবে? নিশ্চয়ই না। সাতবার যে ক্ষমা করেছে, সে যখন ধন্য, তখন সত্তরগুণ সাতবার যে ক্ষমা করে, তার চেয়ে সে-ই ধন্য। কিন্তু পিতর এ বিধি ভুলে গিয়ে প্রভুকে জিজ্ঞাসা করেন, *আমার ভাই আমার প্রতি অন্যায় করলে আমি কতবার তাকে ক্ষমা করব? কি সাতবার পর্যন্ত?* যিশু উত্তরে বলেন, *তোমাকে বলছি, সাতবার পর্যন্ত নয়, কিন্তু সত্তরগুণ সাতবার পর্যন্ত* (মথি ১৮:২১-২২)। এ নিরূপিত সংখ্যা ক্ষমাকে সীমাবদ্ধ করে না, বিস্তারিতই করে; আর বিধির সীমারেখা দ্বারা যা সঙ্কুচিত মনে হচ্ছে, আসলে কোন সীমায় সীমাবদ্ধ না হয়ে তা স্বাধীন ইচ্ছার উপরে নির্ভর করে; যার ফলে আদেশ অনুসারে তুমি যতখানি ক্ষমা করবে, ততখানি বাধ্যতা দেখাবে, ততখানি পুরস্কারও পাবে।

আর সেই সাত সংখ্যাটি দিন, মাস ও বছরের সংখ্যা ধরে সাতগুণ করলে যখন রাশি রাশি ক্ষমা সঞ্চয় হয়, তখন শ্রোতা তুমি নিজেই হিসাব ও গণনা কর সেই মোট সংখ্যা সত্তরগুণ করলে কী বিরাট সংখ্যাই না হবে! তবেই আর কোন ঋণও থাকবে না, কোন ধারও থাকবে না, তবেই সমস্ত দাসত্ব নিঃশেষ হবে, ও ঈশ্বরের ফসলের সনাতন মাঠে সীমাহীন স্বাধীনতা উপভোগ করা যাবে।

প্রকৃত ক্ষমা আসবে; হ্যাঁ, সেই প্রকৃত ক্ষমা তখনই আসবে, যখন পাপ করার বাধ্যবাধকতা নিঃশেষ হবে, যখন সমস্ত অশুচিতা মুছে গেলে জগৎ শুচি হয়ে উঠবে, যখন মৃত্যু জীবন দ্বারা ধ্বংসিত হবে, যখন খ্রিষ্ট রাজত্ব করবেন ও শয়তান বিনষ্ট হবে। ভাইবোনেরা, প্রার্থনা কর, প্রভু যেন আমাদের অন্তরে বিশ্বাস বৃদ্ধি করেন, আমরা যেন এ সমস্ত মঙ্গলদান বিশ্বাস করতে, দেখতে ও পেতে পারি।

খ বর্ষ - মার্ক ৭:৩১-৩৭

একদিন, তুরস অঞ্চল থেকে ফেরার সময়ে যিশু সিদোন হয়ে দেকাপলিস অঞ্চলের মধ্য দিয়ে গালিলেয়া সাগরের কাছে এলেন।
আর লোকেরা তাঁর কাছে একজন বধির ও তোতলা মানুষকে নিয়ে এসে তাঁকে তার উপর হাত রাখতে মিনতি করল। তিনি তাকে ভিড়ের মধ্য থেকে একাকী এক পাশে এনে তার দু'কানে নিজের আঙুল দিলেন, ও থুথু দিয়ে তার জিহ্বা

স্পর্শ করলেন। পরে স্বর্গের দিকে চোখ তুলে দীর্ঘশ্বাস ফেলে তাকে বললেন, ‘এফফাথা, অর্থাৎ খুলে যাও।’ তাতে তার কান খুলে গেল, জিহ্বার জড়তা কেটে গেল, আর সে স্পষ্ট কথা বলতে লাগল। তিনি একথা কাউকে জানাতে তাদের নিষেধ করলেন, কিন্তু তিনি যত নিষেধ করলেন, ততই তারা কথাটা রটাতে থাকল। তাদের বিস্ময়ের সীমা ছিল না, তারা বলছিল, ‘ইনি সবই উত্তমরূপে করেছেন, ইনি বধিরকে শ্রবণশক্তি, ও বোবাকে বাক্‌শক্তি দান করেন।’

❖ ব্রিন্দিসির পুরোহিত সাধু লরেন্সের উপদেশাবলি (উপদেশ ১)

তিনি সবই উত্তমরূপে সাধন করেছেন

মোশির ঐশবিধান জগৎসৃষ্টির বর্ণনা দিতে গিয়ে যেমন বলে, *পরমেশ্বর তাঁর নির্মাণ করা সমস্ত কিছুর দিকে তাকিয়ে দেখলেন; আর দেখ, সেই সমস্ত কিছু অতি উত্তম হয়েছিল* (আদি ১:৩১), তেমনি মুক্তি ও নবজন্মের কর্মকান্ড বর্ণনা ক’রে সুসমাচার বলে: *তিনি সবই উত্তমরূপে সাধন করেছেন* (মার্ক ৭:৩৭)। *প্রতিটি ভাল গাছে ভাল ফল ধরে; ভাল গাছে মন্দ ফল ধরতে পারে না* (মথি ৭:১৭, ১৮)।

আর আগুন যেমন তাপ না জন্মিয়ে পারে না, এমনকি তার পক্ষে শীত জন্মানো অসম্ভব, এবং সূর্য যেমন আলো ছাড়া অন্ধকার বিকিরণ করতে পারে না, তেমনি সীমাহীন মঙ্গলময়তা ও স্বয়ং আলো হওয়ায়, অসীম জ্যোতির সূর্য ও অগণিত তাপের আগুন হওয়ায় ঈশ্বর মঙ্গল ছাড়া অন্য কিছু সাধন করতে পারেন না: *তিনি সবই উত্তমরূপে সাধন করেছেন।*

তাই আজ এ পুণ্য জনতার সঙ্গে এককণ্ঠ হয়ে সরলতার সঙ্গে আমাদের বলতে হবে: *তিনি সবই উত্তমরূপে সাধন করলেন: তিনি বধিরকে শ্রবণশক্তি, ও বোবাকে বাক্‌শক্তি দান করেন* (মার্ক ৭:৩৭)। কিন্তু এ লোকের ভিড় পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়েই সে কথা বলল, বালায়ামের সেই গাধী যেভাবে বলেছিল।

কেননা পবিত্র আত্মাই ভিড়ের মুখ দিয়ে বলেন, *তিনি সবই উত্তমরূপে সাধন করেছেন;* অর্থাৎ, তিনি সেই প্রকৃত ঈশ্বর যিনি সবই উত্তমরূপে করেন কারণ *বধিরকে শ্রবণশক্তি, ও বোবাকে বাক্‌শক্তি দান করেন*—এ এমন কিছু যা ঈশ্বরের পরাক্রম সাধন করতে পারে। কিন্তু এক কর্ম থেকে অন্য সকল কর্মে পার হয়ে যায়, এর মানে হল যে,

তিনি যখন এমন অলৌকিক কর্ম সাধন করলেন যা কেবল ঈশ্বরই সাধন করতে সক্ষম, তখন তিনি নিজেই সেই ঈশ্বর যিনি *সবই উত্তমরূপে সাধন করেছেন: বধিরকে শ্রবণশক্তি, ও বোবাকে বাক্‌শক্তি দান করেন,* অর্থাৎ তিনি ঐশ্বরিক শক্তি ও পরাক্রমের অধিকারী।

তিনি সবই উত্তমরূপে সাধন করেছেন। বিধান একথা বলে যে, ঈশ্বরের নির্মিত সমস্ত কিছু 'অতি উত্তম' ছিল (আদি ১:৩১), কিন্তু সুসমাচার বলে, তিনি সমস্ত কিছু 'উত্তমরূপে' সাধন করেছেন: উত্তম কর্ম সাধন করা ও উত্তমরূপে কর্ম সাধন করা একই কথা নয়; বস্তুত অনেকে উত্তম কর্ম সাধন করে ঠিকই, অথচ তা উত্তমরূপে সাধন করে না, ঠিক যেমন ভণ্ডদের কর্ম যা উত্তম বটে, কিন্তু উত্তম মনোভাবে সাধিত নয়, বিকৃত ও বাঁকা সঙ্কল্পেই সাধিত। অপরদিকে ঈশ্বর যা কিছু করেছেন, তা উত্তমরূপে সাধিত উত্তম বস্তু ছিল: *প্রভু সকল পথে ধর্মময়, সকল কাজে কৃপাময়* (সাম ১৪৫:১৭)।

প্রভু, প্রজ্ঞার সঙ্গেই গড়েছ এ সবকিছু (সাম ১০৪:২৪), অর্থাৎ অসীম প্রজ্ঞার সঙ্গে ও উত্তমরূপে; এজন্য লোকে বলে *তিনি সবই উত্তমরূপে সাধন করলেন।*

আর যখন ঈশ্বর নিজ নির্মিত বস্তুগুলো উত্তমরূপে সাধন করেছেন ও আমাদের পক্ষে তা অতি উত্তম করেছেন, তখন আমাদের মন উত্তম বস্তুতে তৃপ্তি পায় একথা জেনে আমি জিজ্ঞাসা করি, ঈশ্বর আমাদের উত্তম কর্মে প্রীত, একথা জেনে আমরা কেনই বা অতি উত্তম কর্ম উত্তমরূপে সাধন করতে সচেষ্ট হব না?

কিন্তু তোমরা আমাকে জিজ্ঞাসা করলে: ঈশ্বরের উপকার সবসময় ভোগ করার যোগ্যতা লাভ করবার জন্য আমাদের কী করতে হবে? তবে আমি উত্তরে একটা কথা মাত্র বলব: তাই কর, নিজের বরের জন্য উত্তম কনে যা করে: বস্তুত এজন্যই মণ্ডলী খ্রিষ্টের ও ঈশ্বরের কনে বলে অভিহিতা (প্রকাশ ২১:১-৯ দ্রঃ)। তবেই ঈশ্বর আমাদের প্রতি সেভাবে ব্যবহার করবেন, যেভাবে উত্তম বর নিজের ভালবাসার পাত্রী সেই কনের প্রতি ব্যবহার করে। এজন্য তিনি হোশেয়ার মুখ দিয়ে বলেন, *আমি তোমাকে চিরকালের মত আমার বাগ্‌দত্তা কনে করব; ধর্মময়তা, ন্যায়, কৃপা ও স্নেহেই তোমাকে আমার বাগ্‌দত্তা কনে করব; আমি বিশ্বস্ততায়ই তোমাকে আমার বাগ্‌দত্তা কনে করব, তখন তুমি প্রভুকে জানবে* (হো ২:২১-২২)। ভাইবোনেরা, এ জীবনকালেও আমরা ধন্য হব,

এজগৎ আমাদের পক্ষে পরমদেশই হবে, সেই হিব্রুদের মত আমরাও এজীবন-প্রান্তরে মান্না খাব, যদি খ্রিষ্টের আদর্শ অনুসরণ করে আমাদের সমস্ত কর্ম এমন উত্তমরূপে সাধন করতে চেষ্টা করি যাতে আমাদের সাধিত সমস্ত কর্ম বিষয়ে বলা যেতে পারে: এই লোক সবই উত্তমরূপে সাধন করেছে। ভাইবোনেরা, আমি লজ্জাবোধ করি একথা ভেবে যে, ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট বলে আমরা স্বরূপে উত্তম হয়েও তবু আমাদের কর্মে আমরা মন্দ: স্বরূপে আমরা ঈশ্বরের সদৃশ, কিন্তু দুষ্কর্মে শয়তানের মত।

গ বর্ষ - লুক ১৪:২৫-৩৩

সেসময়ে বহু লোকের ভিড় যিশুর সঙ্গে পথ চলছিল; তখন তিনি তাদের দিকে ফিরে বললেন, 'কেউ যদি আমার কাছে আসে ও নিজের পিতা, মাতা, স্ত্রী, ছেলেমেয়ে, ভাইবোন, এমনকি নিজের প্রাণ পর্যন্ত ঘৃণা না করে, তবে সে আমার শিষ্য হতে পারে না। নিজের ক্রুশ যে বহন করে না ও আমার পিছনে আসে না, সে আমার শিষ্য হতে পারে না। তোমাদের মধ্যে এমন ব্যক্তি কে যে উচ্চ ঘর গাঁথতে অভিপ্রায় করলে আগে বসে খরচ হিসাব করে দেখে না, কাজ সেরে নেবার মত তার সামর্থ্য আছে কিনা? হয় তো ভিত বসাবার পর যদি সে কাজটা সেরে নিতে না পারে, তবে যত লোক তা দেখবে, সকলেই তো তাকে ঠাট্টা করতে শুরু করে বলবে, এ গাঁথতে শুরু করল, কিন্তু সেরে নিতে সক্ষম হল না। অথবা কোন্ রাজা অন্য রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করতে বেরিয়ে প'ড়ে, আগে বসে বিবেচনা করেন না, যিনি কুড়ি হাজার সৈন্য নিয়ে তাঁকে আক্রমণ করতে আসছেন, দশ হাজার সৈন্য নিয়ে তিনি তাঁর সামনে দাঁড়াতে সক্ষম হবেন কিনা? না পারলে, তবে শত্রু দূরে থাকতেই তিনি দূত পাঠিয়ে সন্ধির শর্ত জানতে চাইবেন। তাই একই প্রকারে তোমাদের মধ্যে যে কেউ নিজের সবকিছু ত্যাগ না করে, সে আমার শিষ্য হতে পারে না।

লবণ তো ভাল, কিন্তু লবণ নিঃস্বাদ হয়ে গেলে, তবে কী করেই বা তা আবার নোনতা করা যাবে? তেমন লবণ মাটির জন্যও উপযোগী নয়, গোবরগাদার জন্যও নয়; লোকে তা বাইরে ফেলে দেয়। যার শুনবার কান আছে, সে শুনুক!'

❖ মঠাধ্যক্ষ জন কাসিয়ানুস-লিখিত ‘আলোচন-মালা’ (৩য় উপদেশ ৬-৭)

তিনটে অস্বীকার বিষয়ক উপদেশ

পিতৃগণের পরম্পরাগত শিক্ষা অনুসারে ও পবিত্র শাস্ত্রের অধিকারেরও প্রমাণ অনুসারে যে তিনটে অস্বীকার রয়েছে, সেই বিষয় আমাদের এখন আলোচনা করতে হবে: আমাদের প্রত্যেককে এ তিনটে অস্বীকার দৃঢ় প্রচেষ্টার সঙ্গেই পালন করতে হবে। প্রথমটা দ্বারা আমরা সংসারের সমস্ত পার্থিব ঐশ্বর্য ও ধনসম্পদ তুচ্ছ করি; দ্বিতীয়টা দ্বারা মনের ও দেহের প্রাক্তন আচরণ, রিপু ও আসক্তি প্রত্যাখ্যান করি; তৃতীয়টা দ্বারা বর্তমান ও দৃশ্য সমস্ত বিষয় থেকে মন ফিরিয়ে কেবল ভাবী বিষয়ে চোখ নিবদ্ধ রাখি ও অদৃশ্য সমস্ত বিষয়ের অন্বেষণ করি।

এ তিনটে অস্বীকার একইসঙ্গে সম্পন্ন করা দরকার, যেভাবে আমরা পড়ি ঈশ্বর আব্রাহামকে আদেশ করেছিলেন; তিনি তাঁকে বলেছিলেন, *তুমি নিজ দেশ, জ্ঞাতিকুটুম্ব ও পিতৃগৃহ ছেড়ে বেরিয়ে পড়* (আদি ১২:১ দ্রঃ)। তিনি প্রথমত দেশের কথা উল্লেখ করলেন, অর্থাৎ এসংসারের ধনসম্পদ ও পার্থিব সম্পত্তি; দ্বিতীয়ত তিনি জ্ঞাতিকুটুম্বের কথা উল্লেখ করলেন, অর্থাৎ সেই প্রাক্তন জীবনধারণ, আচরণ ও রিপু যা জন্ম থেকে ঠিক যেন কুটুম্বিতা বা রক্তসম্পর্কের মত আমাদের স্বভাবে লেগে আছে; তৃতীয়ত তিনি পিতৃগৃহের কথা উল্লেখ করলেন, অর্থাৎ আমাদের চোখের সামনে যা রয়েছে, সংসারের সেই সমস্ত স্মৃতি থেকে দৃষ্টি ফেরানো প্রয়োজন।

আমরা যখন হৃদয় দিয়ে এ অস্থায়ী ও দৃশ্য গৃহ ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি, তখন সেই গৃহের দিকে চোখ ও মন চালিত করি, যে গৃহে আমাদের চিরকালের মত থাকবার কথা।

আমরা তখনই এ সমস্ত কিছু সম্পন্ন করব, যখন দেহে চললেও কিন্তু দেহ অনুসারে না চলে প্রভুর অধীনে সৈনিক-জীবন যাপন করতে শুরু করে ধন্য প্রেরিতদূতের বাণী কর্মে ও সদ্‌গুণে বাস্তবায়িত করে বলব, *আমাদের নাগরিকত্ব স্বর্গেই রয়েছে* (ফিলি ৩:২০)।

তবে প্রথম অস্বীকার বিশ্বাসের উজ্জ্বলতম ভক্তির সঙ্গে পালন করলেও আমাদের তত উপকার হবে না, যদি না দ্বিতীয় অস্বীকারও একই প্রচেষ্টা ও একই আগ্রহের সঙ্গে পালন না করি। কিন্তু দ্বিতীয়টাও সম্পন্ন করে আমরা তৃতীয়টায় পৌঁছতে পারব, যার ফলে

প্রাক্তন পিতৃগৃহ ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে মনশ্চক্ষু স্বর্গীয় বিষয়েই সম্পূর্ণরূপে নিবদ্ধ রাখব। তৃতীয় অস্বীকার বিষয়ে আমরা প্রকৃত সিদ্ধপুরুষ হতে যোগ্য হব, যখন আমাদের অন্তর দেহের জড়তাজনিত কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে কিন্তু সুদক্ষ কাজকর্মের ফলে আর পবিত্র শাস্ত্র ও আধ্যাত্মিক চিন্তার অবিরত ধ্যানের মধ্য দিয়ে পার্থিব যত আসক্তি ও অভ্যাস থেকে শুদ্ধ হয়ে উঠে অদৃশ্য জগতে এমন পর্যায়েই উপনীত হবে যে, স্বর্গীয় ও সনাতন বিষয়ে নিবিষ্ট হয়ে নিজেকে দুর্বল মাংসে ও সঙ্কীর্ণ দেহে আবদ্ধ বলে অনুভব করবে না।

২৪শ রবিবার

ক বর্ষ - মথি ১৮:২১-৩৫

একদিন পিতর যিশুর কাছে এসে বললেন, ‘প্রভু, আমার ভাই আমার প্রতি অন্যায় করলে আমি কতবার তাকে ক্ষমা করব? কি সাতবার পর্যন্ত?’ যিশু তাঁকে বললেন, ‘তোমাকে বলছি, সাতবার পর্যন্ত নয়, কিন্তু সত্তরগুণ সাতবার পর্যন্ত।
এজন্য স্বর্গরাজ্য তেমন এক রাজার সঙ্গে তুলনা করা যায়, যিনি নিজের কর্মচারীদের কাছ থেকে হিসাব নেবেন বলে মনস্থ করলেন। তিনি হিসাব করতে বসেছেন, তখন একজনকে তাঁর কাছে আনা হল যার লক্ষ লক্ষ টাকার ঋণ ছিল; কিন্তু তার সেই ঋণ শোধ করার ক্ষমতা না থাকায় তার প্রভু আদেশ দিলেন, তাকে ও তার স্ত্রী-পুত্রকে ও তার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করে যেন ঋণটা শোধ করিয়ে নেওয়া হয়; তাতে সেই কর্মচারী তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ে বলল, প্রভু, আমার প্রতি ধৈর্য ধরুন, আমি সমস্তই শোধ করব। তখন সেই কর্মচারীর প্রভু দয়ায় বিগলিত হয়ে তাকে ছেড়ে দিলেন ও তার ঋণ ক্ষমা করে দিলেন। কিন্তু সেই কর্মচারী বাইরে গিয়ে তার সহকর্মীদের একজনের দেখা পেল যে তার কাছে একশ’ টাকা ঋণী ছিল; সে তার গলা টিপে ধরে বলল, তোমার দেনাটা শোধ কর। তখন তার সহকর্মী তার পায়ে পড়ে মিনতি জানাতে জানাতে বলল, আমার প্রতি ধৈর্য ধর, আমি ঋণটা শোধ করে দেব; তবু সে রাজি হল না, বরং গিয়ে তাকে কারাগারে ফেলে রাখল যে পর্যন্ত ঋণটা শোধ না করে।
ব্যাপারটা দেখে তার সহকর্মীরা খুবই দুঃখ পেল, আর নিজেদের প্রভুর কাছে গিয়ে কথাটা সবই বলে দিল। তখন সেই প্রভু তাকে কাছে ডাকিয়ে এনে বললেন, ধূর্ত কর্মচারী! তুমি আমার কাছে মিনতি করলে আমি তোমার ওই সমস্ত ঋণ ক্ষমা করেছিলাম। আমি যেমন তোমার প্রতি দয়া দেখিয়েছিলাম, তেমনি তোমার সহকর্মীর প্রতি দয়া দেখানো কি তোমারও উচিত ছিল না? আর সেই প্রভু ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে পীড়কদের হাতে তুলে দিলেন যে পর্যন্ত সে সমস্ত ঋণ শোধ না করে। আমার স্বর্গস্থ পিতা তোমাদের প্রতি ঠিক এভাবেই ব্যবহার করবেন, তোমরা প্রত্যেকে যদি নিজ নিজ ভাইকে অন্তর থেকেই ক্ষমা না কর।’

❖ বিশপ সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি (উপদেশ ৮৩:২-৪)

আমাদের ঋণ ক্ষমা কর,

যেমন আমরাও আমাদের কাছে ঋণী যারা তাদের ক্ষমা করেছি

প্রভু আমাদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে এ তুলনা উপস্থাপন করলেন; আমাদের উপদেশ দিলেন আমরা যেন পতিত না হই। তিনি বললেন, *আমার স্বর্গস্থ পিতা তোমাদের প্রতি ঠিক এভাবেই ব্যবহার করবেন, তোমরা প্রত্যেকে যদি নিজ নিজ ভাইকে অন্তর থেকেই ক্ষমা না কর* (মথি ১৮:৩৫)। এই যে, ভাইবোনেরা, ধারণা স্পষ্ট, উপদেশ উপযুক্ত; আমাদের কাছে এমন খাঁটি বাধ্যতা দাবি করা হয় যাতে যা আদেশ করা হয়েছে তা সম্পূর্ণরূপেই পালন করা হয়। কেননা প্রতিটি মানুষ ঈশ্বরের প্রতি অপরাধী, আবার নিজের প্রতি নিজ ভাইও ঋণী। যার মধ্যে কোন পাপ নেই, সে ছাড়া কেবা ঈশ্বরের প্রতি অপরাধী নয়? আর যার বিরুদ্ধে কেউ কখনও অপরাধ করেনি, সে ছাড়া আর কার্ প্রতিই বা কোন ভাই অপরাধী নয়? তুমি কি মনে কর, এ জগতে এমন কাউকে পাওয়া যাবে যে ভাইয়ের বিরুদ্ধে কখনও কোন প্রকার অপরাধ করেনি? তাই প্রতিটি মানুষ অপরাধী, আবার তার প্রতি ঋণী কেউ আছেই। এজন্য সেই ন্যায়বান ঈশ্বর অপরাধী সংক্রান্ত এমন নিয়ম তোমাকে দিয়েছেন, যে নিয়ম তিনি তোমার প্রতি প্রয়োগ করবেন।

বস্তুত সেই দয়াকর্ম যা আমাদের মুক্তি দান করে ও যার কথা স্বয়ং ত্রাণকর্তা সুসমাচারে সংক্ষিপ্তভাবে ব্যক্ত করেছেন, সেই দয়াকর্ম দুই প্রকার, তথা *ক্ষমা কর, তবে তোমাদের ক্ষমা করা হবে; দাও, তবে তোমাদের দেওয়া হবে* (লুক ৬:৩৭-৩৮)। প্রথমটা ক্ষমা সংক্রান্ত, দ্বিতীয়টা মঙ্গলদান সংক্রান্ত, আবার ক্ষমাও সংক্রান্ত। তুমি পাপ করলে তবেই তোমার ক্ষমা দরকার, আর একই সময়ে এমন কেউ আছে যার কাছে তোমার ক্ষমাদান দরকার। ভিক্ষুকেরা তোমার কাছে মঙ্গলদান প্রত্যাশা করে, তুমিও কিন্তু ঈশ্বরের কাছে ভিক্ষুক; আর আসলে সকলেই আমরা ঈশ্বরের কাছে ভিক্ষুক: আমরা মহান গৃহকর্তার প্রবেশদ্বারের সামনে উপস্থিত, নত হই, মিনতি করি, চোখের জল ফেলি—কারণ এমন কিছু পাবার প্রত্যাশা করি যা স্বয়ং ঈশ্বর। ভিক্ষুক তোমার কাছে কী চায়? রুটি। আর তুমি ঈশ্বরের কাছে সেই খ্রিষ্টকেই ছাড়া কীবা চাও যিনি

বলেন, *আমিই সেই রুটি যা স্বর্গ থেকে নেমে আসছে* (যোহন ৬:৫১)। তোমরা কি ক্ষমা পেতে চাও? তবে ক্ষমা কর, কেননা *ক্ষমা কর, তবে তোমাদেরও ক্ষমা করা হবে* (লুক ৬:৩৭)। তোমরা কি পেতেই চাও? তবে *দান কর, তবে তোমাদেরও দান করা হবে* (লুক ৬:৩৮)। কেননা আমরা যদি নিজেদের পাপের কথা ভাবি, ও কাজে, কানে, চিন্তায় বা অন্যভাবে যে যে অপরাধ করেছি তা যদি গণনা করি, তাহলে আমি জানি না, শান্তিতে ঘুমোতে পারব কিনা। তাই আমরা প্রতিদিন যাচনা করি, প্রতিদিন প্রার্থনাকালে ঈশ্বরের দিকে ফিরি তিনি যেন আমাদের শোনেন, প্রতিদিন প্রণত হয়ে বলি, *আমাদের ঋণ ক্ষমা কর, যেমন আমরাও আমাদের কাছে ঋণী যারা তাদের ক্ষমা করেছি* (মথি ৬:১২)। কোন্ কোন্ অপরাধ? সবগুলো, না কেবল একটা অংশমাত্র? তুমি উত্তর দেবে: সবগুলো। তবে তোমার প্রতি যারা অপরাধী, তুমিও তাদের প্রতি সেরূপ ব্যবহার কর। সুতরাং এ নিয়মটা স্থির কর, এ শর্ত ঘোষণাই কর; আর এজন্য প্রার্থনাকালে তোমার এ চুক্তির কথা স্মরণে রাখ, যেন বলতে পার: *আমাদের ঋণ ক্ষমা কর, যেমন আমরাও আমাদের কাছে ঋণী যারা তাদের ক্ষমা করেছি।*

খ বর্ষ - মার্ক ৮:২৭-৩৫

সেসময় যিশু ও তাঁর শিষ্যেরা ফিলিপ-কায়েসারিয়া অঞ্চলের গ্রামগুলোর দিকে রওনা হলেন। পথে চলতে চলতে তিনি নিজের শিষ্যদের কাছে এই প্রশ্ন রাখলেন, 'আমি কে, এবিষয়ে লোকে কী বলে?' তাঁরা তাঁকে বললেন, 'তারা বলে: বাপ্তিস্মদাতা যোহন; অন্য কেউ বলে: এলিয়; আবার অন্য কেউ বলে: নবীদের কোন একজন।' তিনি তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিন্তু তোমরা, আমি কে, এবিষয়ে তোমরাই কী বল?' পিতর উত্তর দিয়ে তাঁকে বললেন, 'আপনি সেই খ্রিষ্ট।' তখন তিনি আজ্ঞা করলেন তাঁরা যেন তাঁর বিষয়ে কাউকে কিছুই না বলেন।
তখন তিনি তাঁদের একথা শেখাতে লাগলেন যে, মানবপুত্রকে বহু যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে, এবং প্রবীণদের, প্রধান যাজকদের ও শাস্ত্রীদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হতে হবে, তাঁকে নিহত হতে হবে, আর তিন দিন পরে তাঁকে পুনরুত্থান করতে হবে। একথা তিনি স্পষ্টভাবেই বললেন। এতে পিতর তাঁকে একপাশে নিয়ে গিয়ে অনুযোগ করতে লাগলেন। কিন্তু তিনি ফিরে দাঁড়িয়ে নিজের শিষ্যদের

দিকে তাকিয়ে পিতরকে ধমক দিলেন, বললেন, 'আমার পিছনে চলে যাও, শয়তান! কেননা যা ভাবছ, তা ঈশ্বরের নয়, মানুষেরই ভাবনা।'
নিজের শিষ্যদের সঙ্গে তিনি লোকদেরও ডেকে বললেন, 'কেউ যদি আমার পিছনে আসতে ইচ্ছা করে, সে নিজেকে অস্বীকার করুক, ও নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার অনুসরণ করুক। কেননা যে কেউ নিজের প্রাণ বাঁচাতে চায়, সে তা হারাবে, আর যে কেউ আমার জন্য ও সুসমাচারের জন্য নিজের প্রাণ হারায়, সে তা বাঁচাবে।'

❖ আর্লের বিশপ সাধু কায়েসারিউসের উপদেশাবলি (উপদেশ ১৫৯:১, ৪-৬)

তিনি যা আদেশ করেন, তা দুর্বহ নয়,

কারণ তিনি যা আদেশ করেন

তা পালনের জন্য সহায়তাও দান করেন

কেউ যদি আমার পিছনে আসতে ইচ্ছা করে, সে নিজের ক্রুশ তুলে নিক (মার্ক ৮:৩৪)। প্রিয়তম ভাইবোনেরা, প্রভু যা আদেশ করে বলেছেন, *কেউ যদি আমার অনুসরণ করতে চায়, সে নিজেকে অস্বীকার করুক*, তা কঠিন মনে হয়, আর আমরা তা দুর্বহ বলে গণ্য করি; কিন্তু তিনি যা আদেশ করেন, তা দুর্বহ নয়, কারণ তিনি যা আদেশ করেন তা পালনের জন্য সহায়তাও দান করেন।

তিনি ইতিমধ্যে যেখানে গিয়েছেন, সেখানে ছাড়া কোথায় খ্রিষ্টকে অনুসরণ করতে হবে? আমরা তো জানি: পুনরুত্থান করে তিনি স্বর্গে আরোহণ করলেন: তবে সেইখানে তাঁর অনুসরণ করতে হবে। এ কথাও স্পষ্ট যে, এবিষয়ে আমাদের নিরাশ হতে নেই—মানুষ হিসাবে আমাদের পক্ষে সম্ভব, এজন্য নয়, কিন্তু এজন্য যে, তিনি নিজে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আমাদের মাথা স্বর্গে আরোহণ করার আগে স্বর্গ আমাদের কাছ থেকে দূরেই ছিল; কিন্তু আমরা যখন সেই মাথার অঙ্গ, তখন সেখানে যাওয়ার বিষয়ে নিরাশ হব কেন? কোন্ কারণেই বা নিরাশ হব? যেহেতু পৃথিবীতে বহু সঙ্কট ও যন্ত্রণার মধ্যে শ্রম করে থাকি, সেজন্য এসো, সেই খ্রিষ্টের অনুসরণ করি, যাঁর মধ্যে সর্বোচ্চ সুখ, পরম শান্তি ও সনাতন নিরাপত্তা মূর্ত।

তবু যে কেউ খ্রিষ্টের অনুসরণ করতে চায়, সে প্রেরিতদূতের এ বাণী শুনুক: *যে বলে সে তাঁর মধ্যে বসবাস করছে, তাকেও সেইভাবে চলতে হয়, তিনি নিজে যেভাবে চললেন* (১ যোহন ২:৬)। তুমি কি খ্রিষ্টের অনুসরণ করতে ইচ্ছা কর? তিনি যেভাবে বিনম্র ছিলেন, তুমিও সেভাবে বিনম্র হও: তিনি যেখানে গিয়ে পৌঁছেছেন, তুমিও সেখানে পৌঁছতে ইচ্ছা করলে তবে তাঁর বিনম্রতা তুচ্ছ করো না। মানুষ পাপ করলে পর সেই পথ অবশ্যই দুর্গম হতে লাগল, তবু পুনরুত্থান করায় খ্রিষ্ট পথ সমতল করলে পর পথ আবার সহজগম্য হয়ে গেছে; আগে যেটা ছিল অতি সঙ্কীর্ণ পথ, তা এখন পাকা রাস্তা হয়ে গেছে। বিনম্রতা ও ভালবাসার পা দু'টো দ্বারাই আমরা এ পথ দিয়ে দৌড়িয়ে চলব। ভালবাসার উচ্চতম পর্যায় সকলকেই আকর্ষণ করে, অথচ বিনম্রতাই প্রথম ধাপ। তুমি কেন তোমার ক্ষমতার অতীতে পা বাড়াও? তুমি তো পড়তেই চাও, উড়তে চাও না! বরং বিনম্রতা দিয়ে অর্থাৎ প্রথম ধাপ দিয়ে শুরু কর, এর মধ্যে কিছুটা ঊর্ধ্বে উঠেই গেছ! এজন্য আমাদের ত্রাণকর্তা প্রভু *নিজেকে অস্বীকার কর* শুধু বলেননি, কিন্তু এও যোগ করে বললেন, *নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার অনুসরণ কর* (মার্ক ৮:৩৪)। নিজ ক্রুশ তুলে নেওয়া বলতে কি বোঝায়? অর্থ এরূপ: সমস্ত জ্বালা সহ্য করায়ই সে আমার অনুসরণ করুক। আমার বিধান ও আদেশগুলো পালন করতে শুরু করলেই বহু প্রতিদ্বন্দ্বী দেখা দেবে: অনেকে বাধা দেবে, অনেকে তাকে অবজ্ঞা করবে, এমনকি নির্যাতনকারী অনেকেই থাকবে। আর তা শুধু বিধর্মীদের মাঝে নয়, তাদেরও মাঝে যাদের মনে হচ্ছিল দেহে মণ্ডলীর মধ্যে, কিন্তু অপকর্মের ফলে তার বাইরে, ও খ্রিষ্টিয়ান নাম নিয়ে গর্ব ক'রে প্রকৃত ভক্তদের অবিরত নির্যাতন করে। তাই তুমি যদি সত্যিই খ্রিষ্টের অনুসরণ করতে ইচ্ছা কর, তাহলে তাঁর ক্রুশ তুলে নিতে আর দ্বিধা করো না: অক্লান্তিকর ভাবে দুর্জনদের সহ্য কর।

কেউ যদি আমার পিছনে আসতে ইচ্ছা করে, সে নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার অনুসরণ করুক: প্রভুর এ বাণী যদি পালন করতে ইচ্ছা করি, তাহলে এসো, ঈশ্বরের সহায়তায় প্রেরিতদূতের একথা পালন করতে সচেষ্ট থাকি, তিনি বলেছিলেন, *অন্নবস্ত্র যখন থাকে, এসো, তাতেই তুষ্ট হই* (১ তি ৬:৮); পাছে এমনটি হয় যে, পার্থিব বিষয় অযথাই খোঁজ করে ধনী হতে বাসনা করব, ফলে শয়তানের *প্রলোভনে ও ফাঁদে ও নানা*

ধরনের বোধশূন্য ও ক্ষতিকর কামনার হাতে পড়ব, যা মানুষকে ধ্বংস ও বিনাশের গভীরে নিমজ্জিত করে (১ তি ৬:৯)। প্রসন্ন হয়ে সেই প্রভুই এ প্রলোভন থেকে রেহাই দিয়ে আমাদের রক্ষা করুন, যিনি পিতা ও পবিত্র আত্মার সঙ্গে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে। আমেন।

গ বর্ষ - লুক ১৫:১-৩২

সেসময়ে কর-আদায়কারী ও পাপীরা সকলেই যিশুর বাণী শুনবার জন্য দলে দলে তাঁর কাছে আসছিল; এতে ফরিশীরা ও শাস্ত্রীরা গজগজ করে বলতে লাগলেন, 'লোকটা পাপীদের গ্রহণ করে নেয়, তাদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়াও করে!' তাই তিনি তাঁদের এই উপমা-কাহিনী শোনালেন: 'আপনাদের মধ্যে কোন্ লোক, যার একশ'টা মেষ আছে, তাদের মধ্যে একটা হারিয়ে গেলে সে বাকি নিরানব্বইটাকে প্রান্তরে ফেলে রেখে যায় না, ও হারানোটাকে খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত তার খোঁজে বেড়ায় না? খুঁজে পেলে সে মনের আনন্দে তা কাঁধে তুলে নেয়, এবং বাড়ি গিয়ে বন্ধুবান্ধব ও প্রতিবেশীদের ডেকে বলে, আমার সঙ্গে আনন্দ কর, কারণ আমার যে মেষ হারানো ছিল, তা খুঁজে পেয়েছি। আমি তোমাদের বলছি, তেমনি ভাবে, যাদের মনপরিবর্তন করার প্রয়োজন নেই, এমন নিরানব্বইজন ধার্মিককে নিয়ে স্বর্গে যত আনন্দ হয়, তার চেয়ে বেশি আনন্দ হবে যখন একজন পাপী মনপরিবর্তন করে।

অথবা, কোন্ স্ত্রীলোক, যার দশটা রুপোর টাকা আছে, সে যদি একটা হারিয়ে ফেলে, তবে বাতি জ্বেলে ঘর ঝাঁট দিয়ে টাকাটা না পাওয়া পর্যন্ত ভাল করে খুঁজে দেখে না? তা পেলে সে বন্ধুবান্ধব ও প্রতিবেশীদের ডেকে বলে, আমার সঙ্গে আনন্দ কর, কারণ আমি যে টাকাটা হারিয়ে ফেলেছিলাম, তা খুঁজে পেয়েছি। তেমনি ভাবে—আমি তোমাদের বলছি—একজন পাপী মনপরিবর্তন করলে ঈশ্বরের দূতদের সামনে আনন্দ হয়।'

তিনি আরও বললেন, 'একজন লোকের দু'টি ছেলে ছিল। ছোটজন পিতাকে বলল, পিতা, আমার ভাগের সম্পত্তি আমাকে দিয়ে দাও। তাই তিনি তাদের মধ্যে ধন-সম্পত্তি ভাগ করে দিলেন। অল্প দিন পর ছোট ছেলেটি নিজের সবকিছু সংগ্রহ করে নিয়ে দূরদেশে চলে গেল, আর সেখানে উচ্ছৃঙ্খলের মত নিজ সম্পত্তি উড়িয়ে দিল।

সে সবকিছু ব্যয় করে ফেললে পর সেই দেশে করাল দুর্ভিক্ষ দেখা দিল, তাতে সে কষ্টে পড়তে লাগল। তাই সে গিয়ে সেই দেশের এক অধিবাসীর কাছে চাকরের কাজ নিল, আর সে তাকে শূকর চরাতে নিজের মাঠে পাঠিয়ে দিল। তার খুবই ইচ্ছে হত, শূকরে যে শুঁটি খায়, তা খেয়ে সে পেট ভরাবে, কিন্তু কেউই তা তাকে দিত না। তখন তার চেতনা হল, বলল, আমার পিতার কত মজুর প্রচুর খাবার পাচ্ছে, কিন্তু আমি এখানে ক্ষুধায় মরছি। আমি উঠে আমার পিতার কাছে যাব, তাঁকে বলব, পিতা, আমি স্বর্গের বিরুদ্ধে ও তোমার সামনে পাপ করেছি; আমি তোমার ছেলে নামের আর যোগ্য নই। তোমার একজন মজুরের মত আমার প্রতি ব্যবহার কর। তখন সে উঠে নিজের পিতার কাছে যাবার জন্য রওনা হল।

সে বহুদূরে থাকতেই তার পিতা তাকে দেখতে পেলেন, ও দয়ায় বিগলিত হয়ে ছুটে গিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরে তাকে চুম্বন করতে লাগলেন। তখন ছেলেটি তাঁকে বলল, পিতা, আমি স্বর্গের বিরুদ্ধে ও তোমার সামনে পাপ করেছি, আমি তোমার ছেলে নামের আর যোগ্য নই। কিন্তু পিতা নিজ দাসদের বললেন, শীঘ্র যাও, সবচেয়ে ভাল পোশাক এনে একে পরিয়ে দাও, এর আঙুলে আঙটি পরাও ও পায়ে জুতো দাও; এবং নধর বাছুরটা এনে কাট; আর এসো, ভোজ করে ফুর্তি করি, কারণ আমার এই ছেলে মৃতই ছিল, আর এখন বেঁচে উঠেছে; হারানোই ছিল, আর এখন তাকে পাওয়া গেছে। তাই তারা ফুর্তি করতে লাগল।

তাঁর বড় ছেলে তখন মাঠে ছিল; ফেরার পথে সে যখন বাড়ির কাছে পৌঁছল, তখন গানবাজনা ও নাচের শব্দ শুনতে পেল। সে একজন দাসকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল, এসব কি? সে তাকে বলল, আপনার ভাই ফিরে এসেছে, এবং আপনার পিতা নধর বাছুরটা কেটে দিয়েছেন, কারণ তিনি তাকে সুস্থ শরীরে ফিরে পেয়েছেন। তখন সে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল, ভিতরে যেতে রাজি হল না; এতে তার পিতা বাইরে এসে তাকে সাধাসাধি করতে লাগলেন, কিন্তু সে পিতাকে বলল, দেখ, এত বছর ধরে আমি তোমার সেবা করে আসছি, কখনও তোমার কোন আজ্ঞায় অবাধ্য হইনি, অথচ আমার বন্ধুদের সঙ্গে ফুর্তি করার জন্য তুমি আমাকে একটা ছাগছানাও কখনও দাওনি; কিন্তু তোমার এই যে ছেলে বেশ্যাদের সঙ্গে তোমার ধন-সম্পত্তি গ্রাস করেছে, সে এলেই তুমি তার জন্য নধর বাছুরটা কাটলে। তিনি তাকে বললেন, বৎস, তুমি সবসময়েই আমার সঙ্গে আছ, আর যা কিছু আমার, তা সবই তোমার। কিন্তু আমাদের ফুর্তি ও আনন্দ করা সমীচীন হয়েছে, কারণ তোমার এই ভাই মৃতই ছিল, আর এখন বেঁচে উঠেছে; হারানোই ছিল, আর এখন তাকে পাওয়া গেছে।’

❖ বিশপ সাধু পিতর খ্রিসোলগের উপদেশাবলি (উপদেশ ১৬৮)

খ্রিষ্ট আমাদের পৃথিবীতে খোঁজ করলেন আমরা তাঁকে স্বর্গেই খোঁজ করব

আমরা হারানো কিছু যতবার খুঁজে পাই, ততবার নতুন ও অসীম আনন্দ অনুভব করি; এমনকি যা সংরক্ষিত ছিল তা না হারানোর চেয়ে, যা হারিয়ে গেছে তা খুঁজে পাওয়া অধিক আনন্দদায়ী। তবু এ উপমা-কাহিনী মানব ব্যবহারের চেয়ে ঐশ্বরিক দয়ার সঙ্গেই সম্পর্কিত। মহাবিষয় ত্যাগ করা ও হীনতর বিষয় ভালবাসা মানব লোভের নয়, ঐশ পরাক্রমেরই লক্ষণ, কেননা যার অস্তিত্ব নেই, ঈশ্বর তাকেই অস্তিত্ব দেন; উপরন্তু তিনি যা ক্ষণিকের মত ফেলে রাখেন, তা পরিত্যাগ না করেই হারানো বস্তুটা খোঁজ করে বেড়ান, এবং যা সংরক্ষিত ছিল তা না হারিয়েই তিনি হারানো বস্তু খুঁজে পান।

তিনি মর্ত মেষপালক নন, স্বর্গীয়ই মেষপালক তিনি! আর এ উপমা মানব ঘটনা নয়, দিব্য রহস্যগুলির দিকে অঙুলি নির্দেশ করে; একথা উপমায় উল্লিখিত সংখ্যায় প্রকাশ পায়, তিনি তো বলেন, *আপনাদের মধ্যে কোন্ লোক, যার একশ'টা মেষ আছে, তাদের মধ্যে একটা হারিয়ে গেলে…* ইত্যাদি (লুক ১৫:৪)।

তোমরা তো দেখতে পাচ্ছ কেমন করে এ মেষপালক একটিমাত্র হারানো মেষের জন্য এমন দুঃখ করেন, ঠিক যেন সমস্ত পাল পথভ্রষ্ট হয়েছে, যার ফলে তিনি বাকি নিরানব্বইটাকে ফেলে রেখে সেই একটারই পিছনে যান, সেই একটামাত্রকেই খোঁজ করেন, যেন সেই একটা মেষে সবগুলোকে পেতে পারেন, ও সেই একটা মেষের মধ্যে সবগুলোকে ত্রাণ করতে পারেন। এবার কিন্তু এসো, দিব্য উপমার আধ্যাত্মিক অর্থ ব্যক্ত করি।

সেই ব্যক্তি যাঁর একশ'টা মেষ ছিল, তিনি খ্রিষ্ট, তথা সেই উত্তম মেষপালক, সেই ধর্মময় মেষপালক যিনি ঠিক যেন একটিমাত্র মেষের মধ্যে আদমেই সমস্ত মানবজাতিকে সংগৃহীত করে আনন্দময় পরমদেশে জীবন-চারণমাঠের মাঝে রেখেছিলেন; মেষটি কিন্তু মেষপালকের গলা ভুলে গিয়ে নেকড়ের গর্জনেই বিশ্বাস রেখেছিল; তাতে সে ত্রাণঘেরি হারিয়ে ফেলে দেহ জুড়েই মৃত্যুজনক আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল। তার অনুসন্ধানে পৃথিবীতে এসে খ্রিষ্ট এক কুমারী-মাঠেই তাকে খুঁজে পেলেন। তিনি নিজ জন্মের মাংসে

এলেন, ও ক্রুশের উপরে তুলে দিয়ে তাকে নিজ যন্ত্রণাভোগের কাঁধে বহন করলেন; এবং পুনরুত্থানের আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে স্বর্গে আরোহণ করে তাকে নিজ আবাসে তুলে নিলেন। বন্ধু ও প্রতিবেশী সকলকে তথা স্বর্গদূতদের ডেকে তিনি বললেন, *আমার সঙ্গে আনন্দ কর, কারণ আমার যে মেষ হারানো ছিল, তা খুঁজে পেয়েছি* (লুক ১৫:৬)।

প্রভুর মেষ ফিরে আসায় স্বর্গদূতেরা খ্রিষ্টের সঙ্গে আনন্দ-ফুর্তি করেন, মেষটি যে সিংহাসনে বসবার প্রাধান্য পেয়েছে, তাতে তাঁরা হিংসা বোধ করেন না, কারণ হিংসা শয়তানের সঙ্গে স্বর্গ থেকে সেই মেষশাবকই দ্বারা দূর করে দেওয়া হয়েছিল, যিনি জগতের পাপ মুছে দিয়েছিলেন; ফলে হিংসা-পাপ স্বর্গলোকে আর প্রবেশ করতে অক্ষমই ছিল। এসো, ভাইবোনেরা, যিনি আমাদের পৃথিবীতে খোঁজ করলেন, আমরা তাঁকে স্বর্গে খোঁজ করি; যিনি নিজ ঈশ্বরত্বের গৌরবেই আমাদের বহন করলেন, এসো, আমরা আমাদের দেহে সম্পূর্ণ পবিত্রতায় তাঁকে বহন করি, যেমনটি প্রেরিতদূতও বলেন, *ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত কর, নিজেদের দেহে তাঁকে বহন কর* (১ করি ৬:২০ ভুলগাতা)। দৈহিক কর্মে যে একটা পাপও বহন করে না, সেই নিজ দেহে ঈশ্বরকে বহন করে।

২৫শ রবিবার

ক বর্ষ - মথি ২০:১-১৬

সেসময় যিশু তাঁর শিষ্যদের এই উপমা-কাহিনী শোনালেন, ‘স্বর্গরাজ্য তেমন এক গৃহস্বামীর মত, যিনি নিজের আঙুরখেতে মজুর লাগাবার জন্য খুব সকালে বেরিয়ে পড়লেন। তিনি মজুরদের সঙ্গে দিনমজুরি হিসাবে একটা রুপোর টাকা স্থির করে তাদের নিজের আঙুরখেতে পাঠিয়ে দিলেন। পরে তিনি সকাল ন’টার দিকে বেরিয়ে গিয়ে দেখলেন, চত্বরে অন্য কয়েকজন লোক বেকার দাঁড়িয়ে আছে; তাদের বললেন, তোমরাও আমার আঙুরখেতে যাও, তোমাদের ন্যায্য মজুরি দেব। তাতে তারা গেল। তিনি আবার দুপুরবেলা ও বেলা তিনটের দিকে বেরিয়ে গিয়ে তেমনি করলেন; পরে বিকেল পাঁচটার দিকে বেরিয়ে গিয়ে দেখলেন, আর কয়েকজন সেখানে এমনি দাঁড়িয়ে আছে; তাদের বললেন, কেন সারাদিন এখানে বেকার দাঁড়িয়ে আছ? তারা তাঁকে বলল, কারণ কেউই আমাদের কাজে লাগায়নি। তাদের তিনি বললেন, তোমরাও আমার আঙুরখেতে যাও।

সন্ধ্যা হলে সেই আঙুরখেতের প্রভু তাঁর নায়েবকে বললেন, মজুরদের ডেকে শেষজন থেকে শুরু করে প্রথমজন পর্যন্ত সকলের মজুরি মিটিয়ে দাও। তাই যারা বিকেল পাঁচটার দিকে শুরু করেছিল, তারা এসে এক একজন একটা করে রুপোর টাকা পেল; পরে যারা প্রথমে শুরু করেছিল, তারা এসে বেশি পাবে বলে প্রত্যাশা করছিল, কিন্তু তারাও একটা করে রুপোর টাকা পেল। পেয়ে তারা সেই গৃহস্বামীর বিরুদ্ধে গজগজ করে বলতে লাগল: শেষে এসেছিল এই লোকেরা, এরা তো মাত্র এক ঘণ্টা খেটেছে, আর এদের আপনি আমাদেরই সমান করলেন যারা সারাদিন খেটেছি ও রোদে ভুগেছি। তিনি উত্তরে তাদের একজনকে বললেন, বন্ধু, আমি তোমার প্রতি কোন অন্যায় করছি না; আমার ও তোমার মধ্যে কি একটা রুপোর টাকার কথা হয়নি? তোমার যা পাওনা, তা নিয়ে তুমি যাও; কিন্তু আমি তোমাকে যা দিয়েছি, শেষে যে এসেছে, তাকেও সেই একই মজুরি দিতে ইচ্ছা করি। আমার নিজের যা, তা নিয়ে আমার যা ইচ্ছা তাই করার অধিকার কি আমার নেই? নাকি, আমি দানশীল বলে তোমার চোখ

হিংসুক? তেমনিভাবে যারা সবার আগে রয়েছে, তারা শেষে পড়বে; এবং যারা সবার শেষে রয়েছে, তারা সবার আগে দাঁড়াবে।'

❖ বিশপ সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি (উপদেশ ৮৭:১, ৪, ৫, ৬)

সেই মোহরটা হল অনন্ত জীবন

সুসমাচারে তোমরা এইমাত্র আঙুরখেতে মজুরদের উপমা-কাহিনী শুনেছ: এ উপমা-কাহিনী বর্তমানকালের জন্য খুবই উপযুক্ত, কেননা এ হল পার্থিব আঙুরফল-সংগ্রহ কাল। কিন্তু তবুও আধ্যাত্মিক এমন ফলসংগ্রহ কালও রয়েছে, যে কালে ঈশ্বর নিজ আঙুরখেতের ফল ভোগ করেন: *স্বর্গরাজ্য তেমন এক গৃহস্বামীর মত, যিনি নিজের আঙুরখেতে মজুর লাগাবার জন্য খুব সকালে বেরিয়ে পড়লেন* (মথি ২০:১)। কিন্তু কেনই বা তিনি শেষ জন থেকেই মজুরি দিতে শুরু করলেন? তারা সকলেই কি মজুরি পাবার অপেক্ষায় ছিল না? সুসমাচারের অন্যত্রও আমরা পড়েছি যে, যারা তাঁর ডান পাশে রয়েছে, তাদের তিনি বলবেন, *এসো, আমার পিতার আশীর্বাদের পাত্র যে তোমরা, জগৎপত্তনের সময় থেকে যে রাজ্য তোমাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে, তা উত্তরাধিকাররূপে গ্রহণ কর* (মথি ২৫:৩৪)। তাই যখন তারা একসঙ্গেই মজুরি পেতে তৈরী, তখন কেন তারাই প্রথম মজুরি পেল যারা বিকেল পাঁচটায় কাজ শুরু করেছিল, ও যারা প্রথম প্রহর থেকে কাজ করেছিল তারা শেষেই মজুরি পেল? তোমাদের কাছে এর কারণ ব্যাখ্যা করতে পারলে আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাব। তোমরাও কিন্তু তাঁকে ধন্যবাদ জানাও, যিনি আমাদের মধ্য দিয়ে তোমাদের উপকার করেন, কারণ আমরা নিজস্ব বলতে কিছুই দান করি না। যে এক ঘণ্টা কাজ করার পর, ও যে সারাদিন কাজ করার পর মজুরি পেল, তুমি যদি তাদের আলাদা আলাদা করে প্রশ্ন রাখ, তাদের মধ্যে কে প্রথম মজুরি পেয়েছে, তাহলে দু'জনেই উত্তর দেবে যে, তারাই প্রথম মজুরি পেল।

তাই যদিও সকলে একইসময়ে মজুরি পেয়ে থাকল, তবু যেহেতু কেউ কেউ কেবল এক ঘণ্টা পরে, ও কেউ কেউ বারো ঘণ্টা পরেই মজুরি পেল, সেজন্য আমরা মনে করি যে, তারাই প্রথম মজুরি পেল যারা অল্প সময় কাজ করল। আবেল ও নোয়ার মত সেই প্রথম ধার্মিক ব্যক্তিরা, যাঁরা খুব সকালে আহূত হয়েছিলেন, তাঁরা আমাদের সঙ্গেই

পুনরুত্থানের আনন্দ পাবেন। তাঁদের পরে, আব্রাহাম, ইসহাক, যাকোব ও তাঁদের সমসাময়িকদের মত অন্যান্য ধার্মিক ব্যক্তি, যাঁরা সকাল ন'টার সময়ে আহূত হয়েছিলেন, তাঁরাও আমাদের সঙ্গে পুনরুত্থানের আনন্দ পাবেন। আরও ধার্মিক ব্যক্তি যেমন মোশি, আরোন ও তাঁদের সঙ্গে সেই সকলে, যাঁরা দুপুরবেলায় আহূত হয়েছিলেন, তাঁরাও আমাদের সঙ্গে পুনরুত্থানের আনন্দ পাবেন। এঁদের পরে যাঁরা বেলা তিনটের সময় আহূত হয়েছিলেন, সেই পুণ্যবান নবীরাও আমাদের সঙ্গে একই আনন্দ পাবেন। এবং যাঁরা বিকেল পাঁচটায় আহূত হয়েছিলেন, সেই সকল খ্রিষ্টবিশ্বাসীও জগৎ শেষে তাঁদের সঙ্গে পুনরুত্থানের সেই আনন্দ পাবেন। সকলে একসঙ্গেই তা পাবেন; কিন্তু লক্ষ কর কতই না দীর্ঘকাল পরে সেই প্রথমজনেরা তা পাচ্ছেন! বস্তুত যদিও আমরা অন্যান্য সকলের সঙ্গেই তা পাই, তবু যেহেতু আমাদের মজুরি ইতস্তত না করেই আমাদের দেওয়া হয়, সেজন্য মনে হচ্ছে ঠিক যেন আমরাই প্রথম তা পাচ্ছি।

মজুরি পাবার সময়ে আমরা সকলে সমান হব—প্রথমজন শেষজনের সমান, শেষজন প্রথমজনের সমান। কেননা সেই মোহরটা হল অনন্ত জীবন, আর অনন্ত জীবনে সকলে সমান। কর্মফলের ভিত্তিতে যদিও একজনের চেয়ে আর একজন কম বেশি দীপ্তিমান হবে, তবু অনন্ত জীবন সকলের জন্য সমান, কেননা যা সমানভাবে অনন্ত, তা একজনের পক্ষে বেশি দীর্ঘকালীন ও আর একজনের পক্ষে কম দীর্ঘকালীন হতে পারে না—যার অন্ত নেই, তা আমার পক্ষে যেমন, তোমার পক্ষেও তেমনি অনন্ত হবে। দম্পতিদের শুচিতা ও অক্ষুণ্ণ কৌমার্য, শুভকর্মের ফল ও যন্ত্রণাভোগের গৌরব ইত্যাদি বিবিধ শ্রেণি বিবিধ ভাবে প্রকাশ পাবে, কিন্তু অনন্ত জীবন ক্ষেত্রে এমন কেউ থাকবে না, যে আর একজনের চেয়ে দীর্ঘায়ু হবে। প্রত্যেকে নিজ নিজ গৌরব-মাত্রা অনুসারে সকলেই অন্তহীন জীবন যাপন করবে, আর সেই মোহরটা হল অনন্ত জীবন।

খ বর্ষ - মার্ক ৯:৩০-৩৭

সেসময় যিশু ও তাঁর শিষ্যেরা গালিলেয়ার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলছিলেন, আর তাঁর ইচ্ছা ছিল না যে, কেউ তা জানতে পারে। কেননা তিনি নিজের শিষ্যদের উপদেশ দিচ্ছিলেন; তাঁদের বলছিলেন, 'মানবপুত্রকে মানুষের হাতে তুলে

দেওয়া হবে; তারা তাঁকে হত্যা করবে, আর তিনি নিহত হলে পর তিন দিন পরে পুনরুত্থান করবেন।’ তাঁরা কিন্তু সেকথা বুঝলেন না, এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করতেও ভয় করলেন।

তাঁরা কাফার্নাউমে এলেন; আর বাড়ি আসার পর তিনি তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন, ‘পথে তোমাদের মধ্যে কোন্ বিষয়ে তর্কাতর্কি হচ্ছিল?’ তাঁরা চুপ করে রইলেন, কারণ কে বড়, পথে নিজেদের মধ্যে এবিষয়েই বলাবলি করেছিলেন। তাই তিনি বসে সেই বারোজনকে ডেকে বললেন, ‘কেউ যদি প্রথম হতে চায়, তবে সে যেন সকলের শেষে থাকে ও সকলের সেবক হয়।’ তখন তিনি একটি শিশুকে নিয়ে তাঁদের মধ্যে দাঁড় করিয়ে দিলেন ও তাকে কোলে তুলে তাঁদের বললেন, ‘যে কেউ এর মত কোন শিশুকে আমার নামে গ্রহণ করে, সে আমাকেই গ্রহণ করে; এবং যে কেউ আমাকে গ্রহণ করে, সে আমাকে নয়, তাঁকেই গ্রহণ করে, যিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন।’

❖ তুরিনের বিশপ সাধু মাক্সিমের উপদেশাবলি (উপদেশ ৪৮:১-২)

মানুষ বিনম্রতা দ্বারাই রাজ্যে পৌঁছে,
সরলতা দ্বারাই স্বর্গে প্রবেশ করে

তোমরা সুসমাচার-পাঠ মনোযোগের সঙ্গে শুনে থাকলে তবে এখন উপলব্ধি করতে পার ঈশ্বরের লেবীয় ও যাজকদের প্রতি কেমন সম্মান দেখানো উচিত, ও পুরোহিতদেরও পরস্পরকে সম্মান দেখানোর ব্যাপারে কেমন বিনম্রতার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা উচিত। বস্তুতপক্ষে যে শিষ্যেরা যিশুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, স্বর্গরাজ্যে তাঁদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ হবে, যিশু সকলের সামনে একটা শিশুকে দাঁড় করিয়ে তাঁদের বলেছিলেন, *যে কেউ নিজেকে এই শিশুর মত ছোট করে, স্বর্গরাজ্যে সে-ই সবচেয়ে বড়* (মথি ১৮:৪)। এতে আমরা উপলব্ধি করি যে, মানুষ বিনম্রতা দ্বারাই রাজ্যে পৌঁছে, ও সরলতা দ্বারাই স্বর্গে প্রবেশ করে।

তাই যে কেউ ঈশ্বরত্ব-চূড়ায় পৌঁছতে বাসনা করে, সে আগে বিনম্রতার নিচুতার অন্বেষণ করুক; যে কেউ রাজ্যে ভাইয়ের আগে প্রথম হতে চায়, সে আগে তাকে সম্মান প্রদর্শনেই প্রথম হোক, যেমনটি প্রেরিতদূত বলেন, *ভ্রাতৃপ্রেমে পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা কর* (রো ১২:১০); সে পবিত্রতা অর্জনে ভাইয়ের আগে প্রথম হতে ইচ্ছা

করলে, তার সেবায়ও সে প্রথম হোক। কেননা ভাই যদি তোমাকে অপমান করে না থাকে, তাহলে তোমাকে তাকে সম্মান ও প্রেম দেখাতে হবে; আর দৈবাৎ সে যদি তোমাকে অপমান করে থাকে, তাহলে তার মন জয় করার জন্য তুমি তাকে আরও সম্মান দেখাবে। বস্তুতপক্ষে এই তো খ্রিষ্টধর্মের মূল ধারণা: যারা আমাদের ভালবাসে আমরা প্রতিদান স্বরূপ তাদের ভালবাসব, ও যারা আমাদের অপমান করে আমরা প্রতিদান স্বরূপ তাদের প্রতি ধৈর্যশীল হব।

তাই যে কেউ অপমান বহনে অধিক ধৈর্যশীল, সে স্বর্গরাজ্যে শ্রেষ্ঠ হবে। অহঙ্কার, ঐশ্বর্য ও দম্ভ দ্বারা স্বর্গরাজ্যে যাওয়া যায় না, বিনম্রতা, দরিদ্রতা ও কোমলতা দ্বারাই যাওয়া যায়।

কতই না সঙ্কীর্ণ সেই পথ, যা জীবনের দিকে নিয়ে যায় (মথি ৭:১৪)। ফলত যার মাথায় রয়েছে সম্মানের বোঝা ও ঐশ্বর্যের থলি, সে ঠিক যেন অধিক ভারগ্রস্ত ও ব্যাহত একটা গাধার মত রাজ্যের সঙ্কীর্ণ পথ দিয়ে যেতে পারবে না। আর যখন সে মনে করবে, সে পৌঁছে গেছে, সেই সরু দরজা তাকে প্রবেশ করতে দেবে না, তাতে সে ফিরে যেতে বাধ্য হবে। হ্যাঁ, যিশু নিজেই বলেছিলেন, *ধনীর পক্ষে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করার চেয়ে উটের পক্ষে সুচের ছিদ্রের মধ্য দিয়ে যাওয়াই বরং সহজ* (মথি ১৯:২৪)।

গ বর্ষ - লুক ১৬:১-১৩

> একদিন যিশু তাঁর আপন শিষ্যদের বললেন, 'একজন ধনী লোক ছিল; তার যে গৃহাধ্যক্ষ ছিল, তার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনা হল যে, সে মনিবের ধন নষ্ট করে দিচ্ছে। সে তাকে ডাকিয়ে বলল, তোমার সম্পর্কে এ কি কথা শুনছি? তোমার কাজের হিসাব দাও, কারণ তুমি গৃহাধ্যক্ষ-পদে আর থাকতে পারবে না। তখন সেই গৃহাধ্যক্ষ মনে মনে বলল, এখন আমি কী করব? আমার প্রভু তো আমার কাছ থেকে হিসাব চেয়ে নিচ্ছেন। আমি কি মাটি কাটব? সেই বল আমার নেই; ভিক্ষা করব? লজ্জা করে। আমার পদ গেলে লোকে যেন তাদের ঘরে আমাকে আশ্রয় দেয়, তার জন্য যা করা দরকার, তা আমি বুঝলাম। যারা তার প্রভুর কাছে ঋণী ছিল, তাদের সে এক একজন করে ডাকল। প্রথমজনকে সে বলল, আমার প্রভুর কাছে তোমার দেনা কত? সে বলল, তিন টন তেল। সে

তাকে বলল, তোমার ধারপত্র নাও, শীঘ্র বসে দেড় টন লেখ। আর একজনকে সে বলল, তোমার দেনা কত? সে বলল, চার টন গম। সে তাকে বলল, তোমার ধারপত্র নিয়ে তিন টন লেখ। সেই প্রভু সেই অসৎ গৃহাধ্যক্ষের প্রশংসা করল, কারণ সে বুদ্ধিমানের মত কাজ করেছিল। বাস্তবিকই এই সংসারের সন্তানেরা নিজেদের জাতের লোকদের সঙ্গে চলাফেরার ব্যাপারে, যারা আলোর সন্তান, তাদের চেয়ে বেশি বুদ্ধি দেখায়।

তাই আমি তোমাদের বলছি, অসৎ ধনের মধ্য দিয়ে নিজেদের জন্য মানুষকে বন্ধু করে নাও, যেন তা শেষ হলে তারা সেই অনন্ত আবাসে তোমাদের গ্রহণ করে নেয়। সামান্য ব্যাপারে যে বিশ্বস্ত, সে বড় ব্যাপারেও বিশ্বস্ত; আর সামান্য ব্যাপারে যে অসৎ, সে বড় ব্যাপারেও অসৎ। সুতরাং তোমরা যদি অসৎ ধনের ব্যাপারে বিশ্বস্ত না হয়ে থাক, তবে কে বিশ্বাস করে তোমাদের হাতে প্রকৃত ধন ন্যস্ত করবে? আর যদি পরের জিনিসের ব্যাপারে বিশ্বস্ত না হয়ে থাক, তবে কে তোমাদের নিজেদের জিনিস তোমাদের দেবে?

দুই মনিবের সেবায় থাকা কোন চাকরের পক্ষে সম্ভব নয়: সে হয় একজনকে ঘৃণা করবে আর অন্যজনকে ভালবাসবে, না হয় একজনের প্রতি আকৃষ্ট হবে আর অন্যজনকে উপেক্ষা করবে—ঈশ্বর ও ধন, উভয়ের সেবায় থাকা তোমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।’

❖ চতুর্থ শতাব্দীর উপদেশাবলি (উপদেশ ৪৮:১-৬)

খাঁটি ঈশ্বরবিশ্বাস

নিজ শিষ্যদের খাঁটি বিশ্বাসে চালিত করার উদ্দেশ্যে যিশু সুসমাচারে বললেন, *সামান্য ব্যাপারে যে বিশ্বস্ত, সে বড় ব্যাপারেও বিশ্বস্ত; আর সামান্য ব্যাপারে যে অসৎ, সে বড় ব্যাপারেও অসৎ* (লুক ১৬:১০)। সামান্য ব্যাপারটা কী, ও বড় ব্যাপারটা কী?

সামান্য ব্যাপারটা হল এসংসারের সেই সবকিছু যা তিনি নিজ বিশ্বাসীকে দেবেন বলে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন, যথা খাদ্য, পোশাক ও বাকি সবকিছু যা দেহের স্বস্তির জন্য প্রয়োজন; কিংবা স্বাস্থ্য ও এপ্রকার সমস্ত কিছু। এবিষয়ে তিনি উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন যে, এ নিয়ে চিন্তিত হওয়া দরকার নেই, কিন্তু তাঁর উপরে আস্থা রেখে প্রত্যাশা করতে হবে, কারণ যারা তাঁর আশ্রয় নেয়, ঈশ্বর নিজে তাদের সুব্যবস্থা করে যাবেন।

বড় ব্যাপারটা কিন্তু হল সনাতন ও অক্ষয়শীল যুগের সেই সমস্ত মঙ্গলদান যা তিনি তাদেরই দেবেন বলে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন, যারা তাঁকে বিশ্বাস করে ও সেগুলির অবিরত অন্বেষণ করে তা পাবার জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করে; কেননা তিনি তাই আদেশ করেছিলেন: *তোমরা বরং তাঁর রাজ্যের অন্বেষণ কর, তাহলে ওই সবকিছুও তোমাদের দেওয়া হবে* (লুক ১২:৩১)। তিনি একথা বললেন, আমরা প্রত্যেকেই যেন এ ক্ষুদ্রতম ও নশ্বর বিষয়ে পরীক্ষিত হয়ে দেখাতে পারি, যিনি তা মঞ্জুর করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, আমরা সেই ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি কিনা। তাই আমরা এবিষয়গুলি নিয়ে যেন তত চিন্তিত না হই, বরং ভাবী ও শাশ্বত বিষয়গুলির প্রতিই যত্নশীল হই।

আর যখন মানুষ উপরোল্লিখিত কথা গভীর ভাবে বিশ্বাস করে, তখনই স্পষ্ট হবে সে অনশ্বর মঙ্গলদানে বিশ্বাসী ও সেগুলির সত্যকার অন্বেষী। যে কেউ সত্যবাণী অনুধাবন করে, তাকে নিজেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হবে কিংবা আধ্যাত্মিক গুরুদের দ্বারা এবিষয়ে যাচাইকৃত হতে হবে, কোন্ কারণে সে ঈশ্বরে বিশ্বাস রেখেছে ও তাঁর হাতে নিজেকে সঁপে দিয়েছে—সে কি তাঁর বাণী অনুসারেই না ধর্মময়তা ও বিশ্বাস বিষয়ে নিজেরই ধারণা অনুসারে বিশ্বাস করে? ইচ্ছা করলে যে কেউই পরীক্ষিত ও যাচাইকৃত হতে পারে, সে ক্ষুদ্রতম ও অনিত্য বিষয়ে বিশ্বস্ত কিনা; শর্ত এ: তুমি স্বর্গরাজ্যের যোগ্য বলে গণ্য হয়েছ, তুমি ঈশ্বরের সন্তান, ঊর্ধ্ব থেকে নবজাত, খ্রিস্টের সহউত্তরাধিকারী, তুমি সর্বযুগ ধরে তাঁর সঙ্গে রাজত্ব করবে ও ঠিক ঈশ্বরের মত চিরকাল ধরে সেই রহস্যময় আলোতে ঐশআনন্দ ভোগ করবে—এই সমস্ত তুমি কি বিশ্বাস কর? এতে তুমি উত্তরে বলবে, নিশ্চয়, যেহেতু এ কারণেই আমি সংসার ত্যাগ করেছি ও প্রভুর হাতে নিজেকে সঁপে দিয়েছি।

তাই নিজেকে পরীক্ষা করে দেখ, পার্থিব ভাবনা বা খাদ্য ও পোশাক নিয়ে বহু দুশ্চিন্তা, কিংবা এমন কোন ব্যাপার ও আকর্ষণ তোমাকে আঁকড়িয়ে থাকে কিনা, যা কেবল তোমাকে নিজেকে নিয়েই কেন্দ্রীভূত করে ঠিক যেন কেবল নিজের উপর নির্ভর করেই তুমি সবকিছু করতে সক্ষম ও কেবল নিজ শক্তি অবলম্বন করেই যত দায়িত্ব পালন করতে সমর্থ!

কেননা তুমি যদি সনাতন, শাশ্বত, অপরিবর্তনশীল ও হিংসাবিহীন মঙ্গলদান পাবে বলে বিশ্বাস কর, তাহলে মহত্তর কারণে তোমাকে বিশ্বাস করতে হবে যে, ঈশ্বর তোমাকে সেই নশ্বর ও পার্থিব মঙ্গলদানগুলিও দান করবেন, যা দুর্জনদের, পশু ও পাখিদেরও দান করে থাকেন। এবিষয় প্রভু স্পষ্ট শিক্ষা দিয়েছিলেন।

সুতরাং, তুমি যে এসংসারে নিজেকে প্রবাসী করেছ, তোমার পক্ষে এই সংসারের সকল মানুষের চেয়ে অসাধারণ ও অতিবিষিষ্ট বিশ্বাস লাভ করা, ও তীক্ষ্ণ উপলব্ধি ও নিখুঁত জীবনধারণ অর্জন করা একান্ত প্রয়োজন।

২৬শ রবিবার

ক বর্ষ - মথি ২১:২৮-৩২

> সেসময় যিশু প্রধান যাজকদের ও জনগণের প্রাচীনবর্গকে বললেন, 'আপনারা এ ব্যাপারে কী মনে করেন? একজন লোকের দু'টি ছেলে ছিল; তিনি প্রথমজনকে গিয়ে বললেন, বৎস, যাও, আজ আঙুরখেতে কাজ কর। সে উত্তর দিল, আমার ইচ্ছা নেই; কিন্তু শেষে অনুশোচনা করে গেল। পরে তিনি দ্বিতীয়জনকে গিয়ে একই কথা বললেন; সে উত্তর দিল, প্রভু, আমি যাচ্ছি, কিন্তু গেল না। সেই দু'জনের মধ্যে কে পিতার ইচ্ছা পালন করল?' তাঁরা বললেন, 'প্রথমজন।' যিশু তাঁদের বললেন, 'আমি আপনাদের সত্যি বলছি, কর-আদায়কারীরা ও বেশ্যারা আপনাদের আগে আগেই ঈশ্বরের রাজ্যের দিকে চলছে; কেননা যোহন ধর্মময়তার পথে আপনাদের কাছে এসেছিলেন, কিন্তু আপনারা তাঁকে বিশ্বাস করলেন না; অথচ কর-আদায়কারীরা ও বেশ্যারা তাঁকে বিশ্বাস করল। আর তা দেখা সত্ত্বেও আপনারা এমন অনুশোচনা করলেন না যাতে তাঁকে বিশ্বাস করেন।'

❖ আলেক্সান্দ্রিয়ার ক্লেমেণ্ট-লিখিত 'কোন্ ধনী পরিত্রাণ পাবে?' (৩৯-৪০)

একই অপরাধে পতিত না হওয়া,

এ তো প্রকৃত তপস্যা

যে কেউ সমস্ত অন্তর দিয়ে ঈশ্বরের উদ্দেশে মন ফেরায়, তার জন্য দরজা উন্মুক্ত, ও পিতা মনের আনন্দে সন্তানকে গ্রহণ করেন—কিন্তু সন্তানের প্রকৃত অনুতাপ চাই। যাতে প্রকৃত তপস্যা ঘটে, একই অপরাধে পতিত না হওয়া যথেষ্ট নয়, বরং তখনই প্রকৃত তপস্যা ঘটে, যখন আমরা আত্মা থেকে সেই সমস্ত পাপ উচ্ছেদ করি যেগুলোর জন্য আমরা মৃত্যুদণ্ডের যোগ্য বলে নিজেদের স্বীকার করি। সেই সমস্ত পাপ বাতিল করলে তবেই ঈশ্বর তোমার সঙ্গে আবার বসবাস করবেন; কেননা খ্রিষ্ট একথা বলেন যে, পাপী মনপরিবর্তন করে তপস্যা করলে, তা স্বর্গে পিতা ও দূতদের জন্য গভীরতম ও

অতুলনীয় আনন্দ। এজন্য তিনি ঘোষণা করেন, *আমি বলিদানে নয়, প্রেমেই প্রীত* (হো ৬:৬); *আমি দুর্জনের মৃত্যুতে প্রীত নই, আমি বরং চাই, দুরাচার ছেড়ে সে যেন বাঁচে* (এজে ৩৩:১১); *সিঁদুরে-লাল হলেও তোমাদের পাপ তুষারের মত শুভ্র হয়ে উঠবে; টকটকে লাল হলেও হয়ে উঠবে পশমের মত* (ইশা ১:১৮)।

পাপ মুছে দেওয়া ও দোষ আরোপ না করা কেবল ঈশ্বরেরই অধিকার, কারণ তিনি আমাদেরও এ আদেশ দিয়েছেন আমরা যেন প্রত্যেক দিন অনুতপ্ত ভাইকে ক্ষমা করি।

আর খারাপ হয়েও আমরা যখন মঙ্গলকর কিছু করতে পারি, তখন যিনি দয়াদানকারী পিতা, তিনি আর কতই না মঙ্গলময় হবেন। যাঁর কাছ থেকে সমস্ত সান্ত্বনা উদ্গত, যিনি দয়ায় ও প্রসন্নতায় পূর্ণ, তিনি যারা মনপরিবর্তন করে তাদের জন্য অপেক্ষা করতে করতে বহু ধৈর্য দেখাতে পারেন।

প্রকৃত মনপরিবর্তন তখনই ঘটে, যখন অতীত বিষয়ের দিকে আর তাকাই না, যখন দৃঢ়তার সঙ্গে বলি, আর পাপ নয়। তাই ঈশ্বর অতীত জীবনের পাপ ক্ষমা করেন; কিন্তু পুনরায় পাপে পতিত না হওয়ার জন্য প্রত্যেকে নিজের কাছেই দায়ী। আর অনুতাপের প্রকৃত মনোভাব এরূপ: আমরা কৃত পাপগুলোর জন্য দুঃখভোগ করব ও অবিরতই প্রার্থনা করব পিতা যেন সেগুলোর স্মৃতি মুছে দেন: কেবল তিনিই নিজের দয়ায় অতীত কিছু মুছে দিতে পারেন ঠিক যেন তা কখনও ঘটেনি; আবার কেবল তিনিই পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ দ্বারা অতীত জীবনের অমঙ্গল মুছে দিতে পারেন।

হে চোর, তুমি কি চাও তোমার অপরাধ মুছে দেওয়া হোক? আর চুরি নয়! যা চুরি করেছ, তা ফিরিয়ে দাও, আর তার উপরে বাড়তি কিছুও দাও। হে মিথ্যাসাক্ষী, সত্যবাদী হতে শেখ! তুমি যে শপথ ভঙ্গ করে থাক, আর শপথ নয়! তাছাড়া অন্য যত অন্যায় প্রবণতা ও রিপুও ছিন্নভিন্ন কর।

যে বিশৃঙ্খল ভাবাবেগ ইতিমধ্যে বৃদ্ধি পেয়েছে, সেগুলোকে একপলকেই উচ্ছেদ করা হয়তো সম্ভবপর নয়; কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহ, অন্যদের প্রার্থনা ও ভাইবোনদের সহায়তার সঙ্গে প্রকৃত তপস্যা ও অবিরত বাণীধ্যানও মিলিত করলে মানুষ এতেও কৃতকার্য হতে পারে।

খ বর্ষ - মার্ক ৯:৩৮-৪৩, ৪৫, ৪৭-৪৮

সেসময় যোহন যিশুকে বললেন, ‘গুরু, আমরা একজনকে আপনার নামে অপদূত তাড়াতে দেখেছিলাম, আর তাকে বারণ করতে চেষ্টা করেছিলাম, কারণ সে আমাদের অনুগামী নয়।’ কিন্তু যিশু বললেন, ‘তাকে বারণ করো না, কারণ এমন কেউ নেই যে আমার নামে একটা পরাক্রম-কর্ম সাধন করে সহজে আমার নিন্দা করতে পারে। যে আমাদের বিপক্ষে নয়, সে আমাদের সপক্ষে। বাস্তবিকই যে কেউ তোমাদের খ্রিষ্টের লোক বলে এক ঘটি জল খেতে দেয়, আমি তোমাদের সত্যি বলছি, সে কোনমতে নিজের মজুরি থেকে বঞ্চিত হবে না।

আর এই যে ক্ষুদ্রজনেরা বিশ্বাস করে, যে কেউ তাদের একজনেরও পতনের কারণ হয়, তার গলায় জাঁতাকলের বড় পাথর বেঁধে তাকে সমুদ্রে ফেলে দেওয়াই বরং তার পক্ষে ভাল। তোমার হাত যদি তোমার পতনের কারণ হয়, তবে তা কেটে ফেল; দু’টো হাত নিয়ে জাহান্নামে, সেই অনির্বাণ আগুনে যাওয়ার চেয়ে নুলো হয়ে জীবনে প্রবেশ করাই বরং তোমার পক্ষে ভাল। আর তোমার পা যদি তোমার পতনের কারণ হয়, তবে তা কেটে ফেল; দু’টো পা নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়ার চেয়ে খোঁড়া হয়ে জীবনে প্রবেশ করাই বরং তোমার পক্ষে ভাল। আর তোমার চোখ যদি তোমার পতনের কারণ হয়, তবে তা উপড়ে ফেল; দু’টো চোখ নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়ার চেয়ে এক চোখ নিয়ে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করাই বরং তোমার পক্ষে ভাল: সেই জাহান্নামে তাদের কীট মরে না, আর আগুনও কখনও নেভে না।’

❖ সাধু ভিক্টর গির্জার সভ্য রিচার্ড-লিখিত ‘উদ্দীপ্ত ভালবাসার চার ধাপ’ (৪২-৪৫)

প্রিয়তম সন্তানদের মত তোমরা ঈশ্বরের অনুকারী হও

এক ব্যক্তির প্রাণ যখন ঈশ্বরপ্রেমের আগুনে এমনভাবে নিঃশেষিত হয়ে গলানো মোমের মত নরম হয়েছে, তখন যে সিদ্ধ ঈশ্বরপ্রেমের সমরূপ হওয়া মানুষের নিত্য কর্তব্য, সেই ঈশ্বর-প্রেম লাভ করার নিয়মস্বরূপ ঈশ্বরের ইচ্ছা ছাড়া, অর্থাৎ *যা কিছু শ্রেয়, যা কিছু ঈশ্বরের গ্রহণীয় ও যা কিছু নিখুঁত* (রো ১২:২), এছাড়া সেই প্রাণের কাছে আর কোন্ সাধনাও উপস্থাপন করা দরকার? গলানো ধাতু ছিদ্র পেলে যেমন সহজে নিম্নের দিকে বেয়ে যায়, তেমনি যে প্রাণ তেমন অবস্থায় রয়েছে, সেই প্রাণ ঈশ্বরের ইচ্ছা

অনুসারে যে কোন বাধ্যতার প্রতি নিজেকে বশীভূত করে ও যে কোন অবমাননার প্রতি নিজেকে স্বেচ্ছায় নত করে।

তেমন অবস্থায় যে প্রাণ, তার কাছে খ্রিষ্টের বিনম্রতার আদর্শ দেখিয়ে বলা হয়: *খ্রিষ্টযিশুতে যে মনোভাব ছিল, তা তোমাদের অন্তরেও যেন থাকে; অবস্থায় ঈশ্বর হয়েও তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর সমতুল্যতাকে আঁকড়ে ধরার বস্তু মনে করলেন না; বরং নিজেকে রিক্ত করলেন ও মৃত্যু পর্যন্ত, এমনকি ক্রুশমৃত্যু পর্যন্ত নিজেকে বাধ্য করলেন* (ফিলি ২:৫-৭, ৮)। আর খ্রিষ্টের বিনম্রতার আদর্শ পালন করা তাদেরই প্রয়োজন, যারা সিদ্ধ ঈশ্বরপ্রেমের পরাকাষ্ঠায় এসে পৌঁছতে ইচ্ছা করে: সেই আদর্শটি এ: *আপন বন্ধুদের জন্য নিজের প্রাণ দেওয়া: এর চেয়ে বেশি ভালবাসা কারও নেই* (যোহন ১৫:১৩); সুতরাং *প্রিয়তম সন্তানদের মত তোমরা ঈশ্বরের অনুকারী হও* (এফে ৫:১), প্রেরিতদূতের এ আবেদন পালন করে যারা আপন বন্ধুদের জন্য নিজের প্রাণ উৎসর্গ করতে পারে, তারাই ভালবাসার শীর্ষস্থান লাভ করেছে ও ঈশ্বরপ্রেমের চতুর্থ ধাপে এসে পৌঁছেছে।

তৃতীয় ধাপে প্রাণ ঈশ্বরে গর্ববোধ করে, কিন্তু চতুর্থ ধাপে ঈশ্বরপ্রেমের খাতিরে নিজেকে নত করে। তৃতীয় ধাপে প্রাণ ঐশগৌরবের জ্যোতির সমরূপ হয়, চতুর্থ ধাপে খ্রিষ্টের বিনম্রতার সমরূপ হয়। তৃতীয় ধাপে প্রাণ একপ্রকারে ঈশ্বরে মরে, চতুর্থ ধাপে একপ্রকারে খ্রিষ্টে পুনরুত্থান করে। সুতরাং যে চতুর্থ ধাপে রয়েছে, সে সত্যিই বলতে পারে: *আমি এখনও জীবিত আছি, কিন্তু সে তো আর আমি নয়, আমার অন্তরে স্বয়ং খ্রিষ্টই জীবনযাপন করেন* (গা ২:২০)। তাই ঠিক যেন এক নতুন সৃষ্টির আবির্ভাব হয়, যা বিষয়ে বলা যেতে পারে: *প্রাক্তন সবকিছু কেটে গেছে, দেখ, সবকিছু নতুন হয়ে উঠেছে* (২ করি ৫:১৭)। তৃতীয় ধাপে যে নিজের কাছে মৃত্যুবরণ করেছে, চতুর্থ ধাপে সে ঠিক যেন মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছে: *তার আর মৃত্যু নেই, তার উপর মৃত্যুর আর কোন কর্তৃত্ব নেই; কারণ সে যে জীবন ভোগ করছে, তাতে ঈশ্বরের উদ্দেশেই সে জীবিত আছে* (রো ৬:৯, ১০)।

তাই এ ধাপে প্রাণ একপ্রকারে অমর ও যন্ত্রণাতীত হয়ে ওঠে। যখন প্রাণ আর মরতে পারে না, তখন তা একইসময়ে কেমন করে মরণশীল হতে পারে? আর যিনি স্বয়ং

জীবন, প্রাণ যখন তাঁরই কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না, তখন তা কেমন করে মরতে পারে? *আমিই পথ, সত্য ও জীবন* (যোহন ১৪:৬), এ বাণী কার, তা আমরা ভালই জানি। তাই তাঁর কাছ থেকে যে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না, সে কেমন করে মরতে পারবে? ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যে দুঃখভোগ করে না, বরং সমস্ত দুর্নাম আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করে নেয় ও নিপীড়িত হলে গর্ব করে ও প্রেরিতদূতের সঙ্গে বলে: *আমার সমস্ত দুর্বলতা নিয়েই সানন্দে গর্ব করব, যেন খ্রিষ্টের পরাক্রম আমার উপর অধিষ্ঠান করতে পারে* (২ করি ১২:৯), তাকে কেমন করে যন্ত্রণাতীত বলা যায় না? হ্যাঁ, যে ব্যক্তি খ্রিষ্টের খাতিরে যন্ত্রণা ও দুর্নামে আনন্দ পায়, সে প্রায় যন্ত্রণাতীত থাকে।

গ বর্ষ - লুক ১৬:১৯-৩১

একদিন যিশু ফরিশীদের বললেন, ‘এক ধনী লোক ছিল, সে দামী রঙিন ক্ষোমের পোশাক পরত, ও প্রতিদিন জাঁকজমকের মধ্যে ভোজসভার আয়োজন করত। তার বাড়ির ফটকের পাশে লাজার নামে এক ভিখারী পড়ে থাকত; তার শরীর ঘায়ে ভরা ছিল, এবং সেই ধনীর টেবিল থেকে খাবারের যে টুকরোগুলো পড়ত, তা খেতে আকাঙ্ক্ষা করত; কুকুরেরা পর্যন্তও এসে তার ঘা চেটে খেত।

একসময় সেই ভিখারী মারা গেল, আর স্বর্গদূতেরা তাকে বয়ে নিয়ে গিয়ে আব্রাহামের কোলে রাখলেন। সেই ধনীও মরল, এবং তাকে কবর দেওয়া হল। পাতালে ভীষণ যন্ত্রণায় আক্রান্ত হয়ে সে চোখ তুলে বহুদূর থেকে আব্রাহামকে ও তাঁর কোলে লাজারকে দেখতে পেল। তাই জোর গলায় বলে উঠল, পিতা আব্রাহাম, আমার প্রতি দয়া করুন, লাজারকে পাঠিয়ে দিন, যেন সে আঙুলের ডগাটুকু জলে ডুবিয়ে আমার জিহ্বা জুড়িয়ে দেয়, কারণ এই আগুনের শিখায় আমি ভীষণ যন্ত্রণা পাচ্ছি। আব্রাহাম বললেন, বৎস, মনে রাখ: তোমার মঙ্গল তুমি জীবনকালেই পেয়েছ, আর লাজার তেমনি অমঙ্গল পেয়েছে; এখন সে এখানে সান্ত্বনা পাচ্ছে, আর তুমি ভীষণ যন্ত্রণায় ভুগছ। তাছাড়া, আমাদের ও তোমাদের মধ্যে বিশাল গহ্বরের ব্যবধান রাখা আছে, তাই যারা এখান থেকে তোমাদের কাছে যেতে চায়, তারা পারে না; আবার ওখান থেকে আমাদের কাছে কেউই পার হয়ে আসতে পারে না।

তখন সে বলল, তবে, পিতা, আমি আপনাকে অনুনয় করি, তাকে আমার পিতার ঘরে পাঠিয়ে দিন, কেননা আমার পাঁচজন ভাই আছে; সে গিয়ে তাদের চেতনা

দিক, যেন তারাও এই যন্ত্রণার জায়গায় না আসে। আব্রাহাম বললেন, তাদের তো মোশি ও নবীরা আছেন: তাঁদেরই কথা তারা শুনুক। তখন সে বলল, তা নয়, পিতা আব্রাহাম, কিন্তু মৃতদের মধ্য থেকে যদি কেউ তাদের কাছে যায়, তাহলেই তারা মনপরিবর্তন করবে। তিনি বললেন, তারা যদি মোশি ও নবীদের কথায় কান না দেয়, তাহলে মৃতদের মধ্য থেকে কেউ পুনরুত্থান করলেও সে তাদের মন জয় করতে পারবে না।'

❖ পুরাতন নিয়ম সম্বন্ধে বিশপ সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি (উপদেশ ৩৩ক:৪)

সদ্‌গুরু খ্রিষ্টের কাছে শিক্ষণীয় বিষয়

সুসমাচারের কথা শোন, ও দু'টো লোকের কথা ভেবে দেখ: *এক ধনী লোক ছিল, সে দামী রঙিন ক্ষোমের পোশাক পরত, ও প্রতিদিন জাঁকজমকের মধ্যে ভোজসভার আয়োজন করত* (লুক ১৬:১৯)। যে লোক দামী রঙিন ক্ষোমের পোশাক পরত ও প্রত্যেকদিন আনন্দ-ফুর্তির সঙ্গে ভোজসভার আয়োজন করত, তেমন লোকের সুখ দেখে তুমি প্রবঞ্চিত হয়ো না। সে ছিল গর্বিত ও দুর্জন একটা লোক, তার মন অসারের দিকে ধাবিত ছিল, অসারেরই বাসনা করত। যেদিন তার মৃত্যু হল তার সমস্ত পরিকল্পনাও উড়ে গেল। *তার বাড়ির ফটকের পাশে লাজার নামে এক ভিখারী পড়ে থাকত* (লুক ১৬:২০)। সুসমাচার ধনীর নাম বলে না, কিন্তু ভিখারীর নাম বলে: সকলের কাছে যে পরিচিত ছিল, ঈশ্বর তার নাম উচ্চারণ করেননি, তারই নাম উচ্চারণ করলেন যে অপরিচিত ছিল। এতে বিস্মিত হয়ো না, কেননা ঈশ্বর সেই নাম উচ্চারণ করলেন, যা তাঁর খাতায় লেখা ছিল। বস্তুত দুর্জনদের বিষয়ে লেখা রয়েছে: *জীবনগ্রন্থ থেকে মুছে ফেলা হোক ওদের নাম, ধার্মিকদের সঙ্গে ওরা তালিকাভুক্ত যেন না হয়* (সাম ৬৯:২৯)। প্রভুর নামে অপদূতেরা তাঁদের বশীভূত ছিল বলে প্রেরিতদূতেরা যখন ঠিক যেন মহাকর্মের সাধক বা অসাধারণ শক্তির অধিকারী বলে গর্ব করছিলেন, তখন তাঁরা যেন অন্যদের মত গর্বে স্ফীত না হন এজন্য খ্রিষ্ট বলেছিলেন, অপদূতেরা যে *তোমাদের বশীভূত হয়, এতে আনন্দ করো না, এতেই বরং আনন্দ কর যে, তোমাদের নাম স্বর্গে লেখা আছে* (লুক ১০:২০)।

তাই স্বর্গ যাঁর আবাস, ধনী লোকের নাম স্বর্গে পাননি বিধায় সেই ঈশ্বর তার নাম উচ্চারণ করেননি, আর যার নাম পেলেন, এমনকি যার নাম স্বর্গে লিপিবদ্ধ করতে আদেশ করলেন, তিনি সেই ভিখারীর নাম উচ্চারণ করলেন।

এখন কিন্তু সেই ভিখারীর কথা ধরি। এতক্ষণে আমরা সেই ধনী লোকের ভাবের কথা বলে এসেছি, যে ধনী বেগুনে কাপড় ও সূক্ষ্ম পোশাক পরত ও প্রত্যেকদিন ঘটা করে ভোজের আয়োজন করত: আমরা দেখেছি, যেদিন সে মারা গেল, তার সমস্ত ভাবও উড়ে গেল। সেই ভিখারী লাজার কিন্তু তার ফটকের পাশে পড়ে থাকত: *তার শরীর ঘায়ে ভরা ছিল, এবং সেই ধনীর টেবিল থেকে খাবারের যে টুকরোগুলো পড়ত, তা খেতে আকাঙ্ক্ষা করত; কুকুরেরা পর্যন্তও এসে তার ঘা চেটে খেত* (লুক ১৬:২০-২১)।

হে খ্রিষ্টভক্ত, আমি এ অবস্থায়ই তোমাকে দেখতে চাই, কারণ সেই দু'জনের পরিণতির কথাও উল্লিখিত। এ জীবনকালে ঈশ্বর খ্রিষ্টভক্তকে সুস্বাস্থ্যও দিতে পারেন, আবার দরিদ্রতাও দিতে পারেন, আবার প্রয়োজনীয় সব কিছু থেকেও তাকে বঞ্চিত করতে পারেন। তেমনটি না ঘটলেও তুমি কিন্তু কী বেছে নিতে? সেই ধনী না সেই ভিখারীর মত হতে বেছে নিতে? নিজেকে প্রবঞ্চিত হতে দিয়ো না: আগে গল্পের সমাপ্তি শোন, তবে বুঝবে কী বেছে নিলে ভুল হবে। কোন সন্দেহ নেই, ধার্মিক হওয়ায় সেই ভিখারী পার্থিব সঙ্কটের মধ্যে থেকে এজীবনের সমাপ্তির আকাঙ্ক্ষা করছিল যেন অনন্ত বিশ্রাম পেতে পারে।

দু'জনেরই মৃত্যু হল, কিন্তু মৃত্যুর দিনে ভিখারীর আকাঙ্ক্ষা উড়ে যায়নি, আর আসলে স্বর্গদূতেরা তাকে নিয়ে আব্রাহামের কোলে বসালেন, আর সেদিন তার সমস্ত আকাঙ্ক্ষা সিদ্ধিলাভ করল। *তার প্রাণবায়ু বের হলে সে যখন ফিরে যায় মাটির বুকে, তখন তার সমস্ত প্রকল্প বিলুপ্ত হয় না, কারণ তার পরমেশ্বর প্রভুর উপরেই স্থাপিত তার আশা* (সাম ১৪৬:৪, ৫)।

সদ্‌গুরু খ্রিস্টের কাছে মানুষ এ শিক্ষা পায়, ভক্তপ্রাণ এ-ই প্রত্যাশা করে, এ হল ত্রাণকর্তার সুনিশ্চিত পুরস্কার।

২৭শ রবিবার

ক বর্ষ - মথি ২১:৩৩-৪৩

সেসময় যিশু প্রধান যাজকদের ও জনগণের প্রাচীনবর্গকে বললেন, ‘আর একটা উপমা-কাহিনী শুনুন: একজন গৃহস্বামী ছিলেন, তিনি আঙুরখেত করে তার চারদিকে বেড়া দিলেন, তার মধ্যে আঙুর পেষাইয়ের জন্য গর্ত কেটে নিলেন ও একটা উচ্চ ঘরও গাঁথলেন; পরে তা কৃষকদের কাছে ইজারা দিয়ে অন্য দেশে চলে গেলেন। ফসল-সংগ্রহের সময় এলে তিনি নিজের অংশ সংগ্রহ করতে কৃষকদের কাছে নিজের কর্মচারীদের প্রেরণ করলেন। কিন্তু কৃষকেরা তাঁর কর্মচারীদের ধরে একজনকে মারধর করল, আর একজনকে হত্যা করল, আর একজনকে পাথর মারল। আবার তিনি আগের চেয়ে আরও বহু কর্মচারী প্রেরণ করলেন; কিন্তু তাদের প্রতিও তারা সেইমত ব্যবহার করল। পরিশেষে তিনি নিজের পুত্রকে তাঁদের কাছে প্রেরণ করলেন; ভাবছিলেন, তারা আমার পুত্রকে সম্মান দেখাবে। কিন্তু সেই কৃষকেরা পুত্রকে দেখে নিজেদের মধ্যে বলল, এ উত্তরাধিকারী; এসো, আমরা একে হত্যা করে এর উত্তরাধিকার হাতিয়ে নিই। তাই তারা তাঁকে ধরে আঙুরখেতের বাইরে ফেলে দিল ও হত্যা করল। আচ্ছা, আঙুরখেতের প্রভু যখন আসবেন, তখন সেই কৃষকদের কি করবেন?’ তাঁরা তাঁকে বললেন, ‘সেই ধূর্তদের শোচনীয় মৃত্যু ঘটাবেন, এবং সেই খেত এমন অন্য কৃষকদের কাছে ইজারা দেবেন, যারা ফলের সময়ে তাঁকে ফল দেবে।’ যিশু তাঁদের বললেন, ‘আপনারা কি শাস্ত্রে একথা কখনও পড়েননি,

গৃহনির্মাতারা যে প্রস্তরটি প্রত্যাখ্যান করল,
তা তো হয়ে উঠেছে সংযোগপ্রস্তর;
এ কাজ স্বয়ং প্রভুরই কাজ,
আমাদের দৃষ্টিতে তা আশ্চর্যময়!

এজন্য আমি আপনাদের বলছি, আপনাদের কাছ থেকে ঈশ্বরের রাজ্য কেড়ে নেওয়া হবে, এবং এমন এক জাতিকে দেওয়া হবে, যে জাতি তা ফলপ্রসূ করবে।’

❖ ইশাইয়ার পুস্তকে আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা (৪র্থ পুস্তক ৪)

পিতার ব্যক্ত বিচার

আমাদের দশা ধারণ করা ও মানব হীনাবস্থায় নিজেকে নত করা বাণীর পক্ষে কষ্টকর ছিল; অথচ তিনি বলেন: আমার বিচার প্রভুর কাছে, ও আমার কষ্ট আমার ঈশ্বরের সম্মুখে। তাদের পরিত্রাণের জন্য আমি কী কষ্ট বহন করেছি, তা পিতা জানেন, সেজন্য তিনি বিচারও ব্যক্ত করলেন।

তুমি কি পিতার বিচার দেখতে ও মানুষের উপরে জারীকৃত রায় শুনতে চাও? তাহলে ত্রাণকর্তাকে শোন, তিনি তো ইহুদীদের প্রধানদের একথা বলেন, *একজন গৃহস্বামী ছিলেন, তিনি আঙুরখেত করে তার চারদিকে বেড়া দিলেন, তার মধ্যে আঙুর পেষাইয়ের জন্য গর্ত কেটে নিলেন ও একটা উচ্চ ঘরও গাঁথলেন; পরে তা কৃষকদের কাছে ইজারা দিয়ে চলে গেলেন* (মথি ২১:৩৩)।

সময় হলে তিনি ফল সংগ্রহ করতে নিজ দাসদের পাঠালে তাদের সকলের প্রতি দুর্ব্যবহার করা হল। শেষে তিনি যখন পুত্রকে প্রেরণ করলেন, তখন তারা দূর থেকে তাঁকে দেখে নিজেদের মধ্যে বলল, *এ উত্তরাধিকারী; এসো, আমরা একে হত্যা করে এর উত্তরাধিকার হাতিয়ে নিই* (মথি ২১:৩৮)। আর তারা সত্যিই তাঁকে হত্যা করল।

উপমা-কাহিনী বর্ণনা শেষ করে প্রভু বলে চলেন, *আঙুরখেতের প্রভু যখন আসবেন, তখন সেই কৃষকদের কি করবেন?* (মথি ২১:৪০)। তাঁরা তাঁকে বললেন, *সেই ধূর্তদের শোচনীয় মৃত্যু ঘটাবেন, এবং সেই খেত এমন অন্য কৃষকদের কাছে ইজারা দেবেন, যারা ফলের সময়ে তাঁকে ফল দেবে* (মথি ২১:৪১)। তখন খ্রিষ্ট বলে চললেন, *এজন্য আমি আপনাদের বলছি, আপনাদের কাছ থেকে ঈশ্বরের রাজ্য কেড়ে নেওয়া হবে, এবং এমন এক জাতিকে দেওয়া হবে, যে জাতি তা ফলপ্রসূ করবে* (মথি ২১:৪৩)। আর তেমনটি ঘটল, কারণ আঙুরখেতের অন্য রক্ষক ও প্রজ্ঞাবান কৃষক নিযুক্ত হলেন, তথা প্রভুর শিষ্যেরা। তাঁদের সেবাকালে মেঘপুঞ্জ জল দিল, যদিও মেঘপুঞ্জকে ইহুদীদের আঙুরখেত জলসিক্ত না করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। তাঁদের সঙ্গে খ্রিষ্ট কাঁটা নয়, আঙুরফলই সংগ্রহ করলেন; এজন্য আমাদের একথা বলতে শেখানো হয়েছে, যখন প্রভু

নিজ মঙ্গল দান করবেন, তখন আমাদের ভূমি দান করবে তার নিজের ফল (সাম ৮৫:১৩)।

কেউ এ কথাও বলতে পারবে যে, পিতার চোখের সামনে পুত্রের কষ্ট উপস্থিত ছিল, ফলে তিনি ন্যায্য রায় জারি করলেন। তুমি আমার সঙ্গে ব্যাপারটার যুক্তি লক্ষ কর, ও সেই ব্যবস্থাই বিচার-বিবেচনা কর যা প্রজ্ঞাপূর্ণ পল একথায় ব্যক্ত করেন: *খ্রিষ্ট অবস্থায় ঈশ্বর হয়েও ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর সমতুল্যতাকে আঁকড়ে ধরার বস্তু মনে করলেন না; বরং মৃত্যু পর্যন্ত, এমনকি ক্রুশমৃত্যু পর্যন্ত* পিতার কাছে বাধ্য হয়ে নিজেকে অবনমিত করলেন; *এজন্য ঈশ্বর তাঁকে উন্নীত করলেন এবং তাঁকে দিলেন সেই নাম, সকল নামের চেয়ে শ্রেষ্ঠ যে নাম, যেন যিশু-নামে প্রতিটি জানু আনত হয়* (ফিলি ২:৬, ৮-১০)। কেননা বাণী ছিলেন ঈশ্বর ও এখনও তিনি ঈশ্বর, কিন্তু মানুষ বলে অভিহিত হওয়ার পর, অর্থাৎ প্রকৃত মানুষ হওয়ার পর তিনি সশরীরে নিজ গৌরবে আরোহণ করলেন। তিনি বাস্তবিকই ঈশ্বর বলে স্বীকৃত হলেন, ও তাঁর কষ্টও বৃথা হয়নি, কেননা এ ব্যবস্থা তাঁর এমন গৌরবলাভেই সিদ্ধি লাভ করার কথা ছিল, যাতে তিনি নিজেকে অদ্ভুত ও অজানা এক ব্যক্তি করেন এমন নয়, বরং বিশ্বজগতের ত্রাণকর্তা ও মুক্তিসাধক রূপেই নিজেকে ঘোষণা করেন। তেমন কথা প্রকাশিত হলে এমনটি ঘটল যে, আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী ও পাতালও তাঁর সম্মুখে প্রণতি জানাল।

খ বর্ষ - মার্ক ১০:২-১৬

একদিন কয়েকজন ফরিশীরা কাছে এসে যিশুকে যাচাই করার জন্য জিজ্ঞাসা করলেন, ‘পুরুষের পক্ষে কি স্ত্রীকে ত্যাগ করা বিধেয়?’ তিনি এই বলে তাঁদের উত্তর দিলেন, ‘মোশি আপনাদের কী আদেশ দিয়েছেন?’ তাঁরা বললেন, ‘মোশি ত্যাগপত্র লিখতে ও নিজ স্ত্রীকে ত্যাগ করতে অনুমতি দিয়েছেন।’ যিশু তাঁদের বললেন, ‘আপনাদের হৃদয় কঠিন ছিল বলেই তিনি এই বিধি লিখেছিলেন, কিন্তু সৃষ্টির আদি থেকে ঈশ্বর পুরুষ ও নারী করে তাদের গড়লেন, এই কারণে মানুষ পিতা ও মাতাকে ত্যাগ করে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হবে, এবং সেই দু’জন একদেহ হবে; সুতরাং তারা আর দু’জন নয়, কিন্তু একদেহ। অতএব ঈশ্বর যা সংযুক্ত করেছেন, মানুষ তা যেন বিযুক্ত না করে।’ পরে শিষ্যেরা বাড়িতে আবার

সেই বিষয়ে তাঁর কাছে নানা প্রশ্ন রাখলেন। তিনি তাঁদের বললেন, ‘যে কেউ নিজের স্ত্রীকে ত্যাগ করে অন্য একজনকে বিবাহ করে, সে তার বিরুদ্ধে ব্যভিচার করে; এবং কোন স্ত্রীলোক যদি নিজের স্বামীকে ত্যাগ করে অন্য একজনকে বিবাহ করে, সেও ব্যভিচার করে।’

তখন কয়েকটি শিশুকে তাঁর কাছে আনা হল, যেন তিনি তাদের স্পর্শ করেন। শিষ্যেরা তাদের ভর্ৎসনা করছিলেন, কিন্তু যিশু তা দেখে অসন্তুষ্ট হলেন, ও তাঁদের বললেন, ‘শিশুদের আমার কাছে আসতে দাও, তাদের বাধা দিয়ো না, কেননা যারা এদের মত, ঈশ্বরের রাজ্য তাদেরই। আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যে কেউ শিশুরই মত ঈশ্বরের রাজ্য গ্রহণ না করে, সে তার মধ্যে কখনও প্রবেশ করতে পারবে না।’ আর তিনি তাদের কোলে তুললেন, তাদের উপর হাত রাখলেন ও আশীর্বাদ করলেন।

❖ নাজিয়াঞ্জুসের বিশপ সাধু গ্রেগরির উপদেশাবলি (উপদেশ ৩৭:৫-৭)

এ রহস্য মহান!

কয়েকজন ফরিশী কাছে এসে তাঁকে যাচাই করার জন্য জিজ্ঞাসা করলেন, মানুষের পক্ষে কি যে কোন কারণেই স্ত্রীকে ত্যাগ করা বিধেয়? (মথি ১৯:৩)। ফরিশীরা তাঁকে আবার যাচাই করে—যারা বিধান পাঠ করে থাকে, তারা আবার বিধান বোঝে না; যারা নিজেদের বিধানের ব্যাখ্যাতা বলে, তাদের আবার অন্য শিক্ষকের প্রয়োজন আছে। সাদ্দুকীরা পুনরুত্থান বিষয়ে, বিধানপণ্ডিতেরা বিধানের সিদ্ধি বিষয়ে, হেরোদপন্থীরা কর বিষয়ে ও অন্যরা অধিকার বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করেছিল—এ কি যথেষ্ট ছিল না? মনে হচ্ছে, না: যিনি পরীক্ষাধীন নন, যিনি বিবাহ-ব্যবস্থার স্রষ্টা ও গোটা মানবজাতির আদিকারণ, কেউ বিবাহ বিষয়েও তাঁকে যাচাই করে!

আর তিনি এই উত্তর দিলেন, *আপনারা কি একথা পড়েননি যে, স্রষ্টা আদিতে পুরুষ ও নারী করে তাদের গড়লেন?* (মথি ১৯:৪)। আমি মনে করি, তোমরা যে জিজ্ঞাস্য বিষয় জিজ্ঞাসা করছ, তা দাম্পত্য-শুচিতার গৌরব ও মর্যাদা লক্ষ করে ও মানবতাপূর্ণ ও ন্যায্য উত্তর প্রত্যাশা করে। আর আমি দেখতে পাচ্ছি, এবিষয়ে অনেকের ধারণা তত পরিষ্কার নয়, ও তাদের বিধান অন্যায্য ও যুক্তিহীন। বস্তুতপক্ষে কোন্ কারণে তারা স্বামীকে স্বাধীন রাখায় তার প্রতি যথেষ্ট দয়া দেখাত, কিন্তু শাস্তি দেওয়ায় স্ত্রীকে

অত্যাচার করত? এক নারী বাসর কলুষিত করার কথা ভাবলেই তার ব্যভিচারের জন্য সে প্রায়শ্চিত্ত করতে বাধ্য ছিল ও বিধানের অধিক কঠোর শাস্তি ভোগ করতে দণ্ডিত ছিল, কিন্তু ব্যভিচার করায় স্ত্রীর প্রতি প্রতিশ্রুত বিশ্বস্ততা লঙ্ঘন করলে স্বামী কোন দণ্ডের অধীন ছিল না কেন? তেমন বিধিতে আমার কোন সমর্থন নেই, তেমন প্রথা আমার কাছে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য।

যারা এ বিধি জারি করেছিল তারা পুরুষ ছিল, ফলে বিধি স্ত্রীর বিপক্ষে গেল, আর তারা সন্তানদের পিতৃ-অধিকারের অধীন করায় নারী সমাজ অজ্ঞ ও অবহেলিত হয়ে পড়ল। তোমরা কি বিধির ন্যায্য সাম্য দেখতে পেয়েছ? নর-নারীর স্রষ্টা এক, দু'জনে এক মাটির ধুলা, একই প্রতিমূর্তি; আবার, বিধান এক, মৃত্যু এক, পুনরুত্থান এক; আবার, আমরা সকলে একইভাবে নর-নারীর ফল, পিতা-মাতার প্রতি সন্তানদের কর্তব্য এক ও সমান।

তাই তুমি নিজে যে বিশ্বস্ততা রক্ষা কর না, পরের কাছে তা দাবি কর কেন? তুমি যা দাও না, তা গ্রহণ করার অধিকার চাও কেন? যে ব্যক্তি তোমার মত সম্মানের অধিকারী, কেমন করে তার বেলায় আলাদা বিধি জারি করতে পার? অপরাধের কথা ধরলে তবে নারীই পাপ করেছিলেন, কিন্তু আদমও একই পাপ করলেন: অপরাধের দিকে তাঁদের ঠেলা দেওয়ার জন্য সাপটা দু'জনকেই প্রবঞ্চনা করেছিল। এমনটি ঘটেনি যে, প্রলোভনের সামনে নারী দুর্বল হলেন, পুরুষ কিন্তু বীর্য দেখালেন।

তুমি কি পরিত্রাণ-পরিকল্পনার কথাও ধরতে চাও? নিজ যন্ত্রণাভোগে খ্রিষ্ট দু'জনকেই ত্রাণ করলেন। তিনি কি পুরুষের জন্যই মাংসধারণ করলেন? হ্যাঁ, কিন্তু নারীরও জন্য। পুরুষের জন্যই কি মৃত্যুবরণ করলেন? হ্যাঁ, কিন্তু নিজ মৃত্যু দ্বারা নারীকেও পরিত্রাণ দান করলেন।

তিনি দাউদের বংশধর বলে ঘোষিত হলেন, তাতে তুমি এ সিদ্ধান্ত নিতে চাও যে, মর্যাদার দিক থেকে পুরুষেরাই প্রাধান্যের অধিকারী। কথাটা জানি, অথচ তিনি একটি কুমারীর গর্ভেই জন্ম নিলেন, তাতে নারীও সেই একই মর্যাদার প্রধান অধিকারিণী। এজন্যই তিনি বলেছিলেন, *সেই দু'জন একদেহ হবে* (মথি ১৯:৫); ফলত যখন একদেহ থাকে, তখন যেন এক মর্যাদাও থাকে।

প্রেরিতদূত পল দৃষ্টান্ত দিয়েও শুচিতা-বিধি বলবৎ করেন। কেমন করে? আবার, কেন? *এই রহস্য মহান, কিন্তু আমি খ্রিষ্ট ও মণ্ডলীর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেই একথা বললাম* (এফে ৫:৩২)। স্বামীতে খ্রিষ্টকে পূজা করা স্ত্রীর পক্ষে উত্তম; কিন্তু স্ত্রীতে মণ্ডলীকে অবজ্ঞা না করা, এও উত্তম। ধন্য পল বলেন, *স্ত্রী যেন স্বামীকে শ্রদ্ধা করে* (এফে ৫:৩৩)—সে খ্রিষ্টকেই যেভাবে ভয় করে; আর পুরুষও যেন স্ত্রীকে সাহায্য করে ও ভালবাসে—খ্রিষ্ট মণ্ডলীকে যেভাবে ভালবাসেন (এফে ৫:২৯)।

গ বর্ষ - লুক ১৭:৫-১০

একদিন প্রেরিতদূতেরা প্রভুকে বললেন, 'আমাদের বিশ্বাস বৃদ্ধি করুন।' প্রভু বললেন, 'একটা সর্ষে-দানার মত বিশ্বাস যদি তোমাদের থাকত, তবে তোমরা এই তুঁত গাছটাকে বলতে পারতে, সমূলে উপড়ে গিয়ে সমুদ্রে নিজেকে বসাও; আর গাছটা তোমাদের কথা মেনে নিত।
তোমাদের মধ্যে এমন ব্যক্তি কে, যার দাস হাল চাষ করে বা মেষ চরিয়ে মাঠ থেকে ঘরে ফিরে এলে সে তাকে বলবে, এসো, এখনই খেতে বস! বরং তাকে কি একথা বলবে না, আমার খাওয়ার ব্যবস্থা কর, এবং কোমর বেঁধে আমার খাবার পরিবেশন কর, তারপর তুমি নিজে খাওয়া-দাওয়া করতে পার। দাস যে তার কথামত কাজ করল, সে কি এজন্য তার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ দেখাবে? তেমনি ভাবে তোমাদের যা করতে আদেশ করা হয়েছে, তা পালন করার পর তোমরাও বল, আমরা অনুপযোগী দাস মাত্র, যা করতে বাধ্য ছিলাম, তা-ই করলাম।'

❖ বিশপ সাধু আগস্তিন-লিখিত 'সামসঙ্গীত-মালায় উপদেশাবলি' (সাম ১৪৭, ৩)

তোমার বিশ্বাস জাগাও:

বিশ্বাসের চোখে অনন্ত জীবন দেখ!

আমরা যদি কেবল এজীবনেই খ্রিষ্টে প্রত্যাশা করে থাকি, তাহলে সকল মানুষের মধ্যে আমরাই সবচেয়ে দুর্ভাগা (১ করি ১৫:১৯)। এর মানে হল যে অন্য এক জীবনও আছে। প্রত্যেকে নিজ বিশ্বাস বিষয়ে খ্রিষ্টকে প্রশ্ন করুক; বিশ্বাস কিন্তু নিদ্রিত অবস্থায়

রয়েছে, ফলে অস্থির: তা কিন্তু স্বাভাবিক, কারণ খ্রিষ্ট নৌকায় নিদ্রাগত। প্রকৃতপক্ষে নৌকায় খ্রিষ্ট ঘুমাচ্ছিলেন, আর নৌকাটা ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্যে জলের উপরে আলোড়িত ছিল; সুতরাং যখন খ্রিষ্ট নিদ্রাগত, তখন হৃদয় অস্থির; কিন্তু তবু খ্রিষ্ট নিত্যই জাগ্রত, তবে তিনি যে নিদ্রাগত এর অর্থ কী? আসলে তোমার বিশ্বাসই নিদ্রাগত। কেন তুমি এখনও সন্দেহের ঝড়ঝঞ্ঝায় আলোড়িত? খ্রিষ্টকে জাগাও, নিজ বিশ্বাস জাগাও: বিশ্বাসের চোখে সেই ভাবী জীবন দেখ, যে ভাবী জীবনের উদ্দেশেই তুমি বিশ্বাস করেছিলে, যার জন্য তাঁর দ্বারা মুদ্রাঙ্কনে চিহ্নিতও হয়েছিলে।

তিনি এজীবন যাপন করলেন যাতে তোমাকে দেখাতে পারেন, তুমি যা ভালবাসছিলে তা কতই না তুচ্ছ ছিল, ও তুমি যা প্রত্যাশা করছিলে না, তা কতই না প্রত্যাশার যোগ্য। অতএব, তুমি যদি বিশ্বাস জাগাও ও চরম বিষয়গুলিতে তথা সেই ভাবী যুগের আনন্দেই চোখ নিবদ্ধ রাখ যা আমরা প্রভুর পুনরাগমনের পরে ও তাঁর বিচারের পরে তখনই ভোগ করব যখন স্বর্গরাজ্য পুণ্যজনদের হাতে তুলে দেওয়া হবে; তুমি যদি তোমার মন সেই জীবন ও সেই শান্তিপূর্ণ কর্মের দিকে আকর্ষণ কর যা সেখানে সাধিত, তবেই, হে প্রিয়জন, আমাদের পরিশ্রম অস্থিরতাযুক্ত হবে না, বরং আমাদের কর্ম অনন্য মাধুর্যে উপচে পড়বে, তাতে বিরক্তিকর কিছু থাকবে না, কোন শ্রান্তি তা নষ্ট করবে না, কোন মেঘ তা অস্থির করবে না। সেসময়ে আমাদের কর্ম কী হবে? ঈশ্বরের প্রশংসাগান: তাঁকে ভালবাসা ও তাঁর প্রশংসাগান করা—ভাল বাসতে বাসতে তাঁর প্রশংসাগান করা ও প্রশংসাগান করতে করতে তাঁকে ভালবাসা। *সুখী তারা, যারা বাস করে তোমার গৃহে, তারা তোমার প্রশংসা নিত্যই করে থাকে* (সাম ৮৪:৫)।

তারা তোমাকে চিরকালের মত ভালবাসবে, এ কারণে ছাড়া কোন্ কারণেই বা তারা সুখী? তোমাকে চিরকালের মত দেখতে পাবে, এ কারণে ছাড়া কোন্ কারণেই বা তারা সুখী? তাই, হে আমার ভাইবোনেরা, ঈশ্বরের দর্শন কেমন অপরূপ দৃশ্য! ভাইবোনেরা, আমরা যদি এ জীবনে এমন নিত্য বাসনা রাখি যেন তাঁর আপন সম্পদ হতে পারি, ও শেষ পর্যন্ত তেমন বাসনায় নিষ্ঠাবান থাকি, তাহলে সেই দর্শন পাব ও আনন্দে পরিপূর্ণ হব। উপরন্তু আমরা সকলে সেই নগরীর বাসিন্দা হব, আর সেই নগরীতে বিপ্লবী বা চঞ্চল কোন ব্যক্তি স্থান পেতে পারবে না।

আর সেই শত্রু যে এখানে আমাদের পথে বাধা দিয়ে থাকে আমরা যেন সেই মাতৃভূমিতে না পৌঁছি, সেখানে সেই শত্রু আর কারও বিঘ্ন ঘটাতে পারে না, কারণ সেখানে প্রবেশ করাও তার নিষেধ! কেননা যখন সে এ বর্তমানকালেও বিশ্বাসীদের হৃদয় থেকে বহিষ্কৃত, তখন কেমন করে জীবিতের নগরী থেকে বহিষ্কৃত হবে না?

ভাইবোনেরা, তোমাদের জিজ্ঞাসা করছি, যখন সেই নগরীর কথা বলা এত আনন্দ যোগায়, তখন সেই নগরীতে বসবাস করা কেমন হবে? সুতরাং এ ভাবী জীবনের জন্য হৃদয় সজ্জিত করা দরকার; যে কেউ সেই জীবনের জন্য হৃদয় সজ্জিত করে, সে এ জীবন সম্পূর্ণরূপে তুচ্ছ করে; আর এ জীবন তুচ্ছ করার ফলে সে গভীর নিশ্চয়তার সঙ্গেই সেই দিনের অপেক্ষা করে থাকবে, যে দিনটি—প্রভুর বাণী অনুসারে—আমরা ভয়ের মধ্যে অপেক্ষা করতে আহূত।

২৮শ রবিবার

ক বর্ষ - মথি ২২:১-১৪

সেসময় যিশু আবার উপমা-কাহিনীর মধ্য দিয়েই প্রধান যাজকদের ও জনগণের প্রাচীনবর্গের কাছে কথা বলতে লাগলেন, তিনি তাঁদের বললেন, 'স্বর্গরাজ্য তেমন এক রাজার সঙ্গে তুলনা করা যায়, যিনি নিজের পুত্রের বিবাহভোজের আয়োজন করলেন। ভোজে নিমন্ত্রিতদের ডাকতে তিনি নিজ দাসদের পাঠালেন, কিন্তু তারা আসতে চাইল না। তিনি আবার অন্য দাসদের এই বলে পাঠিয়ে দিলেন, তোমরা নিমন্ত্রিতদের বল, দেখ, আমার ভোজ প্রস্তুত করেছি: আমার নানা বলদ ও নধর পশুগুলো কাটা হয়েছে, সবই তৈরী; বিবাহভোজে এসো। কিন্তু তারা কোন আগ্রহ না দেখিয়ে কেউ নিজের জমিতে, কেউ বা নিজের ব্যবসায় চলে গেল; আর বাকি সকলে তাঁর দাসদের ধরে অপমান করল ও হত্যা করল।

তখন রাজা ক্রুদ্ধ হলেন, ও সৈন্যদল পাঠিয়ে সেই খুনীদের ধ্বংস করলেন ও তাদের শহর পুড়িয়ে দিলেন। পরে তিনি নিজ দাসদের বললেন, বিবাহভোজ তো তৈরী, কিন্তু ওই নিমন্ত্রিতেরা যোগ্য ছিল না; তাই তোমরা রাস্তার মোড়ে মোড়ে গিয়ে যত লোকের দেখা পাও, সকলকেই বিবাহভোজে ডেকে আন। তাই ওই দাসেরা রাস্তায় রাস্তায় গিয়ে ভাল মন্দ যত লোকের দেখা পেল সকলকেই জড় করে আনল, তাতে বিবাহ-বাড়ি সেই সকল অতিথিতে ভরে গেল। যখন রাজা অতিথিদের সঙ্গে দেখা করতে ভিতরে এলেন, তখন এমন একজনকে লক্ষ করলেন যে বিবাহ-পোশাক পরে ছিল না; তিনি তাকে বললেন, বন্ধু, কেমন করে তুমি বিবাহ-পোশাক ছাড়া এখানে প্রবেশ করেছ? সে কোন উত্তর দিতে পারল না। তখন রাজা নিজের লোকদের এই হুকুম দিলেন, ওর হাত পা বেঁধে বাইরের অন্ধকারে ফেলে দাও: সেখানে হবে কান্না ও দাঁত ঘষাঘষি। বাস্তবিক অনেকেই আহূত, কিন্তু অল্পজনই মনোনীত।'

❖ বিশপ সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি (উপদেশ ৯০:১, ৫, ৬)

ভালবাসাই সেই বিবাহ-পোশাক

রাজপুত্রের বিবাহোৎসবের উপমা-কাহিনী ও সেই বিবাহভোজের কথা সকল ভক্তজনের কাছে জানা; আবার সকল ভক্তজন প্রভুর ভোজের মাহাত্ম্য, ও সেই ভোজ যে ইচ্ছুক সকলের জন্য নিবেদিত, তাও জানে। *যখন রাজা অতিথিদের সঙ্গে দেখা করতে ভিতরে এলেন, তখন এমন একজনকে লক্ষ করলেন যে বিবাহ-পোশাক পরে ছিল না; তিনি তাকে বললেন, বন্ধু, কেমন করে তুমি বিবাহ-পোশাক ছাড়া এখানে প্রবেশ করেছ?* (মথি ২২:১১-১২)।

আসলে ব্যাপারটা কী? এসো, আমার ভাইবোনেরা, ভক্তদের মধ্যে সেই বস্তু খোঁজ করি যা উত্তম ভক্তদের মন্দ ভক্তদের থেকে পৃথক করে: তা হল সেই বিবাহ-পোশাক। আমরা যদি বলি, সেই বিবাহ-পোশাক সাক্রামেন্তগুলোকে লক্ষ করে, তবে তোমরা নিজেরা দেখতে পাচ্ছ যে, সাক্রামেন্তগুলো ভাল মন্দ সকলেরই জন্য সমান। তাহলে সেই বিবাহ-পোশাক কি বাপ্তিস্ম লক্ষ করে? এ সাক্রামেন্ত বিনা কেউই ঈশ্বরের কাছে যেতে পারে না, একথা সন্দেহের অতীত বটে, তবুও যারা তা গ্রহণ করেছে, তারা সকলেই যে ঈশ্বরের কাছে এসে পৌঁছে এমন নয়। সুতরাং আমরা একথা সমর্থন করতে পারি না যে, সেই বিবাহ-পোশাক ঠিকই বাপ্তিস্মটা লক্ষ করে, কারণ আমি তেমন পোশাক ভাল মন্দ সকলেরই সম্পদ বলে দেখি। তাহলে কি যজ্ঞবেদিকে লক্ষ করে? বা বেদি থেকে যা গ্রহণ করি, তা কি লক্ষ করে? না, কারণ আমরা তাও দেখতে পাচ্ছি যে, অনেকে তা গ্রহণ ক'রে নিজেদের দণ্ডই খায় ও পান করে। তবে সেই বিবাহ-পোশাক কীবা হতে পারে? তা কি উপবাস? কিন্তু দুর্জনেরাও উপবাস করে। গির্জায় যাওয়া? দুর্জনেরাও যায়।

তবে সেই বিবাহ-পোশাক কী? দেখ, এই তো বিবাহ-পোশাক: প্রেরিতদূত বলেন, *এই আদেশের শেষ লক্ষ্য হল ভালবাসা, যে ভালবাসা শুদ্ধ হৃদয়, সদ্বিবেক ও অকপট বিশ্বাস থেকে উৎপন্ন* (১ তি ১:৫)। এই তো সেই বিবাহ-পোশাক। সাধারণ ভালবাসা নয়, কেননা প্রায়ই দেখা যায় যে দুর্জনেরাও একে অন্যকে ভালবাসে, তবু তাদের মধ্যে

এমন ভালবাসা নেই *যা শুদ্ধ হৃদয়, সদ্বিবেক ও অকপট বিশ্বাস থেকে উৎপন্ন*। তেমন ভালবাসাই বিবাহ-পোশাক।

প্রেরিতদূত বলেন, *আমি মানুষের ও স্বর্গদূতের ভাষায় কথা বলতে পারলেও আমার যদি ভালবাসা না থাকে, তবে আমি ঢংঢঙানো কাঁসর বা ঝনঝনে করতালমাত্র। আমি নবীয় বাণীর অধিকারী হলেও, ও সমস্ত রহস্য ও সমস্ত ধর্মজ্ঞান উপলব্ধি করতে পারলেও, আমার পর্বত সরিয়ে দেবার মত পূর্ণ বিশ্বাস থাকলেও আমার যদি ভালবাসা না থাকে, তবে আমি কিছুই নই* (১ করি ১৩:১-২)। তিনি বলেন, আমার যদি এসব কিছু থাকে, কিন্তু আমার খ্রিষ্টই না থাকেন, তবে আমি কিছুই নই। তাহলে নবীয় বাণী কি নিষ্প্রয়োজন? নিগূঢ়তত্ত্ব উপলব্ধি করা কি মূল্যহীন? এ সমস্ত কিছু মূল্যবান বটে; কিন্তু আমার যদি এ সমস্ত দান থাকে কিন্তু ভালবাসা না থাকে, তবে আমি কিছুই নই।

কতগুলো না অনুগ্রহদান আছে, সেগুলোর একটিমাত্র না থাকলে যেগুলোর আর কোন মূল্য নেই! আমি যদিও মুক্তহস্তে গরিবদের ভিক্ষা দান করি, রক্তদান পর্যন্ত এমনকি পোড়াবার জন্য দেহদান পর্যন্তই যদিও খ্রিষ্টনাম বিষয়ে সাক্ষ্য দিই, তবু তা বৃথাই হবে, কারণ এসব কিছু গৌরবের খাতিরেও করা যেতে পারে। আর যেহেতু উত্তম কর্ম ভক্তির খাতিরে শুধু নয়, গৌরবের খাতিরেও সাধন করা যেতে পারে, সেজন্য প্রেরিতদূত নিজেই বিষয়টা উত্থাপন করেন; শোন তিনি কী বলেন, *আর আমি আমার সমস্ত সম্পদ ক্ষুধার্তদের মধ্যে বিলিয়ে দিলেও, এবং নিজের দেহকে পোড়াবার জন্যও নিবেদন করলেও আমার যদি ভালবাসা না থাকে, তবে তা আমার কোন উপকারে আসে না* (১ করি ১৩:৩)। এই তো সেই বিবাহ-পোশাক। মন পরীক্ষা কর: তেমন পোশাক তোমাদের থাকলে তবে প্রভুর ভোজে নিশ্চিন্তে থাকবে।

বিবাহ-পোশাক বিবাহ-মর্যাদার উদ্দেশে, অর্থাৎ বর-কনের সম্মানার্থেই গ্রহণ করা হয়। তোমরা তো বরকে জান: বর সেই খ্রিষ্ট। কনেকেও জান: কনে সেই মণ্ডলী। তবে কনেকে সম্মান দেখাও, বরকে সম্মান দেখাও। তাঁদের উত্তমরূপে সম্মান দেখালে তোমরা তাঁদের সন্তান হবে। এর মধ্যে ভালবাসায় অগ্রসর হও: প্রভুকে ভালবাস, এতে নিজেদেরও ভালবাসতে শিখবে; প্রভুকে ভালবাসায় যদি নিজেদেরই ভালবাস, তাহলে নিশ্চয় ভাইদেরও নিজেদের মত ভালবাসবে।

খ বর্ষ - মার্ক ১০:১৭-৩০

একদিন যিশু পথে চলতে উদ্যত হচ্ছেন, সেসময় একজন লোক ছুটে এসে তাঁর সামনে হাঁটু পেতে এই প্রশ্ন রাখল, 'মঙ্গলময় গুরু, অনন্ত জীবনের উত্তরাধিকারী হবার জন্য আমাকে কী করতে হবে?' যিশু তাকে বললেন, 'আমাকে মঙ্গলময় বলছ কেন? একজন ছাড়া আর মঙ্গলময় কেউ নয়, তিনি ঈশ্বর। তুমি তো আজ্ঞাগুলো জান, নরহত্যা করবে না, ব্যভিচার করবে না, চুরি করবে না, মিথ্যাসাক্ষ্য দেবে না, প্রতারণা করবে না, তোমার পিতামাতাকে সম্মান করবে।' লোকটি বলল, 'গুরু, ছেলেবেলা থেকেই আমি এই সমস্ত পালন করে আসছি।' যিশু তার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে তাকে ভালবাসলেন, এবং বললেন, 'তোমার একটা বিষয় বাকি আছে: যাও, তোমার যা যা আছে তা বিক্রি করে গরিবদের দাও, তাতে স্বর্গে ধন পাবে; তারপর এসো, আমার অনুসরণ কর।' কিন্তু একথায় বিষণ্ন হয়ে সে মনের দুঃখে চলে গেল, কারণ তার বিপুল সম্পত্তি ছিল।
তখন যিশু চারদিকে তাকিয়ে নিজ শিষ্যদের বললেন, 'যাদের ধন আছে, তাদের পক্ষে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা কেমন কঠিন!' তাঁর কথায় শিষ্যেরা অবাক হলেন, কিন্তু যিশু তাঁদের আবার বললেন, 'বৎসেরা, ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা কেমন কঠিন! ধনীর পক্ষে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করার চেয়ে উটের পক্ষে সুচের ছিদ্রের মধ্য দিয়ে যাওয়াই বরং সহজ।' তেমন কথা শুনে তাঁরা অধিক বিস্ময়বিহ্বল হলেন; তাঁরা বললেন, 'তবে পরিত্রাণ পাওয়া কার্ পক্ষেই বা সাধ্য?' তাঁদের দিকে তাকিয়ে যিশু তাঁদের বললেন, 'তা মানুষের পক্ষে অসাধ্য বটে, কিন্তু ঈশ্বরের পক্ষে অসাধ্য নয়, কারণ ঈশ্বরের পক্ষে সবই সাধ্য।'
তখন পিতর তাঁকে বলতে লাগলেন, 'দেখুন, আমরা সবকিছুই ত্যাগ করে আপনার অনুসরণ করেছি।' যিশু বললেন, 'আমি তোমাদের সত্যি বলছি, এমন কেউ নেই যে আমার জন্য ও সুসমাচারের জন্য বাড়ি, কি ভাই, কি বোন, কি মাতা, কি পিতা, কি ছেলেমেয়ে, কি জমিজমা ত্যাগ করলে এখন, এই যুগেই, তার একশ' গুণ পাবে না; সে বাড়ি, ভাই, বোন, মাতা, পিতা, ছেলে ও জমিজমা পাবে—নির্যাতনের সঙ্গেই এসব পাবে, আর ভাবী যুগে অনন্ত জীবন পাবে।'

❖ আলেক্সান্দ্রিয়ার ক্লেমেণ্ট-লিখিত 'কোন্ ধনী পরিত্রাণ পাবে?' (৫:১০)

তুমি যদি সিদ্ধপুরুষ হতে ইচ্ছা কর

এ বিশেষ বাণী মার্ক-রচিত সুসমাচারেই লিপিবদ্ধ রয়েছে; কিন্তু একই ধরনের কথা অন্য সুসমাচারেও পাওয়া যায়, দু' একটা শব্দ আলাদাই হবে বটে, তবু চার সুসমাচারে একই শিক্ষা উপস্থিত। আমরা যখন নিশ্চয়তার সঙ্গে একথা জানি যে, ত্রাণকর্তা কেবল মানবীয় রূপে কিছুই বলেননি, বরং সকলের কাছে রহস্যময় ও দিব্য প্রজ্ঞার সঙ্গেই উপদেশ দিলেন, তখন আমাদের পক্ষে এ সমস্ত উপদেশ কেবল মানবীয় রূপেই শোনা উচিত নয়, বরং উপযুক্ত প্রচেষ্টা ও অধ্যয়ন দ্বারা সেই উপদেশগুলোর আবৃত অর্থ বের করা একান্ত প্রয়োজন, যাতে তা আবিষ্কার করে গভীর ভাবে উপলব্ধিও করতে পারি।

তুমি যদি সিদ্ধপুরুষ হতে ইচ্ছা কর... (মথি ১৯:২১)। সুতরাং লোকটা তখনও সিদ্ধপুরুষ ছিল না, কেননা যে ইতিমধ্যে সিদ্ধপুরুষ হয়েছে, সে অধিক সিদ্ধপুরুষ হতে পারে না। তাছাড়া সেই উৎকৃষ্ট ও দিব্য বাণী 'যদি ইচ্ছা কর' প্রভুর সঙ্গে সংলাপে রত আত্মার স্বাধীন ইচ্ছার অধিকার প্রমাণসিদ্ধ করে, কারণ মানুষ ক্ষেত্রে, মানুষ স্বাধীন হওয়ায় তার ইচ্ছার সিদ্ধান্ত তার উপর নির্ভর করে; ঈশ্বর ক্ষেত্রে, ঈশ্বর প্রভু ও বিচারক হওয়ায় তাঁর অনুগ্রহদান তাঁর উপর নির্ভর করে। যারা ইচ্ছা করে, ও নিজ পরিত্রাণ পাবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা ও প্রার্থনা করে, তাদের তিনি পরিত্রাণ দান করেন। কেননা ঈশ্বর জোর করে কাউকে বাধ্য করেন না—জোর প্রয়োগ করা তো ঈশ্বরকে মানায় না—কিন্তু যারা ইচ্ছা করে, তাদের তিনি দান করেন, যারা যাচনা করে, তাদের তিনি মঞ্জুর করেন, ও যারা দরজায় ঘা দেয়, তাদের জন্য তিনি দরজা খুলে দেন। অতএব, তোমার যদি তেমন ইচ্ছা থাকে, নিজেকে প্রবঞ্চিত না করেই যদি সত্যিকারে তোমার তেমন ইচ্ছা থাকে, তাহলে বিচার-বিবেচনা করে দেখ তোমার কিসের অভাব আছে, আর তা পাবার ব্যবস্থা কর।

তোমার একটিমাত্র জিনিসের অভাব রয়েছে: সেই জিনিস এমন, যা একমাত্রই থেকে যায়, যা সত্যকার উত্তম, যা বিধানের অতীত, বিধান যা দিতে পারে না, ধারণ করতেও পারে না, যা তাদেরই বিশেষ সম্পদ যারা সত্যকার জীবন পেয়েছে। এক কথায়, যৌবনকাল থেকে যে লোকটা সমস্ত বিধান পালন করে আসছিল ও নিজের

বিষয়ে তত গর্ব ও দম্ভের সঙ্গেই কথা বলছিল, সে সেই একমাত্র জিনিস অর্জন করতে অক্ষম হল যা কেবল ত্রাণকর্তাই দিতে সক্ষম, সেই জিনিস যা তার প্রয়োজন ছিল যাতে, যে অনন্ত জীবন ইচ্ছা করছিল, সে যেন তা পেতে পারে। সে বিষণ্ণ মনে চলে গেছিল; অনন্ত জীবন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করার উদ্দেশ্যেই সে গুরুর কাছে গিয়েছিল, কিন্তু তার কঠিন শর্ত শুনে নিরুৎসাহী হয়ে পড়েছিল। তার মানে, সে যেমন কথায় দেখাচ্ছিল, আসলে তেমন একাগ্রতার সঙ্গে তা বাসনা করছিল না, সে শুধু সদিচ্ছাই দেখাতে অভিপ্রেত ছিল। সে অন্য বহু কিছু করতে অবশ্যই সম্মত ছিল, অথচ পরিত্রাণ লাভের জন্য যা একমাত্র প্রয়োজন, তা মানতে সম্মত হয়নি, এমনকি যথেষ্ট দুর্বলতা ও অলসতাও দেখাল।

প্রভুর সেবা করার জন্য মার্থাও বহু বহু জিনিস নিয়ে চিন্তিতা ছিলেন, বহু বিষয়ে অতিব্যস্ত ও অস্থির ছিলেন, এমনকি তাঁর বোন তাঁকে সাহায্য না করে বরং প্রভুর পায়ের কাছে বসে শিষ্যার মত মুগ্ধা থাকছিলেন বিধায় তাঁকে অলস বলতেন। প্রভু যেমন তাঁকে বলেছিলেন, *তুমি অনেক কিছু নিয়ে চিন্তিতা ও উদ্বিগ্না; উত্তম অংশটা মারীয়াই বেছে নিয়েছে, আর তার কাছ থেকে তা কেড়ে নেওয়া হবে না* (লুক ১০:৪১-৪২), তেমনি সেই যুবককেও আদেশ দিলেন, সে যেন একমাত্র আবশ্যক বিষয়ে আসক্ত হবার জন্য পার্থিব অন্য চিন্তা ত্যাগ করে; অর্থাৎ তাকে এমন পরামর্শ দিলেন, সে যেন তাঁরই ভালবাসায় স্থির থাকে, যিনি অনন্ত জীবন অর্পণ করেন।

গ বর্ষ - লুক ১৭:১১-১৯

> যেরুশালেমের দিকে তাঁর সেই পথে এগিয়ে যাওয়ার সময়ে যিশু সামারিয়া ও গালিলেয়ার সীমানা-পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি একটা গ্রামে প্রবেশ করছেন, এমন সময়ে সংক্রামক চর্মরোগে আক্রান্ত দশজন লোক তাঁকে দেখা করতে সামনে এসে পড়ল; দূরে দাঁড়িয়ে তারা জোর গলায় বলতে লাগল, 'যিশু, গুরুদেব, আমাদের প্রতি দয়া করুন!' তাদের দেখে তিনি বললেন, 'যাও, যাজকদের কাছে গিয়ে নিজেদের দেখাও।' আর যাওয়ার পথে তারা শুচীকৃত হল। তখন তাদের একজন নিজেকে সুস্থ দেখে জোর গলায় ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন করতে করতে ফিরে এল, এবং যিশুর পায়ে লুটিয়ে পড়ে তাঁকে

ধন্যবাদ জানাতে লাগল : লোকটি ছিল সামারীয়। তাই যিশু বললেন, ‘দশজনেই কি শুচীকৃত হয়নি? তবে অপর ন’জন কোথায়? এই বিজাতীয় লোকটি ছাড়া আর এমন কাউকেই কি পাওয়া গেল না যে, ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন করার জন্য ফিরে আসবে?’ তখন তিনি তাকে বললেন, ‘ওঠ, এখন যাও; তোমার বিশ্বাস তোমার পরিত্রাণ সাধন করেছে।’

❖ লুক-রচিত সুসমাচারে সিগ্নির বিশপ সাধু ব্রুনোর ব্যাখ্যা (২:৪০)

বিশ্বাসের শক্তি সত্যি মহান

যেরুশালেমের দিকে তাঁর সেই পথে এগিয়ে যাওয়ার সময়ে যিশু সামারিয়া ও গালিলেয়ার সীমানা-পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি একটা গ্রামে প্রবেশ করছেন, এমন সময়ে দশজন কুষ্ঠরোগী তাঁকে দেখা করতে সামনে এসে পড়ল (লুক ১৭:১১-১২)।

দশজন কুষ্ঠরোগী বলতে সকল পাপী ছাড়া আর কাদের বোঝাতে পারে? বাস্তবিকই যিশুর আগমনে সকল মানুষ আত্মায় কুষ্ঠরোগী ছিল; দেহে সকলে নয়। তবু দেহের কুষ্ঠের তুলনায় আত্মার কুষ্ঠই মারাত্মক। যাই হোক, এসো, আমরা পরবর্তী কথা ধরি : *দূরে দাঁড়িয়ে তারা জোর গলায় বলতে লাগল, যিশু, প্রভু, আমাদের প্রতি দয়া করুন* (লুক ১৭:১৩)।

তারা দূরে দাঁড়িয়ে থাকল, কারণ তেমন অবস্থায় কাছে যেতে সাহস করছিল না। পাপে আসক্ত থাকায় আমরাও দূরে দাঁড়িয়ে থাকি। তবে যদি আমাদের পাপগুলোর কুষ্ঠ থেকে সুস্থ হতে ইচ্ছা করি, এসো, উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করে বলি : *যিশু! প্রভু! আমাদের প্রতি দয়া করুন!* কিন্তু মুখ দিয়ে নয়, হৃদয় দিয়েই যেন চিৎকার করি, কারণ হৃদয়ের কণ্ঠ উচ্চতর, হৃদয়ের কণ্ঠ স্বর্গ ভেদ করে ঈশ্বরের উচ্চতম সিংহাসন পর্যন্তই গিয়ে উপস্থিত হয়।

তাদের দেখে যিশু বললেন, যাও, যাজকদের কাছে গিয়ে নিজেদের দেখাও (লুক ১৭:১৪)। বস্তুত ঈশ্বরের পক্ষে দেখা, হল দয়া করা। তিনি তাদের দেখেন, আর সঙ্গে সঙ্গে দয়ায় বিগলিত হন। আদেশ দিলেন, তারা যেন যাজকদের কাছে যায়—যাজকেরা যে তাদের সুস্থ করবে এমন নয়, তারা এমনি রোগীদের সুস্থতা প্রমাণসিদ্ধ করবে।

আর যাওয়ার পথে তারা শুচীকৃত হল (লুক ১৭:১৪)।

একথা শুনে পাপীরা যেন তার গভীর অর্থ মনোযোগের সঙ্গে উপলব্ধি করে। পাপ ক্ষমা করা প্রভুর পক্ষে সহজ; বাস্তবিকই অনেকবার এমনটি ঘটে যে, পাপী যাজকের কাছে এসে পৌঁছবার আগেই তার পাপের ক্ষমা হয়; কেননা যখন মানুষ অনুতাপ করে, তখনই সে শুচীকৃত হয়। যে কোন মুহূর্তে পাপী মন ফেরাবে, সে বাঁচবে, মরবে না। তবু কীভাবে তার মন ফেরানো উচিত, ব্যাপারটা সে যেন ভালোমত বোঝে! প্রভু যা বলেন তা মনোযোগ দিয়ে শোন: *তোমরা সমস্ত অন্তর দিয়ে ও উপবাস, ক্রন্দন ও বিলাপ সহ আমার কাছে ফিরে এসো। তোমাদের পোশাক নয়, হৃদয়ই ছিঁড়ে ফেল* (যোয়েল ২:১২)। তাহলে যে মন ফেরাতে ইচ্ছা করে, সে অন্তরে, হৃদয়েই যেন মন ফেরায়, কারণ ঈশ্বর ভগ্ন চূর্ণ হৃদয় অবজ্ঞা করেন না।

তখন তাদের একজন নিজেকে সুস্থ দেখে জোর গলায় ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন করতে করতে ফিরে এল, এবং যিশুর পায়ে লুটিয়ে পড়ে তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে লাগল: লোকটি ছিল সামারীয় (লুক ১৭:১৫-১৬)। সেই সামারীয় সেই সকলেরই প্রতীক, যারা বাপ্তিস্মের জল দ্বারা ধৌত হয়ে বা তপস্যা দ্বারা সুস্থ হয়ে উঠে শয়তানের আর অনুসরণ করে না, বরং খ্রিস্টের অনুকরণ করে, তাঁর পিছনে চলে, তাঁর বন্দনা করে, তাঁর আরাধনা করে, তাঁকে ধন্যবাদ জানায় ও পিছটান না দিয়ে তাঁর সেবা করে চলে। তখন যিশু তাকে বললেন, *ওঠ, এখন যাও; তোমার বিশ্বাস তোমার পরিত্রাণ সাধন করেছে* (লুক ১৭:১৯)। *তাই বিশ্বাসের শক্তি সত্যি মহান;* প্রেরিতদূতের বাণী অনুসারে, *বিনা বিশ্বাসে তাঁর প্রীতির পাত্র হওয়া সম্ভব নয়* (হিব্রু ১১:৬)।

আব্রাহাম ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখলেন, এবং তা তাঁর পক্ষে ধর্মময়তা বলে পরিগণিত হল (গা ৩:৬)। অতএব, বিশ্বাস মানুষকে ত্রাণ করে, বিশ্বাস মানুষকে ধর্মময় করে তোলে, বিশ্বাস মানুষকে অন্তরে বাইরে সুস্থ করে।

২৯শ রবিবার

ক বর্ষ - মথি ২২:১৫-২১

সেসময় ফরিশীরা যখন শুনতে পেলেন, যিশু সাদ্দুকীদের নিরুত্তর করেছেন, তখন পরামর্শ করতে বসলেন, কীভাবে তাঁকে তাঁর নিজের কথার ফাঁদে ফেলা যায়: হেরোদের সমর্থকদের সঙ্গে নিজেদের কয়েকজন শিষ্যের মাধ্যমে তাঁরা তাঁকে বলে পাঠালেন, 'গুরু, আমরা জানি, আপনি সত্যাশ্রয়ী, এবং ঈশ্বরের পথ সম্বন্ধে সত্য শিক্ষা দেন ও কারও সামনে ভয় পান না, কেননা আপনি মানুষের চেহারার দিকে তাকান না। তবে আমাদের বলুন, এবিষয়ে আপনার মত কী: কায়েসারকে কর দেওয়া বিধেয় কিনা।'

কিন্তু তাদের শঠতা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন বিধায় যিশু বললেন, 'ভণ্ড, আমাকে যাচাই করছ কেন? সেই করের মুদ্রা আমাকে দেখাও।' তারা তাঁকে একটা রুপোর টাকা এনে দিল। তিনি তাদের বললেন, 'এই প্রতিকৃতি ও এই নাম কার্?' তারা বলল, 'কায়েসারের।' তখন তিনি তাদের বললেন, 'তবে কায়েসারের যা, তা কায়েসারকে দাও, আর ঈশ্বরের যা, তা ঈশ্বরকে দাও।'

❖ ব্রিন্দিসির পুরোহিত সাধু লরেন্সের উপদেশাবলি (২২শ রবিবার, উপদেশ ১:২, ৩, ৪, ৬)

হে খ্রিষ্টিয়ান, তুমি ঐশধনভাণ্ডারের মুদ্রা

আজকের সুসমাচারে আমরা দু'টো প্রশ্ন পাই: প্রথমটা হল খ্রিষ্টের প্রতি ফরিশীদের প্রশ্ন, দ্বিতীয়টা হল ফরিশীদের প্রতি খ্রিষ্টের প্রশ্ন। প্রথমটা সম্পূর্ণরূপে পার্থিব, দ্বিতীয়টা সম্পূর্ণরূপে স্বর্গীয় ও দিব্য। প্রথমটা গভীর অজ্ঞতা থেকে উদ্গত, দ্বিতীয়টা গভীরতম প্রজ্ঞা ও মঙ্গলময়তা থেকে উদ্গত। *এই প্রতিমূর্তি ও এই নাম কার্? তারা বলল, কায়েসারের। তখন তিনি তাদের বললেন, তবে কায়েসারের যা, তা কায়েসারকে দাও, আর ঈশ্বরের যা, তা ঈশ্বরকে দাও* (মথি ২২:২০-২১)। তিনি বললেন, প্রত্যেকের যা যা, তা তাকে দিতে হয়: এ উত্তর সত্যিই স্বর্গীয় প্রজ্ঞা ও চেতনায় পূর্ণ। এতে তিনি শিক্ষা দেন যে, দুই প্রকার অধিকার আছে: পার্থিব ও মানবীয় এক অধিকার, ও স্বর্গীয় ও

ঐশ্বরিক আর এক অধিকার; এবং এ শিক্ষাও দেন যে, আমাদের পক্ষে দুই প্রকার বাধ্যতা দেখানো উচিত: মানব-বিধানের প্রতি ও ঐশ্বরিক বিধানের প্রতি বাধ্যতা; ফলে আমাদের দুই প্রকার কর দিতে হবে: একটা কায়েসারের কাছে, অপর একটা ঈশ্বরের কাছে। যে মুদ্রায় কায়েসারের প্রতিমূর্তি ও নাম রয়েছে, তা কায়েসারকে দিতে হবে, কিন্তু ঈশ্বরকে তা দিতে হবে, যা তাঁর প্রতিমূর্তি ও সাদৃশ্য দ্বারা চিহ্নিত: *প্রভু, আমাদের উপর তোমার শ্রীমুখের আলো উদ্ভাসিত হোক* (সাম ৪:৭)।

আমরা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে ও তাঁর সাদৃশ্যে সৃষ্ট (আদি ১:২৬ দ্রঃ)। হে খ্রিষ্টিয়ান, তুমি মানুষ, ফলে তুমি ঐশ ধনভাণ্ডারেরই মুদ্রা, তুমি সেই মুদ্রা যা স্বর্গরাজ্যের প্রতিমূর্তি ও নাম দ্বারা মুদ্রাঙ্কিত। খ্রিষ্টের সঙ্গে আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি: *এই প্রতিমূর্তি ও এই নাম কার্?* (মথি ২২:২০)। তুমি তো উত্তর দাও: ঈশ্বরের। আর আমি বলি, তবে ঈশ্বরের যা, তা ঈশ্বরকে দাও না কেন?

আমরা যদি ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি হতে চাই, তাহলে আমাদের খ্রিষ্টের সদৃশ হতে হবে, কারণ তিনিই ঈশ্বরের মঙ্গলময়তার প্রতিমূর্তি ও তাঁর স্বরূপের প্রতিরূপ। উপরন্তু *ঈশ্বর আগে থেকে যাদের জানতেন, তাদের সম্বন্ধে আগে থেকেই তিনি স্থির করেও রেখেছিলেন যে, তারা তাঁর আপন পুত্রের প্রতিমূর্তির অনুরূপ হয়ে উঠবে* (রো ৮:২৯)। আর খ্রিষ্ট সত্যিই কায়েসারের যা যা, তা কায়েসারকে দিলেন, ও ঈশ্বরের যা যা, তা ঈশ্বরকে দিলেন, কারণ *মৃত্যু পর্যন্ত, এমনকি ক্রুশমৃত্যু পর্যন্ত বাধ্য হয়ে* (ফিলি ২:৮) তিনি ঐশবিধানের লিপিফলক দু'টোই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করলেন, ও আন্তরিক ও বাহ্যিক সমস্ত গুণে অধিক নিখুঁতভাবে ভূষিত ছিলেন।

তাছাড়া আজ খ্রিষ্টের উত্তম সুবুদ্ধি অধিক উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত, আর তেমন সুবুদ্ধি গুণে তিনি সূক্ষ্ম ও উপযুক্ত উত্তর দ্বারা বিরোধীদের ফাঁদ এড়িয়ে যান; তাঁর ন্যায্যতাও আজ অতি উজ্জ্বল পরিচয় দেয়, কারণ 'যার যা যা, তা তাকে দিতে' এশিক্ষা দান করতে করতে তিনিও নিজের জন্য ও পিতরের জন্য কর দিতে চাইলেন; শেষে তাঁর মনোবলও উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত, কারণ যারা করের কথা পর্যন্ত সহ্য করতে পারত না, সেই ইহুদীদের ভয় না করে তিনি স্বচ্ছন্দেই এ শিক্ষা দিলেন যে, কায়েসারকে কর দেওয়া

প্রজাদের কর্তব্য। এই তো ঈশ্বরের সেই পথ, যা খ্রিষ্ট পূর্ণ সত্যের শরণে শিখিয়ে গেছেন।

অতএব, জীবনে, আচরণে ও সদ্‌গুণে যে খ্রিষ্টের অনুরূপ, সে প্রকৃতভাবেই ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি ব্যক্ত করে; আর তেমন দিব্য প্রতিমূর্তির জ্যোতি নিখুঁত ন্যায্যতায়ই বাস্তব রূপ লাভ করে: *কায়েসারের যা, তা কায়েসারকে দাও, আর ঈশ্বরের যা, তা ঈশ্বরকে দাও।* যার যা, তাকে তা দেওয়া হোক।

খ বর্ষ - মার্ক ১০:৩৫-৪৫

সেসময় সেই বারোজনকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে যিশু নিজের প্রতি যা কিছু শীঘ্রই ঘটবে, তা তাঁদের বলতে লাগলেন: 'দেখ, আমরা যেরুশালেমে যাচ্ছি, আর মানবপুত্রকে প্রধান যাজকদের ও শাস্ত্রীদের হাতে তুলে দেওয়া হবে; তাঁরা তাঁকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করবেন ও বিজাতীয়দের হাতে তুলে দেবেন। তারা তাঁকে বিদ্রূপ করবে, তাঁর মুখে থুথু দেবে, তাঁকে কশাঘাত করবে ও হত্যা করবে; আর তিন দিন পরে তিনি পুনরুত্থান করবেন।'
তখন জেবেদের দুই ছেলে, যাকোব ও যোহন, তাঁর কাছে এগিয়ে এসে বললেন, 'গুরু, আমরা চাই যে, আপনার কাছে যা যাচনা করব, আপনি তা আমাদের জন্য করবেন।' তিনি তাঁদের বললেন, 'তোমরা কী চাও? তোমাদের জন্য আমি কী করব?' তাঁরা বললেন, 'এমনটি করুন, যেন আপনার গৌরবে আমরা একজন আপনার ডান পাশে, আর একজন বাঁ পাশে আসন পেতে পারি।' যিশু তাঁদের বললেন, 'তোমরা কি যাচনা করছ, তা বোঝ না; আমি যে পাত্রে পান করি, সেই পাত্রে তোমরা কি পান করতে পার? আর আমি যে বাপ্তিস্মে বাপ্তিস্ম নিই, সেই বাপ্তিস্মে তোমরা কি বাপ্তিস্ম নিতে পার?' তাঁরা বললেন, 'পারি।' যিশু তাঁদের বললেন, 'আমি যে পাত্রে পান করি, সেই পাত্রে তোমরা অবশ্যই পান করবে; আর আমি যে বাপ্তিস্মে বাপ্তিস্ম নিই, সেই বাপ্তিস্মে তোমরাও বাপ্তিস্ম নেবে; কিন্তু কাউকে আমার ডান পাশে ও বাঁ পাশে আসন মঞ্জুর করার অধিকার আমার নেই; তেমন আসন বরং তাদেরই হবে, যাদের জন্য তা প্রস্তুত করা হয়েছে।'
একথা শুনে অন্য দশজন যাকোব ও যোহনের উপর ক্ষুব্ধ হলেন। কিন্তু যিশু তাঁদের কাছে ডেকে বললেন, 'তোমরা তো জান, বিজাতীয়দের মধ্যে যারা শাসক বলে গণ্য, তারা তাদের উপর প্রভুত্ব করে, এবং তাদের মধ্যে যারা বড়,

তারা তাদের উপর কর্তৃত্ব চালায়। তোমাদের মধ্যে তেমনটি হবে না; কিন্তু তোমাদের মধ্যে যে কেউ বড় হতে চায়, তাকে তোমাদের সেবক হতে হবে, আর তোমাদের মধ্যে যে কেউ প্রধান হতে চায়, তাকে হতে হবে সকলের দাস; কারণ মানবপুত্র সেবা পেতে আসেননি, কিন্তু এসেছেন সেবা করতে, ও অনেকের মুক্তিমূল্য রূপে নিজের প্রাণ দিতে।’

❖ বিশপ সাধু জন খ্রিসোস্তমের উপদেশাবলি (উপদেশ ৭:৪-৫)

এই কাল মালা ও পুরস্কারের নয়,

সংগ্রামেরই কাল

যিশু যেরুশালেমে গেলে জেবেদের সন্তানদের মা তাঁর দুই সন্তান সেই যাকোব ও যোহনকে নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে তাঁর কাছে এগিয়ে এলেন: *আদেশ করুন, যেন আপনার রাজ্যে আমার এই দুই ছেলের একজন আপনার ডান পাশে, আর একজন বাঁ পাশে আসন পেতে পারে* (মথি ২০:২১)। কিন্তু আর একজন রচয়িতা বলেন যে, সেই দুই সন্তান নিজেরাই খ্রিষ্টের কাছে এ অনুরোধ রেখেছিলেন; তবু মতভেদ নেই, তাছাড়া তেমন গৌণ ব্যাপার নিয়ে সময় ব্যয় করা এখন তত প্রয়োজন নেই: সম্ভবত ভূমিকা প্রস্তুত করতে মাকে আগে পাঠিয়ে তিনি কথা বলার পর তাঁরা নিজেরাও একই অনুরোধ রেখেছিলেন, যদিও জানতেন না তাঁরা কী বলছিলেন। কেননা প্রেরিতদূত হয়েও তাঁরা তখনও তত সিদ্ধতা-প্রাপ্ত ছিলেন না, ঠিক যেন এমন পাখিশাবকদের মত যাদের এখনও পাখা গজায়নি বলে নীড়ে নড়াচড়া করে।

তোমাদের পক্ষে একথা জানা খুবই উপকারী যে, প্রভুর যন্ত্রণাভোগের আগে তাঁরা এমন গভীর অজ্ঞতায় মগ্ন ছিলেন যে, প্রভু তাঁদের ভর্ৎসনা করে বলেছিলেন, *তোমাদের কি এখনও বোধ হয়নি?* (মথি ১৫:১৬)। *এখনও কি বুঝতে পার না? ব্যাপারটা ধরতে পার না?* (মার্ক ৮:১৭)। *আমি যখন বলেছি, ফরিশী ও সাদ্দুকীর খামিরের ব্যাপারে তোমরা সাবধান থাক, তখন রুটির ব্যাপারে তা বলিনি?* (মথি ১৬:১১)। তিনি আরও বলেছিলেন, *তোমাদের কাছে আমার আরও অনেক কিছু বলার আছে, কিন্তু তোমরা এখন তা সহ্য করতে পার না* (যোহন ১৬:১২)।

তুমি কি সচেতন আছ যে, পুনরুত্থান বিষয়ে তাঁরা কিছুই জানতেন না? রচয়িতা নিজেই একথা সপ্রমাণ করে বলেন, *মৃতদের মধ্য থেকে তাঁকে যে পুনরুত্থান করতে হবে, শাস্ত্রের এই বচনটি তাঁরা তখনও জানতেন না* (যোহন ২০:৯)। আর যখন একথা জানতেন না, তখন মহত্তর কারণেই অন্য কিছু জানতেন না, যেমন, স্বর্গরাজ্য বা আমাদের উদ্ভব বা স্বর্গারোহণ সংক্রান্ত বিষয়; কেননা পৃথিবীতে তখনও আবদ্ধ হওয়ায় ঊর্ধ্বে উঠতে পারতেন না। আর শুধু তাই নয়, যেরুশালেম-রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা ছাড়া অন্য কিছু বুঝতে অক্ষম হওয়ায় তাঁরা সুনিশ্চিত হয়ে দিনে দিনে প্রত্যাশা করছিলেন, খ্রিষ্ট সেই রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটাবেন। আর একজন রচয়িতা এবিষয়ে স্পষ্ট সাক্ষ্য দিয়ে বলেন যে, তাঁরা সেই রাজ্যের আগমনকাল এত সন্নিকট বলে মনে করছিলেন যে, স্বর্গরাজ্যও অন্যান্য পার্থিব রাজ্যের মত কল্পনা করছিলেন; তাঁদের ধারণা ছিল, খ্রিষ্ট সেই রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যত ছিলেন, আর কল্পনা করতে পারতেন না যে তিনি প্রকৃতপক্ষে ক্রুশ ও মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন—এ সমস্ত কথা বারবার শোনা সত্ত্বেও তাঁরা আসল ব্যাপারটা বুঝে উঠতে পারছিলেন না।

সুতরাং সত্য বিষয়ে তাঁদের স্পষ্ট ও নিখুঁত জ্ঞান না থাকার ফলে এবিষয়েই বরং সুনিশ্চিত যে, তিনি যেরুশালেমে অল্পদিনের মধ্যে রাজ্যভার গ্রহণ করবেন, তাঁরা মনে করছিলেন, পার্থিব রাজ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন; সেজন্য পথে চলতে চলতে তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে সেই অনুরোধ রাখার সুযোগ নিলেন। ঠিক যেন সবকিছু তাঁদের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করছে, তাঁরা অন্য শিষ্যের দল ছেড়ে খ্রিষ্টের কাছে প্রধান আসন যাচনা করেন ও নিজেদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদ দাবি করেন; তাঁরা আসলে মনে করছিলেন, রাজ্য প্রতিষ্ঠা ব্যাপারটা খুব সুন্দর ভাবে সমাপ্তির দিকে অগ্রসর হচ্ছে, ফলে মালা ও পুরস্কারের সময়ও প্রায় এসে গেছে: হায় হায়! এর চেয়ে গভীর নির্বুদ্ধিতা সত্যি নেই!

তাঁর অনুরোধের পর, এবার যিশুর উত্তর শোন: *তোমরা যে কী যাচনা করছ, তা বোঝ না* (মথি ২০:২২), কেননা সেই কাল মালা ও পুরস্কারের নয়, বরং সংগ্রাম, লড়াই, পরিশ্রম, শ্রান্তি, পরীক্ষা ও যুদ্ধেরই কাল—এটিই যিশুর উত্তরের অর্থ। অর্থাৎ

তোমাদের এখনও কারাবাসের অভিজ্ঞতা হয়নি, তোমরা এখনও লড়াই করতে যুদ্ধক্ষেত্রে নামনি।

আমি যে পাত্রে পান করি, সেই পাত্রে তোমরা কি পান করতে পার? আর আমি যে বাপ্তিস্মে বাপ্তিস্ম নিই, সেই বাপ্তিস্মে তোমরা কি বাপ্তিস্ম নিতে পার? (মার্ক ১০:৩৮)। এখানে তিনি নিজ ক্রুশ ও মৃত্যুকে পাত্র ও বাপ্তিস্ম বলে অভিহিত করেন—'পাত্র', কারণ তিনি ব্যগ্র হয়েই তাতে পান করেন; আবার, 'বাপ্তিস্ম', কারণ তাতে তিনি পৃথিবী ধৌত করতে যাচ্ছিলেন; পৃথিবীর মুক্তি কেবল এভাবেই সাধিত হবে এমন নয়, পুনরুত্থানও প্রয়োজন, যদিও তাঁর পক্ষে পুনরুত্থান কষ্টকর নয়। *আমি যে পাত্রে পান করি, সেই পাত্রে তোমরা অবশ্যই পান করবে; আর আমি যে বাপ্তিস্মে বাপ্তিস্ম নিই, সেই বাপ্তিস্মে তোমরাও বাপ্তিস্ম নেবে* (মার্ক ১০:৩৯)—এ দ্বারা তাঁদের মৃত্যুই পূর্বঘোষিত: বাস্তবিকই খড়্গ দ্বারা যাকোবের শিরশ্ছেদ হবে, ও যোহন বহুবার মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হবেন; *কিন্তু কাউকে আমার ডান পাশে ও বাঁ পাশে আসন মঞ্জুর করার অধিকার আমার নেই; তেমন আসন বরং তাদেরই হবে, যাদের জন্য তা প্রস্তুত করা হয়েছে* (মার্ক ১০:৪০)।

অতএব, তোমরা নিহত হবে ও সাক্ষ্যমরণের মর্যাদা পাবে, কিন্তু তোমরা প্রধান আসন পাবে কিনা, এবিষয়ে আমার কোন অধিকার নেই; *তেমন আসন বরং তাদেরই হবে, যাদের জন্য তা প্রস্তুত করা হয়েছে।*

গ বর্ষ - লুক ১৮:১-৮

নিরাশ না হয়ে যে সর্বদাই প্রার্থনা করা উচিত, এপ্রসঙ্গে যিশু একদিন তাঁর শিষ্যদের কাছে এই উপমা-কাহিনী শোনালেন; বললেন, 'এক শহরে একজন বিচারক ছিল: সে ঈশ্বরকেও ভয় করত না, মানুষকেও মানত না। একই শহরে এক বিধবাও ছিল: সে তার কাছে এসে বলত, আমার প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আমার সুবিচার করুন। বেশ কিছুকাল ধরে বিচারকটা সম্মত হল না; কিন্তু শেষে মনে মনে বলল, যদিও ঈশ্বরকেও ভয় করি না, মানুষকেও মানি না, তবু এই বিধবা আমাকে এতই বিরক্ত করছে যে তার সুবিচার করব, পাছে এ সবসময়ে এসে আমার মাথা ভেঙে ফেলে।' প্রভু বলে চললেন, 'তোমরা তো শুনেছ, সেই

অসৎ বিচারক কী বলে। তবে ঈশ্বর কি নিজের সেই মনোনীতদের পক্ষে সুবিচার করবেন না? তারা তো দিনরাত তাঁর কাছে চিৎকার করে থাকে, যদিও তিনি তাদের বহুক্ষণ অপেক্ষা করান। আমি তোমাদের বলছি, তিনি শীঘ্রই তাদের সুবিচার করবেন। কিন্তু মানবপুত্র যখন আসবেন, তখন কি পৃথিবীতে বিশ্বাস পাবেন?'

❖ নিসার বিশপ সাধু গ্রেগরির উপদেশাবলি (প্রভুর প্রার্থনা, উপদেশ)

প্রার্থনার মধ্য দিয়ে যে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হয় না

সে ঈশ্বর থেকে দূরে সরে যায়

ঐশবাণী আমাদের কাছে প্রার্থনা সংক্রান্ত এমন শিক্ষা উপস্থাপন করে যে, যারা আগ্রহ ও গভীর প্রচেষ্টার সঙ্গে এই জ্ঞানের অন্বেষণ করে, তেমন শিক্ষার মধ্য দিয়ে বাণী সেই উপযুক্ত শিষ্যদের শেখায় কেমন করে প্রার্থনা দ্বারা ঈশ্বরের মনোযোগ অর্জন করা যায়।

প্রার্থনার মধ্য দিয়ে যে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হয় না, সে ঈশ্বর থেকে দূরে সরে যায়। অতএব প্রার্থনা বিষয়ে তোমাদের একথাই সর্বপ্রথমে শেখা উচিত যে, ক্লান্তি না মেনেই প্রার্থনা করতে হবে। প্রার্থনা দ্বারা আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে থাকতে কৃতকার্য হই, আর যে ব্যক্তি ঈশ্বরের সঙ্গে আছে, সে শত্রু থেকেই দূরে আছে। প্রার্থনাই শুচিতার নির্ভর ও রক্ষাফলক, ক্রোধের লাগাম, গর্বের প্রশমন ও তার দমন। প্রার্থনাই দেহসংযমের প্রতিপালক, বিশ্বস্ত দাম্পত্য-জীবনের রক্ষা, ধ্যানমগ্নদের প্রত্যাশা, কৃষকদের প্রচুর ফসল, সমুদ্রযাত্রীদের নিরাপত্তা।

প্রার্থনা ও ধন্যবাদ জানাতে জানাতে সারা জীবন ধরেও ঈশ্বরের সঙ্গে সংলাপ করতে থাকলেও, তবুও আমরা তাঁকে উপযুক্তভাবে কৃতজ্ঞতা জানানো থেকে বেশ দূরেই থাকব, ঠিক যেন তাঁকেই ধন্যবাদ জানাতে কল্পনাও করিনি যিনি তত উপকার আমাদের উপর বর্ষণ করে থাকেন!

কালচক্রে তিনটে বিশেষ কাল উপস্থিত: অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কাল; তিনটেতেই প্রভু থেকে আগত উপকার প্রতীয়মান। বর্তমানকালের কথা ধর: তিনিই তোমার জীবন; ভবিষ্যৎকালের কথা ধর: তিনিই তোমার প্রত্যাশিত বস্তুর প্রত্যাশা;

অতীতকালের কথা ধর: তিনি তোমাকে সৃষ্টি না করলে তোমার অস্তিত্ব পর্যন্তও থাকত না; তোমার জন্মও তাঁর একটি দান।

এবং জন্ম নেওয়ার পর তোমাকে মঙ্গলদানে পরিপূর্ণ করা হয়—প্রেরিতদূত যেভাবে বলেন, *তাঁর মধ্যে আমরা জীবন ও গতিমণ্ডিত* (প্রেরিত ১৭:২৮)। ভাবী বিষয়ের প্রত্যাশা তাঁর নিজের ক্রিয়াশীল পরাক্রম থেকেই উদ্গত। কিন্তু তোমার হাতে কেবল বর্তমান ক্ষণ রয়েছে। এজন্য তুমি সারা জীবন ধরেও ঈশ্বরকে অবিরত ধন্যবাদ জানাতে থাকলেও তুমি কেবল এ বর্তমান ক্ষণের মতই তোমার কৃতজ্ঞতা-কর্তব্য পালন করতে পার, কারণ ভবিষ্যতে তিনি যে আর কতগুলো উপকার তোমার উপর বর্ষণ করবেন, তা জানবার উপায় তুমি কখনও আবিষ্কার করতে পারবে না। আর এই আমরা, যাদের পক্ষে উপযুক্ত ধন্যবাদ নিবেদন করার সামর্থ্য বেশ দূরের কথা, এই আমরা প্রভুর আমন্ত্রণে সারা দিনটা কেন, দিনের সামান্যও একটা অংশ দিই না বিধায় যতটুকু কৃতজ্ঞতা দেখাতে পারতাম ততটুকুও দেখাই না।

আমার অন্তরে যে ঐশপ্রতিমূর্তি পাপ দরুন অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেছিল, সেই ঐশপ্রতিমূর্তি কেইবা তার আদি উজ্জ্বলতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছেন? পরমদেশ থেকে বিচ্যুত, জীবনবৃক্ষ থেকে বঞ্চিত, ও ঐশঅনুগ্রহ-বিহীন অস্তিত্বের গহ্বরে পতিত এই আমাকে কেইবা আদি সুখে পুনর্চালিত করেন? শাস্ত্রে বলে: *এবিষয়ে কেউই চিন্তাটুকুও করে না* (যেরে ১২:১১)। এবিষয়ে যদি একটু মন দিতাম, তবে আমাদের জীবনের সমস্ত দিন ধরেই আমরা অবিরত ও নিত্য ধন্যবাদ-অর্ঘ্য নিবেদন করতাম; অপরদিকে প্রায় গোটা মানবসমাজ কেবল জড় বিষয়ের চিন্তায়ই বসে থাকে।

সাড়া পাবার জন্য কতগুলো কথা ব্যবহার করা উচিত, এ বিষয়ে সুসমাচারের এমন বচন রয়েছে, যা আমার মতে ব্যাখ্যার যোগ্য; কেননা একথা স্পষ্ট যে, আমরা একটি যাচনা উপস্থাপন করার উপযুক্ত নিয়ম যদি শিখতে পারি, তাহলে যা বাসনা করি তা পেতে পারব। তবে এশিক্ষা কী? যিশু বললেন, *প্রার্থনাকালে তোমরা বেশি কথা ব্যবহার করো না, যেমনটি বিজাতিরা করে থাকে, কেননা তারা মনে করে, বহু কথার জোরেই তারা সাড়া পাবে* (মথি ৬:৭)।

৩০শ রবিবার

ক বর্ষ - মথি ২২:৩৪-৪০

সেসময় ফরিশীরা যখন শুনতে পেলেন, যিশু সাদ্দুকীদের নিরুত্তর করেছেন, তখন দল বেঁধে একজোট হলেন, এবং তাঁদের মধ্যে একজন—তিনি ছিলেন বিধানপণ্ডিত—যাচাই করার অভিপ্রায়ে তাঁর কাছে এই প্রশ্ন রাখলেন, 'গুরু, বিধানের মধ্যে কোন্ আজ্ঞা শ্রেষ্ঠ?' তিনি তাঁকে বললেন, 'তুমি তোমার ঈশ্বর প্রভুকে তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে, তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে ও তোমার সমস্ত মন দিয়ে ভালবাসবে, এ শ্রেষ্ঠ ও প্রথম আজ্ঞা। আর দ্বিতীয়টা এটার সদৃশ: তুমি তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসবে। এই আজ্ঞা দু'টোর উপরেই সমস্ত বিধান ও নবী-পুস্তক ভর করে আছে।'

❖ অজানা প্রাচীন লেখকের উপদেশ

এ পথ দিয়েই খ্রিষ্ট চললেন

তোমাদের কাছে আমি সেই ভালবাসা সম্বন্ধে কথা বলব, যা বিষয়ে খ্রিষ্ট বলেছেন: *তুমি তোমার ঈশ্বর প্রভুকে তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে, তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে ও তোমার সমস্ত মন দিয়ে ভালবাসবে। তুমি তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসবে* (মথি ২২:৩৭, ৩৯)। তিনি তেমন আদেশ করলেন কারণ *এই আজ্ঞা দু'টোর উপরেই সমস্ত বিধান ও নবী-পুস্তক ভর করে আছে* (মথি ২২:৪০)।

তাই তুমি তোমার ঈশ্বরকে ভালবাসবে ও তোমার ভাইকে ভালবাসবে, কারণ *নিজের ভাইকে যে ভালবাসে, সে আলোতে বসবাস করে, আর তার অন্তরে পরস্পর বিরোধী বলতে কিছুই থাকে না* (১ যোহন ২:১০)। সুতরাং, হে প্রিয়তম ভাইবোনেরা, পরস্পরকে ভালবাস, বন্ধুদের ভালবাস, শত্রুদের ভালবাস। অনেককে ভালবাসলে তোমাদের কী ক্ষতি হতে পারে? সুসমাচারে প্রভু একথা বলেন, *আমি এক নতুন আজ্ঞা তোমাদের দিচ্ছি: তোমরা পরস্পরকে ভালবাস। তোমরা যে আমার শিষ্য, তা সকলে এতেই বুঝতে পারবে, যদি পরস্পরের প্রতি তোমাদের ভালবাসা থাকে* (যোহন

১৩:৩৪-৩৫)। যিনি আজ্ঞা দিলেন আমরা যেন পরস্পরকে ভালবাসি, দেখ, সেই প্রভু নিজেই সকলকে কেমন ভালবাসলেন। নিত্য সঙ্গীরূপে যাঁরা তাঁর অনুসরণ করতেন, তিনি সেই শিষ্যদের ভালবাসলেন; শত্রুরূপে যারা তাঁর নির্যাতন করত, তিনি সেই ইহুদীদেরও ভালবাসলেন। শিষ্যদের কাছে স্বর্গরাজ্যের কথা প্রচার করলেন; তাঁর বাণী শুনে তাঁরা সবকিছু ত্যাগ করে তাঁর অনুসরণ করলেন, আর তিনি তাঁদের বললেন: *আমি তোমাদের যা আজ্ঞা করি, তোমরা যদি তা পালন কর, তবে আমি তোমাদের আর দাস বলব না, বন্ধুই বলব* (যোহন ১৫:১৪, ১৫ দ্রঃ)। সুতরাং তাঁরাই তাঁর বন্ধু ছিলেন, যাঁরা তাঁর আদেশ মেনে চলতেন। তিনি তাঁদের জন্য প্রার্থনা করলেন, বিশেষভাবে যখন বললেন: *পিতা, আমি ইচ্ছা করি, যাদের তুমি আমাকে দিয়েছ, যেখানে আমি আছি তারাও যেন সেখানে আমার সঙ্গে থাকে, যাতে আমার সেই গৌরব দেখতে পায়, সেই যে গৌরব তুমি আমাকে দিয়েছ* (যোহন ১৭:২৪)।

তিনি নাকি বন্ধুদের জন্য প্রার্থনা করলেন, কিন্তু শত্রুদের কথা উল্লেখ করেননি? মনোযোগ দিয়ে শোন: তাঁর যন্ত্রণাভোগের সময়ে ইহুদীরা তাঁকে নির্মম ভাবে নির্যাতন করছিল ও চারদিক থেকে চিৎকার করছিল যাতে তাঁকে ক্রুশে দেওয়া হয়, অথচ তা দেখেও তিনি উচ্চকণ্ঠে পিতার কাছে প্রার্থনা করে বললেন, *পিতা, এদের ক্ষমা কর, কেননা এরা কি করছে, তা জানে না* (লুক ২৩:৩৪)। ঠিক যেন বলতেন, ওদের শঠতা ওদের অন্ধ করেছে, তোমার প্রসন্নতা ওদের ক্ষমাই করুক। আর পিতার কাছে তাঁর মিনতি বৃথা যায়নি, কারণ পরবর্তীকালে বহু ইহুদী বিশ্বাস করল—এখনও বিশ্বাসী হয়ে উঠে—আর যাঁর রক্ত নির্মমভাবে পাত করেছিল সেই রক্ত পান করল ও যাঁকে নির্যাতন করেছিল তাঁর অনুসরণ করল।

খ্রিষ্ট এ পথ দিয়েই চললেন। এসো, তাঁর অনুসরণ করি, যাতে বৃথাই খ্রিষ্টপন্থী বলে অভিহিত না হই।

খ বর্ষ - মার্ক ১০:৪৬-৫২

যিশু যখন নিজের শিষ্যদের ও বহুলোকের সঙ্গে যেরিখো ত্যাগ করে চলে যাচ্ছিলেন, তখন তিমেয়ের ছেলে অন্ধ বার্তিমেয় পথের ধারে ভিক্ষা করছিল। সে

যখন শুনতে পেল, তিনি নাজারেথের যিশু, তখন চিৎকার করে বলতে লাগল, ‘যিশু, দাউদসন্তান, আমার প্রতি দয়া করুন।’ তখন অনেকে ধমক দিয়ে তাকে চুপ করতে বলল, কিন্তু সে আরও জোরে চিৎকার করে বলতে লাগল, ‘দাউদসন্তান, আমার প্রতি দয়া করুন।’
যিশু থেমে বললেন, ‘তাকে ডাক।’ তাই লোকে সেই অন্ধকে ডেকে বলল, ‘সাহস কর, ওঠ, উনি তোমাকে ডাকছেন।’ তখন সে চাদর ফেলে লাফ দিয়ে উঠে যিশুর কাছে গেল। যিশু তাকে বললেন, ‘তুমি কী চাও? আমি তোমার জন্য কী করব?’ অন্ধটি তাঁকে বলল, ‘রাব্বুনি, আমি যেন চোখে দেখতে পাই!’ যিশু তাকে বললেন, ‘যাও, তোমার বিশ্বাস তোমার পরিত্রাণ সাধন করেছে।’ আর তখনই সে চোখে দেখতে পেল, ও তাঁর অনুসরণে পথ চলতে লাগল।

❖ আলেক্সান্দ্রিয়ার ক্লেমেণ্ট-লিখিত ‘বিধর্মীদের প্রতি আহ্বান’ (১১)

এসো, আলো ধারণ করি যাতে প্রভুর শিষ্য হই

প্রভুর আজ্ঞা নির্মল, চোখে আলো দান করে (সাম ১৯:৯)। খ্রিষ্টকে গ্রহণ কর, দৃষ্টিশক্তি গ্রহণ কর, সেই আলোও গ্রহণ কর যাতে একইসময়ে ঈশ্বরকে ও মানুষকে চিনতে পার। আমরা যাঁর দ্বারা আলোকিত, তিনি *সোনার চেয়ে, অজস্র খাঁটি সোনার চেয়েও, ও মধুর চেয়ে, মৌচাকের ঝরে পড়া মধুর চেয়েও* কাম্য (সাম ১৯:১১)। আর কেমন করে তিনি কাম্য না হয়ে পারতেন, যখন অন্ধকারাচ্ছন্ন মানব-অন্তরকে আলোর দিকে চালিত করলেন ও মনশ্চক্ষু অধিক উজ্জ্বল ও তীক্ষ্ণ করলেন?

যেমন সূর্য না থাকলে তারকারাজির উপস্থিতি সত্ত্বেও রাতই সর্বত্র বিরাজ করত, তেমনি যদি বাণীকে না জানতাম ও তাঁর দ্বারা আলোকিত না হতাম আমরা সেই মুরগির মত হতাম যা অন্ধকারে পোষণ করা হয় যাতে পরে মারা হয়।

সুতরাং এসো, আলো ধারণ করি, যাতে ঈশ্বরকেও ধারণ করতে পারি। আলো ধারণ করি, যাতে প্রভুর শিষ্য হতে পারি; কেননা তিনি পিতার কাছে এ প্রতিশ্রুতি দিলেন, *আমি আমার ভাইদের কাছে তোমার নাম বর্ণনা করব, তোমার প্রশংসা করব জনসমাবেশের মাঝে* (সাম ২২:৩)। মিনতি জানাই, তাঁর প্রশংসা কর, পরে তোমার পিতা সেই ঈশ্বরের কথা আমার কাছে বর্ণনা কর; তোমার সেই বর্ণনা পরিত্রাণ এনে দেয়। তোমার গীতিকা আমাকে এবিষয়ে উদ্বুদ্ধ করবে যে, ঈশ্বরের অন্বেষায় আমি

এতক্ষণ পথভ্রান্ত ছিলাম। কিন্তু যখন তুমিই, হে প্রভু, আলোর দিকে আমাকে চালিত কর, তখন তোমার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সন্ধান পাই ও তোমার কাছ থেকে পিতাকে পাই, তথা তোমার আপন সহউত্তরাধিকারী হয়ে উঠি, কারণ তুমি আমাকে ভাই বলে গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত হওনি (হিব্রু ২:১১ দ্রঃ)।

এসো, সতর্ক থাকি, অধিক সতর্ক থাকি, যেন সত্য বিস্মৃত না হই। এসো, অজ্ঞতা দূর করে দিয়ে, ও যে অন্ধকার ঠিক যেন এক মেঘের মত আমাদের চোখ আচ্ছন্ন করে আমাদের বাধা দেয়, সেই অন্ধকার ঘুচিয়ে দিয়ে সত্যকার ঈশ্বরের দিকে চোখ নিবদ্ধ করে এ প্রথম কণ্ঠ ধ্বনিত করি: হে আলো, তোমাকে স্বাগত জানাচ্ছি! কারণ আমরা যারা অন্ধকারে নিমজ্জিত ও মৃত্যু-ছায়াতে আবদ্ধ ছিলাম, এই আমাদের জন্য স্বর্গ থেকে এমন আলো উদিত হল, যা সূর্যের চেয়েও পবিত্রতর ও এ জীবনের চেয়েও আনন্দদায়ী। এ আলো হল অনন্ত জীবন, যে জীবন তারাই যাপন করে যারা সেই আলোর অংশীদার। অন্যদিকে রাত আলো থেকে পালিয়ে যায়, যেহেতু ভয়ে নিজেকে লুকিয়ে রেখে প্রভুর দিনকে স্থান দিয়েছে। এ অনির্বাণ আলো সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়েছে, ও সূর্যাস্ত সূর্যোদয়কে প্রাধান্য দিয়েছে। এই তো *নতুন সৃষ্টি* বচনের অর্থ, কেননা যে ধর্মময়তার সূর্য সমস্ত কিছুর উপর দিয়ে পরিক্রমা করেন, সেই সূর্য গোটা মানবজাতিকে সমানভাবে উদ্ভাসিত করছেন, ঠিক তাঁর আপন পিতার আদর্শে যিনি সকল মানুষের উপর সূর্যকে জাগান ও সকলের উপরে সত্যের শিশির পাত করেন। তিনি সূর্যাস্তকে সূর্যোদয়ের মধ্যে স্থানান্তর করেছেন, ও মৃত্যুকে একপ্রকারে ক্রুশে দিয়ে জীবনে রূপান্তরিত করেছেন। ঐশকৃষক যে তিনি, ক্ষয়শীলতাকে অক্ষয়শীলতায় রূপান্তরিত করে ও পৃথিবীকে স্বর্গে স্থানান্তর করে সর্বনাশে আবদ্ধ মানুষকে ঊর্ধ্বলোকে বসিয়েছেন, অর্থাৎ কিনা তিনি মঙ্গলবাণী ঘোষণা করেন, জনগণকে শুভকর্ম সাধনে উদ্দীপ্ত করেন, সদাচরণ স্মরণ করিয়ে দেন, মহা ও দিব্য এমন উত্তরাধিকার আমাদের মঞ্জুর করেন যা কেউ কেড়ে নিতে পারে না, স্বর্গীয় শিক্ষা দানে মানুষকে ঈশ্বর করেন, তাদের অন্তরে বিধান সঞ্চার করেন ও তাদের হৃদয়েই তা লিখে রাখেন (যেরে ৩১:৩৩ দ্রঃ)। কোন্ বিধানের কথা বলা হচ্ছে? *ছোট-বড় সকলেই ঈশ্বরকে জানবে; আমি তাদের প্রতি প্রসন্নতা দেখাব, তাদের সমস্ত পাপ ভুলে যাব* (যেরে ৩১:৩৪)।

সুতরাং এসো, জীবনের বিধান গ্রহণ করি, ঈশ্বরের আহ্বানে সাড়া দিই। তাঁকে গ্রহণ করি, তিনি যেন আমাদের প্রতি প্রসন্নতা দেখান। তাঁর প্রয়োজন না হলেও, তবু এসো, তাঁর অবস্থানের জন্য কৃতজ্ঞতাপূর্ণ প্রতিদান স্বরূপ আমাদের সুসজ্জিত অন্তর তাঁকে অর্পণ করি—যাঁর মঙ্গলময়তায় আমরা এখানে বাস করি, সেই ঈশ্বরকে ভক্তি ও প্রেম নিবেদিত হোক!

গ বর্ষ - লুক ১৮:৯-১৪

যারা নিজেদের উপর নির্ভর করে মনে করত যে, তারাই ধার্মিক, ও অন্য সকলকে তুচ্ছ জ্ঞান করত, এমন কয়েকজনকে উদ্দেশ করে যিশু একদিন এই উপমা-কাহিনী শোনালেন।

‘দু’জন লোক প্রার্থনা করতে মন্দিরে গেল: একজন ফরিশী, আর একজন কর-আদায়কারী। ফরিশী সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মনে মনে এভাবেই প্রার্থনা করছিলেন, ঈশ্বর, আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাই যে, আমি অন্য সকল লোকের মত নই—ওরা যে চোর, অসৎ, ব্যভিচারী;—কিংবা ওই কর-আদায়কারীর মতও নই। আমি সপ্তাহে দু’বার উপবাস করি, সমস্ত আয়ের দশমাংশ দান করি। অপরদিকে কর-আদায়কারী দূরে দাঁড়িয়ে স্বর্গের দিকে চোখ তুলতেও সাহস পাচ্ছিল না, বরং বুক চাপড়াতে চাপড়াতে বলছিল, ঈশ্বর, আমার প্রতি দয়া কর, আমি যে পাপী। আমি তোমাদের বলছি, এই লোক ধর্মময় বলে সাব্যস্ত হয়ে বাড়ি ফিরে গেল, ওই লোকটা নয়; কেননা যে কেউ নিজেকে উচ্চ করে, তাকে নত করা হবে; কিন্তু যে নিজেকে নত করে, তাকে উচ্চ করা হবে।’

❖ বিশপ সাধু জন খ্রিসোস্তমের উপদেশাবলি (তপস্যা, উপদেশ ২:৪-৫)

বিনম্র হও, তবেই পাপের বন্ধন খুলে দেবে

নানা পথের মধ্য দিয়ে পরিত্রাণলাভ তোমার পক্ষে সহজ করার জন্য আমি বহু প্রকার তপস্যা বর্ণনা করে এসেছি। এবার তৃতীয় পথ কী? বিনম্রতা: বিনম্র হও, তবে পাপের বন্ধন খুলে দেবে। এ বিষয়েও শাস্ত্র একটা প্রমাণ দেয়—বিশেষভাবে সেই কর-আদায়কারী ও ফরিশীর উপমা-কাহিনীর মধ্য দিয়ে। লেখা আছে, একজন ফরিশী ও

একজন কর-আদায়কারী মন্দিরে প্রার্থনা করতে গেলে ফরিশী নিজ গুণের তালিকা ব্যক্ত করতে লাগল। সে বলল, অন্যদের মত আমি পাপী নই, এ কর-আদায়কারীর মতও নই। হায় রে, দুর্ভাগা প্রাণ! গোটা জগতের বিচার করেছ, কেন তোমার প্রতিবেশীকেও দুঃখ দিয়েছ? সেই কর-আদায়কারীর বিচার না করে তোমার পক্ষে কি গোটা জগৎ যথেষ্ট ছিল না?

আর সেই কর-আদায়কারী কী করল? সে মাথা নত করে ও চোখ নিচের দিকে নিবদ্ধ রেখে ঈশ্বরের আরাধনা করে বলল: *ঈশ্বর, আমার প্রতি দয়া কর, আমি যে পাপী* (লুক ১৮:১৩); আর যেহেতু নিজেকে বিনম্র করেছিল, সেজন্য ধর্মময় বলে সাব্যস্ত হয়েছিল। সুতরাং মন্দির থেকে চলে যাওয়ার সময়ে ফরিশী তার নিজের ধর্মময়তা হারিয়ে ফেলল, কিন্তু কর-আদায়কারী তা লাভ করল: তার কর্মের চেয়ে তার কথাই প্রবল হল। কর্ম থাকা সত্ত্বেও ফরিশী ধর্মময়তা হারিয়ে ফেলল, কিন্তু কর-আদায়কারী বিনম্র কথার মধ্য দিয়ে তা লাভ করল—যদিও সে প্রকৃতপক্ষে নম্রচিত্ত ছিল না, কেননা তখনই বিনম্রতা উপস্থিত, যখন বড় একজন নিজেকে ছোট করে; কর-আদায়কারীর মনোভাব আসলে বিনম্রতা বলে গণ্য করা উচিত নয়, তবু তার মনোভাব সত্য বলে স্বীকার্য, কারণ পাপী হওয়ায় তার কথা সত্যকথা ছিল।

কর-আদায়কারীর তুলনায় জঘন্য কেউ থাকতে পারে? সে তো পরের দুর্দশায়ই স্বার্থ খুঁজত, পরের পরিশ্রমে নিজে লাভবান হত, ও পরের দুঃখের দিকে সমবেদনা না দেখিয়ে বরং তার মধ্য দিয়েই অর্থ সঞ্চয় করত। তাই কর-আদায়কারীর পাপ মহাপাপ; ফলে পাপী হয়েও কর-আদায়কারী যখন বিনম্রতা দেখানোতেই এত মহাদান পেল, তখন যে বিনম্র ও ধার্মিক, তার আরও কতই না মহাদান পাবার কথা।

তুমি তোমার পাপ স্বীকার কর ও বিনম্র হও, তবে ধর্মময় বলে পরিগণিত হবে। এখন কি জানতে চাও, তুমি বিনম্র কিনা? তাহলে পলের দিকে তাকাও। যিনি সর্বজাতির শিক্ষাগুরু, আত্মায় পরিপূর্ণ বাণীপ্রচারক, মনোনীত পাত্র, নিরাপদ বন্দর, দুর্বল গঠনের মানুষ হয়েও সারা জগৎ পরিভ্রমণ করলেন ঠিক যেন তাঁর পাখা ছিল, তাঁরই দিকে তাকাও; দেখ কেমন বিনম্রতা ও আত্মত্যাগের মনোভাব নিয়ে নিজেকে মূর্খ ও প্রজ্ঞাপ্রিয়, ধনহীন ও ধনবান বলেন। এই যে তাঁর বিনম্রতার পরিচয়, যখন তিনি

বললেন, *প্রেরিতদূতদের মধ্যে আমি সবচেয়ে নগণ্য; এমনকি প্রেরিতদূত নামেরও যোগ্য নই* (১ করি ১৫:৯)। এই তো প্রকৃত বিনম্রতা, সবকিছুতে নিজেকে ছোট করা ও নিজেকে সকলের মধ্যে হীনতম বলা। ভেবে দেখ কেমন মানুষ একথা বললেন! তিনি দেহে পরিবৃত হয়েও ছিলেন স্বর্গের সহনাগরিক, মণ্ডলীর স্তম্ভ, স্বর্গীয় পুরুষ! বস্তুতপক্ষে সদ্‌গুণের এমন শক্তি রয়েছে যে, মানুষ স্বর্গদূতে পরিণত হয় ও আত্মা ঠিক যেন পাখা পেয়ে স্বর্গের দিকে ওড়ে। পল এ সদ্‌গুণেরই শিক্ষা দিয়েছেন। এসো, তেমন সদ্‌গুণের অনুকারী হতে চেষ্টা করি।

৩১শ রবিবার

ক বর্ষ - মথি ২৩:১-১২

সেসময় যিশু ভিড়-করা লোকদের ও শিষ্যদের উদ্দেশ করে বললেন, 'মোশির আসনে শাস্ত্রীরা ও ফরিশীরা আসীন; সুতরাং তাঁরা তোমাদের যা কিছু বলেন, তা পালন কর ও মেনে চল, কিন্তু নিজেরা যা করেন তা করো না, যেহেতু তাঁরা কথা বলেন, কিন্তু কিছুই করেন না। তাঁরা ভারী ভারী বোঝা বেঁধে লোকদের কাঁধে চাপিয়ে দেন, কিন্তু নিজেরা একটা আঙুল দিয়েও তা সরাতে ইচ্ছুক নন। তাঁরা যা কিছু করেন, দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যই তা করেন: নিজেদের কবচগুলো ফাঁপিয়ে তোলেন, নিজেদের কাপড়ের ঝালর লম্বা করেন; ভোজে প্রধান স্থান, সমাজগৃহে প্রধান আসন, হাটে-বাজারে শ্রদ্ধাপূর্ণ অভিবাদন, ও লোকদের ওষ্ঠে "রাব্বি" সম্বোধন শুনতে ভালবাসেন। কিন্তু তোমরা নিজেদের "রাব্বি" বলে ডাকতে দিয়ো না, কারণ তোমাদের গুরু একজনমাত্র, আর তোমরা সকলে ভাই; আর পৃথিবীতে কাউকে "পিতা" বলে সম্বোধন করো না, কারণ তোমাদের পিতা একজনমাত্র, আর তিনি স্বর্গে রয়েছেন; তোমরা নিজেদের "পথদিশারী" বলে ডাকতে দিয়ো না, কারণ তোমাদের পথদিশারী একজনমাত্র, তিনি খ্রিষ্ট। কিন্তু তোমাদের মধ্যে যে বড়, তাকে তোমাদের সেবক হতে হবে; আর যে কেউ নিজেকে উচ্চ করে, তাকে নত করা হবে; আর যে কেউ নিজেকে নত করে, তাকে উচ্চ করা হবে।'

❖ মঠাধ্যক্ষ সাধু হর্সিয়েসিউসের পুস্তক, যা তিনি মৃত্যুক্ষণে ভাইদের হাতে তুলে দিলেন (২৩, ৩৫, ৩৮)

আমরা নিজ প্রাণের রক্ষার উদ্দেশে বিশ্বাসের লোক

ভ্রাতৃগণ, ছোট থেকে মহান পর্যন্ত, ধনবান নির্ধন নির্বিশেষে আমাদের সমান হতে হবে; একাত্মতা ও বিনম্রতায়ও নিখুঁত হতে হবে, যাতে আমাদের বিষয়েও বলা যেতে পারে: *বেশি যে সংগ্রহ করল, তার অতিরিক্ত কিছু হল না; এবং অল্প যে সংগ্রহ করল, তার অভাব হল না* (২ করি ৮:১৫)। এমন কেউ যেন না থাকে, যে ভাইকে দরিদ্রতায়

দেখেও নিজের অভিলাষ পূরণ করতে ব্যস্ত থাকে, যার ফলে তাকে নবীর এ ভর্ৎসনা-বাণী শুনতে হয়, *একই ঈশ্বর কি আমাদের সৃষ্টি করেননি?* (মালা ২:১০)। সকলের কি এক পিতা নন? তবে কেন প্রত্যেকে নিজ নিজ ভাইকে পরিত্যাগ করেছে ও আমাদের পিতৃপুরুষদের নিয়ম অপবিত্র করেছে? *যুদা অবিশ্বস্ত হয়েছে, এবং ইস্রায়েলে জঘন্য কাজ সাধিত হয়েছে* (মালা ২:১১)। ফলে *আমি এক নতুন আজ্ঞা তোমাদের দিচ্ছি: আমি তোমাদের যেভাবে ভালবেসেছি, তোমরা পরস্পরকে সেইভাবে ভালবাস: তোমরা যে আমার শিষ্য, এতেই সকলে জানতে পারবে* (যোহন ১৩:৩৪, ৩৫), প্রেরিতদূতদের কাছে ত্রাণকর্তা প্রভুর এই বাণী অনুসারে আমাদের পরস্পরকে ভালবাসতে হবে, এবং দেখাতে হবে যে, আমরা সত্যি প্রভু যিশুখ্রিষ্টের শিষ্য ও তাঁদেরই অনুগামী, যাঁরা ঐক্যবদ্ধ জীবন ধারণ করতেন।

দিনের বেলায় যে চলে, সে হোঁচট খায় না, রাত্রিবেলায় যে চলে, আলো না পাওয়ায় সে হোঁচট খায়। প্রেরিতদূত বললেন, *আমরা কিন্তু নিজেদের সর্বনাশের উদ্দেশ্যে পিছিয়ে যাওয়ার মানুষ নই, বরং প্রাণ-রক্ষার জন্য বিশ্বাসেরই মানুষ* (হিব্রু ১০:৩৯)। এবং অন্যত্র লেখা আছে, *তোমরা সকলে আলোর সন্তান ও ঈশ্বরের সন্তান* (সাম ২৯:১); *আমরা রাত্রিরও নই, অন্ধকারেরও নই* (১ থে ৫:৫)। অতএব, আমরা যখন আলোরই সন্তান, তখন যা যা আলোর, আমাদের তা জানা উচিত ও সমস্ত শুভকর্ম সাধনে আলোর ফলও দেখানো উচিত, কেননা যা প্রকাশ্যে করা হয়, তা-ই আলো। আমরা যদি সমস্ত হৃদয় দিয়ে প্রভুর কাছে ফিরি ও তাঁর পুণ্যজনদের আদেশ ও আমাদের পিতার আজ্ঞা পালন করি, তবে সমস্ত শুভকর্মে উপচে পড়ব। অপর দিকে আমরা যদি দৈহিক অভিলাষ দ্বারা নিজেদের পরাজিত হতে দিই, তাহলে দিনের বেলায়ও ঠিক যেন রাত্রিবেলাতেই উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে চলব ও আমাদের চির-আবাসের নগরীতে পৌঁছবার পথ খুঁজে পেতে পারব না: *তারা ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্ত ছিল, মূর্ছা যাচ্ছিল তাদের প্রাণ, কারণ তারা প্রভুর বিধান উপেক্ষা করেছিল ও নবীদের কণ্ঠস্বর শুনল না* (সাম ১০৭:৫, ১১ দ্রঃ); ফলে তারা প্রতিশ্রুত শান্তিতে পৌঁছতে পারল না।

প্রভু এত মঙ্গলময় যে, তিনি আমাদের অবিরতই পরিত্রাণের দিকে আহ্বান করেন: এসো, তাঁর দিকে হৃদয় ফেরাই, *এখন তো তোমাদের ঘুম থেকে জেগে ওঠারই লগ্ন।*

রাত শেষ হয়ে যাচ্ছে, দিন কাছে এসে গেছে। তাই অন্ধকারের কাজকর্ম পরিত্যাগ ক'রে, এসো, আলোরই উপযোগী রণসজ্জা পরিধান করি (রো ১৩:১২-১৩)। এসো, দিনমানের মত উজ্জ্বলভাবে চলাফেরা করি। আমার সন্তানেরা, এসো, সর্বাপেক্ষা সমস্ত হৃদয় দিয়ে ঈশ্বরকে ভালবাসি, তারপর, ত্রাণেশ্বরের আজ্ঞা স্মরণ করে একে অন্যকে ভালবাসি: *আমি তোমাদের জন্য শান্তি রেখে যাচ্ছি, আমারই শান্তি তোমাদের দান করছি —জগৎ যেভাবে তা দান করে থাকে, আমি সেভাবে তা তোমাদের দান করি না* (যোহন ১৪:২৭)। *এই আজ্ঞা দু'টোর উপরেই সমস্ত বিধান ও নবী-পুস্তক ভর করে আছে* (মথি ২২:৪০)।

খ বর্ষ - মার্ক ১২:২৮-৩৪

একদিন শাস্ত্রীদের একজন যিশুর কাছে এসে এই প্রশ্ন রাখলেন, 'সকল আজ্ঞার মধ্যে কোন্‌টা প্রথম?' তিনি তাঁকে বললেন, 'প্রথমটা এই: হে ইস্রায়েল, শোন; আমাদের ঈশ্বর প্রভু একমাত্র প্রভু; আর তুমি তোমার ঈশ্বর প্রভুকে তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে, তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে, তোমার সমস্ত মন দিয়ে ও তোমার সমস্ত শক্তি দিয়ে ভালবাসবে; আর দ্বিতীয়টা এ: তুমি তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসবে। এই আজ্ঞা দু'টোর চেয়ে বড় আর কোন আজ্ঞা নেই।' সেই শাস্ত্রী তাঁকে বললেন, 'ঠিক কথা, গুরু, আপনি যা বলেছেন তা সত্য: তিনি এক, এবং তিনি ছাড়া অন্য দেবতা নেই; তাঁকে সমস্ত হৃদয় দিয়ে, সমস্ত বুদ্ধি দিয়ে ও সমস্ত শক্তি দিয়ে ভালবাসা এবং প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসা সমস্ত আহুতি ও বলিদানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।' তিনি সুবিবেচিত উত্তর দিয়েছেন দেখে যিশু তাঁকে বললেন, 'ঈশ্বরের রাজ্য থেকে আপনি দূরে নন।' এরপরে তাঁর কাছে কোন প্রশ্ন রাখার সাহস আর কারও হল না।

❖ বিশপ সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি (১৪:১-২)

ভালবাসায় বৃদ্ধি পেতে পেতে
প্রাণ ভয় থেকে নিজেকে মুক্ত করে

তোমাদের হৃদয় পবিত্র পাঠের উপদেশে ও ঈশ্বরের বাণীতে দৈনন্দিন পরিপুষ্ট, একথা আমরা জানি; তথাপি যে ভালবাসায় আমরা পরস্পর উদ্দীপ্ত, সেই ভালবাসার খাতিরে আমাদের পক্ষে নিজেদের মধ্যে ঐশপ্রেম বিষয়ে একটু কথা বলা বাঞ্ছনীয় মনে করি। আর ঐশপ্রেম বিষয়ে ছাড়া অন্য কোন্ বিষয়েই বা আমি তোমাদের সঙ্গে কথা বলব? কেননা ঐশপ্রেম সম্বন্ধে কেউ যদি কথা বলতে চায়, তাহলে কোন্ কোন্ পাঠ বেছে নেবে, তার এমন সমস্যাও নেই: প্রতিটি পৃষ্ঠাই সেই কথা বলে। এবিষয়ে প্রভু নিজেই যে সাক্ষ্যদান করেন, তা সুসমাচারে প্রমাণিত; বাস্তবিকই যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল বিধানের সবচেয়ে মহা আজ্ঞা কী, তিনি উত্তর দিলেন, *তুমি তোমার ঈশ্বর প্রভুকে তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে, তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে ও তোমার সমস্ত মন দিয়ে ভালবাসবে, ও তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসবে* (মথি ২২:৩৭, ৩৯)। আর যাতে আমরা পবিত্র শাস্ত্রে অন্য কিছুর অনুসন্ধান না করি, এজন্য তিনি বলে চললেন, *এই আজ্ঞা দু'টোর উপরেই সমস্ত বিধান ও নবী-পুস্তক ভর করে আছে* (মথি ২২:৪০)। যখন বিধান ও নবী-পুস্তক এ দু'টি আজ্ঞার উপরে নির্ভর করে আছে, তখন সুসমাচার তার উপরে আর কতই না নির্ভর করবে? ভালবাসা মানুষকে নবীভূত করে: অর্থলালসা যেমন মানুষকে নবীনতা থেকে বঞ্চিত করে, তেমনি ভালবাসা তাকে নবীকৃত করে। এজন্য অর্থলালসার জ্বালায় ভুগতে ভুগতে সামসঙ্গীত-রচয়িতা বলেন, *দুর্বল হয়ে আসি আমার বিরোধীদের মধ্যে* (সাম ৬:৮)।

ভালবাসা নবমানুষের অধিকার, একথা প্রভু নিজেই এভাবে ব্যক্ত করেন: *আমি এক নতুন আজ্ঞা তোমাদের দিচ্ছি, তোমরা পরস্পরকে ভালবাস* (যোহন ১৩:৩৪)। ফলে যখন বিধান ও নবী-পুস্তক ভালবাসার উপরে নির্ভর করে আছে, অর্থাৎ সমস্ত পুরাতন নিয়মই তার উপর নির্ভর করে আছে, তখন যা সুস্পষ্ট ভাবে নূতন নিয়ম বলে অভিহিত, সেই সুসমাচার ভালবাসার উপরে কতই না নির্ভর করার কথা! বস্তুত প্রভু 'তোমরা পরস্পরকে ভালবাস' কেবল এই আজ্ঞাটি কি নিজেরই আজ্ঞা বলে ঘোষণা করেননি?

তিনি আজ্ঞাটি নতুন বলেছেন, তিনি আমাদের নবমানুষ করে তুলে আমাদের নবীকরণের উদ্দেশ্যেই এলেন, এবং তিনি এমন নতুন উত্তরাধিকার প্রতিশ্রুত হলেন যা চিরন্তন।

অথচ সেই সময়েও এমন লোক ছিল যারা ঈশ্বরকে ভালবাসত, ও তাঁর পবিত্র বাসনায় হৃদয় শুদ্ধ করে নিঃস্বার্থভাবেই তাঁকে ভালবাসত; তারা হল সেই সকল ব্যক্তি যারা প্রাচীন প্রতিশ্রুতির পরদা সরিয়ে দিয়ে ভাবী নূতন নিয়মের কথা অন্তরে অনুভব ক'রে উপলব্ধি করল যে, পুরাতন নিয়মে যা কিছু পুরাতন মানুষের অনুসারে আদিষ্ট ও প্রতিশ্রুত হয়েছিল, তা সেই নূতন নিয়মেরই পূর্বচিহ্ন ছিল, যে সন্ধি প্রভুর চরমকালে বাস্তবায়িত করার কথা। এক্ষেত্রে প্রেরিতদূত স্পষ্টভাবে বলেন, *এই সমস্ত কিছু তাঁদের প্রতি ঘটেছিল দৃষ্টান্ত হিসাবেই, এবং আমাদেরই চেতনার জন্য তা লিখে রাখা হল— এই আমাদের, যাদের পক্ষে যুগের সমাপ্তি লগ্ন কাছে এসে পড়েছে* (১ করি ১০:১১)। সুতরাং, সেই দৃষ্টান্তগুলোতে নূতন নিয়মেরই পূর্বাভাস ও পূর্বপ্রচার ঘটছিল।

নূতন নিয়মের কাল এসে উপস্থিত হলে শুভসংবাদ প্রকাশ্যে প্রচারিত হতে লাগল, আর সেই দৃষ্টান্তগুলোর এমন ব্যাখ্যা দেওয়া হল যাতে প্রাচীন প্রতিশ্রুতির আলোতে নূতন নিয়মের কথা উপলব্ধি করা যায়। বাস্তবিকই সেই মোশি পুরাতন নিয়মের মানুষ হয়েও নূতন নিয়মের কথা উপলব্ধি করতেন: দৈহিক জাতির কাছে পুরাতন নিয়মের কথা প্রচার করতেন, কিন্তু আত্মিক যে তিনি, নূতন নিয়মেরই কথা উপলব্ধি করতেন। অপর দিকে প্রেরিতদূতেরা ছিলেন নূতন নিয়মেরই নবী ও বাণীসেবক, তবু এ অর্থে নয় যে, তাঁদের যা প্রচার করার কথা, তা পুরাতন নিয়মে ছিল না।

সুতরাং ভালবাসা উভয় সন্ধিতে উপস্থিত; কিন্তু প্রথমটায় ভালবাসা একটু আবৃত ও ভয় অধিক প্রকাশ্য; দ্বিতীয়টায় ভয়ের চেয়ে ভালবাসাই প্রকাশ্য। কেননা ভালবাসা যত বৃদ্ধি পায়, ভয় তত হ্রাস পায়। ফলে ভালবাসায় বৃদ্ধি পেতে পেতে প্রাণ ভয় থেকে নিজেকে মুক্ত করে; একথা প্রেরিতদূত যোহন সপ্রমাণ করে বললেন: *সিদ্ধ ভালবাসা ভয়কে দূরে সরিয়ে দেয়* (১ যোহন ৪:১৮)।

গ বর্ষ - লুক ১৯:১-১০

একদিন, যেরিখোতে প্রবেশ করে যিশু শহরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন, আর হঠাৎ জাখেয় নামে একজন লোক—সে ছিল প্রধান কর-আদায়কারী ও নিজে ধনী লোক—যিশু কে তা দেখবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু ভিড়ের কারণে পারছিল না, কেননা খাটো মানুষ ছিল। তাই আগে ছুটে গিয়ে সে তাঁকে দেখবার জন্য একটা ডুমুরগাছে উঠল, কারণ তাঁকে ওই পথ দিয়ে যেতে হচ্ছিল।

যিশু যখন সেই স্থানে এসে পৌঁছলেন, তখন উপরের দিকে তাকিয়ে তাকে বললেন, 'জাখেয়, শীঘ্র নেমে এসো, কারণ আমাকে আজ তোমার বাড়িতে থাকতে হবে।' সে শীঘ্র নেমে এল, এবং সানন্দে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাল। তা দেখে সকলে গজগজ করে বলতে লাগল, 'ইনি একটা পাপীর ঘরে উঠলেন!' কিন্তু জাখেয় দৃঢ়তার সঙ্গে প্রভুকে বলল, 'প্রভু, দেখুন, আমার অর্ধেক সম্পত্তি আমি গরিবদের দিয়ে দিচ্ছি; আর যদি কখনও ঠকিয়ে কারও কিছু নিয়ে থাকি, তার চতুর্গুণ ফিরিয়ে দিচ্ছি।' তখন যিশু তার বিষয়ে বললেন, 'আজ এই বাড়িতে পরিত্রাণ প্রবেশ করেছে, কারণ এই লোকটিও আব্রাহামের সন্তান। বাস্তবিকই, যা হারানো ছিল, তা খুঁজতে ও পরিত্রাণ করতেই মানবপুত্র এসেছেন।'

❖ সন্ন্যাসী জন ইউস্তুস লান্ড্‌স্‌বের্গের উপদেশ (গির্জা উৎসর্গীকরণ উপলক্ষে)

প্রকৃত মনপরিবর্তন

প্রকৃত মনপরিবর্তন পাপের সকল শিকড় ছেটে দেয়। অনেকের পক্ষে অর্থলালসাই পাপের মূলকারণ। তা উৎপাটন করার জন্য জাখেয় প্রতিশ্রুতি দেয়, সে গরিবদের প্রয়োজনের জন্য অর্ধেক সম্পত্তি দান করবে, ও *আমি যদি কখনও ঠকিয়ে কারও কিছু নিয়ে থাকি, তার চতুর্গুণ ফিরিয়ে দিচ্ছি* (লুক ১৯:৮)।

তুমি কি দেখতে পাচ্ছ, খ্রিষ্ট দ্বারা আলোকিত হয়ে জাখেয় সহসা কতই না অগ্রসর হয়েছে? তাছাড়া নিন্দুকদের বিরুদ্ধে খ্রিষ্টকে রক্ষা করার জন্য ও নিজের প্রতি তিনি কেমন প্রজ্ঞার সঙ্গে ব্যবহার করেছিলেন তা দেখাবার জন্য সে নিজের সঙ্কল্প প্রকাশ্যেই ঘোষণা করতে চাইল; হ্যাঁ, খ্রিষ্ট তাকে কর-আদায়কারীর মত অবজ্ঞা করে এড়াননি, বরং মঙ্গলভাব দেখিয়ে ও তার বাড়িতে নিজেকে নিমন্ত্রিত করে তাকে এত মহান ও আকস্মিক পরিবর্তনে তপস্যা ও মনপরিবর্তনের দিকে চালিত করেছিলেন যে, অতীতে

সে যেমন অর্থলোভী হয়েছিল, তেমনি এখন সবকিছু ত্যাগ করতে বাসনা করছে। বস্তুতপক্ষে সে ভবিষ্যতেই গরিবদের হাতে সম্পত্তি দেবে ও ভবিষ্যতেই অন্যায়-অর্থ ফিরিয়ে দেবে এমন নয়, এখনই তা করতে দৃঢ়সঙ্কল্প: *দেখুন, আমি দিয়ে দিচ্ছি, আমি ফিরিয়ে দিচ্ছি* (লুক ১৯:৮)। ভিক্ষাদান করছি, যা চুরি করেছি তা ফিরিয়ে দিচ্ছি। আর ভিক্ষাদান যেন ঈশ্বরের গ্রহণীয় হয় যদিও আগে যা চুরি করা হয়েছে তা ফিরিয়ে দেওয়া প্রয়োজন, তবু এক্ষেত্রে, যা দাতব্য শুধু নয়, যা দানশীলতার খাতিরে দান করতে পারত ও দান করতে চাইত তাও দেবার তৎপরতা দেখাতে গিয়ে সে আগে ভিক্ষাদানের কথা, পরেই ফিরিয়ে দেওয়ার কথা বলে। যিশু তার বিষয়ে বললেন: *আজ এই বাড়িতে পরিত্রাণ প্রবেশ করেছে, কারণ এই লোকটিও আব্রাহামের সন্তান। বাস্তবিকই, যা হারানো ছিল, তা খুঁজতে ও পরিত্রাণ করতেই মানবপুত্র এসেছেন* (লুক ১৯:৯-১০)।

'এই গৃহে' সাধিত পরিত্রাণের কথা ঘোষণা করায় খ্রিষ্ট জাখেয়ের আত্মাকেই ইঙ্গিত করতে অভিপ্রায় করেন, যে আত্মা বাসনা ও মঙ্গল-ইচ্ছায় আসক্তি দ্বারা, ভালবাসা ও বাধ্যতা দ্বারা পরিত্রাণ পেয়েছে; আর তেমন আত্মাকেই প্রভু ঈশ্বরের গৃহ বলে অভিহিত করেন, কারণ তার মধ্যে ঈশ্বর বাস করেন—বাস্তবিকই যিশু তা-ই পরিত্রাণ করতে এলেন যা হারানো ছিল। আর এজন্য তিনি তাদেরই সঙ্গে থাকতে চাইলেন, যাদের তিনি জানতেন নিজ সহায়তার অভাবী ও পরিত্রাণের অন্বেষী।

যারা গজ গজ করছিল, তাদের উদ্দেশ করে তিনি ঠিক যেন বললেন, আমি পাপী মানুষের সঙ্গে কথা বলায় ও নিমন্ত্রিত না হয়েও তার বাড়িতে নিজেকে নিমন্ত্রিত করায় আমার বিরুদ্ধে তোমাদের এত উত্তেজনা কেন? পাপীরা নিজেদের পাপে থাকবে এজন্য নয়, তারা মনপরিবর্তন করে আমাতে জীবন পাবে এজন্যই আমি এ জগতে এসেছি! পাপী আজ পর্যন্ত যা করে এসেছে, আমি তার দিকে তাকাই না, বরং সে এখন থেকে যা করবে তা-ই ধরি। তাকে আমি আমার অনুগ্রহ ও বন্ধুত্ব নিবেদন করি—তোমরা ইচ্ছা করলে, তোমাদেরও তা নিবেদন করব। সে যখন আমার অনুগ্রহ ও বন্ধুত্ব গ্রহণ করে আমার কাছে এসে পাপী যে ছিল ধার্মিক হয়ে ওঠে, তখন আমি যে তার বাড়িতে গিয়েছি এর জন্য তোমরা আমাকে নিন্দা কর কেন? যে পাপী ছিল, সে যখন ঈশ্বরের বন্ধু হয়েছে, তখন তোমরা তাকে ধূর্ত বলে বিচার কর কেন? কেননা সে তো আব্রাহামেরই সন্তান—

তাঁর বংশের মানুষ ব'লে নয়, কিন্তু ভক্তপ্রাণ আব্রাহামের বিশ্বাসের অনুকারী হয়েছে ব'লে!

আমাদের প্রভু যিশুখ্রিষ্ট এমনটি দেন, আমরা যেন তাঁকে জানতে পারি, তাঁকে ভালবাসতে পারি, তাঁর উপর ভরসা রাখতে পারি, যা ঈশ্বরের ইচ্ছার গ্রহণীয় ও আমাদের পরিত্রাণে বাধা দেয় না, তা ছাড়া যেন আমরা অন্য কিছুতে আসক্ত ও আকর্ষিত না হই। তিনি যুগযুগ ধরে ধন্য! আমেন।

৩২শ রবিবার

ক বর্ষ - মথি ২৫:১-১৩

সেসময় যিশু তাঁর শিষ্যদের এই উপমা-কাহিনী শোনালেন, ‘স্বর্গরাজ্যের ভাবী অবস্থা এমন দশজন যুবতী কুমারীর সঙ্গে তুলনা করা যায়, যারা নিজ নিজ প্রদীপ নিয়ে বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বেরিয়ে পড়ল। তাদের মধ্যে পাঁচজন ছিল নির্বোধ ও পাঁচজন ছিল বুদ্ধিমতী। নির্বোধ যারা, তারা নিজ নিজ প্রদীপ নিল বটে, কিন্তু সঙ্গে করে তেল নিল না; অপরদিকে বুদ্ধিমতী যারা, তারা নিজ নিজ প্রদীপের সঙ্গে পাত্রে করে তেলও নিল। বর দেরি করায় সকলের ঝিমুনি ধরল ও তারা ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু মাঝরাতে রব উঠল, দেখ, বর! তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বেরিয়ে পড়! তখন সেই যুবতীরা সকলে জেগে উঠল, ও নিজ নিজ প্রদীপ ঠিক ঠাক করল। আর নির্বোধেরা বুদ্ধিমতীদের বলল, তোমাদের তেল থেকে আমাদের খানিকটা দাও, আমাদের প্রদীপ যে নিভে যাচ্ছে। কিন্তু বুদ্ধিমতীরা উত্তরে বলল, হয় তো তোমাদের ও আমাদের জন্য কুলোবে না; তোমরা বরং দোকানদারদের কাছে গিয়ে নিজেদের জন্য তেল কিনে নাও। তারা কিনতে গিয়েছিল, এর মধ্যে বর এসে উপস্থিত হলেন। যারা প্রস্তুত ছিল, তারা তাঁর সঙ্গে বিবাহ-বাড়িতে প্রবেশ করল, আর দরজা বন্ধ করা হল। শেষে অন্য সকল যুবতীরাও এল। তারা বলতে লাগল, প্রভু, প্রভু, আমাদের জন্য দরজা খুলে দিন। কিন্তু তিনি উত্তরে বললেন, তোমাদের সত্যি বলছি, আমি তোমাদের চিনি না। সুতরাং জেগে থাক, কেননা তোমরা সেই দিন বা সেই ক্ষণ জান না।’

❖ নাজিয়াঞ্জুসের বিশপ সাধু গ্রেগরির উপদেশাবলি (উপদেশ ৪০:৪৬)

এসো, বিশ্বাসের উজ্জ্বল প্রদীপ নিয়ে

বর-খ্রিস্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বেরিয়ে পড়ি

বাপ্তিস্ম গ্রহণ করার পর তুমি মহাগির্জার সামনে থেমেছিলে: সেই থামাটা ভাবী জীবনের গৌরবের প্রতীক; তুমি যে সামসঙ্গীত গানে গানে গৃহীত হয়েছিলে, তা সেই সমবেত কণ্ঠের গানের পূর্বাভাস; যে প্রদীপ জ্বালিয়েছিলে, তা সেই আলোর পূর্বদৃষ্টান্ত,

যে আলোতে আমরা উজ্জ্বল কুমারীর মত বিশ্বাসের উজ্জ্বল প্রদীপ নিয়েই বর-খ্রিষ্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বেরিয়ে পড়ব—পাছে এমনটি ঘটে যে, আমরা অলসতা ও শিথিলতা বশত নিদ্রাগত হলে ও আমাদের অজান্তে তিনিই অপ্রত্যাশিত ভাবে এসে পড়েন যাঁর আগমনের প্রতীক্ষায় আছি, যার ফলে শুভকর্মের তেলের অভাবী হয়ে আমরা বাসর থেকে বঞ্চিত হই। কেননা আমি সেই দুঃখজনক ও লজ্জাকর ঘটনা কল্পনা করতে পারি: তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের রব উঠলেই তিনি এসে পড়বেন; আর তখনই বুদ্ধিমতী সকল প্রাণ নিজ নিজ উজ্জ্বল প্রদীপ ও প্রচুর খাদ্য নিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বেরিয়ে যাবে; কিন্তু যাদের তেল যথেষ্ট, অপর সকল প্রাণ তাদের কাছে তা অসময়ে চাইতে চাইতে অস্থির হয়ে উঠবে। তিনি কিন্তু শীঘ্রই প্রবেশ করবেন, ও তাঁর সঙ্গে বুদ্ধিমতীরাও প্রবেশ করবে; কিন্তু যে যে বুদ্ধিহীন প্রাণ প্রদীপ ঠিক করার জন্য প্রবেশের সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিল, তারা বঞ্চিত হয়ে ও নিজেদের অলসতা ও শিথিলতার ফলে কীবা হারিয়েছে তা অধিক দেরি করেই বুঝে হাহাকার করবে। তারা যতই যাচনা ও মিনতি করবে না কেন, বাসরে প্রবেশ করতে আর কখনও পারবে না, কারণ নিজেদের দোষেই প্রবেশাধিকার থেকে নিজেদের বঞ্চিত করল।

আরও, তোমরা যেন তাদেরও মত না হও, যারা, উত্তম বরের জন্য উত্তম পিতা যে বিবাহোৎসবের আয়োজন করেছিলেন, তাতে যোগ দিতে অসম্মত হয়েছিল কারণ সম্প্রতিকালে নিজেরাই বিবাহ করেছিল বা একখন্ড জমি বা এক জোড়া বলদ সবেমাত্রই কিনেছিল। সেসময়ে গর্বোদ্ধত ও দাম্ভিকের জন্য স্থান থাকবে না, অলস ও শিথিলের জন্যও নয়; আর তার জন্যও নয়, যার পোশাক বিবাহোৎসবের অযোগ্য ও উপযুক্ত নয় —যদিও সে এ জীবনকালে নিজেকে সেই মর্যাদার যোগ্য বলে গণ্য করেছিল ও অসার প্রত্যাশায় নিজেকে প্রবঞ্চিত ক'রে অন্য সকলের মধ্যে অযথাই প্রবেশ করেছিল।

তারপর কী হবে? আমরা তাঁর সঙ্গে প্রবেশ করলে বর ভালই জানেন তিনি কী প্রকাশ করতে যাচ্ছেন ও কেমন করে সেই আত্মাদের সঙ্গে বাস করবেন যারা তাঁর সঙ্গে প্রবেশ করেছে। আমি মনে করি, তিনি তাদের সঙ্গে বসে সর্বোচ্চ ও পবিত্রতম রহস্য প্রকাশ করবেন। আহা, এমনটি দেওয়া হোক, আমরা যারা তোমাদের উপদেশ দিচ্ছি ও

তোমরা যারা শুনছ, এই আমরা সকলে যেন আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টে তাদের সহভাগী হতে পারি! তাঁর গৌরব ও পরাক্রম হোক যুগে যুগান্তরে। আমেন।

খ বর্ষ - মার্ক ১২:৩৮-৪৪

একদিন, উপদেশ দানকালে, যিশু জনতাকে বললেন, 'শাস্ত্রীদের বিষয়ে সাবধান: তাঁরা লম্বা লম্বা পোশাকে ঘুরে বেড়াতে পছন্দ করেন, হাটে-বাজারে শ্রদ্ধাপূর্ণ অভিবাদন, সমাজগৃহে প্রধান আসন ও ভোজসভায় প্রধান স্থান পেতে ভালবাসেন। তাঁরা বিধবাদের বিষয়-সম্পত্তি গ্রাস করেন, আর ভান করে লম্বা লম্বা প্রার্থনা করেন—তাঁরা বিচারে গুরুতর শাস্তি পাবেন।'

কোষাগারের সামনে বসে তিনি লক্ষ করছিলেন, লোকে বাক্সে কীভাবে টাকাপয়সা দিয়ে যাচ্ছে; অনেক ধনী লোক তার মধ্যে যথেষ্ট টাকা ফেলে যাচ্ছিল। পরে গরিব একটি বিধবা এসে দু'টো ক্ষুদ্র মুদ্রা বাক্সে ফেলল যার মূল্য দশ পয়সার মত। তখন তিনি নিজের শিষ্যদের কাছে ডেকে বললেন, 'আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তাদের সকলের চেয়ে এই গরিব বিধবাই বেশি দিল; কেননা অন্য সকলে নিজ নিজ বাড়তি ধন থেকে কিছু কিছু দিয়েছে, কিন্তু সে নিজের চরম দরিদ্রতায় তার যা কিছু ছিল, তার জীবন সর্বস্বই দিয়ে দিল।'

❖ নোলার বিশপ সাধু পাউলিনুসের পত্রাবলি (পত্র ৩৪:২-৪)

যিনি গরিবদের মধ্য দিয়ে গ্রহণ করেন,

এসো, তাঁকেই মুক্তহস্তে দান করি

প্রেরিতদূত একথা বলেন, *তোমার এমন কীবা আছে, যা পাওনি?* (১ করি ৪:৭)। এজন্য, হে প্রিয়জনেরা, আমরা যেন কৃপণ না হই, আমাদের সম্পদ ঠিক যেন আমাদেরই; কিন্তু ধার নেওয়া সম্পদের মত তার সুদ বাড়াতে ব্যস্ত থাকি। কেননা আমাদের হাতে যা ন্যস্ত করা হয়েছে, তা হল সাধারণ মঙ্গলদানগুলোর সুব্যবস্থা ও সাময়িক উপভোগ, ব্যক্তিগত একটা সম্পদের চিরকালীন দখল দেওয়া হয়নি। পৃথিবীতে তুমি তেমন সম্পদ সাময়িক বলে গণ্য করলে, তবে স্বর্গে তা চিরকালের মতই ভোগ করতে পারবে। তাদেরই কথা স্মরণ কর, যারা, সুসমাচারের বিবরণ অনুসারে, প্রভুর

কাছ থেকে টাকা পেয়েছিল, আর গৃহকর্তা ফিরে এলে তাঁর কাছ থেকে প্রতিদান বলে কী কী পেয়েছিল; তবেই উপলব্ধি করবে যে, পুঁজির বৃদ্ধি ইচ্ছা করলে, অনুর্বর বিশ্বাস দ্বারা তা অকেজো রাখার চেয়ে প্রভুর বেদির উপরে অর্থ নিবেদন করাই লাভজনক; কেননা প্রভুর জন্য বিনা সুদে রক্ষা করা সেই পুঁজি আসলে বড় অপব্যয়—পুঁজিটা দাসের পক্ষে অনর্থক হল, তাছাড়া এভাবে তা রক্ষা করার ফলে তার নিজের দণ্ডও হল।

এসো, সেই বিধবার কথাও স্মরণ করি, যে গরিবদের প্রতি ভালবাসার খাতিরে নিজের কথা ভুলে গিয়ে তার সর্বস্বই নিবেদন করল; বিচারক নিজে বললেন, বিধবাটি ভবিষ্যতের কথাই চিন্তা করছিল। অন্যরা তাদের বাড়তি থেকেই অর্থ দান করছিল; অপর দিকে সেই যে বিধবাটি, যে হয় তো গরিবদের চেয়েও গরিব ছিল কারণ সেই দুই পয়শাই ছিল তার সর্বস্ব, অথচ সকল ধনীর চেয়ে উদারমনা ছিল কারণ কেবল শাশ্বত পুরস্কারের ঐশ্বর্যই বাসনা করছিল ও নিজের জন্য কেবল স্বর্গীয় ধনেরই আকাঙ্ক্ষা করছিল, সেই বিধবাটি যে সম্পদ মাটি থেকে আসে ও মাটির কাছে ফিরে যায় তা প্রত্যাখ্যান করল। অদৃশ্য মঙ্গল পাবার উদ্দেশ্যে সে নিজের সর্বস্ব নিবেদন করল; অবিনশ্বর বিষয় লাভ করার উদ্দেশ্যে নশ্বর যত কিছু অর্পণ করল। ভাবী পুরস্কার লাভের জন্য ঈশ্বর যে নিয়ম স্থির করেছেন, সেই দুর্ভাগা তা অবজ্ঞা করেনি, আর এজন্য স্বয়ং বিধানকর্তা তার কথা ভুলে যাননি, এমনকি বিশ্ববিচারক আগে থেকে তার বিষয়ে রায় ঘোষণা করে সুসমাচারে বললেন যে, বিচারের দিনে তিনি তাকে মালায় ভূষিত করবেন।

সুতরাং এসো, তাঁর নিজের দানগুলো তাঁকে দান করে ঈশ্বরকে ধার করি; বস্তুত আমাদের এমন কিছুই নেই যা তিনি নিজেই আগে থেকে না দিয়েছেন, এমনকি তাঁর ইচ্ছার একটা ইঙ্গিত মাত্র যদি না থাকত আমাদের জন্মও হত না। আর সর্বোপরি আমরা কেমন করে নিজস্ব কিছুর অধিকারী নিজেদের মনে করতে পারি, যখন আমরা নিজেরাই নিজেদের নই? বাস্তবিকই আমরা ঈশ্বরের কাছে বিশেষভাবেই ঋণী, তিনিই আমাদের সৃষ্টি করেছেন এজন্য শুধু নয়, বরং এজন্যও যে, তিনি মূল্য দিয়ে আমাদের মুক্ত করলেন। তথাপি এসো, আনন্দ করি, কারণ স্বয়ং প্রভুর মহামূল্যবান রক্তমূল্যেই আমাদের কেনা হয়েছে, তাতে আমরা দাসের মত মূল্যহীন বস্তু আর নই, কেননা

ঐশবিধান থেকে স্বাধীন হওয়া এমন স্বাধীনতা, যা দাসত্বের চেয়েও হীনতম। হ্যাঁ, তেমন স্বাধীন ব্যক্তি শয়তানের ক্রীতদাস ও মৃত্যুর বন্দি।

অতএব এসো, প্রভুর কাছে তাঁর নিজের দানগুলো ফিরিয়ে দিই; যিনি সমস্ত গরিবদের মধ্য দিয়ে গ্রহণ করে থাকেন, তাঁকেই মুক্তহস্তে দান করি; আবার বলছি, আনন্দের সঙ্গেই দান করি, যাতে তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুসারে *সানন্দে চিৎকার করতে করতেই ফসল সংগ্রহ করতে পারি* (সাম ১২৬:৫)।

গ বর্ষ - লুক ২০:২৭-৩৮

একদিন কয়েকজন সাদ্দুকী যিশুর কাছে এগিয়ে এলেন—তাঁদের মতে পুনরুত্থান নেই। তাঁরা তাঁর কাছে এই প্রশ্ন রাখলেন, 'গুরু, মোশি আমাদের জন্য লিখেছেন, কারও ভাই যদি স্ত্রী রেখে নিঃসন্তান হয়ে মরে, তবে তার ভাই সেই স্ত্রীকে গ্রহণ করে নিজের ভাইয়ের জন্য বংশ উৎপন্ন করবে। আচ্ছা, সাত ভাই ছিল: বড় ভাই একটি স্ত্রী নিল, এবং সন্তান না রেখে মারা গেল। পরে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাই সেই স্ত্রীকে নিল; এভাবে সাত ভাই কোন সন্তান না রেখে মরল; শেষে সেই স্ত্রীও মারা গেল। তাই পুনরুত্থানের সময়ে তাদের মধ্যে সে কার্ স্ত্রী হবে? তারা সাতজনেই তো তাকে বিবাহ করেছিল।'

যিশু তাঁদের বললেন, 'এই সংসারের মানুষেরা বিবাহও করে, আবার তাদের বিবাহ দেওয়া হয়। কিন্তু যারা সেই পরলোকের যোগ্য ও মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থানেরও যোগ্য বলে গণ্য হয়েছে, তারা বিবাহও করে না, তাদের বিবাহও দেওয়া হয় না। তাদের আর মৃত্যু হতে পারে না, কেননা তারা দূতদের মত, এবং পুনরুত্থানের সন্তান হওয়ায় তারা ঈশ্বরের সন্তান। আরও, মৃতেরা যে পুনরুত্থান করে, তা মোশিও ঝোপের কাহিনীতে দেখিয়েছিলেন; কারণ তিনি প্রভুকে আব্রাহামের ঈশ্বর, ইসহাকের ঈশ্বর ও যাকোবের ঈশ্বর বলে ডাকেন: ঈশ্বর তো মৃতদের ঈশ্বর নন, জীবিতদেরই ঈশ্বর; কেননা তাঁর কাছে সকলেই জীবিত।'

❖ বিশপ সাধু ইরেনেউস-লিখিত ‘ভ্রান্তমতের বিরুদ্ধে’ (৪র্থ পুস্তক ৫:১-৫:৪)

আমিই পুনরুত্থান ও জীবন

যারা পুনরুত্থানের কথা অস্বীকার করত ও এজন্য ঈশ্বরকে অপমান করত ও বিধান তুচ্ছ করত, সেই সাদ্দুকীদের উত্তর দিতে গিয়ে আমাদের প্রভু ও সদ্‌গুরু পুনরুত্থান সপ্রমাণ করলেন ও ঈশ্বরকে প্রকাশ করলেন; তিনি তাদের বলেছিলেন: *আপনারা শাস্ত্রও জানেন না ও ঈশ্বরের পরাক্রমও জানেন না বিধায় নিজেদের ভোলাচ্ছেন। মৃতদের পুনরুত্থান বিষয়ে ঈশ্বর নিজে আপনাদের যা বলেছেন, তা কি আপনারা পড়েননি? তিনি তো বলেন, আমি আব্রাহামের ঈশ্বর, ইসহাকের ঈশ্বর ও যাকোবের ঈশ্বর* (মথি ২২:২৯, ৩১-৩২)। তারপর তিনি বলে চলেছিলেন, *ঈশ্বর তো মৃতদের ঈশ্বর নন, জীবিতদেরই ঈশ্বর; কেননা তাঁর কাছে সকলেই জীবিত* (লুক ২০:৩৮)। এ বাণীর মধ্য দিয়ে তিনি প্রকাশ করলেন যে, যিনি ঝোপের ভিতর থেকে মোশির কাছে কথা বলেছিলেন ও নিজেকে পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর বলে প্রকাশ করেছিলেন, তিনি জীবিতদেরই ঈশ্বর। বস্তুতপক্ষে যিনি সেই ঈশ্বর যাঁর উর্ধ্বে অন্য ঈশ্বর নেই, তিনি ছাড়া কেইবা সেই জীবিতদের ঈশ্বর? তাঁরই কথা নবী দানিয়েল প্রচার করেছিলেন যখন পারস্যরাজ কুরোশ *তুমি বেলের উদ্দেশে কেন প্রণিপাত কর না* জিজ্ঞাসা করলে (দা ১৪:৪) উত্তরে বলেছিলেন, কারণ *আমি মানুষের হাতে তৈরী মূর্তির পূজা করি না, কেবল সেই জীবনময় ঈশ্বরকে পূজা করি, যিনি আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা ও সমস্ত প্রাণীর প্রভু*, তারপর তিনি বলে চলেছিলেন, *আমি আমার ঈশ্বর প্রভুর উদ্দেশে প্রণিপাত করি, তিনিই জীবনময় ঈশ্বর* (দা ৪:২৩)।

সুতরাং যিনি জীবনময় ঈশ্বর বলে নবীদের দ্বারা পূজিত ছিলেন, তিনিই জীবিতদের ঈশ্বর; আর যিনি মোশির কাছে কথা বললেন, সাদ্দুকীদের উত্তর দিলেন, পুনরুত্থান দান করলেন ও সেই অন্ধদের কাছে উভয় বিষয় সপ্রমাণ করলেন, অর্থাৎ পুনরুত্থান ও ঈশ্বরকে দেখালেন, ঈশ্বরের সেই বাণীও ঈশ্বর। অতএব তিনি যদি মৃতদের নয়, জীবিতদেরই ঈশ্বর, তাহলে তিনি যে নিদ্রাগত পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর বলে অভিহিত, সেই পিতৃপুরুষেরা নিঃসন্দেহে ঈশ্বরের কাছে জীবিত, ও *পুনরুত্থানের সন্তান হওয়ায়* তাঁরা মরেননি (লুক ২০:৩৬)।

তবে আমাদের স্বয়ং প্রভুই পুনরুত্থান, তিনি নিজে যেভাবে বললেন, *আমিই পুনরুত্থান ও জীবন* (যোহন ১১:২৫)। আর সেই পিতৃপুরুষেরা হলেন তাঁর সন্তান, কেননা নবী একথা বললেন, *তোমার সন্তানেরা থাকবে তোমার পিতৃপুরুষদের স্থলে* (সাম ৪৫:১৭)। সুতরাং যিনি মোশির কাছে কথা বলেছিলেন ও পিতৃপুরুষদের কাছে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, পিতার সঙ্গে সেই খ্রিষ্ট নিজেই জীবিতদের ঈশ্বর। এ কথাই তিনি ইহুদীদের উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন, *আমার দিন দেখবার প্রত্যাশায় তোমাদের পিতা আব্রাহাম উল্লাস করেছিলেন: তা দেখলেন ও আনন্দিত হলেন* (যোহন ৮:৫৬)। কেন? কারণ *আব্রাহাম ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখলেন, এবং তা তাঁর পক্ষে ধর্মময়তা বলে পরিগণিত হল* (রো ৪:৩)।

তিনি বিশ্বাস করলেন যে, যিনি আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা তিনি অদ্বিতীয় ঈশ্বর; উপরন্তু বিশ্বাস করলেন যে, তিনি তাঁর বংশ আকাশের তারকারাজির মত করবেন; ঠিক যেভাবে পল বলেন, *জগতে জ্যোতিষ্কেরই* মত (ফিলি ২:১৫)। তাই ন্যায়সঙ্গতভাবেই তিনি সমস্ত জ্ঞাতিকুটুম্ব ত্যাগ করে ঈশ্বরের বাণীর অনুসরণ করেছিলেন—বাণীর সঙ্গে যাত্রা করেছিলেন ও বাণীর সঙ্গে থেমেছিলেন। যাঁরা আব্রাহামের বংশধর, সেই প্রেরিতদূতেরাও ন্যায়সঙ্গতভাবে নৌকা ও পিতাকে ত্যাগ করে ঈশ্বরের বাণীর অনুসরণ করেছিলেন। তাই ন্যায়সঙ্গতভাবে আমরাও আব্রাহাম দ্বারা স্বীকৃত একই বিশ্বাস গ্রহণ করে, ইসহাক যেভাবে কাঠ বহন করেছিলেন, সেভাবে ক্রুশ তুলে নিয়ে খ্রিষ্টের অনুসরণ করি। কেননা আব্রাহামেই মানুষ ঈশ্বরের বাণীর অনুসরণ করতে শিখেছে। বস্তুত আব্রাহাম নিজ বিশ্বাস অনুসারে ঐশবাণীর আদেশ পালন করে নত অন্তরে নিজ অদ্বিতীয় ও প্রিয় পুত্রকে ঈশ্বরের কাছে বলিরূপে সঁপে দিলেন, যাতে প্রসন্ন হয়ে ঈশ্বর তাঁর সমস্ত বংশের জন্য আপন প্রিয় ও অদ্বিতীয় পুত্রকে আমাদের মুক্তির উদ্দেশ্যে বলিরূপে সঁপে দেন।

এজন্য নবী হওয়ায় আব্রাহাম প্রভুর আগমনের দিন আত্মায় দেখতে পেলেন, ও তাঁর সেই যন্ত্রণাভোগ ব্যবস্থা, যা দ্বারা তিনি ও তাঁর মত বিশ্বাসী সকল মানুষ পরিত্রাণ পেতে যাচ্ছিলেন, তা দেখে উল্লাস করলেন।

৩৩শ রবিবার

ক বর্ষ - মথি ২৫:১৪-৩০

সেসময় যিশু তাঁর শিষ্যদের এই উপমা-কাহিনী শোনালেন, ‘বিদেশ যাত্রা করবেন বিধায় একজন লোক নিজের দাসদের ডেকে নিজ বিষয়-সম্পত্তি তাদের হাতে তুলে দিলেন। একজনকে তিনি পাঁচশ’ মোহর, অন্যজনকে দু’শো মোহর, ও আর একজনকে একশ’ মোহর—যার যে কার্যক্ষমতা, তাকে সেই অনুসারে দিলেন; পরে বিদেশ যাত্রা করলেন।

যে পাঁচশ’ মোহর পেয়েছিল, সে তখনই গিয়ে তা দ্বারা ব্যবসা করল, এবং আরও পাঁচশ’ মোহর লাভ করল। যে দু’শো মোহর পেয়েছিল, সেও সেইমত করে আরও দু’শো মোহর লাভ করল। কিন্তু যে একশ’ মোহর পেয়েছিল, সে গিয়ে মাটিতে একটা গর্ত খুঁড়ে তাঁর প্রভুর টাকা সেখানে লুকিয়ে রাখল। দীর্ঘদিন পর সেই দাসদের প্রভু এসে তাদের কাছ থেকে কৈফিয়ত নিলেন।

যে পাঁচশ’ মোহর পেয়েছিল, সে এগিয়ে এসে আরও পাঁচশ’ মোহর এনে বলল, প্রভু, আপনি আমার হাতে পাঁচশ’ মোহর তুলে দিয়েছিলেন; এই দেখুন, আরও পাঁচশ’ মোহর লাভ করেছি। তার প্রভু তাকে বললেন, বেশ! উত্তম ও বিশ্বস্ত দাস; তুমি অল্প বিষয়ে বিশ্বস্ত হয়েছ, আমি তোমাকে বহু বিষয়ের উপরে নিযুক্ত করব; তোমার প্রভুর আনন্দে প্রবেশ কর। তারপর যে দু’শো মোহর পেয়েছিল, সে এগিয়ে এসে বলল, প্রভু, আপনি আমার হাতে দু’শো মোহর তুলে দিয়েছিলেন; এই দেখুন, আরও দু’শো মোহর লাভ করেছি। তার প্রভু তাকে বললেন, বেশ! উত্তম ও বিশ্বস্ত দাস; তুমি অল্প বিষয়ে বিশ্বস্ত হয়েছ, আমি তোমাকে বহু বিষয়ের উপরে নিযুক্ত করব; তোমার প্রভুর আনন্দে প্রবেশ কর।

শেষে যে একশ’ মোহর পেয়েছিল, সে এগিয়ে এসে বলল, প্রভু, আমি তো জানতাম, আপনি কঠিন মানুষ: যেখানে বোনেননি, সেইখানে কেটে থাকেন, ও যেখানে ছড়াননি, সেখান থেকেই কুড়িয়ে আনেন। তাই ভয়ে আমি গিয়ে আপনার মোহরটা মাটিতে লুকিয়ে রাখলাম; দেখুন, আপনার যা, আপনি তা ফিরে পাচ্ছেন। কিন্তু তার প্রভু উত্তরে তাকে বললেন, ধূর্ত অলস দাস, তুমি নাকি জানতে, আমি যেখানে বুনিনি সেইখানে কাটি, ও যেখানে ছড়াইনি সেখান থেকেই কুড়িয়ে আনি! তবে তোমার উচিত ছিল, পোদ্দারদের হাতে আমার টাকা

রেখে দেওয়া; তাহলে আমি ফিরে এসে আমার যা তা সুদ-সমেত ফিরে পেতাম। সুতরাং তোমরা এর কাছ থেকে ওই মোহরগুলো নিয়ে নাও আর তাকেই দাও যার এক হাজার মোহর আছে; কেননা যার আছে তাকে আরও বেশি দেওয়া হবে, আর সে প্রাচুর্যেই থাকবে; কিন্তু যার কিছু নেই, তার যেটুকু আছে তাও তার কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হবে। আর ওই অপদার্থ দাসকে তোমরা বাইরের অন্ধকারে ফেলে দাও—সেখানে হবে কান্না ও দাঁত ঘষাঘষি।’

❖ মথি-রচিত সুসমাচারে পুরোহিত অরিগেনেসের ব্যাখ্যা (৬৮,৬৯)

আত্মায় বীজ বোনে বিধায়

ধার্মিক অনন্ত জীবন সংগ্রহ করে

আমার মনে হয়, সুসমাচারের এ বচন থেকে একথা দাঁড়ায় যে, আত্মায় বীজ বোনে বিধায় ধার্মিক অনন্ত জীবন সংগ্রহ করবে। প্রকৃতপক্ষে যা কিছু ধার্মিক দ্বারা বোনা ও সংগ্রহ করা হয়, ঈশ্বরই তা সংগ্রহ করেন; কেননা ধার্মিক সেই ঈশ্বরেরই সম্পদ, যিনি সেখানে ফসল সংগ্রহ করেন যেখানে নিজেই বীজ বোনেননি, ধার্মিক বুনেছিল।

ফলে কথাটা এভাবেই ব্যক্ত করব: ধার্মিক ছড়িয়ে দিল, নিঃস্বকে মুক্তহস্তে দান করল; ও প্রভু নিজের জন্য সেই সমস্ত কিছু সংগ্রহ করবেন যা ধার্মিক সেইভাবে বুনেছিল।

কেননা তিনি যা বোনেননি, সেই ফসল নিজের জন্য কাটিয়ে, ও তিনি যা ছড়াননি তা সংগ্রহ করে ঈশ্বর সেই সমস্ত কিছু যা গরিবদের মধ্যে বোনা হল বা ছড়িয়ে দেওয়া হল তা নিজেরই কাছে নিবেদিত বলে বিবেচনা করবেন, ও যারা প্রতিবেশীর উপকার করল তাদের বলবেন: *এসো, আমার পিতার আশীর্বাদের পাত্র যে তোমরা, জগৎপত্তনের সময় থেকে যে রাজ্য তোমাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে, তা উত্তরাধিকাররূপে গ্রহণ কর। কারণ আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম আর তোমরা আমাকে খেতে দিয়েছিলে* (মথি ২৫:৩৪-৩৫)।

আর যেহেতু তিনি সেখানেও শস্য কাটতে চান যেখানে বীজ বোনেননি, ও সেখানেও ফসল সংগ্রহ করতে চান যেখানে ছড়াননি, সেজন্য যখন কিছুই পাবেন না, তখন যারা এ লাভ থেকে তাঁকে বঞ্চিত করেছে তিনি তাদের বলবেন: *আমার কাছ*

থেকে দূর হও, অভিশাপের পাত্র যে তোমরা! শয়তানের ও তার দূতদের জন্য যে অনন্ত আগুন প্রস্তুত করা হয়েছে, তার মধ্যে যাও। কারণ আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম, আর তোমরা আমাকে খেতে দাওনি (মথি ২৫:৪১-৪২)।

মথির বচন অনুসারে, তিনি সত্যি শক্ত, ও লুকের বর্ণনা অনুসারে, তিনি কঠোর (লুক ১৯:২১ দ্রঃ); কিন্তু কেবল তাদেরই প্রতি, যারা নিজেদের অবহেলায় ঈশ্বরের দয়া দুর্ব্যবহার করে, অর্থাৎ মনপরিবর্তনের জন্য তা ব্যবহার করে না—প্রেরিতদূত যেভাবে আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন: *তুমি ঈশ্বরের মঙ্গলময়তা ও তাঁর কঠোরতাও বিবেচনা করে চল* (রো ১১:২২)। তাই যারা সৎকর্ম সাধনে অবহেলা করেছে, তিনি তাদের প্রতি কঠোর ব্যবহার করবেন; কিন্তু তুমি মঙ্গলময়তায় থাকলে, তবে তোমার প্রতি তিনি মঙ্গলময় হবেন।

এক ব্যক্তি যদি এতে নিশ্চিত যে, ঈশ্বর মঙ্গলময়, ও যদি এ প্রত্যাশা রাখে, মনপরিবর্তন করলে সে ক্ষমা পাবে, তবে তেমন ব্যক্তির প্রতি ঈশ্বর মঙ্গলময়। কিন্তু যে ব্যক্তি ভাবে, তিনি মঙ্গলময় হওয়ায় মানুষের পাপের দিকে তাকাবেন না, তেমন ব্যক্তির প্রতি ঈশ্বর মঙ্গলময় হবেন না, কঠোর হবেন। কেননা যে সকল মানুষ তাঁকে অবজ্ঞা করে, তাদের পাপের জন্য তিনি ক্রোধে উত্তপ্ত।

সুতরাং আমরা যা বুনিনি, খ্রিষ্ট যখন সেই শস্য কাটবেন, ও আমরা যা ছড়াইনি, তিনি যখন সেই ফসল সংগ্রহ করবেন, তখন এসো, আত্মায় বীজ বুনি, গরিবদের কাছে আমাদের সম্পদ বিলিয়ে দিই, ও ঈশ্বরের সেই মোহরটা মাটির নিচে যেন লুকিয়ে না রাখি।

তেমন ভয় মঙ্গলকর নয়, সেই অন্ধকার থেকেও আমাদের রেহাই দেবে না, যে অন্ধকারে আমরা ধূর্ত ও অলস দাসরূপে দণ্ডিত হব। হ্যাঁ, আমরা ধূর্ত, কেননা প্রভুর বাণীর অমূল্য মোহরটা ব্যবহার না করে খ্রিষ্টবিশ্বাস ছড়াইনি, ঈশ্বরের মঙ্গলময়তার নিগূঢ়তত্ত্বেও প্রবেশ করিনি। আবার আমরা অলস, কারণ নিজেদের ও অপরের পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরের বাণী দ্বারা ব্যবসা করিনি। অথচ আমাদের উচিত ছিল, আমাদের প্রভুর ঐশ্বর্য তথা তাঁর বাণী সেই পোদ্দারদের হাতে দেব যারা সবকিছুই যাচাই ও নিরীক্ষণ করে, যাতে কেবল উত্তম ও সত্য ধর্মতত্ত্ব রাখে ও ভ্রান্ত ও মিথ্যা ধর্মতত্ত্ব

পরিত্যাগ করে, যাতে করে প্রভু এলে, তখন সুদ ও ফসলের সঙ্গে সেই বাণীও সংগ্রহ করতে পারেন যা আমরা ভাইদের মধ্যে ছড়িয়েছি। কেননা সেই সমস্ত মোহর, তথা সেই সমস্ত বাণী যা ঈশ্বরের রাজকীয় মুদ্রাঙ্কনে ও তাঁর বাণীর প্রতিমূর্তিতে চিহ্নিত, তা-ই প্রকৃত মোহর।

খ বর্ষ - মার্ক ১৩:২৪-৩২

যিশু তাঁর আপন শিষ্যদের বললেন, 'সেই দিনগুলিতে, সেই ক্লেশের পরে সূর্য অন্ধকারময় হবে, চাঁদও নিজের জ্যোৎস্না আর ছড়িয়ে দেবে না, আকাশ থেকে তারাগুলোর পতন হবে ও নভোমণ্ডলের পরাক্রমগুলো আলোড়িত হবে। আর তখন লোকেরা দেখতে পাবে, মানবপুত্র সপরাক্রমে ও মহাগৌরবে মেঘের মধ্যে আসছেন। তিনি দূতদের প্রেরণ করবেন, আর তাঁরা পৃথিবীর শেষ প্রান্ত থেকে আকাশের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত চারদিক থেকেই তাঁর মনোনীতদের জড় করবেন।
ডুমুরগাছের কথাই উপমা হিসাবে ধর: যখন তার শাখা কোমল হয়ে পাতা বের করে, তখন তোমরা বুঝতে পার, গ্রীষ্মকাল কাছে এসে গেছে; তেমনি তোমরা ওই সকল ঘটনা দেখলেই বুঝবে, তিনি কাছে এসে গেছেন, এমনকি, তিনি দরজায়ই উপস্থিত। আমি তোমাদের সত্যি বলছি, এসব কিছু সিদ্ধিলাভ না করা পর্যন্ত এই প্রজন্ম লোপ পাবে না। আকাশ ও পৃথিবী লোপ পাবে, কিন্তু আমার কোন বাণী লোপ পাবে না। কিন্তু সেদিনের ও সেই ক্ষণের কথা কেউই জানে না, স্বর্গের দূতেরাও জানেন না, পুত্রও জানেন না—কেবল পিতাই জানেন।'

❖ মার্ক-রচিত সুসমাচারে পুরোহিত মাননীয় সাধু বীডের ব্যাখ্যা (৪র্থ পুস্তক)

সেই গাছের জন্যও আশা রয়েছে

সেই দিনগুলিতে, সেই ক্লেশের পরে সূর্য অন্ধকারময় হবে, চাঁদও নিজের জ্যোৎস্না আর ছড়িয়ে দেবে না, আকাশ থেকে তারাগুলোর পতন হবে। বিচারের দিনে জ্যোতিষ্করাজি অন্ধকারময় প্রতীয়মান হবে, এর কারণ এই নয় যে সেগুলোর আলো কমে যাবে, কিন্তু এজন্যই যে, প্রকৃত আলোর প্রভা তথা সর্বোচ্চ বিচারকের প্রভাই এগিয়ে এসে হঠাৎ দেখা দেবে, যখন তিনি স্বমহিমায় ও পিতার ও পুণ্যবান দূতদের মহিমায়

আবির্ভূত হবেন। কিন্তু তবুও এমন কোন বাধা নেই, যাতে আমরা মনে করতে পারি যে সেই সময়ে অন্য সমস্ত তারার সঙ্গে সূর্য ও চন্দ্রের আলোও সত্যিকারে নিজ নিজ আলো থেকে বঞ্চিত হবে, প্রভুর যন্ত্রণাভোগের সময়ে সূর্যের বেলায় যেভাবে ঘটেছিল। সুতরাং, আজ পর্যন্ত যোয়েলের সেই ভাববাণী অসিদ্ধ হয়ে থাকছে যা অনুসারে, *প্রভুর দিনের আগমনের আগে, সেই মহা ও ভয়ঙ্কর দিনের আগে সূর্য অন্ধকারে, ও চাঁদ রক্তে পরিণত হবে* (যোয়েল ৩:৪)। ইশাইয়া বিচারের দিন সম্বন্ধে যা বলেছিলেন, তাও আজ পর্যন্ত অসিদ্ধ হয়ে থাকছে: *চন্দ্র মলিন হবে ও সূর্য লজ্জিত হবে, কারণ সিয়োন পর্বতে ও যেরুশালেমে সেনাবাহিনীর স্বয়ং প্রভুই রাজা, ও তাঁর প্রবীণদের সামনে তিনি গৌরবান্বিত হবেন* (ইশা ২৪:২৩)।

অতএব, বিচারের দিন এলে পর ভাবী জীবনের গৌরব উজ্জ্বল প্রকাশ পেতে পেতে যখন *নতুন আকাশ ও নতুন পৃথিবী* (২ পি ৩:১৩) দেখা দেবে, তখন তা-ই ঘটবে, সেই একই নবী যা অন্যত্র বলেছিলেন: *চাঁদের আলো সূর্যের আলোর মত হবে, আর সূর্যের আলো সাতগুণ বেশি হবে—সাত দিনের আলোরই সমান হবে* (ইশা ৩০:২৬ ভুলগাতা)।

নভোমণ্ডলের পরাক্রমগুলো আলোড়িত হবে। স্বরূপ ও বুদ্ধির দিক দিয়ে পার্থিব মানুষ যে এ বিচারের কথা শুনে অস্থির হয়ে ওঠে তা স্বাভাবিক, বিশেষভাবে যখন একথা চিন্তা করি যে, সেই দিনের আবির্ভাবে স্বর্গীয় পরাক্রমবৃন্দও তথা স্বর্গবাহিনীও বিচলিত হবেন, ধন্য যোব যেভাবে সাক্ষ্য দিয়ে বলেন: *গগনতলের স্তম্ভগুলো কম্পিত হয়, তাঁর ভর্ৎসনায় চমকে ওঠে* (যোব ২৬:১১)। আর যখন স্তম্ভগুলো কাঁপে, তখন স্তম্ভগুলোর যত অলঙ্কারের কী পরিণাম হবে? যখন পরমদেশের এরসগাছ কম্পান্বিত, তখন প্রান্তরের ঘাসের কী দশা হবে?

তিনি দূতদের প্রেরণ করবেন, আর তাঁরা পৃথিবীর শেষ প্রান্ত থেকে আকাশের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত চারদিক থেকেই তাঁর মনোনীতদের জড় করবেন। তাই যেদিন প্রভু বিচার করতে মেঘের মধ্যে আসবেন, সেদিনে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাবে না এমন কোন মনোনীতজন থাকবে না—তেমন মনোনীতজন সশরীরে জীবিত অবস্থায় হোক বা মৃত্যু থেকে জীবনে পুনরুত্থিত অবস্থায় হোক। সেই বিচারে দুর্জনেরাও এসে উপস্থিত হবে,

আর তারাও কেউ কেউ সশরীরে জীবিত অবস্থায়, অন্য কেউ মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত অবস্থায়; কিন্তু যারা প্রভুর আনন্দ পাবার জন্য একত্র হবে, সেই ধার্মিকদের বৈষম্যে তাঁর শত্রুরা বিচার-শেষে বিক্ষিপ্ত হবে ও ঈশ্বরের দৃষ্টি থেকে নিশ্চিহ্ন হবে (সাম ৬৮:২-৩ দ্রঃ)।

ডুমুরগাছের কথাই উপমা হিসাবে ধর: যখন তার শাখা কোমল হয়ে পাতা বের করে, তখন তোমরা বুঝতে পার, গ্রীষ্মকাল কাছে এসে গেছে; তেমনি তোমরা ওই সকল ঘটনা দেখলেই বুঝবে, তিনি কাছে এসে গেছেন, এমনকি, তিনি দরজায়ই উপস্থিত। গাছের দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের শেখান, শেষদিন কবে আসবে। যেমন যখন ডুমুরগাছের শাখা কোমল হলে অঙ্কুরটা ফুলে উন্মোচিত হয় ও শাখা পল্লবে ভরে ওঠে তখন তোমরা বুঝতে পার গ্রীষ্মকাল সন্নিকট ও বসন্তকাল ফুরিয়ে যাচ্ছে, তেমনি উল্লিখিত সমস্ত ঘটনা দেখলেই তোমাদের মনে করতে নেই জগতের বিলুপ্তি এসে গেছে, কিন্তু এ বুঝবে যে, এমন লক্ষণ ও চিহ্ন দেখা দিচ্ছে (মথি ২৪:৩৩ দ্রঃ) যাতে জানতে পারি শেষদিন সন্নিকট।

কিন্তু ডুমুরগাছের এ ফুল ফোটার ব্যাপার রহস্যময় অর্থ অনুসারে আরও গভীরতর ভাবে ধরে নেওয়া যেতে পারে, অর্থাৎ সেই সমাজগৃহকে লক্ষ করতে পারে, যে সমাজগৃহ যখন প্রভু তার কাছে এলেন তখন তার ধর্মময়তার ফল না থাকায় তাদেরই মধ্যে অনন্ত অনুর্বরতায় দণ্ডিত হল যারা সেসময়ে অবিশ্বাসী ছিল (মথি ২১:১৮-১৯; মার্ক ১১:১২-১৪, ২০-২১)। কিন্তু প্রেরিতদূত বললেন, *ইস্রায়েলের একটা অংশ কঠিনতার হাতে বসে রয়েছে যতদিন না বিজাতীয়দের পূর্ণ সংখ্যা প্রবেশ করে; তখনই গোটা ইস্রায়েল পরিত্রাণ পাবে* (রো ১১:২৫-২৬); সুতরাং, যখন সেই সময় আসবে, যে সময়ে তাদের দীর্ঘকালীন অন্ধতা ঘুচে গেলে সমস্ত ইস্রায়েল আলো ও পরিত্রাণ পাবে, তখনই দীর্ঘ দিন থেকে অনুর্বর এ ডুমুরগাছ যে ফল দিতে অসম্মত ছিল (লুক ১৩:৬-৭ দ্রঃ) সেই ফল উৎপন্ন করবে, ধন্য যোব যেভাবে বলেছেন: *গাছেরও একটা আশা আছে, ছিন্ন হলে তা আবার পল্লবিত হবে, তার কোমল শাখা বাড়তে ক্ষান্ত হবে না। যদিও মাটিগর্ভে তার মূল প্রাচীন হয়, যদিও ভূমিতে তার গুঁড়ি মারা যায়, তবু জলের গন্ধ পেলে তা আবার পল্লবিত হয়ে ওঠে, নতুন গাছের মত তাতে নতুন নতুন শাখা ধরে*

(যোব ১৪:৭-৯)। তুমি যখন দেখতে পাবে এ সমস্ত ঘটছে, তখন আর সন্দেহ করো না, চরম বিচারের দিন ও প্রকৃত শান্তির গ্রীষ্মকাল সত্যি সন্নিকট।

গ বর্ষ - লুক ২১:৫-১৯

একদিন, যখন কেউ কেউ মন্দিরের বিষয়ে বলছিল, ওটা কেমন সুন্দর সুন্দর পাথরে ও মানত-দেওয়া নানা জিনিসে সাজানো, তখন যিশু বললেন, 'তোমরা এই যে সমস্ত কিছু দেখছ, এমন সময় আসছে, যখন এর একখানি পাথর অন্য পাথরের উপরে থাকবে না—সবই ভূমিসাৎ হবে।' তাঁরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'গুরু, তবে এই সমস্ত ঘটনা কবে ঘটবে? আর এই সবকিছু যে ঘটতে যাচ্ছে তার লক্ষণ কী?'

তিনি বললেন, 'দেখ, কারও কথায় ভুলো না! কেননা আমার নাম নিয়ে অনেকে এসে বলবে, আমিই সে-ই, এবং, সময় কাছে এসে গেছে; তোমরা তাদের পিছনে যেয়ো না। আর যখন নানা যুদ্ধের ও গোলমালের কথা শুনবে, তখন আতঙ্কিত হয়ো না; কেননা আগে এই সমস্ত অবশ্যই ঘটবে, কিন্তু তখনই তা শেষ নয়।' পরে তিনি তাঁদের বললেন, 'জাতির বিরুদ্ধে জাতি ও রাজ্যের বিরুদ্ধে রাজ্য উঠবে; ভীষণ ভূমিকম্প ও নানা জায়গায় দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দেখা দেবে; এবং আকাশ থেকে নানা ভয়ঙ্কর দৃশ্য ও মহা চিহ্নও দেখা দেবে।

কিন্তু এসবকিছুর আগে লোকে তোমাদের গ্রেপ্তার করবে, নির্যাতন করবে, সমাজগৃহে ও কারাগারে তুলে দেবে; আমার নামের জন্য শাসনকর্তা ও রাজাদের সামনে তোমাদের টেনে নেওয়া হবে; এর ফলে তোমরা সাক্ষ্য দান করতে সুযোগ পেয়ে যাবে। তাই মনে মনে এই সঙ্কল্প নাও যে, নিজেদের পক্ষসমর্থনে কী বলতে হবে, তার জন্য আগে থেকে চিন্তা করতে হবে না; কেননা আমি তোমাদের এমন মুখ ও প্রজ্ঞা দেব যে, তোমাদের বিপক্ষেরা কেউই প্রতিরোধ করতে পারবে না, উল্ট যুক্তিও দেখাতে পারবে না। তখন তোমাদের পিতামাতা, ভাইয়েরা, আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুরা নিজেরাই তোমাদের তুলে দেবে, ও তোমাদের কয়েকজনকে মৃত্যুর হাতেও তুলে দেবে; এবং আমার নামের জন্য তোমরা হবে সকলের ঘৃণার পাত্র; কিন্তু তোমাদের মাথার একগাছি চুলও নষ্ট হবে না। তোমাদের [ধর্ম]নিষ্ঠাই তোমাদের প্রাণ রক্ষা করবে!

❖ বিশপ সাধু আগস্তিন-লিখিত ‘সামসঙ্গীত-মালায় উপদেশাবলি’ (সাম ৯৫, ১৪, ১৫)

এসো, তাঁর প্রথম আগমনে বাধা না দিই, যাতে তাঁর দ্বিতীয় আগমন ভয় না করি

বনের সব গাছপালা সানন্দে চিৎকার করবে সেই প্রভুর সম্মুখে যিনি আসছেন; কারণ তিনি পৃথিবী বিচার করতে আসছেন (সাম ৯৬:১২-১৩)। তিনি প্রথমবারের মত এলেন, ভবিষ্যতে আবার আসবেন। একটু আগে তাঁর এ বাণী সুসমাচারে ধ্বনিত হয়েছে: *এখন থেকে তোমরা মানবপুত্রকে আকাশের মেঘরথে আসতে দেখবে* (মথি ২৬:৬৪)। ‘এখন থেকে’ এর অর্থ কী? হয় তো কি প্রভু ইতিমধ্যেই আসবেন, আর পরে, যখন পৃথিবীর সকল গোষ্ঠী কাঁদবে, তখন কি আসবেন না? প্রথমবারের মত তিনি এলেন আপন প্রচারকদের মধ্য দিয়ে, তাতে সমস্ত বিশ্বজগৎ [খ্রিষ্টেতে] পরিপূর্ণ হল। এসো, তাঁর প্রথম আগমনে বাধা না দিই, যাতে তাঁর দ্বিতীয় আগমন ভয় না করি।

তাহলে খ্রিষ্টভক্তের কী করণীয়? সে সংসার ব্যবহার করবে, কিন্তু সংসারের দাস হবে না। এর অর্থ কী? এর অর্থ হল, সম্পদ এমনভাবে ভোগ করা ঠিক যেন সম্পদ না থাকে। প্রেরিতদূত এভাবে কথাটা ব্যক্ত করেন: *ভাই, তোমাদের আমি যা বলতে চাচ্ছি, তা এ: সময় আর বেশি নেই; এখন থেকে, যাদের স্ত্রী আছে, তারা এমনভাবে চলুক তাদের যেন স্ত্রী নেই; এবং যারা শোকার্ত, তারা যেন শোকার্ত নয়; যারা আনন্দিত, তারা যেন আনন্দিত নয়; যারা কেনে, তারা যেন কিছুর মালিক নয়; যারা এসংসারের কোন কাজে আবদ্ধ, তারা যেন তার সঙ্গে সম্পূর্ণ জড়িত নয়, কেননা এই সংসারের চেহারা লোপ পেতে চলেছে। কিন্তু আমি ইচ্ছা করি, তোমরা দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত থাকবে* (১ করি ৭:২৯-৩২)।

যার দুশ্চিন্তা নেই, সে শান্ত মনে অপেক্ষা করে কখন্ তার প্রভু আসবেন। কেননা খ্রিষ্টের প্রতি এ কেমন ভালবাসা, যদি তাঁর আগমন ভয় করি? ভাইবোনেরা, আমরা কি লজ্জায় লাল হই না? আমরা তাঁকে ভালবাসি, অথচ ভয় করি পাছে তিনি আসেন! আমরা কি তাঁকে সত্যিই ভালবাসি? না কি আমাদের পাপকর্মকেই বেশি ভালবাসি? সুতরাং এসো, পাপকর্ম ঘৃণা করি, আর তাঁকেই ভালবাসি যিনি পাপের দণ্ড দিতে আসবেন। আমরা ইচ্ছা করতে পারি নাও করতে পারি, তিনি কিন্তু আসবেন; তবে তিনি

যে এখনই আসছেন না, এর অর্থ এই নয় যে, পরেও আসবেন না। তিনি এমন সময় আসবেন যা তুমি জানই না; আর তিনি তোমাকে প্রস্তুত পেলে তবে তোমার অজানায় তোমার কোন ক্ষতি হবে না।

বনের সব গাছপালা সানন্দে চিৎকার করবে: তিনি প্রথমবারের মত এলেন, পৃথিবীর বিচার করতে পরেও আসবেন: আর তিনি তাদেরই আনন্দিত পাবেন যারা তাঁর প্রথম আগমনে বিশ্বাস করেছিল তিনি আসবেন।

তিনি ন্যায্যতার সঙ্গে জগৎ, সত্যের নীতিতে জাতিগুলিকে বিচার করবেন (সাম ৯৬:১৩)। ন্যায্যতা ও সত্য কী? তিনি বিচারের জন্য নিজের সঙ্গী বলে তাঁর মনোনীতদের সম্মিলিত করবেন, কিন্তু অন্যদের তিনি একে অপর থেকে দু'ভাগে পৃথক রাখবেন: এক দল রাখবেন ডান পাশে আর এক দল বাঁ পাশে। বিচারক আসবার আগে যারা দয়া দেখাতে অসম্মত ছিল, তারা যে বিচারকের কাছ থেকে দয়া প্রত্যাশা করবে না, এর চেয়ে ন্যায্য ও সত্য কিছু আছে কি? কিন্তু যারা দয়া দেখাতে সম্মত ছিল, তারা দয়ার সঙ্গে বিচারিত হবে। বাস্তবিকই যাদের তাঁর ডান পাশে রাখা হয়েছে, তাদের বলা হবে: *এসো, আমার পিতার আশীর্বাদের পাত্র যে তোমরা, জগৎপত্তনের সময় থেকে যে রাজ্য তোমাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে, তা উত্তরাধিকাররূপে গ্রহণ কর* (মথি ২৫:৩৪ দ্রঃ)। এরপর তিনি তাদের সাধিত দয়াকর্ম ঘোষণা করবেন: *কারণ আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম আর তোমরা আমাকে খেতে দিয়েছিলে; তৃষ্ণার্ত ছিলাম আর আমাকে জল দিয়েছিলে* (মথি ২৫:৩৫), ইত্যাদি বাণী।

তারপরে যাদের তাঁর বাঁ পাশে রাখা হয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে কী অভিযোগ তোলা হবে? তারা দয়াকর্ম করতে অসম্মত ছিল। আর তারা কোথায় যাবে? *তোমরা অনন্ত আগুনের মধ্যে যাও* (মথি ২৫:৪১)।

তেমন কথা শুনে তারা ভীষণ কান্নায় ভেঙে পড়বে। কিন্তু অন্য এক সামসঙ্গীত এবিষয়ে কী বলে? *ধার্মিকজন স্মরণীয় থাকবে চিরকাল, সে ভয় করে না কোন অশুভ সংবাদ* (সাম ১১২:৬-৭)। এই অশুভ সংবাদ কী? *আমার কাছ থেকে দূর হও! শয়তানের ও তার দূতদের জন্য যে অনন্ত আগুন প্রস্তুত করা হয়েছে, তার মধ্যে যাও*

(মথি ২৫:৪১)। শুভসংবাদের জন্য যে আনন্দ করবে, সে অশুভ সংবাদ ভয় করবে না—এই তো ন্যায্যতা, এই তো সত্য।

নাকি, তুমি ন্যায়বান না হওয়ায় বিচারকও কি ন্যায়বান হবেন না? তুমি মিথ্যাবাদী হওয়ায় সত্যও কি সত্যবাদী হবে না? কিন্তু যদি তাঁকে দয়াবান দেখতে ইচ্ছা কর, তবে তিনি আসবার আগে তুমি দয়াবান হও; কেউ তোমার প্রতি অপরাধী হলে তাকে ক্ষমা কর, তোমার প্রাচুর্য থেকে বিলিয়ে দাও। আর যা যা দান কর, তাঁর কাছ থেকে ছাড়া তা কার্ কাছ থেকেই বা আসে? তুমি যদি তোমার নিজের সম্পদ থেকেই দিতে, তবে তা ভিক্ষাই হত; কিন্তু যখন তাঁরই সম্পদ থেকে দিচ্ছ, তখন এই দেওয়া প্রকৃতপক্ষে ফেরত দেওয়া। *আর তোমার এমন কীবা আছে যা পাওনি?* (১ করি ৪:৭)। এগুলিই ঈশ্বরের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য বলি, যথা: দয়া, বিনম্রতা, স্বীকারোক্তি, শান্তি, ভালবাসা। এসো, তেমন দানগুলি সঙ্গে করে নিয়ে যাই, তবেই শান্ত মনে সেই বিচারকের আগমন অপেক্ষা করব, যিনি *ন্যায্যতার সঙ্গে জগৎ, সত্যের নীতিতে জাতিগুলিকে বিচার করবেন* (সাম ৯৬:১৩)।

বিশ্বরাজ আমাদের প্রভু যিশুখ্রিষ্ট

(৩৪শ সপ্তাহ)

ক বর্ষ - মথি ২৫:৩১-৪৬

সেসময় যিশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, 'মানবপুত্র যখন তাঁর সকল দূতকে সঙ্গে করে নিজের গৌরবে আসবেন, তখন তিনি নিজের গৌরবময় সিংহাসনে আসন নেবেন। তাঁর সামনে সকল জাতিকে জড় করা হবে; আর তিনি তাদের একজন থেকে অন্যজনকে পৃথক পৃথক করে দেবেন, যেমন মেষপালক ছাগ থেকে মেষদের পৃথক করে দেয়; পরে তিনি মেষগুলোকে নিজের ডান পাশে ও ছাগগুলোকে বাঁ পাশে রাখবেন।

তখন রাজা নিজের ডান পাশের লোকদের বলবেন, এসো, আমার পিতার আশীর্বাদের পাত্র যে তোমরা, জগৎপত্তনের সময় থেকে যে রাজ্য তোমাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে, তা উত্তরাধিকাররূপে গ্রহণ কর।

কারণ আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম আর তোমরা আমাকে খেতে দিয়েছিলে; তৃষ্ণার্ত ছিলাম আর আমাকে জল দিয়েছিলে; প্রবাসী ছিলাম আর আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলে; বস্ত্রহীন ছিলাম আর আমাকে পোশাক পরিয়েছিলে; পীড়িত ছিলাম আর আমার সেবাযত্ন করেছিলে; কারারুদ্ধ ছিলাম আর আমাকে দেখতে এসেছিলে।

তখন ধার্মিকেরা উত্তরে তাঁকে বলবে: প্রভু, কবে আপনাকে ক্ষুধার্ত দেখে খেতে দিয়েছিলাম, বা তৃষ্ণার্ত দেখে জল দিয়েছিলাম? কবেই বা আপনাকে প্রবাসী দেখে আশ্রয় দিয়েছিলাম, বা বস্ত্রহীন দেখে পোশাক পরিয়েছিলাম? কবেই বা আপনাকে পীড়িত বা কারারুদ্ধ দেখে আপনাকে দেখতে গিয়েছিলাম?

উত্তরে রাজা তাদের বলবেন, আমি তোমাদের সত্যি বলছি, আমার এই ক্ষুদ্রতম ভাইদের একজনেরও প্রতি যা কিছু করেছ, তা আমারই প্রতি করেছ। পরে তিনি বাঁ পাশের লোকদেরও বলবেন, আমার কাছ থেকে দূর হও, অভিশাপের পাত্র যে তোমরা! দিয়াবলের ও তার দূতদের জন্য যে অনন্ত আগুন প্রস্তুত করা হয়েছে, তার মধ্যে যাও। কারণ আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম, আর তোমরা আমাকে খেতে দাওনি; তৃষ্ণার্ত ছিলাম আর আমাকে জল দাওনি; প্রবাসী ছিলাম আর আমাকে আশ্রয় দাওনি; বস্ত্রহীন ছিলাম আর আমাকে পোশাক পরাওনি; পীড়িত ও

কারারুদ্ধ ছিলাম আর আমাকে দেখতে আসনি। তখন তারাও উত্তরে বলবে, প্রভু, কবে আপনাকে ক্ষুধার্ত বা তৃষ্ণার্ত বা প্রবাসী বা বস্ত্রহীন বা পীড়িত বা কারারুদ্ধ দেখে আপনার সেবাযত্ন করিনি? তখন তিনি উত্তরে তাদের বলবেন, আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তোমরা এই ক্ষুদ্রতম মানুষদের একজনেরও প্রতি যা কিছু করনি, তা আমারই প্রতি করনি। আর এরা অনন্ত দণ্ডে চলে যাবে, কিন্তু ধার্মিকেরা অনন্ত জীবনে প্রবেশ করবে।'

❖ যোহন-রচিত সুসমাচারে আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা (৯ম পুস্তক)

খ্রিষ্ট যখন আবির্ভূত হবেন,

তখন তোমরাও তাঁর সঙ্গে গৌরবে আবির্ভূত হবে

মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করার পর যিশু আমাদের স্বরূপকে তার আদি অবস্থায় ফিরিয়ে এনে ও ক্ষয়শীলতা থেকে মানুষকে মুক্ত করে স্বর্গস্থ পিতা ঈশ্বরের কাছে প্রথমফসল স্বরূপ হয়ে আরোহণ করলেন—তিনিই যে তাঁর প্রথম মন্দির! কিন্তু অল্পকাল পরে তিনি আবার নেমে আসবেন, ও স্বর্গদূতদের সঙ্গে তাঁর পিতার গৌরবে পুনরায় আমাদের মাঝে ফিরে আসবেন যাতে ভাল মন্দ সকলকেই সেই ভয়ঙ্কর বিচারে আহ্বান করেন। কেননা প্রতিটি প্রাণীকে বিচারমঞ্চে দাঁড়াতে হবে, এবং প্রভু প্রত্যেককে যার যার জীবনের কর্মফল অনুসারে প্রতিদান দেবেন: যারা তাঁর বাঁ পাশে থাকবে, অর্থাৎ যারা জগতের বস্তু অপব্যবহার করেছে, তাদের তিনি বলবেন: *আমার কাছ থেকে দূর হও, অভিশাপের পাত্র যে তোমরা! শয়তানের ও তার দূতদের জন্য যে অনন্ত আগুন প্রস্তুত করা হয়েছে, তার মধ্যে যাও* (মথি ২৫:৪১); কিন্তু যারা তাঁর ডান পাশে থাকবে, অর্থাৎ পবিত্রজন ও ধার্মিকদের তিনি বলবেন, *এসো, আমার পিতার আশীর্বাদের পাত্র যে তোমরা, জগৎ-পত্তনের সময় থেকে যে রাজ্য তোমাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে, তা উত্তরাধিকাররূপে গ্রহণ কর* (মথি ২৫:৩৪)। তারা স্বর্গীয় মঙ্গলদান অসীম আনন্দের সঙ্গে ভোগ করে খ্রিষ্টের সঙ্গে বাস করবে ও রাজত্ব করবে—পুনরুত্থানে তাঁর অনুরূপ হয়ে উঠে ও প্রাচীন ক্ষয়শীলতার ফাঁদ থেকে মুক্ত হয়ে তারা চিরকাল ধরে নিত্যজীবনময় প্রভুর সঙ্গে এমন জীবন যাপন করবে, যা অবর্ণনীয় ও চিরস্থায়ী।

যারা সৎ ও পুণ্য জীবন যাপন করেছে, তারা যে খ্রিষ্টের অনির্বচনীয় সৌন্দর্যে চোখ নিবদ্ধ রেখে তাঁর সঙ্গে নিরন্তর জীবিত থাকবে, একথা প্রেরিতদূত দ্বারা ঘোষিত: *মহাদূতের কণ্ঠের সঙ্কেতে ও ঈশ্বরের তুরিধ্বনিতে প্রভু নিজেই স্বর্গ থেকে নেমে আসবেন, এবং খ্রিষ্টে যাদের মৃত্যু হয়েছে, তারাই প্রথমে পুনরুত্থান করবে; পরে, তখনও জীবিত আছি এই আমরা, তখনও বেঁচে আছি এই আমরা, এই আমাদেরও বায়ুলোকে প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য তাদের সঙ্গে মেঘলোকে কেড়ে নেওয়া হবে; আর এইভাবে চিরকালের মত প্রভুর সঙ্গে থাকব* (১ থে ৪:১৬-১৭)।

আর যারা দেহলালসা দমন করতে চেষ্টা করেছে, তাদের উদ্দেশ করে তিনি এ কথাও বলেন: *তোমাদের তো মৃত্যুই হয়েছে, আর তোমাদের জীবন খ্রিষ্টের সঙ্গে ঈশ্বরে নিহিত হয়ে আছে। কিন্তু খ্রিষ্ট যখন আবির্ভূত হবেন—তিনিই তো তোমাদের জীবন—তখন তোমরাও তাঁর সঙ্গে গৌরবে আবির্ভূত হবে* (কল ৩:৩-৪)।

সুসমাচারের এ বচনের গভীর তাৎপর্য স্বল্প কথায় ব্যক্ত করতে গিয়ে আমরা একথা বলব: যারা সংসারের শঠতা ভালবাসে, তারা পাতালে নিক্ষিপ্ত হবে, ও খ্রিষ্টের শ্রীমুখ থেকে দূরে থাকবে; কিন্তু যারা সদ্‌গুণ ভালবাসে ও পবিত্র আত্মার মুদ্রাঙ্কন অক্ষুণ্ন রাখবে, তারা তাঁর সঙ্গে বাস করবে ও তাঁর সৌন্দর্যে চোখ নিবদ্ধ রেখে তাঁর সঙ্গে জীবনযাপন করবে: *স্বয়ং প্রভুই হবেন তোমার চিরন্তন আলো, তোমার পরমেশ্বরই তোমার কান্তি* (ঈশা ৬০:১৯)।

খ বর্ষ - যোহন ১৮:৩৩-৩৭

সেসময় পিলাত যিশুকে বললেন, 'তুমি কি ইহুদীদের রাজা?' যিশু উত্তর দিলেন, 'আপনি কি নিজে থেকেই একথা বলছেন, না অন্যেরা আমার বিষয়ে আপনাকে বলেছে?' পিলাত উত্তর দিলেন, 'আমি কি ইহুদী? তোমার স্বজাতিরা ও প্রধান যাজকেরাই তোমাকে আমার হাতে তুলে দিয়েছেন—তুমি কী করেছ?'

যিশু উত্তর দিলেন, 'আমার রাজ্য ইহলোকের নয়। যদি আমার রাজ্য ইহলোকের হত, তাহলে ইহুদীদের হাতে আমাকে যেন তুলে দেওয়া না হয়, তার জন্য আমার লোকজন লড়াই করত; কিন্তু, না, আমার রাজ্য ইহলোকের নয়।' পিলাত তাঁকে বললেন, 'তাহলে তুমি কি একজন রাজা?' যিশু উত্তর দিলেন, 'আপনিই

তো বলছেন, আমি রাজা। সত্যের বিষয়ে যেন সাক্ষ্য দিতে পারি, এজন্যই আমি জন্মেছি, এজন্যই জগতে এসেছি। যে কেউ সত্যের মানুষ, সে আমার কথায় কান দেয়।'

❖ যোহন-রচিত সুসমাচারে বিশপ সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি (১১৫শ বিভাগ ২-৫)

খ্রিষ্টরাজ্য জগতের শেষ পর্যন্ত থাকবে

আমার রাজ্য এ জগতের নয় (যোহন ১৮:৩৬)। খ্রিষ্টরাজ্য এইখানে রয়েছে ও জগতের শেষ পর্যন্ত থাকবে; কেননা শস্যকাটা হল জগতের শেষ, যখন শস্যকাটিয়েরা তথা স্বর্গদূতেরা এসে তাঁর রাজ্য থেকে সমস্ত বাধাবিঘ্ন বের করে দেবেন: তেমনটি হত না, যদি না তাঁর রাজ্য এখানে না থাকত। কিন্তু তবুও তাঁর রাজ্য এখানকার নয়, কারণ রাজ্যটি জগতে প্রবাসীর মত; আর ঠিক তাঁর এই রাজ্যকে তিনি বলেন: *তোমরা জগতের নও, বরং আমি জগতের মধ্য থেকে তোমাদের বেছে নিয়েছি* (যোহন ১৫:১৯)।

তাই যখন তারা তাঁর রাজ্য ছিল না, কিন্তু জগতের অধিপতির অধিকার ছিল, তখন তারা জগতেরই ছিল। ফলে তারা সকলেও জগতেরই, যারা সত্যকার ঈশ্বর দ্বারা সৃষ্ট হয়েও তবু সেই বংশ থেকে উদ্ভূত হয়েছে, যা আদমে কলুষিত ও অভিশপ্ত হয়েছিল; কিন্তু যারা খ্রিষ্টে নবজন্ম নিয়েছে, তারাই এমন রাজ্য যা এ জগতের নয়। কেননা ঈশ্বর এভাবেই *অন্ধকারের কর্তৃত্ব থেকে আমাদের নিস্তার করে তাঁর প্রিয়তম পুত্রের রাজ্যে স্থানান্তর করেছেন* (কল ১:১৩); তেমন রাজ্য সম্বন্ধেই তিনি বলেন: *আমার রাজ্য এ জগতের নয়, কিংবা, আমার রাজ্য ইহলোকের নয়* (যোহন ১৮:৩৬)।

তখন পিলাত তাঁকে বললেন: তাহলে তুমি কি একজন রাজা? যিশু উত্তর দিলেন, আপনিই তো বলছেন, আমি রাজা। আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলে চললেন: *সত্যের বিষয়ে যেন সাক্ষ্য দিতে পারি, এজন্যই আমি জন্মেছি, এজন্যই জগতে এসেছি* (যোহন ১৮:৩৭)। এখানে স্পষ্টই দাঁড়াচ্ছে, তিনি তাঁর সেই মানবজন্মেরই কথা ইঙ্গিত করেন, যা অনুসারে তিনি মাংসধারণ করে জগতে এসেছিলেন; সেই অনাদিকালীন জন্মের কথা ইঙ্গিত করেন না, যা অনুসারে তিনি সেই ঈশ্বর ছিলেন, যাঁর দ্বারা পিতা জগৎ স্থাপন

করলেন। সুতরাং, তিনি বললেন: কুমারী থেকে জন্মগ্রহণ করে যাতে সত্যের বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে পারেন, এজন্যই তিনি জন্মেছিলেন ও এজন্যই জগতে এসেছিলেন। কিন্তু যেহেতু বিশ্বাস সকলেরই নয়, সেজন্য তিনি বলে চললেন: *যে কেউ সত্যের মানুষ, সে আমার কথায় কান দেয়* (যোহন ১৮:৩৭)। সে ব্যক্তি আন্তরিক কান দ্বারাই শোনে, অর্থাৎ আমার কণ্ঠের প্রতি মনোযোগ দেয়, যার অর্থ এক কথায় এরূপ: সে আমাকে বিশ্বাস করে।

তাই খ্রিষ্ট যখন সত্যের বিষয়ে সাক্ষ্য দেন, তখন নিজেরই বিষয়ে সাক্ষ্য দেন, কারণ এই উক্তিও তাঁর: *আমিই সত্য* (যোহন ১৪:৬); আর অন্যত্র তিনি বললেন: *আমি নিজের বিষয়ে সাক্ষ্য দিই* (যোহন ৫:৩১)। এবং যখন তিনি বলেছিলেন, *যে কেউ সত্যের মানুষ, সে আমার কথায় কান দেয়* (যোহন ১৮:৩৭), তখন সেই অনুগ্রহেরই দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করছিলেন, যে অনুগ্রহ দ্বারা তিনি তাদেরই আহ্বান করেন যারা পরিত্রাণের উদ্দেশে আগে থেকে নিরূপিত।

পিলাত তাঁকে বললেন, *সত্য! তা আবার কী?* আর তা বলে উত্তরের জন্যও অপেক্ষা করলেন না; *কিন্তু একথা বলার পর তিনি আবার ইহুদীদের কাছে বেরিয়ে গিয়ে বললেন, ওর মধ্যে কোন অপরাধ আমি খুঁজে পাচ্ছি না* (যোহন ১৮:৩৮)। আমি মনে করি যে, যখন পিলাত জিজ্ঞাসা করলেন 'সত্য! তা আবার কী?' তখন হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল ইহুদীদের সেই প্রথা, যা অনুসারে পাস্কা উপলক্ষে একজনকে মুক্ত করে দেওয়া হত; ফলে তিনি সত্যের বিষয়ে যিশুর উত্তরের জন্য অপেক্ষা করলেন না, কারণ যখন তাঁর মনে পড়ল সেই প্রথা যা অনুসারে পাস্কা উপলক্ষে যিশুকে মুক্ত করে দেওয়া যেতে পারত, তখন আর দেরি করতে চাইলেন না—আসলে একথা সুস্পষ্ট যে, তিনি যিশুকে মুক্তি দিতে ইচ্ছাই করছিলেন।

তথাপি তিনি নিজের মন থেকে সেই কথা অপসারণ করতে পারলেন না যে, যিশু ইহুদীদের রাজা; হ্যাঁ, এমনটি মনে হচ্ছে যে, যা সম্বন্ধে যিশুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, সেই সত্য যেমন ক্রুশের বিজ্ঞপ্তিতে তেমনি তাঁর অন্তরেও স্থিতমূল ছিল।

গ বর্ষ - লুক ২৩:৩৫-৪৩

সেসময়ে জনগণ সেখানে দাঁড়িয়ে দেখছিল। সমাজনেতারাও যিশুকে উপহাস করে বলতে লাগলেন, 'ও অপরকে ত্রাণ করেছে; ও যদি ঈশ্বরের সেই খ্রিষ্ট, যদি তাঁর সেই মনোনীতজন হয়, নিজেকেই ত্রাণ করুক।' সৈন্যেরাও তাঁকে বিদ্রূপ করছিল, তাঁকে সির্কা দেবার জন্য কাছে গিয়ে বলছিল, 'তুমি যদি ইহুদীদের রাজা হও, তবে নিজেকে ত্রাণ কর।' তাঁর মাথার উপরে একটা লিপিফলক ছিল: এ ইহুদীদের রাজা।

যে দু'জন অপকর্মা ক্রুশে ঝুলে ছিল, তাদের একজন তাঁকে এই বলে টিটকারি দিচ্ছিল, 'তুমি কি সেই খ্রিষ্ট নও? নিজেকে ও আমাদের ত্রাণ কর।' কিন্তু অপর একজন ভর্ৎসনা করে তাকে বলল, 'তুমি কি ঈশ্বরকেও ভয় কর না? তুমিও তো একই দণ্ড ভোগ করছ; কিন্তু আমরা ন্যায়সঙ্গতই দণ্ড পাচ্ছি, কারণ আমরা যা যা করেছি, তার যোগ্য প্রতিফল পাচ্ছি, কিন্তু এ কোন দোষ করেনি।' পরে সে বলল, 'যিশু, তুমি যখন রাজ-মহিমায় আসবে, তখন আমার কথা মনে রেখ।' তিনি তাকে বললেন, 'আমি তোমাকে সত্যি বলছি, আজই তুমি পরমদেশে আমার সঙ্গে স্থান পাবে।'

❖ বিশপ সাধু জন খ্রিসোস্তমের উপদেশাবলি (উপদেশ ১:৩-৪)

ক্রুশই রাজ্যের প্রতীক

যিশু, তুমি যখন রাজ-মহিমায় আসবে, তখন আমার কথা মনে রেখ (লুক ২৩:৪২)। নিজেকে দস্যু বলে স্বীকার করায় নিজ পাপের বোঝা ঝেড়ে না দেওয়া পর্যন্ত দস্যুটা এ উক্তি উচ্চারণ করার সাহস পায়নি। তবে তুমি কি দেখতে পাচ্ছ পাপস্বীকার কেমন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার? সে স্বীকার করল, আর পরমদেশ উন্মুক্ত হল: সে স্বীকার করল, আর এমন আস্থা পেল যে, দস্যু হয়েও রাজ্যই যাচনা করল। তুমি কি দেখতে পাচ্ছ, ক্রুশ আমাদের পক্ষে কতগুলো মঙ্গলদানের কারণ হল? তুমি কি রাজ্য যাচনা করছ? তবে সামনে কী দেখতে পাচ্ছ? সামনে রয়েছে পেরেক, সামনে রয়েছে ক্রুশ! কিন্তু ঠিক এই ক্রুশই তো রাজ্যের প্রতীক; আর তাঁকে ক্রুশে বিদ্ধ দেখতে পাচ্ছি বিধায় আমি স্বয়ং রাজাকে ডাকছি, কেননা প্রজাদের হয়ে মৃত্যুবরণ করাই রাজার ভূমিকা। তিনি নিজেও বলেছিলেন: *উত্তম পালক মেষগুলোর জন্য নিজের প্রাণ বিসর্জন দেয়*

(যোহন ১০:১১), ফলে উত্তম রাজাও প্রজাদের জন্য নিজ প্রাণ বিসর্জন দেন। সুতরাং তিনি নিজ প্রাণ বিসর্জন দিলেন বিধায়ই আমি সেই রাজাকে ডাকি: প্রভু, *তোমার রাজ-মহিমায় আমার কথা মনে রেখ।*

তুমি কি দেখতে পাচ্ছ কেমন করে ক্রুশ রাজ্যের প্রতীক? এবিষয়ে কি অন্য প্রমাণ চাও? ক্রুশটিকে তিনি এ পৃথিবীতে রেখে যাননি, কিন্তু তা নিজের সঙ্গে টেনে নিয়ে স্বর্গে গেলেন। তেমন কথা কিসের উপর নির্ভর করে? কেননা তাঁর সেই দ্বিতীয় ও গৌরবময় আগমনের সময়ে তাঁর সঙ্গে ক্রুশও থাকবে, যাতে তুমি জানতে পার, ক্রুশ কেমন সম্মানের যোগ্য, এও জানতে পার, কেনই বা তিনি তা গৌরব বলে অভিহিত করলেন।

এখন কিন্তু এসো, দেখি কেমন করে ক্রুশ নিয়ে তিনি আসেন; কেননা একথা সূক্ষ্মরূপে ব্যাখ্যা করা একান্ত প্রয়োজন। *লোকে যদি বলে, দেখ, তিনি প্রান্তরে, তোমরা বেরিয়ে পড়ো না; দেখ, তিনি বাড়ির ভিতরে, তোমরা তা বিশ্বাস করো না* (মথি ২৪:২৬)। তিনি এরূপে নিজ দ্বিতীয় গৌরবময় আগমনের কথাই ইঙ্গিত করছিলেন, যাতে কেউই নকল খ্রিষ্ট বা খ্রিষ্টবৈরীর ফাঁদে ও প্রবঞ্চনায় না পড়ে। আর যেহেতু খ্রিষ্টের আগে সেই খ্রিষ্টবৈরী আসবে, সেজন্য পালকের খোঁজ করতে করতে কেউই যেন নেকড়ের দাঁতে না পড়ে, আমি তোমাকে পালকের আগমনের পূর্বলক্ষণ দিলাম; উপরন্তু, যেহেতু তাঁর প্রথম আগমন গুপ্ত অবস্থায় ঘটেছিল, সেজন্য তুমি যেন তাঁর ভাবী আগমনও তেমনি গুপ্ত বলে মনে না কর, তিনি তোমাকে একটা চিহ্ন দিলেন। প্রথম আগমন ন্যায়সঙ্গতভাবেই গুপ্ত অবস্থায় ঘটেছিল: কেননা যা হারানো ছিল, তিনি তা খোঁজ করতে এসেছিলেন; কিন্তু এই দ্বিতীয় আগমনের বেলায় তেমনি হবে না। তাহলে তা কেমন হবে? *বিদ্যুৎ-ঝলক যেমন পুবদিক থেকে নির্গত হয়ে পশ্চিমদিক পর্যন্ত প্রকাশ পায়, মানবপুত্রের আগমন ঠিক তেমনি হবে* (মথি ২৪:২৭)। তিনি হঠাৎ সকলের সামনে আবির্ভূত হবেন, আর দরকার হবে না যে কেউ জিজ্ঞাসা করবে তিনি এখানে না ওখানে; কেননা বিদ্যুৎ-ঝলক আবির্ভূত হলে যেমন আর দরকার হয় না যে কেউ জিজ্ঞাসা করবে তা আবির্ভূত হয়েছে কিনা, তেমনি খ্রিষ্টের আগমনেও আর দরকার হবে না যে কেউ জিজ্ঞাসা করবে, খ্রিষ্ট এসেছেন কিনা।

আগে প্রশ্ন রেখেছিলাম, ক্রুশ নিয়ে তিনি আসবেন কিনা; এপ্রসঙ্গে ব্যাখ্যা দেব বলে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, তা ভুলে যাইনি; তবে পরবর্তী কথা মনোযোগ দিয়ে শোন। তিনি বললেন, ‘তখনই।’ কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি, ‘কোন্ সময়ে?’ যখন মানবপুত্র আসবেন, তখন *সূর্য অন্ধকারময় হবে, চাঁদও নিজের জ্যোৎস্না আর ছড়িয়ে দেবে না* (মথি ২৪:২৯)। সেসময়ে এমন উজ্জ্বল আলো দেখা দেবে, যা তারকারাজির উজ্জ্বলতাকেও অন্ধকারময় করবে। তখন *আকাশ থেকে তারাগুলোর পতন হবে; তখন মানবপুত্রের চিহ্নটা আকাশে দেখা দেবে* (মথি ২৪:৩০)। তুমি কি দেখতে পাচ্ছ, ক্রুশচিহ্নের কেমন শক্তি? রাজা নগরীতে প্রবেশ করলে যেমন সৈন্যরা তাঁর আগমনের সংবাদ দেবার উদ্দেশ্যে তাঁর নানা চিহ্ন ও পতাকা বহন করে তাঁর আগে আগে পথ চলে, তেমনি প্রভু স্বর্গ থেকে নেমে এলে দূত-মহাদূতবাহিনী তাঁর এই চিহ্ন উচ্চ করে বহন করে আমাদের কাছে এই সংবাদ দেবেন যে, রাজা আগমন করছেন।

সাধারণকালের মহাপর্বসমূহ

পরমপবিত্র ত্রিত্ব

(পঞ্চাশত্তমী মহাপর্বের পরবর্তী রবিবার)

ক বর্ষ - যোহন ৩:১৬-১৮

যিশু নিকোদেমকে বললেন: ‘স্বর্গে কেউই গিয়ে ওঠেনি, সেই একজন ছাড়া যিনি স্বর্গ থেকে নেমে এসেছেন—তিনি মানবপুত্র। এবং মোশি যেমন মরুপ্রান্তরে সেই সাপ উত্তোলন করেছিলেন, মানবপুত্রকেও তেমনি উত্তোলিত হতে হবে, যে কেউ বিশ্বাস করে, সে যেন তাঁর মধ্যে অনন্ত জীবন পেতে পারে।

কেননা ঈশ্বর জগৎকে এতই ভালবেসেছেন যে, তাঁর একমাত্র জনিত পুত্রকে দান করেছেন, তাঁর প্রতি যে কেউ বিশ্বাস রাখে, তার যেন বিনাশ না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পেতে পারে। কেননা ঈশ্বর জগৎকে বিচার করার জন্য তাঁর পুত্রকে জগতে প্রেরণ করেননি, কিন্তু এজন্য, জগৎ যেন তাঁর দ্বারা পরিত্রাণ পেতে পারে। তাঁর প্রতি যে বিশ্বাসী, তার বিচার হয় না; কিন্তু যে অবিশ্বাসী, তার বিচার হয়েই গেছে, যেহেতু ঈশ্বরের একমাত্র জনিত পুত্রের নামে বিশ্বাস করেনি।’

❖ নিসার বিশপ সাধু গ্রেগরির পত্রাবলি (পত্র ৫)

পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মায় বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে

পবিত্র বাপ্তিস্মে অমরতা-অনুগ্রহ দান করা হয়

যারা মৃত্যু থেকে অনন্ত জীবনের উদ্দেশে নবজন্ম নিয়েছে ও বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে তেমন অনুগ্রহ লাভের যোগ্য হয়ে উঠেছে, যেহেতু তারা পবিত্র ত্রিত্বেরই দানের ফলে জীবনদায়ী শক্তির সহভাগী হয়ে ওঠে, সেজন্য পরিত্রাণদায়ী বাপ্তিস্মে ত্রিত্বের একটা নাম মাত্রও উচ্চারিত না হলে অনুগ্রহটি পূর্ণাঙ্গ নয়; কেননা নবজন্ম-রহস্য পবিত্র আত্মায়

ছাড়া কেবল পিতা ও পুত্রে সাধিত নয়; একই প্রকারে পুত্রের নাম উচ্চারণ না করলে কেবল পিতা ও পবিত্র আত্মার নামে পূর্ণাঙ্গ ঐশজীবন-দায়ী বাপ্তিস্ম কার্যকর নয়; আবার আত্মাকে বাতিল করলে কেবল পিতা ও পুত্রে আমাদের পুনরুত্থানের অনুগ্রহ সাধিত নয়। এজন্য যে তিন ব্যক্তিত্ব এ নাম দ্বারা নিজেদের জ্ঞাত করেছেন, আমরা আমাদের আত্মা ত্রাণ করার সমস্ত প্রত্যাশা ও প্রত্যয় সেই তিন ব্যক্তিত্বেই রাখি; এবং আমাদের প্রভু যিশুখ্রিষ্টের সেই পিতায় বিশ্বাস করি যিনি জীবনের উৎস, পিতার সেই একমাত্র পুত্রে বিশ্বাস করি যিনি—প্রেরিতদূতের কথা অনুসারে—হলেন জীবন-প্রণেতা, ও সেই পবিত্র আত্মায় বিশ্বাস করি যাঁর বিষয়ে প্রভু বলেন, *আত্মাই জীবনদায়ী* (যোহন ৬:৬৩)।

আর যেমনটি বলেছি, যেহেতু মৃত্যু থেকে মুক্ত এই আমাদের কাছে পবিত্র বাপ্তিস্মে পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মায় বিশ্বাস দ্বারাই অমরতার অনুগ্রহ দান করা হয়, সেজন্য এই বিশেষ কারণ দ্বারা উদ্দীপিত হয়ে আমরা একথা সমর্থন করি যে, হীন কিবা সৃষ্ট কিবা পিতার ঐশমর্যাদার অযোগ্য প্রকার কোন কিছুই পবিত্র ত্রিত্বকে আরোপণীয় নয়; এর কারণ হল এ যে, পবিত্র ত্রিত্বে বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে যে জীবন প্রাপ্য, আমাদের সেই জীবন একটিমাত্র; আর তেমন জীবন বিশ্বজগতের ঈশ্বর থেকেই ঠিক যেন এক উৎস থেকেই নির্গত হয়ে ও পুত্রের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে পবিত্র আত্মায় সিদ্ধি লাভ করে।

তেমন স্পষ্ট নিশ্চয়তায় স্থিতমূল হয়ে ও দেওয়া আদেশ অনুসারেই আমরা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করি, ও যেভাবে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছি সেভাবে বিশ্বাসও করি, ও যেভাবে বিশ্বাস করি সেভাবে উপলব্ধিও করি; যার ফলে বাপ্তিস্ম, বিশ্বাস ও আমাদের উপলব্ধি পূর্ণ ঐক্য অনুসারেই পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মায় বিরাজিত।

সুতরাং যে সকল ভক্তজন এ সত্যের নিয়ম পালন ক'রে তিন ব্যক্তিত্বকে স্বীকার করে, ও প্রকৃত ভক্তি ও ধর্মভাবের সঙ্গে এক এক ব্যক্তিত্বকে নিজ নিজ গুণ অনুসারে জানে, ও বিশ্বাস করে যে, একটিমাত্র ঈশ্বরত্ব, একটিমাত্র মঙ্গলময়তা, একটিমাত্র আধিপত্য, একটিমাত্র অধিকার ও একটিমাত্র শক্তি রয়েছে; আবার, যে সকল ভক্তজন তেমন রাজত্বের পরাক্রম বাতিল করে না, বহু-ঈশ্বরবাদ সমর্থনেও ভ্রষ্ট হয় না, তিন ব্যক্তিত্বকে মিশ্রিতও করে না, পবিত্র ত্রিত্বকে আলাদা ও ভিন্ন প্রকার বস্তু দ্বারাও গঠন করে না, কিন্তু পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মায় নিজেদের পরিত্রাণের সমস্ত প্রত্যাশা রেখে

বিশ্বাস-তত্ত্ব সরলভাবেই গ্রহণ করে, তারাই আমাদের সঙ্গে একমত, ও তাদের সঙ্গে প্রভুর সহভাগিতা লাভ করতে আমরা প্রার্থনা করি।

খ বর্ষ - মথি ২৮:১৬-২০

> যিশুর পুনরুত্থানের পরে সেই এগারোজন শিষ্য গালিলেয়ার দিকে, সেই পর্বতেরই দিকে রওনা হলেন, যে স্থান যিশু তাঁদের জন্য স্থির করেছিলেন। তাঁকে দেখে তাঁরা তাঁর সামনে প্রণিপাত করলেন, কিন্তু কেউ কেউ সন্দেহ করছিলেন। যিশু কাছে এসে তাঁদের বললেন, 'স্বর্গে ও মর্তে সমস্ত অধিকার আমাকে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং তোমরা যাও, সকল জাতিকে আমার শিষ্য কর; পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা-নামের উদ্দেশে তাদের বাপ্তিস্ম দাও। আমি তোমাদের যা যা আজ্ঞা করেছি, সেই সমস্ত তাদের পালন করতে শেখাও। আর দেখ, আমি প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি—যুগান্ত পর্যন্ত।'

❖ বিশপ সাধু হিলারি-লিখিত 'ত্রিত্ব' (২য় পুস্তক ১; ১২শ পুস্তক ৫৭)

আমি অটল বিশ্বাস স্বীকৃতিতে নিষ্ঠাবান হতে চাই

ঈশ্বরের বাণী তার সত্যের পূর্ণ পরাক্রমে তখনই আমাদের কানে সঞ্চারিত, যখন স্বয়ং প্রভু সুসমাচার-রচয়িতার সাক্ষ্যদানে আমাদের বলেন: *তোমরা যাও, সকল জাতিকে আমার শিষ্য কর; পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা-নামের উদ্দেশে তাদের বাপ্তিস্ম দাও। আমি তোমাদের যা যা আজ্ঞা করেছি, সেই সমস্ত তাদের পালন করতে শেখাও। আর দেখ, আমি প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি—যুগান্ত পর্যন্ত* (মথি ২৮:১৯-২০)। মানব-পরিত্রাণের সাক্রামেন্ত সংক্রান্ত সমস্ত কথা কি এই বচনে অন্তর্ভুক্ত নয়? বাকি বা গুপ্ত আর কী থাকতে পারে? ঈশ্বর যেরূপে স্বয়ংসম্পূর্ণ, বচনটিও সেরূপে স্বয়ংসম্পূর্ণ; ঈশ্বর যেরূপে সিদ্ধতামণ্ডিত, বচনটিও সেরূপে সিদ্ধতামণ্ডিত। বাস্তবিকই এ বচনে শব্দগুলোর প্রকৃত অর্থ, ব্যাপারটার কর্মশক্তি, বিষয়গুলোর নির্ভুল বিন্যাস ও তার স্বরূপের অভিব্যক্তি সবই উপস্থিত। তিনি তো পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে, অর্থাৎ স্রষ্টা, ও একমাত্র পুত্র ও দানের স্বীকারোক্তিতে মানুষকে বাপ্তিস্ম দিতে আদেশ দিলেন।

সর্বস্রষ্টা এক। কেননা সেই পিতা ঈশ্বর যাঁর কাছ থেকে সবকিছু উদ্গত হয়, তিনি এক; আমাদের প্রভু যিশুখ্রিষ্ট সেই একমাত্র পুত্র যাঁর দ্বারা সবকিছু হয়েছিল, তিনিও এক; আর সেই আত্মা যাঁকে সকলের অন্তরে দানরূপে দেওয়া হয়েছে, তিনিও এক। অতএব সবকিছু যার যার শক্তি ও গুণ অনুসারেই নিরূপিত: এক অধিকার তথা এক পিতা যাঁর কাছ থেকে সবকিছু উদ্গত হয়; এক সন্তান যাঁর দ্বারা সবকিছু হয়েছে; এক দান তথা এক আত্মা যাঁতে পূর্ণ প্রত্যাশা অবস্থিত। তেমন সিদ্ধির মধ্যে অভাবের মত কিছুও পাওয়া যাবে না; কেননা পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার মধ্যে যা কিছু রয়েছে তা পরম সিদ্ধতামণ্ডিত: সেই সনাতন জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ বলতে কিছু নেই; প্রতিমূর্তিতে রয়েছে সত্যপ্রকাশ; ও সেই দানে রয়েছে উপভোগ।

আমি অটল বিশ্বাস স্বীকৃতিতে নিষ্ঠাবান হতে চাই। ভিক্ষা রাখি, প্রভু: আমার বিশ্বাসের এ ধর্মভাব অক্ষুণ্ন রক্ষা কর, ও প্রাণত্যাগ পর্যন্ত আমার বিবেকের এই কণ্ঠ আমাকে শুনতে দাও, যাতে পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম নেওয়ার সময়ে আমি আমার নবজন্মের পুণ্য প্রতীক উচ্চারণে যা স্বীকার করেছি, তার প্রতি যেন সর্বদাই বিশ্বস্ত থাকতে পারি: অর্থাৎ আমি যেন তোমাকে, হে আমাদের পিতা, ও তোমার সঙ্গে তোমার পুত্রকেও আরাধনা করি; আর যিনি তোমা থেকে তোমার একমাত্র পুত্রের মধ্য দিয়ে নির্গত, আমি যেন সেই পবিত্র আত্মার যোগ্য হতে পারি। আসলে আমার বিশ্বাসের জন্য আমার এমন উপযুক্ত সহায় আছেন যিনি বলেন: *পিতা, যা কিছু আমার, সমস্তই তোমার; যা তোমার, সমস্তই আমার* (যোহন ১৭:১০): তিনি হলেন আমার প্রভু সেই যিশুখ্রিষ্ট যিনি তোমাতেই থেকে, তোমা হতে উদ্গত হয়ে, ও তোমার সান্নিধ্যে থেকে নিত্যকালীন ঈশ্বর, যিনি যুগযুগ ধরে বন্দিত। আমেন।

গ বর্ষ - যোহন ১৬:১২-১৫

শেষ ভোজের সময়ে যিশু আপন শিষ্যদের বললেন, 'তোমাদের কাছে আমার আরও অনেক কিছু বলার আছে, কিন্তু তোমরা এখন তা সহ্য করতে পার না। তবে তিনি যখন আসবেন, সেই সত্যময় আত্মা, তিনিই পূর্ণ সত্যের মধ্যে তোমাদের চালনা করবেন, কারণ তিনি নিজে থেকে কিছুই বলবেন না, কিন্তু যে

সমস্ত কথা শোনেন, তিনি তা-ই বলবেন; যা যা ঘটবার, তাও তিনি তোমাদের বলে দেবেন। তিনি আমাকে গৌরবান্বিত করবেন, কারণ যা আমার, তা-ই তুলে নিয়ে তিনি তা তোমাদের বলে দেবেন। যা কিছু পিতার, তা সবই আমার; এজন্যই আমি বললাম যে, যা আমার, তা-ই তুলে নিয়ে তিনি তা তোমাদের বলে দেবেন।'

❖ বিশপ সাধু হিলারি-লিখিত 'ত্রিত্ব' (১২শ পুস্তক ৫৫-৫৭)

ধন্য প্রভু চিরদিন চিরকাল!

হে পিতা, আমার ঈশ্বর ও তোমার একমাত্র পুত্র সেই প্রভু যিশুখ্রিষ্ট যে সাধারণ সৃষ্টজীব নন, একথা আমার বিশ্বাস ও কণ্ঠের মধ্য দিয়েই স্বীকার করা আমার পক্ষে যথেষ্ট নয়; আর যিনি তোমা হতে উদ্গত ও খ্রিষ্টের মধ্য দিয়ে প্রেরিত, সেই পবিত্র আত্মা ক্ষেত্রেও আমি সেই প্রকার ভাষা সহ্য করতে সম্মত নই; কেননা যা কিছু তোমার সম্পর্কযুক্ত, তার প্রতি আমার ধর্মভাব অত্যন্ত গভীর। উপরন্তু, কেবল তুমিই স্বয়ংজনিত, ও তোমার একমাত্র পুত্র তোমা থেকেই জনিত, একথা জেনেও তবু আমি এমন কথা কখনও বলব না যে, পবিত্র আত্মা জনিত, এ কথাও কখনও বলব না যে, তিনি সৃষ্ট। আমার ভয় যে তেমন কথা উচ্চারণ করলে তোমার দুর্নাম হয়।

প্রেরিতদূতের বাণী অনুসারে, তোমার পবিত্র আত্মা তোমার গভীর বিষয় অনুসন্ধান করেন ও জানেন, ও আমার পক্ষে যা বলার অতীত, তিনি আমার পক্ষসমর্থক রূপে আমার হয়ে তা তোমার কাছে ব্যক্ত করেন (রো ৮:২৬ দ্রঃ): আর আমি কি তোমা থেকে তোমার একমাত্র পুত্রের মধ্য দিয়ে নির্গত তাঁর পরাক্রমের স্বরূপকে 'সৃষ্টি' নামে অভিহিত করব? আর শুধু তা নয়, তেমন শব্দ উচ্চারণে আমি কি তার অপমানও করব? তোমার নিজের বিষয় ছাড়া অন্য কিছুই তোমার মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না; তোমার সীমাহীন ঐশমহিমার গভীরতাও তোমা থেকে ভিন্ন ও বাহ্যিক শক্তি দ্বারা পরিগণিত হতে পারে না। যা কিছু তোমাতে প্রবেশ করে, তা তোমারই; তোমাকে যিনি অনুসন্ধান করতে সক্ষম, তাঁর শক্তিও তোমা থেকে বাহ্যিক নয়।

তাছাড়া, আমার পক্ষে যা বলার অতীত, যিনি আমার হয়ে তা বলে থাকেন, তিনিও আমার পক্ষে বর্ণনার অতীত; কেননা তোমা থেকে তোমার একমাত্র পুত্রের

অনাদিকালীন প্রজননের বিষয়ে যেমন সমস্ত দ্ব্যর্থক ভাষা ও দুর্জ্ঞেয় উপলব্ধি শেষে কেবল তাঁরই কথা থেকে যায় যিনি তোমা থেকে জাত, তেমনি পবিত্র আত্মা কীভাবে তোমা থেকে তোমার একমাত্র পুত্রের মধ্য দিয়ে উপস্থিত, একথা আমার বুদ্ধি দ্বারা ধারণ করতে না পেরেও তথাপি আমি যে তাঁর অধিকারী এবিষয়ে আমার চেতনা আছে। কেননা তোমার আধ্যাত্মিক সমস্ত বিষয়ে আমি বুদ্ধিহীন, তোমার একমাত্র পুত্র যেভাবে বলেছেন: *আমি যে তোমাকে বললাম, উর্ধ্বলোক থেকে তোমাদের জন্ম নিতে হবে, তাতে তুমি আশ্চর্য হবে না। বাতাস যেদিকে ইচ্ছে সেদিকেই বয়ে যায়; তুমি তার শব্দ শুনতে পাও, কিন্তু কোথা থেকে আসছে আর কোথায়ই বা যায়, তা তুমি জান না। তেমনি প্রত্যেকে যে আত্মা থেকে জনিত, তার ক্ষেত্রে ঠিক তা-ই* (যোহন ৩:৭-৮)। হ্যাঁ, আমার নবজন্মের বিশ্বাস গ্রহণ করা সত্ত্বেও আমি তা বুঝি না; আর যা বুঝি না, আমি কিন্তু তার অধিকারী। বাস্তবিকই আমি আমার জ্ঞানের সাহায্যে ছাড়াই নবজন্ম নিয়েছি, নবজন্মের নিজ কর্মশক্তি দ্বারাই আমার নবজন্ম সাধিত হয়েছে।

তাছাড়া আত্মা কোন বিশেষ নিয়ম মানেন না, তিনি যখন ইচ্ছা করেন তখনই কথা বলেন, যা ইচ্ছা করেন তাই বলেন, ও যেখানে ইচ্ছা করেন সেইখানে কথা বলেন। তাই তাঁর উপস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন হয়েও আমি যখন তাঁর আগমন বা প্রস্থানের কারণ জানি না, তখন কেমন করে তাঁর স্বরূপকে সৃষ্টবস্তুর মধ্যে রাখব ও তাঁর উৎপত্তিকে ভাষায় বর্ণনা করায় তাঁর সেই স্বরূপ গন্ডিবদ্ধ করব? কেননা, যোহনের কথা অনুসারে, সমস্ত কিছু সেই পুত্রের মধ্য দিয়েই করা হয়েছে যিনি, হে ঈশ্বর, আদিতে বাণীরূপে তোমার কাছে ছিলেন ঈশ্বর; এবং পল আকাশে ও পৃথিবীতে সেই সমস্ত দৃশ্য ও অদৃশ্য বিষয়ের বর্ণনা দেন যা তাঁর মধ্যে সৃষ্ট হয়েছিল; আর যখন তিনি স্মরণ করিয়ে দেন যে সমস্ত কিছুই খ্রিস্টে ও খ্রিস্টের মধ্য দিয়ে সৃষ্ট হয়েছে, তখন তাঁর বিবেচনায় পবিত্র আত্মা সম্বন্ধে *'তোমার আত্মা'* বলে ঘোষণা করা যথেষ্টই মনে করেন।

তাই তুমি বিশেষ সঙ্কল্প অনুসারে যাঁদের মনোনীত করেছিলে, আমি এ সমস্ত বিষয়ে তাঁদেরই সঙ্গে একমত হব, ফলত, একমাত্র পুত্র বিষয়ে: তিনি যে জন্ম নিয়েছেন, একথা ছাড়া আমি আর এমন কিছু বলব না যা তাঁদের বিবেচনায় আমার বোধশক্তির উর্ধ্বে; একই প্রকারে, পবিত্র আত্মা বিষয়ে তিনি যে 'তোমার আত্মা', একথা ছাড়া আমি

আর এমন কিছু বলব না যা তাঁদের বিবেচনায় মানব জ্ঞানের ঊর্ধ্বে। কিন্তু আমি কথার অনর্থক তর্কাতর্কিতে সময় অপব্যয় করতে চাই না; বরং অটল বিশ্বাস স্বীকৃতিতে নিষ্ঠাবান হতে চাই।

খ্রিষ্টের পরমপবিত্র দেহরক্ত

(পরমপবিত্র ত্রিত্ব মহাপর্বের পরবর্তী বৃহস্পতিবার বা রবিবার)

ক বর্ষ - যোহন ৬:৫১-৫৮

একদিন যিশু জনগণকে বললেন, ‘আমিই সেই জীবনময় রুটি, যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে: যদি কেউ এই রুটি খায়, তবে সে অনন্তকাল জীবিত থাকবে, আর আমি যে রুটি দান করব, তা আমার নিজের মাংস—জগতের জীবনের জন্য!’

এতে ইহুদীরা নিজেদের মধ্যে তর্ক করতে লাগল; তারা বলছিল, ‘লোকটা কী করে তার নিজের মাংসটা আমাদের খেতে দিতে পারে?’ যিশু তাদের বললেন, ‘আমি তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি, তোমরা যদি মানবপুত্রের মাংস না খাও ও তাঁর রক্ত পান না কর, তবে তোমাদের অন্তরে কোন জীবন নেই। যে কেউ আমার মাংস খায় ও আমার রক্ত পান করে, সে অনন্ত জীবন পেয়ে গেছে, আর আমি শেষ দিনে তাকে পুনরুত্থিত করব; কারণ আমার মাংস প্রকৃত খাদ্য ও আমার রক্ত প্রকৃত পানীয়। যে কেউ আমার মাংস খায় ও আমার রক্ত পান করে, সে আমাতে বসবাস করে আর আমি তার অন্তরে বসবাস করি। যেভাবে জীবনময় পিতা আমাকে প্রেরণ করেছেন, আর আমি পিতারই জন্য জীবিত, সেইভাবে যে আমাকে খায়, সে আমার জন্যই জীবিত থাকবে। এটিই সেই রুটি, যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে—পিতৃপুরুষেরা যা খেয়েছিলেন, এই রুটি সেই রুটির মত নয়, তাঁরা তো মারা গেছেন; যে কেউ এই রুটি খায়, সে অনন্তকাল জীবিত থাকবে।’

❖ বিশপ সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি (উপদেশ ২৭২)

আপন ভোজে খ্রিষ্ট

আমাদের শান্তি ও ঐক্যের রহস্য প্রতিষ্ঠা করলেন

ঈশ্বরের যজ্ঞবেদির উপরে তোমরা যা দেখতে পাচ্ছ, তা একটা রুটি ও একটা পানপাত্র। একথা তোমাদের নিজেদের চোখও সমর্থন করে, কিন্তু তোমাদের বিশ্বাস

তোমাদের উদ্বুদ্ধ করে যাতে সেই রুটিতে খ্রিষ্টের দেহ ও সেই আঙুররসে খ্রিষ্টের রক্ত দেখ। ব্যাপারটা স্বল্প কথায় ব্যক্ত, কারণ সরল বিশ্বাসের পক্ষে একথা যথেষ্টই বটে, কিন্তু তবু বিশ্বাসও উদ্বুদ্ধ হতে ইচ্ছুক। আসলে তোমরা আমাকে বলতে পার: তুমি আমাদের একথা বিশ্বাস করতে শিখিয়েছ, এবার তা ব্যাখ্যা কর, যাতে তা উপলব্ধিও করতে পারি। বাস্তবিকই কারও কারও মনে এ চিন্তার উদয় হতে পারে: আমাদের প্রভু যিশুখ্রিষ্ট কার কাছ থেকে দেহ গ্রহণ করলেন তা আমরা জানি, কুমারী মারীয়া থেকেই গ্রহণ করলেন। শিশুকালে তিনি দুধ খেলেন, পালিত হলেন, যৌবনকাল পর্যন্ত বেড়ে উঠলেন, ক্রুশে প্রাণত্যাগ করলেন, তাঁকে ক্রুশ থেকে নামানো হল ও সমাধি দেওয়া হল, ও তৃতীয় দিনে তিনি পুনরুত্থান করলেন; এবং যেদিন তিনি ইচ্ছা করলেন সেদিন সশরীরে স্বর্গে আরোহণ করলেন; সেখান থেকে তিনি জীবিত ও মৃতদের বিচার করতে আসবেন, আর এখন তিনি পিতার ডান পাশে আসীন: তবে এ রুটি কেমন করে তাঁর দেহ হতে পারে? আর এই পানপাত্রে কেমন করে তাঁর রক্ত থাকতে পারে?

এজন্যই, ভাইবোনেরা, এ বিষয়গুলো সাক্রামেন্ত বলে অভিহিত, কারণ এগুলোতে যা দেখতে পাই এবং আমরা যা বুঝি, তা তা থেকে ভিন্ন। আমরা যা দেখি, আকারে তা জড়পদার্থ, কিন্তু যা উপলব্ধি করি, তা আত্মিক ফলের অধিকারী।

তুমি যদি খ্রিষ্টের দেহ উপলব্ধি করতে ইচ্ছা কর, তাহলে শোন প্রেরিতদূত নিজ ভক্তদের কী বলেন: *তোমরা নিজেরাই খ্রিষ্টের দেহ ও এক একজন নিজ নিজ ভূমিকা অনুসারে তাঁর অঙ্গগুলো* (১ করি ১২:২৭)। ফলত তোমরা নিজেরাই যখন খ্রিষ্টের দেহ ও তাঁর অঙ্গগুলো, তখন তোমাদের নিজেদের রহস্যই প্রভুর ভোজনপাটের উপরে রাখা হয়, ও তোমাদের নিজেদের পবিত্র রহস্যকেই তোমরা গ্রহণ কর। তোমরা নিজেরাই যা, তার কাছে তোমরা উত্তরে বল 'আমেন,' আর তাই বলে ব্যাপারটা স্বাক্ষরিত কর। আসলে তুমি শোন: 'খ্রিষ্টের দেহ,' ও উত্তরে বল, 'আমেন।' সুতরাং তোমার 'আমেন' যেন সত্য হয়, সত্যিকারেই খ্রিষ্টের দেহ হও!

তবে খ্রিষ্টের দেহ সেই রুটিতে কেন? এক্ষেত্রে আমরা নিজেদের কথা উপস্থাপন করব না, বরং স্বয়ং প্রেরিতদূতের কথাই শুনি যিনি এ সাক্রামেন্ত সম্বন্ধে বলেন: *যখন একরুটি, তখন আমরা অনেক হয়েও একদেহ* (১ করি ১০:১৭)। একথা উপলব্ধি করে

আনন্দ কর: ঐক্য, সত্য, ভক্তি, ভালবাসা! ‘একরুটি’: কেইবা এ একরুটি? *যখন একরুটি, তখন আমরা অনেক হয়েও একদেহ।* একথা ভাব যে, রুটি গমের একটামাত্র দানা দিয়ে তৈরী নয়, বহু দানা দিয়েই তৈরী। ফলে তোমরা যা দেখ, তা-ই হও; আর তোমরা যা হও, তা-ই গ্রহণ কর! রুটির বিষয়ে কথা ব’লে প্রেরিতদূত নিজেই একথা বলেছেন। এখন পানপাত্র সম্বন্ধে আমাদের কী উপলব্ধি করা উচিত, প্রেরিতদূত এবিষয়ে কোন কথা না বললেও তা ইতিমধ্যে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন; কেননা যেমন রুটির দৃশ্য আকার পেতে হলে গমের বহু দানা একপিণ্ড হবার জন্য একত্র করা হয় যাতে শাস্ত্র ভক্তদের সম্বন্ধে যা বলে তথা, *তারা একহৃদয় একাত্মা ছিল* (প্রেরিত ৪:৩২), তা বাস্তবায়িত হতে পারে, আঙুররসের বেলায়ও তেমনি ঘটে। ভাইবোনেরা, একটু চিন্তা কর, আঙুররস কোথা থেকে পাওয়া যায়? বহুদানা মিলে আঙুরফলের একটা ছড়া হয়, কিন্তু দানাগুলোর রস ঐক্যেই একীভূত হয়।

এভাবে নিজ বেদির উপরে আমাদের শান্তি ও ঐক্যের রহস্য পবিত্রীকৃত করায় প্রভু আমাদের মুদ্রাঙ্কিত করেছেন, তিনি চেয়েছেন আমরা তাঁরই হব। যে কেউ ঐক্য-রহস্য গ্রহণ করে ও শান্তির বন্ধন রক্ষা করে না, সে নিজের পরিত্রাণের জন্য নয়, আত্মদণ্ডের জন্যই রহস্যটি গ্রহণ করে।

খ বর্ষ - মার্ক ১৪:১২-১৬, ২২-২৬

> খামিরবিহীন রুটি পর্বের প্রথম দিন, যেদিন পাস্কা-মেষশাবক বলি দেওয়া হত, সেদিন শিষ্যেরা যিশুকে বললেন, ‘আমরা কোথায় গিয়ে আপনার পাস্কাভোজের ব্যবস্থা করব? আপনার ইচ্ছা কী?’ তাই তিনি নিজের শিষ্যদের মধ্য থেকে দু’জনকে পাঠিয়ে দিলেন; তাঁদের বললেন, ‘তোমরা শহরে গেলে এমন একজন লোক তোমাদের সামনে পড়বে, যে এক কলসি জল বয়ে নিয়ে আসছে; তোমরা তার অনুসরণ কর; আর সে যে বাড়িতে প্রবেশ করে, সেই বাড়ির মালিককে গিয়ে বল, গুরু একথা বলছেন, আমি যেখানে আমার শিষ্যদের সঙ্গে পাস্কাভোজ পালন করব, আমার সেই ঘর কোথায়? তখন সেই লোক উপরতলায় একটা বড় সাজানো ঘর তোমাদের দেখিয়ে দেবে—ঘরটা প্রস্তুত; তোমরা সেইখানে

আমাদের জন্য ব্যবস্থা কর।’ শিষ্যেরা রওনা হলেন, ও শহরে গিয়ে, তাঁর কথামত সবকিছু পেলেন, ও পাস্কাভোজের ব্যবস্থা করলেন।
পরে, তাঁদের ভোজ চলছে, এমন সময়ে তিনি রুটি গ্রহণ করে নিয়ে ‘ধন্য’ স্তুতিবাদ উচ্চারণ করে তা ছিঁড়ে তাঁদের দিলেন, এবং বললেন, ‘গ্রহণ করে নাও, এ আমার দেহ।’ পরে তিনি একটা পানপাত্র গ্রহণ করে নিয়ে ধন্যবাদ-স্তুতি উচ্চারণ করে তা তাঁদের দিলেন, আর তাঁরা সকলেই তা থেকে পান করলেন; আর তিনি তাঁদের বললেন, ‘এ আমার রক্ত, সন্ধিরই রক্ত, যা অনেকের জন্য পাতিত। আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যে দিনে ঈশ্বরের রাজ্যে এই রস নতুন পান করব, সেইদিন পর্যন্ত আমি আঙুরফলের রস আর কখনও পান করব না।’ এবং সামসঙ্গীত গান করে তাঁরা জৈতুন পর্বতের দিকে বেরিয়ে পড়লেন।

❖ মথি-রচিত সুসমাচারে বিশপ সাধু জন খ্রিসোস্তমের উপদেশাবলি (উপদেশ ৮২:১)

আমি একান্ত ভাবেই বাসনা করেছি,

তোমাদের সঙ্গে এই পাস্কা-ভোজে বসব

তাঁদের ভোজ চলছে, এমন সময়ে যিশু রুটি গ্রহণ করে নিয়ে তা ছিঁড়লেন (মথি ২৬:২৬)। তিনি কেন এ রহস্যটি পাস্কাকালে প্রতিষ্ঠা করলেন? কারণ তাঁর সমস্ত কর্ম দ্বারা আমাদের দেখাতে চাচ্ছিলেন, তিনি নিজেই প্রাক্তন সন্ধির বিধানকর্তা, এবং সেই সন্ধিতে যা কিছু ছিল, তা নবসন্ধি-সম্বন্ধীয় পূর্বাভাস রূপে ঘটেছিল। যেখানে প্রতীক ছিল, সেখানে খ্রিষ্ট বাস্তব সত্য স্থাপন করেন। এখানে সন্ধ্যা বলতে সেই কালের পূর্ণতা বোঝায় যখন সমস্ত বিষয় সিদ্ধি লাভ করতে যাচ্ছে। যিশু ‘ধন্য’ স্তুতিবাদ উচ্চারণ করেন কারণ আমাদের শেখাতে চান, আমরা কেমন করে এ রহস্যটি উদ্‌যাপন করব; উপরন্তু তিনি আমাদের বোঝাতে চান যে, তিনি যন্ত্রণাভোগের দিকে স্বেচ্ছায় অগ্রসর হচ্ছেন যাতে আমরাও ধন্যবাদসূচক মনোভাবেই সমস্ত কিছু সহ্য করতে শিখি; তাতে তিনি আমাদের অন্তরে ধন্য প্রত্যাশা সঞ্চার করেন।

কেননা প্রতীক যখন তত বড় দাসত্ব থেকে মুক্তি সাধন করতে পারল, তখন প্রতীকের বাস্তব সত্য আর কতই না উৎকৃষ্ট মুক্তি সাধনে গোটা পৃথিবী মুক্ত করবে ও মানবজাতির উপর অশেষ উপকার বর্ষণ করবে! এ কারণেই যিশু এ রহস্যটি পূর্বকালে

প্রতিষ্ঠা করেননি, কিন্তু বিধানের নিয়ম-কানুনের যখন শেষ হওয়ার কথা তখনই তা প্রবর্তন করেন। এভাবে তিনি নিজ শিষ্যদের অধিক পবিত্রতম ভোজে স্থানান্তর করায় ইহুদী পর্বগুলোর মধ্যে সর্বপ্রধান পর্ব বাতিল করেন, এবং বলেন, *গ্রহণ করে নাও, খাও ; এ আমার দেহ, যা তোমাদের জন্য নিবেদিত* (মথি ২৬:২৬; লুক ২২:১৯)।

তেমন বাণী শুনে শিষ্যেরা কেমন করেই না উদ্বিগ্ন হলেন? বস্তুতপক্ষে এ সাক্রামেন্ত প্রসঙ্গে তিনি আগেই অনেক মহা মহা কথা বলেছিলেন ; ফলে তিনি এখন আর অতিরিক্ত কথা বলেন না, যেহেতু তাঁরা যথেষ্ট শিক্ষা পেয়েছেন। তবু তিনি যন্ত্রণাভোগের উদ্দেশ্য তথা পাপক্ষমার কতা প্রকাশ করেন। এবং পানপাত্রটিকে *আমার রক্তে নবসন্ধি* (১ করি ১১:২৫) বলে অভিহিত করেন, অর্থাৎ প্রতিশ্রুতির রক্ত, ও নতুন বিধানেরও রক্ত।

প্রকৃতপক্ষে তিনি প্রাচীনকালেও এ প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছিলেন, আর ঠিক এই রক্তই এখন নবসন্ধি স্থাপন করে ; কেননা প্রাক্তন সন্ধি যেমন মেষ ও বৃষ উৎসর্গ করত, তেমনি নবসন্ধি প্রভুর রক্ত উৎসর্গ করে। উপরন্তু তেমন কথা দ্বারা যিশু এ ইঙ্গিত দিতে চান যে, তাঁর পরিণাম সন্নিকট, আর এজন্য সন্ধি [অর্থাৎ 'উইলপত্র'] শব্দটা ব্যবহার করেন, এবং প্রাক্তন সন্ধির কথাও উল্লেখ করেন, কারণ সেটাও রক্ত দ্বারাই স্থাপিত হয়েছিল। তাছাড়া তিনি নিজ মৃত্যুর উদ্দেশ্যও ব্যক্ত করেন: তাঁর রক্ত যা *পাপক্ষমার উদ্দেশ্যে অনেকের জন্য পাতিত* (মথি ২৬:২৮); এবং অবশেষে বলেন: *তোমরা আমার স্মরণার্থে তেমনটি কর* (লুক ২২:১৯)। তোমরা লক্ষ কর, তিনি কেমন করে প্রেরিতদূতদের ইহুদী নিয়ম-কানুন থেকে বিচ্ছিন্ন করে সরিয়ে দেন ; তিনি ঠিক যেন বলছেন: তোমরা মিশরে সাধিত ঈশ্বরের আশ্চর্য কাজের স্মরণেই পাস্কাপর্ব উদ্‌যাপন করছিলে, এবার কিন্তু আমারই স্মরণে এ কর। সেই রক্ত প্রথমজাতদের পরিত্রাণের জন্যই পাতিত হয়েছিল ; এ রক্ত গোটা মানবজাতির পাপক্ষমার উদ্দেশেই পতিত হবে।

এ আমার রক্ত, সন্ধিরই রক্ত, যা পাপক্ষমার উদ্দেশ্যে অনেকের জন্য পাতিত (মথি ১৬:২৮)। তিনি এজন্যও একথা বললেন, যাতে দেখাতে পারেন যে যন্ত্রণাভোগ ও ক্রুশ একটা রহস্য ; উপরন্তু তিনি শিষ্যদের পুনরায় সান্ত্বনাও দিতে অভিপ্রেত ছিলেন। আর মোশি যেমন একসময়ে বলেছিলেন, *তোমরা চিরকালের মত নিরূপিত বিধিরূপেই তেমনটি পালন করবে* (যাত্রা ১২:২৪), তেমনি এখন প্রভু বলেন: *তোমরা আমার*

স্মরণার্থে তেমনটি কর, যতদিন আমি না আসি (১ করি ১১:২৪, ২৫ দ্রঃ)। এজন্যই তিনি এ কথাও বললেন: *আমি একান্তই বাসনা করেছি, আমার যন্ত্রণাভোগের আগে তোমাদের সঙ্গে এই পাস্কাভোজে বসব* (লুক ২২:১৫), অর্থাৎ আমি এ সমস্ত নতুন বিষয় তোমাদের দান করতে, ও এমন পাস্কা-ভোজ তোমাদের দান করতে একান্ত ভাবেই বাসনা করেছি, যার মধ্য দিয়ে তোমাদের আধ্যাত্মিক করে তুলব।

তিনিও পান করলেন। সেই বাণী শুনে তাঁরা পাছে বলেন, এ কেমন কথা? আমরা কি রক্ত পান করছি? আমরা কি মাংস খাচ্ছি? তাই পাছে তাঁরাও সেভাবে অস্থির হয়ে ওঠে যেভাবে একসময়ে এ রহস্যগুলোর কথা শুনে শ্রোতাদের মধ্যে অনেকে সরে পড়েছিল, সেজন্য পাত্র থেকে পান করায় তিনিই প্রথম আদর্শ দেখান, আর এভাবে শিষ্যদের আমন্ত্রণ জানান তাঁরা যেন শান্ত মনে এ রহস্যগুলোর সহভাগিতা করেন। তাই এ কারণেই তিনি নিজেই নিজ রক্ত পান করলেন।

গ বর্ষ - লুক ৯:১১-১৭

লোকেরা একদিন যিশুর পিছু পিছু চলল, আর তিনি খুশি মনে তাদের গ্রহণ করে তাদের কাছে ঈশ্বরের রাজ্যের কথা বলতে লাগলেন, এবং যাদের সুস্থ হওয়ার প্রয়োজন ছিল তাদের সুস্থ করলেন।

পরে, যখন বেলা প্রায় পড়ে আসছে, তখন সেই বারোজন কাছে এসে তাঁকে বললেন, 'লোকদের বিদায় দিন, যেন তারা আশেপাশের গ্রামে ও পল্লিতে পল্লিতে গিয়ে রাত কাটাবার জন্য স্থান পেতে পারে ও কিছু খাবারও পেতে পারে, কেননা এখানে আমরা নির্জন জায়গায় রয়েছি।' তিনি তাঁদের বললেন, 'তোমরাই এদের খেতে দাও।' তাঁরা বললেন, 'পাঁচখানা রুটি ও দু'টো মাছের বেশি কিছু আমাদের কাছে নেই; তবে কি আমরা নিজেরাই এই সমস্ত লোকের জন্য খাবার কিনতে যাব?' বাস্তবিকই তারা আনুমানিক পাঁচ হাজার পুরুষ ছিল। কিন্তু তিনি নিজ শিষ্যদের বললেন, 'পঞ্চাশ পঞ্চাশজন করে এদের সারি সারি বসিয়ে দাও।' তাঁরা সেইমত করলেন, সকলকে বসিয়ে দিলেন। পরে তিনি সেই পাঁচখানা রুটি ও দু'টো মাছ হাতে নিয়ে স্বর্গের দিকে চোখ তুলে সেগুলোর উপর 'ধন্য' স্তুতিবাদ উচ্চারণ করলেন, সেগুলো ছিঁড়লেন, এবং লোকদের মধ্যে

বিতরণ করার জন্য তা শিষ্যদের দিলেন। সকলে তৃপ্তির সঙ্গেই খেল; এবং যতগুলো টুকরো পড়ে রইল, তাঁরা তা কুড়িয়ে নিলে বারোখানা ডালা হল।

❖ করিন্থীয়দের কাছে প্রথম পত্রে বিশপ সাধু জন খ্রিসোস্তমের উপদেশাবলি (উপদেশ ২৪:৪)

এসো, ভক্তিভরেই খ্রিষ্টের কাছে এগিয়ে যাই

আমাদের ক্ষুধা মেটাবার জন্য খ্রিষ্ট নিজ দেহ আমাদের দান করলেন, তাতে সদা-মহত্তর বন্ধুত্বের বন্ধনে আমাদের নিজের কাছে আকর্ষণ করলেন। তাই এসো, ভক্তিভরে ও উদ্দীপ্ত ভালবাসার সঙ্গেই তাঁর কাছে এগিয়ে যাই, পাছে শাস্তির অধীন হই। কেননা আমরা যত মহত্তর অনুগ্রহ লাভ করব, নিজেদের তেমন উপকারের অযোগ্য দেখালে তত মহত্তর শাস্তি ভোগ করব।

সেই তিন পণ্ডিতেরাও জাবপাত্রে শায়িত এ দেহ আরাধনা করেছিলেন—এমন বিধর্মী মানুষ যাঁরা প্রকৃত ঈশ্বরকে জানতেন না, তাঁরা দেশ ও গৃহ ত্যাগ করে সুদীর্ঘ যাত্রা করে সভয়ে ও সকম্পে তাঁকে পূজা করতে এসেছিলেন। আমরা স্বর্গের নাগরিক যারা, এ বিধর্মীদের দৃষ্টান্তই কমপক্ষে যেন অনুকরণ করি। তাঁরা একটা জাবপাত্র ও একটা গুহার কাছে সভয়ে এগিয়ে গেছিলেন, আর তুমি এখন যা দেখতে পাচ্ছ তাঁরা তা দেখতে পাচ্ছিলেন না; কিন্তু তুমি তো একটা জাবপাত্রের দিকে নয়, একটি যজ্ঞবেদির দিকেই তাকাচ্ছ; তাঁকে বরণ করছেন এমন একটি নারীকেও দেখছ না, কিন্তু তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে থাকা এক যাজককেই দেখছ; সমস্ত উর্বরতার উৎস সেই আত্মাকেও দেখছ যিনি অর্ঘ্যের উপরে উড়তে থাকেন। তুমি তো কেবল সেই একই দেহটিকে দেখছ না, তাঁরা তা যেভাবে দেখেছিলেন, বরং তাঁর পরাক্রম ও তাঁর সমস্ত পরিকল্পনাও তুমি জানতে পেরেছ, আর তিনি যা যা করেছেন, এ সমস্ত বিষয় তুমি অবগতই আছ, যেহেতু দীক্ষিত হওয়ায় সমস্ত কিছুই মনোযোগের সঙ্গে শিখেছিলে। সুতরাং এসো, পবিত্র ভয়ে নিজেদেরই উদ্দীপিত করি, ও সেই বিধর্মীদের চেয়ে মহত্তর ভক্তি দেখাই, পাছে দুঃসাহসের সঙ্গে ও অন্যমনস্ক ভাবে তাঁর কাছে এগিয়ে গেলে নিজেদের উপরে আকাশের আগুন আকর্ষণ করি!

আমরা যেন তাঁর কাছে না যাই, এজন্য তো আমি একথা বলছি না বটে; আমার কথার উদ্দেশ্যই বরং আমরা উচিত ভয় অনুভব না করে যেন তাঁর কাছে না যাই। কেননা দুঃসাহসের সঙ্গে তাঁর কাছে যাওয়া যেমন বিপজ্জনক, তেমনি এ রহস্যময় ভোজে অংশ না নেওয়ার ফলে আমরা ক্ষুধা ও মৃত্যুতেই চালিত হব। কারণ এ ভোজ আমাদের প্রাণের শক্তি, আমাদের সমস্ত চিন্তা-ভাবনার ঐক্যের উৎস, আমাদের ভরসার আসল কারণ: এ ভোজ হল প্রত্যাশা, পরিত্রাণ, আলো, জীবন। যদি এ সমস্ত কিছু গ্রহণ করেই পরমপবিত্র যজ্ঞ থেকে বিদায় নিই, তাহলে সোনার রণসজ্জায়ই যেন সজ্জিত হয়ে আমরা তাঁর পুণ্য প্রাঙ্গণের দিকে ভরসার সঙ্গে যাত্রা করব।

আমি কি হয় তো ভাবী বিষয়েরই কথা বলছি? ইহলোকে থেকে, এখন থেকেই তোমার পক্ষে এ রহস্যটি হচ্ছে স্বর্গ ও পৃথিবী! তাই স্বর্গের দ্বার খুলে দিয়ে চেয়ে দেখ; এমনকি স্বর্গের দ্বার কেন? স্বর্গের স্বর্গেরই দ্বার খুলে চেয়ে দেখ, তবেই আমি যা যা বলে এসেছি তুমি তার দর্শন পাবে। সেখানে যা রয়েছে, তা সমস্ত বিষয়ের মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান বিষয়; আর আমি সেই বিষয়টি পৃথিবীতে উপস্থিত দেখাব। রাজপ্রাসাদে যেমন সবচেয়ে বিস্ময়কর বিষয় দেওয়াল নয়, সোনার ছাদও নয়, কিন্তু সিংহাসনে আসীন রাজা, তেমনি স্বর্গের বিস্ময়ের বিষয় হলেন রাজা নিজেই।

অথচ তোমার পক্ষে এ পৃথিবীতেও এ সমস্ত কিছু দেখা সম্ভব; বাস্তবিকই আমি তোমাকে কোন দূত বা মহাদূত দেখাচ্ছি না, স্বর্গ বা স্বর্গের স্বর্গও নয়; এ সমস্ত কিছুর প্রভুকেই বরং আমি তোমাকে অর্পণ করছি। তাহলে তুমি কি দেখতে পাচ্ছ কেমন করে এই মর্তলোকেও সবচেয়ে মূল্যবান বিষয় দেখতে পাও? তুমি তাঁকে দেখতে পাও, আর শুধু তাই নয়, তাঁকে স্পর্শও করতে পার; আর শুধু তাই নয়, স্পর্শ করা ছাড়া তাঁকে খেতেও পার; আর তাঁকে গ্রহণ করার পর বাড়ি ফিরে যেতে পার। অতএব, তেমন মহারহস্য বরণ করার জন্য আত্মা পরিশুদ্ধ কর, অন্তর প্রস্তুত কর।

পরমারাধ্য যিশুহৃদয়

(পঞ্চাশত্তমী মহাপর্বের পরবর্তী দ্বিতীয় সপ্তাহের শুক্রবার)

ক বর্ষ - মথি ১১:২৫-৩০

একদিন যিশু বলে উঠলেন, 'হে পিতা, হে স্বর্গমর্তের প্রভু, আমি তোমাকে ধন্য বলি, কারণ তুমি প্রজ্ঞাবান ও বুদ্ধিমানদের কাছে এই সকল বিষয় গুপ্ত রেখে শিশুদেরই কাছে তা প্রকাশ করেছ; হ্যাঁ, পিতা, তোমার প্রসন্নতায় তুমি তা-ই নিরূপণ করলে। পিতা আমার হাতে সবই তুলে দিয়েছেন, এবং পিতা ছাড়া আর কেউই পুত্রকে জানে না, পিতাকেও কেউ জানে না সেই পুত্র ছাড়া ও তারাই ছাড়া, যাদের কাছে পুত্র নিজেই তাঁকে প্রকাশ করতে ইচ্ছা করেন।

তোমরা, পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত যারা, সকলে আমার কাছে এসো, আমি তোমাদের বিশ্রাম দেব। আমার জোয়াল কাঁধে তুলে নাও, ও আমার কাছ থেকে শিখে নাও, কারণ আমি কোমল ও নম্রহৃদয়; আর তোমরা নিজ নিজ প্রাণের জন্য বিশ্রাম পাবে; হ্যাঁ, আমার জোয়াল সুবহ, ও আমার বোঝা লঘুভার।'

❖ বিশপ সাধু বনাভেন্তুরার 'রচনাবলি' (জীবন-বৃক্ষ ২৯-৩০, ৪৭)

তোমাতেই জীবনের উৎস

হে বিমুক্ত মানুষ, ভেবে দেখ, যিনি তোমার জন্য ক্রুশে ঝুলছেন, যাঁর মৃত্যু মৃতদের সঞ্জীবিত করে, যাঁর প্রয়াণের জন্য স্বর্গমর্ত শোকার্ত ও কঠিন পাথরও বিদীর্ণ হয়, তিনি কেমন মহত্ত্ব ও স্বরূপের অধিকারী!

উপরন্তু, ক্রুশে নিদ্রিত সেই খ্রিষ্টের পাশ থেকে যাতে মণ্ডলী গড়া হয়, এবং *যাঁকে তারা বিদ্ধ করেছিল তাঁরই দিকে তারা চেয়ে থাকবে* (যোহন ১৯:৩৭), শাস্ত্রের এবাণী যেন পূর্ণতা লাভ করে, ঈশ্বরের ব্যবস্থা এমনটিও হতে দিল যে, সৈন্যদের একজন সেই পবিত্র বুক বিঁধিয়ে দিয়ে খুলে দেবে, যেন জলের সঙ্গে রক্ত নির্গত হওয়ায় আমাদের পরিত্রাণের সেই মূল্য পাতিত হয় যা তেমন উৎস থেকে, অর্থাৎ খ্রিষ্টের হৃদয়ের গুপ্তস্থান থেকে নির্গত হয়ে মণ্ডলীর সাক্রামেন্তগুলোকে জীবনদায়ী শক্তি দান করে, ও যারা

ইতিমধ্যে খ্রিস্টে জীবিত, তাদের এমন জীবনময় পানীয়ের উৎস দান করে, যা *অনন্ত জীবনের উদ্দেশে প্রবাহিত* (যোহন ৪:১৪)।

অতএব, হে খ্রিস্টের প্রেমিকা আত্মা, ওঠ! *সেই কপোতের মত হও যা গভীর গিরিসঙ্কটের দেওয়ালের ফাটলে ফাটলে বাসা বাঁধে* (যেরে ৪৮:২৮); যেমন *চড়ুই পাখি খুঁজে পায় বাসা* (সাম ৮৪:৪ দ্রঃ), তেমনি তুমি ওইখানে নিত্যই জেগে থাক; দোয়েলের মত তুমি পবিত্র প্রেমের শাবকদের ওইখানে লুকিয়ে রাখ, ওইখানে মুখ দাও, যাতে *পরিত্রাতার উৎসধারা থেকে জল তুলে আনতে পার* (ইশা ১২:১৩ দ্রঃ)। কেননা ওইখানে তো *পরমদেশের মাঝখান থেকে বহির্গত সেই জলের উৎস রয়েছে যা আলাদা আলাদা হয়ে চতুর্মুখী হল* (আদি ১:১০ দ্রঃ) ও ভক্তদের হৃদয়ে প্রবাহিত হয়ে সমগ্র পৃথিবীকে উর্বর ও জলসিক্ত করে।

হে ঈশ্বরভক্ত প্রাণ, তুমি যেই হও না কেন, জীবনের ও আলোর তেমন উৎসের দিকে গভীর আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে ধাবিত হও, ও হৃদয়ের আন্তরিক শক্তিতে তাঁর দিকে চিৎকার করে বল: হে পরাৎপর ঈশ্বরের অবর্ণনীয় সৌন্দর্যকান্তি, হে সনাতন আলোর স্বচ্ছ বিভা! তুমি সমস্ত জীবনের জীবনদায়ী জীবন, সমস্ত আলোর আলোদানকারী আলো, তুমি সেই জ্যোতি যা প্রথম উষালগ্ন থেকেই তোমার ঈশ্বরত্বের সিংহাসনের সামনে উজ্জ্বল সেই বহুবিধ জ্যোতিষ্ক সনাতন জ্যোতি দানে নিত্যই উজ্জ্বল করে রাখ!

হে সনাতন, অগম্য, প্রভাময় ও মধুর উৎস-প্রবাহ যা সকল মরণশীলদের চোখে লুক্কায়িত, তোমার গভীরতা অতলান্ত, তোমার উচ্চতা অচূড়াময়, তোমার দৈর্ঘ্য প্রান্তহীন, তোমার পবিত্রতা অবিচল।

তোমা থেকেই সেই নদী নির্গত যা *ঈশ্বরের নগরী আনন্দিত করে তোলে* (সাম ৪৬:৫), যাতে *উৎসব-মুখর ভিড়ের মাঝে হর্ষধ্বনি তুলে, ধন্যবাদগীতি গেয়ে* (সাম ৪২:৫) আমরা তোমার উদ্দেশে স্তুতিগান গাইতে পারি, এবং আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতার সাক্ষ্যদানে দেখাতে পারি যে, *তোমাতেই জীবনের উৎস, তোমার আলোতেই আমরা দেখি আলো* (সাম ৩৬:১০)।

খ বর্ষ - যোহন ১৯:৩১-৩৭

যেদিন যিশুকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল, সেই দিনটি প্রস্তুতি-দিবস ছিল বিধায়, যেন দেহগুলি সাব্বাৎ দিনে ক্রুশে না থেকে যায়,—সেই সাব্বাৎ তো মহা একটা দিবস ছিল,—ইহুদীরা পিলাতের কাছে আবেদন জানাল, তিনজনের পা ভেঙে দিয়ে তাদের যেন তুলে নেওয়া হয়। তাই সৈন্যেরা এল, এবং যিশুর সঙ্গে যাদের ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল, প্রথম আর দ্বিতীয়জনের পা ভেঙে দিল। কিন্তু যিশুর কাছে এসে যখন দেখল, ইতিমধ্যে তাঁর মৃত্যু হয়েছে, তখন তারা তাঁর পা আর ভাঙল না। কিন্তু সৈন্যদের একজন তাঁর বুকের পাশটিতে বর্শা বিঁধিয়ে দিল আর তখনই নিঃসৃত হল রক্ত আর জল।

এবিষয়ে, স্বচক্ষে যিনি দেখেছেন, তিনিই সাক্ষ্য দিয়েছেন, আর তাঁর সাক্ষ্য যথার্থ, এবং তিনি জানেন, তাঁর কথা সত্য, যেন তোমরাও বিশ্বাস করতে পার। কেননা এ সমস্ত ঘটেছিল যেন শাস্ত্রবাণী পূর্ণতা লাভ করে: তাঁর একটা হাড়ও ভগ্ন হবে না। আর একটি শাস্ত্রবচন আছে, যাঁকে তারা বিঁধিয়ে দিয়েছে, তাঁরই দিকে তারা চেয়ে থাকবে!

❖ বিশপ সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি (উপদেশ ২১৩:৮)

বর্শার আঘাতে খ্রিষ্টের বুক বিদ্ধ হলে

আমাদের মুক্তিমূল্য নির্গত হল

‘সর্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বরে আমি বিশ্বাস করি।’ চিন্তা কর, উচ্চারণে এ বচনটি কত ক্ষুদ্র, অথচ তার অর্থ কতই না গভীর। তিনি ঈশ্বর, তিনি আবার পিতা: প্রভাবে ঈশ্বর, মঙ্গলময়তায় পিতা। আহা, আমরা যারা ঈশ্বরে আমাদের পিতাকে পেয়েছি, কেমন ভাগ্যবান! তাই এসো, পিতা ঈশ্বরে বিশ্বাস করি ও তাঁর দয়ার কাছ থেকে সব কিছুই প্রত্যাশা করি, কারণ তিনি সর্বশক্তিমান—এজন্যই তো আমরা সর্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বরে বিশ্বাস করি। এমন কেউই যেন না বলে: তিনি পাপক্ষমা করতে অক্ষম। তিনি যখন সর্বশক্তিমান, তখন কেমন করে পারবেন না? তুমি তো বল: কিন্তু আমি বহু পাপ করেছি। আর আমি আবার বলছি: কিন্তু তিনি সর্বশক্তিমান। তুমি তো আবার বল: এমন পাপ করেছি যে, আমি কখনও ধৌত ও মুক্ত হতে পারব না। আমি তোমাকে উত্তর দিয়ে

বলছি: তিনি কিন্তু সর্বশক্তিমান। বিশ্বাস-প্রতীকসূত্রে এ কথাও আছে: 'আমি পাপের ক্ষমা বিশ্বাস করি।'

তেমন কিছু যদি মণ্ডলীতে না ঘটত, তবে কোন আশাই থাকত না: মণ্ডলীতে যদি পাপের ক্ষমা না থাকত, আমাদের ভাবী জীবন ও শাশ্বত মুক্তির কোন আশাই থাকত না। অতএব এসো, মণ্ডলীর কাছে তাঁর এ দানের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই।

দেখ, বাপ্তিস্ম দ্বারা ধৌত হবার জন্য তোমরা পুণ্য জলকুণ্ডের ধারে আসছ, নবজন্মের পরিত্রাণদায়ী অবগাহনে নবায়িত হয়ে উঠবে: সেই জল থেকে বেরিয়ে উঠে তোমাদের আর কোন পাপ থাকবে না। সেই সমস্ত অতীতকাল যা তোমাদের অত্যাচার করছিল, তা ওখানে বিলুপ্ত হবে। তোমাদের পাপগুলো সেই মিশরীয়দের মত ছিল যারা হিব্রুদের ধাওয়া করছিল: তারা তাদের তাড়া দিয়েছিল, কিন্তু লোহিত সাগর পর্যন্ত। 'লোহিত সাগর পর্যন্ত' এর অর্থ কী? সেই জলকুণ্ড পর্যন্ত যা খ্রিস্টের ক্রুশ ও রক্ত দ্বারাই পবিত্রিত; কেননা যা লোহিত তা রক্তলাল: তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না, খ্রিস্টের দেহ কেমন রক্তলাল হচ্ছে? বিশ্বাসের চোখেই তা চেয়ে দেখ: ক্রুশ দেখলে তবে রক্তও দেখবে; যিনি ক্রুশে ঝুলছেন তাঁকে দেখলে, তবে চেয়ে দেখ তাঁর দেহ থেকে কত রক্ত ঝরে পড়ছে। খ্রিস্টের বুক বর্শার আঘাতে বিদ্ধ হয়েছে, আর সেই বুক থেকে আমাদের মুক্তিমূল্য নির্গত হল। এজন্য বাপ্তিস্ম খ্রিস্টের চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত, কারণ যে জলে তোমরা ডুব দিয়েছ, সেই জল হচ্ছে লোহিত সাগরের মধ্য দিয়ে তোমাদের উত্তরণের প্রতীক। তোমাদের পাপগুলো হল তোমাদের শত্রু: সেগুলো তোমাদের তাড়া দিচ্ছে, কিন্তু সাগর পর্যন্ত। একবার প্রবেশ করে তোমরা আবার বেরিয়ে আসবে, কিন্তু সেগুলো নিঃশেষিত হবে, ঠিক যেভাবে হিব্রুদের বেলায় ঘটেছিল: তারা শুষ্ক ভূমিতে এসে পৌঁছলেই জল মিশরীয়দের ডুবিয়ে দিল। শাস্ত্রে কী বলে? *তাদের কেউই বাঁচল না* (সাম ১০৭:১১)। তোমার পাপ বহু হোক বা স্বল্প হোক না কেন, গুরু হোক বা লঘু হোক না কেন, সেগুলোর ক্ষুদ্রতমও বাকি থাকল না। কিন্তু তবুও, যেহেতু এই বাস্তব জগতে এমন কেউ নেই যে নিষ্পাপ, আর ঠিক এই বাস্তব জগতেই আমাদের বিজয় বাস্তবায়িত করা দরকার, সেজন্য পাপের ক্ষমা কেবল পবিত্র বাপ্তিস্মের শুচীকরণে নয়, কিন্তু প্রভুর শেখানো সেই দৈনন্দিন প্রার্থনাতেও সাধিত। প্রভুর প্রার্থনা আবৃত্তি করায় তোমরা ঠিক যেন দৈনন্দিন

বাপ্তিস্ম গ্রহণ করছ, যাতে দৈনন্দিন সেই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাতে পার, যিনি মণ্ডলীর হাতে তেমন দান মঞ্জুর করেছেন।

গ বর্ষ - লুক ১৫:৩-৭

একদিন যিশু ফিরিসি ও শাস্ত্রীদের এই উপমা-কাহিনী শোনালেন: 'আপনাদের মধ্যে কোন্ লোক, যার একশ'টা মেষ আছে, তাদের মধ্যে একটা হারিয়ে গেলে সে বাকি নিরানব্বইটাকে প্রান্তরে ফেলে রেখে যায় না, ও হারানোটাকে খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত তার খোঁজে বেড়ায় না? খুঁজে পেলে সে মনের আনন্দে তা কাঁধে তুলে নেয়, এবং বাড়ি গিয়ে বন্ধুবান্ধব ও প্রতিবেশীদের ডেকে বলে, আমার সঙ্গে আনন্দ কর, কারণ আমার যে মেষ হারানো ছিল, তা খুঁজে পেয়েছি। আমি তোমাদের বলছি, তেমনি ভাবে, যাদের মনপরিবর্তন করার প্রয়োজন নেই, এমন নিরানব্বইজন ধার্মিককে নিয়ে স্বর্গে যত আনন্দ হয়, তার চেয়ে বেশি আনন্দ হবে যখন একজন পাপী মনপরিবর্তন করে।'

❖ ১১৮ নং সামসঙ্গীতে বিশপ সাধু আম্ব্রোজের ব্যাখ্যা (২২:৩, ২৭-৩০)

এসো, প্রভু; তোমার মেষ খোঁজ কর!

সুসমাচারে স্বয়ং প্রভু যিশু বলেন যে হারানো একটিমাত্র মেষের সন্ধান করতে তিনি বাকি নিরানব্বইটাকে ফেলে রেখেছিলেন। যে মেষ হারিয়ে গেছিল, আমরা সেটিকে একশততম বলে থাকি: নিখুঁত সংখ্যাটির পরিপূর্ণতা ব্যাপারটা উপলব্ধি করার জন্য তোমাকে উদ্বুদ্ধ করুক। এ মেষটি প্রীতির পাত্র, আর এ যুক্তিসঙ্গত বটে, কেননা চেতনাহীন সান্নিধ্যের তুলনায় অমঙ্গল থেকে চেতনাপূর্ণ পুনরাগমন অধিক মূল্যবান। রিপুতে ভরা আত্মার সংস্কার করা, ও বিশৃঙ্খল দুর্মতির বন্ধন থেকে আত্মাকে মুক্ত করা কেবল উত্তম সদ্‌গুণেরই প্রমাণ নয়, কিন্তু ঐশঅনুগ্রহের কার্যকর সান্নিধ্যেরও প্রমাণ। কেননা ভাবী জীবন সংস্কার করা মানুষের সঙ্কল্পের অধীন, কিন্তু অতীত জীবনের অপরাধ ক্ষমা করা ঈশ্বরের ক্ষমতার উপর নির্ভর করে।

মেষটিকে অবশেষে খুঁজে পেয়ে পালক তা কাঁধে তুলে নিলেন। রহস্যটিই বিশেষভাবে লক্ষ কর, অর্থাৎ লক্ষ কর মেষটিকে কেমন আরাম দেওয়া হয়: পরিশ্রান্ত

সৃষ্টজীব নতুন শক্তি পেতে পারে না, যদি তা না পায় সেই প্রভুর যন্ত্রণাভোগে ও সেই যিশুখ্রিষ্টের রক্তে *যাঁর কাঁধে আধিপত্য-ভার* (ইশা ৯:৫) : হ্যাঁ, সেই ক্রুশের উপরে *তিনি আমাদেরই যন্ত্রণা তুলে বহন করেছেন* (ইশা ৫৩:৪) যাতে সেই ক্রুশেই সকলের পাপ নিঃশেষ করতে পারেন। স্বর্গদূতেরা আনন্দ করেন, তাও সমীচীন, কেননা যে ন্যায়পথ থেকে সরে গেছিল, সে এখন আর পথভ্রষ্ট নয়—তার ভ্রান্তি নিঃশেষেই বিস্মৃত!

আমি হারানো মেষের মত ঘুরে ঘুরে চলি, তোমার দাসের সন্ধান কর, আমি তো ভুলিনি তোমার আজ্ঞাবলি (সাম ১১৯:১৭৬)। *তোমার দাসের সন্ধান কর,* কেননা পালক হারানো মেষের সন্ধান না করলে মেষটা মরবেই। কিন্তু যে দূরে চলে গেছিল, সে ন্যায়পথে আবার ফিরে আসতে পারে, তাকে আবার ডাকা যেতে পারে। তাই প্রভু যিশু, এসো, সেই যোসেফের মত তোমার মেষগুলির সন্ধান কর। তুমি দেরি করছিলে, তুমি পর্বতে পর্বতে ঘুরে বেড়াচ্ছিলে, এমন সময় তোমার মেষ হারিয়ে গেল। তোমার এই একমাত্র মেষ যা পথে হারিয়ে গেছে, তোমার বাকি নিরানব্বইটাকে ফেলে রেখে তার সন্ধান করতে এসো। এসো, কিন্তু দণ্ড নিয়ে নয়, তোমার আত্মার প্রেম ও মমতা নিয়ে। আমার সন্ধান কর, আমি তো তোমার বাসনা করি। আমার সন্ধান কর, আমাকে খুঁজে পাও, আমাকে গ্রহণ কর, আমাকে তুলে বহন কর। যার সন্ধান কর, তাকে তুমি খুঁজে পেতে সক্ষম; যার সন্ধান পেয়েছ, তাকে তুমি তো প্রসন্ন হয়ে গ্রহণ কর; আর যাকে গ্রহণ করেছ, তাকে তুমি মমতাপূর্ণ হয়ে কাঁধে তুলে ফিরিয়ে আন। এই ভক্তের বোঝা তোমাকে ক্লান্ত করে না, যাকে ধর্মময় করে তুলেছ সে তোমার পক্ষে বোঝা নয়। তাই প্রভু, এসো, কেননা হারিয়ে গিয়েও তবু *আমি তো ভুলিনি তোমার আজ্ঞাবলি:* আমি প্রত্যাশা রাখি, সুস্থ হয়ে উঠব। এসো, প্রভু, কেননা কেবল তুমিই পথভ্রষ্ট মেষ ডাকতে পার; আর যাদের তুমি একা ফেলে রেখেছ তাদের শোকার্ত করবে না, আর শুধু তা নয়, তারা নিজেরাই পাপীদের কাছে নিজেদের প্রত্যাগমনের আনন্দ প্রকাশ করবে। এসো, পৃথিবীতে পরিত্রাণ ও স্বর্গে আনন্দ এনে দাও। তাই এসো, তোমার মেষের সন্ধান কর: দাস বা বেতনভোগী পাঠিয়ো না, তুমি নিজেই এসো। আদমে বিকৃত আমার এই মাংসে আমাকে গ্রহণ কর। সেই সারার সন্তানের মত নয়, কিন্তু সেই অক্ষুণ্ন কুমারী, পাপের কালিমা থেকে মুক্তা সেই অনুগ্রহধন্যা কুমারীর সন্তানেরই মত আমাকে গ্রহণ কর। সেই

যে ক্রুশ পথভ্রষ্টদের পরিত্রাণ, তার উপরে নিজের সঙ্গে আমাকেও তুলে আন: পরিশ্রান্ত মানুষ কেবল সেই ক্রুশেই বিশ্রাম পায়, মৃত সমস্ত মানুষ কেবল সেই ক্রুশেই জীবন পায়।

বিবিধ পর্ব ও মহাপর্ব

২৫শে জানুয়ারী

প্রেরিতদূত পলের অন্তরে খ্রিষ্টবিশ্বাসের জাগরণ

সুসমাচার পাঠ - মার্ক ১৬:১৪,১৫-১৮

পুনরুত্থিত হওয়ার পর যিশু সেই এগারোজনকে দেখা দিলেন, ও তাঁদের বললেন,

‘তোমরা বিশ্বজগতে বেরিয়ে পড়, সমস্ত সৃষ্টির কাছে সুসমাচার প্রচার কর। যে বিশ্বাস করবে ও বাপ্তিস্ম গ্রহণ করবে, সে পরিত্রাণ পাবে; যে বিশ্বাস করবে না, তাকে বিচারাধীন করা হবে: যারা বিশ্বাস করবে, তাদের পাশেপাশে এই চিহ্নগুলো থাকবে: তারা আমার নামে অপদূত তাড়াবে, নতুন নতুন ভাষায় কথা বলবে, হাতে করে সাপ তুলবে, ও মারাত্মক বিষ খেলেও তাদের কোন ক্ষতি হবে না; তারা পীড়িতদের উপর হাত রাখবে আর তারা সুস্থ হবে।’

❖ নিসার বিশপ সাধু গ্রেগরির পত্রাবলি (পত্র ৫)

আমারা যেভাবে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছি সেভাবে বিশ্বাসও করি, ও যেভাবে বিশ্বাস করি সেভাবে উপলব্ধিও করি

এসো, একথা স্বীকার করি যে, আপন শিষ্যদের কাছে ভালবাসার রহস্য সম্প্রদান করায় খ্রিষ্ট যে শিক্ষা তাঁদের দিয়েছেন, তা হল স্থিতমূল ও পরিত্রাণদায়ী বিশ্বাসের শিকড় ও ভিত্তিমূল; এ কথাও বিশ্বাস করি যে, পরম্পরাগত শিক্ষার চেয়ে উৎকৃষ্ট, শক্তিদায়ী ও সুনিশ্চিত বলতে কিছু নেই। প্রভুর শিক্ষা এ: *তোমরা যাও, সকল জাতিকে আমার শিষ্য কর; পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা-নামের উদ্দেশে তাদের বাপ্তিস্ম দাও* (মথি ২৮:১৯)।

যারা মৃত্যু থেকে অনন্ত জীবনের উদ্দেশে নবজন্ম নিয়েছে ও বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে তেমন অনুগ্রহলাভের যোগ্য হয়ে উঠেছে, যেহেতু তারা পবিত্র ত্রিত্বেরই দানের ফলে জীবনদায়ী শক্তির সহভাগী হয়ে ওঠে, সেজন্য পরিত্রাণদায়ী বাপ্তিস্মে ত্রিত্বের একটা নাম মাত্রও উচ্চারিত না হলে অনুগ্রহটি পূর্ণাঙ্গ নয়; কেননা নবজন্ম-রহস্য পবিত্র আত্মায় ছাড়া কেবল পিতা ও পুত্রে সাধিত নয়; একই প্রকারে পুত্রের নাম উচ্চারণ না করলে কেবল পিতা ও পবিত্র আত্মার নামে পূর্ণাঙ্গ ঐশজীবন-দায়ী বাপ্তিস্ম কার্যকর নয়; আবার আত্মাকে বাতিল করলে কেবল পিতা ও পুত্রে আমাদের পুনরুত্থানের অনুগ্রহ সাধিত নয়। এজন্য যে তিন ব্যক্তিত্ব এ নাম দ্বারা নিজেদের জ্ঞাত করেছেন, আমরা আমাদের আত্মা ত্রাণ করার সমস্ত প্রত্যাশা ও প্রত্যয় সেই তিন ব্যক্তিত্বেই রাখি; এবং আমাদের প্রভু যিশুখ্রিষ্টের সেই পিতায় বিশ্বাস করি যিনি জীবনের উৎস, পিতার সেই একমাত্র পুত্রে বিশ্বাস করি যিনি—প্রেরিতদূতের কথা অনুসারে—হলেন জীবন-প্রণেতা (প্রেরিত ৩:৫), ও সেই পবিত্র আত্মায় বিশ্বাস করি যাঁর বিষয়ে প্রভু বলেন, *আত্মাই জীবনদায়ী* (যোহন ৬:৬৩)।

আর যেমনটি বলেছি, যেহেতু মৃত্যু থেকে মুক্ত এই আমাদের কাছে পবিত্র বাপ্তিস্মে পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মায় বিশ্বাস দ্বারাই অমরতার অনুগ্রহ দান করা হয়, সেজন্য এই বিশেষ কারণ দ্বারা উদ্দীপিত হয়ে আমরা একথা সমর্থন করি যে, হীন কিবা সৃষ্ট

কিবা পিতার ঐশমর্যাদার অযোগ্য প্রকার কোন কিছুই পবিত্র ত্রিত্বকে আরোপণীয় নয়; এর কারণ হল এ যে, পবিত্র ত্রিত্বে বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে যে জীবন প্রাপ্য, আমাদের সেই জীবন একটিমাত্র; আর তেমন জীবন বিশ্বজগতের ঈশ্বর থেকেই ঠিক যেন এক উৎস থেকেই নির্গত হয়ে ও পুত্রের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে পবিত্র আত্মায় সিদ্ধি লাভ করে।

তেমন স্পষ্ট নিশ্চয়তায় দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হয়ে ও দেওয়া আদেশ অনুসারেই আমরা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করি, ও যেভাবে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছি সেভাবে বিশ্বাসও করি, ও যেভাবে বিশ্বাস করি সেভাবে উপলব্ধিও করি; যার ফলে বাপ্তিস্ম, বিশ্বাস ও আমাদের উপলব্ধি পূর্ণ ঐক্য অনুসারেই পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মায় বিরাজিত।

২রা ফেব্রুয়ারী

মন্দিরে প্রভুকে উপস্থাপন

সুসমাচার পাঠ - লুক ২:২২-৪০

যখন মোশির বিধান অনুসারে তাঁদের শুচীকরণ-কাল পূর্ণ হল, তখন যিশুর পিতামাতা তাঁকে যেরুশালেমে নিয়ে গেলেন যেন প্রভুর সামনে তাঁকে হাজির করেন,—যেমনটি প্রভুর বিধানে লেখা আছে, প্রথমজাত প্রত্যেক পুত্রসন্তানকে প্রভুর উদ্দেশে পবিত্রীকৃত করা হবে;—আর যেন প্রভুর বিধানের নির্দেশমত একজোড়া ঘুঘু কিংবা দু'টো পায়রার ছানা বলিরূপে উৎসর্গ করেন। সেসময়ে যেরুশালেমে শিমেয়োন নামে একজন ছিলেন, যিনি ধার্মিক ও ভক্তপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন; তিনি ইস্রায়েলের সান্ত্বনার প্রতীক্ষায় থাকতেন, ও পবিত্র আত্মা তাঁর উপরে ছিলেন। পবিত্র আত্মা তাঁকে একথা জানিয়েছিলেন যে, প্রভুর সেই খ্রিষ্টকে না দেখা পর্যন্ত তিনি মৃত্যু দেখবেন না। সেই আত্মার আবেশে তিনি মন্দিরে এলেন, এবং যিশুর পিতামাতা যখন বিধানের নিয়ম-বিধি সম্পাদন করার জন্য শিশুটিকে ভিতরে নিয়ে আসছিলেন, তখন তিনি তাঁকে কোলে নিলেন, ও ঈশ্বরের স্তুতিবাদ করে বলে উঠলেন:

'হে মহাপ্রভু, তোমার কথামত
এখন তোমার এই দাসকে শান্তিতে বিদায় দাও;
কারণ আমার চোখ দেখেছে তোমার সেই পরিত্রাণ
যা তুমি প্রস্তুত করেছ সকল জাতির সামনে:
ঐশপ্রকাশে বিজাতীয়দের উদ্বুদ্ধ করার আলো
ও তোমার আপন জনগণ ইস্রায়েলের গৌরব।'

শিশুটি সম্বন্ধে এই সমস্ত কথা শুনে তাঁর পিতামাতা আশ্চর্য হলেন। শিমেয়োন তাঁদের আশীর্বাদ করলেন, এবং তাঁর মা মারীয়াকে বললেন, 'দেখ, ইনি ইস্রায়েলের মধ্যে অনেকের পতন ও উত্থানের জন্য নিরূপিত; ইনি হবেন অস্বীকৃত এমন এক চিহ্ন—হ্যাঁ, তোমার নিজের প্রাণও এক খড়্গের আঘাতে বিদীর্ণ হবে—যেন অনেক হৃদয়ের চিন্তা প্রকাশিত হয়।'

আন্না নামে এক নারী-নবীও ছিলেন: তিনি আসের গোষ্ঠীর ফানুয়েলের কন্যা। তাঁর অনেক বয়স হয়েছিল; কুমারী অবস্থার পর সাত বছর স্বামীর ঘর করে তিনি বিধবা হয়েছিলেন; এখন তাঁর বয়স চুরাশি বছর হয়েছে। তিনি মন্দির থেকে কখনও দূরে না গিয়ে উপবাস ও প্রার্থনায় রত থেকে রাত-দিন উপাসনা করে চলতেন। সেই ক্ষণে এসে উপস্থিত হয়ে তিনিও ঈশ্বরের বন্দনা করতে লাগলেন, এবং যত লোক যেরুশালেমের মুক্তিকর্মের প্রতীক্ষায় ছিল, তাদের কাছে যিশুর কথা বলতে লাগলেন।

প্রভুর বিধান অনুসারে সবকিছু সমাধা করার পর তাঁরা গালিলেয়ায়, তাঁদের নিজেদের শহর নাজারেথে ফিরে গেলেন। বালকটি বেড়ে উঠলেন ও বলবান হতে লাগলেন, প্রজ্ঞায় পূর্ণ হয়ে। এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহ তাঁর উপর ছিল।

❖ (ক বর্ষ) - বিশপ সাধু সফ্রনিওসের উপদেশাবলি (পর্ব উপলক্ষে উপদেশ ৩:৬, ৭)

এসো, উজ্জ্বল ও সনাতন আলো গ্রহণ করি

আমরা সকলে যারা প্রভুর সাক্ষাৎ-রহস্য আন্তর ভক্তি ভরে উদ্‌যাপন ও পূজা করি, এসো, আমরা সবাই গভীর আগ্রহের সঙ্গে একমন একপ্রাণ হয়ে এগিয়ে যাই। কেউই যেন বসে না থাকে, যেন নিজ মশাল বরণ করতে অসম্মত না হয়; বরং এসো, মোমবাতিগুলির দীপ্তি আরও দীপ্তিময় করে তুলি: সেগুলিতে রয়েছে তাঁরই দিব্য বিভার প্রতীক, যিনি এগিয়ে আসছেন, যিনি সনাতন আলোর ধারায় অন্ধকারময় ছায়া নিঃশেষ করে সবকিছু উজ্জ্বল করে তুলছেন। তাছাড়া আমাদের এ বাতিগুলো নির্দেশ করুক আমাদের আত্মার সেই দীপ্তিময়তা যার প্রভায় আমাদের খ্রিষ্টকে বরণ করতে যেতে হবে। যেমন ঈশ্বরজননী সেই অক্ষুণ্ন কুমারী সত্যকার আলোকে কোলে বহন করেছিলেন ও মৃত্যু-শায়িত সমস্ত মানবের কাছে কাছে গিয়েছিলেন, তেমনি সেই আলোতে আলোকিত হয়ে ও সকলের সামনে উজ্জ্বল সেই আলো হাতে ধরে, সত্যকার আলো যিনি, তাঁর দিকে আমাদেরও ছুটে যেতে হবে।

আলো জগতে এল ও জগৎগ্রাসী অন্ধকার নিঃশেষ ক'রে জগৎকে আলোকিত করে দিল। যিনি ঊর্ধ্ব থেকে উদীয়মান, তিনি আমাদের দেখতে এলেন; যারা অন্ধকারে শুয়ে ছিল, তিনি তাদের উপর আলো বিকিরণ করলেন। এজন্যই এখন আমাদেরও মশাল

হাতে করে চলতে হবে, বাতি নিয়ে ছুটতে হবে। তাতে আমরা দেখাতে পারব যে আমাদের উপর আলোর উদ্ভাস হল, ও আমরা যার দূত, সেই দিব্য আলোর প্রতীক হয়ে উঠব। এটি আজকের দিনের মর্মসত্যের অর্থ।

যে সত্যকার আলো এ জগতে আগত প্রত্যেক মানুষকে উদ্ভাসিত করে, সেই আলো তো এসেছে। তবে ভাই, এসো, আমরা সকলে তা দ্বারা আলোকিত ও উদ্ভাসিত হই। কেউই যেন এ বিভা থেকে বঞ্চিত না হয়ে পড়ে, জেদি মানুষেরই মত কেউই যেন অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে না থাকে। সকলেই বরং এসো, উদ্ভাসিত ও আলোকিত হয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে চলি। এসো, প্রাচীন শিমেয়োনের সঙ্গে আমরাও পুলকিত অন্তরে সেই উজ্জ্বল সনাতন আলো গ্রহণ করি। যিনি সত্যকার আলো প্রেরণ করে সমস্ত অন্ধকার নিঃশেষ করে আমাদের সকলকে আলোময় করে তুলেছেন, এসো, আমরা সেই আলোর পিতার উদ্দেশে স্তুতিগান জাগিয়ে তুলি। কেননা যে ঐশপরিত্রাণ সকল জাতির সামনে প্রস্তুত ছিল ও নব-ইস্রায়েল রূপে এই আমাদেরই গৌরবের জন্য প্রকাশিত হয়েছিল, তাঁর দয়ায় আমরাও তা দেখতে পেয়েছি, যার ফলে যেমন শিমেয়োন খ্রিষ্টকে দেখে বর্তমান জীবনের বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন, তেমনি আমরাও সেই প্রাচীন অন্ধকারময় অপরাধ থেকে মুক্তি পেয়েছি। বেথলেহেম থেকে আগত খ্রিষ্টকে বিশ্বাসেরই আলিঙ্গনে আলিঙ্গন করায় আমরাও বিজাতি অবস্থা থেকে ঈশ্বরেরই আপন জাতি হলাম—কেননা তিনিই পিতা ঈশ্বরের পরিত্রাণ। আমরা চোখ দিয়ে মাংসধারী ঈশ্বরকে দেখতে পেয়েছি, আর ঠিক যেহেতু আমাদের মাঝে উপস্থিত ঈশ্বরকে দেখতে পেয়েছি ও আত্মারই হাত দিয়ে তাঁকে বরণ করেছি, সেহেতুই আমরা নব-ইস্রায়েল বলে অভিহিত। আমরা বার্ষিকী অনুষ্ঠানে তাঁর উপস্থিতি শ্রদ্ধা করি; এখন থেকে তা ভুলে যাওয়া আর সম্ভব হবে না।

❖ *বিকল্প* (খ বর্ষ) - লুক-রচিত সুসমাচারে পুরোহিত অরিগেনেসের উপদেশাবলি (উপদেশ ১৫)

তুমি কি যিশুকে কোলে তুলে নিতে ইচ্ছা কর?

এসো, আমরা একথা ভাবি, কেমন করে শিমেয়োনের জন্য সমস্ত কিছু আগে থেকে নিরূপিত হয়েছিল তিনি যেন ঈশ্বরের পুত্রকে আলিঙ্গন করতে পারেন। প্রথমত, পবিত্র

আত্মার ঐশপ্রকাশ গুণে তিনি জানতে পেরেছিলেন যে *প্রভুর খ্রিষ্টকে না দেখা পর্যন্ত তিনি মৃত্যু দেখবেন না* (লুক ২:২৬)। দ্বিতীয়ত, তিনি দৈবাৎ বা অভ্যাসমত মন্দিরে প্রবেশ করেছিলেন এমন নয়, কিন্তু ঈশ্বরের আত্মার উদ্দীপনায় উদ্দীপিত হয়েই সেখানে গিয়েছিলেন, *কেননা যারা ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা চালিত তারা ঈশ্বরের পুত্র* (রো ৮:১৪)। তুমিও যদি যিশুকে আলিঙ্গন করতে ও কোলে তুলে নিতে ইচ্ছা কর, তবে আত্মার পরিচালনার অনুসরণ করতে ও ঈশ্বরের মন্দিরে যেতে যথাসাধ্যই চেষ্টা কর। এখন, এ মুহূর্তে, তুমি প্রভু যিশুর মন্দিরেই দাঁড়িয়ে আছ, তাঁর মণ্ডলীই যে মন্দির—এমন মন্দির যা জীবন্ত প্রস্তরগুলিতেই নির্মিত। যখন তোমার জীবনাচরণ মণ্ডলী নামের সত্যিই যোগ্য, তখনই তুমি ঈশ্বরের মন্দিরে দাঁড়িয়ে আছ।

আত্মা দ্বারা চালিত হয়ে তুমি যদি মন্দিরে আস, তবে শিশু যিশুর সন্ধান পাবে, ও তাঁকে কোলে তুলে নিয়ে বলবে, *হে মহাপ্রভু, তোমার কথামত এখন তোমার এই দাসকে শান্তিতে বিদায় দাও* (লুক ২:২৯)। সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ কর, শান্তি কেমন করে মৃত্যু ও বিদায়ের সঙ্গে জড়িত, কেননা শিমেয়োন কেবল একথা বলেন না যে তিনি বিদায় নিতে চান, কিন্তু এও বলেন যে, শান্তিতেই বিদায় নিতে চান। এ হল সেই একই প্রতিশ্রুতি যা ধন্য আব্রাহামকেও দেওয়া হয়েছিল: *দীর্ঘায়ু হলে পর তুমি তোমার পিতৃপুরুষদের কাছে শান্তিতে চলে যাবে।* শান্তিতে মৃত্যুবরণ করে এমন ব্যক্তি কে? কেবল সেই ব্যক্তি, যার আছে *ঈশ্বরের সেই শান্তি যা সমস্ত ধারণার অতীত* (ফিলি ৪:৭), যে শান্তি শান্তির অধিকারীর হৃদয় রক্ষা করে। আরও, শান্তিতে এজগৎ ছেড়ে চলে যায় এমন ব্যক্তিও কে? কেবল সেই ব্যক্তি, যে উপলব্ধি করেছে যে, *ঈশ্বরই খ্রিষ্টের মধ্য দিয়ে নিজের সঙ্গে জগতের পুনর্মিলন সাধন করেছেন* (২ করি ৩:১৮), ও ঈশ্বরের সঙ্গে যার কোন বিরোধী ভাব না থাকায় বা তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী না হওয়ায় শুভকর্মের মধ্য দিয়ে পূর্ণ শান্তি ও একাত্মতা অর্জন করেছে, যার ফলে আব্রাহামের মত সেও শান্তিতে চলে যেতে পারে ও পুণ্যবান কুলপতিদের সঙ্ঘে যোগ দিতে পারে।

কিন্তু আমরা কুলপতিদের কথা উত্থাপন করছি কেন? এর চেয়ে আমি কি বরং সেই যিশুরই কথা বলতে থাকব না, যিনি কুলপতিদের রাজা ও প্রভু, ও যাঁর বিষয়ে ধন্য পল বলেন: *মৃত্যুবরণ করে খ্রিষ্টের সঙ্গে থাকা শ্রেয়?* (ফিলি ১:২৩, ২৪ দ্রঃ)। সেই ব্যক্তি

যিশুকে পেয়ে গেছে, যে ব্যক্তি সাহস ধরে বলতে পারে: *এই যে আমি জীবিত আছি, সে তো আর আমি নয়; আমার অন্তরে স্বয়ং খ্রিস্টই জীবনযাপন করেন* (গা ২:২০)।

তবে আমরা যদি মন্দিরে থাকি ও ঈশ্বরের পুত্রকে কোলে তুলে নিয়ে আলিঙ্গন করি, তাহলে এসো, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছে ও শিশু যিশুর কাছে প্রার্থনা করি যেন বিদায় ও উত্তম বিষয়ের দিকে যাত্রারও যোগ্য হতে পারি; কেননা আমরা সেই যিশুর সঙ্গে কথা বলতে ও তাঁকেই আলিঙ্গন করতে আকাঙ্ক্ষিত, যাঁর গৌরব ও পরাক্রম হোক চিরদিন চিরকাল। আমেন।

❖ *বিকল্প* (গ বর্ষ) - ইগ্নির মঠাধ্যক্ষ ধন্য গেরিকের উপদেশাবলি (পর্ব উপলক্ষে উপদেশ ১:২, ৩, ৫)

এসো, উজ্জ্বল মোমবাতি হাতে করে চলি

আজ আমরা যখন এ জ্বলন্ত মোমবাতি হাতে ধরে রাখছি, তখন কার্ মনেই বা সঙ্গে সঙ্গে সেই পূজনীয় প্রাচীনের কথা পড়বে না, যিনি এদিনে নিজ কোলে সেই যিশুকে তুলে নিলেন, সেই ঐশবাণীকেই তুলে নিলেন যিনি মোমের মধ্যে লুক্কায়িত আলোর মত একটি দেহে গুপ্ত ছিলেন ও নিজের বিষয়ে বললেন তিনিই সকল জাতিকে আলোকিত করার জন্য আলো? হ্যাঁ, শিমেয়োন নিজেও উজ্জ্বল ও দীপ্তিময় এমন প্রদীপ ছিলেন, যে প্রদীপ আলো বিষয়ে সাক্ষ্য বহন করল। তিনি পবিত্র আত্মার উদ্দীপনায় উদ্দীপিত হয়েই মন্দিরে এসেছিলেন; পবিত্র আত্মা এজন্যই তাঁকে পরিপূর্ণ করেছিলেন যেন *তোমার মন্দির-মাঝে, হে পরমেশ্বর, তোমার কৃপা গ্রহণ ক'রে* (সাম ৪৮:১০) তিনি যিশুকেই ঐশকৃপা ও তোমার জাতির আলো বলে ঘোষণা করতে পারেন।

তাই সেখানে, সেই শিমেয়োনের হাতে জ্বলন্ত সেই বাতি রয়েছে: প্রভু যে বাতি হাতে ধরে রাখতে আদেশ করেছিলেন, সেই বাতি তুমি শিমেয়োনেরই বাতির আগুনে জ্বালাও। তাঁর কাছে এসে আলোকিত হয়ে ওঠ, যেন বাতি বহন করার চেয়ে তুমি বরং নিজেই এমন বাতি হতে পার যা ভিতরে তোমার নিজের জন্য ও বাইরে অপরের জন্য আলোময়। অতএব, তোমার হৃদয়ে একটা বাতি থাকুক, হাতেও থাকুক, ওষ্ঠেও থাকুক: হৃদয়ের বাতি যেন তোমার নিজের জন্য আলো দান করে, হাতের ও ওষ্ঠের বাতি যেন

প্রতিবেশীর জন্য আলো দান করে। হৃদয়ের বাতি হল বিশ্বাসজনিত ভক্তি, হাতের বাতি হল তোমার শুভকর্মের আদর্শ, ওষ্ঠের বাতি হল তোমার গঠনশীল কথাবার্তা। আমরা আমাদের শুভকর্ম ও কথাবার্তা দ্বারা অপরের সামনে উজ্জ্বল হব এমন শুধু নয়, প্রার্থনা দ্বারাও স্বর্গদূতদের সামনে ও পুণ্য সঙ্কল্প দ্বারা ঈশ্বরের সামনেও আমাদের উজ্জ্বল হওয়া চাই। স্বর্গদূতদের সামনে আমাদের বাতি তখনই সূক্ষ্ম ভক্তি হয়ে দাঁড়ায় যখন তাঁদের সামনে আমরা মনোযোগের সঙ্গে গান করি ও ভক্তিভরে প্রার্থনা করি; আবার, ঈশ্বরের সামনে আমাদের বাতি তখনই জ্বলন্ত, যখন তাঁরই গ্রহণযোগ্য হতে আমরা একাগ্র, যাঁর হাতে নিজেদের সঁপে দিয়েছি।

তোমরা যেন এ সমস্ত বাতি নিজেদের জন্য জ্বালাতে পার, আলোর উৎসের কাছেই এসো, তা দ্বারাই নিজেদের আলোকিত হতে দাও—আমি সেই যিশুরই কথা ইঙ্গিত করছি যিনি তোমার বিশ্বাস আলোকিত করার উদ্দেশ্যে শিমেয়োনের কোলে রয়েছেন; সুতরাং তোমাদের কাজকর্মে উজ্জ্বল হও, তোমাদের কথাবার্তা উদ্দীপিত কর, তোমাদের প্রার্থনা ভক্তিপূর্ণ কর, তোমাদের সঙ্কল্প পরিশুদ্ধ কর। তবেই—এজীবনের বাতি নিঃশেষিত হলে তোমরা অন্তরে এতগুলো বাতি জ্বলন্ত রেখেছিলে বিধায় তোমাদের জন্য অনির্বাণ জীবনের আলো আবির্ভূত হবে, ও তোমাদের জীবনের সন্ধ্যায় মধ্যাহ্নেরই আলোর মত দীপ্তিমান হবে। তখন তোমরা নিজেদের নিঃশেষিতও মনে করতে পারবে, অথচ তোমরা প্রভাতী তারার মতই উদিত হবে, ও তোমাদের অন্ধকার মধ্যাহ্নেরই মত উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। তখন তোমাদের জন্য দিনের বেলায় সূর্যের তেজ আর দরকার হবে না, রাতে আলো দেবার জন্য চাঁদেরও তোমাদের দরকার হবে না; বরং প্রভুই হবেন তোমাদের চিরন্তন আলো, কেননা স্বয়ং মেষশাবকই হলেন নব যেরুশালেমের বাতি। তাঁরই গৌরব ও প্রশংসা হোক চিরদিন চিরকাল। আমেন।

১০ই ফেব্রুয়ারী

সাধ্বী স্কলাস্তিকা, চিরকুমারী

সুসমাচার পাঠ - লুক ১০:৩৮-৪২

পথে এগিয়ে চলতে চলতে যিশু একটা গ্রামে প্রবেশ করলেন, আর মার্থা নামে একজন স্ত্রীলোক নিজের বাড়িতে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন।
মারীয়া নামে তাঁর একটি বোন ছিলেন, তিনি প্রভুর পায়ের কাছে বসে তাঁর বাণী শুনছিলেন। কিন্তু মার্থা সেবার ব্যাপারে খুবই ব্যতিব্যস্ত ছিলেন: কাছে এসে তাঁকে বললেন, 'প্রভু, আপনার কি কোন চিন্তা নেই যে, আমার বোন সেবাকর্মের ভার আমার একার উপরেই ফেলে রেখেছে? তাকে আমাকে সাহায্য করতে বলুন।' কিন্তু প্রভু এই বলে তাঁকে উত্তর দিলেন, 'মার্থা, মার্থা, তুমি অনেক কিছু নিয়ে চিন্তিতা ও উদ্বিগ্না; কিন্তু আবশ্যক একটামাত্র জিনিস আছে; উত্তম অংশটা মারীয়াই বেছে নিয়েছে, আর তার কাছ থেকে তা কেড়ে নেওয়া হবে না।'

❖ মঠাধ্যক্ষ জন কাসিয়ানুস-লিখিত 'আলোচন-মালা' (১ম উপদেশ ৮)

আত্মায় ঈশ্বরকে নিত্য আঁকড়িয়ে ধরাই

সন্ন্যাসজীবনের লক্ষ্য

ঈশ্বরকে ও যা কিছু ঐশ্বরিক তা আত্মায় নিত্য আঁকড়িয়ে ধরাই আমাদের মুখ্য প্রচেষ্টা, অটল লক্ষ্য ও ধ্রুব আকাঙ্ক্ষা হওয়া উচিত। যতই শ্রেষ্ঠ হোক না কেন অন্য সবকিছু আমাদের বিচারমানে দ্বিতীয় স্থান পাবার কথা; এমনকি গৌণ ও সম্ভবত ক্ষতিকর বলেও তা বিবেচনা করা উচিত। মার্থা ও মারীয়ার ব্যক্তিত্বে সুসমাচার ঠিক এ মনোভাব তুলে ধরে।

মার্থার কাজ যে পবিত্র, তা বলা বাহুল্য, কেননা স্বয়ং প্রভু ও তাঁর শিষ্যদেরই লক্ষ করছিল; একই সময়ে মারীয়া তাঁর পায়ের কাছে বসে কেবল প্রভুর আত্মিক শিক্ষায় নিবিষ্ট ছিলেন। অথচ প্রভু মারীয়ারই সেবাকে প্রথম স্থান দিলেন, কেননা তিনি সেই

শ্রেষ্ঠ অংশটা বেছে নিয়েছিলেন যা তাঁর কাছ থেকে নেওয়া যাবে না। উত্তম আতিথেয়তার কর্তব্যে সম্পূর্ণরূপে ব্যস্ত হয়ে মার্থা অনুভব করেছিলেন, একা হয়ে যা করতে পারবেন, তার চেয়ে বেশি কাজ তাঁর হাতে ছিল; এজন্য প্রভুকে বলেছিলেন: *প্রভু, আপনার কি কোন চিন্তা নেই যে, আমার বোন সেবাকর্মের ভার আমার একার উপরেই ফেলে রেখেছে? তাকে আমাকে সাহায্য করতে বলুন* (লুক ১০:৪০)। যে কাজে মার্থা বোনকে আহ্বান করছিলেন, তা অযোগ্য নয়, সত্যিই উৎকৃষ্ট কাজ ছিল; অথচ প্রভুর কাছ থেকে কী বাণী শুনলেন? *মার্থা, মার্থা, তুমি অনেক কিছু নিয়ে চিন্তিতা ও উদ্বিগ্না; কিন্তু আবশ্যক একটামাত্র জিনিস আছে; উত্তম অংশটা মারীয়াই বেছে নিয়েছে, আর তার কাছ থেকে তা কেড়ে নেওয়া হবে না* (লুক ১০:৪১-৪২)।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, প্রভু ঐশদর্শনেই সর্বোত্তম অংশটি স্থাপন করলেন। এজন্য অনুমান করা যায় যে, অন্য সমস্ত সদ্‌গুণ যতই ভাল ও আবশ্যক হোক না কেন, তবু দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী হওয়ার কথা, কেননা এই একমাত্র সদ্‌গুণের লক্ষ্যেই অন্য সমস্ত গুণাবলির অনুশীলন করা হয়। *তুমি অনেক কিছু নিয়ে চিন্তিতা ও উদ্বিগ্না; কিন্তু অল্প কয়েকটা জিনিস, এমনকি একটামাত্র জিনিস আবশ্যক:* এ বাণীর মধ্য দিয়ে প্রভু বলতে চাইলেন, সর্বোত্তম অংশটি ব্যস্ততার মধ্যে নিহিত নয়—সেই ব্যস্ততা যতই প্রশংসনীয় ও ফলপ্রদ হোক না কেন—বরং তাঁর নিজের একক ও অবিচ্ছিন্ন দর্শনেই বাস্তবায়িত। সিদ্ধ আনন্দ লাভের লক্ষ্যে যে অল্প কিছুই আবশ্যক, একথার মধ্য দিয়ে তিনি বলতে চাইলেন যে, ঐশদর্শনের প্রথম পর্যায় এমন, যে পর্যায়ে আমরা অল্পসংখ্যক সাধুসাধ্বীর আদর্শ ধ্যান করি। যে কেউ এখনও এ পথে দাঁড়িয়ে আছে, সে এ দর্শন থেকে সেই পর্যায়ে উন্নীত হবে যা 'একমাত্র জিনিস' বলে অভিহিত, অর্থাৎ ঈশ্বরের সহায়তায় সে একমাত্র ঈশ্বরেরই দর্শন লাভ করবে। সাধুসাধ্বীর আশ্চর্য কর্ম ও আদর্শ অনুকরণ করতে করতে তেমন ব্যক্তি কেবল ঈশ্বরজ্ঞান ও তাঁর সৌন্দর্য দ্বারাই পরিপুষ্ট হয়ে উঠবে।

উত্তম অংশটা মারীয়াই বেছে নিয়েছে, আর তার কাছ থেকে তা কেড়ে নেওয়া হবে না। এ বাণীও মনোযোগের সঙ্গে বিবেচনা কর। 'মারীয়া উত্তম অংশটি বেছে নিয়েছে' একথা বলে প্রভু মার্থার কথা উল্লেখ করেন না, কোন প্রকারেই তিনি মার্থার নিন্দা করেন

না। কিন্তু তবুও মারীয়ার প্রশংসায় তিনি স্পষ্ট দেখান যে, মার্থার অংশ তত উত্তম নয়। আবার, তিনি যখন বলেন, ‘তার কাছ থেকে তা কেড়ে নেওয়া হবে না,’ তখন বলতে চান যে, মার্থার কাজ একদিন শেষ হবেই (কেননা কোন শারীরিক সেবা চিরস্থায়ী হতে পারে না), কিন্তু মারীয়ার কাজের কখনও শেষ হবে না।

২২শে ফেব্রুয়ারী

প্রেরিতদূত পিতরের ধর্মাসন

সুসমাচার পাঠ - মথি ১৬:১৩-১৯

ফিলিপ-কায়েসারিয়া অঞ্চলে এসে যিশু নিজের শিষ্যদের কাছে এই প্রশ্ন রাখলেন, 'মানবপুত্র কে, এবিষয়ে লোকে কী বলে?' তাঁরা বললেন, 'কেউ কেউ বলে: বাপ্তিস্মদাতা যোহন; কেউ কেউ বলে: এলিয়; আবার কেউ কেউ বলে: যেরেমিয়া বা নবীদের কোন একজন।' তিনি তাঁদের বললেন, 'কিন্তু তোমরা, আমি কে, এবিষয়ে তোমরাই কী বল?' শিমোন পিতর এ বলে উত্তর দিলেন, 'আপনি সেই খ্রিষ্ট, জীবনময় ঈশ্বরের পুত্র।' প্রত্যুত্তরে যিশু তাঁকে বললেন, 'যোহনের ছেলে শিমোন, তুমি সুখী! কেননা রক্তমাংস নয়, আমার স্বর্গস্থ পিতাই তোমার কাছে একথা প্রকাশ করেছেন। তাই আমি তোমাকে বলছি: তুমি পিতর, আর এই শৈলের উপরে আমি আমার মণ্ডলী গেঁথে তুলব, আর পাতালের দ্বার তার উপরে জয়ী হবে না। স্বর্গরাজ্যের চাবিকাঠি আমি তোমাকে দেব: পৃথিবীতে তুমি যা বেঁধে দেবে, স্বর্গে তা বাঁধা হবে; পৃথিবীতে তুমি যা মুক্ত করবে, স্বর্গে তা মুক্ত হবে।'

❖ (বিজোড় বর্ষ) - পরিসেবক পলের উপদেশ (পর্ব উপলক্ষে উপদেশ)

পিতরকে সম্মান করা সকল মণ্ডলীর কর্তব্য

আদি খ্রিষ্টমণ্ডলী আজকের পর্ব সাধু পিতরের ধর্মাসন বলে অভিহিত করল, কারণ কথিত আছে, প্রেরিতদূতদের প্রধান সেই পিতর এ দিনেই বিশপ রূপে আসন গ্রহণ করেছেন। সুতরাং এ সত্যিই সমীচীন যে, সমগ্র জগৎ জুড়ে সকল মণ্ডলী সেই আসনের বার্ষিকী পালন করবে, যে আসন প্রেরিতদূতটি মণ্ডলীরই পরিত্রাণের জন্য তখনই গ্রহণ করেছিলেন যখন প্রভু বলেছিলেন, *তুমি পিতর, আর এই শৈলের উপরে আমি আমার মণ্ডলী গেঁথে তুলব* (মথি ১৬:১৮)। 'এই প্রস্তরের উপর' বলতে সংযোগপ্রস্তর আমাদের

সেই প্রভু ও ত্রাণকর্তাকে বোঝায় যিনি নিজ বিশ্বস্ত সাক্ষীকে নিজ নামটির অংশী করে তুলেছেন।

আর পাতালের দ্বার তার উপরে জয়ী হবে না (মথি ১৬:১৮)। পাতালের দ্বার হল নির্যাতকদের সেই সমস্ত নিপীড়ন ও তোষামোদ যা কাউকে এমন ভয়ে অভিভূত করে যে, তারা বিশ্বাস হারায়; তাতে চিরন্তন মৃত্যুর দ্বার উন্মুক্ত হয়। পাতালের দ্বার বহু বটে, তবু সেগুলোর একটাও প্রস্তরে স্থাপিত মণ্ডলীকে পরাভূত করতে পারে না।

অতএব এ সমীচীন যে, সকল মণ্ডলীগুলো পিতরকে সম্মান করবে, কেননা শক্ততম প্রস্তরের মত দৃঢ় হয়ে মণ্ডলীর মাথারূপে তিনি অক্লান্তিকর সহিষ্ণুতার শক্তি দ্বারা জয়ী হয়ে পবিত্র আত্মার অধিকার গুণে খ্রিষ্টের শত্রুদের লজ্জায় নিমজ্জিত করেছেন। গৌরবের রাজাকে স্বীকার করায় যাঁর জন্য সনাতন সিংহদ্বার উন্মুক্ত করা হল, ভাববাণী অনুসারে পাতালের দ্বার তাঁকে পরাভূত করল না, কেননা জীবন-দ্বার বন্ধ হয়ে থাকতে পারতই না তাঁর জন্য, যিনি পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হয়ে ঈশ্বরের একক ঐশমর্যাদার দুর্জ্ঞেয় রহস্য ঘোষণা করেছিলেন; হ্যাঁ, তিনি ঘোষণা করেছিলেন, পিতা ও পুত্র এক ঐশমর্যাদায় ঐক্যবদ্ধ; তিনি এ শিক্ষাও দিলেন ও প্রচার করলেন যে, সেই একমাত্র ও একই ঈশ্বরপুত্রে সেই মানবতাও বিরাজিত যা তিনি ধারণ করেছিলেন ও একইসময়ে সেই ঈশ্বরত্বও বিরাজিত যা অধিকারসূত্রেই তাঁর। তিনি প্রকৃতপক্ষে ত্রাণকর্তাকে একথা বলতে শুনেছিলেন: *আমি এবং পিতা, আমরা এক* (যোহন ১০:৩০); তাঁর এ বাণীও শুনেছিলেন: *যে কেউ আমাকে দেখে, সে পিতাকেও দেখে* (যোহন ১৪:৯)।

পিতরের স্বীকারোক্তি তাঁকে পৃথিবীতে সম্মানের ও স্বর্গে গৌরবের যোগ্য করে তুলেছে; এ কারণেই প্রভু তাঁকে মণ্ডলীর ভিত্তি বলে অভিহিত করলেন। ফলে বিশ্বমণ্ডলী তার সেই ভিত্তিকে যথাযোগ্য সম্মান দেখায় যার উপরে তার গাঁথনি উচ্চতম পর্যায়ে উত্তোলিত। সামসঙ্গীত-রচয়িতা উপযুক্ত ভাবেই বলেন: *তারা জনমণ্ডলীতেই তাঁর বন্দনা করুক, তাঁর প্রশংসাগান করুক প্রবীণদের সভায়* (সাম ১০৭:৩২)। তাই যে ভিত্তির উপরে স্থাপিত হয়ে মণ্ডলী স্বর্গ পর্যন্ত উত্তোলিত, সেই ভিত্তিকে সম্মান দেখানো মণ্ডলীর পক্ষে একান্ত সমীচীন।

❖ *বিকল্প* (জোড় বর্ষ) - দামাস্কের বিশপ সাধু জনের উপদেশাবলি (প্রভুর দিব্য রূপান্তর)

যোহনের ছেলে শিমোন, তুমি সুখী!

ফিলিপ-কায়েসারিয়ায় প্রভু নিজ শিষ্যদের প্রথম ধর্মসভায় একত্র করলেন। ধর্মাসন হিসাবে একটা প্রস্তর নিয়ে, যিনি জীবন্ত প্রস্তর তিনি শিষ্যদের জিজ্ঞাসা করলেন: *মানবপুত্র কে, এবিষয়ে লোকেরা কী বলে?* (মথি ১৬:১৩)। মানুষের অজ্ঞতা বিষয়ে তিনি যে অচেতন এজন্যই তিনি তেমন প্রশ্ন রাখলেন এমন নয়—তিনি তো সর্বজান্তা! —তিনি বরং জ্ঞানের আলো দান করায় সেই অজ্ঞতা দূর করে দিতে চাচ্ছিলেন যা শিষ্যদের চোখ অন্ধকারাচ্ছন্ন করছিল।

উত্তরে শিষ্যেরা বললেন, কেউ কেউ তাঁকে বাপ্তিস্মদাতা যোহন, অন্য কেউ তাঁকে এলিয়, আর অন্য কেই তাঁকে যেরেমিয়া বা নবীদের মধ্যে একজন বলেই ঘোষণা করছিল। তখন যিনি সবকিছু সাধন করতে সক্ষম, এ সমস্ত ভুল ধারণা বাতিল করার উদ্দেশ্যে ও সত্য স্বীকার করতে সক্ষম এমন সর্বোত্তম দান অজ্ঞকে দেবার উদ্দেশ্যে তিনি কী করলেন? মানুষ হিসাবে তিনি একটা প্রশ্ন রাখলেন, ঈশ্বর হিসাবে সেই শিষ্যকেই উদ্বুদ্ধ করলেন যিনি প্রথম আহূত হয়ে তাঁর অনুসরণ করেছিলেন; অর্থাৎ সেই শিষ্যকেই উদ্বুদ্ধ করলেন যাঁকে তিনি নিজ পূর্বজ্ঞানে মণ্ডলীর যোগ্য নেতারূপে আগে থেকে নিযুক্ত করেছিলেন। ঈশ্বর হিসাবে তিনি এ মানুষকে উদ্দীপিত করলেন ও তাঁর মধ্য দিয়ে কথা বললেন। তাঁকে কী জিজ্ঞাসা করলেন? *আর তোমরা? আমি কে, এবিষয়ে তোমরা কী বল?* (মথি ১৬:১৫)। অগ্নিময় সদাগ্রহে উদ্দীপ্ত হয়ে ও পবিত্র আত্মায় উদ্দীপিত হয়ে তখন পিতর উত্তরে বললেন: *আপনি সেই খ্রিষ্ট, জীবনময় ঈশ্বরের পুত্র* (মথি ১৬:১৬)।

আহা, কতই না ধন্য সেই মুখ, কতই না পরমধন্য সেই ওষ্ঠ, কতই না উদ্দীপিত সেই অন্তর যা ঐশরহস্যগুলি বিষয়ে উদ্বুদ্ধ হতে যোগ্য হল! বাস্তবিক স্বয়ং পিতাই সেই ইন্দ্রিয়গুলির মধ্য দিয়ে কথা বললেন! তখন যিনি মিথ্যা বলতে পারেন না, তিনি বললেন: *যোহনের ছেলে শিমোন, তুমি সুখী* (মথি ১৬:১৭), কেননা রক্তমাংসের কোন মানুষ নয়, মানবীয় বুদ্ধিও নয়, কিন্তু আমার স্বর্গস্থ পিতাই তোমার কাছে এ দিব্য ও গুপ্ত

সত্য প্রকাশ করেছেন। কেননা কেবল পুত্রই যাঁকে জানেন, কেবল সেই পিতা ছাড়া অন্য কেউই পুত্রকে জানে না; অর্থাৎ, যিনি পুত্রের জনক, সেই পিতা পুত্রকে জানেন, আর তাঁকে সেই পবিত্র আত্মাও জানেন যিনি ঈশ্বরের গভীর রহস্য জানেন।

এই তো সেই দৃঢ় ও অটল বিশ্বাস যার উপরে শৈলের উপরেই যেন মণ্ডলী স্থাপিত, সেই যে শৈল অনুসারেই, হে পিতর, তোমাকে নাম দেওয়া হয়েছে। এই শৈলের বিরুদ্ধেই পাতালের দ্বার, ভ্রান্তমতপন্থীদের মুখ ও শয়তানের সেবকেরা রাগান্বিত হয়ে আক্রমণ চালাবে, তাকে কিন্তু পরাভূত করতে পারবে না: তারা অস্ত্র ধারণ করবে, কিন্তু জয়লাভ করতে সক্ষম হবে না। তারা আঘাতই করে বটে, কিন্তু তা হচ্ছে ও হবে বালকেরই তীরের মত। তাদের যুক্তি দুর্বল হবে, এমনকি অবশেষে পরস্পর বিরোধীই হবে, কেননা যারা সত্যকে প্রতিরোধ করে, তারা নিজেদেরই সর্বনাশ ঘটায়। প্রভু এ মণ্ডলীকে নিজ রক্তমূল্যে কিনেছেন, একথা সত্য, কিন্তু তাঁর অধিক বিশ্বস্ত সেবকরূপে তোমারই হাতে, পিতর, তা ন্যস্ত করেছেন। তোমার প্রার্থনা গুণে মণ্ডলীর অটলতা ও শান্তি রক্ষা কর।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, মণ্ডলী কখনও পরাভূত হবে না, টলমানও হবে না, তার ধ্বংসও কখনও হবে না, কেননা সেই খ্রিষ্টই তাই বললেন যিনি আকাশমণ্ডল গড়লেন ও পৃথিবী দৃঢ়রূপে স্থাপন করলেন, যেমনটি পবিত্র আত্মা বলেছেন: *প্রভুর বাণীতেই গড়ে উঠল আকাশমণ্ডল* (সাম ৩৩:৬)। তবু আমরা প্রার্থনা করি, ঝড় যেন প্রশমিত হয়, আলোড়ন যেন স্থৈর্যে পরিণত হয়; এজন্যও প্রার্থনা করি, যেন নিরুদ্বিগ্ন ও উত্তম শান্তি আমাদের মঞ্জুর করা হয়। পিতর, এ উদ্দেশ্যে তুমি আমাদের হয়ে খ্রিষ্টের কাছে অনুনয় কর, কেননা তিনিই মণ্ডলীর সেই নিষ্কলঙ্ক বর যিনি স্বর্গরাজ্যের চাবির রক্ষকরূপে তোমাকে নিযুক্ত করেছেন, ও বেঁধে রাখা ও মুক্ত করার অধিকার তোমাকে দিয়েছেন—তুমিই যে তাঁকে জীবনময় ঈশ্বরের পুত্র বলে উত্তমরূপে ঘোষণা করেছিলে।

১৯শে মার্চ

সাধু যোসেফ, ধন্যা কুমারী মারীয়ার স্বামী

সুসমাচার পাঠ - **মথি ১:১৬, ১৮-২১, ২৪**

যাকোব মারীয়ার স্বামী যোসেফের পিতা। এই মারীয়া থেকেই খ্রিষ্ট বলে অভিহিত যিশুর জন্ম হয়।

যিশুখ্রিষ্টের জন্ম এভাবে হয়: তাঁর মা মারীয়া যোসেফের প্রতি বাগ্‌দত্তা হলে তাঁরা একসঙ্গে থাকার আগে দেখা গেল, তিনি গর্ভবতী—পবিত্র আত্মার প্রভাবে। তাঁর স্বামী যোসেফ যেহেতু ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন, আবার তাঁকে প্রকাশ্যে নিন্দার পাত্র করতে অনিচ্ছুক ছিলেন বিধায় তাঁকে গোপনেই ত্যাগ করার সঙ্কল্প নিলেন। তিনি এ সমস্ত ভাবছেন, এমন সময় দেখ, প্রভুর দূত স্বপ্নে তাঁকে দেখা দিয়ে বললেন, 'দাউদসন্তান যোসেফ, তোমার স্ত্রী মারীয়াকে গ্রহণ করে নিতে ভয় করো না, কেননা তার গর্ভে যা জন্মেছে, তা পবিত্র আত্মার প্রভাবেই হয়েছে; সে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে আর তুমি তাঁর নাম যিশু রাখবে, কারণ তিনিই নিজ জনগণকে তাদের পাপ থেকে ত্রাণ করবেন।'

যোসেফ ঘুম থেকে জেগে উঠে, প্রভুর দূত তাঁকে যেমন আদেশ করেছিলেন, সেইমত করলেন: তিনি নিজ স্ত্রীকে গ্রহণ করে নিলেন। ইনি পুত্রকে প্রসব করার আগে যোসেফ তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন না; তিনি তাঁর নাম যিশু রাখলেন।

❖ মঠাধ্যক্ষ সাধু বার্নার্ডের উপদেশাবলি (উপদেশ ২)

ঈশ্বর যোসেফকে ঈশ্বরের পিতা বলে অভিহিত ও গণ্য হতে যোগ্য করে তুললেন

হিব্রুদের এ প্রথা ছিল যে, বাগ্‌দানের দিন থেকে বিবাহের দিন পর্যন্ত কনেকে বরের তত্ত্বাবধানে রাখা হবে, যাতে তারা যতখানি পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকে তাদের শুদ্ধতা ততখানি সংরক্ষিত হয়। এখন, যেমন থোমাস তাঁর সন্দেহ দ্বারা ও তারপরে খ্রিষ্টের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ দ্বারা প্রভুর পুনরুত্থানের সবচেয়ে দৃঢ় সাক্ষী হলেন, তেমনি

যোসেফ মারীয়ার সঙ্গে বাগ্‌দান করে ও বিবাহ-প্রস্তুতির সময় ধরে তাঁকে ভালোমত জেনে তাঁর শুচিতার সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষী হলেন। উভয় ব্যাপার অত্যন্ত উপযোগী : থোমাসের সন্দেহও উপযোগী, মারীয়ার বাগ্‌দানও উপযোগী!

তবে মারীয়া যে যোসেফের সঙ্গে বিবাহ করবেন এ প্রয়োজন ছিল, যাতে পবিত্র বিষয় অবিশ্বাসীদের কাছে গুপ্ত থাকে (মথি ৭:৬ দ্রঃ), তাঁর কুমারীত্ব যেন বরের দ্বারা সপ্রমাণিত হয়, ও তাঁর শুচিতা ও সুনাম যেন অক্ষুণ্ণ থাকে। হ্যাঁ, ব্যাপারটা সত্যিই ঐশদূরদৃষ্টির প্রজ্ঞাময় ও যথাযোগ্য সুব্যবস্থা—একটিমাত্র কাজেই একটি সাক্ষীকে স্বর্গীয় রহস্যগুলির সহভাগী করা হল, শত্রুকে বাইরে রাখা হল, ও কুমারীর মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখা হল। কিন্তু তবুও এমন কেউ থাকতে পারে যে এ আপত্তি উত্থাপন করবে : 'মানুষ হিসাবে যোসেফ তাঁর স্ত্রীর বিশ্বস্ততা বিষয়ে সন্দেহ পোষণ না করে পারতেন না; কিন্তু ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি হওয়ায় তিনি এ সন্দেহের কারণে তাঁর সঙ্গে ঘর করতে অবশ্যই সম্মত হলেন না, অপর দিকে ভক্তপ্রাণ হওয়ায় তাঁকে সন্দেহভাজন ব্যক্তি বলে দুর্নামের হাতে ছেড়ে দিতেও চাইলেন না : এজন্যই তিনি তাঁকে গোপনে ত্যাগ করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।'

স্বল্প কথায় উত্তর দিয়ে আমি বলব যে, যোসেফের তেমন সন্দেহও প্রয়োজন ছিল, যাতে ঈশ্বর সুস্পষ্ট একটা উপযোগী প্রমাণ দিতে পারতেন: *তিনি এ সমস্ত বিষয় ভাবছেন*—অর্থাৎ তাঁকে গোপনে ত্যাগ করার কথা ভাবছেন—*এমন সময় দেখ, প্রভুর এক দূত স্বপ্নে তাঁকে দেখা দিয়ে বললেন, দাউদসন্তান যোসেফ, তোমার স্ত্রী মারীয়াকে গ্রহণ করে নিতে ভয় করো না, কেননা তার গর্ভে যা জন্মেছে, তা পবিত্র আত্মার প্রভাবেই হয়েছে* (মথি ১:২০)।

সুতরাং এ সমস্ত কারণের জন্যই মারীয়া যোসেফের স্ত্রী হলেন, কিংবা সুসমাচার-রচয়িতার বর্ণনা অনুসারে *যোসেফ নামে একজন পুরুষের বাগ্‌দত্তা বধূ ছিলেন* (লুক ১:২৬-২৭)। যোসেফ যে একটি নারীর বর, এজন্যই যে সুসমাচার-রচয়িতা তাঁকে পুরুষ বলে অভিহিত করেন এমন নয়, বরং এজন্যই যে, তিনি ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন, অর্থাৎ কিনা—আর একজন সুসমাচার-রচয়িতার কথা অনুসারে (মথি ১:১৯)—এজন্যই যে, তিনি সাধারণ এক ব্যক্তি নন, কিন্তু তাঁরই স্বামী ছিলেন : অতএব তাঁকে 'পুরুষ' বলে অভিহিত করা হয় কারণ লোকে তা-ই বলে তাঁকে মনে করছিল।

এজন্য যোসেফকে মারীয়ার স্বামী বলেও অভিহিত করা হল, কারণ ঠিক তা-ই বলেই তাঁকে পরিগণিত হওয়া আবশ্যক ছিল; একই প্রকারে, প্রকৃতপক্ষে ত্রাণকর্তার পিতা না হয়েও তিনি তাও বলে গণ্য হতে যোগ্য হলেন: *যখন যিশু নিজ কাজ আরম্ভ করেন, তখন তাঁর বয়স আনুমানিক ত্রিশ বছর; তিনি, লোকদের ধারণায়, যোসেফের সন্তান* (লুক ৩:২৩)।

তাই যোসেফ জননীর স্বামীও হলেন না, পুত্রের পিতাও হলেন না, যদিও—যেমন ব্যাখ্যা করে এসেছি—তাঁর বিশেষ অবস্থার কারণে কিছু কালের মত তিনি তা-ই বলে অভিহিত ও গণ্য হলেন।

এ সমস্ত কিছু থেকে আমরা একথা অনুমান করতে পারি যে, ঈশ্বর যোসেফকে ঈশ্বরের পিতা বলে অভিহিত ও গণ্য হতে যোগ্য করে তুললেন; যোসেফ সত্যিই সম্পূর্ণরূপে অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন।

ত্রাণকর্তার জননী যাঁর স্ত্রী, সেই যোসেফ যে সবসময়ের মত সৎ ও বিশ্বস্ত হলেন, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তিনি সত্যিই সেই সৎ বিশ্বস্ত কর্মচারী, যাঁকে প্রভু আপন জননীকে সান্ত্বনা দিতে ও যত্ন করতে মনোনীত করেছিলেন; পৃথিবীতে তিনিই ঈশ্বরের মহাপরিকল্পনার একমাত্র অধিক বিশ্বস্ত সহায়।

২১শে মার্চ

আমাদের পুণ্য পিতা বেনেডিক্টের উত্তরণ

সুসমাচার পাঠ - যোহন ১৭:২০-২৬

শেষভোজের সময়ে যিশু নিজ শিষ্যদের বললেন: 'আমি প্রার্থনা করছি শুধু তাদেরই জন্য নয়, কিন্তু তাদেরও জন্য, যারা তাদের বাণীর মধ্য দিয়ে আমার প্রতি বিশ্বাস রাখবে, সকলেই যেন এক হয়; পিতা, তুমি যেমন আমাতে আছ আর আমি তোমাতে আছি, তেমনি তারাও যেন আমাদের মধ্যে থাকে, যাতে জগৎ বিশ্বাস করতে পারে যে, তুমি আমাকে প্রেরণ করেছিলে। তুমি আমাকে যে গৌরব দিয়েছ, আমি তা তাদের দিয়েছি, তারা যেন এক হয় আমরা যেমন এক: আমি তাদের অন্তরে আর তুমি আমাতে, তারা যেন পরিপূর্ণরূপেই এক হয়, যাতে জগৎ জানতে পারে যে, তুমি আমাকে প্রেরণ করেছ এবং আমাকে যেমন ভালবেসেছ, তেমনি তাদেরও ভালবেসেছ।

পিতা, আমি ইচ্ছা করি, যাদের তুমি আমাকে দিয়েছ, যেখানে আমি আছি তারাও যেন সেখানে আমার সঙ্গে থাকে, যাতে আমার সেই গৌরব দেখতে পায়, সেই যে গৌরব তুমি আমাকে দিয়েছ; কেননা জগৎপত্তনের আগেই তুমি আমাকে ভালবেসেছ। হে ধর্মময় পিতা, জগৎ তোমাকে জানেনি, কিন্তু আমি তোমাকে জেনেছি, এরাও জেনেছে যে, তুমিই আমাকে প্রেরণ করেছ। আমি তোমার নাম তাদের জানিয়েছি আর জানাতে থাকব; যে ভালবাসায় তুমি আমাকে ভালবেসেছ, সেই ভালবাসা যেন তাদের অন্তরে থাকে, এবং আমিও যেন তাদের অন্তরে থাকি।'

❖ (বিজোড় বর্ষ) - মঠাধ্যক্ষ সাধু বার্নার্ডের উপদেশাবলি (সাধু বেনেডিক্টের জন্মতিথি, উপদেশ ২-৪, ৭-৮)

এসো, আমাদের গৌরবময় গুরুর কথা স্মরণ করি

এসো, আমরা আজ আমাদের গৌরবময় গুরু বেনেডিক্টের জন্মতিথি উদ্‌যাপন করি, সানন্দেই তাঁর মধুর নাম স্মরণ ও সম্মান করি, কারণ তিনি আমাদের পথদিশারী, গুরু ও

বিধানকর্তা। তাঁর পবিত্রতা, ধর্মময়তা ও ভালবাসায় তোমরা যেন নবীন তেজ পেতে পার।

ধন্য বেনেডিক্ট ছিলেন এমন প্রচণ্ড ও ফলপ্রসূ বৃক্ষ যা জলস্রোতের ধারে রোপিত; আর জলস্রোতের ধারে রোপিত বৃক্ষের মত তিনি যথাসময় ফল দান করলেন। যে যে ফল তিনি ধরেছেন, সেগুলির মধ্যে উপরে উল্লিখিত সেই তিনটে গুণ রয়েছে তথা পবিত্রতা, ধর্মময়তা ও ভালবাসা। তাঁর অলৌকিক কর্মগুলো তাঁর পবিত্রতা প্রমাণসিদ্ধ করে, তাঁর শিক্ষা তাঁর ভালবাসারই প্রমাণ, ও তাঁর জীবন তাঁর ধর্মময়তার বহিঃপ্রকাশ।

কিন্তু আমি কেনই বা তোমাদের কাছে তাঁর অলৌকিক কাজের কথা উল্লেখ করছি? আমি কি চাই, তোমরাও অলৌকিক কাজ সাধন করবে? কখনও না। আমি সেগুলোর কথা উল্লেখ করছি যাতে তোমরা সেগুলোর উপরে নির্ভর কর; অন্য কথায়, আমি তোমাদের আস্থাবান ও আনন্দিত করতে চাই এই জ্ঞানে যে, তেমন মেষপালক দ্বারাই তোমরা পালিত ও তেমন প্রতিপালক দ্বারাই সুরক্ষিত। যিনি পৃথিবীতে তত প্রভাবশালী ছিলেন, বলা বাহুল্য তিনি স্বর্গেও প্রভাবশালী হবেন!

তাঁর শিক্ষার মধ্য দিয়ে বেনেডিক্ট আমাদের উদ্বুদ্ধ করেন ও আমাদের পদক্ষেপ শান্তির পথে চালিত করেন। তারপর, তাঁর ধর্মময়তার মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের বলবান করেন ও উৎসাহ দান করেন: আমরা যখন জানি, তিনি নিজে তার অনুশীলন না করলে কিছুই শেখাননি, তখন তাঁর শিক্ষা মেনে নিতে আমরা আরও আগ্রহী। হ্যাঁ, জীবনাদর্শ এমন ব্যাপার যা জীবন্ত ও কার্যকর: যখন আমাদের দেখানো হয় যে একটি পরামর্শ অসম্ভব নয়, তখন তা পালন করার বাসনা অধিক বৃদ্ধি পায়।

তবে বেনেডিক্টের পবিত্রতা আমাদের বলবান করে, তাঁর ভালবাসা আমাদের উদ্বুদ্ধ করে, তাঁর ধর্মময়তা আমাদের উৎসাহিত করে। আহা, কতই না মহান তাঁরই সে ভালবাসা, যিনি সমসাময়িকদের উপকার করা ছাড়া ভাবী যুগের মানুষকে নিয়েও চিন্তিত ছিলেন! তিনি এমন বৃক্ষ যা কেবল নিজ যুগের মানুষের জন্য ফলপ্রসূ হয়নি, বর্তমান যুগের মানুষের জন্যও যা ফল ধরে থাকে, এমনকি অধিকতর পরিমাণেই নতুন নতুন ফল ধরে।

সত্যিই বেনেডিক্ট ছিলেন *ঈশ্বরের ও মানুষের ভালবাসার পাত্র*। তাঁর উপস্থিতি শুধু আশীর্বাদ এনে দিয়েছে এমন নয়, তাঁর স্মৃতিও আশিসমণ্ডিত—এখনও আমরা তাঁর আশীর্বাদের পাত্র। আরও অনেকেই নিজ উপস্থিতিতে আশীর্বাদ এনে দিলেন বটে, কিন্তু তাঁরা কেবল ঈশ্বরেরই ভালবাসার পাত্র ছিলেন, কারণ কেবল তিনিই তাঁদের কথা জানতেন। আজ পর্যন্ত বেনেডিক্ট প্রভুর প্রতি তাঁর ভালবাসার ত্রিবিধ প্রমাণ দ্বারা প্রভুর মেষপালকে ত্রিবিধ ফল দ্বারা পরিপুষ্ট করেন; তথা নিজ জীবনাদর্শ, শিক্ষা ও প্রার্থনা দ্বারা। প্রিয়জনেরা, তোমরা যখন তাঁর নিশ্চিত সহায়তার পাত্র, তখন তোমাদেরও ফলপ্রসূ হতে হবে; কেননা এই তো তোমাদের ভার: *তোমরা গিয়ে ফলপ্রসূ হও* (যোহন ১৫:১৬)।

❖ *বিকল্প* (জোড় বর্ষ) - ইগ্নির মঠাধ্যক্ষ ধন্য গেরিকের উপদেশাবলি (প্রভুর স্বর্গারোহণ, উপদেশ ২-৩, ৪, ৫)

স্বর্গে আমার জন্য আর কেইবা থাকতে পারে?

তোমার সঙ্গে থেকে এ মর্তে আমার আর কোন বাসনা নেই

পিতা, যতদিন আমি তাদের সঙ্গে ছিলাম, আমি তাদের তোমার নামে রক্ষা করতাম। এখন আমি তোমার কাছে আসছি। তুমি যাদের আমাকে দিয়েছ, তোমার সেই নামে তাদের রক্ষা কর। আমি তো এমন প্রার্থনা করছি না, তুমি যেন জগতের মধ্য থেকে তাদের তুলে নাও, কিন্তু তুমি যেন সেই ধূর্তজন থেকে তাদের রক্ষা কর (যোহন ১৭:১২, ১৩, ১১, ১৫)। সার্বিক অর্থ অনুসারে স্পষ্ট দাঁড়ায় যে এ প্রার্থনার মূল কথা উপরে উল্লিখিত তিনটে যাচনায় কেন্দ্রীভূত, যেগুলোতে পরিত্রাণের গোটা রহস্যটি একীভূত, এমনকি সিদ্ধতার গোটা রহস্যটিও সেখানে একীভূত, ফলত দুর্জনের হাত থেকে রক্ষা পাবার কথা ছাড়া অন্য কিছু বলা আর দরকার হয় না। তিনি বলেন: *পিতা, আমি ইচ্ছা করি, যাদের তুমি আমাকে দিয়েছ, যেখানে আমি আছি তারাও যেন সেখানে আমার সঙ্গে থাকে, যাতে আমার গৌরব দেখতে পায়* (যোহন ১৭:২৪)।

ধন্য তোমরা, যাদের পক্ষসমর্থক রূপে স্বয়ং বিচারকই আছেন! যাঁর আরাধনা করতে হয়, তিনিই তোমাদের হয়ে প্রার্থনা করেন; আর সেই একই ভালবাসায় তিনি

প্রার্থনা করেন, যে ভালবাসা তাঁরই অধিকার যাঁর কাছে প্রার্থনা করা হয়, অর্থাৎ সেই পিতা যাঁর সঙ্গে খ্রিষ্ট একাত্মা, এক-ইচ্ছা, এক-অধিকার—কেননা ঈশ্বর এক। আর যার জন্য খ্রিষ্ট প্রার্থনা করেন, তা যে পূরণ করা হবে তা স্বাভাবিক, কারণ তাঁর বাণী কার্যশক্তি মণ্ডিত ও তাঁর ইচ্ছাও কার্যকারী: *তিনি কথা বলতেই সবই আবির্ভূত হয়, তিনি আজ্ঞা দিতেই সবই উপস্থিত হয়* (সাম ৩৩:৯)। এতে ভক্তদের পক্ষে কতই না নিশ্চয়তা রয়েছে! বিশ্বাসীদের পক্ষে কতই না আস্থাও রয়েছে! তাদের পক্ষে এ যথেষ্ট যে, গ্রহণ করা অনুগ্রহকে তারা যেন না হারায়। কেননা এ নিশ্চয়তা কেবল প্রেরিতদূতদের কাছে বা তাঁদের শিষ্যদের কাছে অর্পিত নয়, তাদের সকলেরই কাছে অর্পিত যারা প্রেরিতদূতদের বাণীপ্রচারের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের বাণীর প্রতি বিশ্বাসী হবে: *আমি প্রার্থনা করছি শুধু তাদেরই জন্য নয়, কিন্তু তাদেরও জন্য, যারা তাদের বাণীর মধ্য দিয়ে আমার প্রতি বিশ্বাস রাখবে* (যোহন ১৭:২০)।

খ্রিষ্টের খাতিরে তোমাদের এই অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছে, যেন তাঁর প্রতি কেবল বিশ্বাসই রাখ, তা নয়, কিন্তু তাঁর জন্য দুঃখযন্ত্রণাও ভোগ কর (ফিলি ১:২৯); ঠিক তাদেরই মত, খ্রিষ্টের প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস যাদের দৈনন্দিন রিপু-সংগ্রামের অবিরত সাক্ষ্যমরণে মাল্যভূষিত করে—নিশ্চয়তা হেতু বিশ্বাস তাদের শিথিল করে না, কিন্তু উদ্দীপনায় অধিক উদ্দীপ্তই করে তোলে। তেমন সাক্ষ্যমরণ অবিরত বটে, কিন্তু সহজ; সহজও বটে, কিন্তু উৎকৃষ্ট। তেমন সাক্ষ্যমরণ সহজ, কেননা শক্তির ঊর্ধ্বে কিছুই দাবি করে না; উৎকৃষ্টও সেই সাক্ষ্যমরণ, কারণ সুসজ্জিত মহাযোদ্ধা রূপে দণ্ডায়মান সেই শত্রুর মহাশক্তির উপর বিজয়ী। তবে খ্রিষ্টের কোমল জোয়াল বহন করা কি সহজ নয়? তাঁর রাজ্যে মাল্যভূষিত হওয়াও কি উৎকৃষ্ট নয়? যার পাখা আছে, সেই পাখা বহন করার চেয়ে সহজ তার পক্ষে কী থাকতে পারে? খ্রিষ্ট যেখানে আরোহণ করেছেন, সেই স্বর্গের ঊর্ধ্বে ওড়ার চেয়ে উৎকৃষ্ট আর কীবা থাকতে পারে?

কিন্তু ভ্রাতৃগণ, আমরা কেমন করে ভাবতে পারি যে, দৈনন্দিন চর্চায় যে এখন উড়তে শেখেনি, সেসময় সে এক নিমেষেই পৃথিবী থেকে স্বর্গে উড়তে পারবে? এমন কেউ আছে যারা ঐশদর্শনে চোখ নিবদ্ধ রাখায়ই ওড়ে; তুমি কমপক্ষে ভালবাসায় ওড়। আত্মহারা অবস্থায় পল তৃতীয় স্বর্গ পর্যন্তই উপনীত হয়েছিলেন, যোহন তাঁরই কাছে উপনীত

হয়েছিলেন যিনি *আদিতে ছিলেন বাণী* (যোহন ১:১)। তুমি কমপক্ষে এতে সচেষ্ট থাক, যাতে তোমার কলুষিত প্রাণ ধুলায় লুটিয়ে না দাও; তোমার হৃদয় শিথিলতায় নিমজ্জিত হয়ে পৃথিবীতে পচে যাবে এও হতে দিয়ো না। যদিও তুমি মাঝে মাঝে ঊর্ধ্বলোকের বিষয় নয়, পার্থিব বিষয়েরই অন্বেষণ করে থাক, তবু নিজেকে ভর্ৎসনা কর, ও নবীর সঙ্গে প্রভুকে বল: *স্বর্গে আমার জন্য আর কেইবা থাকতে পারে? তোমার সঙ্গে থেকে এ মর্তে আমার আর কোন বাসনা নেই* (সাম ৭৩:২৫)। আহা, স্বর্গে আমার জন্য যা গচ্ছিত রাখা হয়েছিল, তা কতই না মহান—অথচ আমি তা তুচ্ছই করছিলাম! আর পৃথিবী জুড়ে আমি লোভের সঙ্গে যার সন্ধান করছিলাম, তা কতই না অসার বস্তু ছিল! যিনি তোমার ধন, সেই খ্রিস্ট স্বর্গে আরোহণ করলেন: তোমার হৃদয়ও সেখানে থাকুক। সেখান থেকেই তো তোমার উদ্ভব, সেইখানে তোমার নিয়তি ও তোমার উত্তরাধিকার, সেখান থেকেই তুমি ত্রাণকর্তার পুনরাগমনের প্রত্যাশায় আছ।

২৫শে মার্চ

প্রভুর আগমন সংবাদ

সুসমাচার পাঠ - লুক ১:২৬-৩৮

ষষ্ঠ মাসে গাব্রিয়েল দূত ঈশ্বর দ্বারা গালিলেয়ার নাজারেথ নামে শহরে এমন একজন যুবতী কুমারীর কাছে প্রেরিত হলেন যিনি দাউদকুলের যোসেফ নামে একজন পুরুষের বাগ্‌দত্তা বধূ ছিলেন—কুমারীটির নাম মারীয়া।

প্রবেশ করে দূত তাঁর দিকে এগিয়ে এসে বললেন, 'আনন্দিতা হও, হে অনুগৃহীতা! প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন।' এই কথায় তিনি অধিক বিচলিতা হলেন, ও ভাবতে লাগলেন তেমন অভিবাদনের অর্থ কী! কিন্তু দূত তাঁকে বললেন, 'ভয় করো না, মারীয়া; তুমি তো ঈশ্বরের কাছে অনুগ্রহই পেয়েছ। দেখ, গর্ভধারণ করে তুমি একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে, ও তাঁর নাম যিশু রাখবে। তিনি মহান হবেন, ও পরাৎপরের পুত্র বলে অভিহিত হবেন; এবং প্রভু ঈশ্বর তাঁর পিতৃপুরুষ দাউদের সিংহাসন তাঁকে দান করবেন; তিনি যাকোবকুলের উপর চিরকাল রাজত্ব করবেন, ও তাঁর রাজ্য হবে অন্তহীন।' মারীয়া দূতকে বললেন, 'এ কেমন করে হতে পারবে, যখন আমি কোন পুরুষকে জানি না?' উত্তরে দূত তাঁকে বললেন, 'পবিত্র আত্মা তোমার উপরে নেমে আসবেন, এবং পরাৎপরের পরাক্রম তোমার উপর নিজের ছায়া বিস্তার করবে; আর এজন্য যাঁর জন্ম হবে, তিনি পবিত্র হবেন ও ঈশ্বরের পুত্র বলে অভিহিত হবেন। আর দেখ, তোমার আত্মীয়া এলিশাবেথ, সেও বৃদ্ধ বয়সে একটি পুত্রকে গর্ভে ধারণ করেছে; লোকে যাকে বন্ধ্যা বলে ডাকত, তার ছ'মাস চলছে; কারণ ঈশ্বরের পক্ষে অসাধ্য কিছুই নেই।' মারীয়া বললেন, 'এই যে! আমি প্রভুর দাসী; আপনি যেমন বলেছেন, আমার প্রতি সেইমত হোক।' তখন দূত তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিলেন।

❖ (বিজোড় বর্ষ) - মহাপ্রাণ সাধু লিওর পত্রাবলি (ফ্লাভিয়ানুসের কাছে পত্র ২৮:৩-৪)

আমাদের পুনর্মিলনের রহস্য

যিনি ঐশরাজ তিনি আমাদের স্বরূপের দীনতা গ্রহণ করলেন, যিনি শক্তিশালী তিনি আমাদের দুর্বলতা ধারণ করলেন, যিনি সনাতন তিনি আমাদের মরণশীলতা বরণ করলেন, এবং যে ঋণ আমাদের দশার উপর চাপ দিচ্ছিল, তা শোধ করতে সেই আবেগহীন স্বরূপ আমাদের আবেগ-প্রবণ স্বরূপের সঙ্গে মিলিত হল। এ সমস্ত কিছু ঘটেছে যেন ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে একমাত্র অদ্বিতীয় মধ্যস্থ সেই মানুষ খ্রিষ্টযিশু, যিনি একদিকে মৃত্যু থেকে মুক্ত, তিনি যেন অন্য দিকে মৃত্যুর অধীন হতে পারতেন। আর তা আমাদের পরিত্রাণের জন্য সুবিধাজনকই ছিল।

ঈশ্বর যে স্বরূপে জন্মগ্রহণ করলেন, তা ছিল প্রকৃত, নিখুঁত ও সম্পূর্ণ মানবীয়ই স্বরূপ, কিন্তু একাধারে সেই ঐশস্বরূপও প্রকৃত ও সম্পূর্ণ, যে স্বরূপে তিনি অপরিবর্তনশীল হয়ে বিরাজ করেন। তাঁর মধ্যে ঐশস্বরূপের সমস্ত কিছু আছে, আবার আমাদের স্বরূপেরও সমস্ত কিছু আছে।

আমাদের স্বরূপ বলতে আমরা সেটাকেই বোঝাই যেটা আদিতে ঈশ্বর দ্বারা সৃষ্ট হয়েছিল ও মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে বাণী দ্বারা ধারণ করা হল। কিন্তু, যে দুষ্টতা সেই প্রবঞ্চক জগতে এনে দিয়েছিল ও যা প্রবঞ্চিত মানুষ গ্রহণ করেছিল, ত্রাণকর্তার মধ্যে তার এক বিন্দুও ছিল না। তিনি আমাদের দুর্বলতা আপন করতে ইচ্ছা করলেন বটে, অথচ আমাদের শত অপরাধের অংশ হতে চাইলেন না।

তিনি ক্রীতদাসের দশা ধারণ করলেন, কিন্তু পাপের কলুষ ব্যতীত। তিনি মানবস্বরূপ উন্নীত করলেন, কিন্তু ঐশস্বরূপ অবনমিত করলেন না। তাঁর অবমাননা অদৃশ্যকে দৃশ্য করল, এবং নিখিলের স্রষ্টা ও প্রভুকে মরণশীল করল। তবু সেই অবমাননা তাঁর স্বীয় আধিপত্য ও প্রভুত্বের ঘাটতি না ঘটিয়ে বরং আমাদের দুর্দশার দিকে দয়ার সঙ্গে অবনত হল। উপরন্তু যিনি আপন ঐশস্বরূপে মানুষকে গড়লেন, তিনি দাসের স্বরূপে মানুষ হলেন। ইনিই সেই অনন্য ও অভিন্ন পরিত্রাতা।

সুতরাং, মানুষের মুক্তির জন্য নিরূপিত সময় উপস্থিত হলে, স্বর্গীয় সিংহাসন থেকে নেমে এসে অথচ পিতার গৌরব না ছেড়ে, এক নবীন অবস্থায়, এক নবীন জন্ম-ব্যবস্থায়

জাত হয়ে আমাদের প্রভু যিশুখ্রিষ্ট সেই নিকৃষ্ট মানবদশায় প্রবেশ করেন। তিনি এক নবীন অবস্থায় প্রবেশ করেন, কেননা নিজেই অদৃশ্য হয়েও আমাদের স্বরূপে দৃশ্য হলেন; সীমাহীন হয়েও সীমাবদ্ধ হতে চাইলেন; অনাদিকাল থেকে বিদ্যমান হয়েও সময়ের গণ্ডিতে বাস করতে লাগলেন; নিখিল সৃষ্টির প্রভু হয়েও আপন রাজ-মর্যাদা গুপ্ত করে দাসের অবস্থা ধারণ করলেন; আবেগহীন ঈশ্বর হয়েও আবেগ-প্রবণ মানুষ হতে লজ্জাবোধ করেননি, অমর হয়েও মৃত্যুর বিধানের অধীন হতে দ্বিধা করেননি।

আসলে, যিনি প্রকৃত ঈশ্বর, তিনি একাধারে প্রকৃত মানুষ। তেমন ঐক্যে অমূলক বলে কিছুই নেই, কেননা তাতে মানবস্বরূপের দীনতা অক্ষুণ্ণ থাকে, ঐশস্বরূপের মর্যাদাও অক্ষুণ্ণ থাকে।

আপন দয়ার ফলে ঈশ্বরে কোন পরিবর্তন ঘটে না, মানুষেও সেই মর্যাদা পাওয়ার ফলে কোন পরিবর্তন ঘটে না। স্বীয় স্বীয় বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এক একটি স্বরূপ অপর একটির সহভাগিতায় ক্রিয়াশীল থাকে। বাণীর যা উচিত, সেই অনুসারেই বাণী ক্রিয়াশীল, মানবতার যা উচিত, সেই অনুসারেই মানবতা ক্রিয়াশীল। ঐশস্বরূপ অলৌকিক কাজ সাধন ক'রে জাজ্বল্যমান হয়ে ওঠে, মানবস্বরূপ অপমান পেয়ে দীনতাই ভোগ করে। এবং যেমন বাণী পিতার গৌরবের সম্পূর্ণরূপে সমান তাঁর নিজের গৌরব ছাড়েন না, তেমনি মানবতা মানব-অবস্থার স্বীয় বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করে না।

একথা বারবার বলায় আমরা কখনও ক্ষান্ত হব না যে, সেই অনন্য ও অভিন্ন ব্যক্তি হলেন প্রকৃত ঈশ্বরপুত্র ও প্রকৃত মানবপুত্র। তিনি স্বয়ং ঈশ্বর, কেননা *আদিতে ছিলেন বাণী, বাণী ছিলেন ঈশ্বরের কাছে, বাণী ছিলেন ঈশ্বর* (যোহন ১:১)। তিনি স্বয়ং মানুষ, কেননা *বাণী হলেন মাংস ও আমাদের মাঝে বাস করলেন* (যোহন ১:১৪)।

❖ *বিকল্প (জোড় বর্ষ)* - মাইকেল প্সেল্লোসের উপদেশাবলি (প্রভুর দূত-সংবাদ, উপদেশ ২-৩)

আজ মানুষ ঈশ্বর হল ও ঈশ্বর মানুষ হলেন

যেহেতু ঈশ্বরের পূর্বসঙ্কল্প অনুসারে মানবস্বরূপ একদিন সম্পূর্ণরূপে ঐশ্বরিক হয়ে উঠবে, সেজন্য তেমন অলৌকিক কর্মের সূচনা গোটা অবস্থার সঙ্গে সমরূপ রাখা দরকার

ছিল। অতএব খ্রিষ্ট মানুষ হলেন যেন মানুষের সঙ্গে নিজ মিলন দ্বারা তাকে ঐশ্বরিক করতে পারেন।

ব্যাপারটার সমাপ্তি যখন আশ্চর্যের বিষয়, তখন মাধ্যমটা আর কতই না বিস্ময়কর! আরোহণ যখন একেবারে বর্ণনার অতীত, তখন অবতরণ সম্পূর্ণরূপে দুর্জ্ঞেয়! এক দিকে আমাদের মরণশীল স্বরূপ স্বর্গে আরোহণ করল; অপর দিকে ঈশ্বর স্বর্গ থেকে অবতরণ করলেন। যিনি জ্ঞানের অতীত তিনি জ্ঞাত হলেন; যিনি মানবস্বরূপের স্রষ্টা তিনি সেই স্বরূপের সঙ্গে মিলিত হলেন; যিনি স্পর্শের অতীত ও অশরীরী তিনি কুমারী থেকে জন্ম নিলেন! তেমন রহস্য ভাবতে গিয়ে তা বর্ণনা করার উপযুক্ত ভাষা কার্?

আজ আমরা শত্রুদেশ ছেড়ে আমাদের সত্যকার মাতৃভূমির দিকে রওনা হচ্ছি; যেখান থেকে হতভাগা অবস্থায় পতিত হয়েছিলাম, সেই এদেনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছি ও সেই সিয়োনে আমাদের ফিরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। আহা, কী আশ্চর্যের ব্যাপার! আমরা পাপ করেছিলাম, আমরা দণ্ডিতও হয়েছিলাম, এখন কিন্তু মহত্তর আশীর্বাদের যোগ্য পাত্র বলে আমাদের পরিগণিত করা হচ্ছে! আমরা পরমদেশ হারিয়ে ফেলেছিলাম, এবার স্বর্গেই আবাস পেয়েছি! আর আসল বিস্ময়ের কথা এ যে, মানবজাতির বেলায় সাধারণত যেরূপে ঘটে, এ বেলায় সেরূপ হয়নি, অর্থাৎ সেই আনন্দের শুভসংবাদ ঘটনার আগে দেওয়া হয়নি, বরং দূতটি কুমারীর কাছে সংবাদ দিতে দিতেই যিনি সংবাদের বিষয়বস্তু সেই ঈশ্বর একই সময়ে মাংস হলেন, আর যে দেহ তিনি ধারণ করলেন তা ঐশ্বরিক হয়ে উঠল। তেমন কর্মকাণ্ডের কথা কেউই কখনও শুনতে পায়নি; এ কী অনুগ্রহের প্রাচুর্য! কী অগণন অপরূপ কর্ম! সমস্ত কিছু একসময়েই ঘটছে: দূতটি কথা বলেন, প্রভু মাংস হন, তাঁর ধারণ করা দেহ ঐশ্বরিক হয়ে ওঠে, বিচ্ছিন্ন প্রাণী পুনর্মিলিত হয়, অত্যাচারিত মুক্তি পায়, প্রবাসীকে মাতৃভূমিতে গ্রহণ করা হয়, শত্রু লাভ করে শান্তি! ঈশ্বরজননীর প্রতি ক্ষুদ্র একটা বাণী—সেই প্রণাম—উচ্চারিত হলেই তৎক্ষণাৎ এমন ধারাবাহিক ঘটনা ঘটতে লাগল যা গণনা ও উপলব্ধির ঊর্ধ্বে।

এক কথায়, মানুষ ঈশ্বর হল ও ঈশ্বর মানুষ হলেন। চরম দিনগুলিতে সেই আবৃত রহস্যটি আলোয় প্রকাশ পেয়েছে। এই যে ভাববাণীর পূর্ণতা: প্রত্যাশিত মুক্তি এসে গেছে! মর্ত স্বর্গের সঙ্গে মিলিত, দৈহিক জগৎ আধ্যাত্মিক জগতের সঙ্গে সংযুক্ত; যত

দ্বন্দ্ব অপূর্বভাবে একীভূত; কেননা আজ, কুমারীর গর্ভে প্রবেশ করে প্রভু মধ্যস্থ হলেন, তাতে সমগ্র মানবজাতি ঈশ্বরত্বের সঙ্গে এক করে তুললেন।

২৫শে এপ্রিল

সাধু মার্ক, সুসমাচার-রচয়িতা

সুসমাচার পাঠ - মার্ক ১৬:১৫-২০

স্বর্গারোহণের সময়ে যিশু নিজ শিষ্যদের বললেন, ‘তোমরা বিশ্বজগতে বেরিয়ে পড়, সমস্ত সৃষ্টির কাছে সুসমাচার প্রচার কর। যে বিশ্বাস করবে ও বাপ্তিস্ম গ্রহণ করবে, সে পরিত্রাণ পাবে; যে বিশ্বাস করবে না, তাকে বিচারাধীন করা হবে: যারা বিশ্বাস করবে, তাদের পাশেপাশে এই চিহ্নগুলো থাকবে: তারা আমার নামে অপদূত তাড়াবে, নতুন নতুন ভাষায় কথা বলবে, হাতে করে সাপ তুলবে, ও মারাত্মক বিষ খেলেও তাদের কোন ক্ষতি হবে না; তারা পীড়িতদের উপর হাত রাখবে আর তারা সুস্থ হবে।’

আর তাঁদের সঙ্গে কথা বলার পর প্রভু যিশুকে উর্ধ্বে, স্বর্গে তুলে নেওয়া হল, এবং তিনি ঈশ্বরের ডান পাশে আসন নিলেন। আর তাঁরা বেরিয়ে পড়লেন ও সর্বত্র প্রচার করলেন; আর একইসময় প্রভু তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে সক্রিয় ছিলেন ও বাণীর সহগামী চিহ্নগুলো দ্বারা সেই বাণী সুপ্রতিষ্ঠিত করতেন।

❖ বিশপ সাধু ইরেনেউস-লিখিত ‘ভ্রান্তমতের বিরুদ্ধে’ (১ম পুস্তক ১০:১-৩)

সত্যবাণী প্রচার

পৃথিবীর শেষপ্রান্ত পর্যন্ত সারা বিশ্ব জুড়ে বিস্তৃত মণ্ডলী প্রেরিতদূতদের ও তাঁদের শিষ্যদের কাছ থেকে এমন বিশ্বাস গ্রহণ করেছে যা অনুসারে সে সেই সর্বশক্তিমান পিতা একেশ্বরে বিশ্বাস করে *যিনি নির্মাণ করেছেন স্বর্গ, মর্ত, সাগর ও তার মধ্যে যা কিছু আছে* (প্রেরিত ৪:২৪); ঈশ্বরের পুত্র সেই অনন্য যিশুখ্রিস্টেও বিশ্বাস করে যিনি আমাদের পরিত্রাণের জন্য মাংসধারণ করলেন; সেই পবিত্র আত্মায়ও বিশ্বাস করে যিনি নবীদের দ্বারা ঈশ্বরের পরিকল্পনা প্রচার করলেন, অর্থাৎ আমাদের প্রিয়তম প্রভু যিশুখ্রিস্টের আগমন, কুমারী থেকে তাঁর জন্ম, তাঁর যন্ত্রণাভোগ, মৃতদের মধ্য থেকে তাঁর পুনরুত্থান, তাঁর স্বর্গারোহণ, স্বর্গ থেকে পিতার গৌরবে তাঁর সেই পুনরাগমন যখন তিনি

সমস্ত কিছু এক মাথায়, নিজেতেই, সম্মিলিত করবেন (এফে ১:১০) ও মানবজাতির সমস্ত মানুষকে পুনরুত্থিত করবেন যাতে অদৃশ্য পিতার মঙ্গল-ইচ্ছা অনুসারে আমাদের প্রভু ও ঈশ্বর ও ত্রাণকর্তা ও রাজা যিশুখ্রিষ্টের সামনে *স্বর্গে মর্তে ও ভূগর্ভে প্রতিটি জানু আনত হয়, ও প্রতিটি জিহ্বা তাঁকে স্বীকার করে* (ফিলি ২:১০-১১), এবং তিনি সকলের উপরে ন্যায়বিচার সম্পন্ন করেন।

আগেও যেমনটি বলেছি, যে মণ্ডলী সারা বিশ্বে বিস্তৃত হয়েও তবু ঠিক যেন একটিমাত্র সুসংবদ্ধ গৃহেই বাস করে, সেই মণ্ডলী তেমন প্রচারিত বাণী ও বিশ্বাস গ্রহণ ক'রে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গেই তা রক্ষা করে। সমগ্র মণ্ডলী সেই সত্যগুলি একপ্রাণ ও একহৃদয় হয়েই বিশ্বাস করে, সেগুলিকে সঙ্গতভাবে প্রচার করে, সেই বিষয়ে শিক্ষা দান করে, ও সেগুলিকে এমনভাবেই পরম্পরাগত ভাবে হস্তান্তর করে ঠিক যেন তার একমাত্র মুখ থেকেই তা করে। বাস্তবিকই জগতে ভাষাগুলো ভিন্ন ভিন্ন হলেও তবু বিশ্বাসের পরম্পরার শক্তি এক ও অভিন্ন।

এজন্য জার্মানিতে স্থাপিত মণ্ডলীগুলো এমন ধর্মতত্ত্ব বিশ্বাস করে না ও হস্তান্তর করে না যা স্পেনে বা ফ্রান্সে বা মধ্যপ্রাচ্যে বা মিশরে বা লিবিয়ায় বা পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত মণ্ডলীগুলোর তত্ত্ব থেকে ভিন্ন; কিন্তু ঈশ্বরের সৃষ্টি সেই সূর্য যেমন সারা বিশ্বচরাচর জুড়ে এক ও একই সূর্য, তেমনি সত্যবাণী প্রচার সর্বস্থানেই উজ্জ্বল, ও সেই সকল মানুষকে উদ্ভাসিত করে যারা সত্যজ্ঞানে পৌঁছতে ইচ্ছা করে।

তেমনিভাবে যাঁরা মণ্ডলীগুলোতে প্রাধান্যের অধিকারী, তাঁদের মধ্যে এমন সুবক্তা নেই যিনি এ থেকে ভিন্ন তত্ত্ব প্রচার করেন, কেননা কেউই আপন গুরুর চেয়ে ঊর্ধ্বে নয়; আবার এমন দুর্বল বক্তাও নেই যিনি প্রচারকর্মে বিশ্বাসের পরম্পরা বিকৃত করবেন; কেননা বিশ্বাস এক ও একই হওয়ায় যিনি সে বিষয়ে বেশি কথা বলতে পারেন তিনিও তা বাড়ান না, আর যিনি কম পরেন তিনিও তা কমাতে পারেন না।

৩রা মে

সাধু ফিলিপ ও যাকোব, প্রেরিতদূত

সুসমাচার পাঠ - যোহন ১৪:৬-১৪

শেষভোজের সময়ে যিশু নিজ শিষ্যদের বললেন, 'আমিই সেই পথ, সেই সত্য, সেই জীবন! পিতার কাছে কেউই যেতে পারে না, যদি না সে আমার মধ্য দিয়ে যায়। তোমরা যদি আমাকে জানতে, তাহলে আমার পিতাকেও জানতে। তোমরা তো তাঁকে এখন জান, দেখতেও পেয়েছ তাঁকে।' ফিলিপ তাঁকে বললেন, 'প্রভু, পিতাকে আমাদের দেখিয়ে দিন, তাতে আমরা তুষ্ট হব।' যিশু তাঁকে বললেন, 'ফিলিপ, এতদিন আমি তোমাদের সঙ্গে আছি আর তুমি আমাকে জান না? যে আমাকে দেখেছে, সে পিতাকেও দেখেছে; কেমন করে তুমি বলছ, পিতাকে আমাদের দেখিয়ে দিন? তুমি কি বিশ্বাস কর না যে, আমি পিতাতে আছি আর পিতা আমাতে আছেন? আমি যে সমস্ত কথা তোমাদের বলি, নিজে থেকে তা বলি না, কিন্তু যিনি আমাতে আছেন, সেই পিতাই নিজের সমস্ত কাজ সাধন করেন। তোমরা আমাকে বিশ্বাস কর: আমি পিতাতে আছি আর পিতা আমাতে আছেন; অন্তত, এই সমস্ত কাজের খাতিরেই বিশ্বাস কর।

আমি তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি, আমার প্রতি যে বিশ্বাস রাখে, আমি যে সমস্ত কাজ করি, তা সেও করবে, এবং তার চেয়ে মহত্তর কাজও করবে, কারণ আমি পিতার কাছে যাচ্ছি। তোমরা আমার নামে যা কিছু যাচনা করবে, আমি তা পূরণ করব, পিতা যেন পুত্রেতে গৌরবান্বিত হন। তোমরা যদি আমার নামে আমার কাছে কিছু যাচনা কর, তবে আমিই তা পূরণ করব।'

❖ মঠাধ্যক্ষ ধন্য অগেরিউসের উপদেশাবলি (উপদেশ ৭:২, ৩, ৪, ৭)

ঈশ্বরই আমাদের একমাত্র চিন্তা হওয়া উচিত

পিতার কাছে কেউই যেতে পারে না, যদি না সে আমার মধ্য দিয়ে যায় (যোহন ১৪:৬)। সত্য ও জীবন যে আমি, সেই আমারই কাছে কেউই আসতে পারে না, যদি না সে সেই আমারই মধ্য দিয়ে আসে যিনি পথ। ঈশ্বর যে আমি, সেই আমার কাছে কেউই

আসতে পারে না, যদি না সে সেই আমারই মধ্য দিয়ে আসে যিনি মানুষ হলাম। ধারণ করা মাংসের মধ্য দিয়ে আমি মরণশীলদের জন্য এমন পথ চিহ্নিত করি যা দিয়ে সত্য ও জীবনে যাওয়া যেতে পারে: আমার মৃত্যু, পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণের মধ্য দিয়ে আমি এমন পথ চিহ্নিত করি যাতে সেইখানে যাওয়া যেতে পারে যেখানে আমি সত্য, জীবন, প্রকৃত ঈশ্বর ও সনাতন ঈশ্বর বলে বিরাজমান।

ফলে পরবর্তী কথায় তিনি বলেন: *তোমরা যদি আমাকে জান, তাহলে আমার পিতাকেও জানবে; তোমরা তো তাঁকে এখন জান, দেখতেও পেয়েছ তাঁকে* (যোহন ১৪:৭)।

আমি যখন পিতার সমান, তখন তোমরা যদি আমাকে জান, তাহলে আমার পিতাকেও জানবে, কারণ আমি ও পিতা এক, ও আমার মধ্য দিয়ে তোমরা তাঁকে জান ও হৃদয় দিয়ে তাঁকে দেখতেও পেয়েছ, কারণ সেই আমাকেই দেখতে পেয়েছ যিনি সব দিক দিয়েই তাঁরই সদৃশ।

কিন্তু ফিলিপ একথা তত ভাল করে না বুঝতে পেরে যে, তিনি সম্পূর্ণরূপেই পিতার সদৃশ, তাঁকে বললেন: *প্রভু, পিতাকে আমাদের দেখিয়ে দিন, তাতে আমরা তুষ্ট হব* (যোহন ১৪:৮)।

তবে যিশু যখন দেখতে পেলেন, ফিলিপ পুত্রকেও জানতেন না, তখন বললেন: *ফিলিপ, এতদিন আমি তোমাদের সঙ্গে আছি আর তুমি আমাকে জান না?* (যোহন ১৪:৯)। তোমরা সত্যিই আমাকে জাননি, কারণ যদি আমাকে জানতে তবে পিতাকেও জানতে পারতে। যে মনে করে, পুত্রের চেয়ে পিতা উত্তম, সে পুত্রকে জানে না; পিতা যে এক আর পুত্র যে অপর এমন নয়, তাঁরা সম্পূর্ণরূপেই সদৃশ। আর যেহেতু পুত্র সম্পূর্ণরূপে পিতার সদৃশ, সেজন্য তিনি বলে চলেন: *যে আমাকে দেখেছে, সে পিতাকেও দেখেছে। কেমন করে তুমি বলছ, 'পিতাকে আমাদের দেখিয়ে দিন?'* (যোহন ১৪:৯)। যা দেখতে পাচ্ছ না, তা কমপক্ষে বিশ্বাস করতেই চেষ্টা কর। *আমি যে সমস্ত কথা তোমাদের বলি, নিজে থেকে তা বলি না,* কারণ নিজ থেকে আমি কিছুই বলি না; যা কিছু করি, তাঁকেই আরোপ করি যাঁর কাছ থেকে আমি আগত: *যিনি আমাতে আছেন, সেই পিতাই নিজের সমস্ত কাজ সাধন করেন* (যোহন ১৪:১০), আর সেই সমস্ত কর্মের

মধ্যে সেই সমস্ত বাণীও রয়েছে যা গঠনমূলক হলে শুভকর্মে পরিণত হয়। আর যখন পিতা আমার মধ্যে নিজ কর্ম সাধন করেন, তখন *তুমি কি বিশ্বাস করছ না যে, আমি পিতাতে আছি আর পিতা আমাতে আছেন?* (যোহন ১৪:১০)। আমরা বিচ্ছিন্ন হলে কোন মতেই অবিচ্ছেদ্যভাবে কাজ করতে পারতাম না।

আমি তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি, আমার প্রতি যে বিশ্বাস রাখে, আমি যে সমস্ত কাজ করি, তা সেও করবে, এবং তার চেয়ে মহত্তর কাজও করবে, কারণ আমি পিতার কাছে যাচ্ছি (যোহন ১৪:১২)। অর্থাৎ, সত্যিই আমি তোমাদের বলছি, আমার প্রতি যে বিশ্বাস রাখে, একথাই যে বিশ্বাস করে যে, আমি পিতার সঙ্গে সেই একেশ্বর যাঁকে আরাধনা করা ও ভালবাসা উচিত, *সেও সেই সমস্ত কাজ করবে যা আমি করি,* অর্থাৎ যে সমস্ত কর্ম আমি নিজের দ্বারা সাধন করছি, তা তারই দ্বারা করব; এমনকি *সে মহত্তর কাজও করবে*—অবশ্যই তার দ্বারা আমিই তা করব। *কারণ আমি পিতার কাছে যাচ্ছি,* অর্থাৎ আমার ঈশ্বরত্বে আমি যাঁর কাছ থেকে কখনও দূরে যাইনি, তাঁরই কাছে যাচ্ছি।

সুতরাং এসো, প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, আমরা তাঁর কাছে এ ভিক্ষা রাখি, যাতে তাঁর অনুগ্রহ আমাদের আগে আগে উপস্থিত হয়, আবার আমাদের পিছনে পিছনে থাকে, ও শুভকর্ম সাধনে আমাদের নিয়তই প্রবৃত্ত রাখে। এসো, তাঁর নামে আমরা কেবল তাঁকেই চাই। যার কাছে খ্রিষ্ট যথেষ্ট নন, সে সত্যিই ভীষণ কৃপণ। কেননা প্রভুকে যে পেয়ে গেছে ও নবীর সঙ্গে বলে *প্রভুই আমার স্বত্বাংশ* (সাম ১৬:৫), তার পক্ষে প্রভুকে ছাড়া অন্য কিছু রাখা উচিত নয়।

ফলে, যাঁর জন্য আমরা আমাদের অহঙ্কার ও স্ব-ইচ্ছা পর্যন্তই প্রত্যাখ্যান করেছি, আমাদের স্বত্বাংশ রূপে সেই খ্রিষ্টকে পাবার যোগ্য হওয়া ছাড়া আমাদের আর কোন বিষয়ে চিন্তিত হওয়া উচিত নয়।

তেমন উত্তরাধিকার-ই উত্তরাধিকারীদের ধন্য করে!

১৪ই মে

সাধু মাথিয়াস, প্রেরিতদূত

সুসমাচার পাঠ - যোহন ১৫:৯-১৭

শেষভোজের সময়ে যিশু নিজ শিষ্যদের বললেন: ‘পিতা যেমন আমাকে ভালবেসেছেন, আমিও তেমনি তোমাদের ভালবেসেছি; আমার ভালবাসায় স্থিতমূল থাক। যদি আমার আজ্ঞাগুলি পালন কর, তবে আমার ভালবাসায় থাকবেই, আমিও যেমন আমার পিতার সমস্ত আজ্ঞা পালন করেছি ও তাঁর ভালবাসায় থাকি। এই সমস্ত তোমাদের বলেছি, যেন আমার আনন্দ তোমাদের অন্তরে স্থিতমূল থাকে এবং তোমাদের সেই আনন্দ যেন পরিপূর্ণ হয়।

আমার আজ্ঞা এ: তোমরা পরস্পরকে ভালবাস, আমি তোমাদের যেভাবে ভালবেসেছি। আপন বন্ধুদের জন্য নিজের প্রাণ দেওয়া: এর চেয়ে বেশি ভালবাসা কারও নেই। আমি তোমাদের যা আজ্ঞা করি, তোমরা যদি তা পালন কর, তবেই তোমরা আমার বন্ধু। আমি তোমাদের আর দাস বলছি না, কারণ দাস নিজের প্রভু কী করেন তা জানে না; তোমাদের আমি বন্ধু বলছি, কারণ আমার পিতার কাছ থেকে যা কিছু শুনেছি, তা সমস্তই তোমাদের জানিয়েছি। তোমরা যে আমাকে বেছে নিয়েছ এমন নয়, আমিই তোমাদের বেছে নিয়েছি, তোমাদের নিযুক্তও করেছি, যেন তোমরা গিয়ে ফলশালী হয়ে ওঠ ও তোমাদের ফল স্থায়ী হতে পারে, যাতে তোমরা পিতার কাছে যা কিছু আমার নামে যাচনা কর, তিনি তা তোমাদের দেন। আমি তোমাদের এই আজ্ঞা দিচ্ছি, তোমরা পরস্পরকে ভালবাস।’

❖ বিশপ সাধু আগস্তিন-লিখিত ‘সামসঙ্গীত-মালায় উপদেশাবলি’ (সাম ৫৬, ১)

প্রভু যা শেখালেন তা করলেন,

প্রেরিতদূতেরা তাঁর কাছ থেকে যা শিখলেন তা করলেন

ভাইবোনেরা, সুসমাচারে আমরা এইমাত্র শুনেছি আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তা যিশুখ্রিষ্ট আমাদের কতই না ভালবাসেন: পিতার কাছে ঈশ্বর হয়েও তিনি আবার

আমাদের মাঝে মানববংশে জাত মানুষ। তোমরা তো শুনেছ, যিনি পিতার ডান পাশে আসীন, আমরা তাঁর কেমন ভালবাসার পাত্র। তিনি নিজেই আমাদের প্রতি তাঁর ভালবাসার মাত্রা দেখিয়েছেন, এবং তেমন ভালবাসা আমাদেরও আদেশ রূপে রেখে গেছেন: তিনি বলেছেন যে, একে অন্যকে ভালবাসাই তাঁর আদেশ। আর যাতে আমরা সন্দেহপূর্ণ ও দিশাহারার মত এ বিষয়ের সন্ধানে সময় ব্যয় না করি, পরস্পরকে কতখানি ভালবাসতে হবে ও ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য ভালবাসার পূর্ণ মাত্রা কেমন (যেহেতু সেই মাত্রা সত্যিই এমন পূর্ণ মাত্রা যার চেয়ে পূর্ণতর মাত্রা নেই), সেজন্য তিনি নিজেই এ সুস্পষ্ট কথায় তা নির্দেশ করেছেন: *আপন বন্ধুদের জন্য নিজের প্রাণ দেওয়া: এর চেয়ে বেশি ভালবাসা কারও নেই* (যোহন ১৫:১৩)।

তিনি যা যা শিখিয়েছিলেন, প্রথমে তিনিই তা করলেন; আর প্রেরিতদূতেরা তাঁর কাছ থেকে যা শিখেছিলেন তা করলেন ও পরবর্তীতে আমাদের কাছে তা প্রচার করলেন, আমরা যেন তা মেনে চলি। তবে এসো, আমরাও সেরূপ ব্যবহার করি; কেননা যদিও আমাদের খ্রিষ্টের স্বরূপ না থাকে—তিনি তো স্রষ্টা!—তবু আমাদের প্রতি ভালবাসার খাতিরে তিনি যা হলেন আমরাও তাই।

তথাপি কেবল তিনিই যদি পরের জন্য প্রাণ দিতেন, হয় তো আমাদের মধ্যে এমন কেউই থাকত না যে তাঁর অনুকরণ করতে যথেষ্ট সাহসী হত, কেননা মানুষ হয়েও তিনি কিন্তু একইসময়ে ঈশ্বরও ছিলেন। তবু দেখ, তিনি যে মানুষ, সেই হিসাবে তাঁর সেবকেরা তাঁর অনুকরণ করল, ও তিনি যে গুরু, সেই হিসাবে তাঁর শিষ্যেরা তাঁর অনুসরণ করলেন। উপরন্তু, ঈশ্বরের পরিবারে যাঁরা আমাদের পূর্বপুরুষ, তাঁদের মধ্যে অনেকেই তাঁর একই প্রকার কাজ সাধন করতে পারলেন: তাঁরা ঈশ্বরের গৃহে ছিলেন আমাদের পিতৃপুরুষ ও সেবার সঙ্গী। কেননা ঈশ্বর এমন আদেশ করতে পারতেন না যা তিনি জানতেন আমাদের পক্ষে পালন করা সম্ভব নয়।

আর তুমি কি নিজ দুর্বলতার কথা ধরে আদেশের চাপে মূর্ছা যাও? আদর্শের দিকে তাকিয়ে শক্তি ধর! আদর্শটাও কি বেশি কঠিন মনে হচ্ছে? তবে দেখ, যিনি আদর্শ দিয়েছেন, তোমাকে সাহায্য করতে তিনি তোমার পাশেই আছেন। সুতরাং এসো, এই সামসঙ্গীতে প্রভুর কণ্ঠ শুনি; কেননা একেবারে উপযুক্ত ভাবেই, এমনকি ঈশ্বরের সঙ্কল্প

মতই এমনটি হল যে, ৫৬ নং সামসঙ্গীতের পাশাপাশি সুসমাচারের সেই বিবরণটি দেওয়া হচ্ছে যা খ্রিষ্টের ভালবাসাকে আদেশরূপে উপস্থাপন করে—তিনিই তো আমাদের জন্য প্রাণ দিয়েছেন আমরাও যেন ভাইদের জন্য প্রাণ দিই। বাস্তবিকই এ সামসঙ্গীত খ্রিষ্টের যন্ত্রণাভোগের কথা তুলে ধরে।

এখন, আমরা তো জানি যে, গোটা খ্রিষ্ট হলেন একইসঙ্গে মাথা ও দেহ। মাথা হলেন আমাদের সেই ত্রাণকর্তা নিজেই যিনি পন্তিউস পিলাতের শাসনকালে যন্ত্রণাভোগ করলেন, কিন্তু পুনরুত্থিত হয়ে এখন পিতার পাশে আসীন। অন্য দিকে তাঁর দেহ হল মণ্ডলী: তবু এ মণ্ডলী বা ও মণ্ডলী নয়, বরং সেই মণ্ডলী যা সারা পৃথিবী জুড়ে বিস্তৃত। আরও, তাঁর দেহ কেবল সেই মণ্ডলীই যা বর্তমানকালে এজগতে জীবনযাপন করছে এমন নয়, কিন্তু সেই মণ্ডলী যার অভ্যন্তরে তাঁরাও উপস্থিত যাঁরা আমাদের আগে জীবনযাপন করলেন, এবং তাঁরাও উপস্থিত যাঁরা পরবর্তীকালে যুগান্ত পর্যন্ত আবির্ভূত হবেন।

খ্রিষ্টের যারা অঙ্গ, সেই সকল বিশ্বাসীদের পূর্ণ সংখ্যায় গঠিত এই যে সার্বজনীন মণ্ডলী, তার মাথা স্বর্গে আবাস করলেও গোটা দেহকে শাসন করেন। আর তিনি দৃশ্যগত দিক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েও তবু ভালবাসার মধ্য দিয়ে আমাদের সঙ্গে যুক্ত।

এখন, যেহেতু গোটা খ্রিষ্ট একইসঙ্গে মাথা ও দেহ, সেজন্য আমরা সকল সামসঙ্গীতে মাথারই কণ্ঠ শুনতে চেষ্টা করি, যাতে দেহেরও কণ্ঠ শুনতে পাই। কেননা খ্রিষ্ট পৃথক ভাবে কথা বলতে চাইলেন না, যেহেতু তিনি আমাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে চাইলেন না, যেমন তিনি নিজেই স্পষ্ট বললেন: *দেখ, আমি যুগান্ত পর্যন্ত প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি* (মথি ২৮:২০)।

অতএব, তিনি যখন আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছেন, তখন তিনিই আমাদের অন্তরে কথা বলেন, আমাদের বিষয়ে কথা বলেন, আমাদের মধ্য দিয়ে কথা বলেন, যেহেতু আমরাও তাঁর মধ্যে কথা বলি। সুতরাং আমরা সত্য বলি, কারণ তাঁরই মধ্যে কথা বলি।

৩১শে মে

শুভ সাক্ষাৎ

সুসমাচার পাঠ - লুক ১:৩৯-৫৬

সেসময়ে মারীয়া সঙ্গে সঙ্গে রওনা হয়ে পার্বত্য অঞ্চলে যুদার একটা শহরের দিকে যত শীঘ্রই যাত্রা করলেন। জাখারিয়ার বাড়িতে প্রবেশ করে এলিশাবেথকে অভিবাদন জানালেন। তখন এমনটি ঘটল যে, এলিশাবেথ মারীয়ার অভিবাদন শোনামাত্র তাঁর গর্ভে শিশুটি লাফিয়ে উঠল; এলিশাবেথ পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হলেন ও উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন, 'নারীকুলে তুমি ধন্যা, এবং ধন্য তোমার গর্ভফল। আমি কে যে আমার প্রভুর মা আমার কাছে আসবে? দেখ, তোমার অভিবাদন আমার কানে ধ্বনিত হওয়ামাত্র শিশুটি আমার গর্ভে আনন্দে লাফিয়ে উঠল; আহা, সুখী সেই জন যে বিশ্বাস করেছে! কারণ প্রভু দ্বারা তাকে যা বলা হয়েছে, তা সিদ্ধিলাভ করবে।' তখন মারীয়া বললেন:

'প্রভুর মহিমাকীর্তন করে আমার প্রাণ,
আমার ত্রাতা ঈশ্বরে আমার আত্মা করে উল্লাস,
কারণ তাঁর দাসীর নিম্নাবস্থার দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন তিনি,
কেননা দেখ, এখন থেকে যুগে যুগে সকলে আমাকে সুখী বলবে;
কারণ আমার জন্য মহা মহা কাজ করেছেন সেই শক্তিমান—পবিত্রই তাঁর নাম;
আর যারা তাঁকে ভয় করে,
তাদের প্রতি তাঁর দয়া যুগযুগস্থায়ী।
তিনি পরাক্রম সাধন করেছেন আপন বাহুবলে,
গর্বিতদের বিক্ষিপ্ত করেছেন তাদের হৃদয়ের মতলবে;
ক্ষমতাশালীদের নামিয়ে দিয়েছেন সিংহাসন থেকে,
নিম্নাবস্থার মানুষকে করেছেন উন্নীত;
ক্ষুধার্তদের পরিতৃপ্ত করেছেন মঙ্গলদানে,
ধনীদের ফিরিয়ে দিয়েছেন শূন্য হাতে।
আপন দয়া স্মরণ ক'রে
তাঁর দাস ইস্রায়েলের সহায়তা করেছেন তিনি,

যেমনটি বলেছিলেন আমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে,
আব্রাহাম ও তাঁর বংশের কাছে, চিরকাল।’
মারীয়া তাঁর সঙ্গে প্রায় তিন মাস থাকলেন, পরে বাড়ি ফিরে গেলেন।

❖ পুরোহিত মাননীয় সাধু বীডের উপদেশাবলি (১ম পুস্তক ৪)

যিনি তাঁর অন্তরে সক্রিয়

মারীয়া সেই প্রভুর মহিমাকীর্তন করেন

প্রভুর মহিমাকীর্তন করে আমার প্রাণ, আমার ত্রাতা ঈশ্বরে আমার আত্মা করে উল্লাস (লুক ১:৪৬)। এ বাণী দ্বারা মারীয়া সর্বপ্রথমে সেই সমস্ত বিশেষ দানের কথা ঘোষণা করেন যা তাঁর কাছ থেকেই পেয়েছেন, তারপর তিনি সেই সকল সার্বজনীন উপকারের কথা উল্লেখ করেন যা দান করায় ঈশ্বর অনাদিকাল থেকে মানবজাতিকে অবিরত প্রতিপালন করে আসছেন।

যে ব্যক্তি নিজ আধ্যাত্মিক জগতের সমস্ত গতি প্রভুর প্রশংসা ও গৌরবে পরিণত করে, যে ব্যক্তি ঈশ্বরের আজ্ঞাগুলি পালন করায় তাঁর রাজকীয় শক্তির কথা অনুক্ষণ চোখের সামনে রাখে, সে ব্যক্তিই প্রমাণ করে যে, তার প্রাণ প্রভুর মহিমাকীর্তন করে।

যে ব্যক্তি যাঁর কাছ থেকে শাশ্বত পরিত্রাণ পাবার আশায় তাঁর সেই স্রষ্টার কথা স্মরণে আনন্দিত, তারই আত্মা ত্রাতা ঈশ্বরে উল্লাস করে।

এ বাণী পুণ্য পবিত্র ধর্মপ্রাণের ওষ্ঠে শোভা পায় বটে, কিন্তু বিশেষভাবে ঈশ্বরজননীর বেলায়ই শোভা পায়। যাঁর দৈহিক গর্ভধারণের জন্য তিনি আনন্দ ভোগ করছিলেন, তাঁর সেই অনন্য অধিকারের জন্য তাঁর অন্তর আধ্যাত্মিক প্রেমেই জ্বলছিল। অন্যান্য সাধুসাধ্বীদের তুলনায় তিনিই যথার্থ কারণে তাঁর ত্রাতা যিশুতে অসাধারণ মহা উল্লাসে উল্লাস করতে পারলেন, কেননা তিনি জানতেন যে, তাঁর দেহমাংস থেকে মানবজন্ম গ্রহণ করে পরিত্রাণের সেই সনাতন সাধক এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলেই একইসময়ে নিজেরই সন্তান ও প্রভুও হবেন।

আমার জন্য মহা মহা কাজ করেছেন সেই শক্তিমান। ব্যাপারটা যে তাঁর নিজের কোন গুণের উপর নির্ভর করে না, মারীয়া তখনই একথা স্বীকার করেন, যখন তাঁর

নিজের মহত্ত্ব সেই পরমেশ্বরেরই দান বলে বর্ণনা করেন যিনি স্বরূপে শক্তিশালী ও মহান হওয়ায় তাঁর ভক্তজন যতই ছোট ও দুর্বল হোক না কেন সর্বদাই তাদের শক্তিশালী ও মহান করে তোলেন। তারপর তিনি সঠিকভাবেই বলে চলেন, *পবিত্রই তাঁর নাম।* এতে তিনি উপস্থিত শ্রোতাদের বলতে চান, এমনকি যাদের কাছে একদিন তাঁর এই বাণী পৌঁছবে, তাদের শিক্ষাই দিতে চান, তারা যেন তাঁর নামে ভরসা রাখে ও তাঁর নাম করে। তাতে তারাও শাশ্বত পবিত্রতা ও প্রকৃত পরিত্রাণ উপভোগ করতে পারবে, যেমনটি নবী বলেছিলেন, *সেসময় যে কেউ প্রভুর নাম করবে, সে পরিত্রাণ পাবে* (যোয়েল ৩:৫)। আর আসলে, এই হল সেই একই নাম যা সম্বন্ধে উপরে বলা হয়েছিল, *আমার ত্রাতা ঈশ্বরে আমার আত্মা করে উল্লাস।*

এজন্যই পবিত্র মণ্ডলীতে প্রতিদিন সন্ধ্যাকালীন উপাসনায় মারীয়ার গীতিকা গান করার অধিক সুন্দর ও উপযোগী প্রথা স্থান পেয়েছে। এতে প্রভুর মাংসধারণের প্রাত্যহিক স্মৃতি ভক্তদের হৃদয় ভক্তিতে উদ্দীপ্ত করে ও তাঁর জননীর আদর্শের পুনঃপুনঃ ধ্যান তাদের পুণ্যাচরণে সুস্থির করে। আর উত্তমই হয়েছে যে, তা সন্ধ্যাকালেই গান করা হয়, যেন বহু কাজের কারণে আমাদের শ্রান্ত ও ক্লান্ত অন্তর বিশ্রামকালের আগমনে নিজের বিষয়ে ধ্যানমগ্ন হতে পারে।

২৪শে জুন

বাপ্তিস্মদাতা যোহনের জন্মতিথি

সুসমাচার পাঠ - লুক ১:৫৭-৬৬, ৮০

প্রসবকাল পূর্ণ হলে এলিশাবেথ একটি পুত্রসন্তান প্রসব করলেন। প্রভু তাঁর প্রতি মহা কৃপা দেখিয়েছেন শুনে তাঁর প্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজনেরা তাঁর আনন্দে আনন্দ প্রকাশ করল। অষ্টম দিনে তারা শিশুটিকে পরিচ্ছেদিত করতে এল; তারা তার পিতার নাম অনুসারে তার নাম জাখারিয়া রাখতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার মা প্রতিবাদ করে বললেন, 'না, ওর নাম হবে যোহন।' তারা তাঁকে বলল, 'আপনার গোত্রের মধ্যে তেমন নাম কারও নেই।' তখন তারা তার পিতাকে ইশারা করে জিজ্ঞাসা করল, তিনি কী নাম রাখতে চান। একটা লিপিফলক চেয়ে নিয়ে তিনি লিখলেন, 'এর নাম যোহন।' এতে সকলে আশ্চর্য হল; আর ঠিক সেই মুহূর্তেই তাঁর মুখ খুলে গেল, তাঁর জিহ্বার জড়তাও ঘুচে গেল, এবং তিনি ঈশ্বরের স্তুতিবাদ করতে করতে কথা বলতে লাগলেন। তাঁর প্রতিবেশী সকলে ভয়ে অভিভূত হল, ও যুদেয়ার গোটা পার্বত্য অঞ্চল জুড়ে এই সমস্ত বিষয়ে বলাবলি হতে লাগল। যারা শুনত, সকলেই তা হৃদয়ে গেঁথে রেখে বলত: 'এই বালকটি তবে কী হবে?' বাস্তবিকই প্রভুর হাত তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ছিল। বালকটি বেড়ে উঠল ও আত্মায় বলবান হল। ইস্রায়েলের কাছে তার আবির্ভাব না হওয়া পর্যন্ত সে মরুপ্রান্তরে থাকল।

❖ (ক বর্ষ) -তুরিনের বিশপ সাধু মাক্সিমেরই বলে ধরে নেওয়া উপদেশ (৫৭)

এ কী মহা রহস্য!

আমাদের ভক্তি ও ধর্মভাব আমাদের অন্তরে এমন উদ্দীপনা জাগাচ্ছে আমরা যেন আজ বাপ্তিস্মদাতা সাধু যোহনের জন্মতিথিতে আনন্দে মেতে উঠি। ঈশ্বর তাঁকে মনোনীত করেছিলেন তিনি যেন এসে তাঁরই কথা ঘোষণা করেন যিনি মানবজাতির আনন্দ ও স্বর্গের সুখ। যোহন হলেন সেই নতুন সাক্ষী যাঁর ওষ্ঠে জগৎ জানতে পারল যে ঈশ্বরের

মেষশাবক আমাদের সেই মুক্তিসাধকের আগমন সন্নিকট ছিল। তেমন মহারহস্যের বিশ্বাসযোগ্য দূত হয়ে তিনি সেই সাক্ষী যাঁর জন্মের কথা স্বর্গদূত তাঁর মাতাপিতাকে তখনই জানিয়েছিলেন, তাঁরা যখন বংশ পাবার আশা হারিয়েছিলেন। তাঁর জন্মে স্বর্গের হাত দেখে বুদ্ধিসম্পন্ন কোন্ মানুষই বিশ্বাস করবে না যে, তিনি দিব্য রহস্যগুলো ঘোষণা করলেন? কেননা তিনি শিশু-না-হওয়া অবস্থায়ও, অর্থাৎ মাতৃগর্ভে অপূর্ণাঙ্গ অবস্থায়ও তাঁর উপরে বিরাজমান বিশেষ অনুগ্রহ গুণেই নিজ ধন্যা মাতার হৃদয় সনাতন আনন্দে পূর্ণ করেছিলেন; আরও, শিশুর জন্মের আগে এলিশাবেথ নিজ বন্ধ্যতার নবীন উর্বরতা প্রচার করেছিলেন। মারীয়াকে এলিশাবেথ বলেছিলেন: *দেখ, তোমার অভিবাদন আমার কানে ধ্বনিত হওয়ামাত্র শিশুটি আমার গর্ভে আনন্দে লাফিয়ে উঠল! আমি কে যে আমার প্রভুর মা আমার কাছে আসবে?* (লুক ১:৪১)। এ বৃদ্ধা নারী যে পূর্বজ্ঞানের অধিকারিণী, একথা তত বিস্ময়কর নয়, কেননা তাঁরই তো পরাৎপর ঈশ্বরের অগ্রদূতকে জন্ম দেবার কথা।

তাই এলিশাবেথের বন্ধ্যতা হল তাঁর গৌরব, কারণ তাঁর উর্বরতা স্থগিত হওয়ায় তিনি একটামাত্র সন্তানের দান দ্বারাই সকল উত্তরপুরুষের মর্যাদার পাত্রী হলেন। বৃদ্ধ বয়সে তিনি ও তাঁর স্বামী তাঁর অনুর্বরতা বিষয়ে দুঃখ করছিলেন, তিনি অপ্রত্যাশিত ভাবে এমন সন্তানকে জন্ম দিলেন যিনি সাধারণ মানুষ শুধু নন, কিন্তু সারা বিশ্বের শাশ্বত পরিত্রাণের অগ্রদূত। তিনি এমন মহান অগ্রদূত ছিলেন যে, ভাবী দায়িত্বের অনুগ্রহ আগে থেকেই মূর্তিমান করে আপন জননীকে নবীয় প্রেরণা দান করলেন, এবং দূত দ্বারা তাঁকে দেওয়া নামের প্রভাবে তিনি পিতা জাখারিয়ার মুখ খুলে দিলেন—সেই যে মুখ সন্দেহ দ্বারা বন্ধ করা হয়েছিল।

কেননা জাখারিয়া যে বাক্‌শক্তি সবসময়ের মতই হারিয়েছিলেন এমন নয়, কিন্তু তা এজন্যই ঘটেছিল যাতে তাঁর কণ্ঠের অলৌকিক পুনঃপ্রতিষ্ঠা নবী-সন্তানের বিষয়ে দিব্য সাক্ষ্য বহন করতে পারে। যিনি সাধারণত জনগণের প্রকাশ্যে কথা বলতেন, সেই যাজক এজন্যই নির্বাক্ হলেন যেন তাঁর প্রকাশ্য নীরবতা সমস্ত জনগণের চোখের সামনে পুণ্য জন্মের রহস্যময় কথা প্রচার করলে জনগণ তা অবিশ্বাস করতে সাহস না করে।

যিনি সন্তানের জন্মের কথা অবিশ্বাস করায় শাস্তি পেয়ে নির্বাক্ হয়েছিলেন, তাঁর সেই সন্তানের বিষয়ে সুসমাচার-রচয়িতা বলেন: *তিনি তো সেই আলো ছিলেন না, কিন্তু আলোরই বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে এসেছিলেন, যেন তাঁর দ্বারা সকলে বিশ্বাস করতে পারে* (যোহন ১:৭)। বাস্তবিকই তিনি আলো ছিলেন না, কিন্তু প্রকৃত আলোর বিষয়ে সাক্ষ্য দান করতে যোগ্য হওয়ায় সম্পূর্ণরূপেই আলোতে বিরাজ করছিলেন। সুতরাং এসো, তাঁর জন্মতিথি মহাপর্ব মহা আনন্দে উদ্‌যাপন করে পরমধন্য যোহনকে শ্রদ্ধা দেখাই, কারণ সকলের আগেই তিনি সেই স্বর্গীয় সনাতন আলো চিনতে পেরেছেন যিনি সংসারের অন্ধকার দূর করে দিতে আসছিলেন। তিনিই প্রথম সেই আলোর দিকে অঙুলি নির্দেশ করলেন।

❖ *বিকল্প* (**খ বর্ষ**) - সাধু গ্রেগরি পালামাসের উপদেশাবলি (পর্ব উপলক্ষে উপদেশ ৪০)

বাপ্তিস্মদাতার মহত্ত্ব

যখন *প্রভুর দৃষ্টিতে মূল্যবান পবিত্রজনদের মৃত্যু* (সাম ১১৬:১৫),—আর আমরা তো পবিত্রজনদের স্মৃতি পালন-ই করি!—তখন অধিক সঙ্গতভাবেই সেই যোহনের স্মৃতি পালন করা উচিত, যিনি পুণ্যজীবন ক্ষেত্রে সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। ঈশ্বরের বাণী আমাদের খাতিরে মাংসধারণ করছিলেন, এমন সময় আনন্দে নড়ে উঠে তিনিই প্রথম তাঁর কথা ঘোষণা করলেন, এবং কেমন যেন প্রতিদান স্বরূপে তিনি সেই বাণীর সাক্ষ্যদানের পাত্র হলেন যিনি তাঁর বিষয়ে বললেন, যোহনই সকল নবীর চেয়ে, এমনকি তাঁর ধর্মময় ও পুণ্যবান পূর্বপুরুষদের চেয়েও মহান।

সকল নারীজাতদের মধ্যে যিনি মহান, তাঁর সমস্ত জীবন আশ্চর্যের ব্যাপার। আর জন্ম নেবার আগেও যিনি সকল নবীর চেয়ে মহান ছিলেন, সেই যোহনের সমস্ত জীবন যেমন বিস্ময়কর, তেমনি তাঁর জীবনকালে ও তাঁর জীবনের পরে তাঁর বিষয়ে সমস্ত ইঙ্গিতও বিস্ময়কর। কেননা ঐশঅনুপ্রাণিত নবীরা তাঁর সম্বন্ধে যে পুণ্য ভাববাণী দিয়েছিলেন, তাতে মানুষের চেয়ে তিনি দূত, আলোর জন্য দীপাধার, দিব্য বিভায় জাজ্বল্যমান প্রভাতী তারা, ধর্মময়তার সূর্যের অগ্রদূত ও স্বয়ং ঈশ্বরের বাণীর কণ্ঠ বলে

অভিহিত হয়েছিলেন। এখন, ঈশ্বরের কণ্ঠের চেয়ে কীবা ঈশ্বরের বাণীর কাছাকাছি হতে পারে?

যোহনের উদ্ভবের দিন কাছে এলে এক দূত জাখারিয়া ও এলিশাবেথকে অনুর্বরতা থেকে মুক্ত করতে স্বর্গ থেকে নেমে এলেন। তিনি এ প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, যৌবনকাল থেকে নিঃসন্তান হলেও তাঁরা এ বৃদ্ধ বয়সে একটি সন্তানের জন্ম দেবেন; দূত এ ভবিষ্যদ্বাণীও দিলেন যে, শিশুটির জন্ম মহা আনন্দের কারণ হবে, কেননা সার্বিক পরিত্রাণের কথা ঘোষণা করা হবে। দূতের কথা এরূপ: *সে প্রভুর সম্মুখে মহান হবে। সে আঙুররস বা উগ্র পানীয় পান করবে না, মাতৃগর্ভ থেকেই পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হবে, ও অনেক ইস্রায়েল সন্তানকে তাদের ঈশ্বর প্রভুর কাছে ফিরিয়ে আনবে। সে তাঁর সামনে এলিয়ের আত্মায় ও পরাক্রমে এগিয়ে চলবে* (লুক ১:১৫-১৭)। এলিয়ের মত তিনিও চিরকৌমার্য পালন করবেন; এলিয়ের চেয়ে তিনি বেশি দিন ধরে প্রান্তরে বাস করবেন, এবং এলিয়ের মত তিনিও রাজা-রানীদের ভর্ৎসনা করবেন তাঁরা বিধান লঙ্ঘন করেন ব'লে। কিন্তু তিনি এক দিকে এলিয়ের চেয়ে মহান হবেন, কারণ তিনিই হবেন ঈশ্বরের অগ্রদূত: সুসমাচার বলে: *তিনি তাঁর আগে আগে চলবেন।*

সংসার তাঁর যোগ্য না হওয়ায় যোহন বাল্যকাল থেকে সমস্ত চিন্তা ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে প্রান্তরে বাস করলেন: তিনি কেবল ঈশ্বরের জন্যই জীবন যাপন করলেন, কেবল ঈশ্বরকেই দেখলেন, কেবল ঈশ্বরেই প্রীত ছিলেন, তাতে পৃথিবীতে থাকা সত্ত্বেও তিনি পৃথিবীর উচ্চতর স্তরেই বাস করলেন। শাস্ত্র এবিষয়ে বলে: *ইস্রায়েলের কাছে তাঁর আবির্ভাব না হওয়া পর্যন্ত তিনি মরুপ্রান্তরে থাকলেন* (লুক ১:৮০)।

তবে প্রভু যেমন আমাদের শঠতা সত্ত্বেও আমাদের প্রতি নিজ অপরূপ ভালবাসা দেখালেন ও আমাদের খাতিরে স্বর্গ থেকে নেমে এলেন, তেমনি যোহন ঈশ্বরের প্রেমময় সঙ্কল্পের সেবায় আমাদের খাতিরে প্রান্তর থেকে বেরিয়ে এলেন। কেননা যেহেতু মানুষের অধর্ম শীর্ষস্থানের নাগাল পেয়েছিল ও আমাদের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসার প্রসন্নতা অতুলনীয় ছিল, সেজন্য এমন এক দাসের দরকার ছিল যে সমস্ত সদ্‌গুণের শীর্ষস্থানে আরোহণ করেছিল যাতে তাকে যারা দেখত তারা তার প্রতি আকর্ষিত হয়—আর যোহন সত্যিই তাদের আকর্ষণ করলেন। আলাদা হওয়ায় তিনি তাদের নিজের কাছে আকর্ষণ

করলেন, ও তাদের সামনে এমন অলৌকিক জীবনধারণ উপস্থাপন করলেন যা দেখে তারা বিমুগ্ধ হল। তিনি যে বাণী প্রচার করতেন, তা তাঁর জীবনাচরণের সঙ্গে খাপ খেত, কারণ তিনি স্বর্গরাজ্যের কথাও প্রতিশ্রুত হলেন আবার অনির্বাণ আগুনের হুমকিও দিলেন, এবং খ্রিষ্টকে সেই স্বর্গরাজ বলে ঘোষণা করলেন যাঁর হাতে কুলা রয়েছে: তিনি নিজ খামার সুপরিষ্কার করবেন ও গম গোলায় সংগ্রহ করবেন, কিন্তু তুষ অনির্বাণ আগুনে পুড়িয়ে দেবেন।

❖ *বিকল্প (গ বর্ষ)* - পুরোহিত মাননীয় সাধু বীডের উপদেশাবলি (উপদেশ ২:২০)

যোহন ও প্রভুর জন্মের বৈষম্য

সার্বজনীন মণ্ডলী যখন সেই বহু গৌরবকীর্তির কথা উদ্‌যাপন করে যা দ্বারা পুণ্যবান সাক্ষ্যমরবৃন্দ স্বর্গে প্রবেশাধিকার লাভ করেছেন, তখন এ সাধুরও জন্মতিথি, এমনকি আমাদের প্রভুর জন্মতিথি ছাড়া কেবল এ সাধুরই জন্মতিথি পালন করায় মণ্ডলীর সিদ্ধান্ত সত্যি সঙ্গত। আমরা এবিষয়ে নিশ্চিত হতে পারি যে, এ প্রথা সুসমাচারের অবলম্বন ছাড়া উদিত হয়নি, বরং আমাদের গভীরভাবে এ ব্যাপার ভাবা উচিত যে, যেমন আমাদের প্রভুর জন্মলগ্নে এক দূত রাখালদের কাছে দর্শন দিয়ে বলেছিলেন: *দেখ, আমি তোমাদের এমন মহা আনন্দের শুভসংবাদ জানাচ্ছি, যে আনন্দ সমস্ত জনগণেরই হবে: আজ দাউদ-নগরীতে তোমাদের জন্য এক ত্রাণকর্তা জন্মেছেন—তিনি খ্রিষ্ট প্রভু* (লুক ২:১০); তেমনি এক দূতও জাখারিয়ার কাছে যোহনের জন্মের পূর্বসংবাদ দিয়ে বললেন: *তুমি আনন্দিত ও উল্লসিত হবে, ও তার জন্মে আরও অনেকে আনন্দিত হবে, কারণ সে প্রভুর সম্মুখে মহান হবে* (লুক ১:১৪-১৫)। উভয়ের জন্ম যুক্তিসঙ্গত ভাবেই আনন্দ ও ভক্তির সঙ্গে উদ্‌যাপিত, তবু একদিকে যিনি বিশ্বত্রাতা, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের পুত্র, ধর্মময়তার সূর্য, সেই খ্রিষ্ট প্রভুর জন্মলগ্নে আনন্দ সকল জাতির কাছেই ঘোষিত, অন্য দিকে যিনি প্রভুর মহান দাস, জ্বলন্ত ও উজ্জ্বল প্রদীপ, প্রভুর সেই অগ্রদূতের আবির্ভাবে অনেকেই আনন্দিত হবে।

যোহন এলিয়ের আত্মায় ও পরাক্রমে এগিয়ে গিয়ে প্রভুর জাতির কাছে শুদ্ধতার কথা প্রচার করলেন, ও জলে তাদের বাপ্তিস্ম দিলেন যেন খ্রিষ্ট আবির্ভূত হলে তারা তাঁকে

চিনতে পারে। কিন্তু যোহনের পরে খ্রিষ্ট পিতা ঈশ্বরেরই আত্মায় ও পরাক্রমে এলেন, যাতে মানুষ সিদ্ধতা লাভ করতে পারে; আরও, তিনি পবিত্র আত্মা ও অগ্নিতেই তাদের বাপ্তিস্ম দিলেন যাতে তারা পিতার শ্রীমুখ দেখতে সক্ষম হয়ে ওঠে।

এ কথাও লক্ষ করার বিষয় যে, যোহনের জন্ম তখনই ঘটল যখন দিন ছোট হতে চলছিল, কিন্তু প্রভু তখনই জন্ম নিলেন যখন দিন বড়ই হতে শুরু করছিল। যোহন নিজেই একদিন সেই শ্রোতার ভিড়ের কাছে এ বৈষম্যের ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন, যখন তারা তাঁর গুণ দেখে তাঁকে খ্রিষ্ট বলে জ্ঞান করছিল এবং অন্য কেউ প্রভুর সাধারণ ব্যবহার দেখে তাঁকে খ্রিষ্ট নয়, কেবল এক নবীই বলে মনে করছিল। সেদিন যোহন বলেছিলেন: *তাঁকে উত্তরোত্তর বড় হতে হবে আর আমাকে উত্তরোত্তর ছোট হতে হবে* (যোহন ৩:৩০)। বাস্তবিকই প্রভু উত্তরোত্তর বড়ই হলেন, কারণ সারা বিশ্ব জুড়ে তাঁর অনুগামীরা জানতে পারল যে, যিনি নবী বলে পরিগণিত হয়েছিলেন, তিনিই প্রকৃতপক্ষে খ্রিষ্ট। আর যোহন উত্তরোত্তর ছোট হলেন ও নিম্নতর পর্যায়ে পরিগণিত হলেন, কারণ একসময় তাঁকে খ্রিষ্ট বলে জ্ঞান করা সত্ত্বেও আস্তে আস্তে স্পষ্ট হয়ে গেল যে তিনি খ্রিষ্ট নন, কেবল তাঁর অগ্রদূত। তাই সঙ্গতই ছিল যে যোহনের জন্মের পরে দিন ছোট হতে শুরু করবে, কারণ তিনি যে ঐশ্বরিক তেমন জনশ্রুতি নিঃশেষিত হওয়ারই কথা ছিল, আর তাঁর বাপ্তিস্মও অল্পদিনের মধ্যে সমাপ্তি লাভ করার কথা ছিল। অপরদিকে এও সঙ্গত ছিল যে, প্রভু জন্ম নিলেই শীতকালের ছোট দিনগুলি বড় হতে লাগবে, কারণ তাঁরই আবির্ভাব ঘটেছিল যিনি একদিন সকল জাতির উপরে নিজ জ্ঞানের আলো বিকিরণ করবেন—ইহুদীরা সেই জ্ঞানের কেবল একটা অংশই পেয়েছিল—ও সমগ্র বিশ্বজগতের উপরে নিজ ভালবাসার উত্তাপ ছড়িয়ে দেবেন।

২৯শে জুন

প্রেরিতদূত সাধু পিতর ও পল

সুসমাচার পাঠ - মথি ১৬:১৩-১৯

ফিলিপ-কায়েসারিয়া অঞ্চলে এসে যিশু নিজের শিষ্যদের কাছে এই প্রশ্ন রাখলেন, 'মানবপুত্র কে, এবিষয়ে লোকে কী বলে?' তাঁরা বললেন, 'কেউ কেউ বলে: বাপ্তিস্মদাতা যোহন; কেউ কেউ বলে: এলিয়; আবার কেউ কেউ বলে: যেরেমিয়া বা নবীদের কোন একজন।' তিনি তাঁদের বললেন, 'কিন্তু তোমরা, আমি কে, এবিষয়ে তোমরাই কী বল?' শিমোন পিতর এ বলে উত্তর দিলেন, 'আপনি সেই খ্রিষ্ট, জীবনময় ঈশ্বরের পুত্র।' প্রত্যুত্তরে যিশু তাঁকে বললেন, 'যোহনের ছেলে শিমোন, তুমি সুখী! কেননা রক্তমাংস নয়, আমার স্বর্গস্থ পিতাই তোমার কাছে একথা প্রকাশ করেছেন। তাই আমি তোমাকে বলছি: তুমি পিতর, আর এই শৈলের উপরে আমি আমার মণ্ডলী গেঁথে তুলব, আর পাতালের দ্বার তার উপরে জয়ী হবে না। স্বর্গরাজ্যের চাবিকাঠি আমি তোমাকে দেব: পৃথিবীতে তুমি যা বেঁধে দেবে, স্বর্গে তা বাঁধা হবে; পৃথিবীতে তুমি যা মুক্ত করবে, স্বর্গে তা মুক্ত হবে।'

❖ থেওফানোস চেরামেওসের উপদেশাবলি (উপদেশ ৪০)

ইম্মানুয়েল প্রভুই স্বর্গরাজ্যের দ্বার

আমি কে, এবিষয়ে তোমরা কী বল? (মথি ১৬:১৫)। যিশু ঠিক যেন বলছেন, 'এবিষয়ে লোকদের সাধারণ ধারণা যথেষ্ট বিচ্ছিন্ন ও অনিশ্চিত; কিন্তু যেহেতু তোমরা বহুদিন থেকেই আমাকে চেন, সেজন্য তোমাদের জিজ্ঞাসা করছি, এবিষয়ে তোমাদের ধারণা কী?' অন্যান্য শিষ্যেরা কোনও উত্তর পেতে পারছিলেন না; কেউ কেউ দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন, আবার কেউ কেউ বেশি সাহস দেখাতে চাচ্ছিলেন না। যিনি তাঁদের প্রধান, সেই পিতরই সকলের মুখপাত্র হয়ে উত্তর দিলেন। ইন্দ্রিয়জগৎ অতিক্রম করে তিনি যত জ্যোতিষ্ক পিছনে ফেলে রেখে ও সর্বোচ্চ পর্যায়ের নাগাল পেয়ে বাতাসের মধ্য দিয়ে

ঊর্ধ্বলোকেই উড়লেন। তাতে তিনি আত্মালোকে এসে পৌঁছলেন, সেরাফদূতদের অগ্নিময় নদী পার হলেন, ও স্বয়ং পিতার কাছ থেকেই তাঁর একমাত্র পুত্রের মর্যাদার কথা শিখলেন। এরপরেই তিনি সেই ঐশতাত্ত্বিক উক্তি ঘোষণা করলেন: *আপনি সেই খ্রিষ্ট, জীবনময় ঈশ্বরের পুত্র* (মথি ১৬:১৬)।

আর ত্রাণকর্তা তাতে কী উত্তর দিলেন? *হে যোহনের ছেলে শিমোন, তুমি সুখী; কারণ রক্তমাংসই যে একথা তোমাকে প্রকাশ করেছে এমন নয়* (মথি ১৬:১৭)। অন্য কথায়, 'তোমার এ রক্তমাংসের দেহে থাকার ফলে যে তুমি আমার বিষয়ে এই ঐশপ্রকাশ পেয়েছ এমন নয়; বরং তেমন ঐশ রহস্যে উদ্বুদ্ধ হবার জন্য তুমি নিশ্চয়ই ইন্দ্রিয়জগতের বাইরে ছিলে।' একই প্রকারে, যখন পল বললেন, তিনি তৃতীয় স্বর্গে উপনীত হয়েছিলেন ও এমন পবিত্র কথা শুনেছিলেন যা বলা সম্ভব নয়, তখন আধ্যাত্মিক বিষয় দর্শন করার জন্য তাঁর দৈহিক চেতনা দরকার ছিল না। বরং তিনি নিজেই বলেছিলেন: *তখন দেহের মধ্যে বা দেহের বাইরে ছিলাম তা আমি জানি না।*

তাই আমি তোমাকে বলছি: তুমি পিতর, আর এই শৈলের উপরে আমি আমার মণ্ডলী গেঁথে তুলব (মথি ১৬:১৮)। আমাদের প্রভু আসলে বললেন: 'যেহেতু তুমি পিতর, সেজন্য তুমি বিশ্বাস-প্রস্তর হবে, মণ্ডলীর ভিত্তিপ্রস্তরই হবে, তার আধ্যাত্মিক নির্মাণকাজের প্রধান উপাদানই হবে। আমি যে ঈশ্বরপুত্র ও একইসময়ে মানবপুত্র, তোমার এই স্বীকারোক্তির উপরেই মণ্ডলীর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হবে, কেননা এপ্রকার ভিত্তিপ্রস্তরই হচ্ছে এমন নিশ্চিত ভিত্তিভূমি যার উপরে বাকি সমস্ত ঐশতত্ত্ব গেঁথে তোলা যাবে।'

আর পাতালের দ্বার তার উপরে জয়ী হবে না (মথি ১৬:১৮)। পাতালের সেই দ্বার যা মণ্ডলীকে পরাভূত করতে পারবে না, তা নিশ্চয়ই নির্যাতনের সেই সকল ওস্তাদ ও ভ্রান্তমতের যত স্থাপয়িতা। তারা প্রতীকাকারেই পাতালের দ্বার বলে অভিহিত, কারণ নিজেদের অনুগামীদের পাতালের ফাঁদে টেনে নেয়।

স্বর্গরাজ্যের চাবিকাঠি আমি তোমাকে দেব (মথি ১৬:১৯)। লক্ষ কর: 'তা এখনই তোমাকে দিচ্ছি' এমন কথা প্রভু বলেননি, কিন্তু 'দেব' বলেছেন। তাতে সেই কালের দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করছিলেন যা তাঁর পুনরুত্থানের পরবর্তী কাল: তখনই তিনি

পিতরকে পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ ও বেঁধে রাখা ও মুক্ত করার অধিকার দিলেন, এবং তাঁকে তাঁর মানব-পালের পালক পদে নিযুক্ত করলেন। কিন্তু সেই চাবি প্রকৃতপক্ষে কী? আর কী প্রকার দ্বারের রক্ষক পদে খ্রিষ্ট পিতরকে নিযুক্ত করলেন? খ্রিষ্টই দ্বার, যেমন নিজেই ঘোষণা করেছিলেন; আর সেই দ্বারের চাবি হল বিশ্বাস: এমন বিশ্বাস যা তিনি তাঁর প্রধান শিষ্যের হাতে ন্যস্ত করলেন।

অতএব, প্রভু পিতরের হাতে ও তাঁর উত্তরসূরীদের হাতে সেই চাবি তুলে দিলেন তাঁরা যেন স্বর্গরাজ্যের দ্বার সকল ভ্রান্তমতপন্থীর জন্য বন্ধ ও অগম্য রাখেন, কিন্তু বিশ্বাসীদের জন্য খোলা ও সহজ; তাতে তিনি আপন বাণী অধিক দৃঢ়তার সঙ্গে সপ্রমাণ করলেন: *জল ও আত্মা দ্বারা জন্ম না নিলে কেউই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারে না* (যোহন ৩:৫)। বিশ্বাসের সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বী ও শত্রুরা পাতালের দ্বার বলে অভিহিত, কিন্তু ইম্মানুয়েল প্রভু দ্বার ও স্বর্গদ্বার বলেই অভিহিত, আর তিনি মনের আনন্দে সকলকে আহ্বান করে বলেন: *যে কেউ আমার মধ্য দিয়ে ঢোকে, সে পরিত্রাণ পাবে* (যোহন ১০:৯)।

৩রা জুলাই

প্রেরিতদূত সাধু থোমাস

সুসমাচার পাঠ - যোহন ২০:২৪-২৯

পুনরুত্থিত হওয়ার পর যিশু যখন শিষ্যদের মাঝে এসেছিলেন, বারোজনের অন্যতম থোমাস—যমজ বলে যিনি পরিচিত—তিনি তখন তাঁদের সঙ্গে ছিলেন না। তাই অন্য শিষ্যেরা তাঁকে বললেন, 'আমরা প্রভুকে দেখেছি।' কিন্তু তিনি তাঁদের বললেন, 'তাঁর দু'টো হাতে যদি পেরেকের দাগ না দেখি, ও পেরেকের স্থানে যদি আমার আঙুল না রাখি, আর তাঁর বুকের পাশটিতে যদি আমার হাত দিতে না পারি, তবে আমি বিশ্বাস করব না।'

আট দিন পর তাঁর শিষ্যেরা আবার ঘরে ছিলেন, থোমাসও তাঁদের সঙ্গে ছিলেন। সমস্ত দরজা বন্ধ ছিল, কিন্তু যিশু এলেন ও তাঁদের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালেন। তিনি বললেন, 'তোমাদের শান্তি হোক!' পরে থোমাসকে বললেন, 'তোমার আঙুলটা এখানে রাখ, আর আমার হাত দু'টো দেখ; তোমার হাত বাড়াও, আমার বুকের পাশটিতে তা দাও। অবিশ্বাসী হয়ো না, বিশ্বাসীই হও।' থোমাস তাঁকে উত্তর দিলেন, 'প্রভু আমার, ঈশ্বর আমার!' যিশু তাঁকে বললেন, 'আমাকে দেখেছ বলেই তুমি বিশ্বাস করছ। না দেখেও বিশ্বাস করে যারা, তারাই সুখী।'

❖ মহাপ্রাণ সাধু গ্রেগরি-লিখিত 'সুসমাচারে উপদেশাবলি' (২৬:৭-৯)

প্রভু আমার, ঈশ্বর আমার!

যিশু যখন এসেছিলেন, বারোজনের অন্যতম থোমাস—যমজ বলে যিনি পরিচিত—তিনি তখন তাঁদের সঙ্গে ছিলেন না (যোহন ১০:২৪)। কেবল এ শিষ্যই অনুপস্থিত ছিলেন; ফিরে এসে ঘটনাটির বর্ণনা শুনে তিনি কিন্তু তা বিশ্বাস করতে অস্বীকার করলেন। প্রভু আবার এসে অবিশ্বাসী শিষ্যকে তাঁর আপন বুক দেখালেন তিনি যেন তা স্পর্শ করেন, তাঁকে দু'হাতও দেখালেন, ও ক্ষতস্থানগুলোর দাগ দেখিয়ে তাঁর সেই অবিশ্বাস নিরাময় করলেন।

আমার প্রিয় ভাইবোনেরা, এতে তোমরা কী বুঝতে পার? সেই নির্বাচিত শিষ্য যে অনুপস্থিত ছিলেন, তিনি যে ফিরে এসে শুনেছিলেন, শুনে সন্দেহ করেছিলেন, সন্দেহের সঙ্গে স্পর্শ করেছিলেন, ও স্পর্শ করে বিশ্বাস করেছিলেন, তোমরা কি মনে কর এসব কিছু এমনিই ঘটেছিল?

না! তা এমনি ঘটেনি, বরং দিব্য ব্যবস্থা অনুসারেই ঘটল। তাঁর অপার প্রসন্নতায় প্রভু বিস্ময়কর ভাবেই ব্যবহার করলেন: সেই অবিশ্বাসী শিষ্য যখন গুরুর দেহের ক্ষতগুলো স্পর্শ করেছিলেন, তখন তিনি কেমন যেন আমাদেরই অবিশ্বাসের ক্ষতস্থান নিরাময় করছিলেন। বিশ্বাস ক্ষেত্রে, বিশ্বাসী শিষ্যদের বিশ্বাসের চেয়ে থোমাসের অবিশ্বাসই তো আমাদের পক্ষে উপকারী, কেননা সেই শিষ্য স্পর্শ করতে করতে বিশ্বাসের দিকে ফিরে আসাকালে আমাদের অন্তর যত সন্দেহ বাতিল করতে করতে বিশ্বাসে দৃঢ়তর হয়ে ওঠে। তাতে যিনি সন্দেহবশত স্পর্শ করলেন, সেই শিষ্য পুনরুত্থান রহস্যের সাক্ষী হয়ে উঠলেন।

বাস্তবিকই স্পর্শ করেই তিনি বললেন: *প্রভু আমার, ঈশ্বর আমার! যিশু তাঁকে বললেন, আমাকে দেখেছ বলেই তুমি বিশ্বাস করছ* (যোহন ২০:২৮-২৯)। যেহেতু প্রেরিতদূত পল বলেন, *বিশ্বাস হল প্রত্যাশিত বিষয়গুলো পাবার ভিত্তি, অদৃশ্য বিষয়গুলোর প্রমাণ-প্রাপ্তি* (হিব্রু ১১:১), সেজন্য স্পষ্ট হয়ে দাঁড়ায় যে, বিশ্বাস হল সেই বিষয়েরই প্রমাণ যা দৃশ্য হতে পারে না। দৃশ্য বিষয়ের বেলায় বিশ্বাস খাটে না, এক্ষেত্রে জানা-ই উপযুক্ত। তবে থোমাস যখন দেখলেন ও স্পর্শ করলেন, তখন তাঁকে কেনই বা বলা হয়, *আমাকে দেখেছ বলেই তুমি বিশ্বাস করেছ?* আসলে তিনি একটা কিছু দেখলেন আর অন্য কিছু বিশ্বাস করলেন। বস্তুতপক্ষে মরণশীল মানুষের কাছে ঈশ্বরত্ব দৃশ্য হতে পারেনি। অতএব *প্রভু আমার, ঈশ্বর আমার* বলে তিনি একটা মানুষকে দেখলেন, সেইসঙ্গে ঈশ্বরকেই স্বীকার করলেন। তাই তিনি দেখেই বিশ্বাস করলেন। প্রকৃত মানুষকে দেখে তিনি তাঁকে সেই ঈশ্বরই বলে ঘোষণা করলেন যাঁকে দেখতে পারতেন না।

পরবর্তী কথা কতই না আনন্দসঞ্চারী: *না দেখেও বিশ্বাস করে যারা, তারাই সুখী* (যোহন ২০:২৯)। এতে সন্দেহের লেশমাত্রও নেই যে, এ বাণী দ্বারা বিশেষ করে

আমাদেরই কথা নির্দেশ করা হচ্ছে যারা তাঁকে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে না দেখেও বিশ্বাস করেছি। আমাদেরই কথা নির্দেশ করা হয় বটে—অবশ্য, আমাদের বিশ্বাসের পরপর যদি কাজকর্মও দেখাতে পারি। যে ব্যক্তি নিজ বিশ্বাস কার্যকর করে, সে-ই প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাস করে। কিন্তু যারা মুখেই শুধু বিশ্বাস করে, তাদের সম্বন্ধে পল বলেন, *তারা স্পষ্ট ঘোষণা করে যে, ঈশ্বরকে জানে, কিন্তু কাজে তাঁকে অস্বীকার করে* (তীত ১:১৬ দ্রঃ)। আর এবিষয়ে যাকোব বলেন, *কর্মহীন বিশ্বাস* মৃত (যাকোব ২:২৬)।

১১ই জুলাই

আমাদের পুণ্য পিতা বেনেডিক্ট, মঠাধ্যক্ষ

(ক বর্ষ) - মার্ক ১০:১৭-৩০

একদিন একজন লোক ছুটে এসে যিশুর সামনে হাঁটু পেতে এই প্রশ্ন রাখল, ‘মঙ্গলময় গুরু, অনন্ত জীবনের উত্তরাধিকারী হবার জন্য আমাকে কী করতে হবে?’ যিশু তাকে বললেন, ‘আমাকে মঙ্গলময় বলছ কেন? একজন ছাড়া আর মঙ্গলময় কেউ নয়, তিনি ঈশ্বর। তুমি তো আজ্ঞাগুলো জান, নরহত্যা করবে না, ব্যভিচার করবে না, চুরি করবে না, মিথ্যাসাক্ষ্য দেবে না, প্রতারণা করবে না, তোমার পিতামাতাকে সম্মান করবে।’ লোকটি বলল, ‘গুরু, ছেলেবেলা থেকেই আমি এই সমস্ত পালন করে আসছি।’ যিশু তার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে তাকে ভালবাসলেন, এবং বললেন, ‘তোমার একটা বিষয় বাকি আছে: যাও, তোমার যা যা আছে তা বিক্রি করে গরিবদের দাও, তাতে স্বর্গে ধন পাবে; তারপর এসো, আমার অনুসরণ কর।’ কিন্তু একথায় বিষণ্ন হয়ে সে মনের দুঃখে চলে গেল, কারণ তার বিপুল সম্পত্তি ছিল।

তখন যিশু চারদিকে তাকিয়ে নিজ শিষ্যদের বললেন, ‘যাদের ধন আছে, তাদের পক্ষে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা কেমন কঠিন!’ তাঁর কথায় শিষ্যেরা অবাক হলেন, কিন্তু যিশু তাঁদের আবার বললেন, ‘বৎসেরা, ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা কেমন কঠিন! ধনীর পক্ষে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করার চেয়ে উটের পক্ষে সুচের ছিদ্রের মধ্য দিয়ে যাওয়াই বরং সহজ।’ তেমন কথা শুনে তাঁরা অধিক বিস্ময়বিহ্বল হলেন; তাঁরা বললেন, ‘তবে পরিত্রাণ পাওয়া কার্ পক্ষেই বা সাধ্য?’ তাঁদের দিকে তাকিয়ে যিশু তাঁদের বললেন, ‘তা মানুষের পক্ষে অসাধ্য বটে, কিন্তু ঈশ্বরের পক্ষে অসাধ্য নয়, কারণ ঈশ্বরের পক্ষে সবই সাধ্য।’

তখন পিতর তাঁকে বলতে লাগলেন, ‘দেখুন, আমরা সবকিছুই ত্যাগ করে আপনার অনুসরণ করেছি।’ যিশু বললেন, ‘আমি তোমাদের সত্যি বলছি, এমন কেউ নেই যে আমার জন্য ও সুসমাচারের জন্য বাড়ি, কি ভাই, কি বোন, কি মাতা, কি পিতা, কি ছেলেমেয়ে, কি জমিজমা ত্যাগ করলে এখন, এই যুগেই, তার একশ’ গুণ পাবে না; সে বাড়ি, ভাই, বোন, মাতা, পিতা, ছেলে ও

জমিজমা পাবে—নির্যাতনের সঙ্গেই এসব পাবে, আর ভাবী যুগে অনন্ত জীবন পাবে।’

❖ বিশপ সাধু পিতর দামিয়ানের উপদেশাবলি (উপদেশ ৯)

খ্রিষ্টের আদর্শ অনুগামী সাধু বেনেডিক্ট

দেখুন, আমরা সবকিছুই ত্যাগ করে আপনার অনুসরণ করেছি (মার্ক ১০:২৮)। এ অধিক গাম্ভীর্যপূর্ণ বাণী! সবকিছুই ত্যাগ করে খ্রিষ্টের অনুসরণ করা বিরাট ব্যাপার, পুণ্য কর্ম, এমন কর্ম যা সমস্ত আশীর্বাদের যোগ্য। এ বাণীই নর-নারী নির্বিশেষে স্বেচ্ছাকৃত দরিদ্রতায় আকর্ষণ করেছে; এ বাণীই অসংখ্য মঠের উৎপত্তির কারণ; এ বাণীই মঠের বেষ্টনী সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীতে ও বন বিজনাশ্রমীতে পরিপূর্ণ করেছে। মণ্ডলী যখন গান করে, *তোমার বাণীর জন্যই আমি কঠিন পথ অনুসরণ করেছি,* তখন এ বাণীকেই লক্ষ করে।

হ্যাঁ, সবকিছুই ত্যাগ করা সত্যিই মহাকাজ, কিন্তু খ্রিষ্টের অনুসরণ করা আরও মহত্তরই কাজ। আমরা তো অনেকেরই কথা পড়ে থাকি যারা সবকিছু ত্যাগ করেছে কিন্তু খ্রিষ্টের অনুসরণ করেনি। এই তো আমাদের কাজ, এই তো আমাদের পরিশ্রম; এতেই আমাদের পরিত্রাণের পূর্ণতা নিহিত; তাছাড়া খ্রিষ্টের অনুসরণ পর্যন্তও করতে পারি না যদি না সবকিছু ছেড়ে দিই, কেননা *তিনি বীরের মতই মেতে ওঠেন পথে দৌড়োবার জন্য* (সাম ১৯:৬), আর এমন কেউই নেই যে ভারাক্রান্ত হয়ে তাঁর অনুসরণ করতে পারে।

পিতর বলেন, *দেখুন, আমরা সবকিছুই ত্যাগ করেছি।* সবকিছু বলতে কেবল পার্থিব সম্পদ নয়, আমাদের হৃদয়ের সমস্ত অভিলাষও বোঝায়। কেউ যদি কেবল নিজেকেও কাছে রাখে, সে সবকিছু ছাড়েনি; বাস্তবিকই নিজেকে না ছেড়ে অন্য সবকিছু ছেড়ে দেওয়া বৃথা, কারণ আমাদের ‘আমিই’ তো সবচেয়ে ভারী বোঝা। একজনের স্ব-ইচ্ছার চেয়ে আর কোন্ অধিক হিংস্র স্বৈরশাসক বা অত্যাচারী রাজা থাকতে পারে? তবে নিজস্ব সম্পদ ও স্ব-ইচ্ছা দু’টোকেই ত্যাগ করা দরকার, যদি তাঁর অনুসরণ করতে চাই যাঁর

মাথা গোঁজবার স্থানটুকুও ছিল না ও যিনি নিজের ইচ্ছা নয় কিন্তু তাঁরই ইচ্ছা পূর্ণ করতে এসেছিলেন যিনি তাঁকে প্রেরণ করেছিলেন।

সুতরাং এসো, কেবল খ্রিষ্টেরই অনুসরণ করার উদ্দেশ্যে সবকিছুই ত্যাগ করি; কেবল তাঁকেই প্রীত করতে প্রবৃত্ত থাকি; সজাগ মনোযোগের সঙ্গে তাঁর ইচ্ছা ও তাঁর পছন্দ আঁকড়িয়ে থাকি; তবে স্বয়ং সত্য যা তাদের দেবেন বলে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন যারা সবকিছুই ত্যাগ করে তাঁর অনুসরণ করে, আমরা নিশ্চয়ই তা অনুভব করব; তাঁর প্রতিশ্রুতি এ: *তারা ইহলোকে তার একশ' গুণ পাবে ও পরলোকে অনন্ত জীবন পাবে* (মথি ১০:৩০ দ্রঃ)। বর্তমান যাত্রায় সান্ত্বনাস্বরূপে সেই একশ' গুণ দেওয়া হয়; অনন্ত জীবন হবে মাতৃভূমিতেই আমাদের চিরন্তন সুখ।

কিন্তু সেই 'একশ গুণ' কী? তা কি পবিত্র আত্মার সেই সান্ত্বনা, অন্তরে তাঁর সেই আগমন, তাঁর সেই প্রথমফল নয়, যা মধুর চেয়েও সুমধুর? তা কি আমাদের বিবেকের সেই সাক্ষ্য, ন্যায়নিষ্ঠের সেই আনন্দপূর্ণ প্রত্যাশা নয়? তা কি ঈশ্বরের সেই উপচে পড়া কৃপা ও তাঁর সেই বিচিত্র আনন্দের স্মৃতি নয়? যারা তার অভিজ্ঞতা করেছে, তাদের কাছে তেমন বর্ণনা দেওয়া প্রয়োজন নেই, আবার, যারা সেই অভিজ্ঞতা করেনি, তাদের কাছে তেমন বর্ণনা দেওয়া বৃথা কাজ।

সুতরাং, সুসমাচারের এ বাণী আমাদের পিতা ও গুরু সাধু বেনেডিক্টের চেয়ে আর কার্ বেলায় অধিক প্রযোজ্য বাণী? যুবক হয়ে তিনি সংসার ও তার সমস্ত আকর্ষণ ত্যাগ করলেন ও দ্রুতপদে খ্রিষ্টের পিছনে দৌড় দিলেন, আর কখনও থামেননি যতক্ষণ না তাঁর কাছে এসে পৌঁছলেন। অতএব সাধু বেনেডিক্টের প্রার্থনার পুণ্যফলে আমরা যেন সান্ত্বনা ও চিরকালীন উত্তরাধিকার তাঁরই অনুগ্রহ দ্বারা পেতে পারি যিনি এলেন আমরা যেন জীবন পাই, এমনকি প্রচুর পরিমাণেই পাই—আমাদের প্রভু সেই যিশুখ্রিষ্ট যিনি যুগে যুগে ধন্য। আমেন।

বিকল্প (খ বর্ষ) - মথি ৫:১৩-১৬

যিশু একদিন জনতাকে বললেন: 'তোমরা পৃথিবীর লবণ, কিন্তু লবণ নিঃস্বাদ হয়ে গেলে, তবে কী করেই বা তা আবার নোনতা করা যাবে? তা আর কোন

কাজে লাগে না; তা শুধু বাইরে ফেলে দেওয়া হবে যেন লোকে তা পায়ে মাড়িয়ে দেয়। তোমরা জগতের আলো; পর্বতের উপরে অবস্থিত কোন নগর গুপ্ত থাকতে পারে না। আর লোকে প্রদীপ জ্বালিয়ে তা ধামার নিচে রাখে না, দীপাধারের উপরেই রাখে; তবে ঘরের সকলের জন্য তা আলো দেবে। তেমনি তোমাদের আলো মানুষের সামনে উজ্জ্বল হোক, যেন তারা তোমাদের সৎকর্ম দেখে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার গৌরবকীর্তন করে।'

❖ আদ্‌মন্তের মঠাধ্যক্ষ ধন্য গডফ্রেডের উপদেশাবলি (পর্ব উপলক্ষে)

আমাদের পুণ্যপিতা বেনেডিক্ট

জ্বলন্ত ও উজ্জ্বল প্রদীপ ছিলেন

প্রভু একথা বলেন: *লোকে প্রদীপ জ্বালিয়ে তা ধামার নিচে রাখে না, দীপাধারের উপরেই রাখে* (মথি ৫:১৫)। আমরা বলতে পারি যে, ঈশ্বর যখন উদার দানশীলতা গুণে সাহায্যকারী কোন জ্ঞান বা শুভ সঙ্কল্প বর্ষণ করেন ও প্রসন্নতার সঙ্গে দিব্য প্রেরণা দান করেন, তখন তিনি প্রতিটি ভক্তজনকে আলোকিত করেন ও উদ্ভাসিত করেন।

যাঁর পর্ব আমরা আজ উদ্‌যাপন করছি, আমাদের পুণ্যপিতা সেই বেনেডিক্ট ঈশ্বরের এ সিদ্ধতা-দানকারী অনুগ্রহের প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন: আপন প্রদীপ তিনি লুকিয়ে রাখেননি, দীপাধারেই রাখলেন। বালক থাকতেই তিনি ঈশ্বরের অনুপ্রেরণায় সহযোগিতা দিতে এতই আগ্রহী ছিলেন যে, জগতে তাঁর যা কিছু থাকতে পারত সেই সমস্ত কিছু ত্যাগ করলেন, ও কোন সম্পদ দ্বারা বিঘ্নিত না হয়ে বনের নির্জনতায় নিঃস্ব অবস্থায় দিন কাটালেন। সেখানে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তিনি সংসারের সমস্ত আমোদ ও অভিলাষের চেয়ে ঈশ্বরের আরাধনা ও ধ্যানে প্রীত হলেন। তাঁর অন্তরে ঈশ্বরের অনুগ্রহের প্রদীপ জ্বলন্ত ছিল বিধায় তিনি বাহ্যিক কোন দুঃখকষ্টের দিকে মনোযোগ দিলেন না।

হ্যাঁ, আমাদের পুণ্যপিতা বেনেডিক্ট সত্যিই দীপাধারে রাখা এমন জ্বলন্ত ও উজ্জ্বল প্রদীপ ছিলেন যা ঈশ্বরের গৃহের সকলকেই আলো দান করল। এসো, তেমন উজ্জ্বল প্রদীপের দিকে চোখ নিবদ্ধ রাখি, ও তাঁর আলোতে আমাদের কর্তব্য কর্মকাণ্ডের গতি দেখি, এ প্রত্যাশা রেখে যে, তাঁর পরিচালনায় সংগ্রাম করে আমরাও স্বর্গরাজের প্রাসাদে

প্রবেশাধিকার লাভ করব। এসো, এ ভরসা রাখি যে, আমাদের নিজেদের কর্মফলে যা পাওয়া অনিশ্চিত, আমাদের পরিচালকের প্রার্থনা-ফলেই তা পাব। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সার্বজনীন পুনরুত্থানে তিনি যখন উঠবেন, তখন তাঁর পুণ্য শিক্ষার পতাকার নিচে যারা এসংসারে বীর্য দেখিয়ে সংগ্রাম করেছে, তারা যে কোন লিঙ্গ ও বয়স নির্বিশেষে সকলেই সেই পতাকার পিছনে একত্র হয়ে তাঁর অনুসরণ করবে। সেসময়ে যারা অনুপস্থিত না হয়ে বরং সেই মহা সেনাদলের অংশী হবার যোগ্য হবে, তারা সত্যিই ধন্য!

সুতরাং এসো, বিনম্র হয়ে আমাদের পরমধন্য পিতা বেনেডিক্টকে অনুনয় করি, তিনি যাদের পিতা হলেন এই আমাদের যেন ভুলে না গিয়ে বরং স্মরণেই রাখেন। কেননা যদিও আমরা প্রভুর সংগ্রামে তত সাহস না দেখিয়ে থাকি আর উচিত বীর্যও না দেখিয়ে থাকি, তবু আমাদের রাজার ভালবাসার খাতিরে আমাদের সৈনিক-জীবনের চিহ্ন কখনও ফেলে না রেখে বরং যথাসাধ্য নিষ্ঠাবান থাকলাম। এসো, তাঁর কাছে যাচনা রাখি, শেষ পরীক্ষার দিনে আমাদের প্রত্যাখ্যান না করে তিনি বরং প্রভুর জন্য যাদের জয় করলেন সেই অসংখ্য সাধুসাধ্বীর দলেই যেন আমাদের সহভাগী হতে দেন—সেই প্রভু দ্বারা যিনি জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে। আমেন।

বিকল্প (গ বর্ষ) - মথি ৫:১-১২

একদিন যিশু লোকের ভিড় দেখে পর্বতে গিয়ে উঠলেন, এবং তিনি আসন নেবার পর তাঁর শিষ্যেরা তাঁর কাছে এগিয়ে এলেন। তখন তিনি কথা বলতে শুরু করে তাঁদের এই উপদেশ দিতে লাগলেন—

‘আত্মায় দীনহীন যারা, তারাই সুখী, কারণ স্বর্গরাজ্য তাদেরই।

শোকার্ত যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই সান্ত্বনা পাবে।

কোমলপ্রাণ যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই পাবে দেশের উত্তরাধিকার।

ধর্মময়তার জন্য ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই পরিতৃপ্ত হবে।

দয়াবান যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই দয়া পাবে।

শুদ্ধহৃদয় যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই ঈশ্বরকে দেখতে পাবে।

শান্তির সাধক যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই ঈশ্বরের সন্তান বলে অভিহিত হবে।
ধর্মময়তার জন্য নির্যাতিত যারা, তারাই সুখী, কারণ স্বর্গরাজ্য তাদেরই।
তোমরাই সুখী, লোকে যখন আমার জন্য তোমাদের নিন্দা ও নির্যাতন করে, এবং তোমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যামিথ্যি সব ধরনের জঘন্য কথা বলে। আনন্দ কর, উল্লাস কর, কেননা স্বর্গে তোমাদের মজুরি প্রচুর। বাস্তবিকই তোমাদের আগে তারা নবীদেরও এভাবেই নির্যাতন করল।’

❖ নিসার বিশপ সাধু গ্রেগরি-লিখিত ‘পরিপক্ক খ্রিষ্টবিশ্বাসীর আদর্শ’ (১:৬-৭)

খ্রিষ্টের ইচ্ছাই আমাদের জীবন-নিয়ম

প্রভু একথা বলেন, *শান্তির সাধক যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই ঈশ্বরের সন্তান বলে অভিহিত হবে* (মথি ৫:৯)। খ্রিষ্ট হলেন ঈশ্বরের পরাক্রম, আর যে কেউ প্রজ্ঞা যাচনা করে—খ্রিষ্টই যে প্রজ্ঞা!—সে প্রজ্ঞাবান হয়ে ওঠে। সুতরাং যে কেউ সেই খ্রিষ্টের নাম ধারণ করে *যিনি ঈশ্বরের পরাক্রম ও ঈশ্বরের প্রজ্ঞা* (১ করি ১:২৪), সে যখন পাপের বিরুদ্ধে বীর্য দেখিয়ে ও যথাশক্তিতে সংগ্রাম করে, তখন খ্রিষ্টের সঙ্গে তাঁর ‘পরাক্রম’ নামেরও সহভাগী হয়; আর সে যখন শ্রেয়তর অংশ বেছে নেয়, তখন তাঁর প্রজ্ঞাই প্রকাশ করে—পরাক্রমের সঙ্গে প্রজ্ঞার তেমন সংযোগই হল সিদ্ধ জীবন। কেননা যা ন্যায় ও সৎ, আমরা প্রজ্ঞা দ্বারাই তা জানি, ও যা কর্তব্য বলে জেনেছি, পরাক্রম দ্বারাই তা বাস্তবায়িত করি ও রক্ষা করি।

উপরন্তু, আমরা যখন একথা ভাবি যে, খ্রিষ্ট হলেন শান্তি, তখন সেই যে শান্তি আমাদের অন্তরে বিরাজিত, তা দ্বারা যদি আমাদের আচরণে খ্রিষ্টকে ব্যক্ত করি, তবে খ্রিষ্টিয়ান নামটি সঙ্গতভাবেই সপ্রমাণ করি। প্রেরিতদূতের কথা অনুসারে, *তিনি শত্রুতা ভেঙে ফেলেছেন* (এফে ২:১৪)। সুতরাং এসো, আপ্রাণ চেষ্টা করে সেই শত্রুতাকে পুনরুজ্জীবিত হতে না দিয়ে বরং ঘোষণা করি যে, হ্যাঁ, সেই শত্রুতা সম্পূর্ণরূপেই মৃত। আর যেহেতু সেই খ্রিষ্টকে পেয়ে থাকি যিনি শান্তি, সেজন্য এসো, আমরাও সেই শত্রুতার মৃত্যু ঘটাই, তাঁর বিষয়ে আমরা যা যা বিশ্বাস করি তা যেন আমাদের জীবনে বাস্তবায়িত করতে পারি। কেননা *তিনি যেমন বিচ্ছেদের মধ্যবর্তী প্রাচীর ভেঙে ফেলেছেন, যেন সেই*

দুইকে নিয়ে তিনি নিজেতে এক-ই নতুন মানুষকে সৃষ্টি ক'রে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারেন (এফে ২:১৪-১৫), তেমনি আমরাও যেন পুনর্মিলনের দিকে কেবল তাদেরই আকর্ষণ না করি যারা বাইরের দিক থেকে আমাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, কিন্তু তাও যেন আকর্ষণ করি যা আমাদের অভ্যন্তরেই বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে, যাতে করে মাংসের যা কাম্য তা আত্মার বিরোধী না হয়, ও আত্মারও যা কাম্য তা যেন মাংসের বিরোধী না হয়; বরং মাংসের বিচারবুদ্ধি ঐশবিধানে বশীভূত ক'রে ও আমাদের মানব-দ্বন্দ্বকে শান্তিপ্রিয় নবমানুষে ফিরিয়ে এনে আমরা যেন নিজেদের মধ্যে শান্তি ভোগ করি। কেননা যারা পরস্পর বিরোধী ছিল তাদের যে নতুন সুসম্পর্ক তাও শান্তি বলে অভিহিত করা চলে। সুতরাং, নিজেদের অন্তরে শান্তি পোষণ করার উদ্দেশ্যে আমরা যখন আমাদের নিজেদের স্বভাবের অভ্যন্তরীণ যুদ্ধে জয়ী হয়ে উঠি, তখন নিজেরাই শান্তি হয়ে উঠি ও খ্রিষ্টের এ নামটি নিজেদের মধ্যে সত্যিকারেই ব্যক্ত করি।

আর যখন একথা ভাবি যে, খ্রিষ্টই প্রকৃত আলো, এমন আলো যা সমস্ত মিথ্যা থেকে একেবারে দূরবর্তী, তখন উপলব্ধি করি যে আমাদের জীবনেরও তাঁর কিরণ দ্বারা আলোকিত হওয়া উচিত। সেই কিরণ হল তাঁর কাছ থেকে ছড়িয়ে পড়া সেই সকল গুণাবলি যা আমাদের আলোকিত করে *আমরা যেন অন্ধকারের কাজকর্ম পরিত্যাগ ক'রে দিনমানের মত উজ্জ্বলভাবে চলাফেরা করি* (রো ১৩:১২)। তবেই সবকিছু আলোতে সম্পাদন ক'রে আমরাও আলো হয়ে উঠি ও আমাদের নিজেদের কাজকর্ম দ্বারা অপরকে আলোকিত করি—ঠিক আলোরই যা বৈশিষ্ট্য।

আর যদি খ্রিষ্টকে পবিত্রীকরণ বলে ধারণা করতে ইচ্ছা করি, তবে অসৎ ও অপবিত্র সমস্ত কর্ম ও চিন্তা বিসর্জন দেওয়ায় আমরা নিজেদের প্রকৃতপক্ষে তাঁর এ নামের যোগ্যই বলে দেখাব, যেহেতু কথায় নয়, আমাদের নিজেদের জীবনাচরণেই পবিত্রীকরণের শক্তি ঘোষণা করি।

আমরা যখন শিখি যে মুক্তি হলেন সেই খ্রিষ্ট যিনি আমাদের মুক্ত করতে নিজেকেই মুক্তিমূল্য হিসাবে দান করলেন, তখন বুঝি যে তিনি প্রতিটি আত্মার মূল্য হয়ে মৃত্যু থেকে জীবনের উদ্দেশে নিজের জন্য আমাদের কিনে আমাদের অমরতা দান করলেন ও নিজের সম্পদ করে তুললেন। সুতরাং আমরা যখন মুক্তিসাধকের সম্পদ, তখন এসো,

প্রভুর অনুসরণ করি, যাতে করে আমাদের নিজেদের জন্য আর নয়, বরং যিনি আপন প্রাণের মূল্যে আমাদের কিনেছেন তাঁরই জন্য জীবনযাপন করতে পারি। বস্তুত আমরা আর নিজেদের প্রভু নই: প্রভুই আমাদের কিনেছেন, আর আমরা তাঁর কর্তৃত্বের অধীনে রয়েছি। অতএব এসো, তাঁরই ইচ্ছা আমাদের জীবন-নিয়ম বলে প্রতিষ্ঠা করি।

২২শে জুলাই

সাধ্বী মারীয়া মাগ্দালেনা

সুসমাচার পাঠ - যোহন ২০:১-২, ১১-১৮

সপ্তাহের প্রথম দিন সকালের দিকে, অন্ধকার থাকতেই মাগ্দালার মারীয়া যিশুর সমাধিগুহায় এলেন। তিনি দেখতে পেলেন, সমাধিগুহা থেকে পাথরখানা সরানো হয়েছে। তাই তিনি দৌড়ে গেলেন শিমোন পিতর আর সেই অন্য শিষ্যের কাছে যাঁকে যিশু ভালবাসতেন। তাঁদের তিনি বললেন, 'তারা প্রভুকে কবর থেকে নিয়ে গেছে, আর আমরা জানি না, তাঁকে কোথায় রেখেছে।'

মারীয়া সমাধিগুহার কাছে বাইরে দাঁড়িয়ে কাঁদছিলেন। কাঁদতে কাঁদতে তিনি নিচু হয়ে সমাধিগুহার ভিতরে তাকিয়ে দেখলেন; দেখতে পেলেন, যিশুর দেহ যেখানে শুইয়ে রাখা ছিল, সেখানে সাদা পোশাক-পরা দু'জন স্বর্গদূত বসে আছেন, একজন মাথার দিকে, আর একজন পায়ের দিকে।

তাঁরা তাঁকে বললেন, 'নারী, কেন কাঁদছ?' তিনি তাঁদের বললেন, 'কারণ ওরা আমার প্রভুকে তুলে নিয়ে গেছে, আর তাঁকে কোথায় রেখেছে জানি না।' একথা বলতে বলতে তিনি পিছনের দিকে ফিরলেন, আর দেখতে পেলেন, যিশু দাঁড়িয়ে আছেন, কিন্তু মারীয়া জানতেন না যে, উনিই যিশু। যিশু তাঁকে বললেন, 'নারী, কেন কাঁদছ? কাকে খুঁজছ?'

তাঁকে বাগানের মালী মনে করে মারীয়া বললেন, 'মহাশয়, আপনি যদি তাঁকে অন্য কোথাও নিয়ে গিয়ে থাকেন, তবে আমাকে বলুন তাঁকে কোথায় রেখেছেন, আর আমি তাঁকে নিয়ে যাব।' যিশু তাঁকে বললেন, 'মারীয়া!' ফিরে দাঁড়িয়ে তিনি তাঁকে হিব্রু ভাষায় বললেন, 'রাব্বুনি', যার অর্থ 'গুরুজী'।

যিশু তাঁকে বললেন, 'আমাকে আঁকড়ে ধরো না, কেননা আমি পিতার কাছে এখনও আরোহণ করিনি, বরং আমার ভাইদের গিয়ে বল, আমি তাঁর কাছে আরোহণ করছি যিনি আমার পিতা ও তোমাদের পিতা, আমার ঈশ্বর ও তোমাদের ঈশ্বর।'

মাগ্দালার মারীয়া শিষ্যদের কাছে গিয়ে সংবাদ দিলেন: 'আমি প্রভুকে দেখেছি!' এবং তাঁদের বললেন যে, তিনি তাঁকে এই সমস্ত কথা বলেছিলেন।

❖ দ্বাদশ শতাব্দীর অজানা লেখক-লিখিত ‘প্রভুর যন্ত্রণাভোগ ও পুনরুত্থান’ (১৫:৩৮)

আমি বাইরে তোমাকে দেখা দিচ্ছি

যাতে তোমাকে আবার তোমার অভ্যন্তরেই নিয়ে যেতে পারি,

তবেই তুমি যাঁকে বাইরে খোঁজ কর,

তাঁকে তোমার অভ্যন্তরেই খুঁজে পাবে।

তিনি দেখলেন, সাদা পোশাক পরা দু’জন স্বর্গদূত যিশুর দেহ যেখানে রাখা হয়েছিল, একজন তার মাথায়, অন্যজন পায়ের দিকে বসে আছেন। তাঁরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, নারী, কাঁদছ কেন? কাকে খুঁজছ? (যোহন ২০:১২-১৩)। হে পুণ্য স্বর্গদূত, তোমরা তো জানতে তিনি কেন কাঁদছিলেন ও কাকে খুঁজছিলেন; একথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তোমরা কেন তাঁকে আবার কাঁদিয়েছ? তবু অপ্রত্যাশিত সান্ত্বনার আনন্দ এগিয়ে আসছে বিধায় কান্না ও দুঃখ অঝোরে গড়িয়ে পড়ুক।

তিনি পিছন ফিরে দেখলেন, সেখানে যিশু নিজেই দাঁড়িয়ে আছেন; তিনি কিন্তু জানতেন না যে, তিনি যিশু (যোহন ২০:১৪)। আহা, ভালবাসার মনোরম ও সান্ত্বনাদায়ী দৃশ্য! তিনিই তো নিত্য অনুসন্ধান ও আকাঙ্ক্ষার বস্তু, তিনিই তো নিজেকে লুকিয়ে রাখেন, আবার আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি নিজেকে লুকিয়ে রাখেন মানুষ যেন অধিক ব্যগ্রতার সঙ্গে তাঁর অনুসন্ধান করে, আনন্দের সঙ্গে তাঁকে খুঁজে পেয়ে সে যেন তৎপরতার সঙ্গে তাঁকে আঁকড়ে ধরে, তাঁকে কখনও না ছাড়ে—যতক্ষণ না তিনি তাঁর প্রেমিকের কক্ষে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে সেখানে আপন আবাস প্রতিষ্ঠা করেন। এভাবে ঐশপ্রজ্ঞা পৃথিবীতে লীলা করে ও *মানবসন্তানদের মধ্যে থাকে পুলকিত প্রাণে* (প্রবচন ৮:৩১)।

নারী, কাঁদছ কেন? কাকে খুঁজছ? (যোহন ২০:১৫)। যাঁকে খুঁজছ, তুমি তাঁকে পেয়েই গেছ, অথচ তুমি কি তা জান না? সত্যকার ও সনাতন আনন্দ পেয়েই গেছ, অথচ কাঁদছ? যাঁকে বাইরে খুঁজছ, তুমি তাঁকে তোমার অভ্যন্তরেই পেয়েই গেছ। সত্যি তুমি সমাধির কাছে বাইরেই কাঁদছ; তোমার হৃদয়ই আমার সমাধি; এখানেই আমি মৃত নয়, চিরকালের মত জীবন্ত হয়ে বিশ্রাম করি।

তোমার হৃদয় আমার বাগান। ঠিকই ধরেছ, আমি বাগানের মালী। আমি, যিনি দ্বিতীয় আদম, সেই আমি আমার এদেন যত্ন ও রক্ষা করি: তোমার কান্না, তোমার ভক্তি,

তোমার আকাঙ্ক্ষা, এসব আমারই কাজ। তুমি তোমার অন্তরে আমাকে পেয়েই গেছ, অথচ তা জান না; এজন্যই আমাকে বাইরে খুঁজে বেড়াচ্ছ।

দেখ, এবার আমি বাইরে তোমাকে দেখা দিচ্ছি যাতে তোমাকে আবার তোমার অভ্যন্তরেই নিয়ে যেতে পারি, তবেই তুমি যাঁকে বাইরে খোঁজ কর, তাঁকে তোমার অভ্যন্তরেই খুঁজে পেতে পারবে।

মারীয়া (যোহন ২০:১৬), তোমার নামসূত্রে আমি তোমাকে জেনেছি; তুমি বিশ্বাসসূত্রে আমাকে জানতে শেখ: *রাব্বুনি! অর্থাৎ গুরুজী* (যোহন ২০:১৬)। মারীয়া যেন যিশুকে বলেন, তোমাকে খোঁজ করতে আমাকে শেখাও, তোমাকে স্পর্শ করতে ও তোমার দেহ তৈললেপন করতে আমাকে শেখাও।

আমাকে মানুষ হিসাবে *স্পর্শ করো না* (যোহন ২০:১৭); আগে যখন মরণশীল ছিলাম যেইভাবে আমাকে স্পর্শ করেছিলে ও তৈললেপন করেছিলে, সেভাবেও নয়। *আমি এখনও আমার পিতার কাছে আরোহণ করিনি* (যোহন ২০:১৭): তুমি এখনও সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করনি যে, আমি পিতার সমতুল্য, তাঁর সঙ্গে সনাতন ও তাঁর একই স্বরূপের অধিকারী। একথা বিশ্বাস কর, তবেই আমাকে স্পর্শ করবে। একটি মানুষকে দেখছ বিধায়ই তুমি বিশ্বাস করো না: যা দৃষ্টিগোচর, তা বিশ্বাসের বস্তু নয়। তুমি কিন্তু ঈশ্বরকে দেখতে পাও না; বিশ্বাস কর, তবেই তাঁকে দেখতে পাবে। বিশ্বাস করেই আমাকে স্পর্শ কর, যেইভাবে সেই নারী আমার পোশাকের প্রান্তদেশ স্পর্শ করেই সুস্থ হয়ে উঠেছিল।

কেন? কারণ সে বিশ্বাস নিয়েই আমাকে স্পর্শ করেছিল। তেমন হাত দিয়ে আমাকে স্পর্শ কর, তেমন চোখ দিয়ে আমাকে খোঁজ কর, তেমন পা দিয়ে আমার কাছে তৎপর হয়ে এসো, কেননা আমি তোমা থেকে তত দূরে নই।

কেননা আমি এমন ঈশ্বর যিনি কাছেই আসেন, আমি সেই বাণী যে বাণী তোমার তোমার নিকটবর্তী, যে বাণী রয়েছে তোমার মুখে ও তোমার হৃদয়ে। হৃদয় ছাড়া মানুষের কাছাকাছি কী আছে? যে কেউ আমাকে খোঁজ করে, সে সেইখানে, তার নিজের হৃদয়েতেই আমাকে খুঁজে পাবে। কেননা বাহ্যিক জিনিস কেবল আপাত দৃষ্টিতেই বাস্তব:

সেগুলোও আমার হাতের কাজ বটে, তবু নশ্বর ও ক্ষণস্থায়ী। আমি কিন্তু, যিনি সেগুলোর নির্মাতা, আমি নির্মল হৃদয়ের অন্তঃস্থলেই বাস করি।

২৫শে জুলাই

সাধু যাকোব, প্রেরিতদূত

সুসমাচার পাঠ - মথি ২০:২০-২৮

একদিন জেবেদের ছেলেদের মা নিজের ছেলে দু'টোকে সঙ্গে নিয়ে যিশুর কাছে এগিয়ে এলেন ও কিছু যাচনা করার জন্য তাঁর সামনে প্রণিপাত করলেন। তিনি তাঁকে বললেন, 'আপনি কি চান?' তিনি বললেন, 'আদেশ করুন, যেন আপনার রাজ্যে আমার এই দুই ছেলের একজন আপনার ডান পাশে, আর একজন বাঁ পাশে আসন পেতে পারে।' যিশু উত্তরে বললেন, 'তোমরা কি যাচনা করছ, তা বোঝ না; আমি যে পাত্রে পান করতে যাচ্ছি, সেই পাত্রে তোমরা কি পান করতে পার?' তাঁরা বললেন, 'পারি।' তিনি তাঁদের বললেন, 'তোমরা সত্যিই আমার পাত্রে পান করবে, কিন্তু কাউকে আমার ডান পাশে ও বাঁ পাশে আসন মঞ্জুর করার অধিকার আমার নেই; তেমন আসন বরং তাদেরই হবে, আমার পিতা যাদের জন্য তা প্রস্তুত করেছেন।'

একথা শুনে অন্য দশজন ওই দুই ভাইয়ের উপর ক্ষুব্ধ হলেন। কিন্তু যিশু তাঁদের কাছে ডেকে বললেন, 'তোমরা তো জান, বিজাতীয়দের শাসকেরা তাদের উপর প্রভুত্ব করে, এবং যারা বড়, তারাও তাদের উপর কর্তৃত্ব চালায়। তোমাদের মধ্যে তেমনটি হবে না; কিন্তু তোমাদের মধ্যে যে কেউ বড় হতে চায়, তাকে তোমাদের সেবক হতে হবে, আর তোমাদের মধ্যে যে কেউ প্রধান হতে চায়, তাকে হতে হবে তোমাদের দাস, ঠিক যেমনটি মানবপুত্র সেবা পেতে আসেননি, কিন্তু এসেছেন সেবা করতে, ও অনেকের মুক্তিমূল্য রূপে নিজের প্রাণ দিতে।'

❖ পুরোহিত মাননীয় সাধু বীডের উপদেশাবলি (উপদেশ ২:২১)

তোমরা কী আমার পাত্র থেকে পান করতে পারবে?

জেবেদের সেই দুই ছেলে যাকোব ও যোহন যিশুর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন: প্রভু, এমনটি করুন, যেন আপনার গৌরবে আমরা একজন আপনার ডান পাশে, আর

একজন বাঁ পাশে আসন পেতে পারি; যিশু তাঁদের বললেন, তোমরা কি যাচনা করছ, তা বোঝ না (মার্ক ১০:৩৫, ৩৭, ৩৮)।

তাঁরা যে কী জিজ্ঞাসা করছিলেন, তা জানতেন না, কেননা মনে করছিলেন, তাঁদের ভাবী পুরস্কার হিসাবে তাঁরা সহজেই এ আসন বা সেই আসন বেছে নিতে পারবেন। তাঁদের বরং প্রভুর কাছে এ অনুগ্রহ ভিক্ষা করা উচিত ছিল, তথা তাঁরা যেন দৃঢ়তার সঙ্গে তাঁদের প্রত্যাশার প্রত্যয়ে ও গৌরবে শেষ পর্যন্তই নিষ্ঠাবান থাকতে পারেন। তবেই তিনি নিজে তাঁদের সমস্ত শুভকর্মের প্রতিদানে এমন পুরস্কার দিতেন যা তাঁদের অচিন্তনীয় কল্পনার অতীত—এবিষয়েই তাঁদের নিশ্চিত জানা থাকা উচিত ছিল! যাঁরা ভক্তিপূর্ণ অন্তরে স্বর্গরাজ্যে প্রভুর পাশাপাশি আসন পাবার জন্য অনুরোধ করেছেন, তাঁদের এ সরল ভক্তি প্রশংসনীয় বটে, কিন্তু এর চেয়ে তাঁরই সদ্বিবেচনাপূর্ণ বিনম্রতা অধিক প্রশংসনীয়, যিনি নিজ দুর্বলতা বিষয়ে সচেতন হয়ে বলেছিলেন: *দুর্জনদের তাঁবুতে বাস করার চেয়ে আমি বরং দাঁড়াব পরমেশ্বরের দুয়ারপ্রান্তে* (সাম ৮৪:১১)।

তাঁরা যে কী চাচ্ছিলেন, নিজেরা তা জানতেন না, কেননা শুভকর্ম সাধন করার জন্য শক্তির চেয়ে তাঁরা প্রভুর কাছে উৎকৃষ্ট পুরস্কারের অন্বেষণ করছিলেন। কিন্তু তাঁদের স্বর্গীয় প্রভু তাঁদের কাছে স্পষ্টই দেখালেন, কী প্রথম চাওয়া উচিত, এবং এ প্রেক্ষিতে তিনি সেই পরিশ্রমের পথ তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিলেন যে পথ বেয়ে তাঁরা পুরস্কার পেতে পারবেন। তিনি তাঁদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন: *আমি যে পাত্রে পান করি, সেই পাত্রে তোমরা কি পান করতে পার?* (মার্ক ১০:৩৮)। নিজ পাত্র বলতে তিনি সেই তিক্ত যন্ত্রণা বোঝাচ্ছিলেন যা অবিশ্বাসীদের ক্রোধ প্রায়ই ধার্মিকদের মাথায় চাপিয়ে দেয়। যারা খ্রিষ্টের খাতিরে তা বিনম্রতা, ধৈর্য ও আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করে, তারা সকলেই স্বর্গে রাজত্ব করতে যোগ্য। সুতরাং, যেহেতু জেবেদের ছেলেরা তাঁর পাশে আসন নিতে ইচ্ছুক ছিলেন, সেজন্য তিনি তাঁদের আহ্বান করলেন তাঁরা যেন প্রথমে তাঁর যন্ত্রণাভোগের আদর্শ পালন করেন, এর পরেই, পরিশেষেই, তাঁরা আকাঙ্ক্ষিত সর্বোচ্চ আসন পেতে পারবেন। এ হল সেই জীবনের নিয়ম যা প্রেরিতদূত সকল বিশ্বাসীর জন্যই শেখান যখন বলেন: *আমাদের যখন তাঁর মৃত্যুর সাদৃশ্যে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত করা হয়েছে,*

তখন একথা নিশ্চিত যে, তাঁর পুনরুত্থানের সাদৃশ্যেও আমাদের তেমনি হবে (রো ৬:৫)।

তাঁরা তাঁকে উত্তর দিলেন: হ্যাঁ, পারি (মার্ক ১০:৩৯)। তাঁর পাত্র থেকে পান করার সাধ্য ঘোষণা করে তাঁরা সরলতার সঙ্গে প্রভুর প্রতি তাঁদের বর্তমান ভাব ও ভক্তি প্রকাশ করলেন বটে, তবু অল্প দিনের মধ্যেই তাঁরা স্পষ্টই দেখাবেন তাঁরা তখনও কতই না দুর্বল ছিলেন; কেননা যখন সেই সময় এসে উপস্থিত হল যে সময়ে প্রভুকে সেই পাত্র থেকে পান করতে হবে, তখন অন্য সকল শিষ্যের সঙ্গে *তাঁরাও তাঁকে ত্যাগ করে পালিয়ে গেলেন* (মার্ক ১৪:৫০)। কিন্তু তবু প্রভুর পাত্র থেকে পান করতে যে ভয়ে তাঁরা আক্রান্ত হয়েছিলেন, তা বেশিক্ষণ স্থায়ী হওয়ার কথা ছিল না; বাস্তবিকই যাঁরা প্রভুর যন্ত্রণাভোগের আগে পালিয়েছিলেন, তাঁরা তাঁর পুনরুত্থানের পরে ফিরে আসতে আরও দ্রুতগামী হলেন। তাঁর যন্ত্রণাভোগের ভয়ানক তীব্রতার সামনে তাঁরা বিচলিত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর পুনরুত্থানের উজ্জ্বল গৌরব তাঁদের সুস্থির করে তুলল; আর পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ লাভ করার পর তাঁরা প্রভুর পাত্র থেকে পান করার সেই সঙ্কল্প দৃঢ়তার সঙ্গে রক্ষা করলেন। তাঁরা নিশ্চয়ই তাঁর পাত্র থেকে পান করবেন বলে প্রভু যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা তিনি পূরণ করলেন, ও তাঁর খাতিরে যন্ত্রণা ভোগ করায় ও মৃত্যুবরণ করায় তাঁদের অপরাজেয় করলেন।

৬ই আগষ্ট

প্রভু যিশুর দিব্য রূপান্তর

ক বর্ষ - মথি ১৭:১-৯

একদিন পিতর, যাকোব ও তাঁর ভাই যোহনকে সঙ্গে করে যিশু নিজেদের মধ্যে একাকী হয়ে থাকবার জন্য একটা উঁচু পর্বতের উপরে তাঁদের নিয়ে গেলেন; এবং তাঁদের সাক্ষাতে রূপান্তরিত হলেন: তাঁর শ্রীমুখ সূর্যের মত দীপ্তিমান, ও তাঁর পোশাক আলোর মত নির্মল হয়ে উঠল। আর হঠাৎ মোশি ও এলিয় তাঁদের দেখা দিলেন, তাঁরা তাঁর সঙ্গে কথা বলছিলেন।

তখন পিতর যিশুকে বললেন, 'প্রভু, এখানে আমাদের থাকা উত্তম; আপনি ইচ্ছা করলে আমি এখানে তিনটে কুটির তৈরি করব, আপনার জন্য একটা, মোশির জন্য একটা ও এলিয়ের জন্য একটা।' তিনি কথা বলছেন, এমন সময়ে দেখ, একটি উজ্জ্বল মেঘ নিজ ছায়ায় তাঁদের ঘিরে রাখল, আর হঠাৎ সেই মেঘ থেকে এক কণ্ঠস্বর বলে উঠল: 'ইনি আমার প্রিয়তম পুত্র, এঁতে আমি প্রসন্ন; তাঁর কথা শোন।' একথা শুনে শিষ্যেরা উপুড় হয়ে পড়লেন ও ভীষণ ভয়ে অভিভূত হলেন। কিন্তু যিশু কাছে এসে তাঁদের এই বলে স্পর্শ করলেন, 'ওঠ, ভয় করো না।' তখন চোখ তুলে তাঁরা কেবল যিশুকেই ছাড়া আর কাউকে দেখতে পেলেন না। পর্বত থেকে নামবার সময়ে যিশু তাঁদের এই আদেশ দিয়ে বললেন, 'তোমরা এই দর্শনের কথা কাউকেই বলো না, যতদিন না মানবপুত্র মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেন।'

❖ বিশপ সাধু পিতর দ্য ক্লুয়ার উপদেশাবলি (পর্ব উপলক্ষে উপদেশ)

প্রভুর রূপান্তরে

দেহের ভাবী রূপান্তর আংশিকভাবে প্রকাশিত

আপন ঈশ্বরত্বের গৌরব অক্ষুণ্ন থাকলেও যিনি আমাদের মানবস্বরূপের দুর্বলতা বাস্তবেই বহন করছিলেন, তিনি আপন মরণশীল দেহে প্রকৃত অমরতার গৌরব দেখাতে পারলেন। আর পুনরুত্থানের পর তিনি যেমন নিজ গৌরবান্বিত দেহে ক্ষতস্থানের দাগ

দেখিয়েছিলেন, তেমনি সেই একই প্রভাবে কষ্ট-সাপেক্ষ দেহের মধ্যে পুনরুত্থানের গৌরব দেখাতে চাইলেন।

সুতরাং, যিনি আমাদের মরণশীল স্বরূপের দুর্বলতার মধ্যে সম্পূর্ণরূপে অমর, তিনি গৌরবান্বিত হচ্ছিলেন আর একইসময়ে কষ্টভোগের অধিকার রাখছিলেন। কিন্তু একথা যথার্থই উল্লেখযোগ্য যে, এই রূপান্তরে দেহের ভাবী গৌরব পূর্ণমাত্রায় নয়, সীমিত মাত্রায়ই প্রকাশ পেল, কেননা প্রভু নিজ বৈচিত্রময় গৌরব সম্পূর্ণরূপে নয়, কেবল আলোর দিক দিয়েই প্রকাশ করলেন।

তাঁর শ্রীমুখ সূর্যের মত দীপ্তিমান, ও তাঁর পোশাক আলোর মত নির্মল হয়ে উঠল (মথি ১৭:২)। তাতে তিনি নিজের মধ্যে সেই দীপ্তি দেখালেন যা একদিন ধার্মিকদের দান করার কথা; কেননা শাস্ত্রে বলে: *ধার্মিকেরা তাদের পিতার রাজ্যে সূর্যের মত দীপ্তিমান হয়ে উঠবে* (মথি ১৩:৪৩)। তেমনটি তখনই ঘটবে যখন খ্রিষ্ট *আমাদের হীনাবস্থার এই দেহটি রূপান্তরিত ক'রে তাঁর আপন গৌরবময় দেহের সমরূপ করবেন* (ফিলি ৩:২১)। সুসমাচার-রচয়িতা পার্থিব সূর্যের সঙ্গে ধর্মময়তার সূর্যের তুলনা করেন, কারণ সৃষ্টির নানা বস্তুর মধ্যে এমন বস্তু নেই যা সূর্যের চেয়ে সেই খ্রিষ্টের অধিক যথার্থ প্রতীক হতে পারে যিনি আপন গৌরবের প্রভায় জাগতিক সূর্য বা চাঁদের প্রভার চেয়ে ততখানি উজ্জ্বল, সৃষ্টির তুলনায় স্রষ্টা যতখানি ঊর্ধ্ব। সুতরাং যখন সূর্যের সঙ্গেই খ্রিষ্টের সিংহাসনের তুলনা করা হয়—যেমনটি পিতা নবীর মুখ দিয়ে বলেন: *আমার সামনে তাঁর সিংহাসন সূর্যের মত* (সাম ৮৯:৩৭)—তখন যিনি সিংহাসনে আসীন, সূর্যের চেয়ে তাঁর শ্রীমুখ আর কতই না উজ্জ্বল হবে! তিনিই সেই সূর্য যা বিষয়ে নবী বলেন: *সূর্য দিনের বেলায় আর তোমার আলো হবে না, চাঁদের জ্যোৎস্নাও তোমাকে আলোকিত করবে না; স্বয়ং প্রভুই হবেন তোমার চিরন্তন আলো* (ইশা ৬০:১৯)। হ্যাঁ, তাঁর আলো সমস্ত আলো ও সৌন্দর্যের ঊর্ধ্বে।

একই কথা আমরা পবিত্র আত্মা দ্বারা অনুপ্রাণিত সেই ইশাইয়ার পুস্তকেও পড়ি: *চন্দ্র মলিন হবে ও সূর্য লজ্জিত হবে, কারণ সিয়োন পর্বতে সেনাবাহিনীর স্বয়ং প্রভুই রাজা হবেন, ও তাঁর প্রবীণদের সামনে গৌরবমণ্ডিত হবেন* (ইশা ২৪:২৩)। খ্রিষ্টের পোশাক হল তাঁর সেই ভক্তরা যারা খ্রিষ্টকে পরিধান করে ও তাঁর দ্বারা পরিবৃত, যেমনটি

প্রেরিতদূত বলেন: *তোমাদের যাদের খ্রিষ্টের উদ্দেশে বাপ্তিস্ম হয়েছে, তোমরা স্বয়ং খ্রিষ্টকেই পরিধান করেছ* (গা ৩:২৭)। খ্রিষ্ট দ্বারা *নবজন্মদানকারী জলপ্রক্ষালনে* (তীত ৩:৫) ধৌত হয়ে তারা তুষারের চেয়েও শুভ্র হয়ে উঠবে, যেমনটি সামসঙ্গীত-রচয়িতাও বলেন: *আমাকে ধৌত কর, তবে আমি তুষারের চেয়ে শুভ্র হয়ে উঠব* (সাম ৫১:৯)।

খ বর্ষ - মার্ক ৯:২-১০

একদিন, কেবল পিতর, যাকোব ও যোহনকে সঙ্গে করে যিশু নিজেদের মধ্যে একাকী হয়ে থাকবার জন্য একটা উঁচু পর্বতের উপরে তাঁদের নিয়ে গেলেন; এবং তাঁদের সাক্ষাতে রূপান্তরিত হলেন: তাঁর পোশাক উজ্জ্বল ও অধিক নির্মল হয়ে উঠল, পৃথিবীতে কোন রজক তা এত নির্মল করতে পারে না। আর এলিয় ও মোশি তাঁদের দেখা দিলেন: তাঁরা যিশুর সঙ্গে কথা বলছিলেন। তখন পিতর যিশুকে বললেন, 'রাব্বি, এখানে আমাদের থাকা উত্তম; আসুন, তিনটে কুটির তৈরি করি, আপনার জন্য একটা, মোশির জন্য একটা ও এলিয়ের জন্য একটা।' কারণ কী বলতে হবে, তা তিনি ভেবে পাচ্ছিলেন না, যেহেতু তাঁরা ভয়ে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। তখন একটি মেঘ এসে নিজের ছায়ায় তাঁদের ঘিরে রাখল, আর সেই মেঘ থেকে এক কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল: 'ইনি আমার প্রিয়তম পুত্র; তাঁর কথা শোন।' পরে তাঁরা হঠাৎ চারদিকে তাকিয়ে তাঁদের সঙ্গে আর কাউকে দেখতে পেলেন না, কেবল যিশুকেই দেখলেন।

পর্বত থেকে নামবার সময়ে তিনি তাঁদের কড়া আদেশ দিলেন: তাঁরা যা দেখেছিলেন, তা যেন কাউকেই না বলেন, যতদিন না মানবপুত্র মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেন।

❖ দামাস্কের বিশপ সাধু জনের উপদেশাবলি (পর্ব উপলক্ষে উপদেশ ১৭-১৮)

যাঁর কাছে রয়েছে অনন্ত জীবনের বাণী,

তোমরা তাঁর কথা শোন

একটি উজ্জ্বল মেঘ নিজ ছায়ায় তাঁদের ঘিরে রাখল (মার্ক ৯:৭), ও তার মধ্যে মোশি ও এলিয়ের সঙ্গে ত্রাণকর্তা যিশুকে দেখে শিষ্যেরা ভীষণ ভয়ে অভিভূত হয়ে পড়লেন।

প্রাচীনকালে, যখন মোশি ঈশ্বরকে দেখেছিলেন, তখন সেই দিব্য অন্ধকারের অভিজ্ঞতা করেছিলেন যা বিধানের প্রতীকমূলক স্বরূপ ইঙ্গিত করছিল; কেননা যেমনটি পল লিখেছেন: *যা একদিন ঘটবার কথা, বিধানে তার কেবল একটা অংশ ছিল, বিধানে প্রকৃত বস্তু ছিল না।* অতীতকালে *ইস্রায়েল সন্তানেরা মোশির মুখের গৌরবের জন্য তাঁর মুখের দিকে চোখ নিবদ্ধ রাখতে পারছিল না* (২ করি ৩:৭), *আমরা সবাই কিন্তু অনাবৃত মুখে ঠিক যেন দর্পণেরই মত প্রভুর গৌরব প্রতিফলিত করতে করতে প্রভুর আত্মার প্রভাব অনুসারে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর গৌরবে তাঁর প্রতিমূর্তিতে রূপান্তরিত হয়ে থাকি* (২ করি ৩:১৮)। সুতরাং যে মেঘ শিষ্যদের আচ্ছাদিত করল, তা ভয়ঙ্কর অন্ধকারজনক মেঘ ছিল না, বরং আলোজনকই ছিল; কেননা যে রহস্য অতীত যুগে আবৃত ছিল, তা প্রকাশিত হল যাতে আমরা সনাতন ও চিরন্তন গৌরবের দর্শন পেতে পারি। বিধান ও নবীদের প্রতীক রূপে মোশি ও এলিয় ত্রাণকর্তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন, কারণ বিধান ও নবীরা যাঁর কথা ঘোষণা করেছিলেন, তিনি জীবনদাতা যিশুর ব্যক্তিত্বে উপস্থিত ছিলেন।

তখন সেই মেঘ থেকে একটা কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল: *ইনি আমার প্রিয় পুত্র, এঁতে আমি পরম প্রীত; তাঁর কথা শোন* (মার্ক ৯:৭)। পিতারই কণ্ঠস্বর পবিত্র আত্মার মেঘের মধ্য থেকে ধ্বনিত হল: *ইনি আমার প্রিয় পুত্র*। যিনি মানবীয় আকারে দৃষ্টিগোচর, যিনি কেবল গতকালই মানুষ হলেন, যিনি আমাদের মধ্যে নম্রভাবে জীবন যাপন করেন আর যাঁর শ্রীমুখ এখন উজ্জ্বল, তিনি হলেন সেই *আমি আছি* ঈশ্বর! *ইনি আমার প্রিয় পুত্র*, তথা একমাত্র ঈশ্বরের সেই সনাতন ও একমাত্র পুত্র যিনি আমা থেকে অনাদিকাল থেকে যুগ যুগ ধরে অবিরতভাবেই উদ্গত, যিনি আমার পরেই অস্তিত্ব পেয়েছেন এমন নয়, কিন্তু অনাদিকাল থেকেই আমা হতে উদ্গত, আমার সঙ্গে বিদ্যমান, আমার মধ্যে উপস্থিত।

পিতার মঙ্গল-ইচ্ছায়ই তাঁর একমাত্র-জাত পুত্র ও বাণী মাংসধারণ করলেন; পিতার মঙ্গল-ইচ্ছায়ই জগতের পরিত্রাণ তাঁর একমাত্র-জাত পুত্র দ্বারা সাধিত হল; পিতার মঙ্গল-ইচ্ছাই গোটা বিশ্বের পুনর্মিলন তাঁর একমাত্র-জাত পুত্রের মধ্যে সাধন করল। কেননা মানবজাতি এমন এক ক্ষুদ্র জগৎ যার মধ্যে দৃশ্য অদৃশ্য সমস্ত বস্তু সংযুক্ত, কারণ মানবজাতি দৃশ্য অদৃশ্য উভয় স্বরূপেরই অধিকারী, ফলত বিশ্বস্রষ্টা ও বিশ্বনিয়ন্তা সেই

প্রভু নিশ্চয়ই এতে প্রীত হলেন যে, ঈশ্বরত্ব ও মানবতা আর এর ফলে সমস্ত সৃষ্টিও তাঁর সেই একমাত্র-জাত ও সমস্বরূপময় পুত্রের মধ্যে মিলিত হবে *যেন ঈশ্বর সবই হন সবকিছুর মধ্যে* (১ করি ১৫:২৮)।

ইনি আমার পুত্র, ইনি আমার গৌরবের প্রভা, যিনি আমার নিজের স্বরূপের মুদ্রাঙ্কন বহন করেন, যাঁর দ্বারা আমি স্বর্গদূতদের সৃষ্টি করলাম, যাঁর দ্বারা আকাশের গগনতল অবিচল করা হল ও পৃথিবী দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হল। তিনি নিজ পরাক্রমী বাণী দ্বারা ও তাঁর মুখনিঃসৃত আত্মা দ্বারা তথা জীবনদায়ী ও পথদিশারী আত্মা দ্বারা বিশ্বকে সুস্থির করে রাখেন। *তোমরা তাঁর কথা শোন।* যে কেউ তাঁকে গ্রহণ করে, সে তাঁকেই গ্রহণ করে যিনি কঠোর প্রভুর অধিকারে নয়, স্নেহময় পিতার অধিকারেই তাঁকে প্রেরণ করলেন। মানুষ হিসাবে তিনি প্রেরিত, কিন্তু ঈশ্বর হিসাবে তিনি আমার মধ্যে বিরাজমান ও আমি তাঁর মধ্যে বিরাজমান। যে কেউ আমার একমাত্র-জাত পুত্রকে সম্মান করতে অস্বীকার করে, সে সেই আমাকেই সম্মান করতে অস্বীকার করে যিনি তাঁর পিতা হিসাবে তাঁকে প্রেরণ করেছি। *তোমরা তাঁর কথা শোন*, কারণ এঁরই কাছে রয়েছে অনন্ত জীবনের বাণী!

গ বর্ষ - লুক ৯:২৮-৩৬

একদিন পিতর, যাকোব ও যোহনকে সঙ্গে করে যিশু প্রার্থনা করতে পর্বতে গিয়ে উঠলেন। তিনি প্রার্থনা করছেন, এমন সময়ে তাঁর মুখের চেহারার অন্য রূপ হল, ও তাঁর পোশাক অধিক নির্মল-উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আর দেখ, দু'জন পুরুষ তাঁর সঙ্গে কথা বলছিলেন—তাঁরা ছিলেন মোশি ও এলিয়। গৌরবে আবির্ভূত হয়ে তাঁরা তাঁর সেই প্রস্থানের বিষয়ে কথা বলছিলেন, যা তিনি যেরুশালেমে সমাধা করতে যাচ্ছিলেন। পিতর ও তাঁর সঙ্গীরা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু জেগে উঠে তাঁর গৌরব ও সেই দু'জনকে দেখলেন, যাঁরা তাঁর সঙ্গে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁরা তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছেন, সেসময়ে পিতর যিশুকে বললেন, 'গুরুদেব, এখানে আমাদের থাকা উত্তম; আসুন, তিনটে কুটির তৈরি করি, আপনার জন্য একটা, মোশির জন্য একটা ও এলিয়ের জন্য একটা।' তিনি কী বলছিলেন, তা তো জানতেন না; তিনি একথা বলছেন, সেসময়ে একটি মেঘ

এসে নিজ ছায়ায় তাঁদের ঘিরে রাখল, আর সেই মেঘের মধ্যে প্রবেশ করার সময়ে তাঁরা ভয় পেলেন। আর সেই মেঘ থেকে এক কণ্ঠস্বর বলে উঠল: 'ইনি আমার পুত্র, সেই মনোনীতজন; তাঁর কথা শোন।' এই কণ্ঠ ধ্বনিত হওয়ামাত্র দেখা গেল, যিশু একাই আছেন। তাঁরা নীরব রইলেন; এবং যা দেখেছিলেন, সেবিষয়ে তাঁরা তখন কাউকে কিছুই বললেন না।

❖ সাধু গ্রেগরি পালামাসের উপদেশাবলি (পর্ব উপলক্ষে উপদেশ ৩৪)

খ্রিষ্টের শ্রীমুখ ঈশ্বরত্বের আলোতেই উজ্জ্বল

কেবল পিতর, যাকোব ও যোহনকেই সঙ্গে করে ত্রাণকর্তা উঁচু এক পাহাড়ে তাঁদের নিয়ে গেলেন, আর সেখানে তাঁদের চোখের সামনে রূপান্তরিত হলেন। এবিষয়ে স্বর্ণমুখী ঐশবিদ্ প্রশ্ন রাখেন, *তিনি রূপান্তরিত হলেন* (মার্ক ৯:২) এর অর্থ কী? এর অর্থ হল, তাঁর মঙ্গল-ইচ্ছায়ই তিনি নিজ ঐশস্বরূপের একটি ক্ষুদ্র আভাস তাঁদের দেবেন। তিনি তাঁর নিজের মধ্যে নিবাসী ঈশ্বরকে তাঁদের দেখতে দিলেন।

সাধু লুক বলেন, তিনি প্রার্থনা করছেন এমন সময়ে তাঁর মুখের চেহারা রূপান্তরিত হল। মথি লেখেন যে, তাঁর মুখ সূর্যের মত উজ্জ্বল হয়ে উঠল; তবু তাঁর মুখ যে সূর্যের মত উজ্জ্বল হল একথা বলে তিনি এমনটি চাচ্ছিলেন না যে, আমরা সেই আলো ইন্দ্রিয়গোচর বস্তু বলে জ্ঞান করব, বরং এ শিক্ষা দিতে অভিপ্রেত ছিলেন যে, যারা ইন্দ্রিয়গোচর অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে জীবনযাপন করে ও যাদের দর্শন ইন্দ্রিয়শক্তি দ্বারা সীমিত, তাদের পক্ষে সূর্য যা, তা-ই খ্রিষ্ট আপন ঐশস্বরূপে তাদেরই কাছে হন, যারা পবিত্র আত্মা দ্বারা জীবনযাপন করে ও পবিত্র আত্মায় দেখে; তাছাড়া যারা ঈশ্বরের অনুরূপ, তাদের পক্ষে ঈশ্বরকে দেখবার জন্য অন্য আলো দরকার নেই, কেননা যারা অনন্ত জীবন ভোগ করে, ঈশ্বর ছাড়া তাদের আর কোন আলো নেই; সুতরাং, যখন তারা সর্বোত্তম আলোর অধিকারী, তখন কেনই বা অন্য আলো পেতে ইচ্ছা করবে?

প্রার্থনাকালেই তিনি প্রধান নবীদের সঙ্গে সেই আলোতে উজ্জ্বল হলেন ও তাঁর মনোনীত শিষ্যদের কাছে কেমন যেন অবর্ণনীয় প্রকারেই সেই অবর্ণনীয় আলো প্রকাশ করলেন, যাতে দেখাতে পারেন যে, সেই ধন্য দর্শন প্রার্থনারই ফল ছিল; আবার যেন আমাদের এ শিক্ষা দিতে পারেন যে, সদ্‌গুণ দ্বারা ও ঈশ্বরের সঙ্গে ধ্যানজনিত ঐক্য

দ্বারা ঈশ্বরের কাছে আকর্ষিত হওয়ার ফলেই সেই উজ্জ্বল আলো প্রকাশ পায়। তেমন অভিজ্ঞতা তাদের সকলেরই প্রাপ্য ও দর্শনীয়, যারা শুদ্ধ প্রার্থনা ও সদ্বিবেকসুলভ শুভকর্ম সাধন দ্বারা ঈশ্বর অভিমুখে অবিরত ধাবিত।

স্বর্ণমুখী সেই জন খ্রিসোস্তম বলেন যে, প্রকৃত সৌন্দর্য, তথা ধন্য ঈশ্বরত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য কেবল তাদেরই দ্বারা দৃশ্য, যাদের অন্তর শুদ্ধ হয়েছে। তেমন উজ্জ্বল সৌন্দর্যের দিকে তাকানোর ফলে তারা তার কিছুটা অংশ লাভ করে, কেমন যেন উজ্জ্বল কয়েকটা রশ্মি লাভ করে যা তাদের মুখে উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হয়। ঠিক এভাবেই মোশির মুখও তখন উজ্জ্বল হয়ে গেছিল যখন তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলছিলেন। তোমাদের কি মনে নেই, তোমরা সেই পর্বতে আরোহণ করলে ও প্রভুর গৌরবের দর্শন পেলে তিনি কেমন রূপান্তরিত হয়েছিলেন? তবু তাঁর রূপান্তর তাঁর নিজে থেকে নির্গত নয়, অন্য একজনেরই কাছ থেকে আগত ছিল; অপরদিকে আমাদের প্রভু যিশুখ্রিষ্ট স্বরূপ সূত্রেই তেমন প্রভার অধিকারী। ফলে নিজ দেহকে দিব্য আলোতে উজ্জ্বল করার জন্য তাঁর পক্ষে প্রার্থনা প্রয়োজন ছিলই না, তবু তিনি প্রার্থনা করলেন, যাতে দেখাতে পারেন পবিত্রজনেরা কোন্ উপায় অবলম্বন করে দিব্য প্রভা গ্রহণ করতে ও দর্শন করতে পারবেন। কেননা *ধার্মিকেরাও নিজেদের পিতার রাজ্যে সূর্যের মত দীপ্তিমান হয়ে উঠবে* (মথি ১৩:৪৩)। এবং এর ফলে, সম্পূর্ণভাবে আলো হয়ে উঠে তাঁরা দিব্য আলোর সন্তানরূপে খ্রিষ্টকে তাঁর অবর্ণনীয় ও ঐশ প্রভায় দেখতে পাবেন, সেই যে প্রভা তাঁর ঈশ্বরত্ব থেকে স্বভাবতই উদ্গত, কারণ তাঁর ব্যক্তিত্বের ঐক্য হেতু তাঁর দেহ ঈশ্বরত্বের অংশী—তাবর পর্বতে ঠিক যেভাবে প্রকাশ পেল। তেমন আলোই তাঁর শ্রীমুখ সূর্যের মত উজ্জ্বল করে তুলল।

১০ই আগষ্ট

সাধু লরেন্স, পরিসেবক ও সাক্ষ্যমর

সুসমাচার পাঠ - যোহন ১২:২৪-২৬

শেষভোজের সময়ে যিশু নিজ শিষ্যদের বললেন: ‘আমি তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি, গমের দানা যদি মাটিতে পড়ে মরে না যায়, তবে তা মাত্র একটাই হয়ে থাকে; কিন্তু যদি মরে যায়, তবে বহু ফল উৎপন্ন করে। নিজের প্রাণকে যে ভালবাসে, সে তা হারিয়ে ফেলে, আর এই জগতে নিজের প্রাণকে যে ঘৃণা করে, সে অনন্ত জীবনের উদ্দেশে তা রক্ষা করবে। কেউ যদি আমার সেবা করে, সে আমার অনুসরণ করুক, যেখানে আমি আছি, আমার সেবকও সেখানে থাকবে। কেউ যদি আমার সেবা করে, তবে আমার পিতা তাকে সম্মানিত করবেন।’

❖ (বিজোড় বর্ষ) - যোহন-রচিত সুসমাচারে আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা (৭ম-৮ম পুস্তক)

আমার অনুগামী হতে হলে

আমার মত দৃঢ়তা ও আস্থা দেখানো প্রয়োজন

গমের দানা যদি মাটিতে পড়ে মরে না যায়, তবে তা মাত্র একটাই হয়ে থাকে; কিন্তু যদি মরে যায়, তবে বহু ফল উৎপন্ন করে (যোহন ১২:২৪)।

একথা বলে প্রভুর অভিপ্রায় শুধু এ ছিল না যে, তিনি নিজের যন্ত্রণাভোগের কথা পূর্বঘোষণা করবেন কিংবা তাঁর ক্ষণ এবার উপস্থিত বলে প্রকাশ করবেন; তিনি বরং সেই কারণও দেখাচ্ছিলেন যা তাঁর কাছে যন্ত্রণাকে মধুর করছিল ও যার জন্য সেই যন্ত্রণার ফল খুবই উপযোগী হওয়ার কথা। নইলে তিনি যন্ত্রণাভোগ করতে সদিচ্ছাও দেখাতেন না, যেহেতু তাঁর ইচ্ছা না থাকলে তা ভোগ করতে তিনি বাধ্য ছিলেন না। হ্যাঁ, আমাদের প্রতি তাঁর চরম ভালবাসা ও অসীম যত্নের খাতিরেই তিনি এমন কোমলতা দেখালেন যার জন্য জঘন্য যত পীড়ন সহ্য করতেও ভয় করলেন না।

আর যেমন গমের দানা বোনা হলে বহু শিষ উৎপন্ন করা সত্ত্বেও তার কোন ঘাটতি পড়ে না, কিন্তু শিষের প্রতিটি দানায় নিজ শক্তি অক্ষুণ্ন রাখে, তেমনি প্রভুও মরলেন, ও পাতালের দ্বার খুলে দিয়ে মানুষদের আত্মা সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন (এফে ৪:৮ দ্রঃ), তবু একইসময়ে তিনি বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে ও নিজের ঐশঅস্তিত্বের মধ্য দিয়ে সকলের মধ্যে নিজ উপস্থিতি অক্ষুণ্ন রাখলেন। আর তিনি এমনটি করলেন যাতে তাঁর এই লাভ কেবল মৃতদের সংক্রান্ত নয়, জীবিতদেরও সংক্রান্ত লাভ হয়। কেননা খ্রিষ্টের যন্ত্রণাভোগের ফল হল সকলের জীবন—মৃত কি জীবিত সকলেরই জীবন: হ্যাঁ, তাঁর মৃত্যু হল জীবনের বীজ!

কেউ যদি আমার সেবা করে, সে আমার অনুসরণ করুক (যোহন ১২:২৬)। অর্থাৎ তিনি বলেন, আমি যখন তোমাদের মঙ্গলের জন্য মৃত্যুর হাতে নিজেকে সমর্পণ করলাম, তখন, দৈহিক মৃত্যু দ্বারা অনন্ত ও অবিনশ্বর জীবন লাভের উদ্দেশ্যে নিজেদের মঙ্গলের জন্য পার্থিব জীবন অবজ্ঞা না করা, এ কেমন করে তোমাদের সর্বোচ্চ অলসতার পরিচয় হবে না? কেননা যারা নানা যন্ত্রণা-নিপীড়ন ভোগ করে, তাদের দিকে তাকিয়ে এ মনে হচ্ছে যে, শাশ্বত মঙ্গলের উদ্দেশে জীবন রক্ষা করার জন্য যারা জীবন মৃত্যুর হাতে সঁপে দেয়, তারা জীবনকে ঘৃণা করে (লুক ১৪:২৬); যোহন ১২:২৫ দ্রঃ); এও মনে হচ্ছে যে, যারা অধ্যাত্ম সাধনা পালন করে, তারা জীবন ঘৃণা করে ও আমোদ-প্রমোদ দ্বারা নিজেদের পরাজিত হতে দেয় না।

সুতরাং, সকলের পরিত্রাণের জন্য খ্রিষ্ট যা করেছেন, তা এমন দৃঢ়তার আদর্শ ও দৃষ্টান্ত দেবার জন্যই করেছেন যাতে যে সকল মানুষ প্রত্যাশিত মঙ্গলের আশা দ্বারা চালিত, তারা যেন তেমন আদর্শের দিকে তাকিয়ে সদ্‌গুণ সাধনায় উৎসাহ লাভ করতে পারে। কেননা—তিনি বলেন—যারা আমার অনুসরণ করতে চায়, তাদের পক্ষে আমার দৃঢ়তা ও আস্থার মত দৃঢ়তা ও আস্থা দেখানো আবশ্যক: এতেই তারা জয়মালা লাভ করবে! আর *যেখানে আমি আছি, আমার সেবকও সেখানে থাকবে* (যোহন ১২:২৬)। আর গৌরবের দিকে যিনি আমাদের চালিত করেন তিনি যেমন গৌরব ও প্রমোদের মধ্য দিয়ে যাননি, কিন্তু অবমাননা ও পরিশ্রমেরই পথ চললেন, তেমনি আমরাও যদি সেই একই স্থানে পৌঁছতে ও দিব্য গৌরবের অংশীদার হতে ইচ্ছা করি, তবে দৃঢ় অন্তর দিয়ে

আমাদেরও ব্যবহার তাঁর ব্যবহারের মত হওয়া উচিত। কেননা আমাদের প্রভু যা সহ্য করলেন, সেই যন্ত্রণা ভোগ করতে সম্মত না হলে আমরা কেমন সম্মানের যোগ্য হতে পারব? বস্তুতপক্ষে তিনি যখন বলেন, *যেখানে আমি আছি, আমার সেবকও সেখানে থাকবে*, তখন একটি স্থানের দিকে নয়, সদ্‌গুণ সংক্রান্ত অবস্থার দিকেই সম্ভবত অঙ্গুলি নির্দেশ করেন। অর্থাৎ, যারা তাঁর অনুসরণ করে, তাদের উচিত, মানবস্বরূপের ঊর্ধ্বে তাঁর সেই ঐশঅধিকার ছাড়া তারা সেই সমস্ত বিষয়েই উৎকৃষ্টতা দেখাবে তিনি যে বিষয়ে উৎকৃষ্টতা দেখালেন; কেননা মানুষ সব বিষয়েই ঈশ্বরকে অনুকরণ করতে পারবে এমন কথা সম্ভব নয়, কিন্তু সেই বিষয়েই তাঁকে অনুকরণ করবে, যে বিষয়ে মানবস্বরূপ উৎকৃষ্টতা দেখাতে পারে: অতএব, সাগর প্রশমিত করা ও এপ্রকার অলৌকিক কাজে নয়, কিন্তু হৃদয়ের বিনম্রতা, কোমলতা, দুর্নাম সহ্য করা ইত্যাদি বিষয়েই প্রভুকে অনুকরণ সাধিত।

❖ *বিকল্প* (জোড় বর্ষ) - যোহন-রচিত সুসমাচারে বিশপ সাধু আগস্তিনের ব্যাখ্যা (৫১শ বিভাগ ১২-১৩)

খ্রিষ্টসেবার অর্থ

যখন খ্রিষ্টসেবার প্রতিদানে এত মহান পুরস্কার দান করা হয়, তখন খ্রিষ্টসেবার অর্থ সম্বন্ধে প্রশ্ন রাখা একান্ত প্রয়োজন; কেননা খ্রিষ্ট যখন বললেন, *কেউ যদি আমার সেবা করে, সে আমার অনুসরণ করুক* (যোহন ১২:২৬), তখন আমাদের একথা বোঝাতে চাচ্ছিলেন যে, কেউ যদি আমার অনুসরণ না করে, সে আমার সেবাও করে না। সুতরাং, যারা নিজেদের স্বার্থ নয়, খ্রিষ্টেরই স্বার্থের অন্বেষণ করে তারাই খ্রিষ্টের সেবা করে। 'সে আমার অনুসরণ করুক' বাণীর অর্থ এরূপ: সে নিজের পথে নয়, আমারই সমস্ত পথে চলুক, যেমনটি অন্য একটি পদে লেখা আছে: *যে বলে সে তাঁর মধ্যে বসবাস করছে, তাকেও সেইভাবে চলতে হয়, তিনি নিজে যেভাবে চললেন* (১ যোহন ২:৬)। অতএব, একজন যখন ক্ষুধিতের জন্য রুটি ভাগ করে দেয়, সে আত্মপ্রশংসার জন্য নয়, দয়ায় উদ্দীপিত হয়েই তা করবে; তেমন কাজে সে শুভকর্ম ছাড়া যেন অন্য কিছুর অন্বেষণ না করে, তার ডান হাত যা করে, তার বাঁ হাত যেন তা না জানে, যাতে তার শুভকর্ম

অনুচিত মনোভাবের দরুন বিকৃত না হয়। যে কেউ এভাবেই সেবা করে, সে-ই খ্রিষ্টের সেবা করে, ও খ্রিষ্ট সঙ্গতভাবেই তাকে বলেন: *আমার এই ক্ষুদ্রতম ভাইদের একজনেরও প্রতি যা কিছু করেছ, তা আমারই প্রতি করেছ* (মথি ২৫:৪০)। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সে-ই খ্রিষ্টের প্রকৃত সেবক, খ্রিষ্টের জন্য যে দৈহিক দয়াধর্ম শুধু নয়, অন্য সমস্ত শুভকর্মও সাধন করে, বিশেষভাবে সে যদি সর্বোচ্চ ভালবাসার কাজ তথা ভাইদের জন্য প্রাণোৎসর্গ সাধন করতে পারে, কেননা ভাইদের জন্য প্রাণোৎসর্গ মানে খ্রিষ্টের জন্যই প্রাণোৎসর্গ। আর তিনি আপন অঙ্গগুলোকে উদ্দেশ করে এ কথাও বলবেন: *তাদের প্রতি যা কিছু করেছ, তা আমারই প্রতি করেছ;* কেননা তিনি নিজেকে তেমন কাজেরই সেবক করলেন ও সেবক বলে অভিহিত হতে প্রসন্ন হলেন: তিনি বললেন, *ঠিক যেমনটি মানবপুত্র সেবা পেতে আসেননি, কিন্তু এসেছেন সেবা করতে, ও অনেকের মুক্তিমূল্য রূপে নিজের প্রাণ দিতে* (মথি ২০:২৮)। একথা থেকে অনুমান করতে পারি যে, যে কাজের মধ্য দিয়ে খ্রিষ্ট নিজেকে সেবক করলেন, তারই মধ্য দিয়ে মানুষ খ্রিষ্টের সেবক হতে পারে। খ্রিষ্টের তেমন সেবা যে করে, সে পিতা দ্বারা এমন সম্মানে গৌরবান্বিত হবে যে, তাঁর পুত্রের সঙ্গে তাকেও চিরন্তন সুখে গ্রহণ করা হবে।

তাই ভাইবোনেরা, তোমরা যখন শোন যে প্রভু একথা বলেন: *যেখানে আমি আছি, আমার সেবকও সেখানে থাকবে* (যোহন ১২:২৬), তখন কেবল উত্তম বিশপ বা যাজকদের কথা চিন্তা করো না। তোমাদের অবস্থা-পরিস্থিতি অনুসারে তোমরাও তো সৎজীবন যাপনে, অর্থদানে, তাঁর নাম ও শিক্ষা যত মানুষের কাছে জ্ঞাত করায় খ্রিষ্টের সেবা কর। পিতা হয়েও তোমরা এক একজন একথা জেনে রাখ যে, ঠিক এ নামের জোরেই তাকে তার আপন পরিবারকে পিতৃস্নেহে ভালবাসতে হবে। খ্রিষ্ট ও অনন্ত জীবনের খাতিরে তার উচিত, তার পরিবারের সকলকে চেতনা, সদুপদেশ, সংস্কার ও উৎসাহ দান করা—পিতৃ অধিকারের সঙ্গে পিতৃস্নেহ মিশ্রিত ক'রে। তাতে সে নিজের পরিবারের মধ্যে পুরোহিত ভূমিকা—এমনকি আমি প্রায় বলতাম বিশপ ভূমিকাই পালন করবে: সে খ্রিষ্টের সেবা করবে যাতে একদিন তাঁর সঙ্গে চিরকালের মত থাকতে পারে। কেননা সাক্ষ্যমরণের মত সর্বোচ্চ প্রাণোৎসর্গ এমন অনেকেরই দ্বারা সম্পন্ন হল যারা ঠিক তোমাদের মত ছিল: বিশপ বা পুরোহিত না হয়েও কিন্তু বালক-বালিকা, যুবা-

বৃদ্ধ, স্বামী-স্ত্রী, পিতা-মাতা হয়ে তারা তাঁর বিষয়ে সাক্ষ্য দেবার জন্য প্রাণোৎসর্গ পর্যন্তই খ্রিষ্টের সেবা করল, এবং পিতা উজ্জ্বল জয়মালায় তাদের ভূষিত করলেন।

১৫ই আগষ্ট

ধন্যা কুমারী মারীয়ার স্বর্গোন্নয়ন

সুসমাচার পাঠ - লুক ১:৩৯-৫৬

সেসময়ে মারীয়া সঙ্গে সঙ্গে রওনা হয়ে পার্বত্য অঞ্চলে যুদার একটা শহরের দিকে যত শীঘ্রই যাত্রা করলেন। জাখারিয়ার বাড়িতে প্রবেশ করে এলিশাবেথকে অভিবাদন জানালেন। তখন এমনটি ঘটল যে, এলিশাবেথ মারীয়ার অভিবাদন শোনামাত্র তাঁর গর্ভে শিশুটি লাফিয়ে উঠল; এলিশাবেথ পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হলেন ও উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন, 'নারীকুলে তুমি ধন্যা, এবং ধন্য তোমার গর্ভফল। আমি কে যে আমার প্রভুর মা আমার কাছে আসবে? দেখ, তোমার অভিবাদন আমার কানে ধ্বনিত হওয়ামাত্র শিশুটি আমার গর্ভে আনন্দে লাফিয়ে উঠল; আহা, সুখী সেই জন যে বিশ্বাস করেছে! কারণ প্রভু দ্বারা তাকে যা বলা হয়েছে, তা সিদ্ধিলাভ করবে।' তখন মারীয়া বললেন:

'প্রভুর মহিমাকীর্তন করে আমার প্রাণ,
আমার ত্রাতা ঈশ্বরে আমার আত্মা করে উল্লাস,
কারণ তাঁর দাসীর নিম্নাবস্থার দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন তিনি,
কেননা দেখ, এখন থেকে যুগে যুগে সকলে আমাকে সুখী বলবে;
কারণ আমার জন্য মহা মহা কাজ করেছেন সেই শক্তিমান—পবিত্রই তাঁর নাম;
আর যারা তাঁকে ভয় করে,
তাদের প্রতি তাঁর দয়া যুগযুগস্থায়ী।
তিনি পরাক্রম সাধন করেছেন আপন বাহুবলে,
গর্বিতদের বিক্ষিপ্ত করেছেন তাদের হৃদয়ের মতলবে;
ক্ষমতাশালীদের নামিয়ে দিয়েছেন সিংহাসন থেকে,
নিম্নাবস্থার মানুষকে করেছেন উন্নীত;
ক্ষুধার্তদের পরিতৃপ্ত করেছেন মঙ্গলদানে,
ধনীদের ফিরিয়ে দিয়েছেন শূন্য হাতে।
আপন দয়া স্মরণ ক'রে
তাঁর দাস ইস্রায়েলের সহায়তা করেছেন তিনি,

যেমনটি বলেছিলেন আমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে,
আব্রাহাম ও তাঁর বংশের কাছে, চিরকাল।'
মারীয়া তাঁর সঙ্গে প্রায় তিন মাস থাকলেন, পরে বাড়ি ফিরে গেলেন।

❖ (বিজোড় বর্ষ) - নিকোলাস কাবাসিলাসের উপদেশাবলি (ঈশ্বরজননীর নিদ্রাগমন ১২-১৩_

পুত্রের সঙ্গিনী সেই ঈশ্বরজননী

এ আবশ্যক ছিল যে, আমাদের পরিত্রাণ সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ে কুমারী পুত্রের সঙ্গিনী হবেন। আর তাঁকে রক্তমাংস দান ক'রে তিনি যেমন প্রতিদানস্বরূপে তাঁর উপকারগুলোর সহভাগিনী হলেন, তেমনি তাঁর দুঃখ ও তাঁর সকল যন্ত্রণারও অংশী হলেন। পুত্র ক্রুশে চালিত হলেন ও তাঁর হৃদয় বর্শার আঘাতে বিদ্ধ হল; জননীর হৃদয় খড়্গের আঘাতে বিদ্ধ হল, যেমনটি শিমেয়োন ভাববাণী দিয়েছিলেন।

তাতে তিনিই যেমন প্রথম ত্রাণকর্তার মৃত্যুর সদৃশ মৃত্যুতে তাঁর সমরূপ হলেন, তেমনি তিনিই সকলের মধ্যে প্রথম হয়ে তাঁর পুনরুত্থানের সহভাগিনী হলেন। কেননা যিনি পাতালের শক্তি নিঃশেষ করে দিয়েছিলেন, সেই পুনরুত্থিত পুত্রের দর্শন ও সম্ভাষণের শুভ অভিজ্ঞতা লাভ করলে পর তিনি, খ্রিষ্ট স্বর্গে আরোহণ না করা পর্যন্ত তাঁর সাধ্যমত তাঁর পাশে পাশে থাকলেন। আর ত্রাণকর্তার স্বর্গারোহণের পর তিনিই প্রেরিতদূতদের ও অন্য শিষ্যদের মধ্যে তাঁর স্থান দখল করার জন্য যোগ্য বলে পরিগণিতা হলেন, তাতে মানুষের কাছে তাঁর তত উপকারের সঙ্গে এ উপকারও যোগ করলেন, তথা খ্রিষ্টের যা বাকি ছিল তিনিই তা পূরণ করবেন—আর তেমন কাজ তিনিই সকলের চেয়ে উত্তমরূপে সাধন করলেন।

প্রকৃতপক্ষে জননীর চেয়ে কেইবা এসব কিছুর যোগ্য ছিল? তবু এও দরকার ছিল যে, সেই পরমপবিত্র আত্মা তেমন পরমপবিত্র দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হবে। আর আসলে তাঁর আত্মা দেহকে ত্যাগ করে পুত্রের আত্মার সঙ্গে মিলিত—অসৃষ্ট আলোর সঙ্গে সৃষ্ট আলোর পবিত্র সংযোগ! তাঁর দেহ পৃথিবীতে বেশিক্ষণ থাকল না, তাও স্বর্গে গমন করল; কেননা এ প্রয়োজন ছিল যে, তাঁর দেহও সেই সমস্ত পথ পেরিয়ে যাবে, যে পথ

ত্রাণকর্তা পেরিয়ে গেছিলেন, তাঁর দেহও জীবিত ও মৃত সকলেরই চোখের সামনে উজ্জ্বল আলোতে উদ্ভাসিত হবে, তাঁর দেহও সবদিক দিয়ে প্রকৃতি পবিত্রিত করবে যাতে তার যোগ্য স্থান পেতে পারে। এজন্য তাঁর দেহ সমাধিতে শায়িত হল বটে, কিন্তু এরপরে স্বর্গই এ নতুন মর্তকে, এ আধ্যাত্মিক দেহকে, আমাদের জীবনের এ ধনকে, স্বর্গদূতদের দেহের চেয়েও গৌরবময় ও মহাদূতদের দেহের চেয়েও পবিত্রময় দেহকে গ্রহণ করল। তাতে রাজার কাছে সিংহাসন, জীবনবৃক্ষের কাছে পরমদেশ, আলোর কাছে জগৎ, ফলের কাছে গাছ, মাতার কাছে পুত্রকে ফিরিয়ে দেওয়া হল। কেননা তাঁকে জন্ম দিয়েছিলেন বিধায় এ সমস্ত কিছু পাওয়া তাঁর শোভা পেত।

হে ধন্যা, কেমন ভাষণ তোমার পবিত্রতার কথা তুলে ধরতে পারে ও সেই সমস্ত উপকার প্রচার করতে পারে যা তুমি ত্রাণকর্তার কাছ থেকে পেয়েছ ও যা তুমি নিজেও গোটা মানবজাতিকে দিয়েছ? কেউই নেই—সাধু পলের কথা অনুসারে যদিও একজন *মানুষের ও স্বর্গদূতের ভাষায় কথা বলতে পারত* (১ করি ১৩:১)। আমি মনে করি, এও ধার্মিকদের জন্য গচ্ছিত সেই শাশ্বত সুখের অংশ, তথা তোমার সমস্ত অধিকার জানা ও যোগ্যরূপে বর্ণনা করা, কারণ তা এমন *যা কারও চোখ কখনও দেখেনি, কারও কান কখনও শোনেনি* (১ করি ২:৯ দ্রঃ); আরও, মহামান্য যোহনের বাণী অনুসারে, তা এমন যা জগৎ উপলব্ধি করতেও পারে না।

তোমার আশ্চর্য কর্মকীর্তি কেবল সেই রঙ্গভূমিতেই উজ্জ্বলতা পায়, যে রঙ্গভূমি হল সেই নতুন আকাশ ও নতুন পৃথিবী যেখানে সেই ধর্মময়তার সূর্যই উজ্জ্বল যিনি অন্ধকারের অগ্রেও নন, তার পিছনেও নন। তোমার এ সমস্ত কর্মকীর্তির প্রচারক স্বয়ং ত্রাণকর্তা, আর স্বর্গদূতেরা করতালি দেন।

❖ *বিকল্প (জোড় বর্ষ)* - মঠাধ্যক্ষ সাধু বার্নার্ডের উপদেশাবলি (পর্ব উপলক্ষে উপদেশ ১)

স্বর্গোন্নিতার গুণকীর্তন

আজ গৌরবময়ী কুমারী স্বর্গে আরোহণ করেছেন—এতে তিনি স্বর্গের বাসিন্দাদের আনন্দ-মাত্রা নিশ্চয়ই পূরণ করেছেন! অথচ মনে হচ্ছে, আমাদের পক্ষে করতালি

দেওয়ার চেয়ে শোক প্রকাশ করাই উচিত, কেননা যখন স্বর্গ মারীয়ার উপস্থিতি নিয়ে আনন্দ করে, তখন কী এ উচিত নয় যে, আমাদের এ নিম্নলোক তাঁর অনুপস্থিতির জন্য শোক প্রকাশ করবে? যাই হোক, এসো, আমাদের শোক শেষ করে দিই, একথা ভেবে যে, এ নিম্নলোকে আমাদের স্থায়ী কোন নগরী নেই: আমরা বরং সেই নগরীর অন্বেষায় আছি যেখানে মারীয়া আজ গমন করেছেন। আমরা যখন স্বর্গের নাগরিক বলে তালিকাভুক্ত, তখন আমাদের পক্ষে এ নিশ্চয়ই সমীচীন যে, আমরা আমাদের প্রবাসী অবস্থায় তাঁর কথা স্মরণ করব ও তাঁর আনন্দের অংশী হব—হ্যাঁ, এই বাবিলনের নদনদীর জলস্রোতের ধারেও তা করা সমীচীন! আমাদের রানী আমাদের আগে আগে গমন করেছেন, আর স্বর্গে তাঁর প্রবেশ এত গৌরবময় হয়েছে যে, তাঁর দাস এই আমরা আস্থার সঙ্গে আমাদের রানীর অনুসরণ করতে করতে চিৎকার করে বলি: *তোমার পিছনে আমাদের আকর্ষণ কর, আর তোমার পবিত্রতার সুবাসে আকর্ষিত হয়ে আমরা তোমার কাছে ছুটে আসব* (পরমগীত ১:৪)। আমাদের এ প্রবাসের দেশে আমরা আমাদের আগে আগে আমাদের পক্ষসমর্থনকারিণীকে প্রেরণ করেছি; তিনি তো আমাদের বিচারকর্তার জননী ও দয়ার মাতা বলে আমাদের পরিত্রাণ সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারের দিকে বিনম্রতা ও কার্যকারিতার সঙ্গে লক্ষ রাখবেন।

আজ পৃথিবী স্বর্গে এমন অমূল্য এক উপহার প্রেরণ করেছে যে, ধন্য বন্ধুত্ব-বন্ধনের এ আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে মানবতা ঈশ্বরত্বের সঙ্গে, পৃথিবী স্বর্গের সঙ্গে, ও নিম্নলোক ঊর্ধ্বলোকের সঙ্গে মিলিত হল। পৃথিবীর একটা উৎকৃষ্ট ফল সেই স্বর্গে গমন করেছে যেখান থেকে উত্তম উপহার ও নিখুঁত দান নেমে আসে। ধন্যা কুমারী ঊর্ধ্বে আরোহণ করেছেন, ফলে তিনিও যথেষ্ট উপকার আমাদের উপর বর্ষণ করবেন। করবেন না কেন? নিশ্চয় তা করার ক্ষমতা তাঁর আছে, ইচ্ছাও আছে: তিনি তো স্বর্গের রানী, তিনি দয়াময়ী, তিনি ঈশ্বরের অদ্বিতীয় পুত্রের জননী! অন্য সব কথার চেয়ে এ কথাই তাঁর ক্ষমতা ও ভালবাসার উজ্জ্বল প্রমাণ—অবশ্যই আমরা যদি অবিশ্বাস না করি যে, ঈশ্বরপুত্র আপন জননীকে সম্মান করেন, বা সন্দেহ না করি যে, যিনি স্বয়ং ভালবাসা, যিনি ঈশ্বর থেকে জাত ঈশ্বর ও মারীয়ার গর্ভে নয় মাস বিশ্রাম করলেন, তিনি জননীর হৃদয়ে ভালবাসার সাড়া জাগিয়েছেন।

আমরা তাঁর গৌরবারোপণ থেকে যথেষ্ট উপকার পাব বটে, কিন্তু তবু একথা বাদেও আমরা যদি তাঁকে ভালবাসি, তবে আমরা এতেই আনন্দ করব যে, তিনি আজ তাঁর পুত্রের কাছে গমন করছেন। আমরা সমস্ত অন্তর দিয়েই তাঁর আনন্দের শুভাকাঙ্ক্ষী হব—অবশ্যই, ঈশ্বর না করুন, আমরা যদি তাঁরই প্রতি অকৃতজ্ঞ না হতে চাই যিনি আমাদের জন্য অনুগ্রহের পথ বের করেছেন। যাঁকে তিনি জগৎ-গ্রামে তাঁর আগমনকালে প্রথম গ্রহণ করেছিলেন, সেই প্রভু আজ পবিত্র নগরীতেই তাঁকে গ্রহণ করেন; তোমরা কিন্তু কি কল্পনা করতে পার তাঁর আনন্দ ও তাঁর গৌরব এবার কতই না তুলনার অতীত? পৃথিবীতে মারীয়ার পক্ষে ঈশ্বরপুত্রকে গ্রহণ করার মত তাঁর নিজের কুমারী-গর্ভ-মন্দিরের চেয়ে পবিত্রতম স্থান ছিল না। স্বর্গেও তাঁর পুত্র আজ যে রাজাসনে তাঁকে উন্নীতা করেছেন, সেই রাজাসনের চেয়ে তাঁর পক্ষে যোগ্যতম স্থান নেই।

মারীয়ার গর্ভে খ্রিস্টের উদ্ভব কেমন ঘটেছে, বা মারীয়া কেমন করে স্বর্গে গমন করেছেন এ বিষয় কেইবা বর্ণনা করতে পারে? পৃথিবীতে মারীয়া অনুগ্রহের দিক থেকে যেমন সকলের চেয়ে অনুগ্রহপূর্ণ, তেমনি স্বর্গেও তাঁর গৌরব অনন্য। যারা ঈশ্বরকে ভালবাসে, তাদের জন্য তিনি যা প্রস্তুত করেছেন, তা যখন কোন চোখ দেখেনি, কোন কান শোনেনি, কারও হৃদয়েও তা যখন প্রবেশ করেনি, তখন কেইবা বলতে পারবে, তিনি সেই নারীর জন্য কী না প্রস্তুত করেছেন যিনি তাঁকে জন্ম দিয়েছেন ও সকলের চেয়ে বেশি ভালবেসেছেন? হ্যাঁ, মারীয়া সত্যিই ধন্যা, বহুরূপেই ধন্যা—ত্রাণকর্তাকে গ্রহণ করেছেন এজন্য তিনি ধন্যা, ত্রাণকর্তা তাঁকে গ্রহণ করেছেন এজন্যও তিনি ধন্যা।

২৪শে আগষ্ট

সাধু বার্থলমেয়, প্রেরিতদূত

সুসমাচার পাঠ - যোহন ১:৪৫-৫১

ফিলিপ নাথানায়েলের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন; তাঁকে বললেন, 'মোশি বিধান-পুস্তকে যাঁর কথা লিখেছিলেন, নবীরাও যাঁর কথা লিখেছিলেন, আমরা তাঁর সন্ধান পেয়েছি: তিনি যোসেফের ছেলে নাজারেথের সেই যিশু।' নাথানায়েল তাঁকে বললেন, 'নাজারেথ থেকে! সেখান থেকে ভাল কিছু কি আসতে পারে?' ফিলিপ তাঁকে বললেন, 'এসো, দেখে যাও।'

নাথানায়েলকে তাঁর দিকে আসতে দেখে যিশু তাঁর সম্বন্ধে বললেন, 'ওই দেখ, একজন প্রকৃত ইস্রায়েলীয়, যার মধ্যে ছলনা নেই।' নাথানায়েল তাঁকে বললেন, 'আপনি কী করে আমাকে চেনেন?' উত্তরে যিশু তাঁকে বললেন, 'ফিলিপ তোমাকে ডাকবার আগে, তুমি যখন সেই ডুমুরগাছের তলায় ছিলে, আমি তোমাকে দেখলাম।' নাথানায়েল উত্তর দিলেন, 'রাব্বি, আপনি ঈশ্বরের পুত্র, আপনি ইস্রায়েলের রাজা।' যিশু এই বলে তাঁকে উত্তর দিলেন, 'সেই ডুমুরগাছের তলায় তোমাকে দেখেছি, একথা বলেছি বিধায় তুমি কি বিশ্বাস কর? এর চেয়ে অনেক বড় কিছু দেখতে পাবে!' তিনি বলে চললেন, 'আমি তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি, তোমরা দেখতে পাবে, স্বর্গলোক উন্মুক্ত, এবং ঈশ্বরের দূতেরা মানবপুত্রের উপরে উঠে যাচ্ছেন ও নেমে আসছেন।'

❖ যোহন-রচিত সুসমাচারে বিশপ বিশপ সাধু জন খ্রিসোস্তমের উপদেশাবলি (উপদেশ ২০)

যিশুকে খুঁজে পেয়েছি, ধন খুঁজে পেয়েছি

ফিলিপ নাথানায়েলের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন; তাঁকে বললেন, মোশি বিধান-পুস্তকে যাঁর কথা লিখেছিলেন, নবীরাও যাঁর কথা লিখেছিলেন, আমরা তাঁর সন্ধান পেয়েছি: তিনি যোসেফের ছেলে নাজারেথের সেই যিশু (যোহন ১:৪৫)। তিনি এভাবেই কথা বললেন, অর্থাৎ মোশি ও নবীদের অধিকারের উপর নির্ভর করেই কথা বললেন,

যাতে তাঁর ঘোষণা বিশ্বাসযোগ্য বলে প্রতীয়মান হতে পারে ও শ্রোতাকে জয় করতে পারে। নাথানায়েল কিন্তু ছিলেন সদ্বিবেচক ও সুচিন্তিত ব্যক্তি, সবসময় চেতনাশীল ও সত্যবাদী, যেমনটি খ্রিষ্টও স্বীকার করলেন ও ঘটনাটাও প্রমাণ করল। সুতরাং নাথানায়েল যেন যিশুকে মোশি ও নবীদের ঘোষিত ব্যক্তি বলে গ্রহণ করেন ফিলিপ তাঁর মন মোশি ও নবীদের দিকে আকর্ষণ করায় জ্ঞানবান ব্যক্তির পরিচয় দিলেন।

কিন্তু, হে ফিলিপ, তুমি কেমন করে নিশ্চিত হতে পার, তাঁরা ঠিক এ যিশুরই কথা বলেছেন? আমাদের কী প্রমাণ দেবে? কেবল বললে তো যথেষ্ট নয়। কেমন চিহ্ন আমাদের দেখাতে পার? কোন্ অলৌকিক কাজ? তেমন ব্যাপারে ভাসা ভাসা বিশ্বাস রাখা বিপজ্জনক! তাই কোন্ প্রমাণ আমাদের দেবে? আন্দ্রিয় যে উত্তর দিয়েছেন, তা-ই—এ হল তাঁর উত্তর। বাস্তবিকই আন্দ্রিয় যে ঐশ্বর্য পেয়েছিলেন তার কোন প্রমাণ দিতে পারেননি, ভাষায়ও ধনের বর্ণনা দিতে পারেননি, ফলে তিনি আপন ভাইকে যিশুর কাছে নিয়ে গেছিলেন। আর ফিলিপ ঠিক তাই করলেন। তিনি কেমন করে জানতে পেরেছিলেন যে যিশুই ছিলেন নবীদের পূর্বপ্রচারিত খ্রিষ্ট, তেমন ব্যাখ্যা না দিয়ে তিনি বরং নাথানায়েলকে যিশুর কাছে নিয়ে গেলেন এ আস্থা রেখে যে, একবার যিশুর মুখে বাণী শুনলে নাথানায়েল তাঁকে আর কখনও ছাড়বেন না।

তবে নাথানায়েলের প্রতিক্রিয়া কীরূপ হল? যিশুর পূর্বজ্ঞান বিষয়ে অনস্বীকার্য প্রমাণ পাওয়া মাত্রই তিনি আপন বিশ্বাস-স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করলেন। তাঁর আগেকার বিলম্বে তাঁর সদ্বিবেচনাই প্রকাশ পেয়েছিল; তাঁর বর্তমান নিশ্চয়তায় তাঁর সরলতাই প্রমাণিত। তিনি উত্তরে বলেন: *রাব্বি, আপনি ঈশ্বরের পুত্র, আপনি ইস্রায়েলের রাজা* (যোহন ১:৪৯)। লক্ষ কর তাঁর অন্তর হঠাৎ কেমন আনন্দে পূর্ণ হয়, আর তাঁর কথা যিশুর প্রতি তাঁর আসক্তি কেমন দেখায়! তিনি তো বলেন, আপনি সেই ব্যক্তি আমরা যাঁর প্রতীক্ষায় ও যাঁর প্রত্যাশায় ছিলাম। তুমি কি দেখতে পাচ্ছ তাঁর বিমূঢ়তা ও তাঁর বিস্ময়, আর স্ফূর্তির আতিশয্যে কেমন আনন্দে ফেটে পড়েন? আমরা, যাদের কাছে ঈশ্বরপুত্রের কথা জানানো হয়েছে, আমাদেরও তেমন আনন্দে মেতে ওঠা উচিত! কেবল হৃদয়ের মধ্যেই আমাদের আনন্দ করা উচিত নয়, আমাদের জীবনাচরণেও আমাদের আনন্দ প্রকাশ করার কথা! নিজেদের আচরণে তেমন আনন্দ কেমন প্রকাশ করব? আমরা যাঁর সন্ধান

পেয়েছি, তাঁর প্রতি বাধ্যতা স্বীকার করায়, কেননা তাঁর উপর বিশ্বাস রাখা মানে তাঁর ইচ্ছা পালন করা।

লোকে যখন ঘরে প্রিয় বন্ধুকে গ্রহণ করে, তখন কি স্পষ্টই প্রকাশ পায় না যে সবকিছুই তাদের আনন্দের বিষয়? তারা কি এদিক ওদিক ছুটে যায় না? বন্ধুকে খুশি করার জন্য তারা কি যথাসাধ্য চেষ্টা করে না, যদিও তাদের সর্বস্বও ব্যয় করতে হয়? দেখ, খ্রিষ্টই আমাদের অতিথি; তাই এসো, তাঁকে দেখাই যে আমরা সত্যিই আনন্দিত ও তাঁকে দুঃখ দেওয়ার মত কিছুই করি না। আমাদের আনন্দের প্রমাণস্বরূপ এসো, যে গৃহে তিনি পা দিয়েছেন সেই গৃহ অলঙ্কৃত করি; আমাদের স্ফূর্তি ব্যক্ত করার জন্য এসো, তাঁর সামনে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় খাদ্য পরিবেশন করি। এ খাদ্য কী? তিনি নিজেই উত্তর দেন: *যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করা ও তাঁর কাজ সম্পন্ন করাই আমার খাদ্য* (যোহন ৪:৩৪)। তিনি ক্ষুধার্ত হলে, এসো, আমরা তাঁকে সেই খাদ্য দান করি, আর তিনি পিপাসিত হলে, তাঁকে পানীয় দান করি। তুমি এক বিন্দু ঠাণ্ডা জল দিলেও তিনি খুশি হবেন কারণ তোমাকে ভালবাসেন। প্রেমিকের উপহার যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন, বন্ধুর চোখে তা মূল্যবান!

৩রা সেপ্টেম্বর

মহাপ্রাণ গ্রেগরি, পোপ ও আচার্য

সুসমাচার পাঠ - যোহন ২১:১৫-১৭

পুনরুত্থিত হওয়ার পর, তিবেরিয়াস সাগরের তীরে, যিশু শিমোন পিতরকে বললেন, 'যোহনের ছেলে শিমোন, এদের চেয়ে তুমি আমাকে কি বেশি ভালবাস?' তিনি তাঁকে বললেন, 'হ্যাঁ, প্রভু, আপনি জানেন যে, আমি আপনাকে ভালবাসি।' যিশু তাঁকে বললেন, 'আমার মেষশাবকদের যত্ন নাও।'

দ্বিতীয়বার তিনি পুনরায় তাঁকে বললেন, 'যোহনের ছেলে শিমোন, তুমি কি আমাকে ভালবাস?' তিনি তাঁকে বললেন, 'হ্যাঁ, প্রভু, আপনি জানেন যে, আমি আপনাকে ভালবাসি।' তিনি তাঁকে বললেন, 'আমার মেষগুলি পালন কর।' তৃতীয়বার তিনি তাঁকে বললেন, 'যোহনের ছেলে শিমোন, তুমি কি আমাকে ভালবাস?' যিশু যে তৃতীয়বার 'তুমি কি আমাকে ভালবাস?' এই কথা তাঁকে বলেছিলেন, তাতে পিতর দুঃখ পেলেন; তাঁকে বললেন, 'প্রভু, আপনি সবই জানেন; আপনি জানেন যে, আমি আপনাকে ভালবাসি।' যিশু তাঁকে বললেন, 'আমার মেষগুলির যত্ন নাও।'

❖ পুরোহিত মাননীয় সাধু বীডের উপদেশাবলি (উপদেশ ২২)

মণ্ডলীর ঐক্য ঘোষণা করার জন্যই

পিতরকে প্রাধান্য আরোপ করা হয়

পবিত্র সুসমাচারের এ পদ সিদ্ধ ভালবাসাকে উৎকৃষ্ট সদ্‌গুণ বলে উপস্থাপন করে। সিদ্ধ ভালবাসা সেই আদেশেই প্রকৃতপক্ষে নিরূপিত, যা অনুসারে প্রভুকে সমস্ত হৃদয় দিয়ে, সমস্ত প্রাণ দিয়ে ও সমস্ত শক্তি দিয়ে ভালবাসতে ও প্রতিবেশীকে নিজেরই মত ভালবাসতে আদেশ করা হয়। এ ভালবাসা দু'টোর একটাও সিদ্ধ ভালবাসা হতে পারে না, যদি দু'টোর একটাও না থাকে, কেননা প্রতিবেশীকে ভাল না বাসলে ঈশ্বরকেও প্রকৃতভাবে ভালবাসা যায় না, আবার ঈশ্বরকে ভাল না বাসলে প্রতিবেশীকে ভালবাসা

যায় না। সুতরাং, যখন প্রভু পিতরকে বারবার জিজ্ঞাসা করলেন তিনি তাঁকে ভালবাসেন কিনা ও পিতর তাঁকে উত্তরে বললেন যে, তিনি তো জানতেন তিনি তাঁকে ভালবাসেন, তখন পিতরের এক একটা উত্তরের পরে প্রভু উপসংহারস্বরূপ বলে চললেন, *আমার মেষগুলিকে পালন কর* (যোহন ২১:১৬), কিংবা *আমার মেষশাবকদের যত্ন নাও* (যোহন ২১:১৫) ; তিনি ঠিক যেন স্পষ্টই বলছেন যে, ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ ভালবাসার একমাত্র ও প্রকৃত প্রমাণ হল ভাইদের প্রতি তৎপর ও অবিশ্রান্ত যত্ন।

পিতরের কাছে ভালবাসার প্রশ্ন তিনবার রাখায় প্রভুর প্রজ্ঞাময় মঙ্গলময়তা প্রকাশ পায়, কেননা সেই তিনবার উচ্চারিত স্বীকারোক্তি দ্বারা পিতর সেই বেড়ি ছিন্ন করতে পারেন যা তিনবার উচ্চারিত অস্বীকারোক্তির সময়ে তাঁকে আবদ্ধ করেছিল। অর্থাৎ, প্রভুর যন্ত্রণাভোগ জনিত ভয়ে পিতর যতবার তাঁকে জানেন বলে অস্বীকার করেছিলেন, প্রভুর পুনরুত্থানে উদ্দীপিত হয়ে তিনি ততবার তাঁকে সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালবাসেন বলে ঘোষণা করেন। প্রজ্ঞাময় সঙ্কল্পক্রমে, যে পিতর প্রভুর কাছে নিজ ভালবাসা তিনবার ঘোষণা করেন, প্রভুও সেই পিতরকে আপন মেষগুলোকে পালন করতে তিনবার আদেশ করেন; কেননা এ সমীচীন ছিল যে, পালকের প্রতি বিশ্বস্ততা ক্ষেত্রে পিতর যতবার টলমল হয়েছিলেন, তাঁকে ততবার আদেশ করা হয় তিনি যেন নবীন বিশ্বস্ততার সঙ্গে পালকের অঙ্গগুলোকেও যত্ন করেন।

আমার মেষগুলিকে পালন কর, পিতরকে একথা বলায় প্রভু তাঁকে আবার সেই একই কথা শোনাচ্ছেন যা যন্ত্রণাভোগের আগে তাঁকে অধিক স্পষ্টতর ভাবে বলেছিলেন: *আমি তোমার জন্য মিনতি করেছি, যেন তোমার বিশ্বাস লোপ না পায়; এবং তুমিও যখন আবার ফিরবে, তখন যেন তোমার ভাইদের সুস্থির কর* (লুক ২২:৩২)। অতএব, খ্রিষ্টের মেষগুলোকে পালন করাই মানে খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের সুস্থির করা যেন তাদের বিশ্বাস লোপ না পায়; আরও, তার মানে হল পরিশ্রম করা যেন খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা সেই বিশ্বাসে উত্তরোত্তর অগ্রসর হয়।

আমার মেষগুলিকে পালন কর, এই যে কথা পিতরকে বলা হয়েছে, তা সকল প্রেরিতদূতকেও বলা হয়েছে, কারণ পিতর যা ছিলেন, প্রেরিতদূতেরাও তা ছিলেন; তবু পিতরকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে যাতে মণ্ডলীর ঐক্য দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষিত হয়।

সকলেই পালক, কিন্তু একটিমাত্র মেষপালকে উপস্থাপন করা হয়, এমন মেষপাল যা সেসময় সকল প্রেরিতদূত একমত হয়েই শাসন করছিলেন, ও পরবর্তীকালে তাঁদের সেই উত্তরসূরীদের দ্বারা একনিষ্ঠার সঙ্গে শাসন করা হল যাঁদের মধ্যে অনেকে মৃত্যু দ্বারা ও সকলেই জীবন দ্বারা স্রষ্টাকে গৌরবান্বিত করলেন। এমনকি, মণ্ডলীর সেই মহা জ্যোতিষ্ক সকলেই শুধু নয়, মনোনীতদের বাকি ভিড়ও জীবনে বা মরণে এক একজন নিজ নিজ কালে ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করেছেন। ভ্রাতৃগণ, আমাদের এ বর্তমানকালে আমাদেরও উচিত তাঁদের পদক্ষেপ অনুসরণ করা: তার মানে, সৎমানুষদের আদর্শ অনুসারেই নিজেদের জীবনাচরণ গঠন করব ও পুণ্যজীবন ধারণের সঙ্কল্প নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত তাতে নিষ্ঠাবান থাকব, যেন পুণ্যজীবন যাপনের প্রচেষ্টায় তাঁদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁদের জয়মালারও অধিকারী হবার যোগ্য হতে পারি।

আমরা তা-ই করব যদি এ পুণ্য পাঠের আমন্ত্রণ-বাণী শুনে আমাদের মুক্তিসাধককে যথোচিত ভক্তিতে আঁকড়ে ধরি ও প্রতিবেশীর পরিত্রাণের বিষয়ে ভ্রাতৃসুলভ যত্ন সহকারে সজাগ থাকি—তাঁরই সহায়তায় যিনি তেমনটি করতে আমাদের আদেশ করেন ও নিজের দিক থেকে আমাদের কাজকর্মের উপযুক্ত মজুরি দেবেন বলে প্রতিশ্রুত হন, আমাদের প্রভু সেই যিশুখ্রিষ্ট যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে পিতা ঈশ্বরের সঙ্গে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে। আমেন।

৮ই সেপ্টেম্বর

ধন্যা কুমারী মারীয়ার জন্মতিথি

সুসমাচার পাঠ - মথি ১:১-১৬, ১৮-২৩

যিশুখ্রিষ্টের বংশাবলি-পুস্তক, যিনি দাউদসন্তান, আব্রাহামসন্তান।

আব্রাহাম ইসহাকের পিতা, ইসহাক যাকোবের পিতা, যাকোব যুদা ও তাঁর ভাইদের পিতা, যুদা পেরেস ও জেরাহ্‌র পিতা, যাঁদের মাতা তামার, পেরেস হেস্রোনের পিতা, হেস্রোন আরামের পিতা, আরাম আম্মিনাদাবের পিতা, আম্মিনাদাব নাহ্‌শোনের পিতা, নাহ্‌শোন সাল্‌মোনের পিতা, সাল্‌মোন বোয়াজের পিতা, যাঁর মাতা রাহাব, বোয়াজ ওবেদের পিতা, যাঁর মাতা রুথ, ওবেদ যেসের পিতা, যেসে দাউদ রাজার পিতা।

দাউদ শলোমনের পিতা, যাঁর মাতা উরিয়ার আগেকার স্ত্রী, শলোমন রেহোবোয়ামের পিতা, রেহোবোয়াম আবিয়ার পিতা, আবিয়া আসার পিতা, আসা যোশাফাতের পিতা, যোশাফাৎ যোরামের পিতা, যোরাম উজ্জিয়ার পিতা, উজ্জিয়া যোথামের পিতা, যোথাম আহাজের পিতা, আহাজ হেজেকিয়ার পিতা, হেজেকিয়া মানাশের পিতা, মানাশে আমোনের পিতা, আমোন যোশিয়ার পিতা, যোশিয়া যেকোনিয়া ও তাঁর ভাইদের পিতা। সেসময়ে বাবিলনে নির্বাসন ঘটে।

বাবিলনে নির্বাসনের পরে: যেকোনিয়া শেয়াল্তিয়েলের পিতা, শেয়াল্তিয়েল জেরুব্বাবেলের পিতা, জেরুব্বাবেল আবিয়ুদের পিতা, আবিয়ুদ এলিয়াকিমের পিতা, এলিয়াকিম আজোরের পিতা, আজোর সাদোকের পিতা, সাদোক আখিমের পিতা, আখিম এলিয়ুদের পিতা, এলিয়ুদ এলেয়াজারের পিতা, এলেয়াজার মাথানের পিতা, মাথান যাকোবের পিতা, যাকোব মারীয়ার স্বামী যোসেফের পিতা। এই মারীয়া থেকেই খ্রিষ্ট বলে অভিহিত যিশুর জন্ম হয়।

যিশুখ্রিষ্টের জন্ম এভাবে হয়: তাঁর মা মারীয়া যোসেফের প্রতি বাগ্‌দত্তা হলে তাঁরা একসঙ্গে থাকার আগে দেখা গেল, তিনি গর্ভবতী—পবিত্র আত্মার প্রভাবে। তাঁর স্বামী যোসেফ যেহেতু ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন, আবার তাঁকে প্রকাশ্যে নিন্দার পাত্র করতে অনিচ্ছুক ছিলেন বিধায় তাঁকে গোপনেই ত্যাগ করার সঙ্কল্প নিলেন। তিনি এ সমস্ত ভাবছেন, এমন সময় দেখ, প্রভুর দূত স্বপ্নে তাঁকে দেখা

দিয়ে বললেন, ‘দাউদসন্তান যোসেফ, তোমার স্ত্রী মারীয়াকে গ্রহণ করে নিতে ভয় করো না, কেননা তার গর্ভে যা জন্মেছে, তা পবিত্র আত্মার প্রভাবেই হয়েছে; সে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে আর তুমি তাঁর নাম যিশু রাখবে, কারণ তিনিই নিজ জনগণকে তাদের পাপ থেকে ত্রাণ করবেন।’ এই সমস্ত ঘটল যেন নবীর মধ্য দিয়ে উচ্চারিত প্রভুর এই বচন পূর্ণ হয়:

দেখ, কুমারীটি গর্ভবতী হয়ে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে,
আর লোকে তাঁকে ইম্মানুয়েল বলে ডাকবে,
নামটির অর্থ হল, আমাদের-সঙ্গে-ঈশ্বর।

❖ ভিল্লানোভার বিশপ সাধু টমাসের উপদেশাবলি (পর্ব উপলক্ষে উপদেশ ২:৭-৯)

আজ স্বর্গমর্তের আনন্দের দিন

স্বর্গলোকে আজ কেমন আনন্দ, কেমন সুখ! যেসে-বংশের মূলকাণ্ডের যে অঙ্কুরকে এত দিন আগে কুলপতিদের মধ্যে রোপণ করা হয়েছিল, সেই অঙ্কুর আজ অঙ্কুরিত হয়ে বেড়ে উঠতে লাগল, ও এমন ফল ফলিত হবে যে ফলের জগৎকে নিরাময় করার কথা; ফল এমন, যার সুবাস মৃতদের পুনরুজ্জীবিত করে, যার স্বাদ পীড়িতদের সুস্থ করে তোলে, যার কান্তি স্বর্গদূতদের পুলকিত করে; ফলটি একাধারে শুভ্র ও রক্তলাল—*তা দেখবার জন্য স্বর্গদূতেরা আকাঙ্ক্ষিত।*

পিতা আদম, আনন্দ কর; মাতা হবা, আদমের চেয়ে তুমিই আনন্দে মেতে ওঠ। তোমরা যাঁরা ছিলে সকলের জন্মদানকারী আবার হলে সকলের ধ্বংসনকারী, এমনকি, জন্মদানকারী হওয়ার আগেও হয়েছিলে ধ্বংসনকারী; তাই তোমরা উভয়ই তোমাদের এ কন্যাকে নিয়ে সান্ত্বনা পাও—তোমাদের কন্যা, আহা, কেমন কন্যা! আদম, তুমি কী বলেছিলে? *যাকে তুমি আমাকে দিয়েছ, সেই নারীই আমাকে সেই গাছের ফল দিয়েছে, আর আমি তা খেয়েছি* (আদি ৩:১২)। আজ কিন্তু এক নারীর স্থানে তোমাকে অন্য নারীকে দেওয়া হচ্ছে, নির্বোধ এক নারীর জায়গায় বুদ্ধিমতী এক নারীকে, গর্বিতা এক নারীর পরিবর্তে বিনম্র এক নারীকে দেওয়া হচ্ছে; এমন নারী যিনি মরণবৃক্ষের নয় জীবনবৃক্ষেরই স্বাদ তোমাকে দেন, ও বিষাক্ত খাদ্যের তিক্ততার স্থানে শাশ্বত ফলের মাধুর্যই উৎপন্ন করেন।

হে চমৎকার কুমারী, তুমি সমস্ত মর্যাদার পরমযোগ্যা! হে নারী, কেবল তুমিই শ্রদ্ধার পাত্রী, সকল নারীর ঊর্ধ্বে প্রশংসনীয়া, আমাদের আদি পিতামাতার আরোগ্যদানকারিণী ও তোমার বংশধরদের জীবনদাত্রী! এসো, তেমন পুণ্য অঙ্কুরের রক্ষা গ্রহণ করে বলে উঠি: হে আমাদের সাহায্যকারিণী, আমাদের রানী, আমাদের পুলক: তোমার সদয় নয়নে আমাদের প্রতি কর দৃষ্টিপাত; এই নির্বাসনের পর তোমার গর্ভের ধন্য ফল সেই যিশুকে দেখাও মোদের!

অনেক দিন ধরে আমি চিন্তামগ্ন হয়ে দিশেহারার মত একথা বুঝতে চেষ্টা করে আসছি, কেনই বা সুসমাচার-রচয়িতা বাপ্তিস্মদাতা যোহন ও প্রেরিতদূতদের প্রসঙ্গে দীর্ঘ বর্ণনা দেন, কিন্তু জীবনাচরণ ও মর্যাদার দিক থেকে যিনি তাঁদের সকলের চেয়ে উৎকৃষ্টা, সেই কুমারী মারীয়ার প্রসঙ্গে কেবল স্বল্প কথাই বলেন। তেমন ব্যাপার উপলব্ধির চেষ্টায় দিশেহারা হয়ে আমি কেবল এ কথাই ভাবতে পারি যে, পবিত্র আত্মা তেমন ব্যবস্থায় প্রীত ছিলেন; পবিত্র আত্মার সঙ্কল্পক্রমেই সুসমাচার-রচয়িতা নীরব থাকলেন, কারণ—সামসঙ্গীতে যেভাবে পড়া যায়—কুমারীর গৌরব সম্পূর্ণরূপে অভ্যন্তরীণ হওয়ায় বর্ণনার চেয়ে ধ্যানেরই উপযুক্ত বিষয়। তাঁর জীবনের সর্বপ্রধান ঘটনা তথা তাঁর গর্ভে যিশুর জন্মই তাঁর সম্পূর্ণ ইতিহাস বর্ণনা করার জন্য যথেষ্ট; এর চেয়ে তোমরা আর কী জানতে চাও? কুমারী সম্বন্ধে আর কী অনুসন্ধান করবে? তোমাদের পক্ষে এ যথেষ্ট যে, তিনি ঈশ্বরজননী। জিজ্ঞাসা করি: এর চেয়ে কোন্ সৌন্দর্য, কোন্ সদ্‌গুণ, কোন্ সিদ্ধতা, কোন্ অনুগ্রহ, কোন্ গৌরব ঈশ্বরজননীর যোগ্যতর ভূষণ হতে পারে?

সুতরাং, তিনি সম্পূর্ণরূপেই সিদ্ধতা-প্রাপ্ত হওয়ায় তাঁর আংশিক বর্ণনা দেওয়া সমীচীন ছিল না, পাছে তুমি মনে কর যে, বর্ণনায় যা উল্লিখিত নয়, মারীয়া তা থেকে বঞ্চিতা। আমরা যখন বলতে পারি, তিনি ঈশ্বরজননী, তখন, ঈশ্বরের কথা বাদে, আর কারও বেলায় এর চেয়ে বড় কথা বলতে পারি না। কুমারী মারীয়া নিজেই নিজের গৌরবে বিস্মিতা, নিজের উন্নয়ন তিনি নিজেও উপলব্ধি করতে অক্ষম; বাস্তবিকই স্রষ্টার জননী পদে উন্নীতা হওয়ায় তিনি ন্যায়সঙ্গতভাবে সমস্ত সৃষ্টির রানী হয়ে উঠলেন।

সত্যিই, মারীয়া, তোমার জন্য মহা মহা কাজ করেছেন সর্বশক্তিমান; সত্যিই, তিনি তোমাকে আপন জননী করায় যুগে যুগে সকলেই তোমাকে সুখী বলবে।

১৪ই সেপ্টেম্বর

পবিত্র ক্রুশ উত্তোলন

সুসমাচার পাঠ - যোহন ৩:১৩-১৭

একদিন যিশু নিকোদেমকে বললেন: ‘আর স্বর্গে কেউই গিয়ে ওঠেনি, সেই একজন ছাড়া যিনি স্বর্গ থেকে নেমে এসেছেন—তিনি মানবপুত্র। এবং মোশি যেমন মরুপ্রান্তরে সেই সাপ উত্তোলন করেছিলেন, মানবপুত্রকেও তেমনি উত্তোলিত হতে হবে, যে কেউ বিশ্বাস করে, সে যেন তাঁর মধ্যে অনন্ত জীবন পেতে পারে। কেননা ঈশ্বর জগৎকে এতই ভালবেসেছেন যে, তাঁর একমাত্র জনিত পুত্রকে দান করেছেন, তাঁর প্রতি যে কেউ বিশ্বাস রাখে, তার যেন বিনাশ না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পেতে পারে। কেননা ঈশ্বর জগৎকে বিচার করার জন্য তাঁর পুত্রকে জগতে প্রেরণ করেননি, কিন্তু এজন্য, জগৎ যেন তাঁর দ্বারা পরিত্রাণ পেতে পারে।’

❖ যোহন-রচিত সুসমাচারে বিশপ সাধু আগস্তিনের ব্যাখ্যা (১২শ বিভাগ ৮, ১০-১১)

পাপ থেকে নিরাময় পাবার জন্য

এসো, ক্রুশবিদ্ধ খ্রিষ্টের দিকে চেয়ে দেখি

স্বর্গে কেউই গিয়ে ওঠেনি, সেই একজন ছাড়া যিনি স্বর্গে রয়েছেন—তিনি মানবপুত্র (যোহন ৩:১৩ ভুলগাতা)। সুতরাং, খ্রিষ্ট এ পৃথিবীতে ছিলেন আর একইসময়ে স্বর্গেও ছিলেন: এ পৃথিবীতে মাংসধারী রূপে ছিলেন, স্বর্গে ঈশ্বরত্বের পূর্ণতায় ছিলেন; এমনকি, ঈশ্বরত্বের পূর্ণতায় তিনি সর্বত্রই ছিলেন। তিনি জননীর গর্ভে জন্ম নিলেন, কিন্তু পিতা থেকে কখনও দূরে যাননি। সকলেরই জানা কথা যে, খ্রিষ্টে দু'টো জন্ম উপস্থিত: ঐশজন্ম ও মানবজন্ম। তাঁর ঐশজন্ম দ্বারা আমরা সৃষ্ট হয়েছি, তাঁর মানবজন্ম দ্বারা মুক্তি পেয়েছি। জন্ম দু'টো চমৎকার রহস্য: ঐশজন্মে তাঁর জননী নেই, মানবজন্মে তাঁর জনক নেই। কিন্তু আদম থেকে—বাস্তবিকই মারীয়া আদমেরই বংশধর—সেই দেহ ধারণ

ক'রে যা তিনি একদিন পুনরুত্থিত করবেন, খ্রিষ্ট তখনই নিজ পার্থিব অবস্থা ইঙ্গিত করলেন যখন বললেন: *এই পবিত্রধাম ভেঙে ফেল, আমি তিন দিনের মধ্যে তা পুনরুত্তোলন করব* (যোহন ২:১৯)। আবার তিনি নিজ ঐশ অবস্থা তখনই ইঙ্গিত করলেন যখন বললেন: *জল ও আত্মা থেকে জন্ম না নিলে কেউ ঐশরাজ্যে প্রবেশ করতে পারে না* (যোহন ৩:৫)। সত্যিই, ভাইবোনেরা, ঈশ্বর মানবপুত্র হতে চাইলেন যেন মানুষ ঈশ্বরসন্তান হয়। তিনি আমাদের জন্য নেমে এলেন আর আমরা তাঁর দ্বারা আরোহণ করি।

হ্যাঁ, তিনি নেমে এলেন ও মৃত্যুবরণ করলেন, ও মৃত্যুবরণ করায় আমাদের মৃত্যু বিনাশ করলেন। ভাইবোনেরা, তোমরা ভাল করেই জান যে, শয়তানের হিংসায়ই মৃত্যু এ জগতে প্রবেশ করেছিল। এবিষয়ে শাস্ত্র বলে: *ঈশ্বর মৃত্যুকে গড়েননি, জীবিতদের বিনাশেও তিনি প্রীত নন* (প্রজ্ঞা ১:১৩-১৪)। তবু অন্যত্র কী লেখা আছে? *শয়তানের হিংসার ফলেই মৃত্যু জগতে প্রবেশ করেছে* (প্রজ্ঞা ২:২৪)।

শয়তান যে মৃত্যু উপস্থাপন করছিল, মানুষ বাধ্য হয়ে সেই মৃত্যু গ্রহণ করবে, এমনটি ছিল না; কেননা মানুষকে বাধ্য করবে শয়তানের এমন ক্ষমতা ছিল না; মানুষকে প্রবঞ্চিত করার মত কেবল সেই চাতুরি তার ছিল। মানুষ, তুমিই সম্মত হয়েছ! শয়তান কিছুই করতে পারত না; তোমার সম্মতিই তোমাকে মৃত্যুর হাতে ফেলে দিল। মরণশীল মানুষ থেকে আমরা মরণশীল অবস্থায় জন্ম নিয়েছি: আমরা অমর অবস্থায় সৃষ্ট হয়েছিলাম ও মৃত্যুর অধীন হলাম। আদম-সঞ্জাত সকল মানুষই মরণশীল; কিন্তু ঈশ্বরের পুত্র ও ঈশ্বরের বাণী সেই যিশু যাঁর দ্বারা সবকিছু সৃষ্ট হয়েছে, পিতার সমতুল্য সেই একমাত্র পুত্র মরণশীল হলেন, কারণ *বাণী হলেন মাংস ও আমাদের মাঝে বাস করলেন* (যোহন ১:৩, ১৪)।

তিনি নিজের উপরে মৃত্যু তুলে নিয়ে তা ক্রুশে বিদ্ধ করে দিলেন, তাতে মরণশীলদের মৃত্যু থেকে মুক্ত করলেন। তেমন কিছু প্রাচীন হিব্রুদের বেলায় দৃষ্টান্তের আকারে ঘটেছিল, যেমনটি প্রভু একথা বলে স্মরণ করিয়ে দেন: *মোশি যেমন মরুপ্রান্তরে সেই সাপ উত্তোলন করেছিলেন, মানবপুত্রকেও তেমনি উত্তোলিত হতে হবে, যে কেউ বিশ্বাস করে, সে যেন তাঁর মধ্যে অনন্ত জীবন পেতে পারে* (যোহন ৩:১৪-১৫)। যিশু

প্রতীকমূলক এক মহাঘটনার দিকেই ইঙ্গিত করছিলেন, আর যারা শাস্ত্র পড়েছে তারা ঘটনাটা ভালই জানে। হিব্রু জাতি মরুভূমিতে সাপের কামড়ে ধ্বংসিত হচ্ছিল, ও মৃতদের সংখ্যা বড় হতে চলছিল: তারা ঈশ্বরের গুরুতম আঘাতে আঘাতগ্রস্ত হচ্ছিল, কারণ তিনি তাদের শাস্তি দিয়ে শাসন দ্বারা চেতনাই দেবেন বলে অভিপ্রায় করছিলেন। সেই রহস্যময় প্রতীক দ্বারা ভাবীকালের একটি ঘটনা পূর্বাভাস পেয়েছিল; ব্যাপারটা স্বয়ং প্রভুই উপরে উল্লিখিত পদে সপ্রমাণ করলেন, স্বয়ং সত্য যখন ঘটনাটা নিজের বেলায় আরোপ করান, তখন কোন মানুষ যেন সে বিষয়ে অন্য ব্যাখ্যা উত্থাপন করতে সাহস না করে। মোশিকে প্রভু বলেছিলেন তিনি যেন ব্রঞ্জের একটা সাপ তৈরি করে তা একটা পতাকাদণ্ডের মাথায় রাখেন, এবং জনগণকে একথাও জানান যে, সাপ যাকে কামড় দেবে সে যেন পতাকাদণ্ডের মাথায় রাখা সেই ব্রঞ্জের সাপের দিকে তাকায়।

পতাকাদণ্ডের মাথায় উত্তোলিত সাপ কীসের প্রতীক? প্রভুর মৃত্যুরই প্রতীক। তাঁর মৃত্যু সাপেই প্রতীকাকারে প্রদর্শিত ছিল, কারণ ঠিক এক সাপ থেকেই মৃত্যু এজগতে প্রবেশ করেছিল! সাপের কামড় মৃত্যু ঘটায়, প্রভুর মৃত্যু জীবন এনে দেয়। খ্রিষ্ট কি জীবন নন? অথচ খ্রিষ্ট মৃত্যু বরণ করতে ইচ্ছা করলেন! কিন্তু খ্রিষ্ট মৃত্যুবরণ করায়ই মৃত্যুরই মৃত্যু হল, কারণ মৃত্যুবরণ করায় জীবন মৃত্যুকে হত্যা করলেন। জীবন-পূর্ণতা মৃত্যুকে গ্রাস করলেন; খ্রিষ্টের মৃতদেহ মৃত্যুকে কেমন যেন নিজেতেই চুষে নিল (১ করি ১৫:৫৪, ৫৭ দ্রঃ)।

সেই পুনরুত্থানে আমরাও একথা বলতে পারব, যখন বিজয়ী হয়ে গান করব: ওহে *মৃত্যু, তোমার বিজয় কোথায়? কোথায়, মৃত্যু, তোমার হুল?* (১ করি ১৫:৫৫)। এর মধ্যে, ভাইবোনেরা, পাপ থেকে নিরাময় লাভের জন্য, এসো, ক্রুশবিদ্ধ খ্রিষ্টের দিকে তাকিয়ে থাকি।

২১শে সেপ্টেম্বর

সাধু মথি, প্রেরিতদূত ও সুসমাচার-রচয়িতা

সুসমাচার পাঠ - মথি ৯:৯-১৩

এগিয়ে যেতে যেতে যিশু দেখলেন, মথি নামে একজন লোক শুল্কঘরে বসে আছেন; তিনি তাঁকে বললেন, 'আমার অনুসরণ কর।' আর তিনি উঠে তাঁর অনুসরণ করলেন।

তখন এমনটি ঘটল যে, তিনি বাড়িতে ভোজে বসেছেন, সেসময় অনেক কর-আদায়কারী ও পাপী এসে যিশুর ও তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে বসল। তা দেখে ফরিশীরা তাঁর শিষ্যদের বললেন, 'তোমাদের গুরু কেন কর-আদায়কারী ও পাপীদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করছেন?' কথাটা শুনে তিনি বললেন, 'সুস্থ লোকদেরই যে চিকিৎসকের প্রয়োজন হয় এমন নয়, যারা পীড়িত, তাদেরই প্রয়োজন। আপনারা গিয়ে এই বচনের অর্থ শিখে নিন: আমি দয়াই চাই, বলিদান নয়; কেননা আমি ধার্মিকদের নয়, পাপীদেরই আহ্বান জানাতে এসেছি।'

❖ পুরোহিত মাননীয় সাধু বীডের উপদেশাবলি (উপদেশ ২১)

যিশু তাঁর দিকে প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিপাত করে তাঁকে মনোনীত করলেন

যেতে যেতে যিশু দেখলেন, মথি নামে একজন লোক শুল্কদপ্তরে বসে আছেন। তাঁকে তিনি বললেন, *আমার অনুসরণ কর* (মথি ৯:৯)। দেহের চোখ দিয়ে নয়, প্রেমেরই অন্তর্দৃষ্টিতেই যিশু তাঁকে দেখলেন। তিনি একজন কর-আদায়কারীকে দেখলেন ও যেহেতু প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকালেন ও তাঁকে মনোনীত করলেন, সেজন্য বললেন, আমার অনুসরণ কর। তাঁকে তিনি বললেন, আমার অনুসরণ কর, অর্থাৎ, আমার অনুকরণই কর। আসলে তিনি তাঁকে বললেন, পায়ে হেঁটে শুধু নয়, তোমার

জীবনাচরণেই বরং আমার অনুসরণ কর। কেননা *যে বলে সে তাঁর মধ্যে বসবাস করছে, তাকেও সেইভাবে চলতে হয়, তিনি নিজে যেভাবে চললেন* (১ যোহন ২:৬)।

সেই লোক উঠে তাঁর অনুসরণ করলেন (মথি ৯:৯)। একটি কর-আদায়কারী যে আহ্বানকারী প্রভুর প্রথম কথা শুনে আপন প্রেমের বস্তু সেই জাগতিক লাভজনক ব্যবসা ত্যাগ করলেন ও যত ঐশ্বর্য ছেড়ে তাঁরই অনুসরণ করতে সম্মত হলেন যাঁকে তিনি ঐশ্বর্যহীন দেখছিলেন, এতে বিস্মিত হওয়ার কিছুই নেই। কেননা যিনি বাহ্যিক দিক দিয়ে বাণী দ্বারা তাঁকে আহ্বান করলেন, সেই একই যিশু অনুসরণের জন্য অদৃশ্য প্রেরণা দানে তাঁকে অন্তরেই চেতনা দিলেন। যিশু তাঁর অন্তরে এমন আত্মিক অনুগ্রহের আলো সঞ্চার করলেন, যা গুণে মথি উপলব্ধি করতে পারলেন যে, যিনি পৃথিবীতে নশ্বর জিনিস থেকে তাঁকে বিচ্ছিন্ন করছিলেন, তিনি স্বর্গে অবিনশ্বর সম্পদ দিতে সক্ষম।

তখন এমনটি ঘটল যে, তিনি বাড়িতে ভোজে বসেছেন, সেসময় অনেক কর-আদায়কারী ও পাপী এসে যিশুর ও তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে বসল (মথি ৯:১০)। দেখ! একজনমাত্র কর-আদায়কারীর মনপরিবর্তন বহু কর-আদায়কারী ও পাপী মানুষের মনপরিবর্তনের প্রেরণায় পরিণত হল, ও একজনের পাপের ক্ষমা অন্য সকলের পাপের ক্ষমার কারণ হল। তা সত্যিই ভাবী বিষয়গুলোর এক প্রকৃত ও চমৎকার পূর্বচিহ্ন। যাঁর প্রেরিতদূত ও ধর্মগুরু হওয়ার কথা, তিনি তাঁর আপন মনপরিবর্তনের সূত্রপাতে পাপীর ভিড় নিজের কাছে আকর্ষণ করলেন। শুরু থেকেই, ধর্মবিশ্বাসের প্রথম বিষয়বস্তু শেখা মাত্রই তিনি সেই বাণীপ্রচারকাজ আরম্ভ করলেন যা পরবর্তীকালে আপন পবিত্রীকরণের বৃদ্ধির সাথে সাথে চালিয়ে যেতে থাকবেন।

সেদিন যা ঘটেছিল, আমরা যদি তার অর্থ আরও গভীরভাবে অনুধাবন করতে ইচ্ছা করি, তবে আমরা বুঝব যে মথি আপন জাগতিক গৃহে প্রভুর দেহের জন্য কেবলমাত্র এক ভোজের আয়োজন করেননি; তিনি বরং তাঁর জন্য বিশ্বাস ও প্রেম গুণে নিজের হৃদয়-গভীরেই অধিক গ্রহণযোগ্য ভোজের আয়োজন করলেন। তিনিই একথা সত্য বলে প্রমাণ করছেন, যিনি এ কথাও বলেন, *দেখ, আমি দরজায় দাঁড়িয়ে ঘা দিচ্ছি; আমার গলা শুনে কেউ যদি দরজাটা খুলে দেয়, তাহলে আমি তার কাছে প্রবেশ করব, তার সঙ্গে ভোজে বসব আর সেও বসবে আমার সঙ্গে* (প্রকাশ ৩:২০)।

তাঁকে বরণ করার জন্য আমরা তখনই দরজা খুলি, যখন তাঁর কণ্ঠ শুনে তাঁর গোপন বা স্পষ্ট আমন্ত্রণে আনন্দের সঙ্গে সায় দিই ও যখন আমাদের উপরে তাঁর ন্যস্ত কর্তব্যকাজে দায়িত্ববোধের সঙ্গে হাত দিই। তখনই তিনি ঘরে প্রবেশ করেন যাতে তিনি আমাদের সঙ্গে ও আমরা তাঁর সঙ্গে ভোজে বসতে পারি, কেননা নিজ উপস্থিতির আলো-দানে তাঁর মনোনীতদের নিত্য আরাম দেবার জন্য তিনি আপন প্রেমের অনুগ্রহ দ্বারা তাদের হৃদয়-কক্ষে বাস করতে আসেন। ফলে এরা স্বর্গীয় বাসনায় উত্তরোত্তর অগ্রগতিতে অগ্রসর হতে সক্ষম হয়ে ওঠে; আর সেইসঙ্গে তিনিও স্বর্গীয় বিষয়ের প্রতি এদের আকাঙ্ক্ষা দ্বারা যেন সুস্বাদু খাদ্যের আয়োজনে আরাম পান।

২৯শে সেপ্টেম্বর

মহাদূত মিখায়েল ও স্বর্গদূতবৃন্দ

সুসমাচার পাঠ - যোহন ১:৪৭-৫১

নাথানায়েলকে তাঁর দিকে আসতে দেখে যিশু তাঁর সম্বন্ধে বললেন, 'ওই দেখ, একজন প্রকৃত ইস্রায়েলীয়, যার মধ্যে ছলনা নেই।' নাথানায়েল তাঁকে বললেন, 'আপনি কী করে আমাকে চেনেন?' উত্তরে যিশু তাঁকে বললেন, 'ফিলিপ তোমাকে ডাকবার আগে, তুমি যখন সেই ডুমুরগাছের তলায় ছিলে, আমি তোমাকে দেখলাম।' নাথানায়েল উত্তর দিলেন, 'রাব্বি, আপনি ঈশ্বরের পুত্র, আপনি ইস্রায়েলের রাজা।'

যিশু এই বলে তাঁকে উত্তর দিলেন, 'সেই ডুমুরগাছের তলায় তোমাকে দেখেছি, একথা বলেছি বিধায় তুমি কি বিশ্বাস কর? এর চেয়ে অনেক বড় কিছু দেখতে পাবে!' তিনি বলে চললেন, 'আমি তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি, তোমরা দেখতে পাবে, স্বর্গলোক উন্মুক্ত, এবং ঈশ্বরের দূতেরা মানবপুত্রের উপরে উঠে যাচ্ছেন ও নেমে আসছেন।'

❖ পরম গীতে সাধু ভিক্টর গির্জার সভ্য রিচার্ডের ব্যাখ্যা (৪)

স্বর্গদূতেরা আমাদের যে সেবা দান করেন

তা সাময়িক নয়, কিন্তু চিরকালীন সেবা

ঈশ্বর তাঁর আপন মনোনীতদের মণ্ডলীতে লুকিয়ে রাখেন, *সঙ্কটের দিনে* নিজের মধ্যেই *তাদের আশ্রয় দেন* (সাম ২৭:৫), ও স্বর্গদূতদের রক্ষায় তাদের ঘিরে রাখেন। স্বর্গদূতদের তিনি তাঁর আপনজনদের সেবক ও দূত করে দান করেন, তাঁরা যেন পরিত্রাণ লাভে তাদের সাহায্য করেন, তাঁর নিজের কাছে তাদের প্রয়োজন জানান ও তাদের প্রার্থনা তাঁর কাছে উপনীত করেন। যদিও তিনি এক একজনের অবস্থা দেখেন ও জানেন, তবুও তাঁরই ইচ্ছা, সবকিছু তাঁর স্বর্গদূতদের দ্বারাই তাঁর কাছে ব্যক্ত হবে; তাতে

তিনি মানুষের প্রতি আপন ভালবাসা ও প্রসন্নতা প্রকাশ করেন ও তেমন যোগ্য ও প্রিয় দূতদের মাধ্যমে মানুষকে অধিক ভালবাসা ও প্রসন্নতা নিবেদন করেন।

তিনি যখন আপন মনোনীতদের কাছে নিজেকে দান করেন, তখন তিনি যে সেবক হিসাবে আপন দূতদের তাদের দান করেন এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। তিনি নিজেও তো *মহা-সুমন্ত্রণার দূত* (ইশা ৯:৬ সত্তরী) তথা আমাদের মুক্তি ও পরিত্রাণের সেই দূত, যিনি আমাদের এ পৃথিবীতে কর্মসাধন করতে প্রেরিত হলেন (সাম ৭৪:১২)। তিনি নিজের জীবন ও বিনম্রতা দ্বারাই আমাদের সেবা করেন, কেননা নিজের মধ্যেই উচিত জীবনাচরণের আদর্শ দান করলেন ও নিজের শিষ্যদের মাঝে নিজেকে ছোট করলেন (লুক ২২:২৭ দ্রঃ) যেন আমরাও তাঁর মত ছোট হই (মথি ১৮:৩ দ্রঃ)।

নিজের মৃত্যুতেও তিনি আমাদের সেবক হলেন, সেই যে মৃত্যুতে আমাদের জন্য যন্ত্রণাভোগ করলেন যাতে আমরা যন্ত্রণামুক্ত হই: তিনি সাময়িক মৃত্যু ভোগ করলেন যেন আমরা চিরকালীন মৃত্যু ভোগ না করি। তাই প্রভু এজীবনে আমাদের সেবক হলেন, ও এজীবন থেকে সেই ভোজেই আমাদের সেবা করতে (লুক ১২:৩৭ দ্রঃ) উত্তীর্ণ করবেন যে ভোজে মাধুর্য দ্বিগুণ, কারণ তিনি নিজের মানবতার দুধ দিয়ে ও নিজের ঈশ্বরত্বের মধু দিয়েও আমাদের পরিতৃপ্ত করবেন। আর স্বর্গদূতদের দিক দিয়ে, আমাদের প্রতি তাঁদের সেবাও সাময়িক নয়, কিন্তু চিরকালীন, আর তাঁদের সঙ্গে আমরা তাঁদের আনন্দের চিরসহভাগী হব।

কিন্তু, কেমন করে আমরা বুঝতে পারব তাঁরা আমাদের পরিত্রাণ কেমন ভালবাসেন ও নিজেদের সঙ্গী বলেই আমাদের পেতে কেমন আকাঙ্ক্ষা করেন? তাঁদের হাতে ন্যস্ত এই আমাদের উপর তাঁরা কেমন ভালবাসা ও তৎপরতার সঙ্গে সতর্ক দৃষ্টি রাখেন, কেইবা তেমন কথা উপলব্ধি করতে পারবে? তাঁরা শিথিলদের জাগিয়ে তোলেন, ভক্তপ্রাণ ও ধার্মিকদের উত্তমের দিকে উদ্দীপ্ত করেন, এক দিকে পাপীদের জন্য দয়া প্রার্থনা করেন ও অন্য দিকে তাদের শুভকর্ম প্রভুর কাছে উপনীত করেন—তাঁদের এ সমস্ত কাজ যে কেমন মূল্যবান কেইবা তা বুঝতে পারবে? আর তাঁরা যখন একটি প্রাণকে দেখেন যা মহা-বাসনায় জ্বলন্ত ও শুদ্ধ অন্তরে ঈশ্বরের আকাঙ্ক্ষা করে, তখন, আহা, সেই প্রাণকে তাঁরা কেমন ভালবাসেন, সেই প্রাণে কেমন প্রীত, কেমন আনন্দের সঙ্গে সেই প্রাণকে

দেখতে যান, ও কেমন তৎপর হয়ে সেই প্রাণ ও ঈশ্বরের মধ্যে যোগাযোগ রাখেন! কেননা তাঁরা হলেন বরের বন্ধু: সেই প্রাণের কণ্ঠ তথা তার বাসনা শুনে বরকেই শোনান (পরমগীত ৮:১৩ দ্রঃ)। বরের বন্ধুরা তথা স্বর্গদূতেরা এদেরই কথা শোনেন, এদের নিয়েই তাঁদের প্রীতি, এদেরই কথা ব্যক্ত করেন। তাঁরা প্রাণকে আসতে আমন্ত্রণ করেন, তাকে সান্ত্বনা দেন, অন্বেষণ করতে ও দরজায় ঘা দিতে তাকে প্রেরণা দেন, যাতে প্রাণ অন্বেষণ করতে করতে পেতে পারে ও ঘা দিতে দিতে তার জন্য দরজা খুলে দেওয়া হয় (মথি ৭:৭ দ্রঃ)।

এজীবনকালে তাঁরা তেমন উদ্দীপ্ত প্রাণের কাছে বারবার আসেন যতক্ষণ না বর উপস্থিত হন; উপরন্তু প্রচুর অনুগ্রহ দান করেন যেন বরের আগমনের জন্য প্রাণ অধিক সূক্ষ্মরূপে সজ্জিত হতে পারে। তাঁরা এমন সহায়তা করেন, যেন প্রাণ উপলব্ধি করতে পারে যে, তাঁরা উপস্থিত, আরও, তাঁরা নিজেদের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করতে প্রাণকে চেতনা দেন, যেন তেমন অভিজ্ঞতা থেকে প্রাণ ঈশ্বরের অভিজ্ঞতার দিকেই উন্নীত ও অগ্রসর হতে পারে। তাই যে প্রাণ ঈশ্বরের সন্ধানে বেড়াচ্ছে, তাঁরাই তার সন্ধান পান, অর্থাৎ বরের সন্ধানে সমস্ত *নগর প্রদক্ষিণ করে* (পরমগীত ৩:৩, ২) প্রাণ ধন্য স্বর্গদূতদের আগমনের যোগ্য হয়ে ওঠে, তাঁদের উপস্থিতিও অনুভব করে, ও তাঁরা তাকে গ্রহণ করেন; কেননা তাঁরাই বরের আগে আগে এসে নিজেদের উপস্থিতি প্রকাশ করেন ও নিজেদের ব্যক্ত করেন। আলোর দূত হওয়ায় (২ করি ১১:১৪ দ্রঃ) তাঁরা আলোতেই এসে উপস্থিত হন, ও সেই আলোর কিরণে প্রাণ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে যাতে সেই কিরণের স্পর্শে তাঁদের আগমন অনুভব করে ও তাঁদের উপস্থিতি বিষয়ে সচেতন হয়।

১৮ই অক্টোবর

সাধু লুক, সুসমাচার-রচয়িতা

সুসমাচার পাঠ - লুক ১০:১-৯

এই সমস্ত ঘটনার পর প্রভু আরও বাহাত্তরজনকে নিযুক্ত করলেন, ও নিজে যেখানে শীঘ্রই যাবেন, সেই সমস্ত শহরে ও জায়গায় নিজের আগে আগে দু'জন দু'জন করে তাদের প্রেরণ করলেন।

তিনি তাদের বললেন, 'ফসল প্রচুর বটে, কিন্তু কর্মী অল্প; অতএব ফসলের প্রভুর কাছে মিনতি জানাও, তিনি যেন শস্যখেতে কর্মী পাঠান। রওনা হও: কিন্তু দেখ, আমি নেকড়ের দলের মধ্যে মেষেরই মত তোমাদের প্রেরণ করছি; তোমরা থলি বা ঝুলি বা জুতো সঙ্গে নিয়ে যেয়ো না; পথে কারও সঙ্গে কুশল আলাপ করো না। যে কোন বাড়িতে প্রবেশ করবে, প্রথমে বল, এই গৃহে শান্তি বিরাজ করুক। সেখানে যদি শান্তির সন্তান থাকে, তবে তোমাদের শান্তি তার উপরে থাকবে, অন্যথা তোমাদের কাছে ফিরে আসবে। তোমরা সেই বাড়িতেই থাক: তারা যা দেয়, তা-ই খাও, তা-ই পান কর, কেননা কর্মী নিজের মজুরির যোগ্য! এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়ি যেয়ো না। তোমরা যে কোন শহরে প্রবেশ কর, লোকেরা যদি তোমাদের গ্রহণ করে, তবে তোমাদের সামনে যা রাখা হবে, তা-ই খাও; এবং সেখানকার পীড়িতদের নিরাময় কর, ও তাদের বল, ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের কাছে এসে গেছে।'

❖ মহাপ্রাণ সাধু গ্রেগরি-লিখিত 'সুসমাচারে উপদেশাবলি' (১৭:১-৩)

প্রভু আপন প্রচারকদের কাছে কাছে থাকেন

প্রিয়তম ভাইবোনেরা, আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তা একবার কথা দ্বারা আর একবার কাজ দ্বারাই আমাদের চেতনা দেন, আর সত্যি কথা বলতে গেলে, তাঁর ক্রিয়াকর্মও একটি আদেশ বলে পরিগণিত হতে পারে, কেননা নীরব হয়ে কিছু না কিছু করতে করতে তিনি একইসময়ে আমাদের জানান আমাদের কী করা উচিত। এসো, দৃষ্টান্ত

হিসাবে ভালবাসার আজ্ঞা ধরি: ভালবাসার আজ্ঞা দু'টো হওয়ায় তথা, ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা ও প্রতিবেশীর প্রতি ভালবাসা, তিনি বাণীপ্রচারের জন্যও দু'জন দু'জন করেই শিষ্যদের প্রেরণ করেন।

বাণীপ্রচারকাজে দু'জন করে শিষ্যদের প্রেরণ করে তিনি নীরবে আমাদের বোঝান যে, পরের প্রতি যার ভালবাসা নেই, সে কোন মতেই প্রচারের ভার নিতে পারে না। এরপর লেখা আছে: *যিশু নিজে যেখানে শীঘ্রই যাবেন, সেই সমস্ত শহরে ও জায়গায় নিজের আগে আগে দু'জন দু'জন করে শিষ্যদের প্রেরণ করলেন* (লুক ১০:১)। এ বাণীও যথার্থ এক বাণী, বাস্তবিকই প্রভু আপন প্রচারকদের পরেই উপস্থিত হন, কারণ তাঁদের প্রচারকাজ আগেই ঘটে। একই প্রকারে, শুভসংবাদের যে বাণীর মধ্য দিয়ে সত্য আমাদের অন্তরে স্থান পায়, সেই বাণী যখন প্রভুর আগে আগে গিয়ে উপস্থিত হয়, তখনই মাত্র তিনি আমাদের অন্তরে এসে বাস করেন। এজন্য নবী ইশাইয়া প্রচারকদেরই উদ্দেশ করে বলেন: *প্রভুর জন্য পথ প্রস্তুত কর, আমাদের ঈশ্বরের জন্য মরুপ্রান্তরে একটা রাস্তা সমতল কর* (ইশা ৪০:৩)। সামসঙ্গীতের রচয়িতাও তাদের একথা বলেন: *যিনি [সূর্যের] অস্তস্থলের ঊর্ধ্বে আরোহণ করেন, তাঁর জন্য রাস্তা সমতল কর* (সাম ৬৮:৫ সত্তরী)। প্রভুই অস্তস্থলের ঊর্ধ্বে আরোহণ করলেন, কারণ অস্তস্থল বলতে তাঁর মৃত্যু বোঝায়।

প্রকৃতপক্ষেই প্রভু 'অস্তস্থলের ঊর্ধ্বে' আরোহণ করলেন, কেননা পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে নিজ গৌরব স্পষ্টতর ভাবে প্রকাশ করার জন্য যেহেতু তিনি মৃত্যুকে উচ্চ পাদপীঠ হিসাবে ব্যবহার করলেন, সেজন্য তিনি প্রকৃতপক্ষেই 'অস্তস্থলের ঊর্ধ্বে' আরোহণ করলেন। হ্যাঁ, তিনি 'অস্তস্থলের ঊর্ধ্বে' আরোহণ করলেন কেননা যার সঙ্গে লড়াই করেছিলেন, তিনি পুনরুত্থান করায়ই সেই মৃত্যুকে পদদলিত করলেন।

আমরা যখন তোমাদের হৃদয়ের কাছে তাঁর গৌরবের কথা প্রচার করি, তখনই আমরা তাঁরই জন্য রাস্তা সমতল করি যিনি 'অস্তস্থলের ঊর্ধ্বে' আরোহণ করেন; আমরা তাই করি যেন তিনি নিজেই এসে নিজ প্রেমময় উপস্থিতিতে তোমাদের মন উদ্বুদ্ধ করেন।

প্রচারকদের প্রেরণকালে তিনি যা বলেন, এসো, সেই কথা শুনি: *ফসল প্রচুর বটে, কিন্তু কর্মী অল্প; তাই ফসলের প্রভুর কাছে মিনতি জানাও, তিনি যেন নিজ শস্যখেতে কর্মী পাঠান* (মথি ৯:৩৭-৩৮)। প্রভুর ফসলের জন্য কর্মী অল্প: এ অভাবের কথা সম্বন্ধে গভীর দুঃখের সঙ্গেই কথা না বলে পারি না, কেননা সেই শুভ বাণী শুনবার মত অনেকেই আছে, অথচ প্রচারকের অভাব দেখা দিচ্ছে।

দেখ, জগদ্ব্যাপী অসংখ্য পুরোহিত রয়েছেন, অথচ প্রায়ই এমন কাউকেই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না যে প্রভুর শস্যখেতে কাজ করবে!

আমরা পৌরোহিত্য গ্রহণ করেছি, অথচ সেই পদের দায়িত্ব পূরণ করছি না। তাই প্রিয়তম ভাইবোনেরা, প্রভুর এ বাণী মনোযোগ দিয়েই ধ্যান কর: *ফসলের প্রভুর কাছে মিনতি জানাও, তিনি যেন নিজ শস্যখেতে কর্মী পাঠান।* তোমরা আমাদের জন্য প্রার্থনা কর, আমরা যেন যথার্থভাবেই তোমাদের জন্য কাজ করতে পারি। জিহ্বা যেন সদুপদেশ দানে নিষ্ক্রিয় না থাকে, পাছে আমাদের নীরবতাই ন্যায়বিচারকের সামনে আমাদের দণ্ডিত করে—এই আমাদের, যারা প্রচারের ভার গ্রহণ করেছি!

২৮শে অক্টোবর

সাধু শিমোন ও যুদা, প্রেরিতদূত

সুসমাচার পাঠ - লুক ৬:১২-১৬

> যিশু একদিন প্রার্থনা করার জন্য বেরিয়ে পর্বতে গেলেন, ও ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে করতে সারারাত কাটালেন। সকাল হলে তিনি নিজের শিষ্যদের কাছে ডাকলেন, ও তাঁদের মধ্য থেকে বারোজনকে বেছে নিয়ে তাঁদের 'প্রেরিতদূত' নাম দিলেন। এঁরা হলেন: শিমোন, যাঁকে তিনি পিতর নামও দিলেন, ও তাঁর ভাই আন্দ্রিয়; এবং যাকোব, যোহন, ফিলিপ, বার্থলমেয়, মথি, থোমাস, আল্ফেয়ের ছেলে যাকোব, উগ্রধর্মা বলে পরিচিত শিমোন, যাকোবের ছেলে যুদা ও সেই যুদা ইস্কারিয়োৎ, যিনি বিশ্বাসঘাতক হয়েছিলেন।

❖ যোহন-রচিত সুসমাচারে আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা (১২শ পুস্তক ১)

পিতা যেমন আমাকে প্রেরণ করেছেন,

আমিও তেমনি তোমাদের প্রেরণ করছি

আমাদের প্রভু যিশুখ্রিষ্ট জগতের সেই সকল ধর্মগুরু ও আচার্য এবং আপন দিব্য রহস্যগুলোর বিতরণকারী নিযুক্ত করলেন যাঁরা জ্যোতিষ্কেরই মত জাজ্বল্যমান হয়ে ইহুদীদের দেশ শুধু নয়, আকাশের নিচে যত মানুষ রয়েছে ও পৃথিবীর বুকে যত মানুষ বাস করে তাদের সকলকেও উদ্ভাসিত করবেন। *কেউই তেমন সম্মান নিজের উপর আরোপ করে না, ঈশ্বর দ্বারা আহূত হওয়ায়ই সে তা পায়* (হিব্রু ৫:৪)। আর যিনি একথা বললেন তিনি সত্যবাদী। আমাদের প্রভু যিশুখ্রিষ্ট অন্যান্য শিষ্যদের মধ্যে প্রেরিতদূতদেরই মহা মর্যাদায় ভূষিত করলেন।

তাঁর সেই প্রেরিতদূতেরা হলেন সত্যের স্তম্ভ, সত্যের ভিত। খ্রিষ্ট দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, তিনি নিজে পিতার কাছ থেকে যে বিশেষ দায়িত্ব পেয়েছেন, তা তাঁদের হাতে

ন্যস্ত করেছেন। তাতে তিনি তাঁদের প্রৈরিতিক কাজের মাহাত্ম্য ও তাঁদের বিশেষ দায়িত্বের অতুলনীয় গৌরব দেখালেন, কিন্তু এর মধ্য দিয়ে প্রৈরিতিক কাজের ভূমিকাও বুঝিয়ে দিলেন।

সুতরাং তাঁর ধারণা ছিল এ: পিতা যেমন তাঁকে প্রেরণ করেছিলেন, তিনি তেমনি আপন প্রেরিতদূতদের প্রেরণ করবেন। এর জন্য এ প্রয়োজন ছিল যে, তাঁরা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবেই তাঁর অনুকরণ করবেন, আর এই উদ্দেশ্যে এও প্রয়োজন ছিল যে, তাঁরা পিতা দ্বারা পুত্রের হাতে ন্যস্ত দায়িত্বের বিষয়ও সঠিকভাবে অবগত হবেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি একাধিকবার ব্যাখ্যা করেন তাঁর আপন বিশেষ কাজ কী প্রকার। একবার তিনি বলেন: *আমি ধার্মিকদের নয়, পাপীদেরই মনপরিবর্তনের জন্য আহ্বান করতে এসেছি* (মথি ৯:১৩)। অন্য সময় তিনি বলেন, *আমার নিজের ইচ্ছা পালন করতে নয়, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁরই ইচ্ছা পালন করতে আমি স্বর্গ থেকে নেমে এসেছি* (যোহন ৬:৩৮)। কেননা *ঈশ্বর জগৎকে বিচার করার জন্য তাঁর পুত্রকে জগতে প্রেরণ করেননি, কিন্তু এজন্য, জগৎ যেন তাঁর দ্বারা পরিত্রাণ পেতে পারে* (যোহন ৩:১৭)।

সুতরাং, প্রৈরিতিক কাজের নিয়ম-বিধি স্বল্প কথায় ব্যক্ত করলে দেখা যায় যে, তিনি বলেন, তিনি যেমন পিতা দ্বারা প্রেরিত হয়েছিলেন, তিনিও তেমনি তাঁদের প্রেরণ করেছেন, এতে তাঁরা বুঝতে পারবেন যে তাঁদের প্রকৃত কর্তব্য হল মনপরিবর্তনের দিকে আহ্বান, দেহে ও আত্মায় অসুস্থদের নিরাময়, ঈশ্বরের সম্পদের ব্যবস্থাপনায় নিজের ইচ্ছা নয় কিন্তু প্রেরণকর্তারই ইচ্ছার অন্বেষণ, এবং তাঁর খাঁটি শিক্ষাদান দ্বারা জগতের পরিত্রাণ সাধন।

প্রেরিতদূতেরা এসব কিছুতে আদর্শ কর্মী হবার জন্য যে কতটুকু চেষ্টা করলেন, একথা জানা তত কঠিন নয়, এমর্মে প্রেরিতদের কার্যবিবরণী ও সাধু পলের পত্রাবলি পাঠ করা যথেষ্ট।

১লা নভেম্বর

নিখিল সাধুসাধ্বী

সুসমাচার পাঠ - মথি ৫:১-১২

যিশু একদিন লোকের ভিড় দেখে পর্বতে গিয়ে উঠলেন, এবং তিনি আসন নেবার পর তাঁর শিষ্যেরা তাঁর কাছে এগিয়ে এলেন। তখন তিনি কথা বলতে শুরু করে তাঁদের এই উপদেশ দিতে লাগলেন—

'আত্মায় দীনহীন যারা, তারাই সুখী, কারণ স্বর্গরাজ্য তাদেরই।

শোকার্ত যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই সান্ত্বনা পাবে।

কোমলপ্রাণ যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই পাবে দেশের উত্তরাধিকার।

ধর্মময়তার জন্য ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই পরিতৃপ্ত হবে।

দয়াবান যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই দয়া পাবে।

শুদ্ধহৃদয় যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই ঈশ্বরকে দেখতে পাবে।

শান্তির সাধক যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই ঈশ্বরের সন্তান বলে অভিহিত হবে।

ধর্মময়তার জন্য নির্যাতিত যারা, তারাই সুখী, কারণ স্বর্গরাজ্য তাদেরই।

তোমরাই সুখী, লোকে যখন আমার জন্য তোমাদের নিন্দা ও নির্যাতন করে, এবং তোমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যামিথ্যি সব ধরনের জঘন্য কথা বলে। আনন্দ কর, উল্লাস কর, কেননা স্বর্গে তোমাদের মজুরি প্রচুর। বাস্তবিকই তোমাদের আগে তারা নবীদেরও এভাবেই নির্যাতন করল।'

❖ (বিজোড় বর্ষ) - সাধু গ্রেগরি পালামাসের উপদেশাবলি (পর্ব উপলক্ষে উপদেশ ২৫)

সাধুসাধ্বীদের প্রতি মণ্ডলীর শ্রদ্ধা

আপন পুণ্যজনদের মধ্যে ঈশ্বর বিস্ময়কর (সাম ৮৯:৮)। *তিনি আপন জাতিকে শক্তি ও বল দান করেন* (সাম ৬৮:৩৬)। এ ভাববাণীর অর্থ ভাব, তা উপলব্ধি করতে চেষ্টা কর। সামসঙ্গীত একথা বলে যে, ঈশ্বর আপন গোটা জাতিকেই শক্তি ও বল দান

করেন, কেননা ঈশ্বরের কাছে পক্ষপাত নেই; তবু কেবল আপন পুণ্যজনদের মধ্যেই তিনি আমাদের হৃদয় বিস্ময়ে পরিপূর্ণ করেন। কেননা সূর্য যেমন ঊর্ধ্ব থেকে সকলের উপরে সমানভাবেই নিজ রশ্মি প্রাচুর্যের সঙ্গে বর্ষণ করে, কিন্তু যাদের চোখ আছে কেবল তারাই তা দেখতে পায়, আর শুধু তা নয়, যাদের চোখ উন্মীলিত তারাই মাত্র দেখতে পায়, তেমনি ঈশ্বর সকলের উপর আপন সাহায্য প্রাচুর্যের সঙ্গে বর্ষণ করেন, কেননা তিনি নিজেই পরিত্রাণ ও আলোর উৎস, ও তাঁর দয়া ও মঙ্গলময়তা অপরিসীম; কিন্তু তবু সকলেই যে তাঁর অনুগ্রহ ও পরাক্রম এমনভাবেই গ্রহণ করে যাতে সদাচরণ করতে বা সদ্‌গুণাবলির অনুশীলনে সিদ্ধপুরুষ হতে বা অলৌকিক কাজ সাধন করতে পারে এমন নয়, কিন্তু যাদের সদিচ্ছা আছে, যারা তাঁর প্রতি বিশ্বাস ও ভালবাসা কাজেই প্রকাশ করে, যারা অনিষ্ট থেকে সম্পূর্ণরূপেই সরে গিয়ে ঈশ্বরের আদেশ আঁকড়িয়ে ধরে থাকে, যারা ধর্মময়তার সূর্য সেই খ্রিস্টের দিকে মনশ্চক্ষু তোলে, তারাই মাত্র সেই অনুগ্রহ ও পরাক্রম গ্রহণ করতে পারে।

খ্রিষ্ট সংগ্রামরত মানুষের দিকে আপন অদৃশ্য সহায়ক হাত বাড়ান, আর শুধু তা নয়, সুসমাচারের এ বাণী দ্বারাও তিনি প্রকাশ্যে আমাদের হৃদয়ে উৎসাহ সঞ্চার করেন: *যে কেউ মানুষের সাক্ষাতে আমাকে স্বীকার করে, আমিও আমার স্বর্গস্থ পিতার সাক্ষাতে তাকে স্বীকার করব* (মথি ১০:৩২)।

যাঁরা সত্যিই পুণ্যজীবন যাপন করেছেন, মণ্ডলী তাঁদের মৃত্যুর পরেও তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা দেখান। বছরের প্রত্যেকটি দিনে মণ্ডলী সেই সাধুসাধ্বীর স্মৃতি পালন করে যাঁরা সেদিনে এ মরজীবন ত্যাগ করে পরলোকগমন করেছেন। আমাদের উপকারের জন্য মণ্ডলী তাঁদের প্রত্যেকেরই জীবন আমাদের সামনে তুলে ধরে, এও দেখায়, তাঁরা কেমন মৃত্যু বরণ করেছেন—কে কে শান্তিতে নিদ্রা গেছেন আর কে কে সাক্ষ্যমরণে প্রাণত্যাগ করেছেন। কিন্তু আজকের পর্বদিনে মণ্ডলী তাঁদের সকলকে একত্রে সম্মিলিত করে তাঁদের সকলেরই সম্মানার্থে স্তুতিগান ধ্বনিত করে।

আমার ভাইবোনেরা, এসো, ঈশ্বরের পুণ্যজনদের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাই। কিন্তু কেমন শ্রদ্ধা দেখাব? এ উপযুক্ত শ্রদ্ধা-নিবেদন যে, আমরা তাঁদের অনুকরণ করি, দেহে ও আত্মায় নিজেদের শোধন করি, ও পাপ এমনভাবেই বর্জন করি যাতে তা এড়াতে এড়াতে

তাঁদের মত পবিত্রতা অর্জন করি। এসো, কমপক্ষে এ দিনেই যেন ঈশ্বরের কাছে এমন দেহ ও আত্মা নিবেদন করি যা তাঁর গ্রহণীয়, সাধুসাধ্বীদের প্রার্থনার পুণ্যফলে আমরাও যেন তাঁদের গৌরবের ও স্বর্গীয় সুখের অংশী হতে পারি—আমাদের প্রভু সেই যিশুখ্রিষ্টেরই অনুগ্রহ ও করুণা দ্বারা, তাঁর সনাতন পিতার ও পরমপবিত্র, মঙ্গলময় ও জীবনদায়ী আত্মার সঙ্গে যাঁরই গৌরব কীর্তিত হোক এখন ও যুগে যুগে চিরকাল। আমেন।

❖ *বিকল্প* (জোড় বর্ষ) - বিশপ সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি (উপদেশ ৫৩)

সাধুসাধ্বীরা ঈশ্বরের দর্শনলাভে সুখী

শুদ্ধহৃদয় যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই ঈশ্বরকে দেখতে পাবে (মথি ৫:৮)। এ হল আমাদের ভালবাসার শেষ পর্যায়, এমন শেষ পর্যায় যা দ্বারা আমরা নিঃশেষিত নয় কিন্তু সিদ্ধপুরুষ হয়ে উঠি। খাদ্য খাওয়া হলেই তা শেষ হয়, কাপড় সেলাই হলেই তা শেষ হয়; খাদ্য ও কাপড় দু'টোরই ক্ষেত্রে শেষ ঘটে, কিন্তু একটার শেষ হল সমাপ্তি, অপরটার শেষ হল সিদ্ধি।

বর্তমানকালে আমরা যা কিছু করি, যত শুভকর্ম সাধন করি, যা কিছুর জন্য সংগ্রাম করি, প্রশংসনীয় যা কিছু প্রত্যাশা করি, সুন্দর যা কিছুর আকাঙ্ক্ষা করি, ঈশ্বরের দর্শন পেলেই এসব কিছু আমাদের পক্ষে আর প্রয়োজন হবে না; কেননা ঈশ্বর যখন উপস্থিত, তখন অন্বেষণ করার আর কীবা থাকতে পারে? আমাদের পক্ষে ঈশ্বর যথেষ্ট না হলে কিসেতেই বা পূর্ণতা লাভ করব?

আমরা ঈশ্বরকে দেখতে ইচ্ছা করি, তাঁর দর্শন পাবার জন্য সংগ্রাম করি, তাঁর দর্শনলাভের আকাঙ্ক্ষা করি। কিন্তু এমন কেউ আছে যে তা করে না? এবিষয়ে শাস্ত্রের বাণী শোন: *শুদ্ধহৃদয় যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই ঈশ্বরকে দেখতে পাবে*। তাঁকে দেখবার জন্য যা প্রয়োজন, তা-ই পাবার ব্যবস্থা কর; কেননা—উদাহরণস্বরূপ—তুমি অন্ধ হলে সূর্যোদয় দেখার আকাঙ্ক্ষা করে তোমার কী লাভ? চোখ সুস্থ হলে সেই আলো আনন্দ দেবে; কিন্তু চোখ অসুস্থ হলে সেই আলো জ্বালাই দেবে। কেবল শুদ্ধহৃদয় দ্বারাই

যা দৃশ্য, অশুদ্ধহৃদয় দ্বারা তা দেখতে তোমাকে দেওয়া হবে না। সেই দর্শন থেকে তোমাকে বরং দূরেই সরিয়ে দেওয়া হবে, তুমি বিতাড়িতই হবে।

শুদ্ধহৃদয় যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই ঈশ্বরকে দেখতে পাবে। সুসমাচার-রচয়িতা বহুবার সুখী ব্যক্তিদের কথা উল্লেখ করেছেন, বহুবার তাদের সুখী হওয়ার কারণ ব্যক্ত করেছেন, তাদের সমস্ত কর্ম, সেবাকাজ, সদ্‌গুণাবলি ও পুরস্কারের কথাও ব্যক্ত করেছেন; তবু এপর্যন্ত তিনি এমন কথা কখনও বলেননি যে, তারাই ঈশ্বরকে দেখতে পাবে। *আত্মায় দীনহীন যারা, তারাই সুখী, কারণ স্বর্গরাজ্য তাদেরই। কোমলপ্রাণ যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই পাবে দেশের উত্তরাধিকার। শোকার্ত যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই সান্ত্বনা পাবে। ধর্মময়তার জন্য ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই পরিতৃপ্ত হবে। দয়াবান যারা, তারাই সুখী, কারণ তারা দয়া পাবে* (মথি ৫:৩-৭)। এদের সকলের মধ্যে কারও বেলায় এমন কথা বলা হয় না যে, তারা ঈশ্বরকে দেখতে পাবে। আমরা যখন শুদ্ধহৃদয় হব, তখনই ঈশ্বরের দর্শনলাভ প্রতিশ্রুত; এর কারণ, হৃদয়েরই এমন চোখ আছে যা ঈশ্বরকে দেখতে সক্ষম; এপ্রকার চোখের কথাই প্রেরিতদূত ইঙ্গিত করে বলেন: *আমাদের হৃদয়ের চোখ আলোকিত।*

বর্তমানকালে তাদের দুর্বলতাবশত এ চোখ বিশ্বাস দ্বারা আলোকিত; কিন্তু পরবর্তীতে শক্তি পেতে পেতে চোখ দর্শন দ্বারাই আলোকিত হবে। *যতদিন এই দেহে বাস করি ততদিন প্রভুর কাছ থেকে প্রবাসী আছি, আমরা বিশ্বাসেই চলি, প্রত্যক্ষ দর্শনে এখনও নয়* (২ করি ৫:৬-৭)। আর আমরা বিশ্বাসের এ পর্যায়ে থাকাকালে আমাদের বিষয়ে কী লেখা আছে? *এখন আমরা কেমন যেন আয়নায়, ঝাপসা ঝাপসাই দেখছি, কিন্তু তখন মুখোমুখি হয়ে দেখতে পাব* (১ করি ১৩:১২)।

৯ই নভেম্বর

লাতেরান মহাগির্জার উৎসর্গ-দিবস

সুসমাচার পাঠ - যোহন ২:১৩-২৫

ইহুদীদের পাস্কা সন্নিকট ছিল, তাই যিশু যেরুশালেমে গেলেন। মন্দিরের মধ্যে তিনি দেখলেন, লোকে বলদ, মেষ ও পায়রা বিক্রি করছে, পোদ্দারেরাও সেখানে বসে আছে। দড়ি দিয়ে একগাছা চাবুক বানিয়ে তিনি তাদের সকলকে মন্দির থেকে বের করে দিলেন: বলদ ও মেষ তাড়ালেন, পোদ্দারদের টাকা-কড়ি ছড়িয়ে তাদের টেবিল উল্টিয়ে দিলেন, এবং যারা পায়রা বিক্রি করছিল তাদের বললেন, 'এখান থেকে ওই সমস্ত সরিয়ে নিয়ে যাও; আমার পিতার গৃহকে একটা ব্যবসার ঘর করো না।' তাঁর শিষ্যদের শাস্ত্রের এই বচন মনে পড়ল, 'তোমার গৃহের প্রতি আগ্রহের আগুন আমাকে গ্রাস করবে।' ইহুদীরা তখন তাঁকে উদ্দেশ করে বললেন, 'এই যা আপনি করছেন, তার জন্য আমাদের কী চিহ্ন দেখাতে পারেন?' যিশু এই বলে তাঁদের উত্তর দিলেন, 'এই পবিত্রধাম ভেঙে ফেলুন, আমি তিন দিনের মধ্যে তা পুনরুত্তোলন করব।' তখন ইহুদীরা বলে উঠলেন, 'এই পবিত্রধাম নির্মাণ করতে ছেচল্লিশ বছর লেগেছিল, আর আপনি নাকি তিন দিনের মধ্যে তা উত্তোলন করবেন?' তিনি কিন্তু তাঁর নিজের দেহ-পবিত্রধামের কথাই বলছিলেন। তাই যখন তিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করলেন, তখন তাঁর শিষ্যদের মনে পড়ল যে, তিনি এই কথা বলেছিলেন; এবং তাঁরা শাস্ত্রে ও যিশু যা বলেছিলেন, সেই কথায় বিশ্বাস করলেন।

পাস্কাপর্ব উপলক্ষে তিনি যখন যেরুশালেমে ছিলেন, তখন যে সকল চিহ্নকর্ম সাধন করছিলেন, তা দেখে অনেকে তাঁর নামে বিশ্বাস রাখল; কিন্তু যিশু নিজে তাদের উপর আস্থা রাখতেন না, কারণ তিনি সকলকে জানতেন; তাছাড়া মানুষের বিষয়ে কারও সাক্ষ্যের প্রয়োজন তাঁর ছিল না: মানুষের অন্তরে কী আছে, তা নিজেই জানতেন।

❖ (বিজোড় বর্ষ) - বিশপ সাধু আগস্তিন-লিখিত ‘সামসঙ্গীত-মালায় উপদেশাবলি’ (সাম ১৩০, ১-৩)

আমরাই সেই জীবন্ত প্রস্তর
যা নিয়ে ঈশ্বরের মন্দির নির্মিত

পবিত্রই ঈশ্বরের মন্দির—আর তোমরাই তো সেই মন্দির (১ করি ৩:১৭)। যারা খ্রিস্টে বিশ্বাসী, তারা সকলে ভালবাসবার জন্যই বিশ্বাসী; কেননা খ্রিস্টে বিশ্বাস করা বলতে তাঁকে ভালবাসা বোঝায়—সেই অপদূতদের মত নয়, যারা বিশ্বাস করছিল কিন্তু ভালবাসত না; ফলে বিশ্বাস করলেও তারা বলছিল, *ঈশ্বরের পুত্র, আমাদের সঙ্গে তোমার আবার কী?* (মার্ক ৫:৭)। আমরা কিন্তু এমনভাবে বিশ্বাস করি যে, তাঁকে ভালবেসেই বিশ্বাস করি; তাছাড়া আমরা তো বলি না, *ঈশ্বরের পুত্র, আমাদের সঙ্গে তোমার আবার কী!* আমরা বরং একথা বলি, আমরা তোমার সম্পদ, তুমি আমাদের মুক্ত করেছ। যারা এভাবে বিশ্বাস করে, তারা সেই জীবন্ত প্রস্তরের মত যা নিয়ে ঈশ্বরের মন্দির নির্মিত; তারা সেই অক্ষয়শীল কাঠের মত যা নিয়ে সেই জাহাজ নির্মিত হয়েছিল, যে জাহাজ জলপ্লাবন দ্বারাও নিমজ্জিত হতে পারল না। মানুষই তো ঈশ্বরের প্রকৃত মন্দির যেখানে তিনি আমাদের প্রার্থনা শোনেন ও সাড়া দেন। ঈশ্বরের মন্দিরে যে প্রার্থনা করে, সে-ই মাত্র অনন্ত জীবনের উদ্দেশে সাড়া পায়; সেই তো ঈশ্বরের মন্দিরে প্রার্থনা করে, মণ্ডলীর শান্তিতে তথা খ্রিষ্টদেহের ঐক্যে যে প্রার্থনা করে—আর তেমন দেহ বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত বিশ্বাসীদের নিয়ে গঠিত। সুতরাং মন্দিরে যে প্রার্থনা করে, সে সাড়া পায়। কেননা মণ্ডলীর সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে যে প্রার্থনা করে, সে-ই আত্মা ও সত্যের শরণে প্রার্থনা করে,—সে তো আগেকার মন্দিরে নয়, যা ছিল কেবল একটা দৃষ্টান্ত। যারা তাদের নিজেদের স্বার্থ খুঁজছিল, অর্থাৎ কেনা-বেচার জন্যই মন্দিরে যাচ্ছিল, প্রভু তাদের সকলকে মন্দির থেকে বের করে দিলেন। সেই মন্দির যখন দৃষ্টান্তই ছিল, তখন স্পষ্ট দাঁড়ায় যে, প্রতীকাকারে মন্দিরের চেয়ে প্রকৃত মন্দির সেই খ্রিষ্টদেহেও কেনা-বেচার মত লোক, অর্থাৎ খ্রিস্টের নয়, নিজেরই স্বার্থের অন্বেষী লোক মিশে আছে।

আর যেহেতু মানুষ নিজ নিজ পাপে নিমজ্জিত, সেজন্য প্রভু একটা চাবুক তৈরি করে মন্দির থেকে সেই সকল মানুষকে বের করে দিলেন যারা নিজেদের ব্যবসা নিয়ে কিন্তু

যিশুখ্রিষ্টকে নিয়ে ব্যস্ত ছিল না। সামসঙ্গীতে এ মন্দিরের কথা পরিলক্ষিত। আমি বলেছি, এই মন্দিরেই—বাহ্যিক সেই মন্দিরে নয়—আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি আর তিনি আত্মা ও সত্যের শরণে সাড়া দেন। সেই মন্দিরে এমন আভাস দেওয়া হয়েছিল যা পরবর্তীকালে ঘটবার কথা: আর আসলে সেই মন্দির বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তবে কি আমাদের প্রার্থনা-গৃহও ধ্বংসিত হয়েছে? কখনও না! যা এখনও আর নেই, তা প্রার্থনা-গৃহ বলা চলে না, যেমন লেখা হয়েছিল, *আমার গৃহকে বলা হবে সকল জাতির জন্যই প্রার্থনা-গৃহ* (ইশা ৫৬:৭)। তোমরা তো শুনেছ প্রভু যিশুখ্রিষ্ট কী বললেন, *লেখা রয়েছে: আমার গৃহকে বলা হবে সকল জাতির জন্যই প্রার্থনা-গৃহ; অথচ তোমরা তা দস্যুদের আস্তানা করেছ* (মার্ক ১১:১৭)। যারা ঈশ্বরের গৃহকে চোরের আস্তানায় পরিণত করতে চাইল, তারাই নাকি মন্দিরের ধ্বংসের কারণ হয়নি? একই প্রকারে, যারা কাথলিক মণ্ডলীতে ভাল মত জীবন যাপন করে না, তারা ঈশ্বরের গৃহকে চোরের আস্তানা করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে বটে, তবু মন্দিরটা ধ্বংস করে না; বরং এমন দিন আসবে যখন তাদের নিজেদের পাপের চাবুক দ্বারা তাদেরই বের করে দেওয়া হবে। অপরদিকে ঈশ্বরের এ মন্দির যা খ্রিষ্টেরই দেহ, এ ভক্তমণ্ডলীর একটামাত্র কণ্ঠস্বর আছে, আর সামসঙ্গীতে একমাত্র মানুষ হয়েই গান করে। আমরা এর মধ্যে বহু সামসঙ্গীতেই তার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম: এসো, এখনও সেই কণ্ঠস্বর শুনি। আমরা ইচ্ছা করলে, তবে এ আমাদেরই কণ্ঠস্বর; ইচ্ছা করলে, আমরা কান দিয়ে গায়কের কণ্ঠ শুনি আর আমরা হৃদয় দিয়ে গান করি। কিন্তু ইচ্ছা না করলে, তবে আমরা হব সেই মন্দিরের ব্যবসায়ীর মত, অর্থাৎ এমন মানুষ যারা নিজেদেরই স্বার্থের খোঁজ করে: এভাবেও আমরা মণ্ডলীতে প্রবেশ করি বটে, কিন্তু ঈশ্বরের যা গ্রহণীয়, তা করতে নয়।

বিকল্প (জোড় বর্ষ) - সুসমাচার পাঠ - লুক ১৯:১-১০

যেরিখোতে প্রবেশ করে যিশু শহরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন, আর হঠাৎ জাখেয় নামে একজন লোক—সে ছিল প্রধান কর-আদায়কারী ও নিজে ধনী লোক—যিশু কে তা দেখবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু ভিড়ের কারণে পারছিল না, কেননা খাটো মানুষ ছিল। তাই আগে ছুটে গিয়ে সে তাঁকে দেখবার জন্য একটা

ডুমুরগাছে উঠল, কারণ তাঁকে ওই পথ দিয়ে যেতে হচ্ছিল। যিশু যখন সেই স্থানে এসে পৌঁছলেন, তখন উপরের দিকে তাকিয়ে তাকে বললেন, 'জাখেয়, শীঘ্র নেমে এসো, কারণ আমাকে আজ তোমার বাড়িতে থাকতে হবে।' সে শীঘ্র নেমে এল, এবং সানন্দে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাল। তা দেখে সকলে গজগজ করে বলতে লাগল, 'ইনি একটা পাপীর ঘরে উঠলেন!' কিন্তু জাখেয় দৃঢ়তার সঙ্গে প্রভুকে বলল, 'প্রভু, দেখুন, আমার অর্ধেক সম্পত্তি আমি গরিবদের দিয়ে দিচ্ছি; আর যদি কখনও ঠকিয়ে কারও কিছু নিয়ে থাকি, তার চতুর্গুণ ফিরিয়ে দিচ্ছি।' তখন যিশু তার বিষয়ে বললেন, 'আজ এই বাড়িতে পরিত্রাণ প্রবেশ করেছে, কারণ এই লোকটিও আব্রাহামের সন্তান। বাস্তবিকই, যা হারানো ছিল, তা খুঁজতে ও পরিত্রাণ করতেই মানবপুত্র এসেছেন।'

❖ সন্ন্যাসী জন ইউস্তুস লান্ড্‌সবের্গের উপদেশ (গির্জা উৎসর্গীকরণ উপলক্ষে)

ঈশ্বরের তিনটে গৃহ

তিনটে গৃহ রয়েছে যার উৎসর্গীকরণ আমরা আজ পালন করছি। প্রথমটা হল গির্জা: তা হয় তো বহুদিন আগে থেকে সাধারণ একটা দালান ছিল আর পরবর্তীকালে গির্জায় পরিণত হয়েছে, কিংবা গোড়া থেকেই ঈশ্বরের উপাসনার উদ্দেশ্যে ও আমাদের পরিত্রাণের সাক্রামেন্তগুলো সম্পাদনের উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়েছে। আমাদের সর্বস্থানেই প্রার্থনা করা উচিত একথা সত্য বটে, এমন স্থান নেই যেখানে প্রার্থনা নিবেদন করা যায় না এ কথাও সত্য বটে; তথাপি এ সম্পূর্ণই সমীচীন যে ঈশ্বরের জন্য এমন বিশেষ স্থান পৃথক করে রাখা হয় যেখানে এ এলাকার সকল ভক্তরা ঈশ্বরের প্রশংসা করতে ও প্রার্থনা করতে একসঙ্গেই সমবেত হতে পারে যাতে আমাদের সমবেত প্রার্থনার ফলে আমাদের যাচনা অধিক সহজে পূরণ করা যেতে পারে—যেমনটি লেখা আছে: *পৃথিবীতে যদি দু' তিনজন একত্র হয়ে প্রার্থনা করে, আমার পিতা তাদের যাচনা পূরণ করবেন* (মথি ১৮:১৯ দ্রঃ)।

ঈশ্বরের দ্বিতীয় গৃহ হল মণ্ডলী, তথা এ গির্জায় সমবেত পবিত্র জনগণ। অন্য কথায়, তোমরা, যাদের অদ্বিতীয় পালক বা বিশপ চালিত করেন, শিক্ষাদান করেন ও চরান, সেই তোমরাই মণ্ডলী। তোমরাই ঈশ্বরের আত্মিক গৃহ যার বাহ্যিক চিহ্ন হল এ গির্জা। খ্রিষ্ট এ আত্মিক মন্দির নিজের জন্য গড়লেন, তা অনন্যই করলেন, ও যে সকল

আত্মাকে পরিত্রাণ করার কথা ছিল তাদের দত্তকপুত্র করায় ও পবিত্রীকৃত করায় এ আত্মিক মন্দির প্রতিষ্ঠা করলেন। তাই আত্মিক এ মন্দির অতীতকালের, বর্তমানকালের ও ভাবীকালের সেই মনোনীতদের নিয়ে গঠিত, যারা বিশ্বাস ও ভালবাসা দ্বারা একত্রিত, যাতে সার্বজনীন মণ্ডলীর সঙ্গে এক হয়ে তারা এই স্থানীয় মণ্ডলীকে গঠন করতে পারে যা সার্বজনীন মণ্ডলীর কন্যা মণ্ডলী। এ মণ্ডলীকে অন্য স্থানীয় মণ্ডলীগুলো থেকে তার নিজের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব অনুসারে ধরলে, তবে অন্য স্থানীয় মণ্ডলীগুলোর মত এ স্থানীয় মণ্ডলীও সার্বিক মণ্ডলীর একটা অঙ্গমাত্র, কিন্তু সকল অঙ্গ একসঙ্গে মিলে অনন্য সার্বজনীন সেই মণ্ডলী দাঁড়ায় যা সব স্থানীয় মণ্ডলীর মাতা। যখন সার্বিক মণ্ডলীর সঙ্গে এ স্থানীয় মণ্ডলীর তুলনা করা হয়, তখন এ স্থানীয় মণ্ডলী ও আমাদের এ সভা হল গোটা মণ্ডলীর একটা অঙ্গ বা কন্যামাত্র, ও কন্যা বলে অধীনস্থও বটে, কেননা এক-ই আত্মা দ্বারা পবিত্রীকৃত ও শাসিত। এ আত্মিক মন্দিরের উৎসর্গ-দিবস পালন করা মানে স্তুতিগান ও মহিমাকীর্তন করে ঈশ্বরের সেই আশীর্বাদ স্মরণ করা যা দ্বারা তিনি আমাদের মত সাধারণ মানুষকে তাঁকে জানতে ও গ্রহণ করতে আহ্বান করেছেন; আর শুধু তা নয়, তিনি তাঁকে বিশ্বাসও করতে, এমনকি তাঁকে ভালবাসতে, তাঁর আপন জনগণ হতে, তাঁর আদেশ পালন করতে, ও তাঁর খাতিরে কাজ করতে ও দুঃখকষ্ট ভোগ করতেও আমাদের সক্ষম করে তুলেছেন।

ঈশ্বরের তৃতীয় গৃহ হল সেই সমস্ত পুণ্যবান আত্মা যারা বাপ্তিস্মের গুণে তাঁর কাছে উৎসর্গীকৃত ও নিবেদিত হয়েছে, অর্থাৎ তারা সকলে যারা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে পবিত্র আত্মার মন্দির ও ঈশ্বরের আবাস হয়ে ওঠে। তেমন প্রকার গৃহ ছিল সেই জাখেয় যাঁর কথা আজকের সুসমাচার উল্লেখ করে ও যাঁর প্রশংসাও করে; কথাটা শুনেছি: *আজ এ গৃহে পরিত্রাণ প্রবেশ করেছে* (লুক ১৯:৯ দ্রঃ)। অর্থাৎ, যেদিন ঈশ্বর তাঁর প্রতি দয়া ও প্রসন্নতা দেখিয়েছেন, তিনি তা গ্রহণ করায় সেদিন তাঁর গৃহে পরিত্রাণ এসেছে। এ তৃতীয় গৃহের উৎসর্গ-দিবস উদ্‌যাপন করা মানে সেই সমস্ত উপকার স্মরণ করা যা আমরা তখনই গ্রহণ করেছি, যখন ঈশ্বর আপন অনুগ্রহ গুণে আমাদের অন্তরে বাস করতে এলেন।

৩০শে নভেম্বর

সাধু আন্দ্রিয়, প্রেরিতদূত

সুসমাচার পাঠ - মথি ৪:১৮-২২

> একদিন যিশু গালিলেয়া সাগরের তীর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দেখতে পেলেন, দুই ভাই—শিমোন ওরফে পিতর ও তাঁর ভাই আন্দ্রিয়—সমুদ্রে জাল ফেলছেন, কারণ তাঁরা জেলে ছিলেন। তিনি তাঁদের বললেন, 'আমার পিছনে এসো; আমি তোমাদের করে তুলব মানুষ-ধরা জেলে।' আর তখনই তাঁরা জাল ফেলে রেখে তাঁর অনুসরণ করলেন। আর সেখান থেকে এগিয়ে গিয়ে তিনি দেখলেন, অন্য দুই ভাই—জেবেদের ছেলে যাকোব ও তাঁর ভাই যোহন—নিজেদের পিতা জেবেদের সঙ্গে নৌকায় নিজেদের জাল সারাচ্ছিলেন; তিনি তাঁদের ডাকলেন; আর তখনই তাঁরা নৌকা ও নিজেদের পিতাকে ফেলে রেখে তাঁর অনুসরণ করলেন।

❖ যোহন-রচিত সুসমাচারে বিশপ বিশপ সাধু জন খ্রিসোস্তমের উপদেশাবলি (উপদেশ ১৯:১)

আমরা মশীহের সন্ধান পেয়েছি!

খ্রিষ্টের সঙ্গে থাকবার পর যিশু তাঁকে যা শিখিয়েছিলেন, তা শিখে আন্দ্রিয় সেই মহাধন নিজের অন্তরে গোপন রাখেননি, কিন্তু সেই পাওয়া ঐশ্বর্যের কথা জানাবার জন্য তিনি সঙ্গে সঙ্গেই আপন ভাইয়ের কাছে ছুটে গেলেন। এখন তুমি ভাল মত শোন আন্দ্রিয় কী বললেন: *আমরা মশীহের সন্ধান পেয়েছি (মশীহ শব্দটির অর্থ খ্রিষ্ট)* (যোহন ১:৪১)। তুমি কি দেখতে পাচ্ছ তিনি অল্প সময়ের মধ্যে যা শিখেছিলেন, তা কতই না স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করছেন? আসলে, যিনি তাঁদের অন্তরে এই বিশ্বাস জন্মিয়েছিলেন, সেই গুরুর শক্তিও তিনি দেখাচ্ছেন; এমনকি, যেহেতু তাঁরা এই সমস্ত কথা জানাবার জন্য আদি থেকেই ব্যস্ত, এজন্য এতে তাঁদের নিজেদের বিশ্বাসও প্রকাশ পাচ্ছে।

বাস্তবিকই এটি এমন এক প্রাণেরই বাণী, যে প্রাণ মহা ব্যকুলতার সঙ্গে মশীহের আগমনের প্রতীক্ষায় ছিল, যে প্রাণ স্বর্গ থেকে তাঁর অবরোহণের প্রত্যাশায় ছিল, যে প্রাণ সেই প্রত্যাশিত ব্যক্তি আত্মপ্রকাশ করলেই অফুরন্ত আনন্দে ভরে উঠল, যে প্রাণ অপরের কাছে এই নবীন মহাবাক্য জানাবার জন্য ছুটেই চলল। আধ্যাত্মিক জীবনে একে অন্যকে সাহায্য করাই হল সহানুভূতি, ভ্রাতৃপ্রেম ও আন্তর সত্যনিষ্ঠার প্রকৃত চিহ্নস্বরূপ।

পিতরের অন্তরও লক্ষ কর—আদি থেকে বাধ্য, বিশ্বাস গ্রহণের জন্য প্রস্তুত! অন্য কোন কিছু নিয়ে ব্যস্ত না হয়ে তিনি সঙ্গে সঙ্গেই ছুটে যান। বাস্তবিকই লেখা আছে: *তিনি তাঁকে নিয়ে গেলেন যিশুর কাছে* (যোহন ১:৪২)। দীর্ঘ সময় ধরে ব্যাপারটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করে তিনি যে ভাইয়ের কথা গ্রহণ করলেন, এজন্য কেউই নিশ্চয় তাঁর সরল প্রত্যয় দণ্ডনীয় মনে করবে না! আসলে তাঁর ভাই সম্ভবত আরও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ও দীর্ঘতরভাবেই তাঁকে এই সব ঘটনা বর্ণনা করেছিলেন; কিন্তু সুসমাচার-রচয়িতা স্বল্প কথার মধ্যেই সবকিছু বলার জন্য বিবরণটি সংক্ষিপ্ত করেন। অপর দিকে বর্ণনাটি এই কথাও বলে না যে, তিনি কোন প্রশ্ন না রেখেই বিশ্বাস করলেন; শুধু একথা বলা হয় যে, আন্দ্রিয় *তাঁকে নিয়ে গেলেন যিশুর কাছে,* তাঁকে যিশুর হাতে তুলে দিলেন তিনি যেন সরাসরি যিশুরই কাছে সবকিছু শিখতে পারেন। তখন আর একজন শিষ্যও উপস্থিত ছিলেন, এবং তিনিও একইভাবে চালিত হলেন।

ওই দেখ, ঈশ্বরের মেষশাবক এবং *ওই দেখ, ইনিই পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম দেন* (যোহন ১:২৯, ৩৩), একথা ব'লে যখন বাপ্তিস্মদাতা যোহন নিজেই এবিষয়ে আরও স্পষ্ট শিক্ষা স্বয়ং খ্রিস্টের মুখ থেকেই আসতে দিলেন, তখন সম্পূর্ণ ও বিশদ ব্যাখ্যা দেবার মত নিজেকে উপযুক্ত মনে না করে আন্দ্রিয় নিশ্চয়ই আরও গুরুত্বপূর্ণ কারণের ভিত্তিতে এভাবে ব্যবহার করলেন। এজন্যই তিনি এত ব্যস্ততা ও আনন্দে পরিপূর্ণ ছিলেন যে, ইতস্তত না করে ভাইকে স্বয়ং জ্যোতির উৎসের কাছে চালিত করলেন।

৮ই ডিসেম্বর

ধন্যা কুমারী মারীয়ার অমলোদ্ভব

সুসমাচার পাঠ - লুক ১:২৬-৩৮

ষষ্ঠ মাসে গাব্রিয়েল দূত ঈশ্বর দ্বারা গালিলেয়ার নাজারেথ নামে শহরে এমন একজন যুবতী কুমারীর কাছে প্রেরিত হলেন যিনি দাউদকুলের যোসেফ নামে একজন পুরুষের বাগ্‌দত্তা বধূ ছিলেন—কুমারীটির নাম মারীয়া। প্রবেশ করে দূত তাঁর দিকে এগিয়ে এসে বললেন, 'আনন্দিতা হও, হে অনুগৃহীতা! প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন।' এই কথায় তিনি অধিক বিচলিতা হলেন, ও ভাবতে লাগলেন তেমন অভিবাদনের অর্থ কী! কিন্তু দূত তাঁকে বললেন, 'ভয় করো না, মারীয়া; তুমি তো ঈশ্বরের কাছে অনুগ্রহই পেয়েছ। দেখ, গর্ভধারণ করে তুমি একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে, ও তাঁর নাম যিশু রাখবে। তিনি মহান হবেন, ও পরাৎপরের পুত্র বলে অভিহিত হবেন; এবং প্রভু ঈশ্বর তাঁর পিতৃপুরুষ দাউদের সিংহাসন তাঁকে দান করবেন; তিনি যাকোবকুলের উপর চিরকাল রাজত্ব করবেন, ও তাঁর রাজ্য হবে অন্তহীন।'

মারীয়া দূতকে বললেন, 'এ কেমন করে হতে পারবে, যখন আমি কোন পুরুষকে জানি না?' উত্তরে দূত তাঁকে বললেন, 'পবিত্র আত্মা তোমার উপরে নেমে আসবেন, এবং পরাৎপরের পরাক্রম তোমার উপর নিজের ছায়া বিস্তার করবে; আর এজন্য যাঁর জন্ম হবে, তিনি পবিত্র হবেন ও ঈশ্বরের পুত্র বলে অভিহিত হবেন। আর দেখ, তোমার আত্মীয়া এলিশাবেথ, সেও বৃদ্ধ বয়সে একটি পুত্রকে গর্ভে ধারণ করেছে; লোকে যাকে বন্ধ্যা বলে ডাকত, তার ছ'মাস চলছে; কারণ ঈশ্বরের পক্ষে অসাধ্য কিছুই নেই।' মারীয়া বললেন, 'এই যে! আমি প্রভুর দাসী; আপনি যেমন বলেছেন, আমার প্রতি সেইমত হোক।' তখন দূত তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিলেন।

❖ যেরুশালেমের বিশপ বিশপ সাধু সফ্রনিওসের উপদেশাবলি (উপদেশ ২:২২, ২৫)

কেউই তোমার মত পবিত্রতায় অলঙ্কৃত হয়নি

নারীকুলে তুমি সত্যিই ধন্যা, কেননা হবার অভিশাপ তুমি আশীর্বাদেই পরিণত করেছ এবং যিনি ঐশঅভিশাপের পাত্র ছিলেন, তোমার মধ্য দিয়েই সেই আদম পুনরায় আশিসপ্রাপ্ত হলেন।

নারীকুলে তুমি সত্যিই ধন্যা, কেননা তোমার জন্য পিতার সেই আশীর্বাদ মানবজাতির উপরে প্লাবিত হল ও প্রাচীন দণ্ডাজ্ঞা থেকে তাকে মুক্ত করল। নারীকুলে তুমি সত্যিই ধন্যা, কেননা তোমার দ্বারাই তোমার পিতৃপুরুষেরা পরিত্রাণ পেলেন: তুমি সেই ত্রাণকর্তার জননী হবে যিনি তাঁদের কাছে ঐশপরিত্রাণ এনে দেবেন।

নারীকুলে তুমি সত্যিই ধন্যা, কেননা তোমার কুমারীত্ব এমন ফল দান করল যা জগৎকে আশীর্বাদ দান করে ও তাকে সেই অভিশাপ থেকে মুক্ত করে যে অভিশাপ কাঁটাই শুধু উৎপন্ন করত। নারীকুলে তুমি সত্যিই ধন্যা, কেননা সাধারণ নারী হয়েও তুমি সত্যিই ঈশ্বরজননী হবে। বস্তুত, যিনি তোমার গর্ভে জন্ম নেবেন তিনি যদি বাস্তবেই মাংসধারী ঈশ্বর, তাহলে পূর্ণ ন্যায্যতা অনুসারেই ও সত্যিকারে তুমি ঈশ্বরজননী বলে অভিহিতা, কেননা তুমি সত্যিই ঈশ্বরকে জন্মদান কর।

কিন্তু ভয় পেয়ো না, মারীয়া: তুমি ঈশ্বরের কাছে অনুগ্রহ লাভ করেছ, এমন অনুগ্রহ যা সকল অনুগ্রহের মধ্যে উজ্জ্বলতম; ঈশ্বরের কাছে এমন অনুগ্রহ লাভ করেছ যার অতীত কোন অনুগ্রহ থাকতে পারে না; ঈশ্বরের কাছে এমন অনুগ্রহ লাভ করেছ যা চিরকালস্থায়ী। তোমার আগে অন্য কেউও, এমনকি অনেকেই উৎকৃষ্ট পবিত্রতার ফল ফলিয়েছিল, কিন্তু যেমন তোমার কাছে, অন্য কারও কাছে তেমন অনুগ্রহের পূর্ণতা দেওয়া হয়নি। কেউই তোমার মত তত ধন্য হয়নি; কেউই তোমার মত পবিত্রতায় তত অলঙ্কৃত হয়নি; কেউই তোমার মত মাহাত্ম্যের তত উচ্চ পর্যায়ে ওঠেনি; কেউই তোমার মত আদিলগ্ন থেকে পবিত্রতাদানকারী অনুগ্রহ দ্বারা পূর্বচিহ্নিত হয়নি; কেউই তোমার মত দিব্য আলোতে তত উজ্জ্বল হয়নি; কেউই তোমার মত সমস্ত উচ্চতার ঊর্ধ্বে ততখানি উন্নীত হয়নি।

এসব যথার্থই, কেননা কেউই তোমার মত ঈশ্বরের তত কাছাকাছি যায়নি; কেউই তোমার মত ঈশ্বরের মঙ্গলদানে তত ধনবান হয়নি; কেউই তত ঐশঅনুগ্রহ লাভ করেনি। মানবক্ষেত্রে যা মহান, সেক্ষেত্রে সবদিক দিয়েই তুমি বিজয়িনী; ঈশ্বরের মাহাত্ম্য কোন মানুষের কাছে যাই কিছু দান করেছেন, তুমি সেই সকল দানের অতীত; ঈশ্বরপ্রাপ্তিতে তুমি সকলের চেয়ে ধনবতী, কেননা ঈশ্বর তোমার মধ্যে উপস্থিত। যেইভাবে তোমার বেলায়, কেউই কখনও সেইভাবে নিজের মধ্যে ঈশ্বরকে গ্রহণ করতে পারেনি; কেউই তোমার মত ঐশউপস্থিতি ভোগ করতে পারেনি; কেউই তোমার মত ঈশ্বর দ্বারা আলোকিত হবার যোগ্য হতে পারেনি; এজন্য তুমি বিশ্বের স্রষ্টা ও প্রভু সেই ঈশ্বরকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করেছ এমন শুধু নয়, তুমি বরং নিজের মধ্যে অবর্ণনীয় ভাবে মাংসধারী রূপেই তাঁকে বহন ক'রে ও আপন বুকেই তাঁকে বরণ ক'রে অবশেষে পিতার দণ্ডাদেশে আঘাতগ্রস্ত সকল মানুষের মুক্তিদাতা ও অন্তহীন পরিত্রাণের সাধক রূপেই তাঁকে প্রসব করেছ।

২৬শে ডিসেম্বর

সাধু স্তেফান, প্রথম সাক্ষ্যমর

সুসমাচার পাঠ - মথি ১০:১৭-২২

যিশু একদিন নিজ শিষ্যদের বললেন: 'মানুষদের বিষয়ে সাবধান থাক, কেননা তোমাদের তারা বিচারসভায় তুলে দেবে, ও নিজেদের সমাজগৃহে তোমাদের কশাঘাত করবে; আমার জন্য শাসনকর্তা ও রাজাদের সামনে তোমাদের নিয়ে যাওয়া হবে, যেন তাদের কাছে ও বিজাতীয়দের কাছে তা সাক্ষ্যস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। তবু যখন লোকেরা তোমাদের তুলে দেবে, তখন তোমরা কীভাবে কী বলবে, তা নিয়ে চিন্তিত হয়ো না, কারণ তোমাদের যে কী বলতে হবে, তা সেই ক্ষণেই তোমাদের বলে দেওয়া হবে—বাস্তবিকই তোমরা কথা বলবে এমন নয়, তোমাদের পিতার সেই আত্মাই তোমাদের অন্তরে কথা বলবেন।

আর ভাই ভাইকে ও পিতা ছেলেকে মৃত্যুর হাতে তুলে দেবে; আবার, ছেলেরা মাতাপিতার বিপক্ষে উঠে তাঁদের হত্যা করাবে। আর আমার নামের জন্য তোমরা হবে সকলের ঘৃণার পাত্র; কিন্তু যে কেউ শেষ পর্যন্ত নিষ্ঠাবান থাকবে, সে পরিত্রাণ পাবে। তারা যখন তোমাদের এক শহরে নির্যাতন করবে, তখন অন্য শহরে গিয়ে আশ্রয় নাও; আমি তোমাদের সত্যি বলছি, ইস্রায়েলের সকল শহরে তোমাদের যাওয়া শেষ হবার আগেই মানবপুত্র আগমন করবেন।'

❖ নিসার বিশপ সাধু গ্রেগরির উপদেশাবলি (উপদেশ ২৭:৯)

আমার কারণে নির্যাতিত যারা, তারাই সুখী

ধর্মময়তার জন্য নির্যাতিত যারা, তারাই সুখী, কারণ স্বর্গরাজ্য তাদেরই (মথি ৫:১০)। এই তো ঈশ্বরের জন্য যত সংগ্রামের উদ্দেশ্য ও ফলাফল, তাঁর প্রেমের খাতিরে যত বিপদের সম্মুখীন হওয়ার ফল, যত পরিশ্রমের মজুরি, যত প্রচেষ্টার পুরস্কার—এভাবেই ঈশ্বরের প্রতিযোগীরা স্বর্গরাজ্য লাভ করে।

তবু প্রভু মানব ভঙ্গুরতা জেনে অধিক দুর্বলদের কাছে ক্লান্তিকর সংগ্রামের শেষ ফলাফল আগে থেকে জানিয়ে দেন, যাতে শাশ্বত রাজ্যের আশা জীবনকালে সম্মুখীন যত প্রতিকূলতাজনিত ভয়ের উপর তাদের বিজয় আরও সহজ করতে পারে। এজন্য বীর স্তেফান চারদিক থেকে তাঁর উপর ছোড়া পাথর দেখে আনন্দ করেন; হিমকণার মত ঘন ঘন আগত আঘাত যেন মধুর শিশিরের মতই আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে গ্রহণ করেন; নির্বোধদের হত্যাকাণ্ডে আশীর্বাদ করেই সাড়া দেন, ও প্রার্থনা করেন তেমন অপরাধের জন্য তাদের যেন দায়ী করা না হয়। তিনি তো ঐশ অঙ্গীকার শুনেছিলেন, এবং দেখছিলেন, তাঁর আশা সত্যিই পূর্ণতা লাভ করছিল।

তিনি শুনেছিলেন, যারা বিশ্বাসের কারণে নির্যাতিত, তাদের স্বর্গরাজ্যে গ্রহণ করা হবে: সাক্ষ্যমরণ বরণ করতে করতে তিনি যা আশা করেছিলেন তাই দেখলেন। তিনি বিশ্বাস-স্বীকৃতির কারণে আশার বস্তু পাবার জন্য দৌড় দিতে দিতেই সেই আশার বস্তু তাঁর কাছে দৃশ্য হয়ে ওঠে: স্বর্গ উন্মুক্ত, ঊর্ধ্বলোক থেকে আপন প্রতিযোগীর দৌড়ের দর্শক স্বয়ং ঐশগৌরব, সংগ্রামরত প্রতিযোগীর পরীক্ষক স্বয়ং খ্রিষ্ট। তিনি প্রতিযোগিতার প্রধান বিচারক, এতে প্রতিযোগীর প্রতি তাঁর সাহায্যই প্রদর্শিত, কেননা তিনি আমাদের শেখাতে চান, নির্যাতকদের বিরুদ্ধে তাঁর আপন নির্যাতিতদের পক্ষে তিনি নিজেই উপস্থিত। সংগ্রামের স্বয়ং প্রধান বিচারক সংগ্রামে তাঁর সহায় হবেন, প্রভুর কারণে নির্যাতিতের কাছে এর চেয়ে মহত্তর আনন্দ কি থাকতে পারে? *আমার কারণে নির্যাতিত যারা, তারাই সুখী* (মথি ৫:১১)।

মানবজীবনে একটি স্থান প্রয়োজন যেখানে আমরা স্থিতমূল থাকি; এমন কিছু যদি না থাকে যা বাইরের দিকে, মর্তের অতীতেই আমাদের নিক্ষেপ করে না, তাহলে আমরা সবসময় মর্তেরই থাকব; আমরা কিন্তু যদি স্বর্গ দ্বারা নিজেদের আকর্ষিত হতে দিই, তাহলে সেখানেই আমাদের স্থানান্তর করা হবে। তুমি কি দেখতে পাচ্ছ কোথায় তোমাকে নিয়ে যায় সেই সুখময় অঙ্গীকার, যা আপাতদৃষ্টিতে দুঃখজনক ও কষ্টকর ঘটনার মধ্য দিয়ে তেমন মহাদান লাভ করতে তোমাকে চালিত করে? প্রেরিতদূতও একথা লক্ষ করেছিলেন, কোন *শাসন শাসনের সময়ে আনন্দের বিষয় নয়, দুঃখেরই বিষয় মনে হয়; তবু যারা তার মধ্য দিয়ে শিক্ষা পেয়েছে, পরে সেই শাসন তাদের এনে দেয় শান্তি ও*

ধর্মময়তার ফল (হিব্রু ১২:১১); সুতরাং দুঃখই প্রত্যাশিত ফলগুলির ফুল। এসো, ফলের খাতিরে ফুলও গ্রহণ করি! এসো, ব্যস্ত হয়ে দৌড় দিই, আমাদের দৌড় কিন্তু যেন বৃথা না হয়: আমাদের দৌড় আমাদের স্বর্গীয় আহ্বানের পুরস্কারের দিকে ধাবিত হোক। এসো, সেইভাবে দৌড়োই যাতে সেই পুরস্কার পেতে পারি!

তবে আমরা যখন নিপীড়িত ও নির্যাতিত হই, তখন যেন দুঃখ না করি; বরং আনন্দই করি, কেননা মর্তে যা কিছু মূল্যবান বলে পরিগণিত, আমরা যখন তা থেকে বঞ্চিত, তখন আমরা স্বর্গীয় মঙ্গলদানেই আহূত, তাঁরই কথা অনুসারে যিনি তাদেরই সুখী করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যারা তাঁর কারণে নিপীড়িত ও নির্যাতিত হবে: এদেরই তো স্বর্গরাজ্য, আমাদের প্রভু সেই যিশুখ্রিষ্টের অনুগ্রহে যাঁরই গৌরব ও সর্বপরাক্রম হোক যুগে যুগে চিরকাল। আমেন।

২৭শে ডিসেম্বর

সাধু যোহন, প্রেরিতদূত ও সুসমাচার-রচয়িতা

সুসমাচার পাঠ - যোহন ২০:২-৮

সপ্তাহের প্রথম দিন মাগ্দালার মারীয়া দৌড়ে গেলেন শিমোন পিতর আর সেই অন্য শিষ্যের কাছে যাঁকে যিশু ভালবাসতেন। তাঁদের তিনি বললেন, 'তারা প্রভুকে কবর থেকে নিয়ে গেছে, আর আমরা জানি না, তাঁকে কোথায় রেখেছে।' তাই পিতর ও অন্য শিষ্যটি বেরিয়ে পড়ে সমাধিগুহার দিকে রওনা হলেন। দু'জনে একসঙ্গে দৌড়াতে লাগলেন, কিন্তু দ্বিতীয় শিষ্যটি পিতরের চেয়ে দ্রুত ছুটে তাঁকে ছাড়িয়ে গেলেন আর সমাধিগুহায় আগে পৌঁছলেন; নিচু হয়ে তিনি ভিতরের দিকে চেয়ে দেখলেন, ক্ষোম-কাপড়ের সেই ফালিগুলো সেখানে পড়ে রয়েছে, তবুও তিনি ভিতরে ঢুকলেন না। তাঁর পিছু পিছু শিমোন পিতরও তখন সেখানে এসে উপস্থিত হলেন, এবং সমাধিগুহার মধ্যে প্রবেশ করে দেখলেন, ফালিগুলো পড়ে রয়েছে, আর যে রুমালটা যিশুর মাথার উপর ছিল, সেটা ফালিগুলির সঙ্গে নয়, আলাদা ভাবে অন্য এক স্থানে রয়েছে, গোটানো অবস্থায়। তখন যে অন্য শিষ্যটি সমাধিগুহায় প্রথম এসেছিলেন, তিনিও ভিতরে গেলেন: তিনি দেখলেন ও বিশ্বাস করলেন। কেননা মৃতদের মধ্য থেকে তাঁকে যে পুনরুত্থান করতে হবে, শাস্ত্রের এই বচনটি তাঁরা তখনও জানতেন না। পরে শিষ্যেরা ঘরে ফিরে গেলেন।

❖ যোহন-রচিত সুসমাচারে বিশপ সাধু আগস্তিনের ব্যাখ্যা (১২০শ বিভাগ ৬-৯; ১২১:১)

তিনি প্রথম গিয়ে পৌঁছলেন,

কিন্তু পরেই ঢুকলেন

শনিবারের পরবর্তী দিন হল সেই দিন যা প্রভুর পুনরুত্থানের স্মরণে খ্রিষ্টিয়ানরা প্রভুর দিন বলে, যে দিনটি সুসমাচার-রচয়িতাদের মধ্যে মথি একাই সপ্তাহের প্রথম দিন

বললেন (মথি ২৮:১ দ্রঃ)। মাগ্দালার মারীয়া *দৌড়ে গেলেন শিমোন পিতর আর সেই অন্য শিষ্যের কাছে যাঁকে যিশু ভালবাসতেন। তাঁদের তিনি বললেন, তারা প্রভুকে কবর থেকে নিয়ে গেছে, আর আমরা জানি না, তাঁকে কোথায় রেখেছে* (যোহন ২০:২)। কয়েকটা পাণ্ডুলিপিতে, গ্রীক পাণ্ডুলিপিতেও, লেখা আছে: তারা 'আমার' প্রভুকে তুলে নিয়ে গেল। ব্যাপারটা অর্থহীন নয়, কেননা মাগ্দালার মারীয়ার অনুরাগ ও ভক্তি আরও স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে।

তাই পিতর ও অন্য শিষ্যটি বেরিয়ে পড়ে সমাধিগুহার দিকে রওনা হলেন। দু'জনে একসঙ্গে দৌড়াতে লাগলেন, কিন্তু দ্বিতীয় শিষ্যটি পিতরের চেয়ে দ্রুত ছুটে তাঁকে ছাড়িয়ে গেলেন আর সমাধিগুহায় আগে পৌঁছলেন (যোহন ২০:৩-৪)। এ সংক্ষিপ্ত বর্ণনা বিশেষভাবে লক্ষণীয়, আবার লক্ষণীয় বিষয় হল কেমন করে রচয়িতা একটা বিশেষ কথা, যা বাদ পড়ে গেছিল, তা এখানে যোগ দিলেন তা যেন পরপরেই ঘটে। বস্তুত তিনি আগে বলেছিলেন, *তাঁরা সমাধিগুহার দিকে রওনা হলেন,* তারপর তিনি সঠিক বর্ণনায় বলেন তাঁরা কীভাবেই সমাধিগুহায় গেলেন: *তাঁরা দু'জনে একসঙ্গে দৌড়াতে লাগলেন।* এভাবে তিনি আমাদের একথা জানান, আগে দৌড়ে সমাধিগুহায় প্রথম পৌঁছলেন সেই অন্য শিষ্যই, যিনি প্রকৃতপক্ষে রচয়িতা নিজেই, যদিও তিনি নিজের কথা তৃতীয় ব্যক্তিতে ব্যক্ত করেন।

তিনি দেখলেন ও বিশ্বাস করলেন (যোহন ২০:৯)। কয়েকজন পাঠক তত চিন্তা না করে অনুমান করল, এখানে প্রমাণ আছে, যোহন বিশ্বাস করলেন যিশু পুনরুত্থান করেছেন; পরবর্তী কথা কিন্তু তেমন অনুমান অস্বীকার করে। রচয়িতা নিজে যখন বলে চলেন, *মৃতদের মধ্য থেকে তাঁকে যে পুনরুত্থান করতে হবে, শাস্ত্রের এই বচনটি তাঁরা তখনও জানতেন না* (যোহন ২০:৯), তখন তিনি আসলে কী বলতে চান? যেহেতু তখনও তিনি জানতেন না যে প্রভুকে পুনরুত্থান করতে হবে, সেজন্য তিনি বিশ্বাস করতে পারতেন না যে, খ্রিষ্ট পুনরুত্থান করেছেন। তবে তিনি কী দেখলেন ও কী বিশ্বাস করলেন? তিনি সমাধি শূন্য দেখলেন, এবং স্ত্রীলোকটি যা বলেছিলেন, তাই বিশ্বাস করলেন, তথা লোকে প্রভুকে তুলে নিয়ে গেছিল। প্রভু তাঁদের কাছে বারবার, এমনকি খুবই স্পষ্টভাবে আপন পুনরুত্থানের কথা বলেছিলেন, একথা সত্য; কিন্তু যেহেতু তাঁরা

তাঁর বাণী উপমার ছলেই শুনতে অভ্যস্ত ছিলেন, সেজন্য তাঁরা বুঝতে পারেননি, বা মনে করছিলেন তিনি অন্য কিছুই ইঙ্গিত করছিলেন।

মাগ্দালার মারীয়া পিতর ও যোহনকে গিয়ে বলেছিলেন, লোকে প্রভুকে সমাধি থেকে তুলে নিয়ে গেছিল। সমাধিস্থানে গিয়ে তাঁরা সেই ফালিগুলোই মাত্র খুঁজে পেয়েছিলেন যেগুলির মধ্যে যিশুর দেহ জড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল; সুতরাং মারীয়া যা বলেছিলেন ও নিজেই বিশ্বাস করেছিলেন, তাছাড়া তাঁরা আর কীসেতে বিশ্বাস করতে পারতেন?

২৮শে ডিসেম্বর

নিরপরাধী পবিত্র শিশুগণ

সুসমাচার পাঠ - মথি ২:১৩-১৮

সেই তিন পন্ডিত চলে গেলে পর প্রভুর দূত হঠাৎ স্বপ্নে যোসেফকে দেখা দিয়ে বললেন, 'ওঠ, শিশুটিকে ও তাঁর মাকে সঙ্গে নিয়ে মিশরে পালিয়ে যাও; আর আমি তোমাকে না বলা পর্যন্ত তুমি সেখানে থাক; কেননা হেরোদ শিশুটিকে হত্যা করার জন্য খোঁজ করতে যাচ্ছে।' তাই যোসেফ উঠে সেই রাতে শিশুটিকে ও তাঁর মাকে সঙ্গে নিয়ে মিশরে চলে গেলেন, এবং হেরোদের মৃত্যু পর্যন্ত সেখানে থাকলেন, যেন নবীর মধ্য দিয়ে উচ্চারিত প্রভুর এই বচন পূর্ণ হয়:
আমি মিশর থেকে আমার পুত্রকে ডেকে আনলাম।
পন্ডিতেরা তাঁকে প্রবঞ্চনা করেছেন, তা বুঝতে পেরে হেরোদ অধিক ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন, এবং সেই পন্ডিতদের কাছ থেকে যে সময়ের কথা জেনে নিয়েছিলেন, সেই অনুসারে দু'বছর বা তার কম বয়সের যত ছেলে বেথলেহেমে ও তার সমস্ত অঞ্চলে ছিল, তাদের সকলকে হত্যা করালেন। তখন নবী যেরেমিয়ার মধ্য দিয়ে উচ্চারিত এই বচন পূর্ণ হল:

রামায় শোনা গেল এক সুর,
বিলাপ ও তিক্ত কান্নার সুর:
রাখেল নিজ ছেলেদের জন্য কাঁদছেন;
কোন সান্ত্বনা মানছেন না,
কারণ তারা আর নেই!

❖ পুরোহিত মাননীয় সাধু বীডের উপদেশাবলি (উপদেশ ১:১০)

তারা মেষশাবকের সামনে দাঁড়িয়ে আছে ও তাঁর গৌরব দর্শন করে

প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, খ্রিস্টের সাক্ষ্যমর সেই নিরপরাধী শিশুদের মূল্যবান মৃত্যু সম্বন্ধে সুসমাচারের কথা আমাদের কাছে পবিত্র, এবং আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় সকল সাক্ষ্যমরদের গৌরবময় মৃত্যুর কথা। নিরপরাধী শিশুদের শিশুকালেই হত্যা করা হয়েছে, একথা আমাদের জন্য অর্থপূর্ণ: সাক্ষ্যমরণের গৌরবে বিনম্রতারই পথ দিয়ে পৌঁছনো যায়, এবং সে-ই মাত্র খ্রিস্টের জন্য প্রাণ দিতে পারে, যে মনপরিবর্তন ক'রে শিশুর মত হয়েছে।

এজন্যই, হে প্রিয় ভ্রাতৃগণ, আজকের দিনের পর্বোৎসবে সাক্ষ্যমরদের প্রথমফসলকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আমাদের সেই অন্তহীন উৎসবের কথা মনোযোগের সঙ্গে ধ্যান করতে হবে, যে উৎসব সকল সাক্ষ্যমরদের জন্য স্বর্গে উদ্‌যাপিত হচ্ছে; যথাসাধ্য তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, এসো, আমরাও তাঁদের আনন্দের সহভাগী হতে চেষ্টা করি। প্রেরিতদূত আমাদের নিশ্চিত করেন যে, আমরা যেমন এখন তাঁদের কষ্টভোগের সহভাগী, তেমনি তাঁদের সান্ত্বনারও সহভাগী হব।

এসো, তাদের মৃত্যুর জন্য দুঃখ নয়, আনন্দই করি, কেননা তারা যোগ্য বিজয়মালা লাভ করেছে। তাদের একজনের যখন মৃত্যু হল, তখন রাখেল, অর্থাৎ মাতা মণ্ডলী শোকপ্রকাশে ও অশ্রুজলে তার জন্য দুঃখ করল, কিন্তু সেই স্বর্গীয় যেরুশালেম, যা আমাদের সকলের জননী, সঙ্গে সঙ্গে আনন্দপ্রকাশেই পৃথিবীর এ প্রবাসীদের গ্রহণ করলেন ও তাদের প্রভুর গৌরবে তাদের অনুপ্রবেশ করালেন, যাতে তাঁরই হাত থেকে তারা বিজয়মালা গ্রহণ করে। এজন্য যোহন বলেন, *তারা শুভ্র পোশাকে পরিবৃত হয়ে ও খেজুরপাতা হাতে করে সিংহাসনের সাক্ষাতে ও মেষশাবকের সাক্ষাতে দাঁড়িয়ে ছিল* (প্রকাশ ৭:৯)। যারা আগে কষ্টে নিষ্পেষিত হয়ে জাগতিক বিচারকদের সামনে শায়িত ছিল, তারা এখন নিজেদের মালায় ভূষিত হয়ে ঈশ্বরের সিংহাসনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তারা মেষশাবকের সামনে রয়েছে, আর যেমন এজগতে নিপীড়নও প্রভুভক্তি

থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারল না, তেমনি স্বর্গে মেষশাবকের গৌরবদর্শন থেকে তারা কোন মতেই বঞ্চিত হতে পারবে না।

শুভ্র পোশাকে তারা উজ্জ্বল, হাতে ক'রে তারা তাদের কাজকর্মের মজুরি বহন করে, ও পুনরুত্থান দ্বারা গৌরবমণ্ডিত আপন দেহকেও ফিরে পায়, যে দেহ প্রভুভক্তির খাতিরে তারা আগুনে পুড়তে দিল, হিংস্র পশুদের কবলে দীর্ণ হতে দিল, কশাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হতে দিল, গভীর গর্তে নিক্ষিপ্ত হতে দিল, লৌহ-নখ দ্বারা জীর্ণ হতে দিল, যত পীড়নে নিহত হতে দিল।

তারা উদাত্ত কণ্ঠে চিৎকার করে বলছিল: সিংহাসনে সমাসীন আমাদের ঈশ্বর এবং মেষশাবকেরই তো পরিত্রাণ (প্রকাশ ৭:১০)। তারা উদাত্ত কণ্ঠে ঈশ্বরের পরিত্রাণের গুণকীর্তন করে, ও গভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করে, তারা নিজেদের বলে নয়, ঐশসহায়তায়ই শত্রুদের অত্যাচার জয় করেছে। *এরা তারাই, যারা মহাক্লেশ পার হয়ে এসেছে ও মেষশাবকের রক্তে নিজেদের পোশাক ধৌত করে শুভ্র করে তুলেছে* (প্রকাশ ৭:১৪)। সাক্ষ্যমরেরা তখনই নিজেদের পোশাক মেষশাবকের রক্তে ধুয়ে নিল, যখন নির্বোধের চোখে মনে হচ্ছিল, তাদের দেহের অঙ্গগুলি ক্ষতের রক্তে মাখা, আসলে কিন্তু খ্রিষ্টের খাতিরে রক্তদান করে তারা তখন সেগুলোকে যত কালিমা থেকে বিশুদ্ধ করছিল ও অমরতার দিব্য আলোর যোগ্য করে তুলছিল, কেননা ইতিমধ্যে মেষশাবকের রক্তেই সেগুলোকে ধুয়ে নিয়েছিল। *এজন্য তারা ঈশ্বরের সিংহাসনের সাক্ষাতে আছে আর দিনরাত তাঁর পবিত্রধামে তাঁর সেবা করে* (প্রকাশ ৭:১৫)।

ঈশ্বরের সামনে থাকা ও তাঁর অবিরত প্রশংসা করা ক্লান্তিকর নয়, বরং আনন্দদায়ী ও কাম্য সেবা: উপরোল্লিখিত 'দিনরাত' শব্দ সময়ের পরম্পরাগত ক্ষণের কথা নির্দেশ করে না, বরং তার প্রতীকমূলক অর্থ হল চিরকাল। *রাত আর থাকবে না* (প্রকাশ ২১:১৫) খ্রিষ্টের প্রাঙ্গণে, বরং একটিমাত্র দিন, অন্যত্র যাপিত সহস্র দিনের চেয়েও শ্রেয় একটি দিন, এমন দিন যে দিনে রাখেল আপন সন্তানদের জন্য আর কাঁদবেন না, কেননা *ঈশ্বর তাদের মুখ থেকে মুছে দেবেন সমস্ত অশ্রুজল* (প্রকাশ ৭:১৭) ; ও তাদের *তাঁবুতে তাঁবুতে আনন্দচিৎকার ও জয়ধ্বনি* (সাম ১১৮:১৫) তিনিই ধ্বনিত করবেন, যিনি

পবিত্র আত্মার ঐক্যে পিতার সঙ্গে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে। আমেন।

সাধারণ ব্যবস্থা

গির্জা উৎসর্গীকরণ

সুসমাচার পাঠ - লুক ১৯:১-১০

> যেরিখোতে প্রবেশ করে যিশু শহরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন, আর হঠাৎ জাখেয় নামে একজন লোক—সে ছিল প্রধান কর-আদায়কারী ও নিজে ধনী লোক—যিশু কে তা দেখবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু ভিড়ের কারণে পারছিল না, কেননা খাটো মানুষ ছিল। তাই আগে ছুটে গিয়ে সে তাঁকে দেখবার জন্য একটা ডুমুরগাছে উঠল, কারণ তাঁকে ওই পথ দিয়ে যেতে হচ্ছিল। যিশু যখন সেই স্থানে এসে পৌঁছলেন, তখন উপরের দিকে তাকিয়ে তাকে বললেন, 'জাখেয়, শীঘ্র নেমে এসো, কারণ আমাকে আজ তোমার বাড়িতে থাকতে হবে।' সে শীঘ্র নেমে এল, এবং সানন্দে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাল। তা দেখে সকলে গজগজ করে বলতে লাগল, 'ইনি একটা পাপীর ঘরে উঠলেন!' কিন্তু জাখেয় দৃঢ়তার সঙ্গে প্রভুকে বলল, 'প্রভু, দেখুন, আমার অর্ধেক সম্পত্তি আমি গরিবদের দিয়ে দিচ্ছি; আর যদি কখনও ঠকিয়ে কারও কিছু নিয়ে থাকি, তার চতুর্গুণ ফিরিয়ে দিচ্ছি।'
> তখন যিশু তার বিষয়ে বললেন, 'আজ এই বাড়িতে পরিত্রাণ প্রবেশ করেছে, কারণ এই লোকটিও আব্রাহামের সন্তান। বাস্তবিকই, যা হারানো ছিল, তা খুঁজতে ও পরিত্রাণ করতেই মানবপুত্র এসেছেন।'

❖ সন্ন্যাসী জন ইউস্তুস লান্ড্‌সবের্গের উপদেশ (গির্জা উৎসর্গীকরণ উপলক্ষে)

প্রকৃত মনপরিবর্তন পাপের সকল শিকড় ছেটে দেয়। অনেকের পক্ষে অর্থলালসাই পাপের মূলকারণ। তা উৎপাটন করার জন্য জাখেয় প্রতিশ্রুতি দেয়, সে গরিবদের প্রয়োজনের জন্য অর্ধেক সম্পত্তি দান করবে, ও *আমি যদি কখনও ঠকিয়ে কারও কিছু নিয়ে থাকি, তার চতুর্গুণ ফিরিয়ে দিচ্ছি* (লুক ১৯:৮)।

তুমি কি দেখতে পাচ্ছ, খ্রিষ্ট দ্বারা আলোকিত হয়ে জাখেয় সহসা কতই না অগ্রসর হয়েছে? তাছাড়া নিন্দুকদের বিরুদ্ধে খ্রিষ্টকে রক্ষা করার জন্য ও নিজের প্রতি তিনি কেমন প্রজ্ঞার সঙ্গে ব্যবহার করেছিলেন তা দেখাবার জন্য সে নিজের সঙ্কল্প প্রকাশ্যেই ঘোষণা করতে চাইল; হ্যাঁ, খ্রিষ্ট তাকে কর-আদায়কারীর মত অবজ্ঞা করে এড়াননি, বরং মঙ্গলভাব দেখিয়ে ও তার বাড়িতে নিজেকে নিমন্ত্রিত করে তাকে এত মহান ও আকস্মিক পরিবর্তনে তপস্যা ও মনপরিবর্তনের দিকে চালিত করেছিলেন যে, অতীতে সে যেমন অর্থলোভী হয়েছিল, তেমনি এখন সবকিছু ত্যাগ করতে বাসনা করছে। বস্তুতপক্ষে সে ভবিষ্যতেই গরিবদের হাতে সম্পত্তি দেবে ও ভবিষ্যতেই অন্যায়-অর্থ ফিরিয়ে দেবে এমন নয়, এখনই তা করতে দৃঢ়সঙ্কল্প: *দেখুন, আমি দিয়ে দিচ্ছি, আমি ফিরিয়ে দিচ্ছি* (লুক ১৯:৮)। ভিক্ষাদান করছি, যা চুরি করেছি তা ফিরিয়ে দিচ্ছি। আর ভিক্ষাদান যেন ঈশ্বরের গ্রহণীয় হয় যদিও আগে যা চুরি করা হয়েছে তা ফিরিয়ে দেওয়া প্রয়োজন, তবু এক্ষেত্রে, যা দাতব্য শুধু নয়, যা দানশীলতার খাতিরে দান করতে পারত ও দান করতে চাইত তাও দেবার তৎপরতা দেখাতে গিয়ে সে আগে ভিক্ষাদানের কথা, পরেই ফিরিয়ে দেওয়ার কথা বলে। যিশু তার বিষয়ে বললেন: *আজ এই বাড়িতে পরিত্রাণ প্রবেশ করেছে, কারণ এই লোকটিও আব্রাহামের সন্তান। বাস্তবিকই, যা হারানো ছিল, তা খুঁজতে ও পরিত্রাণ করতেই মানবপুত্র এসেছেন* (লুক ১৯:৯-১০)।

'এই গৃহে' সাধিত পরিত্রাণের কথা ঘোষণা করায় খ্রিষ্ট জাখেয়ের আত্মাকেই ইঙ্গিত করতে অভিপ্রায় করেন, যে আত্মা বাসনা ও মঙ্গল-ইচ্ছায় আসক্তি দ্বারা, ভালবাসা ও বাধ্যতা দ্বারা পরিত্রাণ পেয়েছে; আর তেমন আত্মাকেই প্রভু ঈশ্বরের গৃহ বলে অভিহিত করেন, কারণ তার মধ্যে ঈশ্বর বাস করেন—বাস্তবিকই যিশু তা-ই পরিত্রাণ করতে এলেন যা হারানো ছিল। আর এজন্য তিনি তাদেরই সঙ্গে থাকতে চাইলেন, যাদের তিনি জানতেন নিজ সহায়তার অভাবী ও পরিত্রাণের অন্বেষী।

যারা গজ গজ করছিল, তাদের উদ্দেশ করে তিনি ঠিক যেন বললেন, আমি পাপী মানুষের সঙ্গে কথা বলায় ও নিমন্ত্রিত না হয়েও তার বাড়িতে নিজেকে নিমন্ত্রিত করায় আমার বিরুদ্ধে তোমাদের এত উত্তেজনা কেন? পাপীরা নিজেদের পাপে থাকবে এজন্য নয়, তারা মনপরিবর্তন করে আমাতে জীবন পাবে এজন্যই আমি এ জগতে এসেছি!

পাপী আজ পর্যন্ত যা করে এসেছে, আমি তার দিকে তাকাই না, বরং সে এখন থেকে যা করবে তা-ই ধরি। তাকে আমি আমার অনুগ্রহ ও বন্ধুত্ব নিবেদন করি—তোমরা ইচ্ছা করলে, তোমাদেরও তা নিবেদন করব। সে যখন আমার অনুগ্রহ ও বন্ধুত্ব গ্রহণ করে আমার কাছে এসে পাপী যে ছিল ধার্মিক হয়ে ওঠে, তখন আমি যে তার বাড়িতে গিয়েছি এর জন্য তোমরা আমাকে নিন্দা কর কেন? যে পাপী ছিল, সে যখন ঈশ্বরের বন্ধু হয়েছে, তখন তোমরা তাকে ধূর্ত বলে বিচার কর কেন? কেননা সে তো আব্রাহামেরই সন্তান—তাঁর বংশের মানুষ ব'লে নয়, কিন্তু ভক্তপ্রাণ আব্রাহামের বিশ্বাসের অনুকারী হয়েছে ব'লে!

আমাদের প্রভু যিশুখ্রিষ্ট এমনটি দেন, আমরা যেন তাঁকে জানতে পারি, তাঁকে ভালবাসতে পারি, তাঁর উপর ভরসা রাখতে পারি, যা ঈশ্বরের ইচ্ছার গ্রহণীয় ও আমাদের পরিত্রাণে বাধা দেয় না, তা ছাড়া যেন আমরা অন্য কিছুতে আসক্ত ও আকর্ষিত না হই। তিনি যুগযুগ ধরে ধন্য! আমেন।

❖ *বিকল্প* - সন্ন্যাসী জন ইউস্তুস লান্ড্‌সবের্গের উপদেশ (গির্জা উৎসর্গীকরণ উপলক্ষে)

ঈশ্বরের তিনটে গৃহ

তিনটে গৃহ রয়েছে যার উৎসর্গীকরণ আমরা আজ পালন করছি। প্রথমটা হল গির্জা: তা হয় তো বহুদিন আগে থেকে সাধারণ একটা দালান ছিল আর পরবর্তীকালে গির্জায় পরিণত হয়েছে, কিংবা গোড়া থেকেই ঈশ্বরের উপাসনার উদ্দেশ্যে ও আমাদের পরিত্রাণের সাক্রামেন্তগুলো সম্পাদনের উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়েছে। আমাদের সর্বস্থানেই প্রার্থনা করা উচিত একথা সত্য বটে, এমন স্থান নেই যেখানে প্রার্থনা নিবেদন করা যায় না এ কথাও সত্য বটে; তথাপি এ সম্পূর্ণই সমীচীন যে ঈশ্বরের জন্য এমন বিশেষ স্থান পৃথক করে রাখা হয় যেখানে এ এলাকার সকল ভক্তরা ঈশ্বরের প্রশংসা করতে ও প্রার্থনা করতে একসঙ্গেই সমবেত হতে পারে যাতে আমাদের সমবেত প্রার্থনার ফলে আমাদের যাচনা অধিক সহজে পূরণ করা যেতে পারে—যেমনটি লেখা আছে: *পৃথিবীতে যদি দু' তিনজন একত্র হয়ে প্রার্থনা করে, আমার পিতা তাদের যাচনা পূরণ করবেন* (মথি ১৮:১৯ দ্রঃ)।

ঈশ্বরের দ্বিতীয় গৃহ হল মণ্ডলী, তথা এ গির্জায় সমবেত পবিত্র জনগণ। অন্য কথায়, তোমরা, যাদের অদ্বিতীয় পালক বা বিশপ চালিত করেন, শিক্ষাদান করেন ও চরান, সেই তোমরাই মণ্ডলী। তোমরাই ঈশ্বরের আত্মিক গৃহ যার বাহ্যিক চিহ্ন হল এ গির্জা। খ্রিষ্ট এ আত্মিক মন্দির নিজের জন্য গড়লেন, তা অনন্যই করলেন, ও যে সকল আত্মাকে পরিত্রাণ করার কথা ছিল তাদের দত্তকপুত্র করায় ও পবিত্রীকৃত করায় এ আত্মিক মন্দির প্রতিষ্ঠা করলেন। তাই আত্মিক এ মন্দির অতীতকালের, বর্তমানকালের ও ভাবীকালের সেই মনোনীতদের নিয়ে গঠিত, যারা বিশ্বাস ও ভালবাসা দ্বারা একত্রিত, যাতে সার্বজনীন মণ্ডলীর সঙ্গে এক হয়ে তারা এই স্থানীয় মণ্ডলীকে গঠন করতে পারে যা সার্বজনীন মণ্ডলীর কন্যা মণ্ডলী। এ মণ্ডলীকে অন্য স্থানীয় মণ্ডলীগুলো থেকে তার নিজের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব অনুসারে ধরলে, তবে অন্য স্থানীয় মণ্ডলীগুলোর মত এ স্থানীয় মণ্ডলীও সার্বিক মণ্ডলীর একটা অঙ্গমাত্র, কিন্তু সকল অঙ্গ একসঙ্গে মিলে অনন্য সার্বজনীন সেই মণ্ডলী দাঁড়ায় যা সব স্থানীয় মণ্ডলীর মাতা। যখন সার্বিক মণ্ডলীর সঙ্গে এ স্থানীয় মণ্ডলীর তুলনা করা হয়, তখন এ স্থানীয় মণ্ডলী ও আমাদের এ সভা হল গোটা মণ্ডলীর একটা অঙ্গ বা কন্যামাত্র, ও কন্যা বলে অধীনস্থও বটে, কেননা এক-ই আত্মা দ্বারা পবিত্রীকৃত ও শাসিত। এ আত্মিক মন্দিরের উৎসর্গ-দিবস পালন করা মানে স্তুতিগান ও মহিমাকীর্তন করে ঈশ্বরের সেই আশীর্বাদ স্মরণ করা যা দ্বারা তিনি আমাদের মত সাধারণ মানুষকে তাঁকে জানতে ও গ্রহণ করতে আহ্বান করেছেন; আর শুধু তা নয়, তিনি তাঁকে বিশ্বাসও করতে, এমনকি তাঁকে ভালবাসতে, তাঁর আপন জনগণ হতে, তাঁর আদেশ পালন করতে, ও তাঁর খাতিরে কাজ করতে ও দুঃখকষ্ট ভোগ করতেও আমাদের সক্ষম করে তুলেছেন।

ঈশ্বরের তৃতীয় গৃহ হল সেই সমস্ত পুণ্যবান আত্মা যারা বাপ্তিস্মের গুণে তাঁর কাছে উৎসর্গীকৃত ও নিবেদিত হয়েছে, অর্থাৎ তারা সকলে যারা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে পবিত্র আত্মার মন্দির ও ঈশ্বরের আবাস হয়ে ওঠে। তেমন প্রকার গৃহ ছিল সেই জাখেয় যাঁর কথা আজকের সুসমাচার উল্লেখ করে ও যাঁর প্রশংসাও করে; কথাটা শুনেছি: *আজ এ গৃহে পরিত্রাণ প্রবেশ করেছে* (লুক ১৯:৯ দ্রঃ)। অর্থাৎ, যেদিন ঈশ্বর তাঁর প্রতি দয়া ও প্রসন্নতা দেখিয়েছেন, তিনি তা গ্রহণ করায় সেদিন তাঁর গৃহে পরিত্রাণ এসেছে। এ

তৃতীয় গৃহের উৎসর্গ-দিবস উদ্‌যাপন করা মানে সেই সমস্ত উপকার স্মরণ করা যা আমরা তখনই গ্রহণ করেছি, যখন ঈশ্বর আপন অনুগ্রহ গুণে আমাদের অন্তরে বাস করতে এলেন।

ধন্যা কুমারী মারীয়া

সুসমাচার পাঠ - মার্ক ৩:৩১-৩৫

> সেসময় তাঁর মা ও তাঁর ভাইয়েরা এলেন, এবং বাইরে দাঁড়িয়ে তাঁকে ডেকে পাঠালেন। তখন তাঁর চারপাশে বহু লোক বসে ছিল; তারা তাঁকে বলল, 'দেখুন, বাইরে আপনার মা ও ভাইবোনেরা আপনাকে খুঁজছেন।' তিনি তাদের বললেন, 'আমার মা কে? আমার ভাইয়েরাও বা কারা?' এবং যারা তাঁর চারপাশে বসে ছিল, তিনি তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই যে আমার মা, এই যে আমার ভাইয়েরা; কেননা যে কেউ ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করে, সে-ই আমার ভাই ও বোন ও মা।'

❖ বিশপ সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি (উপদেশ ২৫:৭-৮)

এই যে আমার মা, এই যে আমার ভাইয়েরা

এই যে আমার মা; এই যে আমার ভাইয়েরা; কেননা যে কেউ আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা পালন করে, সে-ই আমার ভাই ও বোন ও মা (মার্ক ৩:৩৪-৩৫)। যিনি বিশ্বাস গুণে বিশ্বাস করলেন ও বিশ্বাস গুণে গর্ভধারণ করলেন, যিনি মনোনীতা হলেন যাতে তাঁরই কোলে মানবজাতির মধ্যে আমাদের পরিত্রাণ জন্ম নেয়, তাঁর এই বিশ্বাস গুণে যিনি আপন গর্ভে খ্রিষ্ট সৃষ্ট হবার আগে খ্রিষ্ট দ্বারা সৃষ্ট হয়েছিলেন, সেই কুমারী মারীয়া কি পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করেননি? নিশ্চয়ই তিনি করলেন। পবিত্রতমা মারীয়া পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করলেন বিধায় খ্রিষ্টের জননী হওয়ার চেয়ে মারীয়ার পক্ষে খ্রিষ্টের শিষ্যা হওয়াই অধিক সম্মানজনক হল। আবার বলছি: খ্রিষ্টের জননী হওয়ার চেয়ে তাঁর পক্ষে খ্রিষ্টের শিষ্যা হওয়াই হল অধিক সম্মানজনক, অধিক আনন্দদায়ী। মারীয়া এজন্যই ধন্যা ছিলেন, কেননা গুরুকে জন্ম দেওয়ার আগেও তিনি তাঁকে গর্ভে বরণ করেছিলেন।

আমি যা বলছি, তুমি ভাল করে বিবেচনা করে দেখ তা আসল সত্য কিনা। একদিন প্রভু হেঁটে যেতে যেতে দিব্য অলৌকিক কাজ সাধন করছিলেন, বহু লোকের ভিড়ও তাঁর অনুসরণ করছিল, এমন সময় একটি স্ত্রীলোক বলে উঠল, *ধন্য সেই গর্ভ, যা আপনাকে*

ধারণ করেছে (লুক ১১:২৭)। হ্যাঁ, যে গর্ভ আপনাকে বরণ করল, ধন্য সেই গর্ভ! কিন্তু লোকে যাতে দেহমাংস অনুসারেই ধন্য হতে চেষ্টা না করে, সেজন্য প্রভু কী উত্তর দিয়েছিলেন? *এর চেয়ে তারাই ধন্য, যারা ঈশ্বরের বাণী শোনে ও পালন করে* (লুক ১১:২৮)। মারীয়াও ঠিক এ কারণেই ধন্যা, কেননা তিনি ঈশ্বরের বাণী শুনে পালনও করলেন। আপন গর্ভে সেই মাংসের চেয়ে তিনি আসলে আপন অন্তরে সত্যকেই গেঁথে রাখলেন। খ্রিষ্ট তো সত্য, খ্রিষ্ট আবার মাংস; খ্রিষ্ট হলেন মারীয়ার অন্তরে সত্য, খ্রিষ্ট হলেন মারীয়ার গর্ভে মাংস। গর্ভে যা বরণ করা হয়, তার চেয়ে অন্তরেই যা রয়েছে, তা তো মূল্যবান।

মারীয়া পবিত্রা, মারীয়া ধন্যা বটে, অথচ কুমারী মারীয়ার চেয়ে মণ্ডলীই তো শ্রেয়তর। কেন? কারণ মারীয়া মণ্ডলীর একটি অঙ্গ: তিনি পুণ্য একটি অঙ্গ, শ্রেষ্ঠতম একটি অঙ্গ, তিনি এমন অঙ্গ যা সবগুলোর চেয়েও অধিক মর্যাদাপ্রাপ্ত, তথাপি গোটা দেহের পক্ষে তিনি একটি অঙ্গ মাত্র। যখন তিনি গোটা দেহের একটি অঙ্গ, তখন একটি অঙ্গের চেয়ে দেহটি তো অধিক মূল্যবান। প্রভু হলেন মাথা ও গোটা খ্রিষ্ট হলেন মাথা ও দেহ। তাই আমি কী বলব? হ্যাঁ, আমাদের দিব্য মাথা রয়েছে, মাথা হিসাবে আমাদের স্বয়ং ঈশ্বর আছেন।

সুতরাং, হে আমার প্রিয়জনেরা, সুবিবেচক হও: তোমরাও খ্রিষ্টের অঙ্গ, তোমরাও খ্রিষ্টের দেহ। তোমরা কীভাবে তা-ই হও, তা ভাল করে বিবেচনা করে দেখ, কেননা তিনি বললেন, *এই যে আমার মা; এই যে আমার ভাইয়েরা।* তোমরা কেমন করে খ্রিষ্টের মা হবে? যে কেউ শোনে, যে কেউ আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করে, সে-ই তো আমার পক্ষে ভাই, বোন, ও মা। আচ্ছা, তিনি যে 'ভাই' ও 'বোনের' কথা বলেন, তা আমি বুঝি; বাস্তবিকই উত্তরাধিকার একটিমাত্র, আর সেইজন্যে অদ্বিতীয় হয়েও যিনি একা হতে চাইলেন না, সেই খ্রিষ্টের মঙ্গলময়তা এমন ব্যবস্থা করল, যাতে আমরা পিতার উত্তরাধিকারী হয়ে উঠি, তাঁর আপন একই উত্তরাধিকারের সহউত্তরাধিকারীই হয়ে উঠি।

অতএব আমি বুঝতে পারছি, আমরা খ্রিষ্টের ভাই, এবং পুণ্যবতী ও ভক্ত মহিলারা খ্রিষ্টের বোন; কিন্তু আমরা যে মাতাও, একথা কেমন করে বোঝা সম্ভব? আচ্ছা, কেমন

করে মারীয়া খ্রিষ্টের মাতা, এই কারণেই ছাড়া যে, তিনি খ্রিষ্টের অঙ্গগুলিকে প্রসব করলেন? তবে আমাদের কে জন্ম দিয়েছে? আমি তোমাদের হৃদয়ের কণ্ঠ শুনতে পাচ্ছি: মাতা মণ্ডলীই আমাদের জন্ম দিয়েছে! সুতরাং খ্রিষ্টের অঙ্গগুলো অন্তরে উর্বর হোক, যেভাবে মারীয়া আপন গর্ভে খ্রিষ্টকে ধারণ করে প্রসব করলেন: এইভাবেই তোমরা খ্রিষ্টের মাতা হবে। তোমরা হলে সন্তান, এবার মাতাও হও। তোমরা তখনই সেই মাতার সন্তান হয়েছিলে যখন তোমাদের বাপ্তিস্ম হয়েছিল; হ্যাঁ, সেসময় তোমরা খ্রিষ্টের অঙ্গগুলিরূপে জন্ম নিয়েছিলে। তাই বাপ্তিস্মের জলকুণ্ডের ধারে যত মানুষকে চালিত কর, তবেই জন্মকালে যেমন সন্তান হয়ে উঠেছিলে, তেমনি জন্মলাভের দিকে অপরকে চালিত করায় খ্রিষ্টের মাতাও হতে পারবে।

বিকল্প - সুসমাচার পাঠ - লুক ২:১-১৪

সেসময় আউগুস্তুস কায়েসারের একটা রাজাজ্ঞা জারি হল, যা অনুসারে সারা পৃথিবী জুড়ে লোকগণনা করা হবে। এই প্রথম লোকগণনা করা হয়েছিল যখন কুইরিনুস ছিলেন সিরিয়ার প্রদেশপাল। নাম লেখাবার জন্য সকলে নিজ নিজ শহরে গেল; তাই যোসেফও দাউদের কুল ও গোত্রের মানুষ হওয়ায় নিজের বাগ্‌দত্তা স্ত্রী মারীয়ার সঙ্গে নাম লেখাবার জন্য গালিলেয়ার নাজারেথ শহর থেকে যুদেয়ার সেই দাউদ-নগরীতে গেলেন যার নাম বেথলেহেম। মারীয়া তখন গর্ভবতী। তখন এমনটি ঘটল যে, তাঁরা সেখানে থাকতেই মারীয়ার প্রসবকাল পূর্ণ হল, আর তিনি নিজের প্রথমজাত পুত্রকে প্রসব করলেন। কাপড়ে জড়িয়ে তিনি তাঁকে একটা জাবপাত্রে শুইয়ে রাখলেন, কারণ সেই বাড়ির অতিথিশালায় তাঁদের জন্য স্থান ছিল না।

একই অঞ্চলে একদল রাখাল ছিল, যারা রাতের প্রহরে প্রহরে নিজ নিজ পাল পাহারা দিচ্ছিল। প্রভুর এক দূত তাদের কাছে এসে দাঁড়ালেন, এবং প্রভুর গৌরব তাদের চারপাশে ঘিরে রাখল। তারা ভীষণ ভয় পেল, কিন্তু সেই দূত তাদের বললেন, 'ভয় করো না, কেননা দেখ, আমি তোমাদের এমন মহা আনন্দের শুভসংবাদ জানাচ্ছি, যে আনন্দ সমস্ত জনগণেরই হবে: আজ দাউদ-নগরীতে তোমাদের জন্য এক ত্রাণকর্তা জন্মেছেন—তিনি খ্রিষ্ট প্রভু। তোমাদের জন্য চিহ্ন এ, তোমরা কাপড়ে জড়ানো ও জাবপাত্রে শোয়ানো একটি শিশুকে পাবে।'

আর হঠাৎ ওই দূতের সঙ্গে স্বর্গীয় এক বিশাল দূতবাহিনী আবির্ভূত হয়ে এই বলে ঈশ্বরের প্রশংসা করতে লাগল,
‘ঊর্ধ্বলোকে ঈশ্বরের গৌরব,
মর্তলোকে তাঁর প্রসন্নতার পাত্র মানুষের জন্য শান্তি!’

❖ অপরিচিত প্রাচীন লেখকের উপদেশ (ঈশ্বরজননী, উপদেশ)

পিতার প্রজ্ঞা পবিত্রা কুমারী মারীয়ার গর্ভে
নিজের জন্য এক মন্দির নির্মাণ করলেন

যখন গৌরবের রাজা মানুষ হয়ে জন্ম নিলেন, তখন স্বর্গবাসীরা ও মর্তবাসীরা অপরূপ এক সন্ধিতে মিলিত হল: স্বর্গদূতেরা ঊর্ধ্বলোক থেকে মুখ বাড়িয়ে যাকোব থেকে উদীয়মান সেই তারা দেখতে পাচ্ছিলেন, এবং তিন পণ্ডিত ঊর্ধ্বের দিকে চোখ তুলে বেথলেহেমের উপরে উজ্জ্বল সেই তারা আবিষ্কার করছিলেন। তিন পণ্ডিত গুহাতে এক-ব্যক্তিত্ব হয়ে একত্র হলে তাঁদের হাতে আধ্যাত্মিক ও দৃশ্য যে উপহার ছিল, সেগুলোর সংখ্যা ত্রিত্বের ঐক্যের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করছিল। এসো, তাঁদের সঙ্গে আমরাও আমাদের বন্দনাগান যোগ্যরূপে জাগিয়ে তুলি: *ঊর্ধ্বলোকে ঈশ্বরের গৌরব, ইহলোকে সদিচ্ছার মানুষের জন্য শান্তি* (লুক ২:১৪)।

এসো, *প্রভুকে ধন্যবাদ জানাই তাঁর কৃপার জন্য, আদমসন্তানদের প্রতি তাঁর আশ্চর্য কর্মকীর্তির জন্য*, কারণ তিনি তাঁর আপন বাণী সেই পুত্রকে প্রেরণ করে *সমস্ত ক্লেশ থেকে তাদের পরিত্রাণ করলেন* (সাম ১০৭:৮, ১৩)।

তোমরা যারা প্রভুকে ভয় কর, প্রভুর প্রশংসা কর (সাম ২২:২৪), কেননা পিতা থেকে দূরে না গিয়েও তিনি *আকাশ নত করে নেমে এলেন* (সাম ১৮:১০), তাতে এমনটি হল যে, কুমারীর গর্ভে অসীম ঈশ্বরত্বের পূর্ণতা স্থান পেল।

প্রভুর উদ্দেশে গাও নতুন গান, তিনি যে সাধন করেছেন আশ্চর্য কাজ (সাম ৯৮:১): যিনি *পিতার গৌরবের দীপ্তি ও তাঁর স্বরূপের মুদ্রাঙ্কন* (হিব্রু ১:৩), তিনি পবিত্রা কুমারী মারীয়া থেকে মানবস্বরূপ গ্রহণ করতে প্রসন্ন হলেন। যিনি পিতার একই ঐশস্বরূপে বিদ্যমান, তিনি প্রসন্ন হয়ে আমাদের দীনতা গ্রহণ করে আমাদের সদৃশ

হলেন; *যিনি উষার গর্ভ থেকে জাত* (সাম ১১০:৩ দ্রঃ), তিনি কালের পূর্ণতায় একটি জননী চাইলেন; যিনি পিতার প্রজ্ঞা, তিনি পবিত্রা কুমারীর গর্ভে মানুষের হাতে তৈরী নয় এমন মন্দির নিজের জন্য নির্মাণ করলেন ও *আমাদের মাঝে তাঁবু খাটালেন* (যোহন ১:১৪), কারণ, যেমনটি লেখা আছে, *ঈশ্বর মানুষের হাতে তৈরী মন্দিরে বাস করেন না* (প্রেরিত ১৭:২৪)। যিনি পিতার বুক থেকে কখনও দূরে যান না ও খেরুবদের উপরে গৌরবান্বিত, তিনি আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্যই এলেন। পবিত্র আত্মার সঙ্গে যিনি একা হয়ে পিতাকে জানেন, ও কেবল পিতা ও পবিত্র আত্মাই যাঁকে জানেন; যিনি পিতা ও পবিত্র আত্মার এক-স্বরূপে সমান রাজাসনে আসীন, সমান পরাক্রমের অধিকারী, ও একই উজ্জ্বল গৌরবে মণ্ডিত; যিনি সৃষ্টির মাঝে উপস্থিত হয়েও সমস্ত সৃষ্টির ঊর্ধ্বে, সেই *রাজার রাজা ও প্রভুর প্রভু* (প্রকাশ ১৯:১৬) আপন দাসদের মাঝে এলেন! *তাঁর অনুগ্রহদান সেই পতনের মত নয়* (রো ৫:১৫), কিন্তু অনিষ্টের চেয়ে অধিক উপচে পড়ে; তিনি দুঃখার্ত মানবজাতিকে আনন্দ এনে দেন, অপরাধীদের উপর উৎকৃষ্ট দান মুক্তহস্তে বর্ষণ করেন।

তিনিই সেই শক্তিশালী, যিনি আমাদের দুর্বলতার অনুরূপ হয়ে তা মৃত্যুর চেয়েও শক্তিশালী করলেন; আর আমাদের মানবস্বরূপ যা নিজের অবক্ষয় দ্বারা পরাজিত হওয়ায় পতিত হয়েছিল, তা ধারণ করে তিনি তাকে এমন নবীন শক্তি দান করলেন যাতে আমরা সর্বপ্রকার অনিষ্ট জয় করতে পারি। তিনি আদমের সেই অপরাধী সাদৃশ্য বহন করে পাপ থেকে তাকে মুক্ত করলেন; এক কথায়, তাঁর আপন অবমাননার মধ্য দিয়ে তিনি সকল পাপীকে তাদের অপরাধ থেকে মুক্ত করে দিলেন, *যেন যেমন মৃত্যুর মধ্য দিয়ে পাপ রাজত্ব করেছিল, তেমনি অনন্ত জীবনের উদ্দেশে ধর্মময়তার মধ্য দিয়ে অনুগ্রহ রাজত্ব করতে পারে* (রো ৫:২১)।

সাক্ষ্যমর

একাধিক সাক্ষ্যমর

সুসমাচার পাঠ - মথি ১০:২৮-৩৩

> সেসময় যিশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, ‘যারা দেহ মেরে ফেলে কিন্তু প্রাণকে মেরে ফেলতে পারে না, তাদের ভয় করো না, তাঁকেই বরং ভয় কর, যিনি প্রাণ ও দেহ দুই-ই জাহান্নামে বিনাশ করতে পারেন। এক জোড়া চড়ুই পাখি কি এক টাকায় বিক্রি হয় না? অথচ তোমাদের পিতার অনুমতি ছাড়া তাদের একটাও মাটিতে পড়ে না।
>
> তোমাদের মাথার চুলেরও একটা হিসাব রাখা আছে; সুতরাং ভয় করো না, তোমরা অনেক চড়ুই পাখির চেয়ে অধিক মূল্যবান। তাই যে কেউ মানুষের সাক্ষাতে আমাকে স্বীকার করে, আমিও আমার স্বর্গস্থ পিতার সাক্ষাতে তাকে স্বীকার করব; কিন্তু যে কেউ মানুষের সাক্ষাতে আমাকে অস্বীকার করে, আমিও আমার স্বর্গস্থ পিতার সাক্ষাতে তাকে অস্বীকার করব।’

❖ বিশপ সাধু আগস্তিন-লিখিত ‘সামসঙ্গীত-মালায় উপদেশাবলি’ (সাম ৬১, ৪)

খ্রিষ্টের দুঃখযন্ত্রণা কেবল খ্রিষ্টে সীমাবদ্ধ নয়

যিশুখ্রিষ্ট এক-মানুষ, যার মাথা ও দেহ আছে। দেহের ত্রাণকর্তা ও দেহের অঙ্গগুলি একাঙ্গে দুই, এক-কণ্ঠে দুই ও এক-যন্ত্রণাভোগেও দুই; আর যখন শঠতা দূর হয়ে যাবে, তখন এক-শান্তিতেও দুই। অতএব, খ্রিষ্টের দুঃখযন্ত্রণা কেবল খ্রিষ্টেই সীমাবদ্ধ নয়, আবার, খ্রিষ্টের দুঃখযন্ত্রণা খ্রিষ্টে ছাড়া অন্য কোথাও নেই।

কেননা তুমি যদি খ্রিষ্টকে মাথা ও দেহ রূপে ধর, তবে খ্রিষ্টের দুঃখযন্ত্রণা খ্রিষ্টে ছাড়া অন্য কোথাও নেই; কিন্তু যদি খ্রিষ্টকে কেবল মাথা রূপেই ধর, তবে খ্রিষ্টের দুঃখযন্ত্রণা কেবল সেই খ্রিষ্টে সীমাবদ্ধ নয়। কেননা যদি খ্রিষ্টের দুঃখযন্ত্রণা কেবল খ্রিষ্টেই সীমাবদ্ধ থাকত, এমনকি কেবল মাথায়ই সীমাবদ্ধ থাকত, তাহলে পল একটা অঙ্গ

সম্পর্কে কেমন করে একথা বলতে পারতেন যে, *যে দুঃখযন্ত্রণার অংশ খ্রিস্টের এখনও অপূর্ণাঙ্গ রয়েছে, তা আমার নিজের মাংসে পূরণ করছি?* (কল ১:২৪)।

তাই তুমি খ্রিস্টের অঙ্গগুলির মধ্যে থাক, তাহলে তুমি যেই মানুষ হও না কেন যে একথা শুনছ, বা তুমি যেই হও না কেন যে একথা শুনছ না (কিন্তু তুমি খ্রিস্টের অঙ্গ হলে তবে তা শুনতে বাধ্য), যারা খ্রিস্টের অঙ্গ নয় তাদের হাতে তুমি যাই ভোগ কর না কেন, তা খ্রিস্টেরই দুঃখযন্ত্রণার বাকি অংশ।

অংশটি যোগ দেওয়া হচ্ছে এই কারণেই যে, তা বাকি ছিল। তুমি মাত্রা পূরণই করছ, তা উছলে পড়াচ্ছ না। তোমার দুঃখযন্ত্রণার মধ্য দিয়ে তুমি ততখানিই ভোগ করছ যতখানি তোমার পক্ষে খ্রিস্টের সার্বিক যন্ত্রণাভোগে আরোপ করা উচিত ছিল; কেননা তিনি একসময় আমাদের মাথা হয়ে যন্ত্রণাভোগ করলেন, আর এখন তাঁর অঙ্গগুলিতে তথা এই আমাদেরই মধ্যে যন্ত্রণাভোগ করছেন।

নিজ নিজ সাধ্য অনুসারে আমরা প্রত্যেকে আমাদের এই সমাবেশের কাছে—যাকে 'সাধারণ অধিকার' বলে অভিহিত করা চলে—নিজ নিজ ঋণ শোধ করি, ও আমাদের শক্তির সামর্থ্য অনুসারে আমরা প্রত্যেকে দুঃখযন্ত্রণার নিজ নিজ অংশ আনি। কেবল এ যুগ শেষ হলেই সকলের দুঃখযন্ত্রণার সার্বিক ঋণমুক্তি ঘটবে।

তাই, ভাইবোনেরা, এমনটি বিবেচনা করো না যে, দুর্জনদের হাতে যে সকল ধার্মিকজন নির্যাতন ভোগ করলেন, এমনকি তাঁরাও যাঁরা প্রভুর আগমনের কথা প্রচার করতে প্রভুর আগে জীবনযাপন করেছিলেন, তাঁরা সকলে খ্রিস্টের অঙ্গের ছিলেন না। খ্রিষ্টই যে নগরের মাথা, সেই নগরের একটি মানুষও যে খ্রিস্টের অঙ্গ নয়, তা কোন মতে হতে পারে না।

সুতরাং গোটা নগরই কথা বলে—সেই ধার্মিক আবেলের রক্ত থেকে জাখারিয়ার রক্ত পর্যন্ত। এবং পরবর্তীকালেও, যোহনের রক্ত থেকে প্রেরিতদূতদের রক্তের মধ্য দিয়ে, সাক্ষ্যমরদের রক্তের মধ্য দিয়ে, খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের রক্তের মধ্য দিয়ে এক-নগরই কথা বলে।

বিকল্প - সুসমাচার পাঠ - যোহন ১২:২৪-২৬

শেষভোজের সময়ে যিশু নিজ শিষ্যদের বললেন: 'আমি তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি, গমের দানা যদি মাটিতে পড়ে মরে না যায়, তবে তা মাত্র একটাই হয়ে থাকে; কিন্তু যদি মরে যায়, তবে বহু ফল উৎপন্ন করে। নিজের প্রাণকে যে ভালবাসে, সে তা হারিয়ে ফেলে, আর এই জগতে নিজের প্রাণকে যে ঘৃণা করে, সে অনন্ত জীবনের উদ্দেশে তা রক্ষা করবে। কেউ যদি আমার সেবা করে, সে আমার অনুসরণ করুক, যেখানে আমি আছি, আমার সেবকও সেখানে থাকবে। কেউ যদি আমার সেবা করে, তবে আমার পিতা তাকে সম্মানিত করবেন।'

❖ যোহন-রচিত সুসমাচারে আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা (৭ম-৮ম পুস্তক)

আমার অনুগামী হতে হলে

আমার মত দৃঢ়তা ও আস্থা দেখানো প্রয়োজন

গমের দানা যদি মাটিতে পড়ে মরে না যায়, তবে তা মাত্র একটাই হয়ে থাকে; কিন্তু যদি মরে যায়, তবে বহু ফল উৎপন্ন করে (যোহন ১২:২৪)।

একথা বলে প্রভুর অভিপ্রায় শুধু এ ছিল না যে, তিনি নিজের যন্ত্রণাভোগের কথা পূর্বঘোষণা করবেন কিংবা তাঁর ক্ষণ এবার উপস্থিত বলে প্রকাশ করবেন; তিনি বরং সেই কারণও দেখাচ্ছিলেন যা তাঁর কাছে যন্ত্রণাকে মধুর করছিল ও যার জন্য সেই যন্ত্রণার ফল খুবই উপযোগী হওয়ার কথা। নইলে তিনি যন্ত্রণাভোগ করতে সদিচ্ছাও দেখাতেন না, যেহেতু তাঁর ইচ্ছা না থাকলে তা ভোগ করতে তিনি বাধ্য ছিলেন না। হ্যাঁ, আমাদের প্রতি তাঁর চরম ভালবাসা ও অসীম যত্নের খাতিরেই তিনি এমন কোমলতা দেখালেন যার জন্য জঘন্য যত পীড়ন সহ্য করতেও ভয় করলেন না।

আর যেমন গমের দানা বোনা হলে বহু শিষ উৎপন্ন করা সত্ত্বেও তার কোন ঘাটতি পড়ে না, কিন্তু শিষের প্রতিটি দানায় নিজ শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখে, তেমনি প্রভুও মরলেন, ও পাতালের দ্বার খুলে দিয়ে মানুষদের আত্মা সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন (এফে ৪:৮ দ্রঃ), তবু একইসময়ে তিনি বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে ও নিজের ঐশঅস্তিত্বের মধ্য দিয়ে সকলের মধ্যে নিজ উপস্থিতি অক্ষুণ্ণ রাখলেন। আর তিনি এমনটি করলেন যাতে তাঁর এই লাভ

কেবল মৃতদের সংক্রান্ত নয়, জীবিতদেরও সংক্রান্ত লাভ হয়। কেননা খ্রিষ্টের যন্ত্রণাভোগের ফল হল সকলের জীবন—মৃত কি জীবিত সকলেরই জীবন: হ্যাঁ, তাঁর মৃত্যু হল জীবনের বীজ!

কেউ যদি আমার সেবা করে, সে আমার অনুসরণ করুক (যোহন ১২:২৬)। অর্থাৎ তিনি বলেন, আমি যখন তোমাদের মঙ্গলের জন্য মৃত্যুর হাতে নিজেকে সমর্পণ করলাম, তখন, দৈহিক মৃত্যু দ্বারা অনন্ত ও অবিনশ্বর জীবন লাভের উদ্দেশ্যে নিজেদের মঙ্গলের জন্য পার্থিব জীবন অবজ্ঞা না করা, এ কেমন করে তোমাদের সর্বোচ্চ অলসতার পরিচয় হবে না? কেননা যারা নানা যন্ত্রণা-নিপীড়ন ভোগ করে, তাদের দিকে তাকিয়ে এ মনে হচ্ছে যে, শাশ্বত মঙ্গলের উদ্দেশে জীবন রক্ষা করার জন্য যারা জীবন মৃত্যুর হাতে সঁপে দেয়, তারা জীবনকে ঘৃণা করে (লুক ১৪:২৬; যোহন ১২:২৫ দ্রঃ); এও মনে হচ্ছে যে, যারা অধ্যাত্ম সাধনা পালন করে, তারা জীবন ঘৃণা করে ও আমোদ-প্রমোদ দ্বারা নিজেদের পরাজিত হতে দেয় না।

সুতরাং, সকলের পরিত্রাণের জন্য খ্রিষ্ট যা করেছেন, তা এমন দৃঢ়তার আদর্শ ও দৃষ্টান্ত দেবার জন্যই করেছেন যাতে যে সকল মানুষ প্রত্যাশিত মঙ্গলের আশা দ্বারা চালিত, তারা যেন তেমন আদর্শের দিকে তাকিয়ে সদ্‌গুণ সাধনায় উৎসাহ লাভ করতে পারে। কেননা—তিনি বলেন—যারা আমার অনুসরণ করতে চায়, তাদের পক্ষে আমার দৃঢ়তা ও আস্থার মত দৃঢ়তা ও আস্থা দেখানো আবশ্যক: এতেই তারা জয়মালা লাভ করবে! আর *যেখানে আমি আছি, আমার সেবকও সেখানে থাকবে* (যোহন ১২:২৬)। আর গৌরবের দিকে যিনি আমাদের চালিত করেন তিনি যেমন গৌরব ও প্রমোদের মধ্য দিয়ে যাননি, কিন্তু অবমাননা ও পরিশ্রমেরই পথ চললেন, তেমনি আমরাও যদি সেই একই স্থানে পৌঁছতে ও দিব্য গৌরবের অংশীদার হতে ইচ্ছা করি, তবে দৃঢ় অন্তর দিয়ে আমাদেরও ব্যবহার তাঁর ব্যবহারের মত হওয়া উচিত। কেননা আমাদের প্রভু যা সহ্য করলেন, সেই যন্ত্রণা ভোগ করতে সম্মত না হলে আমরা কেমন সম্মানের যোগ্য হতে পারব? বস্তুতপক্ষে তিনি যখন বলেন, *যেখানে আমি আছি, আমার সেবকও সেখানে থাকবে*, তখন একটি স্থানের দিকে নয়, সদ্‌গুণ সংক্রান্ত অবস্থার দিকেই সম্ভবত অঙ্গুলি নির্দেশ করেন। অর্থাৎ, যারা তাঁর অনুসরণ করে, তাদের উচিত, মানবস্বরূপের ঊর্ধ্বে

তাঁর সেই ঐশঅধিকার ছাড়া তারা সেই সমস্ত বিষয়েই উৎকৃষ্টতা দেখাবে তিনি যে বিষয়ে উৎকৃষ্টতা দেখালেন; কেননা মানুষ সব বিষয়েই ঈশ্বরকে অনুকরণ করতে পারবে এমন কথা সম্ভব নয়, কিন্তু সেই বিষয়েই তাঁকে অনুকরণ করবে, যে বিষয়ে মানবস্বরূপ উৎকৃষ্টতা দেখাতে পারে: অতএব, সাগর প্রশমিত করা ও এপ্রকার অলৌকিক কাজে নয়, কিন্তু হৃদয়ের বিনম্রতা, কোমলতা, দুর্নাম সহ্য করা ইত্যাদি বিষয়েই প্রভুকে অনুকরণ সাধিত।

বিকল্প - সুসমাচার পাঠ - মথি ৫:১-১২

একদিন যিশু লোকের ভিড় দেখে পর্বতে গিয়ে উঠলেন, এবং তিনি আসন নেবার পর তাঁর শিষ্যেরা তাঁর কাছে এগিয়ে এলেন। তখন তিনি কথা বলতে শুরু করে তাঁদের এই উপদেশ দিতে লাগলেন—

'আত্মায় দীনহীন যারা, তারাই সুখী, কারণ স্বর্গরাজ্য তাদেরই।

শোকার্ত যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই সান্ত্বনা পাবে।

কোমলপ্রাণ যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই পাবে দেশের উত্তরাধিকার।

ধর্মময়তার জন্য ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই পরিতৃপ্ত হবে।

দয়াবান যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই দয়া পাবে।

শুদ্ধহৃদয় যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই ঈশ্বরকে দেখতে পাবে।

শান্তির সাধক যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই ঈশ্বরের সন্তান বলে অভিহিত হবে।

ধর্মময়তার জন্য নির্যাতিত যারা, তারাই সুখী, কারণ স্বর্গরাজ্য তাদেরই।

তোমরাই সুখী, লোকে যখন আমার জন্য তোমাদের নিন্দা ও নির্যাতন করে, এবং তোমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যামিথ্যি সব ধরনের জঘন্য কথা বলে। আনন্দ কর, উল্লাস কর, কেননা স্বর্গে তোমাদের মজুরি প্রচুর। বাস্তবিকই তোমাদের আগে তারা নবীদেরও এভাবেই নির্যাতন করল।'

❖ নিসার বিশপ সাধু গ্রেগরির উপদেশাবলি (উপদেশ ২৭:৯)

আমার কারণে নির্যাতিত যারা, তারাই সুখী

ধর্মময়তার জন্য নির্যাতিত যারা, তারাই সুখী, কারণ স্বর্গরাজ্য তাদেরই (মথি ৫:১০)। এই তো ঈশ্বরের জন্য যত সংগ্রামের উদ্দেশ্য ও ফলাফল, তাঁর প্রেমের খাতিরে যত বিপদের সম্মুখীন হওয়ার ফল, যত পরিশ্রমের মজুরি, যত প্রচেষ্টার পুরস্কার—এভাবেই ঈশ্বরের প্রতিযোগীরা স্বর্গরাজ্য লাভ করে।

তবু প্রভু মানব ভঙ্গুরতা জেনে অধিক দুর্বলদের কাছে ক্লান্তিকর সংগ্রামের শেষ ফলাফল আগে থেকে জানিয়ে দেন, যাতে শাশ্বত রাজ্যের আশা জীবনকালে সম্মুখীন যত প্রতিকূলতাজনিত ভয়ের উপর তাদের বিজয় আরও সহজ করতে পারে। এজন্য বীর স্তেফান চারদিক থেকে তাঁর উপর ছোড়া পাথর দেখে আনন্দ করেন; হিমকণার মত ঘন ঘন আগত আঘাত যেন মধুর শিশিরের মতই আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে গ্রহণ করেন; নির্বোধদের হত্যাকাণ্ডে আশীর্বাদ করেই সাড়া দেন, ও প্রার্থনা করেন তেমন অপরাধের জন্য তাদের যেন দায়ী করা না হয়। তিনি তো ঐশ অঙ্গীকার শুনেছিলেন, এবং দেখছিলেন, তাঁর আশা সত্যিই পূর্ণতা লাভ করছিল।

তিনি শুনেছিলেন, যারা বিশ্বাসের কারণে নির্যাতিত, তাদের স্বর্গরাজ্যে গ্রহণ করা হবে: সাক্ষ্যমরণ বরণ করতে করতে তিনি যা আশা করেছিলেন তাই দেখলেন। তিনি বিশ্বাস-স্বীকৃতির কারণে আশার বস্তু পাবার জন্য দৌড় দিতে দিতেই সেই আশার বস্তু তাঁর কাছে দৃশ্য হয়ে ওঠে: স্বর্গ উন্মুক্ত, ঊর্ধ্বলোক থেকে আপন প্রতিযোগীর দৌড়ের দর্শক স্বয়ং ঐশগৌরব, সংগ্রামরত প্রতিযোগীর পরীক্ষক স্বয়ং খ্রিষ্ট। তিনি প্রতিযোগিতার প্রধান বিচারক, এতে প্রতিযোগীর প্রতি তাঁর সাহায্যই প্রদর্শিত, কেননা তিনি আমাদের শেখাতে চান, নির্যাতকদের বিরুদ্ধে তাঁর আপন নির্যাতিতদের পক্ষে তিনি নিজেই উপস্থিত। সংগ্রামের স্বয়ং প্রধান বিচারক সংগ্রামে তাঁর সহায় হবেন, প্রভুর কারণে নির্যাতিতের কাছে এর চেয়ে মহত্তর আনন্দ কি থাকতে পারে? *আমার কারণে নির্যাতিত যারা, তারাই সুখী* (মথি ৫:১১)।

মানবজীবনে একটি স্থান প্রয়োজন যেখানে আমরা স্থিতমূল থাকি; এমন কিছু যদি না থাকে যা বাইরের দিকে, মর্তের অতীতেই আমাদের নিক্ষেপ করে না, তাহলে আমরা

সবসময় মর্তেরই থাকব; আমরা কিন্তু যদি স্বর্গ দ্বারা নিজেদের আকর্ষিত হতে দিই, তাহলে সেখানেই আমাদের স্থানান্তর করা হবে। তুমি কি দেখতে পাচ্ছ কোথায় তোমাকে নিয়ে যায় সেই সুখময় অঙ্গীকার, যা আপাতদৃষ্টিতে দুঃখজনক ও কষ্টকর ঘটনার মধ্য দিয়ে তেমন মহাদান লাভ করতে তোমাকে চালিত করে? প্রেরিতদূতও একথা লক্ষ করেছিলেন, *কোন শাসন শাসনের সময়ে আনন্দের বিষয় নয়, দুঃখেরই বিষয় মনে হয়; তবু যারা তার মধ্য দিয়ে শিক্ষা পেয়েছে, পরে সেই শাসন তাদের এনে দেয় শান্তি ও ধর্মময়তার ফল* (হিব্রু ১২:১১); সুতরাং দুঃখই প্রত্যাশিত ফলগুলির ফুল। এসো, ফলের খাতিরে ফুলও গ্রহণ করি! এসো, ব্যস্ত হয়ে দৌড় দিই, আমাদের দৌড় কিন্তু যেন বৃথা না হয়: আমাদের দৌড় আমাদের স্বর্গীয় আহ্বানের পুরস্কারের দিকে ধাবিত হোক। এসো, সেইভাবে দৌড়োই যাতে সেই পুরস্কার পেতে পারি!

তবে আমরা যখন নিপীড়িত ও নির্যাতিত হই, তখন যেন দুঃখ না করি; বরং আনন্দই করি, কেননা মর্তে যা কিছু মূল্যবান বলে পরিগণিত, আমরা যখন তা থেকে বঞ্চিত, তখন আমরা স্বর্গীয় মঙ্গলদানেই আহূত, তাঁরই কথা অনুসারে যিনি তাদেরই সুখী করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যারা তাঁর কারণে নিপীড়িত ও নির্যাতিত হবে: এদেরই তো স্বর্গরাজ্য, আমাদের প্রভু সেই যিশুখ্রিষ্টের অনুগ্রহে যাঁরই গৌরব ও সর্বপরাক্রম হোক যুগে যুগে চিরকাল। আমেন।

একজনমাত্র সাক্ষ্যমর

সুসমাচার পাঠ - যোহন ১৫:১৮-২১

শেষভোজের সময়ে যিশু নিজ শিষ্যদের বললেন:

‘জগৎ যদি তোমাদের ঘৃণা করে, তবে জেনে রাখ, তোমাদের ঘৃণা করার আগে আমাকেই ঘৃণা করেছে। তোমরা যদি জগতেরই হতে, তবে জগৎ তার আপনজনদের ভালবাসত; কিন্তু যেহেতু তোমরা জগতের নও, বরং আমি জগতের মধ্য থেকে তোমাদের বেছে নিয়েছি, এজন্য জগৎ তোমাদের ঘৃণা করে। যে কথা তোমাদের বলেছিলাম, তা মনে রাখ: দাস নিজের প্রভুর চেয়ে বড় নয়। তারা যখন আমাকে নির্যাতন করেছে, তখন তোমাদেরও নির্যাতন

করবে; যখন আমার কথা মেনে নিয়েছে, তখন তোমাদের কথাও মেনে নেবে। কিন্তু তারা আমার নামের জন্যই তোমাদের প্রতি সেই সমস্ত করবে, কারণ যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তারা তাঁকে জানে না।'

❖ বিশপ সাধু চিপ্রিয়ানুস-লিখিত 'ফর্তুনাতুসের কাছে' (১৩শ অধ্যায়)

নির্যাতনকালে ও শান্তিকালে খ্রিষ্টবিশ্বাসীর আচরণ

আমাদের প্রতি যে গৌরব প্রকাশিত হবে বলে স্থিরীকৃত আছে, তার সঙ্গে এ বর্তমানকালের দুঃখকষ্ট তুলনার যোগ্য নয় (রো ৮:১৮)। তাহলে কেইবা ঈশ্বরের বন্ধু হবার জন্য ও খ্রিষ্টের আনন্দে প্রবেশ করার জন্য সমস্ত উপায় অবলম্বন করে তেমন গৌরব লাভ করতে চেষ্টা করবে না যাতে পৃথিবীর পীড়ন ও নির্যাতনের পরে স্বর্গের পুরস্কার পেতে পারে? শত্রুকে পরাভূত করে মাতৃভূমিতে বিজয়ী হয়ে ফিরে আসা যখন পৃথিবীর সৈন্যদের পক্ষে গৌরবেরই চিহ্ন, তখন শয়তানকে পরাভূত করে পরমদেশে বিজয়ী হয়ে ফিরে আসাই কি মহত্তর গৌরবের চিহ্ন হবে না? পাপী হিসাবেই আদমকে যেখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, আমরা, সেই দুর্জনকে ভূপাতিত করে যে আদিতে আমাদের প্রবঞ্চিত করেছিল, সেইখানে বিজয়ের চিহ্ন ফিরিয়ে আনব: অধিক গ্রহণীয় উপহার স্বরূপ আমরা ঈশ্বরের কাছে আমাদের অকলুষিত বিশ্বাস, অন্তরের অক্ষুণ্ণ সদ্‌গুণ, ও ভক্তির উজ্জ্বল প্রশংসাবাদ নিবেদন করব; শত্রুদের উপরে তিনি যখন প্রতিশোধ নিতে শুরু করবেন, তখন আমরা তাঁর পাশে পাশে উপস্থিত হব; তিনি যখন বিচারাসন গ্রহণ করবেন, তখন আমরা তাঁর পাশে দাঁড়াব; খ্রিষ্টের সহউত্তরাধিকারী ও দূতদের সমরূপ হয়ে উঠব; কুলপতি, প্রেরিতদূত ও নবীদের সঙ্গে স্বর্গরাজ্যের উত্তরাধিকারী হবার আনন্দ ভোগ করব। কোন্ নির্যাতনই বা এ সমস্ত ভাবনা জয় করতে পারে? কোন্ পীড়নই বা তা অতিক্রম করতে পারে?

তেমন ধর্মীয় ভাবে পূর্ণ হলে মন সুস্থির ও অটল হয়ে ওঠে, ও শয়তানের সকল সন্ত্রাস ও সংসারের সকল হুমকির বিরুদ্ধে অন্তর অবিচল ও নিষ্ঠাবান হয়ে দাঁড়ায়—সেই যে অন্তর যা ভাবী বিষয়গুলোর নিশ্চিত ও দৃঢ় বিশ্বাস দ্বারাই স্থিতমূল। সংসারের নির্যাতনে খ্রিষ্টিয়ান ভূপাতিত হোক, তার কাছে স্বর্গই প্রকাশ্য; খ্রিষ্টবৈরী হুমকি দিক,

খ্রিষ্টই তার রক্ষা; সে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হোক, অমরতাই পুরস্কার! এসংসারের কাছ থেকে আনন্দের মধ্যেই বিদায় নেওয়া, অত্যাচার ও সঙ্কটের মধ্য দিয়ে বিজয়ী অবস্থায়ই বিদায় নেওয়া, যে চোখ একসময়ে মানুষ ও সংসারকে দেখত তা এক নিমেষেই বন্ধ ক'রে ঈশ্বরকে ও খ্রিষ্টকে দেখবার জন্য হঠাৎ খুলে দেওয়া—আহা, এতে কেমন সম্মান, কেমন নিশ্চয়তা! আর স্থানান্তরটাও কেমন দ্রুতভাবে সাধিত! তোমাকে হঠাৎ পৃথিবীর হাত থেকে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে যেন স্বর্গরাজ্যে উপনীত হতে পার।

এ সমস্ত বিষয় আমাদের মন ও অন্তরকে ঘিরে রাখুক; দিনরাত এ বিষয়েই ধ্যানমগ্ন হওয়া চাই। নির্যাতন ঈশ্বরের তেমন সৈন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েও সংগ্রামে প্রস্তুত তার শক্তি পরাভূত করতে পারবে না। আর চরম আহ্বান নির্যাতনের আগে ধ্বনিত হলে, তবুও সাক্ষ্যমরণের জন্য তৈরী বিশ্বাস পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হবে না, কেননা আগে বা পরে, কালের তেমন পার্থক্যের উপরই যে বিচারকর্তা ঈশ্বরের পুরস্কার নির্ভর করে এমন নয়: নির্যাতনকালে সৈন্যসুলভ বীর্য পুরস্কৃত, শান্তিকালে সদ্বিবেক।

বিকল্প - সুসমাচার পাঠ - যোহন ১৭:১১-১৯

শেষভোজের সময়ে যিশু নিজ শিষ্যদের বললেন: 'আমি এজগতে আর থাকছি না, তারা কিন্তু এজগতে থাকছে, আর আমি তোমার কাছে আসছি।
পবিত্র পিতা, তোমার যে নাম তুমি আমাকে দিয়েছ, তোমার সেই নামে তাদের রক্ষা কর: আমরা যেমন এক, তারাও যেন তেমনি এক হয়। যতদিন আমি তাদের সঙ্গে ছিলাম, তুমি যে নাম আমাকে দিয়েছ, তোমার সেই নামে আমি তাদের রক্ষা করে এসেছি, তাদের নিরাপদে রেখেছি, এবং সেই বিনাশ-পুত্র ছাড়া, কেউই তাদের মধ্যে বিনষ্ট হয়নি, যেন শাস্ত্রের বচন পূর্ণ হয়। কিন্তু আমি এখন তোমার কাছে আসছি; এবং জগতে থাকতেই এই সমস্ত কথা বলছি যেন তারা আমার আনন্দ পরিপূর্ণভাবে নিজেদের অন্তরে পেতে পারে। আমি তাদের তোমার বাণী দিয়েছি, আর জগৎ তাদের ঘৃণা করল, কেননা তারা জগতের নয়, আমিও যেমন জগতের নই। আমি তো এমন প্রার্থনা করছি না, তুমি যেন জগতের মধ্য থেকে তাদের তুলে নাও, কিন্তু তুমি যেন সেই ধূর্তজন থেকে তাদের রক্ষা কর। তারা তো জগতের নয়, যেমন আমিও জগতের নই।

সত্যে তাদের পবিত্রীকৃত কর, তোমার বাণীই সত্যস্বরূপ। তুমি যেমন আমাকে জগতের মধ্যে প্রেরণ করেছিলে, আমিও তেমনি তাদের জগতের মধ্যে প্রেরণ করলাম, আর তাদেরই খাতিরে আমি নিজেকে পবিত্রীকৃত করছি, তারাও যেন সত্যে পবিত্রীকৃত হতে পারে।'

❖ ৯০ নং সামসঙ্গীতে মঠাধ্যক্ষ সাধু বার্নার্ডের উপদেশাবলি (উপদেশ ১৭)

ক্লেশে আমি আছি তার সঙ্গে

ঈশ্বর বলেন, *ক্লেশে আমিই আছি তার সঙ্গে* (সাম ৯১:১৫ দ্রঃ); আর আমি এর মধ্যে ক্লেশ ছাড়া কিসের সন্ধান করব? *ঈশ্বরের কাছে কাছে থাকাই আমার মঙ্গল* (সাম ৭৩:২৮), আর শুধু তাই নয়, প্রভুতে আশ্রয় নেওয়াও আমার মঙ্গল, কেননা তিনি বলেন, *আমি তাকে নিস্তার করব, গৌরবান্বিতও করব* (সাম ৯১:১৫)।

ক্লেশে আমিই আছি তার সঙ্গে। তাছাড়া তিনি এ কথাও বলেন, *মানবসন্তানদের মধ্যে থাকাই আমার পুলক* (প্রবচন ৮:৩১)। তিনি ইম্মানুয়েল তথা *আমাদের-সঙ্গে-ঈশ্বর* (মথি ১:২৩)। তিনি খ্রিষ্টহৃদয়দের কাছে কাছে থাকবার উদ্দেশ্যে, ক্লেশে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবার উদ্দেশ্যে নেমে এলেন; আর তখনও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন, যখন *এই আমাদের বায়ুলোকে প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য মেঘলোকে কেড়ে নেওয়া হবে, আর এইভাবে চিরকালের মত প্রভুর সঙ্গে থাকব* (১ থে ৪:১৭)—অবশ্য, আমরা যদি তাঁকে কাছে পাবার জন্য এর মধ্যে সচেষ্ট থাকি যাতে তিনি পথের সাথী হন; তবেই তিনি আমাদের মাতৃভূমি দান করবেন, এমনকি তিনি নিজেই হবেন আমাদের মাতৃভূমি যেভাবে এখন তিনি আমাদের পথ।

প্রভু, তোমাকে ছাড়া রাজত্ব করা, তোমাকে ছাড়া ভোজে বসা, তোমাকে ছাড়া গর্ববোধ করা—এই সমস্তের চেয়ে ক্লেশে থাকাই আমার মঙ্গল—তুমি নিজেও কিন্তু যদি আমার সঙ্গে সঙ্গে থাক! প্রভু, তোমাকে ছাড়া থাকা, স্বর্গেও তোমাকে ছাড়া থাকার চেয়ে ক্লেশেই বরং তোমাকে আলিঙ্গন করা শ্রেয়, কেননা *স্বর্গে আমার জন্য আর কেইবা থাকতে পারে? তোমার সঙ্গে থেকে এ মর্তে আমার আর কোন বাসনা নেই* (সাম ৭৩:২৫)। *হাপর সোনা যাচাই করে, ও ক্লেশ ধার্মিকদের পরীক্ষা করে* (সিরা ২:৫ দ্রঃ)।

সেখানে, প্রভু, তুমিই তাদের সঙ্গে আছ; সেখানে তুমি তাদেরই মাঝে থাক যারা তোমার নামে একত্রিত—যেমন একদিন তুমি সেই তিনজন যুবকের সঙ্গে ছিলে।

আমরা কেন কম্পিত? কেন দ্বিধাগ্রস্ত? কেন এ চুল্লি এড়াতে চাই? আগুন তীব্রই বটে, কিন্তু ক্লেশে প্রভু আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছেন। *ঈশ্বর যখন আমাদের সপক্ষে, তখন কে আমাদের বিপক্ষে?* (রো ৮:৩১)। একই প্রকারে, যখন তিনি আমাদের নিস্তার করেন, তখন তাঁর হাত থেকে আমাদের কেড়ে নেবে এমন কেইবা আছে? কেইবা তাঁর হাত থেকে আমাদের ছিনিয়ে নিয়ে যাবে? পরিশেষে, যখন তিনি নিজেই আমাদের গৌরবান্বিত করবেন, তখন আমাদের সেই গৌরব বিনষ্ট করবে এমন কেইবা থাকতে পারে? তিনি যখন গৌরবান্বিত করেন, কেইবা অবনমিত করতে পারবে?

দীর্ঘায়ু দিয়ে তৃপ্তি দেব তাকে (সাম ৯১:১৬)। ঠিক যেন তিনি আরও স্পষ্টভাবে বলেন, সে যার আকাঙ্ক্ষা করে, আমি তা জানি, তার কিসের পিপাসা, তাও জানি, সে কিসেতে প্রীত, তাও জানি। সে তো সোনা বা রুপোতে প্রীত নয়, বাহ্যিক অভিলাষ, কৌতূহল বা সাংসারিক সম্মানেও সে প্রীত নয়; এ সমস্ত সে ক্ষতিই বলে গণ্য করে, সবকিছু তুচ্ছ করে ও আবর্জনা বলেই যেন বিবেচনা করে। সে নিজেকে নিঃশেষে নিঃস্ব করেছে, ও তেমন বিষয়ে চিন্তিত থাকতে সহ্য করে না, একথা জেনে যে, এসব কিছুতে তৃপ্তি পাবে না। কার প্রতিমূর্তিতে সে সৃষ্ট ও কেমন মহত্ত্বের সে অধিকারী, এ বিষয়ে সে অচেতন নয়; কিঞ্চিৎ মাত্রও উন্নীত হওয়ার ফলে তাকে যে সম্পূর্ণরূপেই নমিত করা হবে, তাও সে সহ্য করে না।

এজন্য, তাকে যখন প্রকৃত আলো দ্বারা ছাড়া যাচাইকৃত করা যায় না, সনাতন আলো দ্বারা ছাড়াও যখন তাকে পরিতৃপ্ত করা যায় না, তখন আমি *দীর্ঘায়ু দিয়ে তৃপ্তি দেব তাকে,* কারণ তেমন দীর্ঘায়ুর সমাপ্তি নেই, তেমন আলোরও শেষ নেই, তেমন তৃপ্তিও অস্বাস্থ্যকর নয়।

পালক

সুসমাচার পাঠ - যোহন ১০:১১-১৬

সেসময় যিশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, 'আমিই উত্তম মেষপালক। উত্তম মেষপালক মেষগুলির জন্য নিজ প্রাণ বিসর্জন দেয়। যে শুধু বেতনভোগী, যে নিজে মেষপালক নয়, মেষগুলি যার নিজের নয়, নেকড়েবাঘ আসতে দেখলেই সে মেষগুলিকে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়; আর নেকড়েবাঘ সেগুলিকে ছিনিয়ে নেয় ও ছড়িয়ে ফেলে। বেতনভোগী বলেই সে পালিয়ে যায়, এবং মেষগুলির জন্য তার কোন চিন্তা নেই। আমিই উত্তম মেষপালক: যারা আমার নিজের মেষ, তাদের আমি জানি, তারাও আমাকে জানে, যেমনটি পিতা আমাকে জানেন আর আমি পিতাকে জানি, এবং মেষগুলির জন্য আমার নিজের প্রাণ বিসর্জন দিই। আর আমার আরও মেষ আছে, যারা এই ঘেরির নয়; তাদেরও আমাকে নিয়ে আসতে হবে, আর তারা আমার কণ্ঠে কান দেবে; তখন থাকবে একটামাত্র মেষপাল, একটিমাত্র মেষপালক। পিতা এজন্যই আমাকে ভালবাসেন যে, আমি আমার প্রাণ বিসর্জন দিই, তা যেন ফিরিয়ে নিতে পারি। কেউই আমার কাছ থেকে তা কেড়ে নেয় না, নিজে থেকেই আমি তা বিসর্জন দিই। তা বিসর্জন দেবার অধিকার আমার আছে, আর তা ফিরিয়ে নেবারও অধিকার আমার আছে: তেমন আজ্ঞা আমি আমার পিতা থেকেই পেয়েছি।' এই সমস্ত কথার জন্য ইহুদীদের মধ্যে আবার মতভেদ দেখা দিল: তাদের মধ্যে অনেকে বলছিল, 'ওকে অপদূতে পেয়েছে; লোকটা উন্মাদ। ওর কথা শুনছ কেন!' অপরে বলছিল, 'তেমন কথা অপদূতে পাওয়া লোকের কথা নয়; অপদূত কি অন্ধদের চোখ খুলে দিতে পারে?'

❖ বিশপ সাধু পিতর খ্রিসোলগের উপদেশাবলি (উপদেশ ৬)

হারানো মেষকে জীবন-চারণভূমিতে ফিরিয়ে আনবার জন্য

স্বর্গ থেকে মেষপালক এসেছেন

খ্রিষ্টের আগমনে উত্তম মেষপালকই যে পৃথিবীতে এসেছেন, একথা তিনি নিজেই বলেন: *আমিই উত্তম মেষপালক। উত্তম মেষপালক আপন মেষগুলির জন্য প্রাণ বিসর্জন*

দেন (যোহন ১০:১১)। তাছাড়া তিনি গুরু, যিনি গোটা জগৎকে নিরাময় করার জন্য সঙ্গী ও সহযোগীর অনুসন্ধানে ঘুরে বেড়ান ও বলেন, *পৃথিবী থেকে তোমরা সকলে প্রভুর উদ্দেশে জাগিয়ে তোল জয়ধ্বনি* (সাম ১০০:১ দ্রঃ)।

স্বর্গে ফিরে যাওয়ার সময় এলে তিনি আপন মেষগুলির পালনের ভার পিতরকে দেন, তিনি যেন তাঁর প্রতিনিধি হয়ে তাদের চালিত করেন: *পিতর, তুমি কি আমাকে ভালবাস? আমার মেষশাবকদের পালন কর।* আর অতিরিক্ত কঠোরতা দেখিয়ে তাঁর মনপরিবর্তনের ভঙ্গুর সূত্রপাত উদ্বিগ্ন না করার জন্য, বরং কোমলতার মধ্য দিয়ে তাঁকে সুস্থির করার জন্য তিনি আবার বলেন, *পিতর, তুমি কি আমাকে ভালবাস? আমার মেষগুলিকে পালন কর।* তিনি মেষগুলিকে পালনের ভার তাঁকে দেন; সেগুলির বাচ্চারও কথা উল্লেখ করেন, কেননা তিনি জানতেন, তাঁর মেষগুলি উর্বর হবেই। *পিতর, তুমি কি আমাকে ভালবাস? আমার মেষশাবকদের পালন কর* (যোহন ২১:১৫-১৭ দ্রঃ)। পালক পিতরের সহকর্মী পল এ মেষশাবকদের প্রচুর দুধ খেতে দিতেন; তাঁর কথা: *আমি তোমাদের গুরুপাক খাদ্য নয়, দুধ পান করিয়েছি* (১ করি ৩:২)। একই চিন্তা পোষণ করতেন বিধায় ধন্য দাউদ রাজাও বলেন: *প্রভু আমার মেষপালক; অভাব নেই তো আমার; আমায় তিনি শুইয়ে রাখেন নবীন ঘাসের চারণমাঠে, আমায় নিয়ে যান শান্ত জলের কূলে* (সাম ২৩:১-২)।

যুদ্ধ-সংগ্রামের বহু হাহাকারের পর, রক্তপাতেরই অবসন্ন এক জীবনের পর যে সুসমাচারের শান্তির চারণভূমিতে ফিরে আসে, পরবর্তী অনুচ্ছেদ তাকে সেবার আনন্দের সংবাদ দেয়। মানুষ তো ছিল পাপের ক্রীতদাস, মৃত্যুর বন্দি, রিপুর বেড়িতে ক্লিষ্ট; হতভাগার মত সে নির্মম এ প্রভুদের সেবা করত। পাপের অধীন থাকতে মানুষ কখন অবসন্ন হয়নি? মৃত্যুর কর্তৃত্বে থাকতে সে কখন কাঁদেনি? রিপু বা অপরাধের বোঝার চাপে ভারাক্রান্ত হয়ে সে কখন নিরাশ হয়নি? এজন্যই তেমন নির্মম প্রভুদের সহ্য করতে করতে সে যেন শেষ নিশ্বাসই ছাড়ছিল।

অতএব নবী যখন দেখতে পেলেন আমরা মুক্ত হয়েছি ও স্রষ্টার বাধ্যতায়, পিতার অনুগ্রহে, মঙ্গলময় একমাত্র প্রভুর স্বেচ্ছাপূর্বক সেবায় ফিরে এসেছি, তখন তিনি যুক্তির সঙ্গেই বলে ওঠেন, *সানন্দে প্রভুর সেবা কর, তাঁর সম্মুখে এসো হর্ষধ্বনির ছন্দে* (সাম

১০০:২): অপরাধ ও দুঃখ যা কিছু হরণ করেছিল, অনুগ্রহ ও সদ্বিবেক তা ফিরিয়ে দেয়।

আমরা তাঁর জনগণ, তাঁর চারণভূমির মেষপাল (সাম ১০০:৩)। শাস্ত্রে বারবার একথা উল্লিখিত, স্বর্গ থেকে এমন পালক আসবেন যিনি কলুষিত চারণমাঠের দরুন অসুস্থ সকল বিক্ষিপ্ত মেষগুলিকে জীবনের চারণভূমিতে আনন্দোল্লাসের মধ্যে ফিরিয়ে আনবেন। *প্রবেশ কর তাঁর তোরণে তাঁর কাছে স্বীকার করতে করতে* (সাম ১০০:৪ লাতিন পাঠ্য): কেবল পাপস্বীকারই বিশ্বাস-তোরণের মধ্য দিয়ে আমাদের প্রবেশ করায়।

প্রবেশ কর তাঁর তোরণে ধন্যবাদ গীতি গেয়ে, তাঁর প্রাঙ্গণে প্রশংসাগান গেয়ে; তাঁকে জানাও ধন্যবাদ, ধন্য কর তাঁর নাম (সাম ১০০:৪): তথা, সেই যে নাম গুণে আমরা পরিত্রাণকৃত ও *যে নামে স্বর্গে মর্তে ও ভূগর্ভে প্রতিটি জানু আনত হয়* (ফিলি ২:১০)। *কেননা প্রভু সত্যি মঙ্গলময়, তাঁর কৃপা চিরস্থায়ী* (সাম ১০০:৫)।

তাঁর কৃপা সত্যিই মধুর: কেবল সেই কৃপা গুণেই তিনি সমগ্র বিশ্বের তিক্ত দণ্ডবিধান মুছে দিতে প্রসন্ন হলেন: *ওই দেখ, ঈশ্বরের মেষশাবক, জগতের পাপ যিনি হরণ করেন* (যোহন ১:২৯)।

বিকল্প - সুসমাচার পাঠ - যোহন ১৫:৯-১৭

শেষভোজের সময়ে যিশু নিজ শিষ্যদের বললেন: ‘পিতা যেমন আমাকে ভালবেসেছেন, আমিও তেমনি তোমাদের ভালবেসেছি; আমার ভালবাসায় স্থিতমূল থাক। যদি আমার আজ্ঞাগুলি পালন কর, তবে আমার ভালবাসায় থাকবেই, আমিও যেমন আমার পিতার সমস্ত আজ্ঞা পালন করেছি ও তাঁর ভালবাসায় থাকি। এই সমস্ত তোমাদের বলেছি, যেন আমার আনন্দ তোমাদের অন্তরে স্থিতমূল থাকে এবং তোমাদের সেই আনন্দ যেন পরিপূর্ণ হয়।

আমার আজ্ঞা এ: তোমরা পরস্পরকে ভালবাস, আমি তোমাদের যেভাবে ভালবেসেছি। আপন বন্ধুদের জন্য নিজের প্রাণ দেওয়া: এর চেয়ে বেশি ভালবাসা কারও নেই। আমি তোমাদের যা আজ্ঞা করি, তোমরা যদি তা পালন কর, তবেই তোমরা আমার বন্ধু। আমি তোমাদের আর দাস বলছি না, কারণ

দাস নিজের প্রভু কী করেন তা জানে না; তোমাদের আমি বন্ধু বলছি, কারণ আমার পিতার কাছ থেকে যা কিছু শুনেছি, তা সমস্তই তোমাদের জানিয়েছি। তোমরা যে আমাকে বেছে নিয়েছ এমন নয়, আমিই তোমাদের বেছে নিয়েছি, তোমাদের নিযুক্তও করেছি, যেন তোমরা গিয়ে ফলশালী হয়ে ওঠ ও তোমাদের ফল স্থায়ী হতে পারে, যাতে তোমরা পিতার কাছে যা কিছু আমার নামে যাচনা কর, তিনি তা তোমাদের দেন। আমি তোমাদের এই আজ্ঞা দিচ্ছি, তোমরা পরস্পরকে ভালবাস।'

❖ বিশপ সাধু আগস্তিন-লিখিত 'সামসঙ্গীত-মালায় উপদেশাবলি' (সাম ৫৬, ১)

প্রভু যা শেখালেন তা করলেন,

প্রেরিতদূতেরা তাঁর কাছ থেকে যা শিখলেন তা করলেন

ভাইবোনেরা, সুসমাচারে আমরা এইমাত্র শুনেছি আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তা যিশুখ্রিষ্ট আমাদের কতই না ভালবাসেন: পিতার কাছে ঈশ্বর হয়েও তিনি আবার আমাদের মাঝে মানববংশে জাত মানুষ। তোমরা তো শুনেছ, যিনি পিতার ডান পাশে আসীন, আমরা তাঁর কেমন ভালবাসার পাত্র। তিনি নিজেই আমাদের প্রতি তাঁর ভালবাসার মাত্রা দেখিয়েছেন, এবং তেমন ভালবাসা আমাদেরও আদেশ রূপে রেখে গেছেন: তিনি বলেছেন যে, একে অন্যকে ভালবাসাই তাঁর আদেশ। আর যাতে আমরা সন্দেহপূর্ণ ও দিশাহারার মত এ বিষয়ের সন্ধানে সময় ব্যয় না করি, পরস্পরকে কতখানি ভালবাসতে হবে ও ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য ভালবাসার পূর্ণ মাত্রা কেমন (যেহেতু সেই মাত্রা সত্যিই এমন পূর্ণ মাত্রা যার চেয়ে পূর্ণতর মাত্রা নেই), সেজন্য তিনি নিজেই এ সুস্পষ্ট কথায় তা নির্দেশ করেছেন: *আপন বন্ধুদের জন্য নিজের প্রাণ দেওয়া: এর চেয়ে বেশি ভালবাসা কারও নেই* (যোহন ১৫:১৩)।

তিনি যা যা শিখিয়েছিলেন, প্রথমে তিনিই তা করলেন; আর প্রেরিতদূতেরা তাঁর কাছ থেকে যা শিখেছিলেন তা করলেন ও পরবর্তীতে আমাদের কাছে তা প্রচার করলেন, আমরা যেন তা মেনে চলি। তবে এসো, আমরাও সেরূপ ব্যবহার করি; কেননা যদিও আমাদের খ্রিষ্টের স্বরূপ না থাকে—তিনি তো স্রষ্টা!—তবু আমাদের প্রতি ভালবাসার খাতিরে তিনি যা হলেন আমরাও তাই।

তথাপি কেবল তিনিই যদি পরের জন্য প্রাণ দিতেন, হয় তো আমাদের মধ্যে এমন কেউই থাকত না যে তাঁর অনুকরণ করতে যথেষ্ট সাহসী হত, কেননা মানুষ হয়েও তিনি কিন্তু একইসময়ে ঈশ্বরও ছিলেন। তবু দেখ, তিনি যে মানুষ, সেই হিসাবে তাঁর সেবকেরা তাঁর অনুকরণ করল, ও তিনি যে গুরু, সেই হিসাবে তাঁর শিষ্যেরা তাঁর অনুসরণ করলেন। উপরন্তু, ঈশ্বরের পরিবারে যাঁরা আমাদের পূর্বপুরুষ, তাঁদের মধ্যে অনেকেই তাঁর একই প্রকার কাজ সাধন করতে পারলেন: তাঁরা ঈশ্বরের গৃহে ছিলেন আমাদের পিতৃপুরুষ ও সেবার সঙ্গী। কেননা ঈশ্বর এমন আদেশ করতে পারতেন না যা তিনি জানতেন আমাদের পক্ষে পালন করা সম্ভব নয়।

আর তুমি কি নিজ দুর্বলতার কথা ধরে আদেশের চাপে মূর্ছা যাও? আদর্শের দিকে তাকিয়ে শক্তি ধর! আদর্শটাও কি বেশি কঠিন মনে হচ্ছে? তবে দেখ, যিনি আদর্শ দিয়েছেন, তোমাকে সাহায্য করতে তিনি তোমার পাশেই আছেন। সুতরাং এসো, এই সামসঙ্গীতে প্রভুর কণ্ঠ শুনি; কেননা একেবারে উপযুক্ত ভাবেই, এমনকি ঈশ্বরের সঙ্কল্প মতই এমনটি হল যে, ৫৬ নং সামসঙ্গীতের পাশাপাশি সুসমাচারের সেই বিবরণটি দেওয়া হচ্ছে যা খ্রিষ্টের ভালবাসাকে আদেশরূপে উপস্থাপন করে—তিনিই তো আমাদের জন্য প্রাণ দিয়েছেন আমরাও যেন ভাইদের জন্য প্রাণ দিই। বাস্তবিকই এ সামসঙ্গীত খ্রিষ্টের যন্ত্রণাভোগের কথা তুলে ধরে।

এখন, আমরা তো জানি যে, গোটা খ্রিষ্ট হলেন একইসঙ্গে মাথা ও দেহ। মাথা হলেন আমাদের সেই ত্রাণকর্তা নিজেই যিনি পন্তিউস পিলাতের শাসনকালে যন্ত্রণাভোগ করলেন, কিন্তু পুনরুত্থিত হয়ে এখন পিতার পাশে আসীন। অন্য দিকে তাঁর দেহ হল মণ্ডলী: তবু এ মণ্ডলী বা ও মণ্ডলী নয়, বরং সেই মণ্ডলী যা সারা পৃথিবী জুড়ে বিস্তৃত। আরও, তাঁর দেহ কেবল সেই মণ্ডলীই যা বর্তমানকালে এজগতে জীবনযাপন করছে এমন নয়, কিন্তু সেই মণ্ডলী যার অভ্যন্তরে তাঁরাও উপস্থিত যাঁরা আমাদের আগে জীবনযাপন করলেন, এবং তাঁরাও উপস্থিত যাঁরা পরবর্তীকালে যুগান্ত পর্যন্ত আবির্ভূত হবেন।

খ্রিস্টের যারা অঙ্গ, সেই সকল বিশ্বাসীদের পূর্ণ সংখ্যায় গঠিত এই যে সার্বজনীন মণ্ডলী, তার মাথা স্বর্গে আবাস করলেও গোটা দেহকে শাসন করেন। আর তিনি দৃশ্যগত দিক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েও তবু ভালবাসার মধ্য দিয়ে আমাদের সঙ্গে যুক্ত।

এখন, যেহেতু গোটা খ্রিষ্ট একইসঙ্গে মাথা ও দেহ, সেজন্য আমরা সকল সামসঙ্গীতে মাথারই কণ্ঠ শুনতে চেষ্টা করি, যাতে দেহেরও কণ্ঠ শুনতে পাই। কেননা খ্রিষ্ট পৃথক ভাবে কথা বলতে চাইলেন না, যেহেতু তিনি আমাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে চাইলেন না, যেমন তিনি নিজেই স্পষ্ট বললেন: *দেখ, আমি যুগান্ত পর্যন্ত প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি* (মথি ২৮:২০)।

অতএব, তিনি যখন আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছেন, তখন তিনিই আমাদের অন্তরে কথা বলেন, আমাদের বিষয়ে কথা বলেন, আমাদের মধ্য দিয়ে কথা বলেন, যেহেতু আমরাও তাঁর মধ্যে কথা বলি। সুতরাং আমরা সত্য বলি, কারণ তাঁরই মধ্যে কথা বলি।

মণ্ডলীর আচার্য

সুসমাচার পাঠ - মথি ৫:১৩-১৯

একদিন যিশু নিজের শিষ্যদের বললেন, 'তোমরা পৃথিবীর লবণ, কিন্তু লবণ নিঃস্বাদ হয়ে গেলে, তবে কী করেই বা তা আবার নোনতা করা যাবে? তা আর কোন কাজে লাগে না; তা শুধু বাইরে ফেলে দেওয়া হবে যেন লোকে তা পায়ে মাড়িয়ে দেয়। তোমরা জগতের আলো; পর্বতের উপরে অবস্থিত কোন নগর গুপ্ত থাকতে পারে না। আর লোকে প্রদীপ জ্বালিয়ে তা ধামার নিচে রাখে না, দীপাধারের উপরেই রাখে; তবে ঘরের সকলের জন্য তা আলো দেবে। তেমনি তোমাদের আলো মানুষের সামনে উজ্জ্বল হোক, যেন তারা তোমাদের সৎকর্ম দেখে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার গৌরবকীর্তন করে।

মনে করো না যে, আমি বিধান-পুস্তক বা নবী-পুস্তক বাতিল করতে এসেছি; আমি বাতিল করতে আসিনি, পূর্ণই করতে এসেছি। আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যতদিন আকাশ ও পৃথিবী বিলুপ্ত না হয়, ততদিন বিধানের এক মাত্রা বা এক বিন্দুও লোপ পাবে না—যতদিন না সবই সম্পন্ন হয়। অতএব যে কেউ এই সমস্ত আজ্ঞার মধ্যে ক্ষুদ্রতম আজ্ঞাগুলোর একটাও লঙ্ঘন করে ও মানুষকে সেইমত করতে শেখায়, তাকে স্বর্গরাজ্যে ক্ষুদ্রতম বলে গণ্য করা হবে; কিন্তু যে কেউ সেগুলো পালন করে ও শিখিয়ে দেয়, তাকে স্বর্গরাজ্যে মহান বলে গণ্য করা হবে।'

❖ যোহন-রচিত সুসমাচারে আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা (১১শ পুস্তক ৬)

আমাদের উচিত নিজেদের কর্মে ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করা

আমাদের পক্ষে খ্রিষ্টই দিব্য জীবনের দৃষ্টান্ত, মূলউৎস ও আদর্শ, আর তিনিই স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন আমাদের কেমন জীবনধারণ করা উচিত। সুসমাচার-রচয়িতাগণ বিষয়টি সূক্ষ্মরূপে ব্যাখ্যা করেন। তাঁর আপন বাণীর মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের শেখান যে, আমরা যদি আমাদের হাতে ন্যস্ত সেবাকর্মের অনুশীলন করি ও ঈশ্বরের আদেশগুলো

পালন করি, তবে আমাদের কর্মের মধ্য দিয়েই তাঁকে গৌরবান্বিত করি; আমরা তাঁকে এমন কিছুই আরোপ করব যা তাঁর নেই এমন নয়—তাঁর অবর্ণনীয় স্বরূপ তো অধিক গৌরবময়!—কিন্তু এ অর্থে যে, যারা আমাদের দেখে বা আমাদের কর্ম থেকে কোন উপকার পায়, তারা তাঁকে গৌরবান্বিত করবে।

ত্রাণকর্তা একথা বললেন: *তোমাদের আলো মানুষের সামনে উজ্জ্বল হোক, যেন তারা তোমাদের সৎকর্ম দেখে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার গৌরবকীর্তন করে* (মথি ৫:১৬)। আমরা যখন দৃঢ় ও নিখুঁত ভাবে ঈশ্বরের উদ্দেশে কাজ করি, তখন আমাদের কর্মের ফলে যে গৌরব উৎপন্ন হয়, তা তো আমরা নিজেদের উপরে আকর্ষণ করতে কোন মতেই চেষ্টা করি না, কিন্তু সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের মর্যাদা ও গৌরব নতুন আলোতে উপস্থাপন করি।

আর যদি আমাদের জীবনধারণ জঘন্য ও ভক্তিহীন, তবে তাঁর অবর্ণনীয় গৌরব কলুষিত করায় নিজেদের আত্মাকে দণ্ডনীয় করে আমরা ন্যায়সঙ্গতভাবেই দণ্ডিত হই ও নবীর এ বাণী ঠিক যেন আমাদের উদ্দেশেই উচ্চারিত হয়: *আমার নাম সর্বদাই, প্রতিটি দিন, নিন্দার পাত্র হয়েছে* (ইশা ৫২:৫)। অপর দিকে আমরা যখন শুভকর্ম সাধন করি, তখন আমাদের দ্বারা এমনটি হয় যে, লোকে ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করে।

সুতরাং, ঈশ্বর যে বিশেষ কাজ আমাদের হাতে ন্যস্ত করেছেন, আমরা যখন তা সম্পন্ন করব, তখন আমাদের যোগ্যতা অনুযায়ী আমরা তাঁর দ্বারা প্রকৃত সন্তানদের স্বাধীনতায় উন্নীত হব; আর যিনি আমাদের দ্বারা গৌরবান্বিত হলেন, সেই ঈশ্বরের হাত থেকে আমরা আমাদের যোগ্যতা অনুযায়ী গৌরব গ্রহণ করব।

মঠাশ্রমী সন্ন্যাসী

সুসমাচার পাঠ - মথি ১৯:১৬-২১

> একদিন একজন লোক এসে তাঁকে বলল, ‘গুরু, অনন্ত জীবন পাবার জন্য আমাকে কোন্ মঙ্গলময় কাজ করতে হবে?’ তিনি তাকে বললেন, ‘মঙ্গলময় সম্বন্ধে কেন জিজ্ঞাসা কর? মঙ্গলময় একজনমাত্র আছেন। তবু তুমি যদি জীবনে প্রবেশ করতে ইচ্ছা কর, তবে আজ্ঞাগুলো পালন কর।’ সে বলল, ‘কোন্ কোন্ আজ্ঞা?’ যিশু বললেন, ‘নরহত্যা করবে না, ব্যভিচার করবে না, চুরি করবে না, মিথ্যাসাক্ষ্য দেবে না, পিতামাতাকে সম্মান করবে, ও তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসবে।’ সেই যুবক তাঁকে বলল, ‘আমি এ সমস্ত পালন করে আসছি, এখন আমার করার বাকি কী আছে?’ যিশু তাকে বললেন, ‘যদি সিদ্ধপুরুষ হতে ইচ্ছা কর, তবে যাও, তোমার যা যা আছে তা বিক্রি করে গরিবদের দান কর, তাতে স্বর্গে ধন পাবে; তারপর এসো, আমার অনুসরণ কর।’

❖ বিশপ সাধু পিতর দামিয়ানের উপদেশাবলি (উপদেশ ৯)

সবকিছুই ত্যাগ করে খ্রিষ্টের অনুসরণ করা

দেখুন, আমরা সবকিছুই ত্যাগ করে আপনার অনুসরণ করেছি (মার্ক ১০:২৮)। এ অধিক গাম্ভীর্যপূর্ণ বাণী! সবকিছুই ত্যাগ করে খ্রিষ্টের অনুসরণ করা বিরাট ব্যাপার, পুণ্য কর্ম, এমন কর্ম যা সমস্ত আশীর্বাদের যোগ্য। এ বাণীই নর-নারী নির্বিশেষে স্বেচ্ছাকৃত দরিদ্রতায় আকর্ষণ করেছে; এ বাণীই অসংখ্য মঠের উৎপত্তির কারণ; এ বাণীই মঠের বেষ্টনী সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীতে ও বন বিজনাশ্রমীতে পরিপূর্ণ করেছে। মণ্ডলী যখন গান করে, *তোমার বাণীর জন্যই আমি কঠিন পথ অনুসরণ করেছি,* তখন এ বাণীকেই লক্ষ করে।

হ্যাঁ, সবকিছুই ত্যাগ করা সত্যিই মহাকাজ, কিন্তু খ্রিষ্টের অনুসরণ করা আরও মহত্তরই কাজ। আমরা তো অনেকেরই কথা পড়ে থাকি যারা সবকিছু ত্যাগ করেছে কিন্তু

খ্রিষ্টের অনুসরণ করেনি। এই তো আমাদের কাজ, এই তো আমাদের পরিশ্রম; এতেই আমাদের পরিত্রাণের পূর্ণতা নিহিত; তাছাড়া খ্রিষ্টের অনুসরণ পর্যন্তও করতে পারি না যদি না সবকিছু ছেড়ে দিই, কেননা *তিনি বীরের মতই মেতে ওঠেন পথে দৌড়োবার জন্য* (সাম ১৯:৬), আর এমন কেউই নেই যে ভারাক্রান্ত হয়ে তাঁর অনুসরণ করতে পারে।

পিতর বলেন, *দেখুন, আমরা সবকিছুই ত্যাগ করেছি।* সবকিছু বলতে কেবল পার্থিব সম্পদ নয়, আমাদের হৃদয়ের সমস্ত অভিলাষও বোঝায়। কেউ যদি কেবল নিজেকেও কাছে রাখে, সে সবকিছু ছাড়েনি; বাস্তবিকই নিজেকে না ছেড়ে অন্য সবকিছু ছেড়ে দেওয়া বৃথা, কারণ আমাদের 'আমিই' তো সবচেয়ে ভারী বোঝা। একজনের স্ব-ইচ্ছার চেয়ে আর কোন্ অধিক হিংস্র স্বৈরশাসক বা অত্যাচারী রাজা থাকতে পারে? তবে নিজস্ব সম্পদ ও স্ব-ইচ্ছা দু'টোকেই ত্যাগ করা দরকার, যদি তাঁর অনুসরণ করতে চাই যাঁর মাথা গোঁজবার স্থানটুকুও ছিল না ও যিনি নিজের ইচ্ছা নয় কিন্তু তাঁরই ইচ্ছা পূর্ণ করতে এসেছিলেন যিনি তাঁকে প্রেরণ করেছিলেন।

সুতরাং এসো, কেবল খ্রিষ্টেরই অনুসরণ করার উদ্দেশ্যে সবকিছুই ত্যাগ করি; কেবল তাঁকেই প্রীত করতে প্রবৃত্ত থাকি; সজাগ মনোযোগের সঙ্গে তাঁর ইচ্ছা ও তাঁর পছন্দ আঁকড়িয়ে থাকি; তবে স্বয়ং সত্য যা তাদের দেবেন বলে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন যারা সবকিছুই ত্যাগ করে তাঁর অনুসরণ করে, আমরা নিশ্চয়ই তা অনুভব করব; তাঁর প্রতিশ্রুতি এ: *তারা ইহলোকে তার একশ' গুণ পাবে ও পরলোকে অনন্ত জীবন পাবে* (মথি ১০:৩০ দ্রঃ)। বর্তমান যাত্রায় সান্ত্বনাস্বরূপে সেই একশ' গুণ দেওয়া হয়; অনন্ত জীবন হবে মাতৃভূমিতেই আমাদের চিরন্তন সুখ।

কিন্তু সেই 'এতশ গুণ' কী? তা কি পবিত্র আত্মার সেই সান্ত্বনা, অন্তরে তাঁর সেই আগমন, তাঁর সেই প্রথমফল নয়, যা মধুর চেয়েও সুমধুর? তা কি আমাদের বিবেকের সেই সাক্ষ্য, ন্যায়নিষ্ঠের সেই আনন্দপূর্ণ প্রত্যাশা নয়? তা কি ঈশ্বরের সেই উপচে পড়া কৃপা ও তাঁর সেই বিচিত্র আনন্দের স্মৃতি নয়? যারা তার অভিজ্ঞতা করেছে, তাদের কাছে তেমন বর্ণনা দেওয়া প্রয়োজন নেই, আবার, যারা সেই অভিজ্ঞতা করেনি, তাদের কাছে তেমন বর্ণনা দেওয়া বৃথা কাজ।

চিরকুমারী

সুসমাচার পাঠ - মথি ২৫:১-১৩

একদিন যিশু তাঁর শিষ্যদের এই উপমা-কাহিনী শোনালেন, ‘স্বর্গরাজ্যের ভাবী অবস্থা এমন দশজন যুবতী কুমারীর সঙ্গে তুলনা করা যায়, যারা নিজ নিজ প্রদীপ নিয়ে বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বেরিয়ে পড়ল। তাদের মধ্যে পাঁচজন ছিল নির্বোধ ও পাঁচজন ছিল বুদ্ধিমতী। নির্বোধ যারা, তারা নিজ নিজ প্রদীপ নিল বটে, কিন্তু সঙ্গে করে তেল নিল না; অপরদিকে বুদ্ধিমতী যারা, তারা নিজ নিজ প্রদীপের সঙ্গে পাত্রে করে তেলও নিল। বর দেরি করায় সকলের ঝিমুনি ধরল ও তারা ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু মাঝরাতে রব উঠল, দেখ, বর! তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বেরিয়ে পড়! তখন সেই যুবতীরা সকলে জেগে উঠল, ও নিজ নিজ প্রদীপ ঠিক ঠাক করল। আর নির্বোধেরা বুদ্ধিমতীদের বলল, তোমাদের তেল থেকে আমাদের খানিকটা দাও, আমাদের প্রদীপ যে নিভে যাচ্ছে। কিন্তু বুদ্ধিমতীরা উত্তরে বলল, হয় তো তোমাদের ও আমাদের জন্য কুলোবে না; তোমরা বরং দোকানদারদের কাছে গিয়ে নিজেদের জন্য তেল কিনে নাও। তারা কিনতে গিয়েছিল, এর মধ্যে বর এসে উপস্থিত হলেন। যারা প্রস্তুত ছিল, তারা তাঁর সঙ্গে বিবাহ-বাড়িতে প্রবেশ করল, আর দরজা বন্ধ করা হল। শেষে অন্য সকল যুবতীরাও এল। তারা বলতে লাগল, প্রভু, প্রভু, আমাদের জন্য দরজা খুলে দিন। কিন্তু তিনি উত্তরে বললেন, তোমাদের সত্যি বলছি, আমি তোমাদের চিনি না। সুতরাং জেগে থাক, কেননা তোমরা সেই দিন বা সেই ক্ষণ জান না।

❖ ১১৮ নং সামসঙ্গীতে বিশপ সাধু আম্ব্রোজের ব্যাখ্যা (১৪:৭-৮)

সেই প্রদীপ উজ্জ্বল ছিল

খ্রিষ্ট দ্বারাই যা উদ্ভাসিত ছিল

তখনই খ্রিষ্ট আমার পক্ষে প্রকৃত প্রদীপ, যখন তাঁর নাম আমাদের ওষ্ঠে উপস্থিত। তা এমন ধন যা কাদার মধ্যে উজ্জ্বল, যা মাটির পাত্রের ভিতর থেকে দীপ্তিমান, যা আমরা মাটির পাত্রে বহন করি। সেই প্রদীপে তেল দাও, যেন তোমার তেমন অভাব না

হয়, কেননা তেল হল প্রদীপের আলো—এসংসারের তেল নয়, কিন্তু দয়া ও স্বর্গীয় অনুগ্রহের সেই তেল যা দিয়ে নবীদের তৈলাভিষিক্ত করা হত। বিনম্রতাই তোমার তেল, কেননা বিনম্রতা তোমার কঠিন বুদ্ধি নরম করে। দয়াই তোমার তেল, কেননা দয়া পাপীদের অন্তরে অনিষ্টজনিত ক্ষতস্থান নিরাময় করে। সুসমাচারের সেই সামারীয় লোক এ তেল দিয়েই সেই পথিককে লেপন করল যে যেরুশালেম থেকে নেমে যাওয়ার পথে দস্যুদের দ্বারা ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল: তাকে দেখে সে দয়ায় বিগলিত হয়ে তার ক্ষতস্থান বেঁধে দিয়েছিল ও তেল ও আঙুররস দিয়ে লেপন করেছিল।

এ তেল রোগপীড়িতদের নিরাময় করে: পরের প্রতি দয়া পাপ থেকে মুক্ত করে; আমাদের কর্ম যদি মানুষদের সামনে উজ্জ্বল, তবে এ তেল অন্ধকারে আলোর উদ্ভাস ঘটায়; এ তেল মণ্ডলীর পর্বোৎসবে জ্যোতি স্বরূপ। এ তেলের অভাব যাদের হয়নি, অর্থাৎ কিনা বিশ্বাসের আলোই যাদের অভাব হয়নি, সেই কুমারীরা জ্বলন্ত প্রদীপ নিয়ে বিবাহ-কক্ষে প্রবেশ করতে যোগ্য হয়েছিল; কিন্তু যারা সঙ্গে করে পাত্রে তেল নেয়নি, অর্থাৎ কিনা দেহ-সংশ্লিষ্ট নিজেদের আত্মার প্রতি যাদের বিশ্বাস ছিল না, দূরদর্শিতা ও দয়াও ছিল না, তাদের অবিশ্বস্ততার কারণে তারা বিবাহোৎসব থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। তাই তুমিও এমনটি কর, যাতে তোমার হাতে জ্বলন্ত একটা প্রদীপ বা উদ্দীপ্ত একটা মশাল সর্বদাই থাকে। কিন্তু তোমার প্রদীপ বা মশাল যদি আলো না দেয়, তাহলে তুমি সেই নির্বোধ কুমারীদেরই একজন বলে পরিগণিত হবে, ও তোমার স্বর্গীয় বরের মিলন-কক্ষে প্রবেশ করতে পারবে না; তুমি বরং তোমার নিজের অন্ধতার অন্ধকারে বসে থাকবে, তেমন একজনেরই মত আলো যে ঘৃণাই করে পাছে তার অপকর্ম প্রকাশ পায়; কেননা *যে অপকর্মের সাধক, সে আলোকে ঘৃণা করে* (যোহন ৩:২০)।

বিশ্বাসী হও, সুবিবেচক হও, যাতে তোমার পাত্রে দয়ার তেল তথা ভক্তির অনুগ্রহ সর্বদাই থাকে: সেই বুদ্ধিমতী কুমারীরা প্রদীপের সঙ্গে পাত্রে তেলও সঙ্গে করে নিয়েছিল। এসো, আমাদের আত্মায় তেল ঢেলে দিই, যেন দেহ উজ্জ্বল হয়। তোমার জন্য ঈশ্বরের বাণীর প্রদীপ অনুক্ষণ উজ্জ্বল হোক; তোমার চোখও উজ্জ্বল হোক, কেননা চোখই তো তোমার দেহের প্রদীপ। দেহের মধ্য থেকে আলোপ্রবাহী তোমার সদ্বিবেক, এ তো প্রদীপের আলো, এ তো তোমার চোখ—তোমার চোখ নির্মল হোক! তোমার

বিবেক শুচি হলে তোমার দেহও শুচি হবে; কিন্তু তোমার বিবেক অন্ধকারময় হলে তোমার দেহের উপরেও তোমার বিবেকের রাত নেমে পড়বে। আমরা নিজেরাই এ প্রদীপ, যা আমাদের দেহ-পরদায় আচ্ছাদিত; আলো ছড়াবার মত আমাদের যে উপায় রয়েছে, তা সামান্যই শুধু।

এমন এক প্রদীপ ছিল যা এ জগতে আলো ছড়াবার জন্য খ্রিষ্ট থেকে আলো পাচ্ছিল; এ প্রদীপ যোগ্যরূপেই জ্বলছিল, যোগ্যরূপেই আলো ছড়াত, কেননা সেই প্রদীপ ছিলেন খ্রিষ্টের সেই অগ্রদূত যিনি বিশ্বাসের বাণী প্রচারে মানুষের হৃদয় আলোকিত করছিলেন। কিন্তু প্রভু অন্য প্রদীপগুলোকেও জগতের আলো হওয়ার দায়িত্ব দিয়েছিলেন: তিনি তো প্রেরিতদূতদের বলেছিলেন: *তোমরাই জগতের আলো* (মথি ৫:১৪)। সুতরাং, পবিত্রজনদের গৌরব যখন একসময় প্রদীপ হিসাবে আর একসময় জগতের আলো হিসাবে পৃথিবীর উপরে উজ্জ্বল ছিল, তখন *আমার চরণ-পথের প্রদীপ* (সাম ১১৯:১০৫ দ্রঃ) সেই ঐশবাণীর বেলায় আমরা আর কীবা বলতে পারব?

সাধুসাধ্বী

সুসমাচার পাঠ - মথি ১৬:২৪-২৭

> একদিন যিশু নিজের শিষ্যদের বললেন, 'কেউ যদি আমার পিছনে আসতে ইচ্ছা করে, সে নিজেকে অস্বীকার করুক, ও নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার অনুসরণ করুক। কেননা যে কেউ নিজের প্রাণ বাঁচাতে চায়, সে তা হারাবে, আর যে কেউ আমার জন্য নিজের প্রাণ হারায়, সে তা খুঁজে পাবে। বস্তুত মানুষ যদি সমগ্র জগৎ জয় ক'রে নিজের প্রাণ হারায়, তাতে তার কী লাভ হবে? কিংবা, মানুষ নিজের প্রাণের বিনিময়ে কী দিতে পারবে? কেননা মানবপুত্র নিজের দূতদের সঙ্গে নিজ পিতার গৌরবে আসবেন, আর তখন প্রত্যেককে তার নিজ নিজ কাজ অনুযায়ী প্রতিফল দেবেন।'

❖ বিশপ সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি (উপদেশ ৯৬:১, ৪, ৯)

পবিত্রতার দিকে সার্বজনীন আহ্বান

কেউ যদি আমার পিছনে আসতে ইচ্ছা করে, সে নিজেকে অস্বীকার করুক, ও নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার অনুসরণ করুক (মথি ১৬:২৪)। প্রভুর আজ্ঞা কঠিন ও ভারী মনে হয়: যে তাঁর অনুসরণ করতে চায়, তাকে আত্মত্যাগ করতে হয়। কিন্তু যিনি আদেশ পালন করতে সাহায্য করেন, তাঁর আজ্ঞা কঠিন ও ভারী হতে পারে না।

আর আসলে সামসঙ্গীতে যা লেখা আছে তা সত্য: *তোমার শ্রীমুখের বাণীর জন্য আমি কঠিন জীবন যাপন করেছি* (সাম ১৭:৪ দ্রঃ), তবু তাঁর এ কথাও সত্য: *আমার জোয়াল কোমল ও আমার বোঝা লঘুভার* (মথি ১১:৩০)। বাস্তবিকই আজ্ঞাগুলিতে যা কিছু ভারী, ভালবাসা তা লঘুভার করে তোলে।

নিজ ক্রুশ তুলে নেওয়া (মথি ১৬:২৪ দ্রঃ), এর অর্থ কী? সে সেই সবকিছু সহ্য করুক যা বিরক্তিকর—এভাবেই সে আমার অনুসরণ করবে! আমার আদর্শ ও আজ্ঞাগুলি পালন করতে করতে সে যখন আমার অনুসরণ করতে শুরু করবে, তখন সে দেখবে, বহু মানুষ—এমনকি খ্রিষ্টের অনুগামীদের মধ্যেও বহু মানুষ তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে,

তাকে বাধা দেয়, তার মন পাল্টাতে চেষ্টা করে। যারা অন্ধদের চিৎকার করতে বারণ দিত, তারা তো খ্রিষ্টের সঙ্গেই পথ চলত! সুতরাং, তুমি যদি তাঁর অনুসরণ করতে ইচ্ছা কর, তাহলে হুমকি কি তোষামোদ কি যত বাধা ক্রুশ বলে বিবেচনা কর: ধৈর্য ধর, সহনশীল হও, ভেঙে পড়ো না।

মনে রেখ যে এই পবিত্র, মুক্ত, মঙ্গলময়, পুনর্মিলিত, পরিত্রাণকৃত জগতে, এমনকি পরিত্রাণের প্রত্যাশায় ব্যাকুল এ জগতে—যা এখন আসলে প্রত্যাশায়ই পরিত্রাণকৃত কেননা *আমরা প্রত্যাশায় পরিত্রাণ পেয়েছি* (রো ৮:২৪);—এই জগতে তথা খ্রিষ্টের অনুগামী এই মণ্ডলীতে তিনি কোন পার্থক্য না রেখে সকলকেই বলেছেন: *কেউ যদি আমার পিছনে আসতে ইচ্ছা করে, সে আমার অনুসরণ করুক।*

তাঁর এ বাণী যে চিরকুমারীদেরই পক্ষে পালনীয়, কিন্তু বিবাহিত নারীদের পক্ষে নয়; কিংবা বিধবাদেরই পক্ষে পালনীয় কিন্তু দম্পতিদের পক্ষে নয়; কিংবা সন্ন্যাসীদের পক্ষেই পালনীয়, কিন্তু বিবাহিতদের পক্ষে নয়; কিংবা যাজকবর্গেরই পক্ষে পালনীয়, কিন্তু অন্য সকল ভক্তদের পক্ষে নয়, এমন নয়; বরং গোটা মণ্ডলীই, গোটা দেহই, নিজ নিজ ভূমিকায় বিস্তৃত প্রতিটি অঙ্গই খ্রিষ্টের অনুসরণে বাধ্য।

সেই অনন্য গোটা মণ্ডলীই তাঁর অনুসরণ করতে আহূতা, কপোতটি তাঁর অনুসরণ করতে আহূতা, কনেই তাঁর অনুসরণ করতে আহূতা, বরের রক্ত যার মুক্তিমূল্য ও বিবাহ-সম্পদ, সেই গোটা মণ্ডলীই তাঁর অনুসরণ করতে আহূতা। কেননা এইখানে তো চিরকুমারীদের শুচিতার স্থান, এইখানে বিধবাদের পুণ্যাচরণের স্থান, এইখানে দম্পতিদের শুচিতার স্থান।

মণ্ডলীর এ অঙ্গগুলো নিজ নিজ অবস্থা, পরিস্থিতি ও সাধ্য অনুসারে খ্রিষ্টের অনুসরণ করুন, আত্মত্যাগ করুন, অর্থাৎ নিজেদের উপর অযথা নির্ভর করবেন না, নিজ নিজ ক্রুশ তুলে নিন, অর্থাৎ খ্রিষ্টপ্রেমের খাতিরে এসংসারে সেই সবকিছু সহ্য করুন যা সংসার তাঁদের বিরুদ্ধে ঘটায়। কেবল তাঁকেই প্রেম করুন, কেননা কেবল তিনিই প্রবঞ্চনা করেন না, কেবল তিনিই ভুল করেন না, কেবল তিনিই ভোলান না; তাঁরা তাঁকে প্রেম করুন, কেননা তিনি যা প্রতিশ্রুতি দেন, তা সত্য। কিন্তু, যেহেতু তিনি তেমন প্রতিশ্রুতি এখনই পূরণ করছেন না, সেজন্য বিশ্বাস টলমান হয়। তুমি কিন্তু

নিষ্ঠাবান হও, একনিষ্ঠ হও, ধৈর্যশীল হও, বিলম্বটা সহ্য কর—এতেই নিজ ক্রুশ তুলে নেবে।

দুঃখীজনদের সেবাব্রতি-ব্রতিনী

সুসমাচার পাঠ - মথি ২৫:৩১-৪৬

একদিন যিশু নিজের শিষ্যদের বললেন, ‘মানবপুত্র যখন তাঁর সকল দূতকে সঙ্গে করে নিজের গৌরবে আসবেন, তখন তিনি নিজের গৌরবময় সিংহাসনে আসন নেবেন। তাঁর সামনে সকল জাতিকে জড় করা হবে; আর তিনি তাদের একজন থেকে অন্যজনকে পৃথক পৃথক করে দেবেন, যেমন মেষপালক ছাগ থেকে মেষদের পৃথক করে দেয়; পরে তিনি মেষগুলোকে নিজের ডান পাশে ও ছাগগুলোকে বাঁ পাশে রাখবেন। তখন রাজা নিজের ডান পাশের লোকদের বলবেন, এসো, আমার পিতার আশীর্বাদের পাত্র যে তোমরা, জগৎপত্তনের সময় থেকে যে রাজ্য তোমাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে, তা উত্তরাধিকাররূপে গ্রহণ কর। কারণ আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম আর তোমরা আমাকে খেতে দিয়েছিলে; তৃষ্ণার্ত ছিলাম আর আমাকে জল দিয়েছিলে; প্রবাসী ছিলাম আর আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলে; বস্ত্রহীন ছিলাম আর আমাকে পোশাক পরিয়েছিলে; পীড়িত ছিলাম আর আমার সেবাযত্ন করেছিলে; কারারুদ্ধ ছিলাম আর আমাকে দেখতে এসেছিলে। তখন ধার্মিকেরা উত্তরে তাঁকে বলবে: প্রভু, কবে আপনাকে ক্ষুধার্ত দেখে খেতে দিয়েছিলাম, বা তৃষ্ণার্ত দেখে জল দিয়েছিলাম? কবেই বা আপনাকে প্রবাসী দেখে আশ্রয় দিয়েছিলাম, বা বস্ত্রহীন দেখে পোশাক পরিয়েছিলাম? কবেই বা আপনাকে পীড়িত বা কারারুদ্ধ দেখে আপনাকে দেখতে গিয়েছিলাম? উত্তরে রাজা তাদের বলবেন, আমি তোমাদের সত্যি বলছি, আমার এই ক্ষুদ্রতম ভাইদের একজনেরও প্রতি যা কিছু করেছ, তা আমারই প্রতি করেছ। পরে তিনি বাঁ পাশের লোকদেরও বলবেন, আমার কাছ থেকে দূর হও, অভিশাপের পাত্র যে তোমরা! দিয়াবলের ও তার দূতদের জন্য যে অনন্ত আগুন প্রস্তুত করা হয়েছে, তার মধ্যে যাও। কারণ আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম, আর তোমরা আমাকে খেতে দাওনি; তৃষ্ণার্ত ছিলাম আর আমাকে জল দাওনি; প্রবাসী ছিলাম আর আমাকে আশ্রয় দাওনি; বস্ত্রহীন ছিলাম আর আমাকে পোশাক পরাওনি; পীড়িত ও কারারুদ্ধ ছিলাম আর আমাকে দেখতে আসনি। তখন তারাও উত্তরে বলবে,

প্রভু, কবে আপনাকে ক্ষুধার্ত বা তৃষ্ণার্ত বা প্রবাসী বা বস্ত্রহীন বা পীড়িত বা কারারুদ্ধ দেখে আপনার সেবাযত্ন করিনি? তখন তিনি উত্তরে তাদের বলবেন, আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তোমরা এই ক্ষুদ্রতম মানুষদের একজনেরও প্রতি যা কিছু করনি, তা আমারই প্রতি করনি। আর এরা অনন্ত দণ্ডে চলে যাবে, কিন্তু ধার্মিকেরা অনন্ত জীবনে প্রবেশ করবে।'

❖ বিশপ সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি (উপদেশ ৬০:৮-৯)

সেই গরিব কে?

যাদের আমরা ভিক্ষাদান করি, সেই গরিবেরা কারা, সেই পালকি-বাহকেরাই ছাড়া যারা মর্ত থেকে স্বর্গে আমাদের বহন করে? সুতরাং ভিক্ষা দাও: তাতে তোমার বাহককেই তুমি ভিক্ষা দান করবে, আর সে তোমার ভিক্ষাদান স্বর্গেই বহন করবে। তুমি জিজ্ঞাসা করছ, সে কেমন করে তা স্বর্গে বহন করবে? আমি তো দেখতে পাচ্ছি, সে খাচ্ছে, আমার ভিক্ষাদান ব্যয়ই করছে। হ্যাঁ, তা ঠিক: কেননা তা রক্ষা করায় নয়, কিন্তু তা খাওয়ায়ই সে তা বহন করে। তুমি কি এ বাণী ভুলে গেছ, *এসো, আমার পিতার আশীর্বাদের পাত্র যে তোমরা, রাজ্য উত্তরাধিকাররূপে গ্রহণ কর; কারণ আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম আর তোমরা আমাকে খেতে দিয়েছ* (মথি ২৫:৩৪, ৩৫); এবং *আমার এই ক্ষুদ্রতম ভাইদের একজনেরও জন্য যা কিছু করেছ, তা আমারই জন্য করেছ* (মথি ২৫:৪০)। তোমার সামনে যে ভিক্ষুক রয়েছে তুমি যদি তাকে অবজ্ঞা না করে থাক, তবে দেখ তোমার ভিক্ষাদান কার্ হাতে গেছে! খ্রিষ্টই তো এ বাণী বলেছেন, *আমার এই ক্ষুদ্রতম ভাইদের একজনেরও প্রতি যা কিছু করেছ, তা আমারই প্রতি করেছ।* খ্রিষ্টই তোমার ভিক্ষাদান গ্রহণ করেছেন: তিনিই তা গ্রহণ করেছেন যিনি তোমাকে দেবার মত কিছু দিয়েছেন; তিনিই তা গ্রহণ করেছেন যিনি শেষে নিজেকেই তোমার কাছে তুলে দেবেন। খ্রিষ্ট তো বলেননি, এসো, রাজ্য গ্রহণ কর, কারণ তোমরা শুচি জীবন যাপন করেছ, কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত করনি, গরিবকে অত্যাচার করনি, কারও সম্পদ দখল করনি বা দেওয়া কথা ভাঙ্গনি। না, তিনি তেমন কথা বলেননি, কিন্তু এ কথাই বললেন: *রাজ্য গ্রহণ কর; কারণ আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম আর তোমরা আমাকে খেতে দিয়েছ।* যখন প্রভু

অন্য কিছু উল্লেখ না করে কেবল এ কাজেরই কথা বলেন, তখন ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ বটে!

ভাইবোনেরা, আমার পরামর্শ এ: পার্থিব রুটি দান কর ও স্বর্গীয় রুটি যাচনা কর। খ্রিষ্টই রুটি: তিনি তো বললেন, *আমিই জীবন-রুটি* (যোহন ৬:৩৫)। কিন্তু কেমন করে তুমি প্রত্যাশা করতে পার তিনি তোমাকে কিছু দেবেন যখন তুমি গরিবকে কিছুই দাও না? এমন কেউ আছে, তোমার রুটি যার প্রয়োজন, আর অপরের রুটিও তোমার প্রয়োজন; আর যেহেতু অপরের রুটি তোমার প্রয়োজন আর এমন কেউ রয়েছে তোমার রুটিই যার প্রয়োজন, সেজন্য যার রুটি কারও প্রয়োজন রয়েছে, তারও অপরের রুটি প্রয়োজন। অপর দিকে, যাঁর রুটি তোমার প্রয়োজন, তাঁর পক্ষে কোন কিছুই প্রয়োজন নেই। সুতরাং, যা তুমি চাও ঈশ্বর তোমার জন্য করবেন, তুমি গরিবদের জন্য তা কর। তুমি ও ঈশ্বর সেই সম্পর্কে সম্পর্কযুক্ত নও, সেই যে সম্পর্কে সেই বন্ধুরাই সম্পর্কযুক্ত যারা পরস্পরের দান বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ ক'রে বলে, আমি তোমাকে এ দিয়েছি, আর অপর একজন উত্তরে বলে, আমি তোমাকে তা দিয়েছি, অর্থাৎ কিনা উপহারের বিনিময়ে তারা উপহার প্রত্যাশা করে। ঈশ্বরের কাছে কোন কিছু প্রয়োজন নেই, সুতরাং তিনিই সত্যকার প্রভু। *আমি প্রভুকে বলেছি, তুমিই আমার ঈশ্বর* (সাম ১৪০:৭), *কারণ তোমার কাছে আমার কোন বিষয়বস্তু প্রয়োজন নেই।*

যেহেতু তিনিই প্রভু, সেই সত্যকার প্রভু যাঁর পক্ষে আমাদের কোন বস্তু প্রয়োজন না হলেও তবু ইচ্ছা করেন আমরাই যেন তাঁর জন্য কিছু করতে পারি, সেজন্য তিনি গরিবদের মধ্যে ক্ষুধার্ত হতে সম্মত হলেন। তিনি বলেন, *আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম আর তোমরা আমাকে খেতে দিয়েছ। প্রভু, আমরা কবেই বা আপনাকে ক্ষুধার্ত দেখেছি? আমার এই ক্ষুদ্রতম ভাইদের একজনেরও প্রতি যা কিছু করেছ, তা আমারই প্রতি করেছ* (মথি ২৫:৩৫-৪০)। সুতরাং, এক কথায়, ক্ষুধার্ত খ্রিষ্টকে খেতে দেওয়া যে কেমন মহাকাজ, আর ক্ষুধার্ত খ্রিষ্টকে অবজ্ঞা করা যে কেমন মহা অপরাধ, এসো, একথা শুনে মনোযোগের সঙ্গেই তা বিবেচনা করি।